আনন্দগিরিকৃত টীকাসম্বলিত

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

অর্থাৎ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত
প্রকরণগ্রন্থসমূহের মধ্যে
সাতখানি গ্রন্থ।

কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসা-সর্ব্বদর্শনতীর্থ-বিদ্যারত্নোপাধিক
পণ্ডিতপ্রবর—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী এবং
কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থোপাধিক
পণ্ডিতপ্রবর—শ্রীযুক্ত ভূতনাথ শর্ম্মা এবং
তর্কতীর্থোপাধিক
পণ্ডিতপ্রবর—শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ শর্ম্মার
দ্বারা অনূদিত।

—*—

"আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ" প্রণেতা ন্যায় ও বেদান্তাদি
বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদক ও সম্পাদক
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

প্রকাশক—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ।
৬নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা।

শকাব্দা ১৮৫১, বঙ্গাব্দ ১৩৩৫

    [মূল্য ৩।০ টাকা।]

কমার্সিয়াল গেজেট প্রেস
৬নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন।

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী, উপদেশ প্রকরণের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে এবার সাতখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। সেই গ্রন্থগুলি, যথা—

(১) অজ্ঞানবোধিনী
(২) আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ
(৩) আত্মানাত্ম বিবেকঃ
(৪) পঞ্চীকরণম্
(৫) প্রবোধসুধাকরঃ
(৬) বেদান্তকেশরী
(৭) স্বাত্মনিরূপণ

ইহাদের মধ্যে (৪) পঞ্চীকরণ (৫) প্রবোধসুধাকর (৬) বেদান্ত-কেশরী এবং (৭) স্বাত্মনিরূপণ—এই চারিখানি গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। এই প্রথম বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইল। ইহাদের বিশেষ পরিচয় এই—

১। **অজ্ঞানবোধিনী** গ্রন্থখানি গদ্য-পদ্যে লিখিত। ইহাতে বেদান্তের তত্ত্বগুলি বিশদভাবে অতি সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মনে হয়, প্রথম শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। ইহার কোনরূপ টীকা পাওয়া যায় নাই। এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় বহুল প্রচারিত হইয়াছে।

২। **আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি** গ্রন্থখানি গদ্যে লিখিত। অনেকস্থলে মনে হয়—ইহা যেন সূত্রগ্রন্থ। কিন্তু ঠিক্ সূত্রগ্রহ ইহাকে বলা যায় না। ইহাতে আনন্দগিরির টীকা আছে। টীকাটী অতি

ব্যুৎপাদক এবং উপাদেয়। এজন্য মূল ও টীকা উভয়েরই অনুবাদ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ব্রহ্মজ্ঞান-মননের পক্ষে অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহার রচনাপ্রণালীই অভিনব বলিয়া মনে হয়। সমস্ত বিচারের সারসংগ্রহ করিয়া কিরূপে তাহার আবৃত্তি করিতে হয়, তাহা ইহাতে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। টীকার অনুবাদ সহ এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এই দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইল। পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা ইহার শুদ্ধতা ও অনুবাদের পূর্ণতাই এবারের বিশেষত্ব।

৩। **আত্মানাত্মবিবেক** গ্রন্থখানি (১) অজ্ঞানবোধনীর অনুরূপ। ইহাতেও বেদান্তের তত্ত্বগুলি অতি বিশদভাবে সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহারও বঙ্গভাষায় বহুল প্রচার হইয়াছে।

৪। **পঞ্চীকরণ।** এই গ্রন্থখানি এই প্রথম বঙ্গভাষায় প্রচারিত হইল। ইহাতে প্রথমতঃ মূলের অনুবাদ আছে। তৎপরে আচার্য্যের প্রধানশিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত বার্ত্তিক, কোন অজ্ঞাতনামা মহাত্মার বার্ত্তিকাভরণ নামক বার্ত্তিকটীকা, এবং বার্ত্তিকের বঙ্গানুবাদ আছে। তৎপরে পুনরায় মূল, আনন্দগিরিকৃত বিবরণনামক টীকা, তাহার বঙ্গানুবাদ এবং সেই বিবরণ টীকার উপর রামতীর্থকৃত তত্ত্বচন্দ্রিকা নামক টীকা আছে। এই গ্রন্থে বেদান্তের বহু দুরূহ তত্ত্বের অতি সুন্দর সমাবেশ করা হইয়াছে। নিদিধ্যাসন-অভ্যাসীর পক্ষে ইহা পরম সহায়। বঙ্গভাষায় ইহার এই প্রথম প্রকাশ।

৫। **প্রবোধসুধাকর।** এই গ্রন্থখানি বেদান্তের বহু সিদ্ধান্ত প্রকারান্তরে বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রথমপ্রবর্ত্তকের পক্ষে সাধনসংক্রান্ত বহু উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাও ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।

৬। **বেদান্তকেশরী বা বেদান্তশতশ্লোকী।** ইহাতে অতিশয় কবিত্বের সহিত বেদান্তের বহু সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার

আনন্দগিরিকৃত টীকাটী অতি বিস্তৃত এবং বহু তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ। কলেবরবাহুল্যভয়ে এই টীকাটীর আর অনুবাদ প্রদত্ত হয় নাই। বঙ্গভাষায় ইহা এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

৭। **স্বাত্মনিরূপণ।** ইহাও একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহাতে বেদান্তের বহু তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে এবং পরিশেষে জীবন্মুক্তের অবস্থা অতি বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। ইহাও ইতি পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় অনূদিত হয় নাই।

এই সকল গ্রন্থের অনুবাদকার্য্য নানাকারণে প্রথমভাগের ন্যায় পণ্ডিতপ্রবর অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় করিতে পারেন নাই, এজন্য অপর পণ্ডিতগণের সাহায্য লইতে হইয়াছে; যথা—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয়

(২) আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি

(৪) পঞ্চীকরণ গ্রন্থের মূল ও বার্ত্তিক এবং

(৬) বেদান্তকেশরী

নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন,

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ তর্কতীর্থ মহাশয়

(৫) প্রবোধসুধাকর

নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন,

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয়

(২) আত্মানাত্মবিবেক,

(৪) পঞ্চীকরণের আনন্দগিরিকৃত টীকা এবং

(৭) স্বাত্মনিরূপণ—

গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন এবং

(১) অজ্ঞানবোধিনী

নামক গ্রন্থখানির অনুবাদকার্য্য আমিই করিয়াছি।

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী প্রথমভাগে যে ৬৬খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহারা আচার্য্যকৃত উপদেশ গ্রন্থের অন্তর্গত একশত শ্লোকের কম গ্রন্থবিশেষ। কিন্তু এই দ্বিতীয় ভাগে যে ৭ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, তাহাতে একশত শ্লোকের অধিক শ্লোক আছে। প্রথম ভাগের ভূমিকায় আচার্য্যের ১৫১গ্রন্থের একটী তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে—আচার্য্যের আর কতগুলি গ্রন্থ এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। আচার্য্যকৃত ৫৪ খানি গ্রন্থের যে এগারখানি অবশিষ্ট রহিল, তাহারা এই—

১। অপরোক্ষানুভূতি	১৪৪ শ্লোক।	৭। বোধসার	১৬৯ শ্লোক।
২। অমরুশতক	১০১ „	৮। সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ	১০০৬ „
৩। উপদেশসাহস্রী	গদ্য পদ্য।		
৪। জ্ঞানগঙ্গাশতক	১০০ শ্লোক।	৯। সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ	৫৪৬ „
৫। প্রপঞ্চসারতন্ত্র	২৪৬৪ „	১০। শঙ্করস্মৃতি	১২ অধ্যায়।
৬। বিবেকচূড়ামণি	৫৮১ „	১১। সন্ন্যাসপদ্ধতি	গদ্য।

ভগবানের ইচ্ছা হইলে অতঃপর ক্রমে অবশিষ্ট গ্রন্থগুলিও প্রকাশিত করা হইবে।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে আজকাল অনেকেই এই সকল গ্রন্থ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের রচিত কি না বলিয়া সন্দেহ করেন। এ বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা আমরা প্রথম ভাগের ভূমিকায় বলিয়াছি। সুতরাং এ বিষয়ে যাঁহার জিজ্ঞাসা হইবে, তিনি উক্ত ভূমিকা দেখিতে পারেন। তথাপি সংক্ষেপে এস্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, রচনাভঙ্গী বা ভাষা দেখিয়া বা উপাসনাদির কথা

ইহাদের মধ্যে (৪) জ্ঞানগঙ্গাশতক ও (৭) বোধসার গ্রন্থদ্বয় নরহরিদাস রচিত বোধসারের অংশবিশেষ রূপে দেখা যাইতেছে। সুতরাং ইহাদের প্রকৃত রচনা কর্ত্তা কে, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

দেখিয়া শঙ্কররচিত নহে বলা অভ্রান্ত পথ নহে। যদি কোন হস্ত-লিখিত পুঁথির শেষে অপরের রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ থাকে, অথবা কোন গ্রন্থকার অপরের রচিত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তবেই তাহা শঙ্কররচিত বলিয়া সন্দেহ করা উচিত।

এবার প্রত্যেক গ্রন্থের সূচীপত্র ও পত্রাঙ্ক পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং সাধারণভাবে আর সূচীপত্র প্রদত্ত হইল না।

শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজা দিবস।
২৪শে আশ্বিন ১৩৩৬ সাল।
ইং ১০ই অক্টোবর ১৯২৯।
৬নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা।

বিনীত—
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
সম্পাদক।

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী

(উপদেশ প্রকরণ—দ্বিতীয় ভাগ।)

(১)

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

নিবেদন।

অজ্ঞানবোধিনী গ্রন্থখানি বঙ্গদেশেই অনূদিত হইয়া বোধ হয় প্রথম মুদ্রিত হয়। স্বর্গীয় অন্নদাচরণ বসু মহোদয় ১২৯২ সালে এই গ্রন্থ বোধ হয় প্রথম প্রকাশ করেন। তদবধি কলিকাতার প্রকাশিত শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলীমধ্যে এই গ্রন্থখানি অনেকেই প্রচার করিয়াছেন। পুণা বা শ্রীরঙ্গমে যে শঙ্করাচার্য্যের সমগ্র গ্রন্থমালা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ইহার স্থান হয় নাই। আমরা এই সংস্করণে যথাসাধ্য শুদ্ধ করিয়া বিষয়বিশ্লেষণ ও বিষয়-নাম-নির্দ্দেশপূর্ব্বক "শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী" উপদেশ-প্রকরণ দ্বিতীয় ভাগের প্রথম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত করিলাম।

এই অজ্ঞানবোধিনী গ্রন্থখানি দেখিলে প্রথমেই মনে হইবে, অল্পসংস্কৃতজ্ঞ বেদান্তশাস্ত্রে প্রথম প্রবর্ত্তকের জন্য ইহা লিখিত, আর তজ্জন্য গুরুশিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে বেদান্তের মহামূল্য সিদ্ধান্তগুলির একত্র সমাবেশ করিয়া গ্রন্থখানিকে সমাপ্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান সাধনের জন্য অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ। বাদিবিজয় বা বেদান্তশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জ্জনের অভিপ্রায়ে এ গ্রন্থ নহে। গুরুর নিকট থাকিয়া জ্ঞানসাধন করিতে গেলে যে সব কথা সর্ব্বদা শ্রবণ মনন করা আবশ্যক, ইহাতে সেই সকল কথাই অতি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যদি ইহা যথার্থই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের লিখিত হয়, তাহা হইলে শৃঙ্গেরীতে যখন তিনি শিষ্যানুশিষ্যক্রমে অধ্যাপনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন ইহা *আচার্য্যকর্ত্তৃক প্রথমশিক্ষার্থী সাধক-সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত* হইয়াছিল বোধ হয়। ইহা আচার্য্যের নিজের রচিত কি না তাহা

নির্ণয় করিবার কৌশল "শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী" প্রথম ভাগের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার আলোচনা বাহুল্য মাত্র। এ গ্রন্থ তাঁহার রচিত নহে বলিয়া এ পর্য্যন্ত আমরা কোন প্রমাণ পাই নাই।

যাহা হউক, বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়সকল অতি সহজে আয়ত্ত করিবার পক্ষে এ গ্রন্থখানি যেরূপ উপযোগী, এমন অতি অল্প গ্রন্থই আছে। বেদান্তরাজ্যে প্রবেশ করিবার পক্ষে ইহা যেমন অতি সুগম ও সুপ্রশস্ত পথ, তদ্রূপ বেদান্তপ্রদর্শিত পথে সাধন করিবার পক্ষে ইহা সাক্ষাৎ গুরুসঙ্গের ন্যায়—পরম সহায়।

বিনীত

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

সম্পাদক।

সূচিপত্র ।

ওঁ নমঃ শ্রীগণেশায়।

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী।

অজ্ঞানবোধিনী। (১)

চিৎসদানন্দরূপায় সর্ব্বধীবৃত্তিসাক্ষিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় ব্রহ্মণেঽনন্তরূপিণে॥১

যদজ্ঞানাদিদং ভাতি যজ্জ্ঞানাদ্ বিনিবর্ত্ততে।
নমস্তস্মৈ চিদানন্দবপুষে পরমাত্মনে॥২

অথ অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ—।৩

মঙ্গলাচরণ।

সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী, বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের বেদ্য, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে নমস্কার।১

যে ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান হইতে এই জগৎপ্রপঞ্চ প্রতিভাত হয়, এবং যে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান হইতে সেই জগৎপ্রপঞ্চের বিশেষরূপে নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় এবং আর কখন প্রতিভাতও হয় না, সেই সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার।২

ভূমিকা—গ্রন্থরচনাপ্রতিজ্ঞা।

এই বার অধ্যাত্মবিদ্যার অর্থাৎ আত্মবিষয়ক জ্ঞানের উপদেশবিধি অর্থাৎ উপদেশক্রম কিরূপ তাহাই ব্যাখ্যা করিব। অর্থাৎ যথাক্রমে আত্মজ্ঞান বর্ণন করিব।৩

তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম্।
মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যোঽয়মাত্মবোধো বিধীয়তে ॥৪

অনাত্মভূতে দেহাদাবাত্মবুদ্ধিস্তু দেহিনাম্।
সাঽবিদ্যা তৎকৃতে বন্ধস্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে ॥৫

অনাদিঃ সান্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসঃ মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ ।৬

অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্বজ্ঞানং শিষ্যঃ শ্রীগুরুং পরিপৃচ্ছতি—।৭।

অধ্যাত্মবিদ্যায় অধিকারী।

ভগবৎস্মরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদিরূপ তপস্যার দ্বারা ক্ষীণপাপ, শান্ত, অর্থাৎ অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয় সংযত, বীতরাগী, এবং মুমুক্ষুগণকে লক্ষ্য করিয়া এই আত্মজ্ঞান বিহিত অর্থাৎ উপদিষ্ট হইয়া থাকে।৪। অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদিষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্বসম্পন্ন ব্যক্তিই আত্মজ্ঞানের অধিকারী।

সংক্ষেপে আত্মজ্ঞানের উপদেশার্থ—অবিদ্যা, বন্ধ ও মোক্ষের নির্ণয়।

অনাত্মস্বরূপ যে দেহাদি, তাহাতে দেহিগণের যে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ দেহাদিকে আমি বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাই অবিদ্যা, সেই অবিদ্যা-জন্যই বন্ধ, এবং সেই অবিদ্যার নাশই মোক্ষ বলিয়া উক্ত হয়। এই অবিদ্যার অপর নাম অধ্যাস।৫

পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যে অবিদ্যারূপ অধ্যাসের স্বরূপ বর্ণন।

এই অবিদ্যারূপ অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম নৈসর্গিক অর্থাৎ স্বাভাবিক, অনাদি এবং সান্ত অর্থাৎ অন্তবিশিষ্ট, ইহা মিথ্যাজ্ঞানরূপ এবং সর্ব্ব-লোকের প্রত্যক্ষের বিষয়।৬

সর্ব্ববিধ অনর্থের হেতু এই অধ্যাসের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদের জন্য

ভো ভগবন্! স আত্মা কীদৃশঃ ?

শ্রীগুরুঃ আহ—তৎ শৃণু, চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ম্ অখণ্ডম্ অচলম্ অজম্ অক্রিয়কূটস্থানন্ত-স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপং স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম, স আত্মা।৮

ভো ভগবন্! তর্হি দীর্ঘে অস্মিন্ সংসারে সংসৃতিঃ কস্য ?৯

তস্যৈব।১০

স্বাভাবিকী নৈমিত্তিকী বা ? যদি ঈদৃশঃ স্বভাবঃ তর্হি অবর্জনীয়ত্বাৎ মম মোক্ষাশা নাস্তি।১১

শিষ্য শ্রীগুরুকে আত্মৈকত্বজ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।৭ (ইতি ভূমিকা।)

আত্মার স্বরূপ।

[শিষ্য] হে ভগবন্! সেই আত্মা কিরূপ ?

শ্রীগুরু বলিলেন—তাহা শুন,—সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, অক্রিয়, কূটস্থ, অনন্ত, স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং স্বপ্রকাশ যে ব্রহ্ম তাহাই আত্মা।৮

সংসার কাহার ?

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! আত্মা যদি এরূপ হয়, তবে এই দীর্ঘ সংসারে কাহার সংসৃতি হয়, অর্থাৎ গমনাগমন হইয়া থাকে ?।৯

গুরু বলিলেন—তাহারই, অর্থাৎ উক্ত আত্মারই এই সংসারে গমনাগমন হইয়া থাকে।১০

সংসার স্বাভাবিক হইলে মোক্ষের অসম্ভাবনাশঙ্কা।

শিষ্য বলিলেন—এই সংসৃতি স্বাভাবিকী অথবা নৈমিত্তিকী ? যদি আত্মা ঈদৃশস্বভাব হয়, তাহা হইলে ইহা অবর্জ্জনীয় বলিয়া আমারা

গুরুঃ আহ—ন হি বৎস! নৈমিত্তিকী।১২

তর্হি কিং নিমিত্তম্? ১৩

তৎ সাবধানমতিঃ শৃণু—স্বাশ্রয়া, স্ববিষয়া, স্বানুভবগম্যা, স্বভাস্যা, অবস্তু, অনির্ব্বাচ্যা অবিদ্যা অস্তি।১৪

সা তদাশ্রয়ত্ব-বিষয়ত্ব-বলেন চিৎসদানন্দানন্তাদ্বিতীয়-স্বভাবম্ আবৃণোতি। যথা গর্ভান্ধকারেণ আগারগর্ভম্ আচ্ছাদ্যতে তথা চিদ্রূপং কূটস্থম্ আত্মানং স্বস্বরূপম্ আচ্ছাদ্যম্ ইব বিক্ষিপতি।১৫

মোক্ষের আশা নাই, অর্থাৎ আত্মার সংসারে গমনাগমন স্বাভাবিক বলিয়া আত্মার আর মোক্ষ হইতে পারে না।১১

মোক্ষের সম্ভবনা আছে।

গুরু বলিলেন—না, বৎস! উক্ত সংসৃতি অর্থাৎ গমনাগমন নৈমিত্তিকী, অর্থাৎ কোন কারণবশতঃ ঘটে।১২

শিষ্য বলিলেন—তাহা হইলে সেই কারণটী কি? ১৩

সংসারের নিমিত্তকারণ অবিদ্যার পরিচয়।

গুরু বলিলেন—তাহা অবহিত চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর—স্বাশ্রয়া অর্থাৎ আত্মা যাহার আশ্রয়, স্ববিষয়া অর্থাৎ আত্মা যাহার বিষয়, স্বানুভবগম্যা অর্থাৎ আত্মার অনুভবগম্য, স্বভাস্যা অর্থাৎ আত্মার প্রকাশ্য, অবস্তু অর্থাৎ বস্তু পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অনির্ব্বাচ্যা অর্থাৎ সৎ, অসৎ ও সদসদ্ ভিন্ন, সুতরাং মিথ্যা এতাদৃশ অবিদ্যা বলিয়া একটা কিছু আছে।১৪

অবিদ্যার আবরণ শক্তি।

সেই অবিদ্যা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া এবং আত্মাকে বিষয় করে বলিয়া, সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ এবং অদ্বিতীয়-স্বরূপ আত্মাকে আবৃত করে।১৫

বিক্ষিপ্তশ্চ অনাত্মনি দেহাদৌ আত্মত্বেন অভিমন্য-মানোঽপি অপ্রাপ্তাশেষপুরুষার্থঃ প্রাপ্তাশেষানর্থঃ অবিদ্যা-প্রকল্পিতৈরেব সাধনৈঃ ইষ্টপ্রাপ্তিম্ অনিষ্টনিবৃত্তিং হৃদি আকাঙ্ক্ষন্ লৌকিক-বৈদিকস্বাভাবিকৈঃ অনুষ্ঠিতৈরপি বিষয়-সুখার্থং মোক্ষাকাংক্ষাম্ অলভমানঃ অলাবুবৎ মরকাদিভিরিব রাগদ্বেষাদিভিঃ ইতস্ততঃ আকৃষ্যমাণঃ সুরনরতির্য্যাগাদি-প্রভেদভিন্নাসু নানাযোনিষু পরিবর্ত্তমানো মোহেন মুহ্যমানঃ সংসরতি ।১৬

অবিদ্যার বিক্ষেপ শক্তি।

যেমন মাতৃগর্ভস্থ শিশুর নিকট গর্ভস্থ অন্ধকার, আগারগর্ভ অর্থাৎ গৃহাভ্যন্তর আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ জীবাশ্রিত অবিদ্যা চিৎস্বরূপ কূটস্থ ও স্বস্বরূপ আত্মাকে যেন আচ্ছাদনযোগ্য বস্তুর ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া বিক্ষিপ্ত করে। অর্থাৎ ব্রহ্মকে জীব ও জগদাদিরূপে যেন পরিণত করে (বস্তুতঃ ব্রহ্ম অপরিণামী)।১৬ ?

জীবরূপ বিক্ষিপ্ত আত্মারই সংসার ও তাহার স্বরূপ।

আর সেই বিক্ষিপ্ত আত্মা অর্থাৎ জীবই অনাত্মা দেহাদিতে আত্মা-ভিমান করিয়া অর্থাৎ "আমি" জ্ঞান করিয়া অশেষপুরুষার্থ না পাইয়া পরন্তু অশেস অনর্থ প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যাপ্রকল্পিত সাধনের দ্বারাই ইষ্ট-প্রাপ্তি এবং অনিষ্টনিবৃত্তি হৃদয়ে আকাংক্ষা করিয়া বিষয়সুখের জন্য লৌকিক বৈদিক এবং স্বাভাবিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও মোক্ষাকাংক্ষা লাভ না করিয়া মকরাদিকর্ত্তৃক আকৃষ্ট অলাবু অর্থাৎ শুষ্ক লাউএর ন্যায় রাগ ও দ্বেষাদির দ্বারা ইতস্ততঃ আকৃষ্ট হইয়া দেবতা মনুষ্য ও তির্য্যগাদি যোনি ভেদে বিভিন্ন নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মোহবশতঃ মুহ্যমান হইয়া সংসারে গমনাগমন করে।১৬

তথা চ শ্রুতিঃ—

"ন তং বিদাথ য ইমা জজান অন্যৎ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাঃ চাসুতৃপ উক্‌থশাসশ্চরন্তি ॥১৭
(ঋগ্বেদ ৮।৩।১৭ য, বা সং ১৭,৩১)

আত্মারই সংসার এবিষয়ে শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ।

এ বিষয়ে শ্রুতি যথা—হে মানব! 'তং' সেই বিশ্বকর্ম্মাকে 'ন বিদাথ' জান না; 'যঃ ইমা' যিনি এই ভূতবর্গকে 'জজান' উৎপাদিত করিয়াছেন। আমি দেবদত্ত, আমি যজ্ঞদত্ত এই প্রকারে আমরা আত্মস্বরূপ বিশ্বকর্ম্মাকে জানি—ইহা যদি বলা হয়, তাহা ঠিক্ নহে; কারণ, অহংপ্রত্যয়ের গম্য যে জীবরূপ, তাহা বিশ্বকর্ম্মা পরমেশ্বরের স্বরূপ নহে, কিন্তু 'যুষ্মাকম্' 'অন্যৎ' অহংপ্রত্যয়গম্য জীবগণ হইতে অতিরিক্ত সর্ব্ববেদান্তবেদ্য ঈশ্বরতত্ত্ব 'বভূব' হইয়া থাকে। আর জীবরূপের ন্যায় তাহাও বেদ্য হউক—এইরূপ বলা যায় না; কারণ, 'নীহারেণ প্রাবৃতঃ নীহারসদৃশ অজ্ঞানের দ্বারা সেই তত্ত্ব আচ্ছন্ন; অর্থাৎ যেমন নীহার অত্যন্ত অসৎ নহে; কারণ, তাহা দৃষ্টির আবরণ করে, এবং অত্যন্ত সৎও নহে, যে হেতু কাষ্ঠপাষাণাদির ন্যায় তাহা সম্বোধনের অযোগ্য, এইরূপ অজ্ঞানও অত্যন্ত অসৎ নহে, যেহেতু তাহা ঈশ্বরতত্ত্বের আবরক, এবং সৎ ও নহে যেহেতু তাহা জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হয়। এই প্রকার অজ্ঞানদ্বারা সকল জীবই আচ্ছন্ন। আর কেবল যে আচ্ছন্ন তাহাও নহে, কিন্তু 'জল্প্যা' আমি দেবতা, আমি মনুষ্য, এইরূপ মিথ্যা জল্পনায় প্রবৃত্ত। আরও 'অসুতৃপঃ' জীবগণ যে কোন উপায়ে অসু অর্থাৎ প্রাণকে তৃপ্ত করে, কিন্তু পরমেশ্বরকে চিন্তা করে না। তাহার পর কেবল ইহাই নহে কিন্তু 'উক্‌থশাসঃ' নানাবিধ যজ্ঞাদিতে 'উক্‌থ'রূপ যে প্রউগ এবং নিষ্কবল্যাদি ঋক্ ও সাম্ মন্ত্রবিশেষ তাহার 'শংসন্তঃ' উপদেশ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে।

স্মৃতিরপি—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥

(গীতা ১৪।২০) ১৮

স্বামিন্ ! যুষ্মদ্‌বচনম্ অসমঞ্জসম্ ইদং ভাতি।১৯

কথম্ ? ইত্থম্— ২০

কূটস্থচিদ্‌ঘনৈকরসস্য আত্মনঃ শশবিষাণসদৃশাবিদ্যাবরণ-বিক্ষেপরূপত্বং কথং সম্ভাব্যতে।২১। গগনারবিন্দম্ অসৎ, তস্য সুরভিত্বং কুতঃ।২২। অসম্ভাবনীয়া মায়া।২৩

অর্থাৎ কেবল ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগপরায়ণ হইয়া থাকে, কিন্তু পরমেশ্বরকে জানে না।১৭

স্মৃতিতে ও আছে—পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়াই প্রকৃতিসম্ভূত গুণসমূহ ভোগ করেন, এই পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মের প্রতি গুণ-সঙ্গই কারণ। (অতএব সংসার আত্মারই হয়, আপাততঃ এইরূপই বলিতে হইবে।)১৮

শশশৃঙ্গ সদৃশ মায়ার অসম্ভাবনাপত্তি।

শিষ্য বলিলেন—স্বামিন্ ! আপনার এই কথা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে।১৯

গুরু বলিলেন—কেন ?২০

শিষ্য বলিলেন—তাহা এইরূপ—কূটস্থ চিদ্‌ঘন একরস আত্মার পক্ষে শশশৃঙ্গ সদৃশ অবিদ্যার দ্বারা আবরণ ও সেই অবিদ্যাপ্রযুক্ত সেই আত্মার বিক্ষেপরূপত্ব কি করিয়া সম্ভব হয় ?।২১। গগনপদ্ম অর্থাৎ আকাশকুসুম ত অসৎ অর্থাৎ নাই, তাহার আবার সুরভিত্ব অর্থাৎ সৌরভ কোথায় ?।২২। অতএব মায়া বা অবিদ্যা অসম্ভব পদার্থ।২৩

সাধু সাধু অরে! আত্মাঽবিবেকভ্রমমাত্রসিদ্ধম্ ।২৪

ভো ভগবন্! যদ্ ভ্রমমাত্রসিদ্ধং তৎ কিং সত্যম্ ?২৫

অরে যথা ইন্দ্রজালং পশ্যতি জনঃ, ব্যাঘ্রজলতড়াগাদি সত্যতয়া ন প্রতিভাতি কিম্ ? ।২৬। ইন্দ্রজালভ্রমে নিবৃত্তে সর্ব্বং মিথ্যা ইতি জানাতি ।২৭। ইদং তু সর্ব্বেষাম্ অনুভবসিদ্ধম্ ।২৮। যথা রজ্জৌ অহিভ্রমে নিবৃত্তে রজ্জুরেব সর্পো ন অন্যৎ কিঞ্চিদপি তথা অবিবেকভ্রমে নিবৃত্তে তদনন্তরং সর্ব্বং মিথ্যা ইতি জ্ঞায়তে ।২৯

মায়াসিদ্ধিতে প্রমাণ।

গুরু বলিলেন—সাধু সাধু বৎস! ভাল কথা বলিয়াছ। অবিদ্যা বা মায়া, আত্মবিষয়ক যে অবিবেক অর্থাৎ আত্মার সহিত অনাত্মার যে পার্থক্য জ্ঞান, তাহার অভাবস্বরূপ অবিবেকরূপ যে ভ্রম, সেই ভ্রমমাত্র-দ্বারা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্যজ্ঞানের অভাবরূপ ভ্রম হইতে এই মায়ার অনুমান করা যায় ।২৪

ভ্রমমাত্রসিদ্ধবস্তুর সত্যতায় শঙ্কা ও সমাধান।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! যাহা ভ্রমমাত্রসিদ্ধ তাহা কি সত্য হয় ? ।২৫

মায়া সত্য নহে তথাপি প্রতিভাত হয়।

গুরু বলিলেন—দেখ, লোকে যখন ইন্দ্রজাল দেখে, তখন কি তাঁহার নিকট ব্যাঘ্র, জল তড়াগাদি সত্য বলিয়া বোধ হয় না ?২৬। ইন্দ্রজালভ্রমের নিবৃত্তি হইলে লোকে সমস্ত মিথ্যা বলিয়া জানে ।২৭। ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ ।২৮। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম নিবৃত্ত হইলে রজ্জুই সর্প, অন্য কিছুই নহে—বোধ হয়, তদ্রূপ আত্মবিষয়ক অবিবেক-রূপ ভ্রম নিবৃত্ত হইলে পরক্ষণেই সমুদায় মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয় ।২৯

ভো ভগবন্! তর্হি অস্য ভ্রমস্য নিবৃত্তিঃ কথম্? ।৩০

তৎ শৃণু—অকস্মাৎ স কথঞ্চিৎ পুণ্যবশাৎ বেদোদিতেন ঈশ্বরার্থং কর্ম্মানুষ্ঠানেন অপগতরাগাদিমলঃ অনিত্যাদিদর্শনেন ইহামুত্রফলবিরাগঃ বেদান্তে প্রতীয়মানং ব্রহ্মাত্মানুভবং, বুভুৎসুঃ আত্মানং জ্ঞাতুম্ ইচ্ছতি, "জ্ঞানাৎ এব তু কৈবল্যম্" ইতি শ্রুতেঃ ।৩১

জ্ঞানন্তু শ্রবণমননিদিধ্যাসনম্ অন্তরেণ ন সম্ভবতি ; তথা চ শ্রুতিঃ—"আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যো নিদি-ধ্যাসিতব্যঃ" ।৩২

জ্ঞানদ্বারা ভ্রমের নিবৃত্তিতে শঙ্কা ও সমাধান।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! তাহা হইলে এই ভ্রমের নিবৃত্তি কি করিয়া হইবে ?৩০

গুরু বলিলেন—তাহা শুন—সেই ভ্রান্ত জীব কোন পুণ্যবশতঃ, ঈশ্বরার্থ বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে রাগদ্বেষাদি চিত্তমল-শূন্য হইয়া কর্ম্মফলাদির অনিত্যত্বাদি দর্শন করিয়া, ইহলোক ও পর-লোকের ফলভোগে বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া, বেদান্তশাস্ত্রে প্রতীয়মান ব্রহ্মরূপ আত্মার অনুভব করিতে অভিলাষী হইয়া, আত্মাকে জানিবার জন্য অকস্মাৎ ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কোন অদৃষ্ট কারণবশতঃ জানিতে চাহে ; যেহেতু শ্রুতিতে আছে—জ্ঞান হইতেই কৈবল্য হয় ।৩১

জ্ঞানোৎপত্তির উপায়।

সেই জ্ঞান—শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতিরেকে হয় না, আর তজ্জন্য শ্রুতি, যথা—"অরে! আত্মাই দ্রষ্টব্য, তজ্জন্য শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে" ।৩২। কথিত আছে—

ত্বং পদার্থবিবেকায় সংন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
শ্রুত্যা বিধীয়তে যস্মাদন্যথা পতিতো ভবেৎ॥

তস্মাদেব আচার্য্যাদ্ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানাবাপ্তিঃ।৩৩

কথম্?। আচার্য্যঃ অজ্ঞো বা স্যাৎ; যদি অজ্ঞো ন ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানম্ উপদেষ্টুং শক্নুয়াৎ; অথ বিজ্ঞঃ তদা ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানেন ব্রহ্মৈব ভবতি, ততঃ অজ্ঞানতৎকার্য্যদেহদ্বয়-নিবৃত্তেঃ।৩৪। তদা দেহাদিসংবন্ধাভাবাৎ তু ন শিষ্যাদি-শাসনং হি উপপদ্যতে।৩৫। তস্মাদ্ দেহাদিসম্বন্ধঃ অঙ্গী-কর্ত্তব্যঃ।৩৬। তদা জ্ঞানাৎ অজ্ঞানতত্তৎকার্য্যানিবৃত্তে অনব-গতব্রহ্মাত্মভাবঃ স্যাৎ।৩৭। তস্মাৎ আচার্য্যাধীনং জ্ঞানম্ অপেক্ষ্যতে ইতি অসমঞ্জসম্।৩৮

"ত্বং-পদার্থের বিবেকের জন্য সর্ব্বকর্ম্মের সন্ন্যাস শ্রুতিকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে, ইহার অন্যথা হইলে পতিত হয় অর্থাৎ অনাত্মজ্ঞানে থাকে।" সেই হেতুই আচার্য্য (গুরু) হইতে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ হয়।৩৩

ব্রহ্মজ্ঞানের অসম্ভাবনায় শঙ্কা।

শিষ্য বলিলেন—ইহা কি করিয়া হয়? আচার্য্য ত অজ্ঞও হইতে পারেন? যদি অজ্ঞ হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান তিনি উপদেশ করিতে পারেন না। আর যদি বিজ্ঞ হন, তাহা হইলে ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বজ্ঞানে তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান। আর তাহার ফলে অজ্ঞান এবং তাহার কার্য্য স্থূলসূক্ষ্মরূপ দেহদ্বয় নিবৃত্ত হইয়া যায়।৩৪ আর তখন দেহাদির সহিত সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া সেই আচার্য্যকর্ত্তৃক শিষ্যদিগকে উপদেশদান সম্ভব হয় না।৩৫। সেই হেতু উপদেশদানের জন্য আত্মার সহিত দেহাদির সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতে হইবে।৩৬। আর তাহা হইলে তখন জ্ঞান হইতে অজ্ঞান ও তাহার কার্য্যের নিবৃত্তি

নায়ং দোষঃ ; জ্ঞানিনঃ ব্রহ্মজ্ঞানে জাতে তেন বাধিতস্যাপি প্রারব্ধফলস্য কর্ম্মণঃ অবাধিতত্বম্ ; অতএব জ্ঞানিনামপি প্রারব্ধবেগবশাৎ দেহাদি প্রতিভাসতে।৩৯। অথ অবগতব্রহ্মাত্মজ্ঞানঃ সম্প্রদায়ক্রমেণ উপদিশতি ; তস্মাৎ আচার্য্যাধীনং জ্ঞানং, জ্ঞানাৎ মোক্ষঃ ইতি সিদ্ধম্।৪০

তস্মাদ্ বেদোক্তশমদমাদিসাধনচতুষ্টয়সম্পন্নো ব্রহ্মবিদ্

হয় না বলিয়া ব্রহ্মাত্মভাব অনবগত অর্থাৎ সেই আচার্য্যের "আমি ব্রহ্ম" এই জ্ঞানই হয় নাই—বলিতে হইবে।৩৭। সেই হেতু আচার্য্যাধীন জ্ঞান অপেক্ষিত হয়, অর্থাৎ আচার্য্যের নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিবে—এ কথা অসঙ্গত হইল।৩৮

আচার্য্যের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা।

গুরু বলিলেন—না, এই দোষ হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে, সেই ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা অপর সমুদায় কর্ম্ম (সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ) বাধিত হইলেও প্রারব্ধকর্ম্ম অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফল প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা অবাধিত থাকে। এই হেতু জ্ঞানিগণেরও এতাদৃশ প্রারব্ধ কর্ম্মের বেগবশতঃ দেহাদি প্রতিভাসমান হয়।৩৯। আর এই কারণে যে ব্যক্তির ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিও নিজ নিজ সম্প্রদায়ানুসারে জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন, আর সেই হেতু জ্ঞান আচার্য্যাধীনই হয় অর্থাৎ আচার্য্যের নিকট হইতেই লাভ করিতে হয় এবং সেই জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হইয়া থাকে ইহা সিদ্ধ হইল।৪০

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারীর কর্ত্তব্য।

সেই হেতু বেদোক্ত যে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব এই চারিটী সাধনসম্পন্ন

আচার্য্যম্ উপেত্য সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতং কৃত্বা সমিৎপাণিঃ পুরতঃ উপবিশ্য বিজ্ঞাপয়তি ।৪১

তথা চ শ্রুতিঃ—"সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুং তত্ত্বজ্ঞানার্থম্ অভিগচ্ছেৎ; ভো ভগবন্! সংসারতাপত্রয়ার্ক-সন্তপ্তোঽহম্, অস্য তাপস্য নিবৃত্তিং কুরু মম, ইতি বিজ্ঞাপিতঃ সন্ গুরুঃ উপদিশতি ।৪২

কথম্? ইত্থম্—

তব ব্রহ্মাত্মৈকত্বভাবে জ্ঞানে জাতে সংসারনিবৃত্তিঃ ভবিষ্যতি ন অন্যথা ।৪৩

ভো ভগবন্! তৎ কেন ভবতি? ।৪৪

যে শিষ্য তিনি ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের নিকট যাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, সমিৎপাণি হইয়া, অর্থাৎ হস্তে গুরুর জন্য যজ্ঞকাষ্ঠাদি লইয়া গুরুর সম্মুখে উপবেশন করিয়া বলিবেন— ।৪১

শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ কর্ত্তব্যবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

এজন্য শ্রুতি যথা—সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট তত্ত্বজ্ঞানের জন্য গমন করিবে, এবং বলিবে—হে ভগবন্! সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয়রূপ সূর্য্যের দ্বারা আমি সন্তপ্ত, আমার এই তাপের নিবৃত্তি করিয়া দিন ইত্যাদি। এই ভাবে প্রার্থিত হইলে গুরু তাঁহাকে উপদেশ দেন— ।৪২

ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের উপদেশের প্রকার।

যদি বল—কিরূপ উপদেশ দেন? তাহা এইরূপ—ব্রহ্মের সহিত তোমার আত্মার একত্বজ্ঞান জন্মিলে সংসারের নিবৃত্তি হয়, অন্যজ্ঞানে তাহা হয় না ।৪৩

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! তাহা কিরূপে হয়? ।৪৪

তৎ শৃণু—আদৌ ত্বংপদার্থশোধনেন জীবত্বং নিরস্য অতিশুদ্ধো ভবিষ্যসি, তদা ব্রহ্মাত্মৈকত্বভাবো ভবতি। যথা গ্রামাদিস্থিতং চন্দনবৃক্ষং প্রতি অজ্ঞস্য অসম্ভাবনা ভবতি এব ‘ন ইহ চন্দনম্’ ইতি। অন্যঃ যুক্ত্যা প্রতিবোধয়তি—‘কটুসুগন্ধশীতলং চন্দনম্’ ইতি, তথা শ্রুত্যবধারিতস্য তত্ত্বং ব্রহ্ম মহাবাক্যার্থস্য তাৎপর্য্যং গুরুঃ যুক্ত্যা প্রতিবোধয়তি, চিৎসদানন্দস্বরূপত্বং তদা সম্ভাবয়তি।৪৫

ভো ভগবন্! সা শোধনযুক্তিঃ কথম্?

তত্ত্বং পদার্থের তাৎপর্য্যজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান সম্ভব।

গুরু বলিলেন—তাহা শুন,—প্রথমে ত্বং-পদার্থ শোধনদ্বারা অর্থাৎ ত্বং-পদবাচ্য যে জীব, সেই জীবের স্বরূপ যে শুদ্ধ চৈতন্য তাহার নির্ণয় করিয়া, জীবভাবের নিরাস করিয়া তুমি অতিশুদ্ধ হইবে, আর তখনই, ব্রহ্মের সহিত তোমার আত্মার একতা ভাব হইয়া থাকে। যেমন গ্রামাদিতে অবস্থিত চন্দনবৃক্ষ-বিষয়ে অজ্ঞব্যক্তির নিকট গ্রামে চন্দন বৃক্ষের অবস্থান অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হয়। ‘গ্রামে চন্দন বৃক্ষ নাই’—এইরূপ বোধই হয়, এবং তখন অপরে যুক্তিদ্বারা তাহাকে বুঝায় —‘এই যে শীতল ও উৎকট সুগন্ধযুক্ত বৃক্ষ ইহাই চন্দন বৃক্ষ’, ইত্যাদি, (আর তাহাতে তাহার গ্রামে চন্দন বৃক্ষ-বিষয়ক অসম্ভাবনা দূর হয়)। তদ্রূপ শ্রুতির দ্বারা অবধারিত ব্রহ্মতত্ত্ব মহাবাক্যার্থের তাৎপর্য্য গুরু যখন যুক্তির দ্বারা শিষ্যকে বুঝান, তখন শিষ্যের নিকট আত্মা যে চিৎ, সৎ ও আনন্দস্বরূপ—ইহা সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়; অর্থাৎ আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপতা সম্বন্ধে শিষ্যের অসম্ভাবনাবোধ বিদূরিত হয়।৪৫

ত্বং-পদার্থের শোধনে যুক্তি।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! ত্বং-পদার্থশোধনের সেই যুক্তি কিরূপ?

ইত্থম্—অরে শিষ্য! ইদং শরীরং দৃশ্যং জড়ম্ অনিত্যম্ অমঙ্গলং ত্বং ন ভবসি।৪৬

ভো ভগবন্! দৃশ্যং জড়ম্ অনিত্যম্ অমঙ্গলং কথম্?

ইত্থম্—এতচ্ছরীরোৎপত্তেঃ প্রাক্ এতচ্ছরীরং তব নাস্তি, যতঃ ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি।৪৭। এতচ্ছরীরনাশাৎ ঊর্দ্ধম্ এতচ্ছরীরং তব নাস্তি, যতঃ ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি।৪৮ আদৌ অন্তে চ যতঃ ইদং শরীরং তব নাস্তি, (যতঃ) ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি অতঃ বর্ত্তমানতোঽপি ইদং দৃশ্যং শরীরং ত্বং ন ভবসি।৪৯

কিঞ্চ মম ইদম্ ইতি শরীরং প্রতীয়তে, অতঃ ত্বৎসকাশাৎ ভিন্নঃ, ত্বং দ্রষ্টা, ইদং তব দৃশ্যং শরীরং ত্বং ন ভবসি।৫০। যথা

গুরু বলিলেন—এইরূপ, অহে শিষ্য! এই শরীর—দৃশ্য, জড়, অনিত্য ও অমঙ্গলস্বরূপ; ইহা তুমি নহ।৪৬

শরীরের দৃশ্যত্বসাধনে প্রথম যুক্তি।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! এই শরীর—দৃশ্য জড় অনিত্য ও অমঙ্গলস্বরূপ কি করিয়া?

গুরু বলিলেন—এইরূপে; এই শরীরোৎপত্তির পূর্ব্বে এই শরীর তোমার থাকে না, যেহেতু এই শরীর তুমি নহ।৪৭। এই শরীর নাশের পরও এই শরীর তোমার থাকে না, যেহেতু তুমি এই শরীর নহ।৪৮ এইরূপে যেহেতু আদিতে ও অন্তে এই শরীর তোমার থাকে না, যেহেতু এই শরীর তুমি নহ; সেইহেতু বর্ত্তমান থাকিলেও এই দৃশ্য শরীর তুমি নহ”।৪৯

শরীরের দৃশ্যত্বসাধনে দ্বিতীয় যুক্তি।

অন্য যুক্তি এই যে, এই শরীর আমার বলিয়া প্রতীত হয়, এই হেতু

দাহ্যাৎ কাষ্ঠাদ্ ব্যতিরিক্তঃ দাহকঃ প্রকাশকঃ অগ্নিঃ, তথা দৃশ্যাৎ তু দেহাৎ দ্রষ্টা ত্বং ব্যতিরিক্তঃ ইতি সিদ্ধম্ ।৫১

অন্যৎ চ ; স্বপ্নান্তে দিব্যশরীরভেদম্ আস্থায় তদুচিতান্ ভোগান্ ভুঞ্জন্ এবং প্রতিবুদ্ধো মনুষ্যশরীরম্ আত্মানং পশ্যন্ আহ দেবো মনুষ্যো বা যো বেত্তি, * দেবশরীরে বধ্যমানেঽপি অহমাস্পদম্ অবাধ্যমানম্ ; অতঃ ত্বং শরীরাদ্ ভিন্ন এব ; স্বপ্নমরণাদৌ দর্শনাৎ ।৫২

অপিচ যোঽয়ং কৌমারে নানাক্রীড়াম্ অনুভবন্ সোঽয়ং স্থবিরে অনির্বৃত্তিঃ স্থিতঃ এবং বদতি, তথা স্থবিরকৌমার-শরীরদ্বয়ং তস্য ব্যবহারদ্রষ্টা, ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি ।৫৩

ইহা তোমা হইতে ভিন্ন, তুমি দ্রষ্টা, আর এই শরীর তোমার দৃশ্য, এজন্য ইহা তুমি নহ ।৫০। যেমন দাহ্য কাষ্ঠ হইতে দাহক ও প্রকাশক অগ্নি ভিন্ন, তদ্রূপ দৃশ্য এই দেহ হইতে দ্রষ্টা তুমি ভিন্ন ইহা সিদ্ধ হইল।৫১

শরীরের দৃশ্যত্বসাধনে তৃতীয় যুক্তি।

অপর যুক্তি এই যে, স্বপ্নমধ্যে জীব দিব্যশরীর-বিশেষ ধারণ করিয়া দেবগণোচিত ভোগ্যসমূহ ভোগ করতঃ জাগরিত হইয়া নিজেকে মনুষ্যশরীরধারী দেখিয়া বলে—আমি দেবতা নহি, কিন্তু মনুষ্যই,—এইরূপে দেবশরীর বাধিত হইলেও আমির যাহা আস্পদ অর্থাৎ আশ্রয় তাহা বাধিত হয় না ; এই হেতু তুমি শরীর হইতে ভিন্নই ; যেহেতু স্বপ্ন ও মরণাদিতে দেহ হইতে আত্মাকে ভিন্নই দেখা যায় ।৫২

শরীরের দৃশ্যত্বসাধনে চতুর্থ যুক্তি।

অন্যযুক্তি এই যে, সকলেই বলে—যে এই ব্যক্তি কৌমারে নানা

---

* এস্থলে "পশ্যন্ আহ দেবো মনুষ্যো বা যো বেত্তি" ইহার পরিবর্তে—"পশ্যন্ আহ নাহং দেবঃ মনুষ্য এব ইতি" এই পাঠ সঙ্গত বোধ হয়।

দ্রষ্টা দৃশ্যাৎ অন্যঃ—ইতি প্রসিদ্ধঃ ন্যায়ঃ লোকে দৃশ্যতে, ঘটাদিবৎ।৫৪। যথা ঘটাদয়ঃ রূপাদিমন্তঃ চক্ষুরাদিভিঃ করণৈঃ উপলভ্যন্তে তথা দেহো রূপাদিমান্ চক্ষুরাদিভিঃ করণৈঃ উপলভ্যতে।৫৫। অতঃ ইদং শরীরং তব দৃশ্যং ত্বং দ্রষ্টা ইতি সিদ্ধম্।৫৬

অপি চ জড়ত্বং প্রদর্শতি—পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানি ত্বমেব জানাসি, তানি স্বাত্মানং ন জানন্তি, পরস্পরমপি ন জানন্তি, অত্যন্তজড়ানি তানি ত্বং ন ভবসি।৫৭। তদংশোদ্ভবমিদং শরীরমপি ত্বং ন ভবসি।৫৮

প্রকার ক্রীড়া করিয়াছে, আর সেই এই ব্যক্তিই বার্দ্ধক্যে অশান্তিতে অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ বার্দ্ধক্য ও কৌমার অবস্থার শরীরদ্বয় এবং তাহার যে সব ব্যবহার, তাহার দ্রষ্টা যে তুমি তাহা এই শরীর নহ।৫৩

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদে দৃষ্টান্ত।

ঘটাদি হইতে ঘটদ্রষ্টা যেমন ভিন্ন, তদ্রূপ দ্রষ্টা হইতে দৃশ্য ভিন্ন—এই প্রসিদ্ধ নিয়মটী লোকমধ্যে দেখা যায়।৫৪। এজন্য যেমন রূপাদি-যুক্ত ঘটাদি চক্ষুরাদি করণসমূহদ্বারা উপলব্ধ হয়, সেইরূপ রূপাদিবিশিষ্ট দেহ চক্ষুরাদি করণসমূহদ্বারা উপলব্ধ হয়।৫৫

এইহেতু এই শরীর তোমার দৃশ্য আর তুমি দ্রষ্টা—ইহা সিদ্ধ হইল।৫৬

শরীরের জড়ত্বসাধনে যুক্তি।

এইবার শরীরের জড়ত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—এই যে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুদ্ ও ব্যোম—ইহাদিগকে তুমিই জানিতেছ, তাহারা নিজেকে জানে না, পরস্পরকেও জানে না, এজন্য তাহারা অত্যন্ত জড়, অতএব তুমি এই পঞ্চ মহাভূত নহ।৫৭। সুতরাং তাহাদের অংশসমুৎপন্ন এই যে শরীর তাহাও তুমি নহ।৫৮

স্বামিন্! তদংশোদ্ভবম্ ইদং শরীরং কথম্? ।৫৯

ইত্থং—যৎ কাঠিন্যং সা পৃথিবী, যদ্ দ্রবত্বং তদাপঃ, যদ্ উষ্ণং তৎ তেজঃ, যঃ সঞ্চরতি স বায়ুঃ, যৎ সুষিরং তৎ আকাশম্ ইতি ।৬০। যতঃ তানি সর্ব্বাণি ভূতানি অস্মিন্ শরীরে দৃশ্যন্তে, তানি সূক্ষ্মাণি অস্থিমাংসপ্রভৃতীনি পঞ্চবিংশতিগুণানি পঞ্চমহাভূতানি, তেষাং সমূহা এব ইদং শরীরং জড়ং, ত্বং ন ভবসি ।৬১

ভো ভগবন্! স্থূলশরীরে পঞ্চমহাভূতানি পঞ্চীকরণানি শ্রূয়ন্তে, পঞ্চ তু দৃশ্যন্তে, তানি কানি পঞ্চবিংশতি গুণানি? ।৬২

শরীর পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতের অংশ।

শিষ্য বলিলেন—"স্বামিন্! এই শরীর যে উক্ত পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতের অংশ তাহা কিরূপ?৫৯

গুরু বলিলেন—"এই প্রকার; এই শরীরে যে কাঠিন্য দেখিতেছ তাহা পৃথিবীর ধর্ম্ম, যে দ্রবভাব তাহা জলের ধর্ম্ম, যে উষ্ণতা দেখিতেছ তাহা তেজের ধর্ম্ম, যাহা সঞ্চরণ করিতেছে দেখিতেছ তাহাই বায়ু, এবং যাহা গর্ত্ত বা ছিদ্র তাহাই আকাশ" ।৬০

শরীর পঞ্চভূতের অংশ বলিয়া জড়।

"যেহেতু এই সকল ভূতই এই শরীরে দেখা যায়, এবং সেই সূক্ষ্ম অস্থি মাংস প্রভৃতি পঁচিশটি গুণও পঞ্চমহাভূতই এবং তাহাদের সমষ্টিই এই শরীর, সেই হেতু এই শরীর—জড়, ইহা তুমি হইতে পার না।" ।৬১

শরীরমধ্যে পঞ্চভূত পঁচিশ প্রকারে অবস্থিত।

শিষ্য বলিলেন—"হে ভগবন্! এই স্থূলশরীরে পাঁচটী মহাভূত পাঁচ পাঁচটী করিয়া অর্থাৎ পঁচিশরূপে আছে শুনিতেছি, কিন্তু যাহা

উচ্যন্তে—অস্থিমাংসস্নায়ুত্বক্‌রোমাণি পৃথ্বী পঞ্চধা ভবতি 'রেতঃ পিত্তং তথা স্বেদো লালা রক্তং তথৈব চ'—এবম্ আপঃ পঞ্চবিধা ভবন্তি, ক্ষুধাতৃষ্ণানিদ্রাকান্তিঃ আলস্যম্—এবং তেজঃ পঞ্চবিধং ভবতি, ধারণং প্রসারণম্ উৎক্রামণং চলনং সঙ্কোচনম্—এবং বায়ুঃ পঞ্চধা ভবতি, কট্যুদরহৃদয়কণ্ঠশিরঃ—এবম্ আকাশং পঞ্চবিধং ভবতি ।৬৩

ভয়ং পৃথিবী, মোহঃ উদকং, ক্রোধঃ অগ্নিঃ, কামঃ বায়ুঃ, লোভঃ আকাশম্—ইতি মতান্তরে ।৬৪

দেখা যাইতেছে তাহা পাঁচটী মাত্র, এক্ষণে বলুন—সেই পঁচিশটী কি কি?"৬২

গুরু বলিলেন,—বলিতেছি ; দেখ, পৃথ্বী ভূতটী—অস্থি, মাংস, স্নায়ু, ত্বক্ ও রোমরূপে আমাদের শরীরমধ্যে—এই পাঁচ প্রকারে অবস্থিত ; জল ভূতটী—রেত, পিত্ত, ঘর্ম্ম, লালা ও রক্ত এই—পাঁচ প্রকারে আমাদের শরীরে অবস্থিত ; তেজঃ ভূতটী—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, কান্তি ও আলস্য—এই পাঁচ প্রকারে আমাদের শরীরে অবস্থিত ; বায়ু ভূতটী—ধারণ, প্রসারণ, উৎক্রামণ, চলন ও সংকোচন—এই পাঁচ প্রকারে আমাদের শরীরে অবস্থিত ; আকাশভূতটী—কটি, উদর, হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তক—এই পাঁচ প্রকারে আমাদের শরীরমধ্যে অবস্থিত। সুতরাং পাঁচটী ভূত প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ প্রকার হইয়া মোট পঁচিশ প্রকার হইল ।৬৩

সূক্ষ্মশরীরে পঞ্চভূতের অংশ।

মতান্তরে বলা হয়—ভয় হইতেছে—পৃথিবী, মোহ হইতেছে—জল, ক্রোধ হইতেছে—অগ্নি, কাম হইতেছে—বায়ু, এবং লোভ হইতেছে—আকাশ। বস্তুতঃ এগুলি মনোবৃত্তিবিশেষ, এজন্য সূক্ষ্মশরীরে পঞ্চভূত কি ভাবে অবস্থিত—এতদ্দ্বারা তাহাই বলা হইল ।৬৪

ভো ভগবন্! একৈকভূতং পঞ্চধা কিম্ ইতি চেৎ ? ।৬৫

উচ্যতে—পরস্পরানুপ্রবেশাৎ পঞ্চীকরণম্ ।৬৬

ভো ভগবন্! কস্য ভূতস্য কো বা অংশঃ, কস্মিন্ ভূতে প্রবিষ্টঃ, কা স্থিতিঃ ? ।৬৭

উচ্যতে—অস্থি মুখ্যা পৃথিবী, কাঠিন্যবিচারবলাৎ; পীতবর্ণং মাংসম্ উদকং সদ্রবত্বাৎ; স্নায়ুঃ তেজঃ, জ্বরস্য পরীক্ষণত্বাৎ; ত্বক্ বায়ুঃ, স্পর্শধর্ম্মত্বাৎ; রোমঃ আকাশং, ছেদনে দুঃখাভাবাৎ ।৬৮

প্রত্যেক ভূত পাঁচ পাঁচ প্রকার কিরূপে ?

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! একএকটী ভূত পাঁচপাঁচ প্রকার কিরূপে হয় ?৬৫

গুরু বলিলেন—বলিতেছি; পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ-প্রযুক্ত পঞ্চীকরণ হয় ।৬৬

পৃথিবীর মধ্যে অপর ভূতের অংশ।

শিষ্য বলিলেন—কোন্ ভূতের কোন্ অংশ কোন্ ভূতে প্রবিষ্ট এবং কিরূপেই বা তাহার স্থিতি হয় ?৬৭

গুরু বলিলেন—বলিতেছি; দেখ, পৃথিবী—অস্থি, মাংস, স্নায়ু, ত্বক্ ও রোমরূপে পাঁচপ্রকার; তন্মধ্যে অস্থি—মুখ্যরূপ পৃথিবী, যেহেতু পৃথিবীর কাঠিন্য ধর্ম্মের বিচার করিলে ইহা সিদ্ধ হয়। পীতবর্ণ মাংসরূপ যে পৃথিবী, তাহাতে জলের অংশ আছে, যেহেতু তাহা দ্রবত্বযুক্ত অর্থাৎ তরল। স্নায়ুরূপ যে পৃথিবী তাহাতে তেজের অংশ আছে, যেহেতু তাহাতে জ্বরের সন্তাপ পরীক্ষা হয়। ত্বগ্‌রূপ যে পৃথিবী, তাহাতে বায়ুর অংশ আছে, যেহেতু তাহাতে স্পর্শধর্ম্ম আছে। রোমরূপ যে

রেতো মুখ্যম্ উদকং, গর্ভোৎপত্তেঃ, শুভ্রবর্ণম্; পিত্তং তেজঃ, উষ্মাঙ্গত্বাৎ; স্বেদো বায়ুঃ, শ্রমপ্রসঙ্গত্বাৎ; নাসা আকাশম্, উর্দ্ধাধোগামিত্বাৎ; রক্তং পৃথিবী, লোহিতত্বাৎ।৬৯

ক্ষুধা মুখ্যাগ্নিঃ, পচনসমর্থত্বাৎ প্রসন্নত্বাৎ; তৃষ্ণা বায়ুঃ, কণ্ঠৌষ্ঠশোষকত্বাৎ; নিদ্রা আকাশং, শূন্যস্বভাবত্বাৎ; কান্তিঃ উদকং, শীতোষ্ণসম্বন্ধাৎ কৃষ্ণলোহিতত্বং ভবতি; আলস্যং পৃথিবী, জড়ত্বাৎ।৭০

পৃথিবী তাহাতে আকাশের অংশ আছে, যেহেতু তাহা ছেদন করিলে কোনরূপ দুঃখ হয় না।৬৮

জলমধ্যে অপর ভূতের অংশ।

জল—রেত, পিত্ত, ঘর্ম্ম, লালা ও রক্ত—এই পাঁচ প্রকার; তন্মধ্যে রেত—মুখ্য জল, যেহেতু উহা শুভ্রবর্ণ এবং গর্ভোৎপত্তির হেতু; পিত্ত-রূপ যে জল তাহাতে তেজের অংশ আছে, যেহেতু তাহা অঙ্গে উষ্ণতার কারক; স্বেদরূপ যে জল তাহাতে বায়ুর অংশ আছে, যেহেতু তাহা শ্রমের আনুসঙ্গিক; নাসারূপ যে জল তাহাতে আকাশের অংশ আছে, যেহেতু তাহা উর্দ্ধাধোগামী; রক্তরূপ যে জল তাহাতে পৃথিবীর অংশ আছে, যেহেতু তাহা লোহিতবর্ণ।৬৯

তেজঃমধ্যে অপরভূতের অংশ।

তেজঃ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, কান্তি ও আলস্য—এই পাঁচপ্রকার; তন্মধ্যে ক্ষুধা—মুখ্য অগ্নি, যেহেতু তাহা পচনে সমর্থ, এবং প্রসন্নতাকারক; তৃষ্ণারূপ যে অগ্নি তাহাতে বায়ুর অংশ আছে, যেহেতু তাহা কণ্ঠের শোষক; নিদ্রারূপ যে অগ্নি তাহাতে আকাশের অংশ আছে, যেহেতু তাহা শূন্যস্বভাব; কান্তিরূপ যে অগ্নি তাহাতে জলের অংশ আছে, যেহেতু শীত ও উষ্ণের সম্বন্ধবশতঃ তাহা কৃষ্ণবর্ণ অথবা লোহিত-

ধারণং মুখ্যো বায়ুঃ, সবলত্বাৎ; প্রসারণম্ আকাশং, ব্যাপকত্বাৎ; উৎক্রামণং তেজঃ, উৎকৃষ্টব্যাপারত্বাৎ; চলনম্ উদকং, শিথিলত্বাৎ; সঙ্কোচনং পৃথিবী, জাড্যাৎ।৭১

শিরসি অবকাশঃ মুখ্যম্ আকাশম্, অনাহতশব্দস্থানত্বাৎ; কণ্ঠস্থ অবকাশঃ বায়ুঃ, মুখনাসিকয়োঃ সঞ্চরণত্বাৎ; হৃদি অবকাশঃ চ অগ্নিঃ, সর্ব্বদা উষ্ণঃ স্থিতঃ; উদরস্থ অবকাশঃ জলং, জলাশয়ত্বাৎ; কটেঃ অবকাশঃ পৃথিবী, গন্ধস্থানত্বাৎ।৭২

বর্ণাদি হয়; এবং আলস্যরূপ যে অগ্নি তাহাতে পৃথিবীর অংশ আছে, যেহেতু তাহা জড়।৭০

বায়ুমধ্যে অপর ভূতের অংশ।

বায়ু—ধারণ, প্রসারণ, উৎক্রামণ, চলন, ও সংকোচন—এই পাঁচ-প্রকার, তন্মধ্যে ধারণ—মুখ্য বায়ু, যেহেতু তাহা সবল, অর্থাৎ ধারণে বল আবশ্যক হয়; প্রসারণরূপ যে বায়ু তাহাতে আকাশের অংশ আছে, যেহেতু তাহা ব্যাপক; উৎক্রামণরূপ যে বায়ু তাহাতে তেজের অংশ আছে, যেহেতু তাহা উৎকৃষ্টব্যাপার, অর্থাৎ উর্দ্ধে আকর্ষণরূপ ব্যাপার, চলনরূপ যে বায়ু তাহাতে জলের অংশ আছে, যেহেতু তাহা শিথিলতার কারক; এবং সংকোচনরূপ যে বায়ু তাহাতে পৃথিবীর অংশ আছে, যেহেতু তাহাতে জড়তা বুঝায়।৭১

আকাশমধ্যে অপর ভূতের অংশ।

আকাশ—কটি, উদর, হৃদয়, কণ্ঠ, ও মস্তক—এই পাঁচ প্রকার; তন্মধ্যে মস্তকে যে ফাঁক তাহা মুখ্য আকাশ; যেহেতু তাহা অনাহত শব্দের স্থান, কণ্ঠের মধ্যে অবকাশরূপ যে আকাশ তাহাতে বায়ুর অংশ আছে; যেহেতু তাহা মুখ ও নাসিকাতে সঞ্চরণ করে; হৃদয়ে অবকাশরূপ যে আকাশ, তাহাতে অগ্নির অংশ আছে, যেহেতু তাহা সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে;

এবং সমূহাত্মকং জড়ং ত্বং ন ভবসি।৭৩

ভোঃ ভগবন্! সুখদুঃখে জানৎ কথং শরীরং জড়ম্?।৭৪

এতৎ শৃণু—দেহো ন জানাতি সুখদুঃখে, যতঃ ভৌতিকঃ, দৃশ্যো, জড়শ্চ।৭৫। ভূতানি কদাচিদপি ন জানন্তি; পঞ্চীকৃতানি পঞ্চবিংশত্যংশানি তদংশা অপি ন জানন্তি; অতঃ তদংশজাতঃ দেহঃ কথং জানীয়াৎ?।৭৬

অপি চ দেহঃ সন্ অপি উত্থিতং পতিতং বা ন জানাতি; সুষুপ্তৌ চৌরো গৃহং প্রবিশ্য অপহৃত্য আভরণানি যাতি ইতি ন জানাতি; অতঃ অত্যন্তজড়ঃ, ঘটঃ যথা দৃশ্যো জড়শ্চ ইতি, তথা দেহ ইতি।৭৭

উদরের অবকাশরূপ যে আকাশ তাহাতে জলের অংশ আছে, যেহেতু তাহা জলের আধার; কটির যে অবকাশরূপ আকাশ, তাহাতে পৃথিবীর অংশ আছে, যেহেতু তাহা গন্ধের স্থান।৭২। এইরূপে ইহাদের সমষ্টিরূপ যে শরীর তাহা জড়ই হয়, আর তাহা তুমি নহ।৭৩

শরীরের জড়ত্ব সিদ্ধি।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! যে শরীর সুখ ও দুঃখ অনুভব করে, তাহা জড় হয় কি করিয়া?৭৪

গুরু বলিলেন—ইহা শুন, দেহ—সুখ দুঃখ অনুভব করে না, যেহেতু তাহা ভৌতিক, অর্থাৎ ভূত হইতে উৎপন্ন, দৃশ্য এবং জড়।৭৫। ভূতগণ কখনও অনুভব করিতে পারে না. পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের যে পঁচিশটী অংশ হয়, তাহারা ও তাহাদের অংশগুলিও অনুভব করিতে পারে না। এই হেতু তাহাদের অংশজাত যে দেহ তাহা কি করিয়া জানিবে?৭৬

আরও দেখ, দেহ থাকিলেও তাহা উত্থিত কি পতিত তাহা সে জানিতে পারে না; সুষুপ্তিকালে চোর গৃহে প্রবেশ করিয়া অলঙ্কারাদি

নম্নু ঘটো জাতঃ তথৈব তিষ্ঠতি, দেহস্তু বর্দ্ধতে, অতঃ ঘটবৎ দেহঃ বক্তুং ন শক্যতে—ইতি পৃষ্টঃ গুরুঃ উপদিশতি—।৭৮

বর্দ্ধমান ইতি দেহঃ কিং চৈতন্যং ভবতি? বৃদ্ধিত্বমপি চৈতন্যং নাস্তি, এবং ত্বয়া কুত্র দৃষ্টং কেন উক্তম্? অতঃ দৃষ্টান্তাৎ পরিহরতি—যথা তৃণং গোময়ঞ্চ যত্র নিক্ষিপ্যতে স রাশিঃ কিং চৈতন্যং ভবতি? কিংবা ঘটীযন্ত্রকূপে তৎক্ষিপ্যমাণমৃদি বর্দ্ধমানতীরে কিং চৈতন্যং ভবতি? কূপাদিনির্ম্মাতা মুহুর্মুহুঃ নিক্ষিপ্যমাণমৃদ্‌বর্দ্ধমানবেদিকা কিং চৈতন্যং ভবতি? ৭৯

অপহরণ করিয়া চলিয়া যায়, তাহাও এই দেহ জানিতে পারে না; এই হেতু অত্যন্ত জড় ঘট যেমন দৃশ্য এবং জড়, এই দেহও তদ্রূপ।৭৭

দেহের চৈতন্যে আশঙ্কা ও তাহার পরিহার।

আচ্ছা, ঘট উৎপন্ন হইয়া সেই প্রকারই থাকে, দেহ কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই হেতু দেহ ঘটের ন্যায়—এ কথা বলিতে পারা যায় না?

গুরু এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—৭৮

বৃদ্ধিশীল এই যে দেহ, ইহা কি কখন চৈতন্য হয়? বৃদ্ধি থাকিলেও চৈতন্য থাকে না। বৃদ্ধি থাকিলেই চৈতন্য থাকে—ইহা তুমি কোথায়ও দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ—বল দেখি? এই হেতু গুরু দৃষ্টান্ত অবলম্বনে এতাদৃশ আশঙ্কার পরিহার এইরূপে করেন; যথা—দেখ, গোময় যেখানে নিঃক্ষিপ্ত হয়—সেই স্থানে গোময়রাশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া কি তাহা চৈতন্য হইয়া থাকে? কিংবা ঘটীযন্ত্রদ্বারা যে মৃত্তিকা নিঃক্ষিপ্ত হয়, সেই মৃত্তিকাদ্বারা সেই ঘটীযন্ত্র-কূপের তীর যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাতে কি সেই তীরের চৈতন্য হয়? কূপাদির খননকারী কর্তৃক মুহুর্মুহু যে মৃত্তিকা নিঃক্ষিপ্ত হয়, তাহার দ্বারা সেই মৃত্তিকার স্তূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,

এবং প্রতিদিনম্ অনুরূপেণ সমর্প্যমাণঃ দেহরূপঃ মৃৎসঞ্চয়ঃ সম্যগ্ বর্দ্ধমানোঽপি অত্যন্তজড় এব। অতঃ ত্বং—জড়ো দেহঃ ন ভবসি, চৈতন্যম্ এব।৮০

অনিত্যত্বং প্রদর্শয়তি—আকাশম্ অবকাশং ভবিতুম্ অর্হতি; পবনো ধাবিতুমেব যততে; অগ্নিঃ জ্বলিতুমেব ঈহতে; উদকং দ্রবিতুং জিগমিষতি; পৃথিবী বিশীর্ণীভবিতুম্ ইচ্ছতি।৮১ এবং সর্ব্বাণি ভূতানি স্বস্বমার্গম্ অনুগন্তুম্ ইচ্ছন্তি।৮২। অতঃ শরীরস্য অনিত্যতা তব নিশ্চিতা।৮৩

আর এইরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যে মৃত্তিকাস্তূপ, তাহা কি চৈতন্য হয়? কখনই নহে।৭৯

এইরূপে প্রত্যহ অনুরূপ পদার্থের দ্বারা সমর্পিত হইয়া এই দেহরূপ যে পদার্থ, তাহা মৃত্তিকাসঞ্চয়ের ন্যায় সম্যক্‌রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও তাহা অত্যন্ত জড়ই হয়, এই হেতু তুমি এই জড়দেহ নহ, কিন্তু চৈতন্যই।৮০

শরীরের অনিত্যতায় যুক্তি।

এই বার গুরু শিষ্যকে শরীরের অনিত্যতা প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—এই যে আকাশ, ইহা যেন অবকাশ (ফাঁক) হইতেছে, এই যে বায়ু ইহা যেন ধাবিত হইবার জন্য যত্ন করিতেছে, এই যে অগ্নি ইহা যেন জ্বলিত হইবার সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছে, এই যে জল ইহা যেন দ্রব হইবার জন্য চলিয়াছে, এই যে পৃথিবী ইহা যেন বিশীর্ণ হইবার জন্য ইচ্ছা করিতেছে।৮১। এইরূপ সমুদয় ভূতসকল যেন নিজ নিজ মার্গে অনুগমন করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে।৮২। এইহেতু ইহাদের সমষ্টি যে শরীর তাহা নিয়ত রূপান্তর হইবার জন্য উদ্যত বলিয়া তোমার এই শরীর যে অনিত্য তাহা নিশ্চিত।৮৩

অমঙ্গলত্বং প্রদর্শয়তি—জন্মকালে পরিদৃশ্যমানঃ দেহঃ মলাত্যন্তঃ অশুদ্ধ এব।৮৪। অতএব দ্বাদশদোষদুষ্টো দেহঃ ত্বং ন ভবসি ইতি সিদ্ধম্।৮৫

ভো ভগবন্! কে অত্র দোষাঃ?।৮৬

তৎ শৃণু—অশুদ্ধং শোচ্যং দুর্গন্ধম্ অস্থিতং মলং ভগ্নং খণ্ডং দগ্ধং শিথিলং নানারোগগ্রস্তম্ অধ্রুবম্ আমিষম্।৮৭। অতঃ হেতোঃ স্থূলশরীরং ত্বং ন ভবসি—এতৎ সত্যম্।৮৮

ভো ভগবন্! ইদং স্থূলশরীরম্ অহং ন ভবামি, এতাবতা মম কিং জাতং হিতম্।৮৯

শরীরের অমঙ্গলত্বে যুক্তি।

এইবার গুরু, শরীরের অমঙ্গলত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—দেখ, জন্মকালে এই যে পরিদৃশ্যমান দেহ, ইহা অত্যধিক মলযুক্ত থাকে, এবং তজ্জন্য ইহা অশুদ্ধই।৮৩। বস্তুতঃ এই কারণেই দ্বাদশটী দোষযুক্ত এই যে দেহ, ইহা তুমি নও—ইহা সিদ্ধ হইল।৮৫

শরীরের দ্বাদশ প্রকার দোষ।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! এই দেহে সেই দ্বাদশ প্রকার দোষ কি কি? ৮৬

গুরু বলিলেন—ইহা শুন, এই দেহ—অশুদ্ধ, শোচ্য অর্থাৎ শোকের বিষয়, দুর্গন্ধযুক্ত, অস্থিত অর্থাৎ অস্থায়ী, মলযুক্ত, ভগ্ন, খণ্ডযুক্ত, দাহ্য, শিথিল, নানারোগগ্রস্ত, অধ্রুব অর্থাৎ অনিত্য, এবং আমিষ।৮৭। এই হেতু এই স্থূল শরীর যে তুমি নও—ইহা সত্য।৮৮

আত্মা শরীর নহে, তাহার জাতিবর্ণ আশ্রম নাই।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! আচ্ছা এই স্থূলশরীর আমি নহি, কিন্তু এতদ্দ্বারা, আমার কি লাভ হইল?৮৯

সাধু সাধু অরে সাবধানমতিঃ শৃণু—যদা ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি তদা নিত্যজাতিবর্ণাশ্রমাশ্চ ত্বং ন ভবসি।৯০

ষড়্ভাববিকারাঃ তব ন সন্তি—"জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি" ইতি।৯১

বর্ণধর্ম্মাশ্রমাচারশাস্ত্রযন্ত্রেণ যোজিতঃ।
নির্গতোঽসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী॥

বর্ণাশ্রমৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অপি তব ন স্তঃ।৯২

গুরু বলিলেন—সাধু সাধু বৎস! মনোযোগসহকারে শুন—যখন এই শরীর তুমি হইলে না, তখন তুমি দেহাপেক্ষা নিত্য যে জাতি সেই নিত্য জাতি অর্থাৎ মনুষ্যত্বাদি বা বর্ণ অর্থাৎ ব্রহ্মণাদি, বা আশ্রম অথাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদিরূপ তাহাও আর হইলে না, অর্থাৎ দেহেরই জাতি বর্ণ ও আশ্রমাদি থাকে, তাহা আর তোমার আর থাকিল না।৯০

আত্মার ছয়টী ভাববিকার নাই।

কেবল তাহাই নহে, আত্মা শরীররূপ নহে বলিয়া তাহার ছয়টী ভাববিকারও নাই। সেই ভাববিকার ছয়টী, যথা—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় এবং নাশ। যাবৎ ভাববস্তুর এই ছয়টী অবস্থা আছে, শরীর ভাববস্তু বলিয়া শরীরেরও তাহা আছে, আত্মা কিন্তু ভাববস্তু হইয়াও তাহার ইহা নাই।৯১

আত্মার বর্ণাশ্রম নাই।

দেখ, এতদিন তুমি দেহকে আত্মা জ্ঞান করিয়া ব্রহ্মণাদি বর্ণধর্ম্ম এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমাচার বিধায়ক শাস্ত্ররূপ যন্ত্রে যোজিত ছিলে অর্থাৎ জগৎস্বরূপ জালে পতিত ছিলে, এক্ষণে তুমি পিঞ্জর হইতে সিংহের ন্যায় সেই জগজ্জাল হইতে নির্গত হইলে। অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রম এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মও তোমার আর নাই—বুঝিলে।৯২

বর্ণাশ্রমাভিমানেন শ্রুতিদাসো ভবেন্নরঃ।
বর্ণাশ্রমবিহীনশ্চ বর্ত্ততে শ্রুতিমূর্দ্ধনি ॥৯৩

যতঃ শাস্ত্রম্ আহ—

যাবদ্দেহাত্মবিজ্ঞানং বাধ্যতে ন প্রমাণতঃ।
প্রামাণ্যং কর্ম্মশাস্ত্রাণাং তাবদেবোপলভ্যতে ॥"ইতি।৯৪

অহং দেহো ন ভবামি ইতি যদা জ্ঞানং জাতং তদা সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমপি তব নাস্তি।৯৫

ভো ভগবন্! ইদং স্থূলশরীরম্ অহং ন ভবামি, ত্বদাজ্ঞয়া অজ্ঞাসিষম্; স্থূলশরীরসম্বন্ধাভাবাৎ বর্ণাশ্রমকুলগোত্রজাতিস্ত্রীপুরুষনামরূপষড়্ভাববিকারধর্ম্মাধর্ম্মা মম ন সন্তি এব, তব কৃপাকটাক্ষনিরীক্ষণাৎ সম্যক্ ময়া জ্ঞাতম্।৯৬। অন্যৎ চ,

---

জ্ঞান হইলে শ্রুতিদাস্য থাকে না।

দেখ, মানব বর্ণ ও আশ্রমে অভিমান করিয়া 'আমি ব্রাহ্মণ' 'আমি ব্রহ্মচারী' এইরূপ জ্ঞান করিয়া শ্রুতির দাস হইয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞান জন্মিয়া বর্ণাশ্রমবিহীন হইলে শ্রুতির মস্তকে অবস্থান করা যায়।৯৩

শাস্ত্রসমূহের প্রমাণ্যের হেতু দেহাত্মবিজ্ঞান।

যেহেতু শাস্ত্র বলিয়াছেন—যতদিন বেদাস্তরূপ প্রমাণদ্বারা দেহাত্মবিজ্ঞান অর্থাৎ "আমি দেহ" এই জ্ঞান না বাধিত হয়, তত দিন পর্য্যন্ত কর্ম্মশাস্ত্রসমূহের প্রামাণ্য থাকে।৯৪। এই হেতু, 'আমি দেহ নহি' এই জ্ঞান যখন জন্মিল, তখন সকল প্রকার কর্তৃত্বও তোমার নাই।৯৫

ইন্দ্রিয়গণ আত্মা নহে।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! এই স্থূল শরীর আমি নহি, আপনার আজ্ঞায় ইহা বুঝিলাম; তাহার পর এই স্থূলশরীরের সহিত আমার সম্বন্ধের অভাববশতঃ বর্ণ, আশ্রম, কুল, গোত্র, জাতি, স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব,

ভো ভগবন্! ইন্দ্রিয়াণাম্ অভাবে শরীরচলনাভাবাৎ কাণোঽহং বধিরোঽহম্ ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ ইন্দ্রিয়াণি অহম্?৯৭

ইতি পৃষ্টো গুরুঃ আহ—ত্বং তৎ ন ভবসি।৯৮

কথম্? ইত্থং—তদ্ ভূতকর্য্যমেব।৯৯

ভো ভগবন্! কস্য ভূতস্য কিং কার্য্যম্?১০০

উচ্যতে—নভসঃ সকাশাৎ শ্রোত্রবাচৌ দ্বে করণে সমুৎপন্নে। বায়ুসকাশাৎ ত্বক্পাণী দ্বে করণে সমুৎপন্নে। তেজঃ-সকাশাৎ চক্ষুঃপাদৌ দ্বে করণে সমুৎপন্নে। উদকসকাশাৎ রসনোপস্থে দ্বে করণে সমুৎপন্নে। পৃথিবীসকাসৎ ঘ্রাণপায়ূ দ্বে করণে

নাম, রূপ, ছয় প্রকার ভাববিকার, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম আমার নাই—ইহাও আমি আপনার কৃপাকটাক্ষনিরীক্ষণদ্বারা সম্যক্‌রূপে জানিয়াছি।৯৬।

এখন কথা হইতেছে এই যে, হে ভগবন্! এই ইন্দ্রিয়সমূহের অভাবে শরীরের চলাচল হয় না, আর "আমি কাণ," "আমি বধির" ইত্যাদি অনুভব হয় বলিয়া এই ইন্দ্রিয়সমূহই আমি কি নহি?৯৭

গুরু এই ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—হে বৎস! তুমি ইন্দ্রিয় নহ।৯৮

ইন্দ্রিয়গণ ভূতেরই কার্য্য।

যদি বলা হয় তাহা কিরূপে হয়? তাহা হইলে বলিব, তাহা এইরূপে হয়—সেই ইন্দ্রিয়সকল ভূতসমূহেরই কার্য্য অর্থাৎ ভূতসকল হইতেই ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হইয়াছে।৯৯

কোন্ ইন্দ্রিয় কোন্ ভূতের কার্য্য।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! কোন্ ভূতের কি কার্য্য।১০০

গুরু বলিলেন—বলিতেছি, আকাশ হইতে শ্রোত্র ও বাক্ এই দুটী ইন্দ্রিয়রূপ দুইটী করণ উৎপন্ন হয়; বায়ু হইতে ত্বক্ ও হস্ত এই দুইটী

সমুৎপন্নে।১০১। পঞ্চাংশেন সহ মনো জাতম্। বুদ্ধিঃ—মনো-বিশেষ এব।১০২

এতদেব বিবৃণোতি—বাক্‌শ্রোত্রে আকাশকার্য্যমেব, বিচারপ্রাধান্যে সতি শব্দাভিব্যঞ্জকত্বাৎ, প্রায়েণ শব্দোৎপত্তিঃ বাচি। ত্বক্‌পাণী বায়ুবিকারৌ, স্পর্শগ্রহণসাধনত্বাৎ, স্পর্শ-বত এব দ্রব্যস্য হস্তেন উপাদাতুং শক্যত্বাৎ। চক্ষুঃপাদৌ তেজোবিকারৌ, রূপস্য গ্রাহকত্বাৎ, প্রায়েণ উষ্ণত্বং পাদয়োঃ ভ্রমণেনাপি চ অনুমেয়ম্। উপস্থজিহ্বে চাপি জলবিকারৌ, রসগ্রাহকত্বাৎ স্নিগ্ধত্বাৎ, প্রায়েণ উপস্থে আনন্দত্বাৎ। ঘ্রাণ-পায়ূ চ পার্থিবে, গন্ধগ্রাহকত্বাৎ পায়োঃ বিসর্গাৎ।১০৩

ইন্দ্রিয়রূপ দুইটী করণ উৎপন্ন হয়; তেজঃ হইতে চক্ষু ও পদ—এই দুইটী ইন্দ্রিয়রূপ দুইটী করণ উৎপন্ন হয়, জল হইতে রসনা ও উপস্থ—এই দুইটী ইন্দ্রিয়রূপ দুইটী করণ উৎপন্ন হয়, পৃথিবী হইতে ঘ্রাণ ও পায়ু—এই দুইটী ইন্দ্রিয়রূপ দুইটী করণ উৎপন্ন হয়।১০১

মনের উৎপত্তি।

পাঁচটী ভূতেরই অংশ লইয়া মন উৎপন্ন হয়, বুদ্ধি—মনো-বিশেষই।১০২

ইন্দ্রিয়োৎপত্তির বিবরণ।

ইহারই বিবরণ করিতেছেন—বাক্ ও শ্রোত্র ইন্দ্রিয় আকাশের কার্য্যই; কারণ, ইহারা বিচারপ্রধান হইয়া শব্দের অভিব্যঞ্জক হয়; আর শব্দোৎপত্তি প্রায়ই বাগিন্দ্রিয়েতেই হয়। ত্বক্ ও হস্ত ইন্দ্রিয় বায়ুর বিকার, যেহেতু ইহারা স্পর্শ ও গ্রহণের সাধন। কারণ, স্পর্শগুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যেরই হস্তদ্বারা গ্রহণ করিতে পারা যায়। চক্ষু ও পাদেন্দ্রিয়

মনঃ সাধারণং পঞ্চানাং কার্য্যং, পঞ্চবৃত্তিগ্রাহকত্বাৎ।১০৪

বুদ্ধিঃ মনোবিশেষঃ, দাহকপাচকবৎ।১০৫। পঞ্চপ্রাণবৃত্তিঃ বায়ুবিকার এব, তদাত্মকত্বেন উপলভ্যমানত্বাৎ।১০৬। এবং ভূতানি জড়ানি তদংশযোগে ইন্দ্রিয়াণি জড়ানি ১০৭

তেজের বিকার, যেহেতু চক্ষুঃ রূপের গ্রাহক, এবং পাদদ্বয়ে উষ্ণতা প্রায়ই বিচরণদ্বারা অনুমান করা যায়। উপস্থ ও জিহ্বা ইন্দ্রিয় জলের বিকার, যেহেতু রসনা রসের গ্রাহক ও সর্ব্বদা স্নিগ্ধ এবং উপস্থে প্রায়ই আনন্দত্ব দেখা যায়। ঘ্রাণ ও পায়ু ইন্দ্রিয় পৃথিবীর বিকার, যেহেতু ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় গন্ধের গ্রাহক, এবং পায়ু হইতে মলত্যাগ হইয়া থাকে।১০৩

মনের কার্য্য।

মনটী পঞ্চভূতের সাধারণ কার্য্য, যেহেতু উহা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি—শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধরূপ পাঁচটীরই গ্রাহক।১০৪

বুদ্ধির কার্য্য।

বুদ্ধি মনোবিশেষই। অগ্নি যেমন দাহক ও পাচক উভয়ই হয় ইহাও তদ্রূপ মনের কার্য্য 'সংকল্প বিকল্প' এবং নিজ কার্য্য 'নিশ্চয় করা'—এই উভয়ই করিয়া থাকে।১০৫

পঞ্চপ্রাণের বৃত্তি।

প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান—এই পাঁচটীই প্রাণ। ইহাদের যে পাঁচটী বৃত্তি, যথা—শ্বাসত্যাগ, শ্বাসগ্রহণ, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণকরণ, উদ্গার, সর্ব্বশরীররক্ষা, ইত্যাদি—ইহারা বায়ুরই বিকার। যেহেতু ইহাদিগকে বায়ুস্বরূপেই উপলব্ধ হয়।১০৬

এইরূপে ভূতগণ জড়, আর তাহাদের অংশসমুৎপন্ন যে ইন্দ্রিয়গণ তাহারাও জড়।১০৭

ভো ভগবন্! স্বস্ববিষয়ং জানন্তি কথম্ ইন্দ্রিয়াণি জড়ানি?১০৮

তৎ শৃণু—অরে শ্রোত্রম্ আত্মানং ন জানাতি; পরস্পরমপি ন জানাতি; স্বস্ববিষয়ং শব্দং জ্ঞাতুং ন ইষ্টে; অন্যবিষয়মপি জ্ঞাতুং ন সমর্থম্; উভয়থা জড়ং, কিন্তু শব্দজ্ঞানসাধনম্ ইত্যর্থঃ, প্রদীপবৎ।১০৯। যথা প্রদীপং রূপাদিজ্ঞানসাধনং, যথা প্রদীপেন রূপাদি গৃহ্যতে তথা শ্রোত্রেণ শব্দ ইতি, এবম্ ইতরাণি অপি করণানি।১১০। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি ক্রিয়াসাধনানি এব, যথা দর্বীবৎ, অত্যন্তজড়ানি ত্বং ন ভবসি ইতি সিদ্ধম্, ত্বং তু জ্ঞানম্ এব।১১১

জ্ঞানেন্দ্রিয় জড় কেন—তদ্বিষয়ে যুক্তি।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! ইন্দ্রিয়গণ যখন নিজ নিজ বিষয় জানিয়া থাকে, তখন তাহারা কিরূপে জড় হইবে?১০৮

গুরু বলিলেন, তবে শুন—দেখ, বৎস! শ্রোত্র নিজকে জানে না, পরস্পরকেও অর্থাৎ অপর ইন্দ্রিয়কেও জানে না; নিজ বিষয় যে শব্দ তাহাকেও সে (চৈতন্যের সাহায্যব্যতীত) জানিতে পারে না, অপর ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহও জানিতে সমর্থ হয় না; এইহেতু উভয় প্রকারেই তাহা জড়, কিন্তু প্রদীপের ন্যায় শব্দজ্ঞানের সাধনমাত্র।১০৯। যেমন প্রদীপ রূপাদি জ্ঞানের সাধন, অর্থাৎ প্রদীপের দ্বারা যেমন রূপাদি গৃহীত হয়, সেইরূপ শ্রোত্রের দ্বারা শব্দ গৃহীত হয়। এইরূপ অপর জ্ঞানেন্দ্রিয়গণও জ্ঞানসাধন অর্থাৎ জড় ১১০

কর্ম্মেন্দ্রিয়গণও জড়।

বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী—ক্রিয়ার সাধন, অর্থাৎ যেমন দর্ব্বী অর্থাৎ হাতা পাকক্রিয়ার সাধন হইয়া থাকে, ইহারাও তদ্রূপ

ভো ভগবন্! প্রাণে সতি দেহঃ চেষ্টতে, ইন্দ্রিয়াণি অপি চেষ্টন্তে; প্রাণে গতে দেহঃ চেষ্টাহীনঃ ভবতি, ইন্দ্রিয়াণি অপি তাদৃশানি ভবন্তি ।১১২। অহং ক্ষুধাবান্, অহং পিপাসাবান্—ইত্যাদি অনুভবাৎ চ, অতঃ প্রাণ এব অহম্ ।১১৩

ত্বং ন ভবসি। কথং? চৈতন্যাভাবাৎ, সুষুপ্তৌ স্বপ্নে উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপেণ বর্ত্তমানোঽপি অয়ম্ অন্তর্বহিশ্চ ন জানাতি ।১১৪। চৌরে গৃহং প্রবিশ্য অপহৃত্য আভরণানি গচ্ছতি সতি ন জানাতি; অতঃ অত্যন্তজড়া এব প্রাণাদয়ঃ দেহবৎ এব ।১১৫। অপি চ একস্মিন্ পর্য্যঙ্কে শয়ানে সহ স্ত্রিয়া

ক্রিয়ারসাধন সুতরাং অত্যন্ত জড়ই। এই হেতু তুমি ইন্দ্রিয় নহ—ইহা সিদ্ধ হইল, তুমি কিন্তু জ্ঞানই ।১১১

প্রাণ জড় বলিয়া আত্মা নহে।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! প্রাণ থাকিলে দেহ চেষ্টাযুক্ত হয়, ইন্দ্রিয়গণও সচেষ্ট হয়, আর প্রাণ চলিয়া গেলে দেহ চেষ্টাহীন হয়, ইন্দ্রিয়গণও নিশ্চেষ্ট হয় ।১১২। আর "আমি ক্ষুধাযুক্ত" "আমি পিপাসা-যুক্ত" ইত্যাদি অনুভব হয় বলিয়া "আমি প্রাণই"। প্রাণ না থাকিলে এরূপ অনুভবও হয় না; অতএব আমি প্রাণই ?১১৩

গুরু বলিলেন—না, বৎস! তুমি প্রাণ নহ। যদি বল কেন? তাহা হইলে বলিব—সুষুপ্তিতে এবং স্বপ্নকালে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসরূপে প্রাণ বর্ত্তমান থাকিলেও চৈতন্যের অভাবপ্রযুক্ত প্রাণ অন্তর ও বাহিরের কোন কিছু জানিতে পারে না ।১১৪। দেখ, চোর গৃহে প্রবেশ করিয়া অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া চলিয়া গেলেও প্রাণ ইহা জানিতে পারে না; এই হেতু দেহেরই ন্যায় প্রাণাদি অত্যন্ত জড়ই হয় ।১১৫

আরও দেখ, এক পর্য্যঙ্কে স্ত্রীর সহিত পুরুষ শয়ন করিয়া

পুরুষে সতি কস্মিংশ্চিৎ জাগরে আগত্য স্ত্রিয়াঃ ভূষণানি * অপহৃত্য গচ্ছতি সতি "ইত্থং ন কর্ত্তব্যম্" ইতি যতঃ স ন নিবারয়তি অতঃ অত্যন্তজড়ঃ।১১৬

প্রবুদ্ধঃ জানাতি ইতি চেৎ? সর্ব্বাসু অবস্থাসু উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসরূপেণ অস্য উপরতিঃ নাস্তি এব, স্থিতোঽপি অসৌ ন জানাতি।১১৭

কথম্? ইত্থম্—'ইদানীং কস্মিন্ ভাগে শ্বাস বর্ত্তসে' ইতি পৃষ্টোঽপি 'অস্মিন্ ভাগে অহং বর্ত্তে,' ইতি প্রতিবক্তুং ন জানাতি। অতঃ স্থিত্বাপি ন জানাতি তস্মাৎ অয়ম্ অর্থঃ।১১৮

আছে, এমন সময় যদি কোন চোর আসিয়া স্ত্রীর ভূষণগুলি অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন সেই পুরুষ সেই চোরকে "ইহা তোমার কর্ত্তব্য নহে" বলিয়া নিবারণ করিতে পারে না, অতএব প্রাণ অত্যন্তই জড়।১১৬

প্রাণের জড়ত্বে অন্য যুক্তি।

যদি বল সেই ব্যক্তি জাগরিত থাকিলে সেই প্রাণই জানিতে পারে? কিন্তু তাহাও নহে। কারণ, সকল অবস্থাতেই নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসরূপে সেই প্রাণের বিরাম নাই, এজন্য ইহা থাকিয়াও জানিতে পারে না।১১৭

প্রাণের জ্ঞান নাই।

যদি বল—প্রাণ থাকিয়াও কেন জানে না? তবে শুন, তাহা এইরূপ—"এখন শরীরের কোন্ ভাগে শ্বাসরূপে প্রাণ তুমি বর্ত্তমান রহিয়াছ"? এইরূপ যদি প্রাণকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে সে "আমি এই

* এস্থলে "কস্মিংশ্চিজ্জাগরে আগত্য স্ত্রিয়া ভূষণানি" এই অংশে লিপিকরপ্রমাদ ঘটিয়াছে বোধ হয়। ইহা "কস্মিংশ্চিচ্চৌরে আগত্য স্ত্রিয়াঃ ভূষণানি" এইরূপ হয় ত হইবে।

নন্থ জড়শ্চেৎ প্রাণঃ কথং জড়ং শরীরং চেষ্টয়তি ?

উচ্যতে—জড়োঽপি জড়ং চেষ্টয়ন্ লোকে দৃশ্যতে। কুত ? প্রচণ্ডমারুতো গৃহস্য উপরি ছাদনপর্ণশাখাবৃক্ষম্ অন্যত্র পাতয়তি ; জড়স্যাপি অয়মেব স্বভাবঃ। ন এতাবতা আত্মা ভবতি। প্রাণস্য স্বচেষ্টা ন স্বতন্ত্রতা কর্ম্মাধীনৈব।১১৯

কথম্ ? ইত্থম্—জাগ্রৎস্থিতিনিমিত্তং কর্ম্ম উদ্ভূতং ভবতি। তদুপক্ষয়ে সর্ব্বাণি করণানি গৃহীত্বা বুদ্ধ্যুপাধিসম্পর্কজনিত-বিজ্ঞানেন সহ স্বপ্নং সুষুপ্তং বা গচ্ছেৎ, এবং স্থানত্রয়ম্ অনবরতং গচ্ছতি।১২০

ভাগে রহিয়াছি" এইরূপে উত্তর দিতে জানে না। এইহেতু প্রাণ বর্ত্তমান থাকিয়াও সে জানিতে পারে না, আর সেইজন্য তাহা অত্যন্ত জড়।১১৮

প্রাণের চেষ্টা—জড়েরই চেষ্টা।

যদি বল—প্রাণ যদি জড় হয় তাহা হইলে কি করিয়া তাহা শরীরকে চেষ্টাযুক্ত করে ? তাহা হইলে বলিব—জড়ও জড়কে চেষ্টাযুক্ত করে, ইহা লোকমধ্যে দেখা যায়। কারণ, জড়স্বরূপ প্রচণ্ড বায়ু, গৃহের উপরিস্থিত আচ্ছাদন তৃণ, বৃক্ষের শাখা এবং বৃক্ষকে অন্যত্র পাতিত করে ; জড়েরও এইরূপই স্বভাব। কিন্তু ইহার দ্বারা সেই বায়ু চেতন বা আত্মা হয় না। বস্তুতঃ প্রাণের যে স্বচেষ্টা তাহা তাহার স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক নহে, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা জীবের কর্ম্মাধীনই হয়।১১৯

কর্ম্মই প্রাণকে চেষ্টাযুক্ত করে।

যদি বল—কেন ? তবে শুন, তাহা এই প্রকার ;—জাগ্রৎ অবস্থায় স্থিতির যাহা নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ, তাহা কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। সেই কর্ম্মের ক্ষয় হইলে আত্মা সমুদায় করণগুলিকে লইয়া বুদ্ধিরূপ উপাধির

কর্ম্মনিমিত্তং চেৎ অঙ্গ গমনাগমনম্; প্রাণোঽপি তৎ-কর্ম্মবশাদেব শরীরং পরিপালয়ন্ বর্ত্ততে, অন্যস্যাপি ব্যাপার-চেষ্টাং কর্ত্তুং ন সমর্থঃ। অতঃ জড়া এব প্রাণাদয়ঃ।১২১ এবম্ ইন্দ্রিয়সমূহাত্মকং সপ্তদশকম্ লিঙ্গশরীরং ত্বং ন ভবসি ইতি সিদ্ধম্।১২২

মাভূৎ ভগবন্! মনসি সুস্থে পশ্যতি শৃণোতি, 'অহং সংকল্পবান্ বিকল্পবান্' ইতি অনুভবাৎ চ; মনসি ব্যগ্রে ন শৃণোতি, অতঃ মন এব অহম্?।১২৩

সম্পর্কজনিত যে বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞানের সহিত স্বপ্ন অথবা সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়, এইরূপে আত্মা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিনটী অবস্থা অনবরত লাভ করিয়া থাকে।১২০

লিঙ্গশরীর আত্মা নহে।

এখন উক্ত অবস্থাত্রয়ে আত্মার এই গমনাগমন যদি কর্ম্মনিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রাণও সেই কর্ম্মবশেই শরীরকে স্বপ্নাদিকালে পালন অর্থাৎ রক্ষা করিয়া অবস্থান করে, অন্য কাহারও কোন ব্যাপারের চেষ্টা জন্মাইতে সমর্থ হয় না। এইহেতু প্রাণাদি জড়ই হয়।১২১। এইরূপে ইন্দ্রিয়সমূহস্বরূপ সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর তুমি নহ, ইহা সিদ্ধ হইল।১২২

মন আত্মা নহে, তাহার যুক্তি।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! প্রাণ আত্মা না হউক, কিন্তু মনই আত্মা, কারণ, মন সুস্থ থাকিলে লোকে দেখে বা শুনে; আর লোকে অনুভবও করে "আমি সংকল্পবান্, আমি বিকল্পবান্"। এই মন যদি ব্যগ্র বা অন্যত্র নিবিষ্ট হয় তবে আর লোকে শুনিতেও পায় না, এই কারণে—মনই আমি অর্থাৎ মনই আত্মা।১২৩

ত্বং ন ভবসি তৎ। 'ইদানীং মে মনঃ অন্যত্র, ইদানীং স্থিরীভূতম্,' উভয়াং বৃত্তিং যো বেত্তি স ত্বং মনঃ ন ভবসি। মনঃ সকাশাৎ ত্বং দ্রষ্টা ভিন্ন এব।১২৪

অপি চ 'তন্মনঃ' 'সা বুদ্ধিঃ' ইতি উচ্যমানে প্রতিক্ষণং বিলক্ষণে অযুগপদ্ ভাবনীয়ম্। তয়োঃ একস্য নাশে অন্যস্য উৎপত্তিঃ। মনউৎপত্তিঃ মনোবিনাশঃ সুষুপ্তেঃ অভাবাৎ—ইতি তব এব অনুভবঃ।১২৫

অত্র শ্রুতিরপি—"আত্মনো মনো জাতম্ ইতি তত্রৈব বিলীয়তে" ইতি; অতঃ মনঃ ত্বং ন ভবসি—ইতি সিদ্ধম্।১২৬। এবম্ ইন্দ্রিয়সমূহাত্মকং সপ্তদশকং লিঙ্গশরীরং ত্বং ন ভবসি ইতি সিদ্ধম্।১২৭

গুরু বলিলেন—না, মন তুমি নহ। কারণ, এই সময় আমার মন অন্যত্র রহিয়াছে, এখন স্থির হইয়াছে,—এই উভয় বৃত্তিকে যে জানে সেই তুমি মন হইতে পার না। তুমি দ্রষ্টা, মন দৃশ্য, মন হইতে সেই তুমি ভিন্নই।১২৪

মন আত্মা নহে—ইহাতে অন্য যুক্তি।

আরও "তাহা মন" "তাহা বুদ্ধি" এইরূপ যখন বলা হয়, তখন তাহারা প্রতিক্ষণেই বিলক্ষণ অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তু, এবং অযুগপৎ বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে একের নাশে অপরের উৎপত্তি হয়। মনের উৎপত্তি, মনের বিনাশ—ইত্যাদি সুষুপ্তির অভাবকালে তোমারই অনুভব হয়।১২৫

মন আত্মা নহে তদ্বিষয়ে শ্রুতি।

এ বিষয়ে শ্রুতিও আছে—"আত্মা হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে" "আত্মাতেই মন বিলীন হয়" ইত্যাদি। এইহেতু মন তুমি নহ—ইহা

ভো ভগবন্! এতৎ সত্যং, লিঙ্গশরীরম্ অহং ন ভবামি; অনেন জ্ঞানেন মম কো লাভো ভবিষ্যতি?১২৮

অরে সাবধানমতিঃ শৃণু—যদা লিঙ্গশরীরং ত্বং ন ভবসি তদা গমনাগমনে স্বর্গনরকাদিভোগোঽপি তব নাস্তি এব।১২৯ যথা জানুনি ভগ্নে পঙ্গুরিব তথা লিঙ্গশরীরনাশে গমনাগমনং তব নাস্তি এব। অপি চ প্রারব্ধফলভোগোঽপি তব নাস্তি এব।১৩০

ভো ভগবন্! তৎ কথম্?১৩১

ইত্থম্—দেহো ভোগায়তনং, বিষয়াণি ভোগ্যানি, ইন্দ্রিয়াণি ভোগসাধনানি, মনো বুদ্ধিঃ ভোক্তা।১৩২। এবং

সিদ্ধ হইল।১২৬। এইরূপে ইন্দ্রিয়সমূহাত্মক সপ্তদশ অবয়বাত্মক লিঙ্গশরীর তুমি নহ—ইহা সিদ্ধ হইল।১২৭

লিঙ্গশরীর আত্মা নহে—এই জ্ঞানে লাভালাভ।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! লিঙ্গশরীর আমি নহি ইহা সত্য বটে, কিন্তু এই জ্ঞানে আমার কি লাভ হইবে?।১২৮

গুরু বলিলেন—হে বৎস! অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর—যখন লিঙ্গশরীর তুমি নহ, তখন গমনাগমন এবং স্বর্গনরকাদিভোগও তোমার নাই।১২৯। যেমন জানুদ্বয় ভগ্ন হইলে পঙ্গুর ন্যায় হয়, সেইরূপ লিঙ্গশরীরনাশে গমনাগমনাদি তোমার নাইই, আর প্রারব্ধফলভোগও তোমার নাইই —বুঝিতে হইবে।১৩০

আত্মার প্রারব্ধ কর্ম্মও নাই।

শিষ্য—হে ভগবন্! তাহা কিরূপ?।১৩১

গুরু—তাহা এইরূপ, এই দেহ ভোগের আয়তন, বিষয়সমূহ ভোগ্য, ইন্দ্রিয়নিচয় ভোগের সাধন, মন এবং বুদ্ধি ভোক্তা।১৩২। এইরূপে

ভোক্তা ভোগায়তনং ভোগ্যানি ভোগসাধনানি এতৎ চতুষ্টয়ং ত্বং ন ভবসি। তস্মাৎ „আরব্ধকর্ম্মফলভোগঃ তব নাস্তি এব।১৩৩

ভো ভগবন্! জাগ্রতি স্বপ্নে সুখদুঃখম্ অহম্ অনুভবামি কথং সুখদুঃখং মম নাস্তি?১৩৪

তৎ শৃণু—অরে! চক্ষুরুদরগতচক্ষুঃশূলোদরবেদনাদয়ঃ সুষুপ্ত্যবস্থাপন্নস্য বুদ্ধিরহিতস্য তব ন প্রতীয়ন্তে. অতঃ তে তব ধর্ম্মা ন ভবন্তি ক্ষেত্রস্যৈব।১৩৫। আত্মনি ত্বয়ি মন্যতে মূঢ়ো যথা জলস্থচন্দ্রে।১৩৬। যতঃ শাস্ত্রম্ আহ—

"ন হ বৈ সশরীরস্য স্বতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ উপহতিরস্তি অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ৌ স্পৃশতঃ" ইতি।১৩৭

ভোক্তা, ভোগায়তন, ভোগ্য এবং ভোগসাধন—এই চারিটী তুমি নহ; সেইহেতু প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ তোমার নাইই।১৩৩

আত্মার সুখদুঃখ নাই।

শিষ্য—হে ভগবন্! জাগ্রত এবং স্বপ্নে আমি ত সুখ ও দুঃখ অনুভব করি, তবে কি করিয়া আমার সুখদুঃখ নাই?১৩৪

গুরু—তাহা শুন, দেখ, চক্ষুগত যে চক্ষুশূল এবং উদরগত যে উদর-বেদনাদি, তুমি সুষুপ্ত্যবস্থায় বুদ্ধিরহিত হইলে তোমার ত অনুভব হয় না, এইহেতু তাহারা তোমার ধর্ম্ম নহে, কিন্তু দেহরূপ ক্ষেত্রেরই ধর্ম্ম হইয়া থাকে।১৩৫। মূঢ় ব্যক্তি যেমন জলস্থ চন্দ্রে জলের কম্পনাদি চন্দ্রের কম্পনাদি মনে করে, তদ্রূপ আত্মস্বরূপ তোমাতে সুখদুঃখ মনে করা হয় মাত্র।১৩৬

যেহেতু শ্রুতিতে আছে—সশরীর ব্যক্তির অর্থাৎ যাহার শরীরে

শ্রুতিশাখা—"কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিঃ অধৃতিঃ হ্রীঃ ধীঃ, ভীঃ, ইতি এতৎ সর্ব্বং মন এব" ।১৩৮

অত্র শ্রীভগবদ্‌বচনম্—

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥১৩৯

স্মৃতিরপি—

রাগেচ্ছাসুখদুঃখাদি সত্যাং বুদ্ধৌ প্রবর্ত্ততে।

সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্ বুদ্ধেস্তু নাত্মনি ॥

অন্তঃকরণধর্ম্মম্ ইত্যর্থঃ। ইতি শ্রুতিস্মৃতী ।১৪০

'আমি' বলিয়া অভিমান থাকে, তাহার স্বতঃ প্রিয় এবং অপ্রিয়ের বিনাশ নাই, অশরীরী হইলে অর্থাৎ 'আমি শরীর নহি' এইরূপ অভিমানশূন্য হইলে প্রিয় এবং অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না।১৩৭

শ্রুতির শাখাবিশেষে আছে—কাম, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, বুদ্ধি ও ভয় ঐ সকলই মনই। সুতরাং সুখদুঃখ-বোধ তোমার নহে, কিন্তু মন বুদ্ধি বা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম।১৩৮

এ বিষয় গীতায় শ্রীভগবানের বাক্য এই—

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত অর্থাৎ দেহ, চেতনা অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক চিত্তবৃত্তি ও ধৃতি—ইহাই বিকারসহিত ক্ষেত্র, সংক্ষেপে কথিত হইল।১৩৯

স্মৃতিতেও আছে—রাগ, ইচ্ছা, সুখ ও দুঃখাদি, বুদ্ধি থাকিলে প্রবর্ত্তিত হয়, সুষুপ্তিতে সেই বুদ্ধির নাশ হইলে তাহারা থাকে না, এইহেতু ইহারা বুদ্ধিরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে। অর্থাৎ ইহারা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে প্রমাণিত হইল।১৪০

গুরুণা অনুভাবাৎ শরীরম্ অহং ন ভবামি ইতি যদা জ্ঞানং জাতং তদা নানাযোনিভ্রমণভ্রংশঃ নবগুণরহিতো ভবসি।১৪১

ভো ভগবন্! তে গুণাঃ কে?

বুদ্ধিঃ রাগঃ প্রযত্নো দ্বেষঃ সংস্কারো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং চ ইতি।১৪৪

ভো ভগবন্! অন্তঃকরণবাহ্যকরণেষু অপি অহম্ অনু-সন্ধানাৎ, দেহোঽহং ন ভবামি, ইন্দ্রিয়াণি অহং ন ভবামি, প্রাণোঽপি অহং ন ভবামি, মনোবুদ্ধিরহং ন ভবামি।—এতৎ সর্ব্বস্য অনুসন্ধানাৎ 'মাম্ অহং ন জানামি' ইতি ভ্রমঃ বিচিত্রঃ, অতঃ কোঽহং দেহী ইতি নিঃসন্দেহং ভ্রান্তিনিরাসং কুরু মম।—ইতি বিজ্ঞাপিতঃ সন্ গুরুঃ উপদিশতি।১৪৩

আমি শরীর নহি—এই জ্ঞানে লাভ।

এখন গুরুর মহিমায় "আমি শরীর নহি" এইরূপ জ্ঞান তোমার যখন হইয়াছে, তখন তুমি নানা যোনিতে ভ্রমণরহিত হইলে এবং নবগুণরহিতও হইলে।১৪১

আত্মার নয়টী গুণ।

শিষ্য—হে ভগবন্! "সে গুণ নয়টী কি কি?"

গুরু—বুদ্ধি, রাগ, প্রযত্ন, দ্বেষ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ ইহারাই আত্মার—সেই নয়টী গুণ।১৪২

আমি-পদবাচ্যের নির্ণয়।

শিষ্য—হে ভগবন্! অন্তঃকরণ এবং বাহ্যকরণ যে ইন্দ্রিয়সমূহ, তাহা অনুসন্ধান করিয়া অর্থাৎ বিচার করিয়া বুঝিলাম—"আমি দেহ নহি,"

তৎ কথম্? ইত্থং—কিং ন জানাসি ইতি তব কারণশরীরম্ অব্যাকৃতম্ অজ্ঞানসংজ্ঞকম্ অস্তি?১৪৪

তৎ কথম্? ইত্থম্—ইদং সর্ব্বং দৃশ্যং পৃথক্ পৃথক্ রূপং ত্বং ন জানাসি। 'আত্মানমেব ন জানামি' ইতি বদসি। এতদেব তব আত্মাজ্ঞানম্ ইদমেব কারণশরীরম্। অস্য আশ্রয়ঃ ত্বমেব।১৪৫

"আমি ইন্দ্রিয় নহি," "আমি প্রাণ নহি," "আমি মন ও বুদ্ধিও নহি"। কিন্তু এই সকলের অনুসন্ধানেও আমি আমাকে জানিতে পারিতেছি না—ইহা ত এক বিচিত্র ভ্রম! অতএব হে দেব! এই দেহী 'আমি' কে—এই বিষয়ে আপনি নিঃসন্দিগ্ধরূপে আমার ভ্রান্তি নিরাস করুন।

এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইলে গুরু যেরূপ উপদেশ করেন, তাহা এই—।১৪৩

অজ্ঞানবশতঃ 'আমি কি' জানা যায় না।

গুরু—আমি দেহাদি নহি—ইহা জানিয়াও কেন 'আমি কে' জানিতে পারি না: তাহার কারণ এই—তুমি কি জান না যে অব্যাকৃত অজ্ঞাননামক তোমার একটী 'কারণ শরীর' আছে?১৪৪

অজ্ঞানের পরিচয়।

শিষ্য—তাহা কিরূপ?

গুরু—তাহা এইরূপ—দেখ, এই যে সমুদয় দৃশ্যপদার্থ, ইহারা যে পৃথক্ পৃথক্ রূপ, তাহা যে তুমি জান না,—এবং আত্মাকেই অর্থাৎ নিজকেই জানি না—এইরূপ যে তুমি বলিতেছ—ইহাই তোমার অজ্ঞান; ইহাই তোমার কারণশরীর। আর ইহার আশ্রয় তুমিই। এই অজ্ঞানের জন্যই "তুমি দেহ নহ" ইহা জানিয়াও তুমি আত্মাকে জানিতে পারিতেছ না।১৪৫

তৎ কথম্? ইত্থম্—ত্বদন্যঃ কোঽপি ন জানাতি ইতি, ত্বমেব বদসি—'মাম্ অহং ন জানামি' ইতি। অতঃ অস্য অজ্ঞানস্য ত্বমেব আশ্রয়ঃ। অজ্ঞানভ্রমং চ ত্বং সম্যক্ বেৎসি; অতঃ ত্বং জ্ঞানং তস্য অজ্ঞানস্য আশ্রয়ঃ।১৪৬

কিং জ্ঞানম্?

তব জ্ঞানমপি ত্বমেব। ত্বয়ি স্থিতম্ অজ্ঞানং যতঃ জানাসি। অতঃ তস্য পৃথক্ সাক্ষিস্বরূপঃ ত্বম্। তব দৃশ্যমানং ত্বং ন ভবসি স্থূলসূক্ষ্মশরীরবৎ। অতঃ কারণশরীরাদ্ ভিন্নঃ ত্বম্।১৪৭

এবম্ আশ্রয়বিলক্ষণজ্ঞানমাত্রসাক্ষিস্বরূপঃ ত্বম্ এবং মাং

আত্মা অজ্ঞানের আশ্রয়—জ্ঞানস্বরূপ।

শিষ্য—আমিই অজ্ঞানের আশ্রয়—ইহা কিরূপ?

গুরু—তাহা এইরূপ—দেখ, তুমি যে তোমার অজ্ঞানের আশ্রয় ইহা তোমা ভিন্ন কেহই জানে না; যেহেতু তুমিই বলিতেছ—"আমি আমাকে জানি না।" ইত্যাদি। অতএব এই অজ্ঞানের আশ্রয় তুমিই। অজ্ঞান এবং এই অজ্ঞানজনিত যে ভ্রম, ইহা তুমিই সম্যক্‌রূপে জান, এইহেতু তুমি জ্ঞানস্বরূপ এবং সেই অজ্ঞানের আশ্রয়।১৪৬

নিষেধমুখে জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়।

শিষ্য—জ্ঞান কি?

গুরু—তোমার জ্ঞানও তুমিই। যেহেতু তোমাতে অবস্থিত অজ্ঞানকে তুমি জান। এইহেতু সেই অজ্ঞান হইতে পৃথক্ তুমি সাক্ষি-স্বরূপ। স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর যেমন তুমি নহ, তদ্রূপ তোমার দৃশ্যমান এই যে অজ্ঞান তাহাও তুমি নহ। এইহেতু তুমি কারণশরীর হইতে ভিন্ন।১৪৭

এইরূপ আশ্রয়বিলক্ষণ যে জ্ঞান, অর্থাৎ অজ্ঞানের আশ্রয় ও নিজেই

'কোঽহম্' ইতি বদসি।১৪৮। অনবচ্ছিন্নাখণ্ডদণ্ডায়মানজ্ঞান-স্বরূপো ভবান্ 'কোঽহম্' ইতি বদসি।১৪৯

তৎ নিঃসংশয়ং শৃণু—ইন্দ্রিয়াণি স্বাত্মানং স্ববৃত্তিং চ ন জানন্তি, পরস্পরমপি ন জানাতি, অতঃ জড়ানি; ত্বং তু ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়বৃত্তিং চ সদা জানাসি।১৫০

মনঃ স্বাত্মানং ন জানাতি, পরস্পরবুদ্ধ্যাদিব্যাপারং কর্ত্তুং ন সমর্থঃ অতঃ জড়ানি।১৫১। ত্বং তু মনোবুদ্ধ্যাদীনি সদা জানাসি, অতঃ তব স্বরূপং জ্ঞানমেব; যথা রাহোঃ শিরঃ, শির এব রাহুঃ, তথা তব জ্ঞানম্, জ্ঞানমেব ত্বম্।১৫২

নিজের আশ্রয়রূপ যে জ্ঞান, তাদৃশজ্ঞান মাত্র ও সাক্ষিস্বরূপ তুমি এইরূপে আমাকে "আমি কে?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ।১৪৮। দেশ কাল ও বস্তুর দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ডরূপে দণ্ডায়মান যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানস্বরূপ তুমি "আমি কে" এইরূপ বলিতেছ।১৪৯

ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা নহে কেন?

এই বিষয় এক্ষণে নিঃসংশয়ে শ্রবণ কর—ইন্দ্রিয়গণ নিজকে এবং নিজ বৃত্তিকে জানে না, পরস্পরকেও জানে না, এইহেতু তাহারা জড়, তুমি কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সর্ব্বদা জানিতেছ।১৫০

মন ও বুদ্ধি—জ্ঞানস্বরূপ আত্মা নহে।

মন নিজকে জানে না, মন ও বুদ্ধির যে ব্যাপার অর্থাৎ মনের ব্যাপার যে সংকল্পবিকল্প এবং বুদ্ধির ব্যাপার যে নিশ্চয়, তাহা পরস্পরে সম্পাদন করিতে পারে না, অর্থাৎ মন বুদ্ধির কার্য্য করিতে পারে না; এবং বুদ্ধিও মনের কার্য্য করিতে পারে না, এজন্য মনঃ ও বুদ্ধি উভয়ই জড়।১৫১। তুমি কিন্তু মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিকে সর্ব্বদা জান, এইহেতু

তথা চ শ্রুতিঃ—"যেন বা পশ্যতি, যেন বা শৃণোতি, যেন বা গন্ধান্ জিঘ্রতি, যেন বা বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাদু বা অস্বাদু চ বিজানাতি তদ্ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম"।১৫৩

"যো বেত্তি বিশ্বং ন চ তস্য বেত্তা
তমাহুরগ্রং পুরুষং পুরাণম্।"
"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"১৫৩

স্মৃতিরপি—

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধে র্যঃ পরতস্তু সঃ॥"

জ্ঞানমাত্রঃ ত্বম্ ইতি ভাবঃ।১৫৪

তোমার জ্ঞান ও তুমি পৃথক্ নহ; তোমার যে স্বরূপ তাহা জ্ঞানই, যেমন রাহুর মস্তক বলিলে 'রাহুই মস্তক' বুঝায়, কিন্তু রাহু ও মস্তক পৃথক্ বুঝায় না, অথবা অঙ্গাঙ্গিভাবেও সম্বন্ধ—এরূপ বুঝায় না, সেইরূপ তোমার জ্ঞান বলিলেও তুমিই জ্ঞানস্বরূপ বুঝায়।১৫২

আত্মার জ্ঞানস্বরূপতায় শ্রুতিপ্রমাণ।

আর তদ্রূপ শ্রুতিও আছে, যথা—যাহার দ্বারা লোকে দেখে, বা যাহার দ্বারা শ্রবণ করে, অথবা যাহার দ্বারা গন্ধগ্রহণ করে, কিংবা যাহার দ্বারা বাক্য ব্যবহার করে, অথবা যাহার দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু জানে, তাহা বিজ্ঞান—তাহা ব্রহ্ম।

যিনি বিশ্বকে অর্থাৎ সমুদয় জানেন তাহার বেত্তা কেহ নাই, তাহাকেই অগ্র অর্থাৎ অজ বা শ্রেষ্ঠ, পুরাণ পুরুষ বলা হয়। যাঁহার প্রকাশে এই সকল প্রকাশিত হয়।১৫৩

স্মৃতিতেও আছে—দেহ হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন

অথ বিধিমুখেন প্রতিবোধয়তি—যতো জ্ঞপ্তিস্বরূপঃ ত্বম্ অতঃ তব অজ্ঞানং নাস্তি, যথা সূর্য্যে তমঃ।১৫৫। অতঃ তস্য অজ্ঞানস্য নিবর্ত্তকং জ্ঞানমপি তব নাস্তি, জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ; যথা দীপস্য অন্যদীপেচ্ছা নাস্তি এব প্রকাশস্বরূপত্বাৎ।১৫৬। তস্মাদ্ অজ্ঞানোদ্ভবৌ বন্ধমোক্ষৌ অপি তব নাস্তি; অতঃ নিত্যমুক্ত এব ত্বম্।১৫৭

যত শাস্ত্রম্ আহ—

অনাত্মন্যাত্মধীর্বন্ধ স্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে।
বন্ধমোক্ষৌ ন বিদ্যেতে নিত্যমুক্তস্য চাত্মনঃ॥ ইতি।

অতঃ ত্বং চিদ্রূপম্।১৫৮

শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা। অর্থাৎ তুমি জ্ঞানমাত্র—ইহাই ইহার ভাবার্থ।১৫৪

বিধিমুখে আত্মার চিদ্রূপত্ব বা জ্ঞানস্বরূপত্ব।

এইবার আত্মার চিদ্রূপত্ব বিধিমুখে অর্থাৎ "ইহা এই" এইরূপে শিষ্যকে গুরু উপদেশ করিতেছেন—যেহেতু তুমি জ্ঞপ্তি অর্থাৎ জ্ঞান-স্বরূপ এইহেতু তোমার অজ্ঞান নাই, যেমন সূর্য্যে অন্ধকার নাই।১৫৫। এইহেতু সেই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক জ্ঞানও তোমার নাই, যেহেতু তুমি জ্ঞানস্বরূপ।১৫৬। এই কারণে—অজ্ঞানসম্ভূত যে বন্ধ এবং মোক্ষ তাহাও তোমার নাই; আর এইহেতু তুমি নিত্যমুক্ত।১৫৭

বন্ধন ও মোক্ষের স্বরূপ।

যেহেতু শাস্ত্র বলিয়াছেন—অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করাই বন্ধন, আর তাহার যে নাশ তাহাই মোক্ষ বলিয়া কথিত হয়। নিত্য-মুক্ত যে আত্মা তাহার বন্ধ ও মোক্ষ—এই উভয়ই নাই। এইহেতু তুমি চিদ্রূপ—ইহা সিদ্ধ হইল।১৫৮

সদ্রূপত্বং দর্শয়তি—চক্ষুরাদীনি করণানি আদিত্যাদ্যনুগৃহীতানি স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে, তত্র বুদ্ধিঃ করণব্যাপারম্ অনুভবতি, ত্বং চৈতন্যোজ্জ্বলিতোভয়াত্মকদ্রষ্টৃদৃশ্যাকারং বিপরিণমতে তৎ জাগরণং ভবতি।১৫৯

তস্য সাক্ষী ত্বং চৈতন্যোজ্জ্বলিতোভয়াত্মক-দ্রষ্টৃদৃশ্যাকারং বিপরিণমতে তৎ স্বপ্নং ভবতি।১৬০। যথা পটে চিত্রপটবৎ তস্য পৃথগ্ভূতঃ সাক্ষী ত্বমেব।১৬১

জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থাসর্ব্বসংস্কারৈঃ সহ বুদ্ধিঃ স্বাজ্ঞানমূলা-

আত্মার জাগ্রদবস্থা।

এক্ষণে গুরু শিষ্যের সদ্রূপত্ব প্রদর্শিত করিতেছেন—যখন চক্ষুরাদি যে করণনিচয়, তাহারা আদিত্যাদি দেবতাবৃন্দের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া অর্থাৎ পরিচালিত হইয়া নিজ নিজ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়, তন্মধ্যে বুদ্ধি করণের ব্যাপার অনুভব করে এবং তুমি যে চৈতন্যস্বরূপ তাহা সেই চৈতন্যদ্বারা উজ্জ্বলিত দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়াকারে পরিণত হয়, তখন জাগ্রত অবস্থা বলা হয়।১৫৯

আত্মার স্বপ্নাবস্থা।

এই জাগ্রদবস্থার সাক্ষী তুমি; বুদ্ধি যখন সেই তুমিরূপ চৈতন্যদ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্য—এই উভয়াকারে পরিণত হয়, (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না), তখন স্বপ্নাবস্থা হয়।১৬০। যেমন পটে চিত্রিত পট, পট হইতে পৃথক্, তদ্রূপ সাক্ষীর স্বরূপ তুমি সেই জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থা হইতে পৃথক্ অর্থাৎ তোমাতে এই জাগ্রতস্বপ্নাবস্থা আরোপিত।১৬১

আত্মার সুষুপ্তি অবস্থা।

জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার সকল সংস্কারের সহিত বুদ্ধি, তাহার মূল

ঽবিদ্যায়াং লীনা, সাঽবিদ্যা সংস্কারমাত্রাঽবশিষ্টা ত্বয়ি বিশ্রাম্য নির্ব্বিকল্পানুভবো ভূত্বা তিষ্ঠতি। ইয়ং সুষুপ্ত্যবস্থা।১৬২

"যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্।"

যো বেত্তি তস্য ত্বং সাক্ষিস্বরূপম্।১৬৩। এবম্ অবস্থা-ত্রয়ভাবাভাবসাক্ষী অনুভূতং পৃথগ্‌ভূতং চৈতন্যং ত্বম্।১৬৪ অতঃ কালত্রয়স্থায়ী সর্ব্বদা ভাবস্বরূপম্ ইত্যর্থঃ।১৬৫

অন্যস্য সত্ত্বাম্ অসত্ত্বাং চ স্বয়ং জানাসি। স্বসত্তা স্বত এব প্রমাণম্। স্বসত্তা জ্ঞানাশ্রয়ং বিনা ন সম্ভবতি।১৬৬।

কারণ, যে আত্মবিষয়ক অজ্ঞানরূপ অবিদ্যা, সেই অবিদ্যাতে লীন হয়, এই অবিদ্যা সংস্কারমাত্রের অবশেষরূপ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মরূপ; ইহা তোমাতে থাকিয়া নির্ব্বিকল্প অনুভবরূপে অবস্থান করে। অর্থাৎ সেই অবিদ্যাবশতঃ নির্ব্বিকল্প অনুভব হয়—এইরূপ নির্ব্বিকল্পক অনুভবের নাম সুষুপ্তি অবস্থা।১৬২

শ্রুতিতে আছে—যাহাতে সুষুপ্ত জীব কোন কিছু কামনা করে না, কোন কিছু স্বপ্ন দেখে না, তাহাই সুষুপ্তি।

আত্মার সাক্ষিস্বরূপতা বা জ্ঞানস্বরূপতা।

সেই সুষুপ্তি অবস্থাকে যিনি জানেন তিনিই সাক্ষিস্বরূপ তুমি।১৬৩

এইরূপে জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের এবং তাহাদের ভাবাভাবের সাক্ষী, সুতরাং পৃথগ্‌রূপে অনুভূত যে চৈতন্য তাহাই তুমি।১৬৪। এই হেতু তুমি কালত্রয়স্থায়ী সর্ব্বদা ভাবস্বরূপ—ইহাই বুঝিতে হইবে।১৬৫

আত্মার সদ্রূপত্ব।

তাহার পর অন্যের সত্তা এবং অসত্তা তুমি স্বয়ং জান, আর নিজের

অতঃ স্বসত্তা অনুভবসিদ্ধা, অতঃ তব স্বরূপং সদ্রূপম্।১৬৭

আনন্দরূপতাং দর্শয়তি—ব্যাবৃত্তেষু ইন্দ্রিয়েষু স্ববিষয়াৎ অত্যন্তশ্রমিতঃ সন্ ত্বয়ি সুখস্বরূপে বিশ্রাম্য তেন সুখং রূপং, পুনঃ সুখস্বরূপবৎ উত্থিতানি কোঽর্থঃ। স্বব্যাপারে সমর্থানি ভবন্তি ইত্যর্থঃ। যথা পটে সুগন্ধবৎ। অতঃ তব স্বরূপম্ আনন্দরূপম্।১৬৮

অথ অদ্বিতীয়ত্বং দর্শয়তি—আব্রহ্মাদিপিপীলিকান্তম্

সত্তায় তুমি নিজেই প্রমাণ। নিজসত্তা জ্ঞাতার আশ্রয়ব্যতিরেকে সম্ভবপর হয় না। অর্থাৎ নিজসত্তাই সিদ্ধ হয় না।১৬৬। এইহেতু নিজের যে সত্তা তাহা অনুভবসিদ্ধ, আর এই কারণে তোমার যে স্বরূপ তাহা সদ্রূপ।১৬৭

আত্মার আনন্দরূপতা।

এক্ষণে গুরু শিষ্যের আনন্দরূপতা দেখাইতেছেন—জাগ্রদ্ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত থাকিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলে যখন নিজ নিজ বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত হয়, তখন সুখস্বরূপ তোমাতে বিশ্রাম করিয়া থাকে, আর তাহার ফলে তাহারা সুখরূপ হয়, এবং পুনরায় সুখস্বরূপবৎ হইয়া উত্থিত হয়। এই "উত্থিত হয়," পদের কি অর্থ জান? ইহার অর্থ—ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ ব্যাপারে সমর্থ হয়। আর যেমন, পটে সুগন্ধ এস্থলেও তদ্রূপ হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ সুখস্বরূপ না হইলেও সুখস্বরূপ আত্মাতে বিশ্রাম করে বলিয়া সুখ-স্বরূপবৎ হইয়া উত্থিত হয়—বুঝিতে হইবে। এইহেতু তোমার যে স্বরূপ তাহা আনন্দরূপ।১৬৮

আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব।

এইবার গুরু শিষ্যের অদ্বিতীয়ত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—দেখ; ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমুদায় প্রাণীতে অনুস্যূত একই অন্তর্য্যামী

অনুস্যূতম্ অন্তর্য্যামী সাক্ষী এক এব ; অতঃ তব স্বরূপম্ অদ্বিতীয়ম্ ।১৬৯। তথা চ শ্রুতিঃ—,

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুর্ণশ্চ॥"
ইতি ।১৭০

সাক্ষী প্রপঞ্চসদ্বিতীয়ঃ কিং ন ভবতি ?

শৃণু—মৃদ্বিকারেষু মৃদিব, সুবর্ণবিকারেষু সুবর্ণমিব, তন্তু-বিকারেষু তন্তুরিব, চিদ্বিবর্ত্তঃ চিদেব, রজ্জুসর্পবৎ শুক্তিকারজত-বৎ, অতঃ ত্বম্ অদ্বিতীয়ঃ ।১৭১

এবং সাক্ষী বস্তু বিদ্যমান। এইহেতু তোমার যাহা স্বরূপ তাহা অদ্বিতীয় স্বরূপ।১৬৯। আর এ বিষয়ে শ্রুতি যথা—সর্ব্বভূতমধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত একই দেব সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনিই কর্ম্মের অধ্যক্ষ সর্ব্বভূতের নিবাসস্থান; তিনিই সাক্ষী, চৈতন্য-স্বরূপ, কেবল ও নিগুর্ণ।১৭০

সাক্ষীস্বীকারে সদ্বিতীয়ত্বের আপত্তি ও খণ্ডন।

যদি বল—এই প্রপঞ্চ সদ্বিতীয় নহে কেন? অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী আত্মাও আছে এবং এই প্রপঞ্চও আছে—এইরূপই নহে কেন? সাক্ষী থাকিলে যাহার সাক্ষী এবং সাক্ষী—এই উভয়ই ত থাকে?

তবে শুন—ঘটশরাবাদি মৃত্তিকানির্ম্মিত বস্তুতে মৃত্তিকার ন্যায়, সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত বস্তুতে সুবর্ণের ন্যায়, তন্তুর বিকাররূপ পটাদিতে তন্তুর ন্যায়, রজ্জুতে যে সর্প দৃষ্ট হয় তাহা যেমন রজ্জুই হয়, শুক্তিতে যে রজত দৃষ্ট হয়, তাহা যেমন শুক্তিই হয়, তদ্রূপ চিদ্‌বস্তুর যাহা বিবর্ত্ত অর্থাৎ চিদ্বস্তুতে আরোপিত হইয়া যাহা প্রতিভাত হয়, তাহা বস্তুতঃ চিৎই হয়। এইহেতু তুমি অদ্বিতীয়।১৭১

অখণ্ডত্বং দর্শয়তি—বিজাতীয়-স্বজাতীয়-স্বগতভেদরহিতত্বাৎ একরসম্ অখণ্ডঃ ত্বং, সৈন্ধবঘনবৎ।১৭২

অচলত্বং দর্শয়তি—জন্মমৃত্যুরহিতত্বাৎ ত্বম্ অচলঃ।১৭৩

অজত্বং দর্শয়তি—অনাদিত্বাৎ কারণরহিতত্বাৎ ত্বম্ অজঃ।১৭৪

অক্রিয়ত্বং দর্শয়তি—যথা ভ্রামকসন্নিধিসত্তামাত্রেণ জড়ময়ং

আত্মার অখণ্ডত্ব।

এক্ষণে গুরু শিষ্যের নিকট আত্মার অখণ্ডত্ব প্রদর্শন করিতেছেন,—বিজাতীয় স্বজাতীয় এবং স্বগত ভেদ রহিত বলিয়া তুমি ঘন সৈন্ধববৎ একরস, এইহেতু তুমি অখণ্ড। অর্থাৎ সৈন্ধবপিণ্ডের মধ্যে যদি অন্য কোন দ্রব্য মিশ্রিত না থাকে অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদশূন্য হয়, এবং সেই পিণ্ডটী যদি একমাত্র পিণ্ডই হয়,—তজ্জাতীয় পিণ্ড আর না থাকে, অর্থাৎ সজাতীয় ভেদরহিত হয়, এবং সেই পিণ্ডের মধ্যে একস্থানে একরূপ, অন্য স্থান অন্যরূপ না হয়, অর্থাৎ যদি তাহাতে স্বগত ভেদ না থাকে, তাহা হইলে তাহা যেমন একরস হয়, অর্থাৎ কেবল লবণরসাত্মকই হয়, সুতরাং সম্পূর্ণরূপ নির্ব্বিশেষ হয়, তদ্রূপই তুমি, অর্থাৎ তুমি তদ্রূপ অখণ্ড।১৭২

আত্মার অচলত্ব।

এইবার গুরু শিষ্যের নিকট আত্মার অচলত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—তোমার জন্মমৃত্যু নাই বলিয়া তুমি অচল। কারণ, যাহার জন্মমৃত্যু আছে, তাঁহাই সচল।১৭৩

আত্মার অজত্ব।

এইবার গুরু শিষ্যের নিকট আত্মার অজত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—অনাদি এবং কারণরহিত বলিয়া তুমি অজ; যেহেতু যাহার আদি আছে এবং কারণ থাকে তাহারই জন্ম থাকে।১৭৪

আত্মার অক্রিয়ত্ব।

যেমন ভ্রামকরূপ চুম্বকের সন্নিধিরূপ সত্তামাত্রেই জড়স্বরূপ বস্তু

লোহং চেষ্টতে, তথা অহঙ্কার-মমকারেচ্ছাপ্রযত্নরহিতস্ত সচ্চিদানন্দরূপস্থ তব সত্তাসন্নিধিমাত্রেণ• দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধিসকাশাৎ সদসৎক্রিয়া উৎপদ্যন্তে। অতঃ তব স্বরূপম্ অক্রিয়ম্ ।১৭৫। তথা চ

"আত্মচৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
স্বকীয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকে জনাইব॥"১৭৬

অত্র শ্রীভগবান্ আহ্

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্মপ্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥
(গীতা ১৮।১৫) ১৭৭

চেষ্টাযুক্ত হয়, অর্থাৎ চলে, তদ্রূপ "আমি আমি ভাব" "আমার আমার ভাব", ইচ্ছা ও প্রযত্নরহিত যে সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ তুমি, তোমার সত্তারূপ সন্নিধিমাত্র দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি হইতে সৎ এবং অসৎ ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই হেতু তোমার যাহা স্বরূপ তাহা অক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়ারহিত।১৭৫

আত্মার অক্রিয়ত্বে প্রমাণ।

যেহেতু বলা হয়—দেহ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মচৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হয়, যেমন সূর্য্যালোকে জনসমূহ নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।১৭৬

এ বিষয়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—শরীর বাক্ ও মনঃপ্রভৃতিদ্বারা মানব যে কর্ম্ম করে, তাহা ন্যায্যই হউক বা বিপরীতই হউক—তাহার কারণ শরীর, অহংকার, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, চেষ্টা ও দৈব প্রভৃতি পাঁচটীই।১৭৭

সচ্চিদানন্দম্ অক্রিয়ং স্বরূপং তব সত্যস্বভাবঃ, যথা—অগ্নেঃ উষ্ণত্ববৎ, সবিতুঃ প্রকাশবৎ।১৭৮

অথ কূটস্থস্বরূপত্বং দর্শয়তি—কূটস্থম্ অবিকারি, কূটবৎ তিষ্ঠতি কূটস্থঃ, অতঃ ত্বং কূটস্থঃ।১৭৯

অনন্ততাং দর্শয়তি—অব্যক্তাদীনি পৃথিবীপর্য্যন্তং সর্ব্বতত্ত্বেষু পূর্ব্বং ব্যাপকং চৈতন্যম্। যথা—ঘটোৎপত্তেঃ পূর্ব্বং ব্যাপকং নভঃ ; অতঃ ত্বম্ অনন্তস্বরূপঃ।১৮০

স্বপ্রকাশত্বং দর্শয়তি—তব দৃশ্যমানম্ ইদং সর্ব্বং ত্বং ন

অর্থাৎ অগ্নির যেমন উষ্ণতা, সূর্য্যের যেমন প্রকাশ, তদ্রূপ তোমার যাহা সত্যস্বরূপ অর্থাৎ যথার্থস্বভাব, তাহা সৎ চিৎ ও আনন্দ এবং অক্রিয়স্বরূপ।১৭৮

আত্মার কূটস্থত্ব।

এইবার গুরু শিষ্যের নিকট আত্মার কূটস্থস্বরূপত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—আত্মা কূটস্থস্বরূপ, অর্থাৎ অবিকারী যে কূট সেই কূটের ন্যায় থাকে, অর্থাৎ কর্ম্মকারের "নাই" এর মত অবিকৃত থাকে। তুমি সেই আত্মা, অতএব তুমি কূটস্থস্বরূপ।১৭৯

আত্মার অনন্তত্ব।

এক্ষণে গুরু শিষ্যের নিকট আত্মার অনন্তত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—অব্যক্ত হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সর্ব্বতত্ত্বমধ্যে চৈতন্য পূর্ব্ব হইতেই ব্যাপকভাবে বিদ্যমান, যেমন ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে আকাশ ব্যাপকরূপে বর্ত্তমান। তুমি সেই চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া তুমি অনন্তস্বরূপ।১৮০

আত্মার স্বপ্রকাশত্ব।

এক্ষণে গুরু শিষ্যের নিকট আত্মার স্বপ্রকাশত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—তোমার দৃশ্যমান এই সমুদয় তুমি নহ,—ইহা তোমারই অনুভব

ভবসি—ইতি তবৈব অনুভবঃ। সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ ত্বং ভবসি, তবৈব স্বসংবেদ্যম্, অতঃ ত্বং স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপঃ।১৮১

ব্রহ্মত্বং দর্শয়তি—

বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাদ্ বা প্রত্যগাত্মেহ চোচ্যতে।
তত্ত্বং ব্রহ্মপরং রূপং গীয়তে বহুধা শ্রুতিঃ॥১৮২

অতঃ ত্বং ব্রহ্ম। অতঃ (ত্বং) চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ম্ অখণ্ডম্ অচলম্ অজম্ অক্রিয়ং কূটস্থানন্তস্বরূপং স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম।১৮৩

এবং দ্বাদশভিঃ বিশেষণৈঃ বিশেষিতং পরং ব্রহ্ম, তদেব অহম্ ইতি প্রতিপদ্যতে, যথা নীলমহাসুগন্ধ্যুৎপলবৎ।১৮৪

হয়। তুমি কিন্তু সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। তুমি যে এই দৃশ্য নহ—ইহা তোমারই অনুভবগম্য বিষয়। এইহেতু তুমি স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ।১৮১

আত্মার ব্রহ্মত্ব।

এইবার গুরু শিষ্যের নিকট আত্মার ব্রহ্মত্ব সবিশেষে প্রদর্শন করিতেছেন—বৃহত্ত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া এবং বৃংহণত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ আত্মা সকলের বৃদ্ধির হেতু বলিয়া এ শাস্ত্রে আত্মাকে প্রত্যগাত্মা বলা হয়। শ্রুতি ইহাকেই তত্ত্ব, ইহাকেই ব্রহ্ম এবং ইহাকেই পররূপ বলিয়া গান করিয়াছেন।১৮২

আত্মার দ্বাদশটী গুণ।

এইহেতু তুমি ব্রহ্ম; এইহেতু 'তুমি' পদবাচ্য আত্মা—সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়, কূটস্থ, অনন্তস্বরূপ, এবং স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ।১৮৩

এইরূপে দ্বাদশটী বিশেষণদ্বারা বিশেষিত যে পরব্রহ্ম, তাহাই আমি—ইহাই প্রতিপন্ন হইল; যেমন 'নীল মহাসুগন্ধযুক্ত পদ্ম' বলিলে

আত্মা এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তম্ অনুপ্লবং ত্বম্ ইতি তবৈব অনুভবঃ জাতঃ।১৮৫

তত্র শ্রুতিপ্রমাণম্—"প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ইতি," "আত্মা বা ইদম্ একমেব অগ্র আসীৎ" "তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ" "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্ অন্তরম্ অবাহ্যম্" "স বাহ্যাভ্যন্তরঃ হি অজঃ" "অশরীরেষু" "জ্ঞানাদেব সর্ব্বপাপহানিঃ" "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি" "যোঽয়ং প্রজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ" "যোঽয়ম্ অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" "যোঽয়ম্ অবিনাশী পুরুষঃ" "প্রত্যগানন্দময়ঃ পুরুষঃ" "সহস্রশীর্ষ অয়ং পুরুষঃ" "যোঽয়ম্ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ" "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম" "প্রজ্ঞাং প্রতিষ্ঠিতা ব্রহ্ম" "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" "একমেব অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম"।১৮৬

পদ্মটী অভিন্নভাবে নীলত্ব মহত্ত্ব ও সুগন্ধবিশিষ্ট বুঝায় এস্থলেও উক্ত বিশেষণ গুলির সহিত আত্মা অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে।১৮৪। এইরূপে তুমি আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত এবং অনুপ্লবং ইহা তোমারই অনুভব হইল।১৮৫

আত্মার দ্বাদশটী গুণের প্রতি শ্রুতি প্রমাণ।

এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ, যথা—"সমুদায়ই প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের নাম," "ইহা অগ্রে এক আত্মাই ছিল," "তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন," "তিনি জনসমূহের অন্তরে প্রবিষ্ট এবং শাসনকর্ত্তা, অর্থাৎ অন্তর্য্যামী," "তিনি সকলের অন্তর অর্থাৎ মধ্যে বিদ্যমান, তাঁহার বাহ্য অর্থাৎ বহির্দ্দেশ নাই" "তিনি বাহ্য এবং অভ্যন্তর এবং জন্মরহিত," "তিনি অশরীর অর্থাৎ শরীরবিহীন" "জ্ঞান হইতেই সকল পাপ বিনষ্ট

স্মৃতিভ্যশ্চ—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" "নবদ্বারে পুরে দেহী" "অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ" "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু" "উত্তমঃ পুরুষস্ত্ব অন্যঃ" "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" "নাদত্তে কস্যচিৎ পাপম্" "অবিভক্তং বিভক্তেষু" "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে" "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" "উপদেষ্টানুমন্তা চ" "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্" "আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ" ।১৮৭

এতৈঃ অন্যৈশ্চ বিশেষণৈঃ বিশেষিতং পরং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি,

হয়," "এই সময় এই পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশস্বরূপ হয়" "এই যে প্রজ্ঞানময় পুরুষ," "যে এই অসঙ্গ ইনিই পুরুষ," এই যে অবিনাশী পুরুষ," "প্রত্যগ্ আনন্দময় পুরুষ," "এই পুরুষ সহস্রশীর্ষ" "যে এই অমৃতময় পুরুষ," "বিজ্ঞান এবং আনন্দই ব্রহ্ম," "সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত ব্রহ্ম," "একই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" "এই আত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি ।১৮৬

আত্মার দ্বাদশটীগুণের প্রতি স্মৃতি প্রমাণ।

স্মৃতিসমূহ হইতেও ইহার প্রমাণ—"আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞও বলিয়া জানিও" "নয়টী দ্বারবিশিষ্ট পুরে দেহী," "অনাদি এবং নির্গুণ বলিয়া," "সর্ব্বভূতে সম," "উত্তমপুরুষ ক্ষরাক্ষররূপ পুরুষদ্বয় হইতে অন্য," "জন্মে না ও মরে না," "কাহারও পাপভাগী হয় না," "বিভক্ত-সমূহমধ্যে অবিভক্ত," "বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে যিনি সমদর্শী," "বাসুদেবই সব," "উপদেষ্টা ও অনুমন্তা," "সমুদায় ইন্দ্রিয় ও গুণের অর্থাৎ বিষয়ের আভাসযুক্ত," "আত্মাই সমুদায় দেবতা" ইত্যাদি ।১৮৭

জ্ঞানই মুক্তির সাধন।

এই সকল বিশেষণ এবং অন্য বিশেষণদ্বারা পরব্রহ্ম বিশেষিত অর্থাৎ অন্য হইতে পৃথক্কৃত। তত্ত্বমসি অর্থাৎ 'তাহাই তুমি' ইহা নিজের

তৎ ত্বম্ অসি ইতি স্বানুভবঃ ; "ব্রহ্মাহম্ অস্মি" ইতি শ্রুতিং গৃহীত্বা শ্রীগুরোঃ আজ্ঞয়া এবং বেদবাক্যতঃ শ্রীগুরুতঃ স্বতঃ —ত্রিপ্রকারেণ "ব্রহ্ম অহম্ অস্মি," "অহং ব্রহ্ম অস্মি"—ইতি জ্ঞাত্বা স মুক্তঃ ইতি ।১৮৮

তথা চ শ্রুতিঃ—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"

অহম্ এতং পুরুষং—পুরুষোত্তমং বেদ—জানামি। মহান্তং—ব্যাপকম্। আদিত্যবর্ণং—জ্যোতির্ম্ময়ম্। তমসঃ—প্রকৃতেঃ। পরস্তাৎ—পরায়ণম্। উক্তরূপং পুরুষম্ এব বিদিত্বা—জ্ঞাত্বা মৃত্যুম্ অতিক্রম্য প্রতিগচ্ছতি। অয়নায়—অগমনায়, অপুনরাবৃত্তয়ে অন্যঃ পন্থা ন বিদ্যতে ।১৮৯

অনুভবের বিষয়। ব্রহ্মাঽহমস্মি অর্থাৎ 'ব্রহ্ম আমি' এই শ্রুতিকে গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় অর্থাৎ বেদবাক্য হইতে, এবং শ্রীগুরুর বাক্য হইতে অর্থাৎ শ্রীগুরুকৃপায় এবং নিজ হইতে অর্থাৎ নিজ বুদ্ধিবলে—হই তিন প্রকারে ব্রহ্মাঽহমস্মি অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" জানিলে সে মুক্ত হয় ।১৮৮

জ্ঞানে মুক্তি—এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ।

এ বিষয়ে শ্রুতি যথা—"আদিত্যবর্ণ তমঃ এর পরস্তাৎ এই মহান্ পুরুষকে আমি জানিয়াছি। তাঁহাকেই জানিয়া অতিমৃত্যু অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়, মুক্তির অন্য পথ নাই"; ইহার অর্থ—আমি এই পুরুষকে অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে "বেদ" অর্থাৎ জানিয়াছি। "মহান্ত" শব্দের অর্থ—ব্যাপক। "আদিত্যবর্ণ" শব্দের অর্থ—জ্যোতির্ম্ময়। "তমসঃ পদের অর্থ—প্রকৃতির। "পরস্তাৎ" শব্দের অর্থ—পরায়ণ। সুতরাং বাক্যার্থ হইল—

তত্রাহ—

অন্যথা শাস্ত্রগর্ত্তেষু লঠতাং ভবতামিহ।
ভবত্যকৃতপ্রজ্ঞানাং কল্পৈরপি ন নির্বৃতিঃ ॥১৯০
যাবদজ্ঞানভাবঃ স্যাৎ তাবদ্ দ্বৈতাস্তি ভাবনা।
ভেদভাবাদ্ ভয়ো ভাতি সর্ব্বস্মিন্নেকতানয়ঃ ॥১৯১
জ্ঞানং ভক্তিঃ চ বৈরাগ্যমেতদেব ন সংশয়ঃ।
জ্ঞাত্বৈবং সহজং প্রেম বিবেকেনৈব নান্যতঃ ॥
তস্মাৎ সাধনান্তরং নাস্তি।১৯২

উক্তরূপ পুরুষকে উক্তরূপে "বিদিত্বা" অর্থাৎ জানিয়া মৃত্যুকে "অতি এতি" অর্থাৎ অতিক্রম করিয়া প্রতিগমন করে। "অয়নায়" অর্থাৎ অগমনের জন্য অর্থাৎ অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষের জন্য অন্য পথ নাই। মোক্ষ—উৎপাদ্য প্রাপ্য সংস্কার্য্য বা বিকার্য্য নহে বলিয়া অগমনস্বরূপ সুতরাং অপুনরাবৃত্তিস্বরূপ বলা হয়।১৮৯

জ্ঞান ভিন্ন পথ নাই—এ বিষয়ে অন্য প্রমাণ।

এ বিষয়ে এইরূপ বলা হয়—এইরূপ জ্ঞানপথ অবলম্বন না করিলে এ সংসারে অকৃতপ্রজ্ঞব্যক্তিগণ শাস্ত্রগর্ত্তে বিলুণ্ঠিত হইয়া বহুকল্পেও নির্বৃতি লাভ করে না।১৯০

দ্বৈতভাব—ভয়ের হেতু।

যতদিন অজ্ঞানভাব থাকে, ততদিন দ্বৈতভাবনা থাকে, ভেদভাব হইতে ভয় হয়; সমুদায় জীবে এই নীতির একতা দৃষ্ট হয়।১৯১

জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের স্বরূপ।

এইরূপ ধারণাই জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্য; ইহাতে সংশয় নাই। বিবেকসহকারে এইরূপ জানিলে সহজ প্রেমের উদয় হয়, অন্য উপায়ে হয় না। এই কারণে জ্ঞান ভিন্ন আর অন্য সাধন নাই।১৯২

অত্র শ্রীভগবদ্‌বচনম্—

"য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে" ॥১৯৩
"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ" ॥১৯৪

তস্মাৎ সর্ব্বম্ অহং বাসুদেবাখ্যম্ অব্যয়ং জ্ঞাতব্যম্ "এতজ জ্ঞেয়ং নিত্যমেব আত্মসংস্থং ন অতঃপরঃ বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ" এক এব আত্মা পরং ব্রহ্ম সংসারধর্ম্মবিমুক্তঃ ত্বম্ ইতি সিদ্ধম্।১৯৫

এবং ত্বম্ অভয়ং প্রাপ্নোসি সংসারদুঃখাৎ মুক্তোঽসি ইতি। এতৎ সর্ব্বং বিমৃশ্য যথেচ্ছসি তথা কুরু।১৯৬

এ বিষয়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যথা—

যিনি এইরূপে গুণের সহিত প্রকৃতি এবং পুরুষকে জানেন তিনি সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় থাকিয়াও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না।১৯৩। বহু জন্মের শেষে জ্ঞানবান্ আমাকে 'বাসুদেবই সব' এইরূপে জানিতে পারে। এতাদৃশ মহাত্মা দুর্ল্লভ হইতেও দুর্ল্লভ।১৯৪

আত্মস্বরূপ কথনের উপসংহার।

সেইহেতু সমুদায় বাসুদেবাখ্য অব্যয়স্বরূপ যে আমি তাহাই জ্ঞাতব্য, যথা—"ইহাই জ্ঞেয়; এবং নিত্যই আত্মসংস্থ অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবস্থান। ইহার পর জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই।" অতএব তুমি একমাত্র আত্ম-স্বরূপ পরব্রহ্ম এবং সংসারধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত—ইহা সিদ্ধ হইল।১৯৫

এইরূপে তুমি অভয়স্বরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে এবং সংসার-দুঃখ হইতে মুক্ত হইলে। এক্ষণে এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া তুমি যাহা ইচ্ছা হয় কর।১৯৬

অতঃ ত্বং বেদকিঙ্করো ন ভবসি। যতঃ শাস্ত্রম্ আহ—
"আত্মানমব্যয়ং কশ্চিজ্জানাতি জগদীশ্বরম্।
যো বেত্তি তৎ ন কুরুতে ন ভয়ং তস্য কুত্রচিৎ" ॥১৯৭
"আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা।
যদিচ্ছয়া বর্ত্তমানং তং নিষেদ্ধুং ক্ষমতে কঃ" ॥১৯৮

ভো ভগবন্! যদ্যপি জ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরং পুনর্জন্মাভাবঃ উক্তঃ তথাপি প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ অত্র জন্মনি কৃতানাং কর্ম্মণাম্ উত্তরকালভাবিনাং চ যানি চ অতিক্রান্তানি অনেকজন্মকৃতানি তেষাং চ ফলম্ অদত্ত্বা নাশো ন যুক্ত ইতি।১৯৯। তস্মাৎ ত্রিপ্রকারাণি অপি ত্রীণি জন্মানি প্রারভেৎ, সংহতানি বা

বেদের দাসত্ব—অজ্ঞানীর পক্ষে।

আর এই হেতু তুমি আর বেদের দাসও নহ। যেহেতু শাস্ত্র বলিয়াছেন—যিনি আত্মাকে অব্যয় জগদীশ্বর বলিয়া জানেন, এবং যিনি জানেন যে সেই তৎপদবাচ্য আত্মা কিছুই করেন না, তাঁহার কোথাও ভয় হয় না।১৯৭

যে মহাত্মা জানিয়াছেন—আত্মাই এই সব, তিনি যে ভাবেই বর্ত্তমান থাকুন না, তাঁহাকে নিষেধ করিতে কে সমর্থ হয়?১৯৮

জ্ঞান হইলে জন্ম হয় না—শঙ্কা ও সমাধান।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! যদিও জ্ঞানোৎপত্তির পর পুনর্জন্ম হয় না—বলা হইল, তাহা হইলেও জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে, এই জন্মে কৃত কর্ম্মসমূহের এবং জ্ঞানোৎপত্তির পর যে সব কর্ম্ম করা হইবে সেই সকল কর্ম্মের, এবং যে সকল অতীত অনেক জন্মে কৃত কর্ম্ম তাহাদের ফল না দিয়া তাহারা নষ্ট হয়—এরূপ বলা ত যুক্তিযুক্ত হয় না।১৯৯। সেই হেতু উক্ত তিন প্রকার কর্ম্ম—তিন জন্মের আরম্ভ করিয়া দিবে,

সর্ব্বাণ্যেব জন্ম আরভেৎ।২০০। অন্যথা কৃতবিনাশে সর্ব্বত্র অনাশ্বাসপ্রসঙ্গঃ, শাস্ত্রানর্থক্যং স্যাৎ ইতি। "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্" ইতি।২০১

ন, জন্ম জায়তে—ইতি অযুক্তম্। তত্ত্বজ্ঞানাগ্ন্যুপস্পৃষ্টানি সর্ব্বকর্ম্মবীজানি দহ্যন্তে ন অঙ্কুরয়ন্তি।২০২

তথা চ শ্রুতিঃ—

"বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি নারোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈ র্নাত্মা সংপদ্যতে পুনঃ॥" ইতি।২০৩

অস্তু তাবৎ জ্ঞানোৎপত্ত্যুত্তরকালকৃতানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানেন

অথবা সবগুলি সংহত অর্থাৎ মিলিত হইয়াই একটী জন্ম আরম্ভ করিয়া দিবে।২০০। ইহা যদি স্বীকার না করা যায়, তবে কৃত কর্ম্মের বিনাশে সর্ব্বকর্ম্মফলে অবিশ্বসপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং 'শুভাশুভ কৃতকর্ম্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে'—এইরূপ শাস্ত্রও অর্থশূন্য হইয়া যায়?।২০১

গুরু বলিলেন—না, একথা ঠিক্ নহে। 'জন্ম হয়' একথা অযুক্ত। তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা সংস্পৃষ্ট হওয়ায় সকল কর্ম্মের বীজ দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা আর অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তির পর যে উত্তরকালভাবি কর্ম্ম তাহার আব বীজ থাকে না।২০২

জ্ঞানাগ্নিরদ্বারা দগ্ধ কর্ম্ম জন্মের কারণ হয় না।

এ বিষয়ে শ্রুতি যথা—বীজসকল অগ্নির দ্বারা উপদগ্ধ হইলে অর্থাৎ ভাজা হইলে পুনরায় অঙ্কুর উৎপাদন করে না। তদ্রূপ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ ক্লেশসমূহ জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে আত্মা পুনরায় জন্মপ্রাপ্ত হয় না।২০৩

জ্ঞানদ্বারা কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মেরই নাশ হয় না।

যদি বল—জ্ঞানোৎপত্তির পরে কৃতকর্ম্মসমূহের দাহ জ্ঞানের দ্বারা

দাহো জ্ঞানসহভাবিত্বাৎ, ন তু ইহ জন্মনি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানাম্ অতীতানেকজন্মান্তরকৃতানাং কর্ম্মণাং দাহো ন যুক্তঃ ? ২০৪

তৎ ন, "তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষে" "ইষীকা-তূলবৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি প্রদহ্যন্তে" ।২০৫ স্মৃতিরপি—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" ॥২০৬

ভগবন্ ! সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ইতি বিশেষণাৎ যথা বর্ত্তমান-জন্মান্তরারম্ভককর্ম্মাণি ন ক্ষীয়ন্তে ফলদানায় প্রবৃত্তান্যেব ; সত্যপি জ্ঞানে তথা অনারব্ধফলানামপি কর্ম্মণাং ক্ষয়ো ন যুক্তঃ ইতি ।২০৭

হউক, যেহেতু তাহারা জ্ঞানসমকালে অনুষ্ঠিত, কিন্তু ইহজন্মে জ্ঞানোৎ-পত্তির পূর্ব্বে কৃত যে সব কর্ম্ম, এবং অতীত অনেক জন্মে কৃত যে সব কর্ম্ম, তাহাদের দাহ হওয়া ত যুক্তিযুক্ত হয় না। ?২০৪

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—তাঁহার তত দিনই বিলম্ব যতদিন না তাঁহার এই দেহপাত হয়," অর্থাৎ ইষীকা তৃণ বা তুলার ন্যায় সমুদায় কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায় ।২০৫

স্মৃতিও বলিয়াছেন—"তদ্রূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি তাহার সমুদায় কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে" ইত্যাদি ।২০৬

জ্ঞানীর সমুদায় কর্ম্মক্ষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

শিষ্য বলিলেন—ভগবন্! উক্তবাক্যে "সমুদায় কর্ম্ম" বলিয়া "সমুদায়কে" কর্ম্মের বিশেষণ বলায়, যেমন বর্ত্তমান জন্মের আরম্ভক কর্ম্মসকল ক্ষয় হয় না, যেহেতু তাহারা ফলদানে প্রবৃত্তই হইয়াছে, তদ্রূপ জ্ঞান হইলেও অনারব্ধফলক কর্ম্মসমূহের অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম্মসমূহের ক্ষয় হয়—এরূপ বলা ত যুক্তিসঙ্গত হয় না ।২০৭

তৎ অসৎ। (যথা) তেষাং মুক্তেষুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাৎ ; যথা পূর্ব্বং লক্ষ্যবেধায় মুক্ত ইষুঃ ধনুষঃ লক্ষ্যবেধোত্তরকালমপি আরব্ধবেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবর্ত্ততে, এবং শরীরারম্ভককর্ম্ম শরীরস্থিতিপ্রয়োজনে নিবৃত্তেঽপি আসংস্কারবেগক্ষয়াৎ পূর্ব্ববদ্ বর্ত্ততে এব ।২০৮। কিং বহুনা ? অয়ং দেহযাত্রামাত্রার্থম্ ইচ্ছানিচ্ছাপরেচ্ছাপ্রাপ্তানি আরোপিতসুখদুঃখলক্ষণানি আরব্ধফলানি অনুভবন্ অন্তঃকরণাভাসাদীনাম্ অবভাসকঃ সন্ তিষ্ঠত্যেব। প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়াৎ জীবন্মুক্তানাং পুনর্জ্জন্মাভাবঃ ।২০৯

প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়ে জীবন্মুক্তের পুনর্জ্জন্ম হয় না।

গুরু বলিলেন—না, এ কথা ভাল নহে। কারণ, ধনু হইতে মুক্ত বাণ যেমন ফলদানে প্রবৃত্ত, প্রারব্ধ কর্ম্মও তদ্রূপ ফলদানে প্রবৃত্ত। অর্থাৎ যেমন লক্ষ্যবেধের জন্য যে বাণ পূর্ব্ব হইতেই ধনু হইতে মুক্ত, অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, তাহা লক্ষ্যবেধ করিবার পরও সেই আরব্ধ বেগের ক্ষয় হইলে পতনদ্বারাই নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ শরীরের আরম্ভক যে কর্ম্ম, তাহা শরীরস্থিতির প্রয়োজন নিবৃত্ত হইলেও সংস্কাররূপ বেগের ক্ষয় যতদিন না হয় ততদিন পূর্ব্ববৎই থাকে ।২০৮

অধিক কি ? এইরূপ জ্ঞানী বা জীবন্মুক্তপুরুষ কেবল মাত্র দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য, কি ইচ্ছাপ্রাপ্ত, কি অনিচ্ছাপ্রাপ্ত, অথবা কি পরেচ্ছাপ্রাপ্ত আত্মাতে আরোপিত সুখদুঃখস্বরূপ যে প্রারব্ধকর্ম্মের ফলসমূহ, তাহা অনুভব করিতে করিতে অন্তঃকরণের আভাসসমূহের অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের অবভাসক হইয়া অবস্থান মাত্র করেন ; এই প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইলে জীবন্মুক্তপুরুষের পুনর্জ্জন্ম আর হয় না, (অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম্মবশতঃ আর অন্য জন্ম হয় না, সঞ্চিত কর্ম্ম জ্ঞানেই নষ্ট হয়। প্রারব্ধশেষ থাকিলে জন্মান্তর জ্ঞানীর ও হয়) ।২০৯

তথাচ—

"শাস্ত্রেণ নশ্যেৎ পরমার্থবুদ্ধিঃ,
কার্য্যক্ষমং নশ্যতি চাপরোক্ষাৎ।
প্রারব্ধনাশাৎ প্রতিভাসনাশঃ
এবং ক্রমান্নশ্যতি চাত্মমায়া।২১০

কর্ম্মণঃ মায়ামূলত্বাৎ মায়ানাশে সর্ব্বং কর্ম্ম ভস্মসাদ্ ভবেৎ।২১১

ননু স্বেচ্ছয়া কৃতানাং কর্ম্মণাং শরীরান্তরেণাপি ভোগো ভবতু ইতি চেৎ ? তৎ ন। তস্য কর্ম্মফলোপচয়কর্তৃত্বাভিমানো নাস্তি এব।২১২

জ্ঞানের ক্রমিক ফল।

যথা—আত্মাবিষয়ক শাস্ত্রজ্ঞানরূপ পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অনাত্মা দেহাদি জগৎপ্রপঞ্চে সত্যতাবুদ্ধি নষ্ট হয়, এবং অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা কার্য্যক্ষমতা নষ্ট হয়, অর্থাৎ 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ জ্ঞান নষ্ট হয়; অতঃপর প্রারব্ধের-নাশ হইলে প্রতিভাস নষ্ট হয়, অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্মদেহাদিরূপ যাবৎ দৃশ্যবস্তু নষ্ট হয় অতঃপর ক্রমে আত্মমায়া অর্থাৎ আত্মাতে আশ্রিত আত্ম-বিষয়ক মূল অজ্ঞান নষ্ট হয়।২১০। কর্ম্মসমূহের মূলকারণ মায়া, সেই মায়ার বিনাশ হইলে সমুদায় কর্ম্ম ভস্মসাৎ হইয়া যায়।২১১

স্বেচ্ছাকৃত প্রারব্ধের নাশ।

যদি বল—স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মসমূহের অপর শরীরেও ভোগ হউক ? তাদৃশ কর্ম্মবশতঃ শরীরান্তর পরিগ্রহ কেন হইবে না। এবং ভোগই বা কেন হইবে না ? তাহা হইলে বলিতে হইবে—না, তাহা হয় না। কারণ, সেই স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মে কর্ম্মফলোপচায়ক যে কর্তৃত্বাভিমান তাহা থাকেই না। অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা" জ্ঞান না থাকায় সেচ্ছাজনিত প্রারব্ধকর্ম্মের ফল সঞ্চিত হইয়া আর জন্মান্তর হয় না।২১২

"অসঙ্গো ন হি সজ্জতে," "এতে ইচ্ছাদয়ঃ আত্মনি আরোপ্যন্তে ক্ষেত্রধর্ম্মাঃ।" "সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি"; "ধ্যায়বতীব" ইতি শ্রুতেঃ। "গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে" ইতি অনুসন্ধানেন শরীরযাত্রাস্থিতিঃ ন প্রসিদ্ধ্যেৎ।২১৩

তথাচ—

"গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥২১৪

জীবন্মুক্তস্য প্রারব্ধক্ষয়ে শরীরপাতাৎ পূর্ব্বং লিঙ্গং ভগ্নম্। "তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ" "তস্য পুত্রা

জ্ঞানীর প্রারব্ধভোগের প্রকার।

যেহেতু "অসঙ্গ আত্মা কোন কিছুতেই লিপ্ত হয় না," "এই সকল ইচ্ছাদি, ক্ষেত্রধর্ম্ম অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ধর্ম্ম, ইহারা আত্মাতে আরোপিত হয়;" "জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন," যেহেতু "যেন তিনি ধ্যান করেন," এইরূপ শ্রুতিই আছে, "গুণসকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল গুণে অর্থাৎ বিষয়সমূহে প্রবর্ত্তিত হয়"— এইরূপ অনুসন্ধানসহকারে জ্ঞানী ব্যক্তি স্বেচ্ছাজনিত প্রারব্ধ ভোগ করেন, আর তাহাতেই তাঁহার শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, নচেৎ তাঁহার শরীরযাত্রা বা দেহের স্থিতিই সম্ভবপর হয় না।২১৩।

বস্তুতঃ এই কথাই গীতামধ্যেও কথিত হইয়াছে—জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত গতসঙ্গ ও যুক্ত ব্যক্তির, যজ্ঞের জন্য আচরিত সমগ্র কর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যায় (৩।২৩ শ্লোক)।২১৪

জ্ঞানীর পাপপুণ্যের ব্যবস্থা।

ইহার কারণ, জীবন্মুক্তব্যক্তির প্রারব্ধক্ষয়ে শরীরপাতের পূর্ব্বেই লিঙ্গশরীর অথবা পুনর্জ্জন্মের হেতুসমূহ ভগ্ন হইয়া যায়। শ্রুতি

দায়ম্ উপয়ন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যান্, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যান্”
“ন তস্য প্রাণা উক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে” ।২১৫।

কিং চ—

“প্রারব্ধং নিশ্চয়াদ্ ভুঙ্‌ক্তে শেষং জ্ঞানেন দহ্যতে।
শারীরং ত্বিতরৎ কর্ম্ম তদ্দ্বেষিপ্রিয়বাদিনোঃ ॥
অনারব্ধং হি জ্ঞানেন নিবীর্য্যং ক্রিয়তে তথা ॥”

অপি চ অস্য জীবন্মুক্তস্য প্রারব্ধভোগার্থং শরীরধারণে কো দোষঃ ? যথা উৎখাতদংষ্ট্রোরগবৎ অবিদ্যাকার্য্যদ্দেহদ্বয়ম্ অস্তি, তৎ কিং করিষ্যতি ?২১৬

বলিয়াছেন—ব্রহ্ম অধিগত হইলে পূর্ব্বকৃত এবং বর্ত্তমান শরীরে কৃত পাপ সকল বিশ্লিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হয়,” “তাঁহার পুত্র তাঁহার ধন-সম্পত্তি অধিকার করে, সুহৃদ্‌গণ পুণ্য গ্রহণ করেন, এবং শত্রু সকল পাপ গ্রহণ করে।” “তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না, এই স্থলেই সম্যক্‌রূপে বিলীন হয়।”২১৫

জ্ঞানীর অনারব্ধ কর্ম্ম নির্বীর্য্য হয়।

তাহার পর জ্ঞানী ব্যক্তি প্রারব্ধ নিশ্চয়ই ভোগ করে, অবশিষ্ট কর্ম্ম অর্থাৎ সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম জ্ঞানদ্বারা দগ্ধ হইয়া যায় ; শরীরদ্বারা নিষ্পাদ্য অন্য কর্ম্ম তাহার শত্রু এবং তাঁহার প্রিয়বাদিগণ গ্রহণ করে ; আর যাহার ফল আরব্ধ হয় নাই, তাহা জ্ঞানদ্বারা নির্বীর্য্য হইয়া যায়। অর্থাৎ আর ফলপ্রসব করিতে পারে না. অর্থাৎ অন্য শরীর ধারণ করাইতে পারে না ; আর এই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির প্রারব্ধভোগার্থ শরীর ধারণেই বা দোষ কি ? যেমন উৎখাদিতদন্ত সর্প কিছুই করিতে পারে না, তদ্রূপ অবিদ্যার কার্য্য এই লিঙ্গদেহ এবং স্থূলদেহ থাকে, কিন্তু তাহা জন্মগ্রহণ করাইতে পারে না।২১৬

স্বামিন্! কারণনাশে কার্য্যম্ অস্তি, তন্তুনাশে পটঃ অস্তি, ইতি কুত্র দৃষ্টম্?২১৭

উচ্যতে—কারণনাশে কার্য্যম্ অস্তি—ইতি লোকে দৃশ্যতে। যথা রজ্জুস্বরূপে:জ্ঞাতে সর্পজ্ঞানং নিবর্ত্ততে, তথাপি ভয়জনিতং কম্পাদিকং বর্ত্ততে।২১৮

তথা চ শ্রুতিঃ—"যদ্ যথা অহিনির্ব্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়িতা এবমেব ইদং শরীরম্"। অস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে পতিতে স্থিতে বা স মুক্ত ইতি।

শ্রুতিরপি—"সদৈব মুক্তঃ" ইতি। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি, বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে"। স্বভাবতঃ ত্বং নিতমুক্ত এব।২১৯

কারণনাশেও কার্য্য থাকে।

শিষ্য বলিলেন—প্রভো! কারণের নাশেও কার্য্য থাকে, যেমন তন্তুনাশে পট থাকে,—ইহা কোথায় দেখিয়াছেন? অর্থাৎ অজ্ঞানের আবরণনাশে অজ্ঞানসম্ভূত স্থূলসূক্ষ্মদেহ কি করিয়া থাকিতে পারে?২১৭

গুরু বলিলেন—"বলিতেছি, দেখ—কারণের নাশ হইলেও কার্য্য থাকে—ইহা লোকমধ্যে দেখা যায়। যেমন রজ্জুর স্বরূপের জ্ঞান হইলে সর্পজ্ঞান নষ্ট হয়, কিন্তু তথাপি সেই সর্পজ্ঞানজন্য যে ভয় এবং সেই ভয়জন্য যে কম্পাদি তাহা কিয়ৎকাল থাকে।২১৮

জ্ঞানী সদাই মুক্ত।

এ বিষয়ে শ্রুতি যথা—যেমন সর্পের খোলস বল্মীকে মৃত ও বিক্ষিপ্তভাবে শায়িত থাকে, ঠিক্ তদ্রূপই এই শরীর পড়িয়া থাকে। অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তির এই শরীর পতিতই হউক, অথবা থাকুকই, তিনি মুক্তই।

অন্য শ্রুতিতেও আছে—তিনি সদাই মুক্ত, ব্রহ্মই হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মাকার অন্তকরণবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, বিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ

ইদানীমপি যথা স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নগতভয়েনৈব প্রবুদ্ধঃ স্বপ্নব্যবহারে সর্ব্বস্মিন্ মিথ্যাভূতে নিরস্তে সত্যস্বরূপং স্বয়মেব অবশিষ্যতে, তথৈব ভ্রান্তিমূলসংসারমহাস্বপ্নব্যবহারে সর্ব্বস্মিন্ মিথ্যাভূতে নিরস্তে সত্যস্বরূপং স্বয়মেব অবশিষ্যতে।২২০

নন্থ প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়াৎ শরীরনাশঃ, শরীরনাশাৎ পুনর্জন্মাভাবঃ, সর্ব্ববিশেষরহিতং শূন্যমেব জাতম্। তর্হি নৈব অয়ম্ ইতি ?

উচ্যতে—স্বভাবতঃ ত্বং নিত্যমুক্ত এব। কিং চ প্রমাণবিষয়ত্বাৎ নাস্তি ব্রহ্ম ইতি (ন) প্রসজ্যতে।২২১

স্বভাবতঃই মুক্ত থাকিয়াও অজ্ঞাননাশপ্রযুক্ত বিমুক্ত হন, অর্থাৎ তুমি স্বভাবতঃ নিত্য মুক্তই।২১৯

জ্ঞানীর স্বস্বরূপে অবস্থিতি।

এখনও যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নগতভয়ের দ্বারাই জাগরিত হয় ও সমুদায় মিথ্যাভূত স্বপ্নব্যবহার নিরস্ত হইয়া সত্যস্বরূপ স্বয়ংই অবশিষ্ট থাকে, তদ্রূপই মিথ্যাভূত সমুদায় ভ্রান্তিমূলক সংসাররূপ মহাস্বপ্নব্যবহার নিরস্ত হইলে সত্যস্বরূপ স্বয়ংই অর্থাৎ আত্মাই অবশিষ্ট থাকে।২২০

শরীরাদির নাশে শূন্যত্বের শঙ্কানিরাস।

যদি বলা হয়—প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয়ে শরীরের নাশ হয়, শরীরের নাশ হইলে পুনর্জন্মের অভাব হয়, এইরূপে সর্ব্ববিশেষরহিত শূন্যই হইয়া গেল, আর তাহা হইলে আত্মাই অবশিষ্ট থাকে—একথা আর বলা যায় না ?

তাহা হইলে বলিতে হইবে, স্বভাবতঃ তুমি নিত্যমুক্তই এবং বেদরূপ শব্দ-প্রমাণের বিষয় বলিয়া "ব্রহ্ম নাই" এইরূপ কথা উঠিতেই পারে না।২২১

অথ বেদপ্রশস্তং সত্যস্বরূপং স্বয়মেব অবশিষ্যতে, তৎ কিমর্থম্ অঙ্গীকরণীয়ম্? ২২২

তৎ অসৎ, শৃণু—

নির্ম্মুচ্যাপি ত্বচং সর্পঃ স্বস্বরূপং ন মুঞ্চতি।
নাস্ত্যাত্মেতি চ যো হেতু রিতি বক্তুং ন যুজ্যতে ॥২২৩

কিং চ—

"যথা চন্দ্রোঽন্ধভাবেন মলিনত্বান্ন দৃশ্যতে।
অমাবস্যাং যথা চন্দ্রঃ কর্ম্মযোগাৎ ন দৃশ্যতে।
মায়াযোগাৎ তথা দ্রষ্টু র্ব্যবহারো ন দৃশ্যতে" ॥২২৪

বেদোক্ত ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে কেন?

আর যদি বল—সংসারস্বরূপ মহাস্বপ্ন-ব্যবহার নিরস্ত হইলে বেদে প্রসিদ্ধ সত্যস্বরূপ স্বয়ংই অর্থাৎ ব্রহ্মই যে অবশিষ্ট থাকে, তাহা কেন অঙ্গীকার করিতে হইবে?২২২

তাহা হইলে বলিব—তাহা অনঙ্গীকার করা ভাল নহে, শুন—সর্প যেমন খোলস ত্যাগ করিলেও নিজ স্বরূপ ত্যাগ করে না, তদ্রূপ "আত্মা নাই" এবং আত্মা নাই বলিবার যে "হেতু" কি, তাহা বলিতে পারা যায় না ২২৩

অজ্ঞানপ্রযুক্ত ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না।

আরও বলা হয়—যেমন অন্ধতাবশতঃ যে দৃষ্টিমালিন্য হয়, সেই দৃষ্টিমালিন্যপ্রযুক্ত চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং যেমন অমাবস্যাতে জীবাদৃষ্টরূপ কর্ম্মযোগহেতু চন্দ্র দেখা যায় না, (যেহেতু জীবের কর্ম্মফলভোগের জন্যই ঈশ্বরকর্ত্তৃক জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে) তদ্রূপ আত্মার সহিত মায়ার সম্বন্ধবশতঃ দ্রষ্টৃস্বরূপ আত্মার ব্যবহার দেখা যায় না, অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান জন্মে না।২২৪

"অথাস্তু আদেশো নেতি নেতি অস্থূলম্ অনণু
অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্" ইতি শ্রুতেঃ ।২২৫

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"
"যদ্বাচো ন অভ্যুদিতম্" ইত্যাদিনিষেধস্য সিদ্ধিঃ নাস্তি, সর্ব্বস্থ নিষেধস্থ সাবধিত্বাৎ। অতএব সত্যস্বরূপঃ অবশিষ্যতে ।২২৬

যন্নিষেধদ্বারা অসদুক্তং তৎ সর্ব্বং প্রপঞ্চস্য ন তু আত্মনঃ। যদি আত্মনঃ অসদুক্তং ভবতি, বন্ধ্যাপুত্রেণ কার্য্যং কথং (ন) নির্ব্বহতি ? অতএব সদেব প্রমাণম্ আত্মনঃ ।২২৭

শ্রুতি বলিয়াছেন—"এক্ষণে আত্মবিষয়ে উপদেশ এই—ইহা নহে, ইহা নহে, অর্থাৎ এই দেহ আত্মা নহে ; আত্মা স্থূল নহে, অণু নহে হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে, লোহিত বর্ণ নহে অর্থাৎ নির্ম্মল" ইত্যাদি ।২২৫

নিষেধের সীমায় আত্মা।

তাহার পর "যে আত্মাকে না পাইয়া মনের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা বলা যায় না" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা যে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার সিদ্ধিই হয় না, যদি আত্মা না থাকে ; যেহেতু সকল নিষেধের সীমা আছে, অর্থাৎ সমুদায়ের নিষেধ সম্ভবপর নহে। অতএব সত্যস্বরূপ আত্মাই অবশিষ্ট থাকে ।২২৬

"নেতি নেতি" নিষেধ আত্মার নহে।

"নেতি নেতি" বলিয়া যাহার নিষেধ করিয়া অসৎ বলা হইয়াছে সে সমস্ত নিষেধ প্রপঞ্চেরই নিষেধ, আত্মার নিষেধ নহে। যদি উক্ত শ্রুতিতে আত্মার অসত্তা কথিত হইত, তাহা হইলে বন্ধ্যাপুত্রের দ্বারা কিরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় ? অর্থাৎ বন্ধ্যাপুত্রের দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিত। অতএব সত্তাই আত্মার প্রমাণ ।২২৭

সৎসম্পত্তিসদ্ভাবে শ্রুতিঃ প্রমাণম্—"সদেব সৌম্যেদম্ অগ্র আসীৎ" "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম"।

স্মৃতিরপি—"অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্" ইত্যাদি।২২৮

কিং চ ব্রহ্মসদ্ভাবে প্রমাণাপেক্ষা নাস্তি; স্বতঃপ্রমাণং ব্রহ্ম; জাগ্রদবস্থাত্রয়েষু প্রমাতৃত্বাব্যভিচারাৎ কূটস্থনিত্যতা সিদ্ধিঃ।২২৯

সুষুপ্তৌ ব্যভিচরতি—ইতি চেৎ ? ন। তত্রাপি প্রমেয়ত্ব-

আত্মা সৎস্বরূপ।

আত্মার সৎসম্পত্তির সদ্ভাবে অর্থাৎ আত্মার সৎস্বরূপতায় শ্রুতি প্রমাণ, যথা—হে সৌম্য! ইহা অগ্রে অর্থাৎ সৎই ছিল" "ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত।"

স্মৃতিতেও আছে—"যাহা দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত তাহাকে অবিনাশি বলিয়া জানিও।" ইত্যাদি ২২৮

ব্রহ্মে প্রমাণের অপেক্ষা নাই।

তাহার পর ব্রহ্ম যে আছেন—এ বিষয়ে প্রমাণের অপেক্ষাই নাই। যেহেতু ব্রহ্ম স্বতঃপ্রমাণ। ইহার কারণ, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয়ে প্রমাতৃত্বের ব্যভিচার নাই। এইরূপে ব্রহ্মের কূটস্থনিত্যতা সিদ্ধ হয়।২২৯

সুষুপ্তিতে প্রমেয়ত্বেই নিষেধ, প্রমাতৃত্বের নিষেধ নহে।

যদি বল—সুষুপ্তিতে প্রমাতৃত্বের ব্যভিচার হয়, অর্থাৎ সুষুপ্তিতে প্রমাতা থাকেন, সুতরাং তাহার কূটস্থনিত্যতা কিরূপে সিদ্ধ হয় ?

ইহার উত্তর এই যে—এ আশংকা ঠিক নহে। কারণ, সেখানে যে নিষেধ করা হয়, তাহা প্রমেয়ত্বেরই নিষেধ করা হয়। দেখ—লোকে

-মেব নিবারয়তি ; সর্ব্বঃ লোকঃ কথং ন অহম্ অত্র সুষুপ্তে কিঞ্চিৎ উপলব্ধবান্—ইতি ন প্রমাতৃত্বম্ ।২৩০

অসিদ্ধস্য হি বস্তুনঃ পরিস্থিতিং প্রতি প্রমাণাপেক্ষা ন তু আত্মনঃ ।২৩১। আত্মনশ্চেৎ প্রমাণাপেক্ষাসিদ্ধিঃ, কস্য প্রমাতৃত্বং স্যাৎ ? যস্য প্রমাতৃত্বং স এব আত্মা ইতি নিশ্চীয়তে। ততঃ স্বতঃসিদ্ধ এব আত্মা, ন প্রমাণাপেক্ষা ।২৩২

যদ্ ইদং দৃশ্যজাতং তদ্ অবিদ্যয়া কৃতং প্রতীতিমাত্রম্। কূটস্থনিত্যতাসিদ্ধত্বাৎ আত্মসত্তাসামান্যম্ অনুস্যূতং বর্ত্ততে এব। "নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" অতঃ সৎ স্থূলং কার্য্যম্, অসৎ সূক্ষ্মং কারণম্। তৎ সর্ব্বং চিদ্ বিবর্ত্তিতরূপেণ ব্রহ্মৈব ভাতি।২৩৩

কেন বলে—'আমি এই সুষুপ্তি কালে কিছুই উপলব্ধি করি নাই'? এইহেতু সুষুপ্তিকালে প্রমেয়ত্বেরই নিষেধ হয়, প্রমাতৃত্বের নিষেধ হয় না ।২৩০

অসিদ্ধ বস্তুর জন্যই প্রমাণাপেক্ষা।

যে হেতু অসিদ্ধ বস্তুরই পরিস্থিতির জন্য প্রমাণের অপেক্ষা থাকে, কিন্তু আত্মার জন্য নহে ।২৩১। আত্মায় যদি প্রমাণের অপেক্ষা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কাহার প্রমাতৃত্ব হইবে? অতএব যাঁহার প্রমাতৃত্ব তিনিই আত্মা—ইহাই নিশ্চিত হইতেছে; আর তাহা হইলে স্বতঃসিদ্ধই আত্মা, তাহার আর প্রমাণাপেক্ষা নাই ।২৩২

দৃশ্য—অবিদ্যাকৃত ও চিদ্‌বিবর্ত্ত।

এই যে দৃশ্যসমূহ তাহা অবিদ্যাকৃত এবং প্রতীতিমাত্র, অর্থাৎ ইহার জ্ঞানই হয় কিন্তু ইহা বস্তুতঃ নাই। বস্তুতঃ আত্মার কূটস্থ-নিত্যতা সিদ্ধ হয় বলিয়া এই দৃশ্যসমূহে সামান্যভাবে আত্মসত্তা অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। যেহেতু "সদ্‌বস্তুর অভাব হয় না," এই-

তথা চ—

বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ।

দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্ যস্মাদ্ তদ্‌ভেদো ন বিচক্ষণৈঃ ॥২৩৪

যস্মাৎ জ্ঞানাৎ ঋতে নাস্তি অর্থসত্তা, তস্মাৎ জ্ঞানং তু কথম্ একং বহুধাকারম্ ? ২৩৫

শৃণু—অনির্ব্বাচ্যা মহতী মায়ালক্ষণা শক্তিঃ, যথা নানা ভাবং নয়তি। তথা চ শ্রুতিঃ—

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ।২৩৬

হেতু যাহা স্থূল ও সৎ তাহা কার্য্য, এবং যাহা অসৎ ও সূক্ষ্ম তাহাই কারণ। সেইহেতু সমস্তই চিদ্‌বিবর্ত্তিতরূপে ব্রহ্মই ।২৩৩

বিশ্ব জগৎ বিষ্ণুরই বিস্তার।

আর তাহাই কথিত হইয়াছে—যেহেতু পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক সর্ব্বভূত স্বরূপ বিষ্ণুর বিস্তারই এই বিশ্বজগৎ বলিয়া দেখা উচিত, সেইহেতু আত্মার ন্যায় তাহার ভেদ নাই। অর্থাৎ আত্মার সহিত যেমন বিষ্ণুরূপ ব্রহ্মের ভেদ নাই, তদ্রূপ এই জগতেরও সহিত তাঁহার ভেদ নাই। যেহেতু সকলই ব্রহ্মের বিবর্ত্ত ।২৩৪

এক জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের নানাত্ব।

শিষ্য বলিলেন—যেহেতু জ্ঞান ব্যতিরেকে বিষয়ের সত্তা নাই, সেই হেতু নানা প্রকার জ্ঞান কিরূপে একই প্রকার হয় ?২৩৫

গুরু বলিলেন—শুন, মায়ারূপ শক্তি যেমন নানাভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অনির্ব্বচনীয়া অর্থাৎ সদসদ্‌ভিন্না মহতী শক্তিবশে একই জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম নানা আকার ধারণ করেন।

এ বিষয়ে শ্রুতি যথা—"ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা নানারূপ ধারণ করেন" ।২৩৬

নন্নু "দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ রূপঃ" ইতি উক্তত্বাৎ বাস্তবং দ্বৈতং ভবতু ?২৩৭

নৈবম্। অবিদ্যয়া কৃতত্বাৎ দ্বৈতমেব ন বাস্তবম্। তথা চ—

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তৎ ইতর ইতরং পশ্যতি, ইতর ইতরং জিঘ্রতি, যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং জিঘ্রেৎ ? যেন ইদং সর্ব্বং বিজ্ঞাতং তৎ কেন বিজানীয়াৎ ? নান্যঃ অস্তি শ্রোতা নান্যঃ অস্তি দ্রষ্টা, নান্যঃ অস্তি বিজ্ঞাতা, যদ্ অয়ং সর্ব্বম্ আত্মা ; বিজ্ঞাতারমেব কেন বিজানিয়াৎ ?" ইতি ।২৩৮

ব্রহ্মের দ্বৈবিধ্যপ্রযুক্ত দ্বৈতের সত্যাশংকা নিরাস।

যদি বল "ব্রহ্মের রূপ এই দুইটী" এই শ্রুতিতে দ্বৈততত্ত্ব বলায় দ্বৈতবস্তু মিথ্যা কেন হইবে ? উহা বাস্তবই হইবে না কেন ?২৩৭

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। দ্বৈতমাত্রই অবিদ্যাকৃত বলিয়া বাস্তব নহে।

ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বে শ্রুতি প্রমাণ।

এ বিষয়ে শ্রুতি আছে, যথা—(যাহা বাস্তবিক অদ্বৈততত্ত্ব তাহা) যখন দ্বৈতসদৃশ হয়, অর্থাৎ যে অবস্থায় অদ্বৈতবস্তু দ্বৈতের ন্যায় প্রতীত হয়, তখন একে অপরকে দেখে, একে অপরকে আঘ্রাণ করে, কিন্তু যে অবস্থায় এই পুরুষের সমুদায় আত্মাই হইয়া যায়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে ? কাহার দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবে ? যাহার দ্বারা এই সমুদায় বিজ্ঞাত হয়, তাহাকে কিসের দ্বারা জানা যাইবে ? অন্য শ্রোতা নাই, অন্য দ্রষ্টা নাই, অন্য বিজ্ঞাতা নাই, যেহেতু এই সমুদায় আত্মাই, বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে ?" ইত্যাদি ।২৩৮

এতৎ সর্ব্বম্ অখিলম্ আত্মা এব, অতঃ তদ্‌ভাসকং নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং প্রত্যক্‌চৈতন্যমেব আত্মা তথ্যম্—ইতি বেদান্তবিদনুভবঃ।২৩৯

অতিগুরুপ্রসাদেন জায়মানব্রহ্মাপরোক্ষবৃত্তিসাধনেন প্রবুদ্ধ্যা সর্ব্বমিথ্যাভূতে অপ্রমেয়ং স্বয়মেব অবশিষ্যতে।২৪০

মায়ানিদ্রায়াঃ প্রবুদ্ধঃ সন্ জীবন্মুক্তঃ প্রারব্ধকর্ম্মজনিত-ফলাবধি লোকম্ অনুগৃহ্ণন্ পূর্ব্ববৎ তিষ্ঠতি।২৪১

বেদান্তবিদের অনুভব।

এই অখিল সমুদায় আত্মাই, এইহেতু এই সমুদায়ের প্রকাশক নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব প্রত্যক্ চৈতন্য আত্মাই তথ্য, অর্থাৎ সমুদায়ের প্রকৃতস্বরূপ, ইহাই বেদান্তবিদ্‌গণের অনুভব।২৩৯

"আমি ব্রহ্ম" জ্ঞান এবং "সর্ব্বভূত মিথ্যা" জ্ঞানই চরম সাধন।

গুরুর অতিশয় প্রসন্নতা হইলে অন্তঃকরণের যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক বৃত্তি অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ ভাব জন্মে, তাদৃশ বৃত্তি উৎপাদনরূপ যে সাধন, সেই সাধনদ্বারা প্রবুদ্ধ হইলে অর্থাৎ জগদ্রূপ স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইলে, অর্থাৎ জগতের সমুদায় মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয়জ্ঞান হইলে অপ্রমেয়স্বরূপ স্বয়ংই অবশিষ্ট থাকে।২৪০

জীবন্মুক্তের লোকানুগ্রহ ও ব্যবহার।

এই সময় মায়ানিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া জীবন্মুক্তপুরুষ প্রারব্ধকর্ম্ম-জনিত যে ফলসমূহ তাহা যতদিন না শেষ হয়, ততদিন লোক সকলকে অনুগৃহীত করিয়া অর্থাৎ তাহাদিগকে জ্ঞানোপদেশ দিয়া এবং স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থান করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে যেরূপ স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া আসিতেছিলেন, সমুদায় মিথ্যা নিশ্চয় করিয়াও সেই ভাবে অবস্থান করেন।২৪১

শাস্ত্রমপি—

জ্ঞাত্বাপ্যসর্পং সর্পোত্থং যথা কম্পং ন মুঞ্চতি।

বিধ্বস্তাঽখিলমোহোঽপি মোহকার্য্যং তথাত্মনি ॥২৪২

অস্য জীবন্মুক্তস্য দেহধারণং লোকস্য উপকারার্থম্ ইতি। শ্রুতিরপি—"আসনাচ্ছাদনস্বশরীরং ন উপভোগার্থায় চ পরিগ্রহেৎ"।২৪৩

ভো ভগবন্! লোকস্য কঃ উপকারঃ?

উপকারঃ—ত্রিবিধশ্চ ইতি। তৎ কথম্? ইত্থম্—দর্শনং ভজনং সম্ভাষণং চ ইতি।২৪৪। দর্শনেন পাপক্ষয়ো ভবতি, ভজনেন চ উত্তরোত্তরং বৃদ্ধিঃ, সম্ভাষণেন শ্রেয়ো মোক্ষো ভবতি।২৪৫

শাস্ত্রও বলিয়াছেন—রজ্জুকে সর্প নহে বলিয়া জানিয়াও যেমন কম্পাদি ত্যাগ হয় না, অখিল মোহ বিধ্বস্ত হইলেও আত্মাতে মোহ-কার্য্য তদ্রূপ ত্যাক্ত হয় না, অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা" জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করিয়াও জ্ঞানী ব্যবহার করেন।২৪২

জীবন্মুক্তের কিছুই নিজের জন্য নহে।

এই জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহধারণ লোকের উপকারের জন্য। এ বিষয়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন—"আসন, আচ্ছাদন অর্থাৎ বস্ত্রাদি, এবং নিজ শরীর—ইহাদিগকে উপভোগের জন্য বলিয়া স্বীকার করিবে না"।২৪৩

দর্শন, ভজন ও সম্ভাষণদ্বারা লোকোপকার।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্! লোকের সেই উপকার কিরূপ?

গুরু বলিলেন—উপকার তিন প্রকার। তাহা কিরূপ? শুন,—তাহা —দর্শন, ভজন এবং সম্ভাষণস্বরূপ।২৪৪। দর্শনদ্বারা অর্থাৎ জীবন্মুক্তের দর্শন করিলে লোকের পাপক্ষয় হয়, ভজনদ্বারা অর্থাৎ জীবন্মুক্তের

এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবস্বরূপঃ অহম্। এবংবিধঃ বোধঃ; আচার্য্যপ্রসাদাৎ 'অজ্ঞানপ্রবুদ্ধঃ সংসারবিনির্ম্মুক্তঃ ভবতি।২৪৬

শ্রুতিরপি—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ," "আচার্য্যাদেব বিদ্যা বিদিতা" "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ"। "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাহবরে।" "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি"।২৪৭

ইদানীম্ অন্যবিদ্যোপাসনে দোষম্ আহ—অন্যবিদ্যাঃ ক্রিয়া উপদিশন্তি, কালান্তরে অনিত্যফলতাং দর্শয়ন্তি।২৪৮

প্রতি ভক্তি করিলে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়, এবং সম্ভাষণদ্বারা অর্থাৎ জীবন্মুক্তের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে শ্রেয়ঃস্বরূপ মোক্ষলাভ হয়।২৪৫

ব্রহ্মজ্ঞানে গুরুকৃপার প্রয়োজন।

এইরূপে আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্যস্বভাবস্বরূপ। ইহাই বোধ অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান। আচার্য্যের প্রসাদে ইহার দ্বারা অজ্ঞান হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া জীব সংসার হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয় ২৪৬

শ্রুতিও বলিয়াছেন—আচার্য্যবান্ পুরুষই জানেন, অর্থাৎ যিনি আচার্য্যের নিকট হইতে উপদেশ লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। "আচার্য্য হইতেই বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান বিদিত হয়।" যিনি আত্মজ্ঞ তিনি শোক অতিক্রম করেন" "সেই পরাহবর ব্রহ্মের দর্শন হইলে জীবের কর্ম্ম সমুদয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়" "জ্ঞানরূপ অগ্নি, ইন্ধনকে ভস্মীকরণের ন্যায় সমুদয় কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে," "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন"।২৪৭

অধ্যাত্মবিদ্যা ভিন্ন অন্যবিদ্যায় দোষ।

এক্ষণে অন্য বিদ্যার উপাসনা করিলে দোষ হয় বলিতেছেন—অন্য বিদ্যাসমূহ ক্রিয়ার উপদেশ করে, অর্থাৎ ক্রিয়া করিতেই বলে, সুতরাং

শ্রুতিরপি—"সর্ব্ববিদ্যা ক্রিয়াপরা, যদি ক্রিয়াফলং মোক্ষো ভবেৎ, অনিত্যত্বং প্রসজ্যতে, ঘটবৎ," স্বর্গাদিঃ ন স্যাৎ ইতি—অয়মেব অর্থঃ।২৪৯

শ্রুতিরপি আহ—"তদ্ যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেব অমুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইতি।২৫০

স্মৃতিরপি—ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" অতঃ আচরণে দুঃখং, ফলে স্পর্দ্ধা দুঃখং; ভোগান্তে পতনং দুঃখম্।২৫১

এবম্ অন্যবিদ্যোপাসনে দুঃখাৎ দুঃখম্ আপ্নোতি।২৫২

সময়ান্তরে তাহাদের ফল যে অনিত্য তাহাই তাহারা বুঝাইয়া দেয়। তাহাতে অজ্ঞান নষ্ট হয় না, অর্থাৎ মোক্ষ হয় না।২৪৮

শ্রুতি বলিয়াছেন—"অপর সমুদায় বিদ্যা ক্রিয়াপর, মোক্ষ কিন্তু ক্রিয়ার ফলরূপ নহে; যদি মোক্ষ—ক্রিয়ার ফলরূপ হইত, তাহা হইলে ঘটাদি উৎপন্ন বস্তুর ন্যায়, তাহা অনিত্য হইত।" এইহেতু স্বর্গাদি মোক্ষ নহে। অর্থাৎ ক্রিয়ারই ফল স্বর্গাদি; মোক্ষ যদি ক্রিয়ার ফল হইত, তাহা হইলে স্বর্গাদি আর মোক্ষ ভিন্ন হইত না, সুতরাং থাকিতও না।২৪৯

কর্ম্মফলের অনিত্যতা।

এ বিষয়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন—কর্ম্মার্জ্জিত লোক যে শস্যাদি তাহা যেরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পরলোকে পুণ্যার্জ্জিত লোক যে স্বর্গাদি তাহাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।২৫০

স্মৃতিও বলিয়াছেন—"পুণ্যক্ষয় হইলে জীব মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে।" অতএব কর্ম্মাচরণে দুঃখ, কর্ম্মের ফল যখন হয় তখন স্পর্দ্ধা জন্মে এবং তাহার ফলে দুঃখই হয়. আর কর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া গেলে পতনরূপ দুঃখ হয়।২৫১। এইরূপে অন্য বিদ্যার উপাসনায় উত্তরোত্তর দুঃখই লাভ হইয়া থাকে।২৫২

শ্রুতিরপি—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" "যঃ অন্যদেবতাম্ উপাসতে স দেবানাং পশুঃ" "অন্যোঽসৌ অন্যোঽহম্ অস্মি ইতি উপাসতে ন স বেদ যথা পশুঃ" ।২৫৩

তস্মাৎ অন্যবিদ্যাং পরিত্যজ্য ইমম্ অধ্যাত্মবিদ্যাম্ আশ্রয় ।২৫৪

সা বিদ্যা কীদৃশী? অত্র শ্রীভগবতা উক্তম্—

"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥" ।২৫৫
(গীতা) ৯।২

ব্রহ্মে নানাত্বদর্শন পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কারণ।

এ বিষয়ে শ্রুতিও আছে—এই ব্রহ্মমধ্যে যে 'নানা' দেখে, সে মৃত্যু হইতেও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" "যে অন্য দেবতার উপাসনা করে সে দেবগণের পশু অর্থাৎ দেবগণের ভোগ্যবস্তুবিশেষ" "তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম অন্য,—আমি অন্য, এইরূপে যিনি উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন না, যেমন পশুগণ জানে না" ।২৫৩

সেই হেতু তুমি অন্য বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া এই অধ্যাত্মবিদ্যা আশ্রয় কর ।২৫৪

ব্রহ্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব।

যদি বল—সেই বিদ্যা কিরূপ? তবে শুন—এ বিষয়ে ভগবান্ বলিয়াছেন—ইহা রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য, ইহাই পবিত্র, ইহাই উত্তম, ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ধর্ম্ম, ইহার অনুষ্ঠানেও সুখ আছে, ইহা অব্যয় অর্থাৎ অবিনশ্বর ২৫৫

কিং চ যথা অগ্নিহোত্রাদীনাং স্বর্গাদিফলং দর্শয়তি শ্রুতিরপি, তথা ব্রহ্মবিদ্যাবিজ্ঞানাদপি পরমপুরুষার্থং দর্শয়তি শ্রুতিরপি ।২৫৬

শ্রুতয়ঃ ব্রহ্মবিদ্যানন্তরং মোক্ষং প্রদর্শয়ন্তি, মধ্যে কার্য্যান্তরং বারয়ন্তি; ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্—ইতি বেদানুশাসনম্, ইতি বেদানুশাসনম্ ইতি ।২৫৭

অথ শঠানাং ধূর্ত্তানাম্ অশ্রদ্দধানানাং নাস্তিকানাম্ উৎপথগামিনাম্ এতাং বিদ্যাং ন প্রকাশয়েৎ ।২৫৮

"যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

ইতি শ্রুতেঃ ।২৫৯

আরও, শ্রুতি যেমন অগ্নিহোত্রাদির ফল—স্বর্গ বলিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রুতিই ব্রহ্মবিদ্যার বিশেষরূপ জ্ঞান হইতে যে পরমপুরুষার্থ লাভ হয়—তাহাও বলিয়াছেন ।২৫৬

শ্রুতিসমূহ বলিয়াছেন—ব্রহ্মজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই মোক্ষ হয়, শ্রুতি, ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষের মধ্যে কার্য্যান্তর বারণ করিয়াছেন। যেহেতু "ব্রহ্মবিৎ পর প্রাপ্ত হন অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স লাভ করেন" ইহাই বেদের অনুশাসন; ইহাই বেদের অনুশাসন ।২৫৭

অপাত্রে ব্রহ্মজ্ঞানদান অনুচিত।

এখন শঠ ধূর্ত্ত অশ্রদ্ধালু নাস্তিক এবং উৎপথগামিগণকে এই বিদ্যা দিবে না ।২৫৮। কারণ, শ্রুতিতে আছে—"যাহার দেবতাতে পরাভক্তি আছে, এবং দেবতাতে যেরূপ ভক্তি সেইরূপ ভক্তি গুরুতেও আছে, সেই মহাত্মার নিকট ইহা কথিত হইলে ইহা প্রকাশিত হয়" ।২৫৯

ইতি শ্রীসংক্ষিপ্তবেদান্তশাস্ত্রপ্রক্রিয়ায়াং শ্রীমৎপরমহংস-
পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমৎ-শঙ্করকৃত-বহি-র্ম্মুখান্ত-
প্রকরণম্ অজ্ঞানবোধিনী নাম অধ্যাত্ম-
বিদ্যোপদেশবিধিঃ সমাপ্তঃ।২৬০

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করভগবৎ কৃত সংক্ষিপ্ত
বেদান্ত প্রক্রিয়াতে বহির্ম্মুখান্তঃপ্রকরণরূপ অজ্ঞানবোধিনী
নামক অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশবিধি সমাপ্ত। ২৬০

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী

(উপদেশ প্রকরণ—দ্বিতীয় ভাগ ।)

আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ ।

(২)

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ।

নিবেদন।

"আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ" গ্রন্থখানি "অজ্ঞানবোধিনী" গ্রন্থের ন্যায়— অনূদিত হইয়া বোধ হয় বঙ্গদেশেই প্রথম মুদ্রিত হয়। স্বর্গীয় অন্নদাচরণ বসু মহোদয় ১২৯২ সালে এই গ্রন্থ, বোধ হয়, বঙ্গাক্ষরে প্রথম প্রকাশ করেন। কিন্তু তথাপি কোথাও শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। পুণা, শ্রীরঙ্গম্ ও কাশী হইতে আচার্য্যের বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও ইহার কোনও সংস্করণ দেখা যায় না। আমরা এক্ষণে এই গ্রন্থখানি যথাসাধ্য শুদ্ধ করিয়া মূল, আনন্দগিরির টীকা এবং উভয়েরই বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত করিলাম, এবং অকারাদিক্রমে সাজাইয়া শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলীর উপদেশ প্রকরণের দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে দ্বিতীয় গ্রন্থরূপে সন্নিবেশিত করিলাম।

পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি যখন প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন ইহাকে সূত্রাত্মক গ্রন্থরূপে মুদ্রিত করা হইয়াছিল। কিন্তু এ সংস্করণে আমরা সেই সূত্রগুলিকে একটী একটী বিষয়বিশেষে বিভক্ত করিয়া একত্র ভাবে বিষয়নির্দ্দেশক শিরোনামাসহকারে প্রকাশিত করিলাম। ইহার ভাষা দেখিয়া ইহাকে সূত্রাত্মক বলিয়া বোধ হয় না, এবং টীকাকারও কোথাও সেইরূপ কোন কথা বলেন নাই। টীকাটীর যে অনুবাদ প্রদত্ত হইল, তাহাও বিষয়নির্দ্দেশক শিরোনামাসহ মুদ্রিত করা হইল, এবং উভয়েরই সূচীপত্র প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থখানি যে ভাবে রচিত তাহাতে মনে হয়, ইহা বিচারশীল উচ্চ-শ্রেণীর জ্ঞানী সাধকের আত্মজ্ঞান অনুশীলনের জন্যই লিখিত। ইহাতে দেহ মন বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্মবস্তুকে দৃশ্য করিয়া কিরূপে শুদ্ধ আত্মবস্তুকে

পৃথক্ করিয়া লইতে হয়—কিরূপে আত্মবস্তুতে মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হয়, তাহাই ন্যায়ানুমোদিত ক্রমসহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদান্তের তর্কবিচার যে উচ্চাঙ্গের জ্ঞানসাধনা, তাহা এই গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু বুঝিতে পারা যায়। গৃহস্থ পণ্ডিতগণের হস্তে বেদান্তশাস্ত্র পতিত হইবার পর কালক্রমে বেদান্তের বিচারকে সাধারণ পণ্ডিতবর্গ বেদান্তসম্প্রদায়ানুমোদিত তর্কশাস্ত্রবিশেষ বলিয়া বুঝিয়া আসিতেছেন এবং সেইরূপই আজ কাল বিদ্যালয়াদিতে পঠনপাঠন হইয়া থাকে। আজ কাল বেদান্তবিচারের চর্চ্চা যেন মানবমনের একটা ক্রমবিকাশের স্তরের পরিচয় মাত্র—ইহা একটা প্রাচীনের মানবীয় চিন্তাধারার ইতিহাস-বিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু সাধক-সন্ন্যাসী পণ্ডিতের নিকট এ শাস্ত্র পড়িলে এ ধারণা প্রায়ই জন্মিতে পারে না। বেদান্তদর্শন শাঙ্করভাষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির ক্ষুরধারোপম সুতীক্ষ্ণ বিচার, সাধক-সন্ন্যাসী পণ্ডিতের নিকট পঠিত হইলে পরম সাধনার সামগ্রী বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে—সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ সেই জাতীয় সাধনার সারসর্ব্বস্বস্বরূপ। এই দৃষ্টিতে এই গ্রন্থ খানি পঠিত হইলে এই গ্রন্থের প্রতি সুবিচার হইবে। আনন্দগিরির টীকাটী অতীব উপাদেয়। ইহা যেন বেদান্তসিদ্ধান্তের একটী সারসংগ্রহবিশেষ।

এই গ্রন্থের মূলের অনুবাদকার্য্য আমিই করিয়াছি। পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য বেদান্ত ও সর্ব্বদর্শন তীর্থ—মহাশয় আনন্দগিরির টীকাটীর অনুবাদকার্য্য করিয়াছেন।

বিনীত

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

সম্পাদক।

মূলগ্রন্থের
সূচীপত্র।

টীকাগ্রন্থের
সূচীপত্র।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী।

আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ। (২)

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

অথ আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ; মুমুক্ষবে শ্রদ্ধধানায় যতয়ে বীতরাগায়; আত্মলাভাৎ পরলাভাভাবাৎ।১

গ্রন্থারম্ভপ্রতিজ্ঞা।

'অথ'। আত্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠ লাভ আর নাই বলিয়া মুমুক্ষু, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংযতেন্দ্রিয় এবং বীতরাগী ব্যক্তির জন্য আত্মবিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ অর্থাৎ গুরুসম্প্রদায়—কি প্রকার তাহাই ব্যাখ্যা করিব অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিব।১

আনন্দজ্ঞানকৃত টীকা।

বিধূতবিবিধাঽনর্থকল্পনং কল্পনাস্পদম্।
অমন্দানন্দসন্দোহং বন্দেঽহং পুরুষোত্তমম্॥১

মঙ্গলাচরণ।

যাহাতে বিবিধ অনর্থকল্পনা দূরীভূত হইয়াছে, যিনি সমস্তকল্পনার অধিষ্ঠান, যিনি নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ, আমি সেই পুরুষোত্তমকে বন্দনা করি।১

যস্য প্রসাদমাসাদ্য সদ্গতিং বহবো গতাঃ।
তমহং প্রত্যহং বন্দে শুদ্ধানন্দপদং গুরুম্ ॥২

আত্মজ্ঞানাখ্যং প্রকরণম্ অশেষোপনিষদর্থসারসংগ্রাহকং প্রারভমাণো ভগবান্ ভাষ্যকারঃ চিকীর্ষিতপ্রকরণপ্রত্যূহপরিসমাপ্তিপ্রচয়গমনাভ্যাং শিষ্টাচারপরিপালনায় চ মঙ্গলাচরণং বৃদ্ধাচারপ্রমাণকং প্রকুর্ব্বন্—

"ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ ॥"

ইতি স্মৃতিম্ অনুস্মৃত্য অথশব্দোচ্চারণম্ আদৌ সম্পাদয়তি-**"অথ"** ইত্যাদি।

ন চ অয়ম্ অথশব্দো বিশিষ্টম্ অধিকারিণম্ আনন্তর্য্যোক্তিদ্বারা

যাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া অসংখ্য মানব সদ্গতি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিশুদ্ধ আনন্দের আস্পদ সেই গুরুকে অথবা "শুদ্ধানন্দ" নামক গুরুর পদযুগলকে আমি প্রত্যহ বন্দনা করি।২

অথ-শব্দদ্বারা গ্রন্থকারকর্ত্তৃক মঙ্গলাচরণ।

সমুদায় উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারসংগ্রহরূপ আত্মজ্ঞাননামক এই প্রকরণগ্রন্থের আরম্ভ করিতে প্রবৃত্ত ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য, প্রণয়নোদ্যত প্রকরণ-গ্রন্থের বিঘ্ননিবৃত্তি ও গ্রন্থপ্রচার-মানসে এবং মনু ও ব্যাসাদি শিষ্টগণের আচার পরিপালন করিবার নিমিত্ত, প্রাচীন মনীষীগণের আচার যাহাতে প্রমাণস্বরূপ এবংবিধ মঙ্গলাচরণ করিতে যাইয়া —"ওঁকার ও 'অথ'শব্দ—প্রথমে ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল, এই জন্য এই দুইটী শব্দ মঙ্গলজনক"—এই স্মৃতিবাক্য অনুসরণ করিয়া 'অথ' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রথমে 'অথশব্দের' উচ্চারণ করিতেছেন।

অথ-শব্দের মঙ্গলার্থত্বনির্ণয়।

যদি বল,—এই প্রথম বাক্যস্থ অথ-শব্দের অর্থ—আনন্তর্য্য, আর তাহা হইলে তাহা শমদমাদিবিশিষ্ট অধিকারীকে বুঝাইতেছে? কিন্তু তাহা

সমর্থয়িতুম্ অর্হতি, তস্য বক্ষ্যমাণতয়া পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ। ন চ অস্য অধিকারার্থত্বং বাক্যার্থে অন্বয়াযোগাৎ। ন চ প্রকৃতাদ্ অর্থান্তরার্থত্বম্ প্রকৃতানিরূপণাৎ। ন চ হৃদয়াদ্যবদানেষ্বিব ক্রমার্থত্বম্, ক্রমবতঃ অভাবাৎ। তেন পারিশেষ্যাদ্ অস্য মঙ্গলার্থত্বমেব যুক্তম্।

এবম্ ওঙ্কারোচ্চারণবৎ অথশব্দম্ উচ্চার্য্য কৃতমঙ্গলাচরণো বিষয়াদ্যনু-

---

বলিতে পারা যায় না। কারণ, তাহা হইলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে। যেহেতু দ্বিতীয় বাক্যে তাদৃশ বিশিষ্ট অধিকারী প্রতিপাদিত হইবে। সুতরাং অথ-শব্দের অর্থ এখানে আনন্তর্য্য নহে।

আর 'অথ, শব্দের অর্থ অধিকার অর্থাৎ আরম্ভও বলা যায় না, কারণ, তাহা হইলে বাক্যের অর্থমধ্যে 'অথ' শব্দের অন্বয় হইতে পারে না।

আর 'অথ' শব্দের অর্থ—প্রকৃতবিষয় হইতে বিষয়ান্তরতা অর্থাৎ 'অথ' শব্দটী ভিন্ন বিষয়ের সূচক—এরূপও বলিতে পারা যায় না; কারণ, প্রকৃতবিষয়ের নিরূপণ করা হয় নাই।

আর কর্ম্মকাণ্ডোক্ত পশুযাগে—পূর্ব্বে পশুর হৃদয়চ্ছেদন করিয়া হোম করিবে, অনন্তর বক্ষঃস্থলের দ্বারা, তদনন্তর জিহ্বার দ্বারা হোম করিবে —ইত্যাদি স্থলে 'অথ' শব্দ যেমন ক্রমার্থক, অর্থাৎ অথ-শব্দে ক্রমে হোম করিবে—এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে, এখানে সেইরূপ 'অথ' শব্দ ক্রমার্থক হইবে—এরূপও বলিতে পারা যায় না; কারণ, তথায় যেমন ক্রমবিশিষ্ট কর্ম্ম প্রতীত হইতেছে, প্রকৃতস্থলে সেইরূপ ক্রমবিশিষ্ট কোন পদার্থ পরিলক্ষিত হইতেছে না।

এইহেতু যখন 'অথ' শব্দের অন্য কোন অর্থই সঙ্গত হইল না, তখন অবশেষে 'অথ' শব্দের মঙ্গলরূপ অর্থই যুক্তিযুক্ত হইতেছে। অর্থাৎ অথ-শব্দ উচ্চারণ করিয়া গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণই করিয়াছেন।

'আত্মজ্ঞান'শব্দদ্বারা গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নিরূপণ।

এইরূপে গ্রন্থকার ওঁকারের উচ্চারণের ন্যায় অথ-শব্দের উচ্চারণের

বন্ধনার্থং দর্শয়ন্ উদ্দেশং প্রতিজানীতে। আত্মনো নিরূপচরিতস্বরূপস্য প্রতীচো জ্ঞানম্ ইত্যুক্ত্যা প্রকরণবিষয়ত্বম্ অস্য উচ্যতে। তেন বিষয়-বিষয়িভাবঃ সম্বন্ধোঽপি তস্য সূচিতো বেদিতব্যঃ। জ্ঞানশব্দপ্রয়োগাৎ জিজ্ঞাসূনাম্ ইষ্টত্বাৎ জ্ঞানস্য প্রয়োজনত্বং ধ্বনিতম্। তস্য উপদেশ-

---

দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়া 'বিষয়,' 'প্রয়োজন' 'অধিকারী' ও 'সম্বন্ধ'রূপ—অনুবন্ধচতুষ্টয় প্রদর্শন করিবার জন্য 'উদ্দেশে' তাহার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। অর্থাৎ গ্রন্থের নামমাত্রদ্বারা গ্রন্থের বক্তব্যবিষয়াদিরূপ অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের সূচনা করিতেছেন। (যেহেতু 'নামধেয়েন স্বরূপকথনম্ উদ্দেশঃ' অর্থাৎ নাম উল্লেখ করিয়া বস্তুর স্বরূপকথনের নাম 'উদ্দেশ'।)

এখানে "আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ" এই গ্রন্থের এই নাম বা উদ্দেশ-দ্বারা ইহার স্বরূপ অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়াদি কথিত হইল। আর তাহার ফলে—"আত্মজ্ঞান" এই শব্দদ্বারা আত্মজ্ঞান এই প্রকরণের 'বিষয়'—ইহা উক্ত হইল। কারণ, "আত্মজ্ঞান"শব্দের অর্থ—আত্মার জ্ঞান। অর্থাৎ গ্রন্থমধ্যে পরে বক্তব্য, অনারোপিতস্বভাব যে আত্মা, তাহারই জ্ঞান—ইহা বলা হইল। সুতরাং আত্মজ্ঞানই এই প্রকরণগ্রন্থের 'বিষয়'—ইহাই বলা হইল।

আর এতদ্দ্বারা এই গ্রন্থের বিষয়বিষয়িরূপ 'সম্বন্ধ'ও সূচিত হইল—বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ 'আত্মজ্ঞান' এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য 'বিষয়', এবং গ্রন্থ হইল বিষয়ী, সুতরাং 'আত্মজ্ঞান' ও 'এই প্রকরণ গ্রন্থের' মধ্যে 'বিষয়বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধ'—ইহাই বলা হইল।

বাক্যমধ্যে "জ্ঞান"শব্দের প্রয়োগ থাকায় এবং জ্ঞান জিজ্ঞাসুগণের অভিলষিত বলিয়া জ্ঞানই যে এই গ্রন্থের 'প্রয়োজন'—ইহাও ধ্বনিত হইল। সুতরাং "আত্মজ্ঞান" এই একটী শব্দদ্বারাই এই গ্রন্থের "বিষয়" "প্রয়োজন" ও "সম্বন্ধ" এই অনুবন্ধত্রয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। (অধিকারী নামক অনুবন্ধের কথা পরে কথিত হইতেছে।)

বিধিঃ—উপদেশপ্রকারঃ। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইতি শ্রুতেঃ, আচার্য্যোপদেশম্ অন্তরেণ আত্মজ্ঞানং লব্ধুম্ অশক্যমিতি দর্শয়িতুম্ উপদেশগ্রহণম্, উপদেশশ্চ গুরুসম্প্রদায়ঃ। ন চ তন্মাত্রম্ আত্মজ্ঞানম্ উৎপাদয়িতুম্ অলম্ অধিকারিভেদাৎ। যদ্যপি গুরূপদেশমাত্রাদ্ উত্তমঃ অধিকারী তত্ত্বং প্রতিপত্তুং প্রভবতি, তথাপি মন্দমধ্যময়োঃ ন তথা সম্ভবতীতি সর্ব্বাধিকারিণঃ অনুরোদ্ধুং প্রকারভেদবাচী বিধিশব্দঃ। এতেন তস্য জ্ঞানম্ উপদিশতীতি উপদেশশব্দস্য বিধিপর্য্যায়ত্বাৎ উপদেশবিধিরিতি পৌনরুক্ত্যমিতি প্রত্যুক্তম্। তৎ বিশেষং বিশদতয়া প্রকথয়িষ্যামো যেন সংশয়াদেঃ অনবকাশত্বম্ ইত্যর্থঃ।

"উপদেশবিধি"পদের অর্থ-নির্ণয়।

এখন এই আত্মজ্ঞানের 'উপদেশবিধি' অর্থাৎ উপদেশের প্রকার—এই অর্থে "আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি" শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "আচার্য্য-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট পুরুষই জানিতে পারেন"—এইরূপ শ্রুতি থাকায়, আচার্য্যের উপদেশ ভিন্ন যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না—ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য এস্থলে 'উপদেশ' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে। উপদেশ শব্দের অর্থ—গুরুসম্প্রদায় অর্থাৎ গুরুমুখলব্ধবিষয়। আর কেবল মাত্র গুরুসম্প্রদায় বা উপদেশের দ্বারা সকলের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না; কারণ, অধিকারীর ভেদ আছে। যদিও উত্তম অধিকারী কেবল মাত্র গুরুর উপদেশবশতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তথাপি মন্দ (অধম) ও মধ্যম অধিকারীর পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না, এই নিমিত্ত সকল অধিকারীর অনুরোধে প্রকারবিশেষবাচক "বিধি"শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা "তাহাকে জ্ঞান উপদেশ করে" এই বাক্যে "উপদেশ" শব্দ "বিধি"শব্দের পর্য্যায় শব্দ হয় বলিয়া "উপদেশবিধি" পদের অর্থ "বিধিবিধি" হইয়া পুনরুক্তি দোষ হয়—এইরূপ আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইল। সুতরাং "উপদেশবিধি" পদের

অভিধেয়াদ্যনুবন্ধম্ উপক্ষিপতি **"মুমুক্ষবে"** ইত্যাদি। ন হি মোক্ষাপেক্ষাম্ অন্তরেণ তদুপায়ে জ্ঞানে পুরুষঃ অধিক্রিয়তে, শ্রুতং হি এবমেব ভগবদ্‌দৃশেভ্যঃ "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" ইতি, "সোঽহং ভগবন্ শোচামি তং মা ভগবন্ শোকস্য পারং তারয়তু" ইতি প্রক্রমনিদর্শনাৎ, "ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্" ইত্যাদিবচনাচ্চ সংসারং

অর্থ হইল—উপদেশের প্রকার। আত্মজ্ঞানের সেই প্রকারবিশেষকে "ব্যাখ্যাস্যামঃ" অর্থাৎ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিব, অর্থাৎ যাহাতে সংশয় ভ্রান্তি প্রভৃতির অবকাশ না থাকে এরূপভাবে ব্যাখ্যা করিব। ইহাই "অথ আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ" বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ।

অধিকারী নিরূপণ।

'মুমুক্ষবে' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা গ্রন্থকার অভিধেয়াদি অর্থাৎ বিষয়াদি অনুবন্ধচতুষ্টয়ের উপসংহার করিতেছেন, অর্থাৎ অধিকারী নামক চতুর্থ অনুবন্ধের বিষয় বলিতেছেন। মোক্ষে যদি অপেক্ষা না থাকে, তাহা হইলে মোক্ষের উপায় যে জ্ঞান তাহাতে পুরুষ অধিকারী হয় না। "ভবাদৃশ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ইহা শ্রুত হইয়াছে," "আত্মজ্ঞ শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন," "হে ভগবন্! সেই আমি শোক করিতেছি, আপনি আমাকে শোকের পরপারে লইয়া যান" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উপক্রমে দৃষ্ট হওয়ায়, এবং "ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উপসংহারে দেখা যায় বলিয়া লোকে সংসার পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপ্রেপ্সার বিশেষণতাতে অধিকারী হয়—বুঝা যায়, অর্থাৎ কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে লোকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য যে ইচ্ছা' সেই ইচ্ছা-যুক্ত হয়—তাহা বুঝা যায়। আর তাদৃশ ব্যক্তির অপেক্ষিত যে মোক্ষ, সেই মোক্ষের উপায় যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানে, এবং সেই জ্ঞানের বহিরঙ্গ-হেতু যে কর্ম্মাদি, সেই কর্ম্মাদিতে, এবং তাহাদের উপদেশে, এবং সেই উপদেশকর্ত্তা যে আচার্য্য সেই আচার্য্যে শ্রদ্ধাব্যতীত, মোক্ষের

পরিত্যজ্য ব্রহ্মপ্রেপ্সাবিশেষণতায়াম্ অধিকারিণো ভবন্তীতি অবগম্যতে। ন চ তস্য অপেক্ষিতমোক্ষে তদুপায়ে জ্ঞানে তদনন্তরং বহিরঙ্গহেতুষু তদুপদেশে তৎকর্ত্তরি চ আচার্য্যে শ্রদ্ধাম্ অন্তরেণ অপেক্ষিতমোক্ষোপয়িকে জ্ঞানে অধিকারো যুজ্যতে, "শ্রদ্ধস্ব সৌম্য শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বা" "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপ্রামাণ্যাৎ তৎফলতদুপায়য়োঃ শ্রদ্ধধানস্যৈব অধিকারাধিগমাৎ, ন চ পুত্রাদ্যেষণাত্রয়পরিত্যাগাভাবে তৎপরবশস্য প্রকৃতে অধিকারঃ সেদ্ধুম্ অর্হতি। "আত্মানমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি জ্ঞানাধিকারিণি পারিব্রাজ্যবিধানাৎ "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ" ইতি চ তস্মিন্ শমাদিভিঃ সহ উপরতি-শব্দিতকর্ম্মপরিত্যাগশ্রবণাচ্চ। ন চ ঐহিকামুষ্মিকার্থভোগবিরাগাদ্ ঋতে

উপায়ভূত উক্ত জ্ঞানে অধিকার হয়—এরূপ সম্ভব হয় না। কারণ, "হে প্রিয়দর্শন! তুমি শ্রদ্ধালু হও, শ্রদ্ধা যাঁহার বিত্ত এইরূপ হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ কর," "শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতির প্রামাণ্যহেতু জ্ঞানের ফল যে মোক্ষ, এবং মোক্ষের উপায় যে জ্ঞান, তাহাতে শ্রদ্ধালু ব্যক্তির অধিকার অবগত হওয়া যাইতেছে। আর পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা—এই ত্রিবিধ এষণা অর্থাৎ কামনা পরিত্যাগ না করিলে এষণাপরতন্ত্র ব্যক্তির প্রকৃত আত্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে না। কারণ, "মুমুক্ষুগণ আত্মরূপ 'লোক' লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানাধিকারীর পক্ষে সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে, এবং "শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু" ইত্যাদি শ্রুতিতে শমাদির সহিত উপরতিশব্দবাচ্য কর্ম্মপরিত্যাগও শ্রুত হওয়া যাইতেছে। আর ঐহিক সুখে ও পারলৌকিক স্বর্গাদিরূপ বিষয়ভোগে বৈরাগ্য ব্যতীত প্রস্তাবিত জ্ঞানে অধিকার সম্ভব হয় না; কারণ, "ব্রাহ্মণ কর্ম্মার্জ্জিত অথবা কর্ম্মসঞ্চিত লোক অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু সকল

প্রকৃতজ্ঞানে অধিকারঃ সম্ভবতি, "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদম্ আয়াৎ" ইতি চ অধিকারিবিশেষণত্বেন বৈরাগ্যং শ্রূয়তে। তদেবম্ অধিকারিণে সাধনচতুষ্টয়বিশিষ্টায় আত্মজ্ঞানম্ উপদেষ্টব্যং তেষু হি সৎসু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতুং শক্যতে জ্ঞাতুং চ ইতিদর্শনাদ্ ইত্যর্থঃ।

নমু প্রয়োজনম্ ইষ্টলক্ষণম্ ইষ্টং, তচ্চ অভ্যুদয়ো নিঃশ্রেয়সং চ ইতি প্রসিদ্ধম্, আত্মজ্ঞানাৎ কেচিদ্ উদ্বেগভাজো দৃশ্যন্তে তথাচ কথম্ আত্মজ্ঞানং প্রকরণস্য প্রয়োজনত্বেন প্রদর্শিতম্? ইতি তত্রাহ "**আত্মা**" ইত্যাদি। অনাত্মলাভস্য অজ্ঞানত্বেন অনর্থত্বাৎ, তল্লাভস্য জ্ঞানাত্মনঃ

পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ তাহাদের অনিত্যত্ব নিশ্চয় করিয়া বৈরাগ্য লাভ করিয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে অধিকারীর বিশেষণরূপ বৈরাগ্য শ্রুত হওয়া যাইতেছে। অতএব সাধনচতুষ্টয়বিশিষ্ট অধিকারীকে আত্মজ্ঞান উপদেশ করিবে, এবং সেই সকল সাধন থাকিলে মানব ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিতে এবং জানিতে সমর্থ হয়—ইহা শ্রুতিতেই দৃষ্ট হয়। সাধনচতুষ্টয় বলিতে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ এবং মুমুক্ষুত্ব—এই চারিটী বুঝায়। ইহারা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মজ্ঞানের যে অধিকারী হইবে তাহার বিশেষণ। এইরূপে এই বাক্যদ্বারা এই গ্রন্থের অভিধেয়াদি অনুবন্ধচতুষ্টয় কথিত হইল।

আত্মজ্ঞান যে প্রয়োজন তাহাতে শঙ্কা ও তাহার পরিহার।

এখন শঙ্কা হইতেছে যে, আত্মজ্ঞানকে যে 'প্রয়োজন' বলা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, ইষ্টলক্ষণ যে ইষ্ট তাহাই প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ যথার্থ অভিলষিত বস্তুই 'প্রয়োজন' হইয়া থাকে। আর সেই 'প্রয়োজন' অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স—এই দুইটী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু দেখা যায়, কোন কোন লোক আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াও উদ্বেগযুক্ত থাকেন, আর তাহা হইলে আত্মজ্ঞান কিরূপে এই প্রকরণগ্রন্থের প্রয়োজনরূপে প্রদর্শিত হইল? এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য

দ্রষ্টুঃ দৃশ্যঃ অন্যঃ—ইতি প্রসিদ্ধঃ লোকে। অথ কঃ আত্মা ইতি।২

আত্মনির্ণয় প্রস্তাবনা।

দ্রষ্টা হইতে দৃশ্য পৃথক্—ইহা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ, এখন তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতেছে—আত্মা কি? ।২

তন্নিবৃত্তত্বেন পুরুষার্থত্বাৎ, তস্যৈব নিঃশ্রেয়সত্বাৎ। তস্মাৎ পরস্য নিরতিশয়স্য লাভস্য অভাবাৎ, অভ্যুদয়স্য ততঃ অর্ব্বাচীনত্বেন পুরুষার্থাভাসত্বাৎ। "আত্মলাভাৎ ন পরং বিদ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ আত্মজ্ঞানানধিকৃতানাম্ উদ্বেগেঽপি সাধনবিশেষবতাম্ অধিকৃতানাং তত্র সম্যগধিকারিভিঃ রুচিদর্শনাৎ তস্য প্রয়োজনম্ ইতি বচনম্ উচিতমেব ইত্যর্থঃ।১

নন্বাত্মনঃ নিত্যলব্ধত্বাদ্ অলাভাভাবাৎ অজ্ঞানাৎ তদলাভাভিমানে

'আত্মলাভাৎ' ইত্যাদি বাক্য বলিতেছেন। অনাত্মবস্তুর লাভ অজ্ঞানরূপ বলিয়া তাহা অনর্থ, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ আত্মার লাভ অবিদ্যানিবর্ত্তক বলিয়া পুরুষার্থ, আর তাহাই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি। অতএব 'পর' অর্থাৎ নিরতিশয় লাভ না হওয়ায় স্বর্গাদি অভ্যুদয়কে আত্মলাভ হইতে হীন বলিতে হইবে, তজ্জন্য অভ্যুদয়কে পুরুষার্থাভাস বলা হয়। 'আত্মলাভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লাভ কিছুই নাই' ইত্যাদি স্মৃতি থাকায় আত্মজ্ঞানে অনধিকারিগণের উদ্বেগ হইলেও পূর্ব্বোক্ত শমাদি সাধনবিশেষযুক্ত অধিকারিগণের আত্মজ্ঞানে সম্যক্‌রূপে রুচি দেখা যায় বলিয়া 'আত্মজ্ঞানই প্রয়োজন'—এই বাক্য যুক্তিযুক্তই হইতেছে।১

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পার্থক্য অবলম্বনে উপদেশসূচনা।

যদি বল—আত্মা স্বস্বরূপ বলিয়া তাহা ত নিত্যলব্ধ, তাঁহার কখনও অপ্রাপ্তি নাই, অজ্ঞানবশতঃ আত্মলাভ হয় নাই বলিয়া অভিমান হইয়া থাকে, সুতরাং আত্মজ্ঞানকেই আত্মলাভ বলা হয় বলিয়া জ্ঞানের উপায়

জ্ঞানস্যৈব তল্লাভত্বাৎ জ্ঞানোপায়ানভিধানে কুতো জ্ঞানসিদ্ধিঃ—ইত্যাশঙ্ক্য দ্রষ্টৃদৃশ্যবিবেকাত্মকজ্ঞানোপায়ম্ উপদিদিক্ষুঃ আদৌ প্রসিদ্ধম্ অর্থং নির্দ্দিশতি—**দ্রষ্টুরি**ত্যাদি। দেবদত্তাদ্ দ্রষ্টুঃ সকাশাৎ দৃশ্যো ঘটঃ অন্যো ভবতি ইতি কৃত্বা লোকব্যবহারমেব নিমিত্তীকৃত্য দ্রষ্টৃদৃশ্যবিবেকাত্মকো জ্ঞানস্য উপায়ঃ প্রসিদ্ধঃ অস্তি ইত্যর্থঃ।

ননু দ্রষ্টৃশব্দেন আত্মা উচ্যতে, স চ দেহাদিষু অন্যতমত্বাৎ প্রসিদ্ধিম্ উপগতো ন ব্যুৎপাদ্যতাম্ অপেক্ষতে, তথাচ আত্মজ্ঞানম্ উপদেষ্টুম্ অশ্লিষ্টা প্রবৃত্তিঃ ইতি মন্বানঃ চোদয়তি—**অথে**ত্যাদি।২

কি তাহা না বলিলে কিরূপে জ্ঞানোৎপত্তি হইবে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া দ্রষ্টা আত্মা ও দৃশ্য অনাত্মবস্তুর বিবেকরূপ জ্ঞানোপায় উপদেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে 'দ্রষ্টুঃ দৃশ্যঃ অন্যঃ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রসিদ্ধ পদার্থের নির্দ্দেশ করিতেছেন। অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে যে প্রসিদ্ধ ভেদ, সেই ভেদ দ্বারা উপদেশ করিতেছেন। অর্থাৎ দ্রষ্টা যে দেবদত্ত, তাহার নিকট হইতে দৃশ্য ঘট ভিন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ বলিয়া—লোকব্যবহারকেই নিমিত্ত করিয়া অর্থাৎ অবলম্বন করিয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিবেকরূপ যে জ্ঞানোপায়, যাহা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধই আছে, তাহাই বলিতেছেন।

আত্মনির্ণয়প্রস্তাবনা।

এখন তাহা যদি হয় তবে "দ্রষ্টুঃ" শব্দের দ্বারা ত আত্মাই কথিত হইতেছে, আর তাহা দেহাদির মধ্যে অন্যতম, অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি প্রভৃতির মধ্যে কোন একটি বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকায়, তাহার আর ব্যুৎপাদন করিবার অপেক্ষা করে না। অর্থাৎ তাহাকে আর বুঝাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। আর তাহা হইলে আত্মজ্ঞানের উপদেশ করিবার প্রবৃত্তি সঙ্গত নহে—ইহাই মনে করিয়া '**অথ**' ইত্যাদি দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন।২

দেহস্তাবৎ আত্মা ন ভবতি, রূপাদিমত্ত্বেন উপলভ্য-মানত্বাৎ; যথা ঘটাদয়ঃ রূপাদিমন্তঃ চক্ষুরাদিকরণৈঃ উপলভ্যন্তে এবং দেহোঽপি রূপাদিমান্, চক্ষুরাদিকরণৈঃ উপলভ্যতে 'অয়ম্' ইতি।৩

দেহ আত্মা নহে কেন ?

দেহ কিন্তু আত্মা হইতে পারে না, যেহেতু তাহা রূপাদি-বিশিষ্টরূপে উপলভ্যমান হয়, যেমন ঘটাদি রূপাদিবিশিষ্ট বলিয়া চক্ষুরাদি করণসমূহদ্বারা উপলব্ধ হয়, তদ্রূপ দেহও রূপাদিবিশিষ্টরূপে চক্ষুরাদি করণসমূহদ্বারা 'এই' বলিয়া উপলব্ধ হয়।৩

দেহাতিরিক্তম্ আত্মানং বক্তুং দেহস্য অনাত্মত্বম্ অনুশৃণোতি—**দেহে**ত্যাদি। দেহবিষয়াঽহম্প্রত্যয়স্য অনুগতিঃ অগ্রে বক্ষ্যতে। রূপাদি-মত্ত্বাৎ উপলভ্যমানত্বাৎ চ ইতি হেতুদ্বয়ং বিবক্ষিতং; রূপবত্ত্বং স্পর্শবত্ত্বম্ ইতি একং হেতুং বিবক্ষিত্বা রূপাদিমত্ত্বাৎ ইতি আদি-পদম্।

দেহ আত্মা নহে কেন ?

'দেহস্তাবৎ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মাকে প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত দেহের অনাত্মত্ববিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। 'আমি গৌর' 'আমি স্থূল' ইত্যাদি অহংপ্রত্যয়ের সমাধান পরে বলা হইবে। "আমি দেহ নহি" ইহার প্রতি রূপাদিমত্ত্ব ও উপলভ্যমানত্ব—এই দুইটী হেতুই এখানে বক্তার অভিপ্রেত। রূপবত্ত্ব ও স্পর্শবত্ত্ব—এই একটী হেতুকে বিবক্ষা করিয়া বাক্যে 'রূপাদিমত্ত্বাৎ' এই 'আদি' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং 'দেহ আত্মা নহে' ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনুমান করা হইল, যথা—দেহ অনাত্মা (প্রতিজ্ঞা), যেহেতু তাহা রূপাদিমান এবং উপলভ্যমান (হেতু), যেমন ঘটাদি (দৃষ্টান্ত)। এখানে দেহ—'পক্ষ,' অনাত্মত্ব—'সাধ্য' এবং রূপাদিমত্ত্ব ও উপলভ্যমানত্ব 'হেতু'।

যো রূপাদিমান্ উপলভ্যমানশ্চ অসৌ ন আত্মা, যথা ঘটাদিঃ ইতি ব্যাপ্তিং ব্যনক্তি—"**যথে**"ত্যাদি। ব্যাপ্তিঃ পক্ষধর্ম্মতা ইতি উভয়ম্ অনুমানাঙ্গম্ অঙ্গীক্রিয়তে, তত্র ব্যাপ্তিম্ উক্ত্বা পক্ষধর্ম্মতাং হেতুদ্বয়স্য উপন্যস্যতি। ন চ উপলভ্যমানত্বম্ আত্মনি অনৈকান্তিকমিতি যুক্তং, তস্য বৃত্তিব্যাপ্যত্বেঽপি ফলত্বেন ফলব্যাপ্যত্বানভ্যুপগমাৎ ফলব্যাপ্যত্বস্য চ উপলভ্যমানত্বশব্দেন অভিলাপাৎ ইত্যবধেয়ম্।৩

"দেহ অনাত্মা"—এই অনুমানে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতা প্রদর্শন।

'যথা' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা যাহা রূপাদিধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহা আত্মা নহে, যেমন ঘটাদি—ইত্যাদিরূপ ব্যাপ্তি এখন প্রকাশ করিতেছেন। ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতা—এই দুইটীকে অনুমানের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে; হেতুর সাধ্যসামানাধিকরণ্য এবং সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবের নাম 'ব্যাপ্তি' এবং হেতুর পক্ষে থাকার নাম 'পক্ষধর্ম্মতা।' এস্থলে ব্যাপ্তির কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত হেতুদ্বয়ের পক্ষধর্ম্মতা বলিতেছেন।

দেহ অনাত্মা—এই অনুমানে ব্যভিচারের শঙ্কা ও সমাধান।

আর উপলভ্যমানত্বরূপ হেতু, সাধ্য যে অনাত্মত্ব তাহার অভাবের অধিকরণ যে আত্মা, সেই আত্মাতে থাকায়, (যেহেতু আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে,) হেতুতে অনৈকান্তিক হেত্বাভাস অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতারূপ সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস হইল ?—ইহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, আত্মা বৃত্তিব্যাপ্য অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয় হইলেও স্বয়ং ফলরূপ অর্থাৎ প্রকাশরূপ বলিয়া আত্মার ফলব্যাপ্যত্ব স্বীকার করা যায় না, অতএব এখানে উপলভ্যমানত্বশব্দের অর্থ—ফলব্যাপ্যত্ব বলা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। আর তাহার ফলে হেতু "উপলভ্যমানত্ব" সাধ্যাভাবাধিকরণ আত্মাতে আর থাকিল না। সুতরাং হেতুর অনৈকান্তিকতা দোষ আর হইল না।৩

যথা দাহ্যপ্রকাশ্যকাষ্ঠাদিব্যতিরিক্তঃ দাহকপ্রকাশকঃ অগ্নিঃ, তথা দৃশ্যাৎ দেহাৎ দ্রষ্টা ব্যতিরিক্তঃ আত্মা, সিদ্ধঃ ॥৪

অনাত্মা ভিন্ন আত্মার অনুমান।

যেমন দাহক ও প্রকাশক অগ্নি দাহ্য ও প্রকাশ্য কাষ্ঠাদি হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ দৃশ্য দেহ হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা আত্মা সিদ্ধ হইয়া থাকেন ॥৪

দেহস্য অনাত্মত্বম্ অনুমায় তদ্ব্যতিরিক্তস্য আত্মত্বম্ অনুমাতুং ব্যাপ্তিং কথয়তি—**যথে**ত্যাদি। যো দাহকঃ প্রকাশকো বা স দাহ্যাৎ প্রকাশ্যাচ্চ ব্যতিরিচ্যতে, যথা কাষ্ঠাদেঃ অগ্নিঃ, ইতি বিষয়বিষয়িণোঃ ব্যতিরেকসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। সম্প্রতি অনুমানম্ আহ—বিমতো দ্রষ্টা দৃশ্যাদ্ ভিদ্যতে, দ্রষ্টৃত্বাৎ, দেবদত্তবৎ। যদ্বা দেহঃ স্বব্যতিরিক্তদ্রষ্টৃকঃ, দৃশ্যত্বাদ্,

---

অনাত্মভিন্নত্বই—আত্মার অনুমান।

'যথা' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেহ যে আত্মা নহে—ইহা অনুমান করিয়া অনাত্মভিন্ন বস্তু যে আত্মা—ইহা অনুমানের দ্বারা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ব্যাপ্তি বলিতেছেন। যে দাহক বা প্রকাশক হয়, সে দাহ্য ও প্রকাশ্য হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে, যেমন দাহ্য ও প্রকাশ্য কাষ্ঠাদি হইতে দাহক ও প্রকাশক অগ্নি ভিন্ন, এইরূপে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ সিদ্ধ হইল; অর্থাৎ কাষ্ঠ দাহ্য ও প্রকাশ্য বলিয়া দাহ ও প্রকাশের বিষয়, অগ্নি দাহক ও প্রকাশক বলিয়া বিষয়ী—ইহাই তাৎপর্য্য।

এখন অনুমান বলিতেছেন—বিবাদের বিষয়ীভূত দ্রষ্টা—দৃশ্য হইতে ভিন্ন (প্রতিজ্ঞা), দ্রষ্টৃত্ব প্রযুক্ত (হেতু), যেমন—দেবদত্ত (দৃষ্টান্ত)। অর্থাৎ দ্রষ্টা দেবদত্ত ঘটাদি দৃশ্যবস্তু হইতে ভিন্ন, যেহেতু সে দ্রষ্টা।

অথবা—দেহ—দেহভিন্নদ্রষ্টৃযুক্ত (প্রতিজ্ঞা); দৃশ্যত্বপ্রযুক্ত (হেতু), যেমন—ঘট (দৃষ্টান্ত)।

এতস্মাদপি কারণাৎ দেহব্যতিরিক্তঃ আত্মা, স্বাপ-মরণাদিদর্শনাৎ ।৫।

দেহ আত্মা নহে—তাহার অনুমান।

এই কারণেও আত্মা দেহব্যতিরিক্ত, অর্থাৎ স্বপ্ন ও মরণাদি দেখা যায় বলিয়া আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন ।৫

ঘটবৎ। অথবা দেহঃ স্বব্যতিরিক্তপ্রকাশকপ্রকাশ্যঃ, প্রকাশ্যত্বাৎ, কাষ্ঠাদি-বৎ। আত্মা বা স্বপ্রকাশ্যাৎ ভিদ্যতে, প্রকাশকত্বাৎ, অগ্নিবৎ ইত্যর্থঃ ।৪

অত্রৈব অনুমানান্তরম্ আহ—**এতস্মাদি**ত্যাদি। তদেব কারণং দর্শয়তি। স্বাপমরণমূর্চ্ছাসু সত্যপি দেহে গমনাদিব্যবহারাভাবাৎ জাগরিতাদৌ চ তদ্দর্শনাৎ আগন্তুকব্যাপারবত্ত্বাৎ পরাধীনম্ অস্য তদ্বত্ত্বং

অথবা—দেহ—দেহভিন্ন-প্রকাশক বস্তুর দ্বারা প্রকাশ্য (প্রতিজ্ঞা), প্রকাশ্যত্বপ্রযুক্ত (হেতু), যেমন—কাষ্ঠাদি (দৃষ্টান্ত)।

অথবা—আত্মা—আত্মপ্রকাশ্য বস্তু হইতে ভিন্ন (প্রতিজ্ঞা), প্রকাশকত্বপ্রযুক্ত (হেতু), যেমন—অগ্নি (দৃষ্টান্ত)। ইহাই হইল—আত্মার সিদ্ধিতে অনুমান ।৪

দেহ আত্মা নহে কেন ? তাহার দ্বিতীয় অনুমান।

'এতস্মাদপি' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেহভিন্ন আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে অন্য অনুমান বলিতেছেন। এস্থলে "স্বাপমরণাদিদর্শনাৎ" এই বাক্যে অনুমানের সেই 'হেতু' প্রদর্শন করিতেছেন। ইহার অর্থ—নিদ্রা মরণ ও মূর্চ্ছা অবস্থায় দেহ বিদ্যমান থাকিলেও গমনাদিব্যবহার না থাকায়, এবং জাগরিতাদি অবস্থায় সেই গমনাদি দৃষ্ট হয় বলিয়া এবং সেই গমনাদি ব্যাপার আগন্তুক হইয়া থাকে বলিয়া, অর্থাৎ সর্ব্বদা দেহের গমনাদিব্যাপার থাকে না বলিয়া দেহের সেই ব্যাপার পরাধীন; সেই 'পর' এখানে আত্মা, ইহা বুঝা যাইতেছে। সুতরাং অনুমানের আকার হইল—দেহ—দেহভিন্ন চেতনপ্রযুক্ত ব্যাপারের আশ্রয় (প্রতিজ্ঞা), কাদাচিৎকব্যাপারবত্ত্ব-

যস্মিন্ কালে দেহং সংব্যাপ্য বর্ত্ততে আত্মা কাষ্ঠাদিবৎ তদা দেহো ব্যবহারযোগ্যঃ ভবতি, যদা দেহাৎ অপসর্পতি তদা দেহঃ কাষ্ঠাদিসদৃশঃ ভবতি, তস্মাৎ দেহব্যতিরিক্তঃ আত্মা সিদ্ধঃ ।৬

পূর্ব্বোক্ত অনুমানে হেত্বসিদ্ধিশঙ্কা ও পরিহার।

যে সময় আত্মা দেহ ব্যাপিয়া থাকে, কাষ্ঠাদির ন্যায় দেহ তখন ব্যাপার অর্থাৎ চেষ্টা করিবার যোগ্য হয়, আর যখন দেহ হইতে অপসৃত হয়, তখন দেহ কাষ্ঠাদিসদৃশ হয় ; সেই-হেতু আত্মা দেহভিন্ন ইহা সিদ্ধ হইল ।৬

গম্যতে। দেহঃ স্বব্যতিরিক্তচেতনপ্রযুক্তব্যাপারাধারঃ, কাদাচিৎক-ব্যাপারবত্ত্বাৎ, রথাদিবৎ ইত্যর্থঃ ।৫

নমু দেহস্য স্বসত্তাকালে স্বপরান্যতরব্যবহারাব্যভিচারিণো ন যুক্তম্ আগন্তুকব্যাপারবত্ত্বম্ ইতি হেত্বসিদ্ধিম্ আশঙ্ক্য পরিহরতি। যথাহি

প্রযুক্ত অর্থাৎ কদাচিৎ-উৎপন্নব্যাপারবত্ত্বপ্রযুক্ত (হেতু), যেমন—রথাদির ব্যাপার (দৃষ্টান্ত)। ইহাই অর্থ ।৫

পূর্ব্বোক্ত অনুমানে হেত্বসিদ্ধিশঙ্কা ও পরিহার।

এক্ষণে—"যস্মিন্" ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বোক্ত অনুমানে যে 'কাদাচিৎক-ব্যাপারবত্ত্ব' হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে যে, যখন দেহের নিজ সত্তা থাকে, তখন দেহ কিংবা দেহভিন্ন আত্মা—এই উভয়ের মধ্যে একটীর ব্যবহার অবশ্য থাকে, তাহার কখনও ব্যভিচার হয় না। সুতরাং দেহের আগন্তুকব্যাপারবত্ত্ব যুক্ত নহে—এইরূপে হেতুর অসিদ্ধি অর্থাৎ পক্ষরূপ দেহে আগন্তুকব্যাপারবত্ত্ব হেতুটী থাকিতেছে না—এইরূপ অসিদ্ধি আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন।

(তাৎপর্য্য এই যে এস্থলে, আগন্তুকত্ব হেতু দেখিয়াই দেহের ক্রিয়াদি-ব্যাপার আত্মপ্রযুক্ত বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, কিন্তু ক্রিয়াদিব্যাপার

কাষ্ঠনিষ্ঠো বহ্নিঃ সর্ব্বং তদ্ব্যাপ্য দাহপাকাদিব্যবহারযোগ্যতাম্ উপগতো দৃশ্যতে, ন পুনঃ অসৌ তত্র সত্তামাত্রেণ ব্যবহারযোগ্যঃ অঙ্গীক্রিয়তে তদা কাষ্ঠস্যাপি দাহাদিব্যবহারযোগ্যতা উপপদ্যতে, তথা যত্র জাগ্রদবস্থায়াম্ আত্মা দেহব্যাপ্তিং তস্মিন্ 'অহম্'-অভিমানরূপাং কৃত্বা ব্যবতিষ্ঠতে তদা দেহঃ স্বয়ম্ অভিমানবদনাদিব্যবহারযোগ্যঃ সম্পদ্যতে, যদা চ স্বাপাদৌ দেহাৎ আত্মা অপসর্পতি তত্র অহমভিমানপরিত্যাগরূপাম্ অপসৃতিম্ উপগচ্ছতি তদা দেহঃ অভিমানবদনাদিযোগ্যো ন ভবতি। ন হি কাষ্ঠাদেঃ তথাবিধযোগ্যতা উপলভ্যতে।

যৎ তু দেহস্য স্বসত্তায়াং স্বপরান্তরব্যবহারবিষয়ত্বং তৎ কাষ্ঠাদেরপি

আত্মপ্রযুক্ত হইলে আগন্তুকত্বহেতুই সিদ্ধ হয় না। কারণ, আত্মা সর্ব্বব্যাপী, তাহার সহিত দেহের যোগ সর্ব্বদাই আছে। সুতরাং আত্মা ক্রিয়াদির প্রয়োজক হইলে দেহে ক্রিয়াদি সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকা উচিত। অতএব দেহরূপ পক্ষে উক্ত হেতুই সিদ্ধ হয় না। ইহার পরিহার এই—)

যেমন কাষ্ঠে অবস্থিত অগ্নি, সমস্ত কাষ্ঠ ব্যাপিয়া থাকিয়া সেই কাষ্ঠ দাহ ও পাকাদি ব্যবহারের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়—ইহা দেখা যায়, কিন্তু অগ্নির অস্তিত্ব থাকিলেই যে তাহার দাহ ও পাকাদি ব্যবহারযোগ্যতা হয়, ইহাত স্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ সমস্ত কাষ্ঠ ব্যাপিয়া বহ্নি থাকিয়া কাষ্ঠেরও দাহাদিব্যবহারযোগ্যতা উৎপন্ন হয়। সেইরূপ যখন জাগ্রদ্দশাতে আত্মা দেহ ব্যাপিয়া অর্থাৎ আত্মা দেহে 'আমি' এইরূপ অভিমান স্থাপন করিয়া অবস্থান করেন, তখন দেহ নিজে অভিমানবিশিষ্ট অনাদিব্যবহারের যোগ্যতা লাভ করে। আর যখন সুষুপ্তিকালে দেহ হইতে আত্মা চলিয়া যান, অর্থাৎ দেহে 'আমি' এইরূপ অভিমান ত্যাগ করেন, তখন দেহ অভিমানবিশিষ্ট অনাদি ব্যবহারযোগ্য হয় না। আর কাষ্ঠাদিরও দাহপাকাদিযোগ্যতা দেখা যায় না।

আর যে বলা হইয়াছে—দেহের অবস্থান কালে দেহ কিংবা দেহভিন্ন

তুল্যং স্বয়ংকর্ত্তৃকাদিব্যবহারগোচরত্বং তু দেহস্য আগন্তুকমেব ইতি নাস্তি হেত্বসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ।

ন চ উক্তানাম্ অনুমানানাম্ অনাত্মত্বম্ অভিধেয়ম্, তত্র হেত্বভিধানানভিধানয়োঃ তদযোগাদিতি মত্বা প্রাগুক্তানুমানানাং ফলম্ উপসংহরতি—**তস্মাদি**তি।৮

আত্মা এই উভয়ের একটীব ব্যবহারবিষয়ত্ব দেখা যায়, তাহা কাষ্ঠাদির পক্ষেও সমান। কিন্তু দেহের স্বয়ংকর্ত্তৃকাদিব্যবহারগোচরতা আগন্তুকই হয়, অর্থাৎ দেহ স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া গমনাদিব্যবহাব সর্ব্বদা করে না; কারণ, নিদ্রাদি অবস্থায় ব্যবহার থাকে না, সুতরাং দেহের ব্যাপার আগন্তুক, অতএব হেত্বসিদ্ধি দোষ নাই। অর্থাৎ দেহরূপ পক্ষে কাদাচিৎকব্যাপারবত্ত্ব বা আগন্তুকব্যাপারবত্ত্ব হেতুটী থাকিল।

(তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা ব্যাপক, সুতরাং তাহার সর্ব্বসময়েই দেহের সহিত নির্লেপভাবে সংযোগ আছে সত্য, কিন্তু কেবল সংযোগবশতঃই আত্মা দেহকে পরিচালিত করে না, দেহে অহংভাব যুক্ত হইলে তবে দেহ পরিচালিত হয়। এই অহংভাব বা অহম্-অভিমান দেহব্যাপারের হেতু, ইহাকেই আত্মার দেহব্যাপ্তি বলা যায়। যেরূপ কাষ্ঠে যতক্ষণ অগ্নি ব্যাপিয়া থাকে ততক্ষণই তাহার দাহকত্ব ও পাচকত্ব প্রভৃতি ব্যবহারযোগ্যতা দেখা যায়। সত্তামাত্রেরই অগ্নিদ্বারা কাষ্ঠে উক্ত ব্যাপারসমূহ সাধিত হয় না। সেইরূপ আত্মা যতক্ষণ দেহকে ব্যাপিয়া থাকেন, অর্থাৎ দেহে অহংরূপ অভিমান করেন, ততক্ষণই দেহ গমন ও কর্ত্তৃত্বাদি ব্যবহারযোগ্যতা লাভ করে, কিন্তু যখন নিদ্রাদি অবস্থায় আত্মা দেহ হইতে অপসৃত হয়, অর্থাৎ দেহে অহংভাব পরিত্যাগ করে, তখন দেহ তাদৃশ যোগ্যতাবিহীন হইয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত কাষ্ঠাদির ন্যায় পড়িয়া থাকে। অবস্থানরূপ ব্যবহার সর্ব্বদা থাকিলেই যে অন্যান্য সকল ব্যবহারকেও আগন্তুক বলিতে হইবে তাহাও নহে। অবস্থান-ব্যবহার কাষ্ঠাদিতেও

চক্ষুরপি আত্মা ন ভবতি, রূপগ্রহণসাধনত্বাৎ প্রদীপবৎ।৭। যথা প্রদীপেন করণেন রূপম্ উপলভ্যতে, তথা চক্ষুষাপি করণেন রূপম্ উপলভ্যতে।৮। এবম্ এব ইতরাণি অপি করণানি।৯

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আত্মা নহে কেন?

চক্ষুও আত্মা হইতে পারে না, যেহেতু তাহা প্রদীপের ন্যায় রূপগ্রহণের সাধন।৭। অর্থাৎ যেমন প্রদীপরূপ করণ-দ্বারা রূপ উপলব্ধ হয়, তদ্রূপ চক্ষুরূপ করণদ্বারা রূপ উপলব্ধ হয়।৮। এইরূপই অপর করণ গুলিও, অর্থাৎ কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক্ প্রভৃতিও করণ, তাহারা আত্মা নহে।৯

কেচিদ্ ইন্দ্রিয়াণাম্ আত্মত্বম্ 'অন্ধোঽহমিতি' প্রত্যয়ম্ আশ্রিত্য আশ্রয়ন্তে। তত্র চক্ষুষো মমপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ কেবলে চ তস্মিন্ অহং-

---

সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে, কিন্তু কাষ্ঠাদির দাহযোগ্যতাদি ব্যবহার যে আগন্তুক—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। সুতরাং দেহের কর্ত্তৃত্বাদি ও গমনাদি ব্যবহার আগন্তুক ব্যাপার—ইহা যুক্তিসিদ্ধ। অতএব হেত্বসিদ্ধি দোষ হইতে পারে না।)

পূর্ব্বে যে সকল অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারা যে অনাত্ম-বস্তুকে সাধন করিতেছে, তাহা মনে করা উচিত নহে। কারণ, সেই সকল অনুমানে উক্ত হেতুর প্রয়োগ ও অপ্রয়োগের সহিত অনাত্মবস্তুর সম্বন্ধ নাই। ইহা মনে করিয়া গ্রন্থকার 'তস্মাৎ' ইত্যাদি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অনু-মানের যে ফল তাহার উপসংহার করিতেছেন। অর্থাৎ উক্ত অনুমানের ফলে আত্মাই সিদ্ধ হয়, অনাত্মা সিদ্ধ হয় না—ইহাই বলিতেছেন।৬

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আত্মা নহে কেন?

কোন কোন বাদী 'আমি অন্ধ'—এইরূপ প্রত্যয়ের অনুরোধে ইন্দ্রিয়সমূহের আত্মত্ব স্বীকার করেন। তন্মধ্যে 'আমার চক্ষু'—এইরূপে

প্রত্যয়াভাবাদ্ অন্ধত্বাদিবিশিষ্টেন চ তত্র তৎপ্রত্যয়স্য অধ্যাসাদপি সিদ্ধেঃ ন তস্য আত্মত্বম্ ইতি অনুমানেন সাধয়তি—**চক্ষুরি**ত্যাদি। রূপগ্রহণং করণসাধ্যং, ক্রিয়াত্বাৎ, ছিদিক্রিয়াবৎ ইত্যনুমানাৎ পরিশেষতঃ রূপোপ-লব্ধিসাধনত্বেন চক্ষুঃ সিধ্যতি—ইতি হেতুসাধনার্থং রূপগ্রহণবিশেষণম্। উপকরণেঽপি প্রদীপে সাধনশব্দিতকারণত্বমাত্রম্ অস্তীতি মন্বানো দৃষ্টান্ত-মাহ—**প্রদীপবদি**তি।৭

যৎ করণং তৎ ন আত্মা, যথা প্রদীপঃ, ইতি ব্যাপ্তিং সাধয়তি—**যথে**ত্যাদি। ব্যাপ্তস্য হেতোঃ অসিদ্ধিম্ উদ্ধর্তুং পক্ষধর্ম্মতামাহ—**তথে**ত্যাদি।৮

চক্ষুঃ মমপ্রত্যয়ের বিষয় হওয়ায়, কেবল চক্ষুঃতে 'আমি অন্ধ'—এইরূপ যে অহংপ্রত্যয়, তাহা হয় না বলিয়া, আর চক্ষুঃ অন্ধত্বাদিবিশিষ্ট হওয়ায় চক্ষুতে অহংপ্রত্যয়ের আরোপহেতু 'আমি অন্ধ' এইরূপ প্রত্যয় সিদ্ধ হয়। অতএব 'চক্ষুরপি' ইত্যাদি বাক্যে অনুমানের দ্বারা চক্ষুর অনাত্মত্ব সাধন করিতেছেন।

যথা—রূপজ্ঞান—করণসাধ্য (প্রতিজ্ঞা), যেহেতু রূপজ্ঞান ক্রিয়া (হেতু), যেমন ছেদন ক্রিয়া (দৃষ্টান্ত)—এইরূপ অনুমানের দ্বারা পরিশেষে, অর্থাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের রূপগ্রহণযোগ্যতা বাধিত হওয়ায়, রূপের উপলব্ধির সাধনত্বরূপে চক্ষুঃ সিদ্ধ হইল। এইরূপ হেতুর সাধনের জন্য 'রূপগ্রহণ' এই বিশেষণটী প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রদীপ উপকরণ হইলেও সাধনশব্দবাচ্য কেবল করণত্ব তাহাতে আছে, এইটী মনে করিয়া 'প্রদীপবৎ' এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।৭

করণের অনাত্মত্ববিষয়ে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতা প্রদর্শন।

'যথা' ইত্যাদি দ্বারা যাহা করণ, তাহা আত্মা নহে, যেমন প্রদীপ—এই বলিয়া গ্রন্থকার ব্যাপ্তির সাধন করিতেছেন। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর অসিদ্ধি—নিরাসের জন্য 'তথা' ইত্যাদি দ্বারা পক্ষধর্ম্মতা বলিতেছেন।৮

চক্ষুষি দর্শিতং ন্যায়ং শ্রোত্রাদিষু অতিদিশতি—**এবমি**ত্যাদি। ন হি ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকম্ 'আত্মত্বম্ অবকল্পতে, মমপ্রত্যয়বিরোধাৎ, অহংপ্রত্যয়স্য চ তেষু অন্যেষু যথাসিদ্ধেঃ উক্তত্বাৎ। ন চ "মম আত্মা" ইতিবৎ ঔপচারিকঃ, তত্র মমপ্রত্যয়োঽপি ইতি যুক্তং, মুখ্যত্বে বাধকাভাবাৎ, আত্মনি চ মমপ্রত্যয়স্য আত্মশব্দবিরোধাৎ এব ঔপচারিকত্বধ্রৌব্যাৎ। ন চ তেষাং তত্র তত্র করণত্বেন অঙ্গীকৃতানাং আত্মত্বম্

চক্ষুর ন্যায় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অনাত্মত্ব কথন।

চক্ষুতে যে ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা 'এবমেব' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ে অতিদেশ করিতেছেন। ('ইহা অপরের মতন'—এইরূপ সাদৃশ্য প্রতিপাদের নাম অতিদেশ।) ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই আত্মা হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে 'আমার শ্রোত্র' এইরূপ মমপ্রত্যয়ের সহিত বিরোধ ঘটে। 'আমি বধির' এইরূপ অহংপ্রত্যয় ইন্দ্রিয়সমূহে যেরূপে সিদ্ধ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ অধ্যাসবশতঃ 'আমি বধির' ইত্যাদি জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বাস্তব নহে—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আর 'আমার আত্মা' এইরূপ প্রত্যয়ের ন্যায় 'মম শ্রোত্রং' এই প্রত্যয়ও ঔপচারিক হউক, আর তাহা হইলে "আমার আত্মা" জ্ঞান হইলেও যেমন 'আমিই আত্মা' সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ 'আমার কর্ণ' বলায় 'আমিই কর্ণাদি ইন্দ্রিয় হউক'—এইরূপ বলা যায় না; কারণ, "আমার শ্রোত্র" ইত্যাদি প্রয়োগ যে মুখ্য তাহাতে বাধক কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু—'আমার আত্মা' এস্থলে আত্মা ও আমি এক বলিয়া তথায় 'আমার' অর্থে আত্মশব্দপ্রয়োগে বিরোধ ঘটে; সুতরাং "আমার আত্মা" এখানে গৌণপ্রয়োগ নিশ্চিত, ইহা জানা যায়। "আমার শ্রোত্র" বলিলে এইরূপ বিরোধ ঘটে না। সুতরাং "আমার শ্রোত্র" ইত্যাদি প্রয়োগবশতঃ আমি শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় নহি—ইহা সিদ্ধ হইল।

মনোঽপি আত্মা ন ভবতি, দৃশ্যত্বাৎ, করণত্বাৎ চ প্রদীপবৎ।১০

মন আত্মা নহে কেন ?

মনও আত্মা হইতে পারে না, যেহেতু তাহা প্রদীপের ন্যায় দৃশ্য ও করণ।১০

উপপদ্যতে, প্রদীপাদিষু আত্মত্বাদর্শনাৎ। ন চ বহুষু তেষু প্রত্যভিজ্ঞানং প্রকল্পতে। ন চ একশরীরারূঢ়ত্বাৎ তেষু প্রত্যভিজ্ঞানম্ অবিরুদ্ধমিতি শ্রদ্ধেয়ম্, এককুঞ্জরারূঢ়েষু চৈত্রমৈত্রাদিষু তদনুপলম্ভাৎ। তস্মাৎ ন ইন্দ্রিয়াণাম্ আত্মত্বম্ ইত্যর্থঃ।৯

আর সর্ব্বত্র করণ বলিয়া স্বীকৃত শ্রোত্রাদির আত্মত্ব উপপন্ন হয় না, কারণ, প্রদীপাদিতে আত্মত্ব দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ করণ কখন ও কর্ত্তা হয় না। আর বহু ইন্দ্রিয়ে "সেই আমি" এইরূপ অনুভব ও স্মরণাত্মক জ্ঞান-রূপ যে প্রত্যভিজ্ঞা তাহাও সিদ্ধ হয় না; কারণ, যে আমি পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছি, সেই আমি এখন শ্রবণ করিতেছি,—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাও হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলা যায় না। আর চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল এক একটী শরীরেই অবস্থান করে বলিয়া "আমি ইন্দ্রিয়" বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞাতে কোন বিরোধ ঘটে না—এইরূপ বলিতে পার না; কারণ, একটী হস্তীতে আরূঢ় চৈত্র ও মৈত্র প্রভৃতি নানা ব্যক্তিতে প্রত্যভিজ্ঞার উপলব্ধি হয় না। অর্থাৎ চৈত্রের প্রত্যভিজ্ঞা মৈত্রের প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। অর্থাৎ একটী শরীরে চক্ষুঃ আছে, শ্রোত্রও আছে, যেমন একটী হস্তীতে চৈত্রও আছে মৈত্রও আছে, সুতরাং চক্ষুঃ যাহা দেখিবে, শ্রোত্র তাহা প্রত্যভিজ্ঞা করিবে, চৈত্র যাহা দেখিবে মৈত্র তাহা প্রত্যভিজ্ঞা করিবে—একথা বলা যায় না। অর্থাৎ যে আমি দেখিয়াছি, সেই আমি স্পর্শ করিতেছি—এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। অতএব ইন্দ্রিয় সকল আত্মা নহে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৯

বুদ্ধিরপি আত্মা ন ভবতি, দৃশ্যত্বাৎ করণত্বাৎ, প্রদীপবৎ।১১

বুদ্ধি আত্মা নহে কেন ?

বুদ্ধি ও আত্মা হইতে পারে না, যেহেতু তাহা প্রদীপের ন্যায় দৃশ্য এবং করণ।১১

কেচিৎ তু মনসঃ অহংপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ অহম্প্রত্যয়ালম্বনস্য চ আত্মত্বাৎ তদেব আত্মা ইতি মন্যন্তে তান্ প্রতি আহ—**মনোঽপি** ইতি। তত্রাপি পূর্ব্ববদ্ অহংপ্রত্যয়স্য মমপ্রত্যয়প্রহতস্য প্রমাণানুপপত্তিরিতি ভাবঃ।১০

বৌদ্ধাস্তু বুদ্ধিরেব আত্মা ইতি আচক্ষতে, তান্ প্রতি উক্তং—**বুদ্ধি**রিত্যাদি। সা চেদ্ দৃশ্যা ন সিধ্যেৎ, স্বপ্রকাশত্বে তস্যা জন্মাদ্য-যোগাদিপ্রতিপত্তিঃ। দৃশ্যত্বে যথোক্তার্থসিদ্ধেঃ। তস্যাশ্চ কর্ত্তৃত্বে

মন আত্মা নহে কেন ?

কেহ কেহ বলেন 'আমি সঙ্কল্পবান' ইত্যাদি প্রয়োগবশতঃ মন অহংপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হয়, আর যাহা অহংপ্রত্যয়ের আলম্বন তাহাই আত্মা ; সুতরাং মনই আত্মা ; এক্ষণে 'মনোঽপি' ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাদের মত খণ্ডন করিতেছেন। এস্থলেও পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব-খণ্ডনের বিচারের ন্যায় "আমার মন" এইরূপ মমপ্রত্যয়ের দ্বারা প্রতিহত অহংপ্রত্যয়ের অর্থাৎ "আমি সংকল্পবান্" এইরূপ জ্ঞানের কোন প্রমাণ নাই। অর্থাৎ "আমার মন" "আমার সংকল্প" ইত্যাদি জ্ঞান হয় বলিয়া "আমি মন" অর্থাৎ মনই আত্মা—এরূপ জ্ঞান যথার্থ হয় না, সুতরাং মন আত্মা নহে।১০

বুদ্ধি আত্মা নহে কেন ?

বৌদ্ধগণ বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া থাকে, 'বুদ্ধিরপি' ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা গ্রন্থকার তাঁহাদের মত খণ্ডন করিতেছেন। বুদ্ধি যদি দৃশ্য না হয়, তাহা হইলে বুদ্ধির স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করিতে হইবে, আর যদি বুদ্ধি স্বপ্রকাশ হয়, তাহা হইলে তাহার জন্ম, নাশ প্রভৃতির সহিত

প্রাণোঽপি আত্মা ন ভবতি, সুষুপ্তৌ চৈতন্যাভাবাৎ।১২ প্রাণস্য ইতরস্মিন্ কালে ভৃত্যস্বামিনোরিব সঙ্কীর্ণয়োঃ ন জ্ঞায়তে 'কস্য ইদং চৈতন্যম্' ইতি।১৩। সুষুপ্তে তু পুনঃ বিজ্ঞানরহিতঃ প্রাণ উপলভ্যতে।১৪

প্রাণ আত্মা নহে কেন।

প্রাণও আত্মা হইতে পারে না, যেহেতু সুষুপ্তিকালে চৈতন্যের অভাব হয়।১২। অন্য সময়ে প্রাণের, ভৃত্য ও প্রভুর ন্যায় অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা ও রাজকর্ম্মচারীকে যেমন নির্ণয় করা যায় না, তদ্রূপ সঙ্কীর্ণতা হয় বলিয়া অর্থাৎ চৈতন্য-স্বরূপ আত্মার সহিত প্রাণের মিশ্রিতভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া কাহার চৈতন্য ইহা জানা যায় না।১৩। সুষুপ্তিতে কিন্তু পুনরায় বিজ্ঞানরহিত প্রাণ উপলব্ধ হয়, সুতরাং প্রাণের চৈতন্য নাই।১৪

ব্যতিরিক্তা বুদ্ধিঃ সিধ্যেৎ, কর্ত্তুঃ অতিরিক্তকরণাপেক্ষত্বাৎ চক্ষুরাদীনাং চ নিশ্চায়কসাধারণকরণব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যযোগাৎ করণত্বে প্রদীপবদ্ অনাত্মত্বম্ অবিবাদম ইত্যর্থঃ।১১

হৈরণ্যগর্ভাস্তু প্রাণম্ আত্মানং প্রতিপদ্যন্তে, তান্ প্রতি আহ—

সম্বন্ধ নাই, এরূপ জ্ঞান হইত। কিন্তু বুদ্ধির জন্ম নাশ প্রসিদ্ধই আছে। আর যদি বুদ্ধি দৃশ্যা হয়, তাহা হইলে তাহার অনাত্মত্বই সিদ্ধ হয়। আর তাহার কর্ত্তৃত্ব যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কর্ত্রী বুদ্ধির অতিরিক্ত করণরূপ একটী বুদ্ধি স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, কর্ত্তা হইতে অতিরিক্ত করণের অপেক্ষা দেখা যায়। আর নিশ্চয়বৃত্তিবিশিষ্ট একটী সাধারণ করণ ব্যতীত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহেরও প্রবৃত্তি হয় না, আর বুদ্ধি করণ হইলে প্রদীপের ন্যায় বুদ্ধি যে আত্মভিন্ন অনাত্মা, ইহাতে কোনরূপ বিবাদ নাই।১১

প্রাণ ইতি। তস্যাপি মমপ্রত্যয়বিষয়ত্বেন দৃশ্যত্বাৎ আত্মত্বানুপপত্তিঃ। "প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়"মিতি করণত্বাঙ্গীকারাচ্চ। শ্রুতিবিরোধে চ আগমস্য অপ্রামাণ্যাৎ ইত্যর্থঃ।

প্রাণস্য অনাত্মত্বে হেত্বন্তরম্ আহ—**সুষুপ্তৌ** ইতি। ন হি তস্যাম্ অবস্থায়াং প্রাণে ব্যাপারবতি ভাত্যপি চৈতন্যম্ উপলভ্যতে। ন চ তস্মিন্ ভাত্যেব চৈতন্যানুপলব্ধৌ তস্য আত্মতা যুক্তা, তেন ন অসৌ আত্মা ইত্যর্থঃ।১২

নমু সুষুপ্তিবিশেষণাদ্ অবস্থান্তরে প্রাণস্য চৈতন্যম্ অনুমতম্ ইতি,

---

প্রাণ আত্মা নহে কেন?

হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণ প্রাণকে আত্মা বলিয়া থাকেন, 'প্রাণোঽপি' ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাদের মত খণ্ডন করিতেছেন। প্রাণও মমপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া দৃশ্য, সুতরাং তাহার আত্মত্ব সঙ্গত হয় না। 'প্রাণের দ্বারা অবর অর্থাৎ নিকৃষ্ট স্থূলশরীরকে রক্ষা করিয়া' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণের করণত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। শ্রুতিবিরুদ্ধ অন্য শাস্ত্র প্রমাণভূত নহে—ইহাই অর্থ।

প্রাণ আত্মা নহে—ইহাতে অন্য হেতু।

প্রাণ যে আত্মা নহে, এ বিষয়ে 'সুষুপ্তৌ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। সুষুপ্তিকালে প্রাণ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসাদি ব্যাপারবিশিষ্টরূপে উপলব্ধ হইলেও চৈতন্য উপলব্ধ হয় না। আর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসাদি ব্যাপারের উপলব্ধি হইলেই, চৈতন্য উপলব্ধ না হইলে, প্রাণকে আত্মা বলা সঙ্গত নহে। অতএব প্রাণ আত্মা নহে—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।১২

সুষুপ্তিবিশেষণের সার্থক্যপ্রদর্শন।

'সুষুপ্তৌ চৈতন্যাভাবাৎ' বাক্যে এই 'সুষুপ্তি' এই বিশেষণ থাকায় সুষুপ্তি ভিন্ন জাগ্রদাদি অবস্থাতে প্রাণের চৈতন্য অঙ্গীকৃত হয়, ইহা বুঝা

প্রতিভাতি, দৃশ্যতে হি "দক্ষিণেন অক্ষ্ণা ন পশ্যতি"ইত্যুক্তে বামেন পশ্যতি ইতি অত্রাহ—**প্রাণস্যে**তি। জাগরিতাদৌ চৈতন্যাধারে সন্দেহসম্ভবাৎ অসন্দেহার্থং সুষুপ্তগ্রহণং দৃশ্যতে খলু একস্মিন্নেব প্রদেশবিশেষে সন্নবেতয়োঃ ভৃত্যস্বামিনোঃ নানাবিধপদাতিবাজিধ্বজচ্ছত্রচামরপতাকাদিপরিচারিবৃতয়োঃ 'অয়ং নরপতিঃ' ইতিনির্দ্ধারণাসিদ্ধৌ কস্য ইদমিতি সন্দিহ্যমানত্বং, তথা ইহাপি সংশয়সম্ভবাৎ যুক্তম্ অসন্দেহার্থং বিশেষণম্। ন পুনঃ অবস্থান্তরে প্রাণস্য চৈতন্যাস্তিত্বজ্ঞানার্থম্।১৩

নন্থ সুষুপ্তবিশেষণেহপি কথং প্রাণস্য চৈতন্যরাহিত্যং নির্দ্ধাযাতে

যাইতেছে। যেহেতু দেখা যায় "দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা দেখে না" এ কথা বলিলে বাম চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায়, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে; এজন্য তাহার উত্তরে গ্রন্থকার 'প্রাণস্য' ইত্যাদি বলিতেছেন। জাগরণাদি অবস্থাতে চৈতন্য কাহার—এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়া থাকে বলিয়া সেই সন্দেহ যাহাতে না হয়, তজ্জন্য 'সুষুপ্তির'গ্রহণ করা হইয়াছে। দেখা যায়—একটী প্রদেশে নানাবিধ পদাতি, হস্তী, ধ্বজা, ছত্র, চামর, পতাকা প্রভৃতি পরিচারকপরিবৃত রাজা ও তাঁহার ভৃত্যবর্গ অবস্থান করিলে "ইনি রাজা" এইরূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। আর তজ্জন্য "এই সকল সৈন্যাদি কাহার"? "কে রাজা" এইরূপ সন্দেহই থাকিয়া যায়। সেইরূপ এস্থলেও অর্থাৎ আত্মা ও প্রাণের মধ্যে 'চৈতন্য কাহার' এইরূপ সংশয় থাকায় অসন্দেহের নিমিত্ত সুষুপ্তি-বিশেষণ গ্রহণ সঙ্গতই হইয়াছে। পরন্তু জাগ্রদাদি অবস্থাতে প্রাণের চৈতন্য স্বীকারের জন্য সুষুপ্তি গ্রহণ নহে।১৩

সুষুপ্তিকালে প্রাণের চৈতন্যরাহিত্য স্থাপন।

যদি বলা হয় 'সুষুপ্তি' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইলেও প্রাণের যে চৈতন্য নাই—ইহা কিরূপে নির্দ্ধারণ করা যাইবে? তাহার উত্তরে 'সুষুপ্তে

করণোপরমাৎ বিজ্ঞানাভাবঃ প্রাণস্য ইতি চেৎ? ন, স্বামিনি ব্যাপ্রিয়মাণে করণোপরমাভাবাৎ, রাজপুরুষবৎ; অতএব ন প্রাণস্য এতানি। যঃ স্বাপে ন উপরতঃ তস্য এতানি করণানি উপরতানি।১৫

প্রাণের আত্মত্বে শঙ্কা ও সমাধান।

যদি বলা হয় ইন্দ্রিয়রূপ করণের উপরমবশতঃ সুষুপ্তিতে প্রাণের বিজ্ঞানাভাব হয় মাত্র, বস্তুতঃ প্রাণের চৈতন্য থাকে, অর্থাৎ প্রাণই আত্মা? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, রাজা স্বয়ং কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে যেমন রাজ-কর্ম্মচারিবৃন্দের কার্য্যে অব্যাপৃত থাকা অসম্ভব, তদ্রূপ প্রভু-স্বরূপ প্রাণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে ভৃত্যস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণের উপরম অসম্ভব; অতএব ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের অধীন—বা ভৃত্য বিশেষ। কিন্তু যাহা (বুদ্ধি) নিদ্রাকালে উপরত হয় না, তাহারই এই সকল করণ নিদ্রাকালে উপরত হয়।১৫

তত্রাহ—**সুষুপ্তে** ইতি। তদা হি প্রাণোপলম্ভেঽপি চৈতন্যানুপলম্ভাৎ তস্য অচেতনত্বং নিশ্চিতম্ ইত্যর্থঃ।১৪

চেতনস্যৈব প্রাণস্য সুষুপ্তে বিজ্ঞানহেতূনাং শ্রোত্রনেত্রাদিকরণানাম্ উপসংহারাৎ বিজ্ঞানাভাবো, ন তু অচেতনত্বাদ্, ইতি শঙ্কতে—**করণে**তি। যদি করণানি প্রতি প্রাণঃ স্বামী স্যাৎ তদা তস্মিন্

তু' ইত্যাদি বাক্য বলিতেছেন। অর্থাৎ সুষুপ্তিসময়ে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসাদি-দ্বারা প্রাণের উপলব্ধি হইলেও চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, এজন্য প্রাণের চৈতন্য নাই, ইহা নিশ্চিত হইতেছে।১৪

সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়নিবৃত্তিবশতঃ প্রাণের চৈতন্যাভাবশঙ্কা।

প্রাণই চেতন, তবে যে সুষুপ্তিকালে প্রাণের চৈতন্য থাকে না; তাহার কারণ, জ্ঞানের হেতুভূত শ্রবণ, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের নিবৃত্তি

ব্যাপারাধিষ্ঠিতে ভৃত্যস্থানীয়ানাং করণানাম্ উপরমো ন উপপদ্যতে; ন হি নরপতৌ পরেণ নরপতিনা সহ সন্ধিবিগ্রহাদৌ ব্যাপ্রিয়মাণে তদীয়-পুরুষা নির্ব্যাপারা নিবৃত্তন্তি।

ততশ্চ চেতনস্যৈব প্রাণস্য করণোপরমাধীনং বিজ্ঞানাভাববচনম্ অনুচিতম্ ইতি পরিহরতি—**ন** ইত্যাদি।

সুষুপ্তে করণোপরমাৎ প্রাণস্য চ অনুপরতত্বাৎ ন তস্য করণস্বামিত্বম্ ইত্যাহ—**অতএবে**তি।

তর্হি করণানাং স্বতন্ত্রত্বাসম্ভবাৎ কস্য করণস্বামিত্বম্ এষ্টব্যম্ ইতি আশঙ্ক্য আহ—**য** ইত্যাদি। কারণাত্মনা বুদ্ধেঃ অবস্থানং স্বাপঃ অভি-

---

হয় বলিয়া বিজ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু প্রাণের স্বাভাবিক অচেতনত্বহেতু যে চৈতন্যের অভাব, তাহা নহে; ইহাই 'করণোপরমাদ্' ইত্যাদি বাক্যে আশঙ্কা করিতেছেন। ইহা পূর্ব্বপক্ষ বাক্য। প্রাণ যদি ইন্দ্রিয়গণের স্বামী হয়, তাহা হইলে প্রাণ ব্যাপারবান্ হয়, এজন্য ভৃত্যস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণের বিরাম উপপন্ন হয় না। যেহেতু রাজা অন্য রাজার সহিত সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে তাঁহার অনুচরবর্গ কখনও নিশ্চেষ্ট থাকে না।

অতএব ইন্দ্রিয়গণের বিরতিবশতঃ চেতন প্রাণেরই চৈতন্যের অভাব হয়—এই বাক্য অনুচিত, এই আশঙ্কারই পরিহার 'ন স্বামিনি' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা করিতেছেন।

ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের অধীন নহে।

সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়গণের নিবৃত্তি হইলেও প্রাণের বিরাম হয় না বলিয়া, প্রাণ ইন্দ্রিয়গণের স্বামী নহে—ইহাই 'অতএব' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন।

বিজ্ঞানের ইন্দ্রিয়স্বামিত্ব।

যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের নিজ নিজ ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্যের সম্ভাবনা

লপ্যন্তে, তেন উপরতে দর্শনস্পর্শনাদিবিজ্ঞানবিরহী যঃ অবতিষ্ঠতে তস্য বিজ্ঞানাত্মনঃ শ্রোত্রাদীনি করণানি, ন স্বতন্ত্রাণি করণত্বব্যাঘাতাৎ, তথা চ বিজ্ঞানাত্মা করণস্বামী ইত্যর্থঃ ।১৫

স্বাপেন উপরতস্য করণস্বামিত্বম্ ইত্যত্র অন্বয়ব্যতিরেকৌ প্রমাণয়ন্ আদৌ অন্বয়ম্ আচষ্টে। সুষুপ্তো হি পুরুষো যস্মিন্ কালে করণাত্মকম্ অন্তঃকরণং তত্র উপকৃষ্য বাহ্যবিষয়াভিমুখম্ আপাদ্য স্বয়মপি তদ্দ্বারা বহির্মুখো ভূত্বা বুদ্ধিদ্বারেণ তত্তদ্‌বিষয়াভিমুখানি শ্রোত্রাদীনি করণানি

হইল, তাহা হইলে কাহার ইন্দ্রিয়স্বামিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া 'যঃ' ইত্যাদি দ্বারা তাহার উত্তর বলিতেছেন। কারণরূপে বুদ্ধির অবস্থানের নাম স্বাপ বা সুষুপ্তি; কারণস্বরূপে বুদ্ধির লয় হইলে দর্শন স্পর্শনপ্রভৃতি বিশেষজ্ঞানবিরহিত হইয়া যিনি অবস্থান করেন, শ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ সেই বিজ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মার অধীন। ইন্দ্রিয়গণ স্বতন্ত্র নহে, স্বতন্ত্র হইলে করণত্বের হানি হইবে; যেহেতু করণ কখনও স্বতন্ত্র হয় না। অতএব বিজ্ঞানাত্মা ইন্দ্রিয়গণের স্বামী—ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে।১৫

ইন্দ্রিয়গণ আত্মাধিষ্ঠিত বুদ্ধিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত।

সুষুপ্তিকালে যিনি উপরত হন না, স্বস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনিই ইন্দ্রিয়গণের স্বামী—ইহাতে অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রমাণ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত প্রথমে অন্বয় বলিতেছেন। "তৎসত্ত্বে তৎসত্তা অন্বয়ঃ, তদসত্ত্বে তদসত্তা ব্যতিরেকঃ," যেটী থাকিলে যেটী থাকে তাহার নাম অন্বয়, যাহা না থাকিলে যেটী থাকে না—তাহার নাম ব্যতিরেক। যে সময় সুষুপ্ত পুরুষ অর্থাৎ আত্মা করণস্বরূপ অন্তঃকরণকে অজ্ঞানরূপ কারণ হইতে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে শব্দ, স্পর্শাদি বাহ্য বিষয়ে অভিমুখ করিয়া নিজে আত্মাও অন্তঃকরণের দ্বারা বহির্মুখ হইয়া বুদ্ধির দ্বারা সেই সেই শব্দাদি-বিষয়মুখী শ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠান হইয়া অবস্থান করেন,

যদা অসৌ বহিঃ নির্গত্য করণানি অধিতিষ্ঠতি তদা সর্ব্বাণি করণানি স্বস্ববিষয়ে প্রবর্ত্তন্তে, যদা জাগ্রৎস্থিতি-নিমিত্তং কর্ম্ম উদ্ভূতং ভবতি তদা স্বাপাৎ উপরতঃ ভবতি।১৬

বুদ্ধিরই জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়।

যখন তাহা (বুদ্ধি নিজ কারণ অজ্ঞান হইতে) বহির্গত হইয়া করণসমূহে অধিষ্ঠান করে, তখন সমুদায় করণ নিজ নিজ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়, আর যখন জাগ্রতস্থিতির নিমিত্তস্বরূপ কর্ম্ম উদ্ভূত হয়, তখন নিদ্রা হইতে উপরত হয়।১৬।

অধিষ্ঠায় তিষ্ঠতি, তস্মিন্ কালে করণানি সর্ব্বাণি প্রতিনিয়তেষু বিষয়েষু প্রবৃত্তানি তত্তদাকারান্ বুদ্ধিপরিণামান্ দর্শনশ্রবণাদিশব্দিতান্ উৎপাদ্য পর্য্যবস্যন্তি। তথাচ আত্মাধিষ্ঠিতবুদ্ধ্যা অধিষ্ঠিতানি করণাদীনি শ্রবণাদি-হেতবো ভবন্তি ইতি আত্মা করণস্বামী সিদ্ধ্যতি ইত্যর্থঃ।

কদা পুনঃ আত্মা বহির্নির্গত্য বুদ্ধিদ্বারা করণানি অধিতিষ্ঠতি—ইতি অত্রাহ—**যদা** ইত্যাদি। যস্মিন্ কালে জাগরিতপ্রাপকং কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যম্ উদ্ভবতি তদা পুরুষঃ সুষুপ্তরূপাৎ প্রচ্যুতো ভবতি ইত্যর্থঃ।১৬

তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রতিনিয়ত স্বস্ববিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হইয়া দর্শন শ্রবণাদিশব্দবাচ্য সেই সেই আকারে বুদ্ধির পরিণামকে উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব আত্মকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত যে বুদ্ধি, তাহার দ্বারা অধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গণ শ্রবণাদির কারণ হইয়া থাকে, এইহেতু আত্মাই ইন্দ্রিয়স্বামী, ইন্দ্রিয়গণ নহে—ইহাই সিদ্ধ হইল।

জাগরিতপ্রাপক কর্ম্ম সুষুপ্তিদশানাশক।

কখন বিজ্ঞানাত্মা বহির্গত হইয়া বুদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকেন, 'যদা' ইত্যাদি দ্বারা তাহাই বলিতেছেন। যখন জাগ্রদ্দশাপ্রাপক ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম আবির্ভূত হয়, তখন পুরুষ অর্থাৎ সুষুপ্তস্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হইয়া থাকেন।১৬

তৎক্ষয়ে সর্ব্বাণি করণানি গৃহীত্বা বুদ্ধ্যুপাধিসম্পর্কজনিত-বিষয়বিজ্ঞানেন স্বপ্নং সুষুপ্তং বা গচ্ছতি।১৭। এবং স্থান-ত্রয়ম্ অনবরতং গচ্ছতি।১৮

সেই কর্ম্ম ক্ষয় হইলে সমুদায় করণকে লইয়া বুদ্ধিরূপ উপাধির সম্পর্কজনিত বিষয়ের বিজ্ঞানকে দ্বার করিয়া স্বপ্ন প্রাপ্ত হয় বা সুষুপ্তি অবস্থা লাভ করে।১৭। এইরূপে তাহা (বুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন আত্মা) জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ স্থানত্রয় অনবরত প্রাপ্ত হইতেছে।১৮

আত্মনি সুষুপ্তরূপং পরিত্যজ্য করণানি অধিষ্ঠায় ব্যাপারায় উন্মুখীভূতে সতি তদধিষ্ঠিতানি ব্যাপারোন্মুখীভূতানি প্রবৃত্তিভাঞ্জি ভবন্তি ইতি অন্বয়ো দর্শিতঃ, সম্প্রতি ব্যতিরেকং দর্শয়তি—**তদ্** ইত্যাদি। তস্য জাগরিতস্য হেতুকর্ম্মণঃ তন্নিমিত্তোভয়বিধকরণাধিষ্ঠাতৃত্বস্য চ ক্ষয়ে সতি জাগরিত-বাসনাবাসিতত্বেন চিত্রপটবদবস্থিতেন বুদ্ধিরূপোপাধিতৎসম্পর্কবশাৎ উৎপন্নেন বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যাভাসলক্ষণেন বিজ্ঞানেন করণভূতেন সর্ব্বাণি

ইন্দ্রিয়সমূহে আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্বে ব্যতিরেক প্রদর্শন।

আত্মা সুষুপ্তিস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে অধিষ্ঠান করিয়া ব্যাপারের নিমিত্ত উন্মুখ হইলে, আত্মাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়সমূহও দর্শনাদি-ব্যাপারে উন্মুখীভূত হয়—এইরূপে অন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন 'তৎক্ষয়ে' ইত্যাদি দ্বারা ব্যতিরেক প্রদর্শন করিতেছেন। সেই জাগ্র-দবস্থার হেতুভূত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে এবং কর্ম্মনিমিত্ত অন্তঃকরণ ও চক্ষুরাদি এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃত্ব ক্ষয় হইলে জাগ্রদবস্থার সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃতত্বহেতু আত্মা, চিত্রপটের ন্যায় অর্থাৎ পটে চিত্রিত নির্ব্যাপার পুরুষের ন্যায় অবস্থান করেন। কিন্তু বুদ্ধিরূপ উপাধির সম্বন্ধবশতঃ বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যাভাসরূপ যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, করণভূত সেই বিজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে

কর্ম্মনিমিত্তং চ ইদং মনসঃ গমনাগমনম্ ।১৯। স্বপ্ন-

অন্তঃকরণেরই গমনাগমন।

আর মনের অর্থাৎ উক্ত বুদ্ধির এই গমনাগমন কর্ম্মনিমিত্ত

করণানি গৃহীত্বা ব্যাপাররহিতানি কৃত্বা স্বপ্নং গচ্ছতি। তথৈব অজ্ঞানো-পাধিকেন চৈতন্যাভাসাত্মকেন বিজ্ঞানেন বুদ্ধ্যুপাধিকমপি বিজ্ঞানম্ উপসংহৃত্য সুষুপ্তং বা অয়ম্ আত্মা প্রতিপদ্যতে "তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায়"ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ক্রমনিয়মব্যাবৃত্ত্যর্থো 'বা' শব্দঃ। তথাচ করণেষু আত্মনঃ অধিষ্ঠাতৃত্বাভাবে তেষাম্ অপ্রবৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ।১৭

মোক্ষাৎ প্রাগবস্থায়াং সদৈব অয়ম্ আত্মা স্থানত্রয়ং ক্রমাক্রমাভ্যাং গচ্ছতি ইতি উপসংহরতি—**এবমি**ত্যাদি।১৮

ব্যাপাররহিত করিয়া আত্মা স্বপ্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেইরূপ এই আত্মা অজ্ঞানোপাধিক চৈতন্যাভাসরূপ বিজ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি যাহার উপাধি এরূপ বিজ্ঞানকে উপসংহার করিয়া সুষুপ্তিদশাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 'এই বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা এই সকল প্রাণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া থাকেন' এইরূপ শ্রুতি আছে। বাক্যমধ্যে যে 'বা' শব্দ আছে, তাহা ক্রমনিয়মের ব্যাবৃত্তির—অর্থাৎ নিষেধের নিমিত্ত; অর্থাৎ স্বপ্নের পর সুষুপ্তি হইবে—এইরূপ ক্রমের কোন নিয়ম নাই—ইহাই বুঝাইবার জন্য। অতএব ইন্দ্রিয়সমূহে আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্ব না থাকিলে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না।১৭

মোক্ষের পূর্ব্বে প্রতিদিন আত্মায় স্থানত্রয়গমন।

যতদিন মোক্ষ না হয় ততদিন এই আত্মা সর্ব্বদা ক্রমে ও অক্রমে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটী স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—ইহাই 'এবম্' ইত্যাদি দ্বারা উপসংহার করিতেছেন।১৮

জাগরিতে গচ্ছতি, পুনঃ স্থানদ্বয়নিমিত্তকর্ম্মোদ্ভূতশ্রমাপনোদনায় সুষুপ্তিমপি গচ্ছতি।২০। প্রাণোঽপি তদ্ধর্ম্মবশাদেব শরীরং পালয়ন্ বর্ত্ততে, স্বপ্নসুষুপ্তয়োঃ জাগরিত ইব মৃতিভ্রান্তিপরিহারায়।২১

হয়।১৯। এই মনই স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, পুনরায় জাগ্রত ও স্বপ্নরূপ অবস্থাদ্বয়নিমিত্ত কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত শ্রম অপনোদনের নিমিত্ত সুষুপ্তি অবস্থাও প্রাপ্ত হয়।২০। এই সময় প্রাণও কর্ম্মফলভোগরূপ ধর্ম্মের অধীন হইয়াই জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে মরণভ্রান্তি নিবারণ করিবার জন্য ভোগায়তনরূপ শরীরকে পরিচালনপূর্ব্বক অবস্থান করে। এই সকল কারণে প্রাণও আত্মা নহে।২১

কিমর্থম্ অস্য স্থানত্রয়গমনং কিং নিমিত্তং চেতি শঙ্কমানং প্রতি আহ—**কর্ম্মে**ত্যাদি। 'চ' শব্দাৎ মিথ্যাজ্ঞানাদি কথ্যতে। এতেন কর্ম্মফলোপভোগার্থং গমনম্ ইতি অর্থাৎ উক্তম্ ইতি অবধেয়ম্।১৯

নন্থ "অনন্বাগতং পুণ্যেন অনন্বাগতং পাপেন" ইত্যাদি শ্রুত্যা সুষুপ্তে কর্ম্মতৎফলাভাবঃ অভিলপ্যতে, তথাচ কর্ম্মনিমিত্তং স্থানত্রয়গমনং কথং যুক্তম্? ইতি অত্রাহ—**স্বপ্নে**ত্যাদি।

স্থানত্রয়ে গতাগতি কর্ম্মনিমিত্ত।

কি জন্য মনোঽবচ্ছিন্ন আত্মার বা বুদ্ধির তিনটী স্থানে গমন এবং তাহার কারণই বা কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—'কর্ম্মনিমিত্তম্' ইত্যাদি। বাক্যে 'চ' শব্দের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানাদি কথিত হইতেছে। ইহার দ্বারা কর্ম্মফলের উপভোগের নিমিত্ত গমন—ইহাও অর্থাৎ উক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।১৯

আত্মার কর্ম্মনিমিত্ত—স্থানত্রয়ে গমন।

এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, "আত্মা পুণ্য কিংবা পাপের দ্বারা সম্বন্ধ

কথং তর্হি নিমিত্তম্ অন্তরেণ সুষুপ্তং প্রতিপদ্যতে? ন হি তত্র কর্ম্ম নিমিত্তম্ অস্তি, তত্রাহ—**পুনঃ** ইত্যাদি।° যথা স্বপ্নজাগরিতানুকূলকর্ম্ম-বশাৎ তৎফলোপভোগার্থং স্থানদ্বয়ং গচ্ছতি, তথা তদুপভোগায়াসোদিত-শ্রমসম্ভবাৎ তন্নিবৃত্তয়ে সুষুপ্তমপি প্রাপ্নোতি ; ন চ তত্র কিঞ্চিদপি কর্ম্ম-নিমিত্তম্ অস্তি "অনন্বাগত"-বচনবিরোধাৎ। ন চ বিষয়বিষয্যাকারেণ স্ফুটতরকর্ম্মতৎফলাভাববিষয়ম্ এতৎ—ইতি বাচ্যং, নিয়ামকাভাবাৎ।

হন না" ইত্যাদি শ্রুতিতে সুষুপ্তিকালে কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলের অভাব কথিত হইতেছে, তাহা হইলে কর্ম্মনিমিত্ত স্থানত্রয়ে গমন কিরূপে সঙ্গত হয়? এই আশঙ্কার উত্তর 'স্বপ্ন' ইত্যাদি বাক্য বলিতেছেন। অর্থাৎ উক্ত আশংকা অমূলক। আত্মার যে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলাভাব কথিত হইয়াছে, তাহা শুদ্ধ আত্মার বুঝিতে হইবে।

আত্মার সুষুপ্তিদশাপ্রাপ্তি—শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত।

এখন যদি কর্ম্মাদি কোন কারণ না থাকিল, তাহা হইলে আত্মা কারণ ব্যতিরেকে কিরূপে সুষুপ্তিদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? সুষুপ্তি-অবস্থাতে গমনের ত কর্ম্মরূপ কোন কারণ নাই? তাহার উত্তরে বলিতে-ছেন "পুনঃ" ইত্যাদি। যেমন বুদ্ধি স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থার অনুকূল কর্ম্ম-বশতঃ সেই কর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত স্বপ্ন ও জাগরণ—এই দুইটী স্থানে গমন করেন, সেইরূপ সেই কর্ম্মফলের ভোগ করিতে গিয়া যে আয়াস-প্রযুক্ত শ্রম উৎপন্ন হয়, তাহার নিবৃত্তির নিমিত্ত সুষুপ্তিদশাকেও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুষুপ্তিদশাপ্রাপ্তিতে কোন প্রকার কর্ম্মরূপ নিমিত্ত নাই, সুষুপ্তি কর্ম্মনিমিত্ত ঘটে—ইহা স্বীকার করিলে "অনন্বাগতং পুণ্যেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। যদি বল সুষুপ্তিকালে বিষয় ও বিষয়ীর আকারে অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় ও শব্দাদ্যাকারে অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপ বিষয়ী না থাকায় অত্যন্ত পরিস্ফুটরূপে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের অভাব পরিলক্ষিত হয়, অস্ফুটভাবে কর্ম্ম ও অকর্ম্মফল থাকে—ইহাই

ন হি সুষুপ্তে কর্ম্ম বা তৎফলং বা প্রমাণতো দৃশ্যতে। ন চ কারণাভাবাৎ তৎপ্রাপ্তেঃ অনুপপত্তিঃ, অবস্থাদ্বয়সঞ্জাতশ্রমবশাৎ উপাধিভূতবীজভাব-প্রাপ্তঃ, অবিরোধাৎ অজ্ঞাতব্রহ্মপ্রাপ্তেশ্চ স্বাভাবিকত্বাৎ ইতি ভাবঃ।২০

নন্থ প্রাণস্য করণান্তর্ভাবাৎ তেষু উপরতেষু প্রাণোঽপি কস্মাৎ ন উপরমতে? তথাচ স্বাপাদেঃ মরণাবস্থাতো বিশেষো ন স্যাদিতি তত্রাহ—**প্রাণ** ইত্যাদি। চেতনস্য হি কর্ম্মফলভোগায় শরীরম্ আরব্ধম্, তস্মাৎ প্রাণোপসর্পণে স্বাপাদৌ তস্য শ্ববায়সাদিভিঃ যাবস্থা তদিতরস্ততো-

---

অনন্বাগাতবাক্যের অর্থ? কিন্তু ইহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, এরূপ বলার কোন নিয়ামক নাই, যেহেতু সুষুপ্তিকালে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল থাকে, ইহা প্রমাণের দ্বারা দৃষ্ট হয় না। আর কর্ম্মাদি কারণের অভাব হইলে যে সুষুপ্তিপ্রাপ্তির অভাব হয়, ইহা বলিতে পার না। কারণ, স্বপ্ন ও জাগরণরূপ এই দুইটী অবস্থায় উৎপন্ন শ্রমবশতঃ বুদ্ধিকর্ত্তৃক আত্মার উপাধি যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানরূপ কারণাবস্থা প্রাপ্তিতে কোন বিরোধ নাই এবং অজ্ঞাতব্রহ্মপ্রাপ্তি ত স্বাভাবিক, অতএব কারণের অভাবে সুষুপ্তির অভাব হয়—ইহা বলা গেল না।—ইহাই তাৎপর্য্য।২০

প্রাণের করণান্তর্ভাবপরিহার।

এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রাণ ইন্দ্রিয়গণের অন্তর্ভূত, কারণ সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ বৃত্তির নাম প্রাণ; প্রাণ বলিয়া পৃথক্ পদার্থ নাই। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ ব্যাপারবিরহিত হইলে প্রাণও কেন ব্যাপারবিহীন না হয়? আর যদি প্রাণের কার্য্য না থাকে, তাহা হইলে মরণাববস্থা হইতে স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কোনরূপ পার্থক্য রহিল না, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"প্রাণোঽপি" ইত্যাদি। চেতনের কর্ম্ম-ফলভোগের নিমিত্ত শরীর আরব্ধ হইয়াছে। স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় যদি শরীর হইতে প্রাণ চলিয়া যায়, তাহা হইলে কুক্কুর ও কাক প্রভৃতি শরীর নষ্ট করিয়া ফেলে; সুতরাং স্বপ্নাদি অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায়

অহমপি আত্মা ন ভবতি, সর্ব্বৈঃ আত্মত্বেন অভিমতোঽপি প্রত্যগাত্মবিবেকরহিতৈঃ; দৃশ্যত্বাৎ ঘটাদিবদেব ।২২। ব্যভিচারাৎ ।২৩। সুখদুঃখাদ্যনেকবিশিষ্টত্বাৎ চ; সংসারবিশিষ্টত্বাৎ চ কৃশত্বস্থূলত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টদেহবৎ ।২৪

আমিপদবাচ্য অহংকার আত্মা নহে।

সমুদয় প্রত্যগাত্মবিবেকরহিত ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক আমিকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করা হইলেও "আমি" অর্থাৎ অহংকার—আত্মা নহে। যেহেতু তাহা ঘটাদির ন্যায়ই দৃশ্য ।২২। ব্যভিচার হয় বলিয়াও অহংকার আত্মা নহে, অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় অহংপ্রত্যয়ের ব্যভিচার হয় বলিয়া অহংকার আত্মা নহে ।২৩। তাহার পর কৃশত্বস্থূলত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট দেহের ন্যায় সুখ ও দুঃখাদি অনেক ধর্ম্মবিশিষ্টত্বপ্রযুক্ত এবং সংসারবিশিষ্টত্বপ্রযুক্ত অহংকার আত্মা নহে ।২৪

ত্পকর্ষণে কর্ম্মফলভোগাযোগাৎ মৃতোঽয়মিতি ভ্রান্তৌ তৎপরিহারদ্বারা শরীরপরিপালনায় প্রাণস্য ন করণান্তর্ভাবঃ শঙ্কিতুং শক্যতে। 'ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ' (ব্রহ্মসূত্র ২।৪।৯) ইতি ন্যায়বিরোধাৎ ইত্যর্থঃ ।২১

আর কর্ম্মফলভোগ হয় না। অতএব স্বপ্নাদিকালে মৃতব্যক্তি বলিয়া অন্যের যে ভ্রান্তি হইতে পারে, সেই ভ্রান্তি যাহাতে কাহারও না হয়, তজ্জন্য প্রাণ সেই অবস্থায় শরীরের পরিপালন করিয়া থাকে, অতএব প্রাণ যে করণসমূহের অন্তর্ভূত, ইহা আশঙ্কা করিতে পারা যায় না। ব্রহ্মসূত্রে ২।৪।৯ সূত্রে উক্ত হইয়াছে—"বায়ু অথবা ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রাণ নহে, কারণ শ্রুতিতে বায়ু ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে পৃথক্‌রূপে প্রাণকে উপদেশ করা হইয়াছে,' প্রাণকে করণের অন্তর্ভাব করিলে উক্ত ব্রহ্মসূত্ররূপ ন্যায়ের সহিত বিরোধ ঘটে ।২১

দৃশ্যত্বাৎ করণত্বাৎ অচেতনত্বাৎ উপভোগোপকরণত্বাচ্চ প্রাণো ন আত্মা ইত্যুক্তম্। অপরে পুনঃ "অহং জানামি" ইতি অহংকারে নিরুপ-চরিতম্ অহংপ্রত্যয়ং প্রতিলভ্যমানাঃ তস্যৈব আত্মত্বম্ অভ্যুপয়ন্তি। সর্ব্বে চ অহংপ্রত্যয়ালম্বনম্ অহংকারমেব আত্মানম্ অনুমন্যন্তে। তত্রাহ— **অহমি**ত্যাদি। যে হি প্রত্যগাত্মানং অহঙ্কারসাক্ষিণম্ অহম্ ইত্যত্র অনিদং চিদ্ধাতুম্ ইতরস্মাৎ ইদমঃ সাক্ষাৎ অহঙ্কারাৎ নিষ্কৃষ্য নিশ্চেতুং ন উৎসহন্তে, তৈঃ সর্ব্বলৌকিকৈঃ বাদিভিঃ আত্মত্বেন অভিমতোঽপি ন অসৌ আত্মা ভবতি ইত্যর্থঃ।

তত্র হেতুমাহ—**দৃশ্যে**ত্যাদি। আত্মনি দৃশ্যত্বং পুরস্তাদেব নিরস্তম্, অতো ন আত্মা, ব্যভিচারিত্বাৎ, কুণ্ডলাদিবৎ।২২

অহঙ্কারের আত্মত্বখণ্ডন।

প্রাণ আত্মা নহে, যেহেতু প্রাণ—দৃশ্য, এবং কারণ অচেতন ও উপ-ভোগের সাধন,—ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু অপরবাদিগণ 'আমি জানি' এই জন্য অহঙ্কারে অনারোপিত অহংপ্রত্যয় উপলব্ধি করিয়া অহঙ্কারকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। কারণ, সকল লোকই অহংপ্রত্যয়ের আলম্বন বা আশ্রয় যে অহঙ্কার, তাহাকেই আত্মা বলিয়া থাকে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে 'অহম্' ইত্যাদি বাক্য বলিতেছেন। যাহারা 'অহম্ এইরূপে ইদংকারের অবিষয় অহঙ্কারের সাক্ষী, চিৎস্বরূপ প্রত্যগাত্মাকে, অন্যপদবাচ্য, ইদংকারের আস্পদ অহঙ্কার হইতে পৃথক্‌ভাবে নিশ্চয় করিয়া জানিতে সমর্থ না হয়, সেই সকল সর্ব্বতো-ভাবে লৌকিক বাদিগণকর্ত্তৃক অহঙ্কার আত্মা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও তাহা আত্মা নহে।

অহঙ্কারের অনাত্মত্বে দৃশ্যত্বহেতু।

এই অহঙ্কার যে আত্মা নহে, ইহাতে যে "হেতু" তাহাই "দৃশ্যত্বাৎ" ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। আত্মাতে দৃশ্যত্ব পূর্ব্বেই নিরাকৃত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধং চ আত্মনি সুষুপ্ত্যবস্থায়াম্ অনুভূয়মানে তদনুভবিতরি ন অহম্-উল্লেখঃ অস্তি ইতি অহমো ব্যভিচারিত্বমিতি মত্বা আহ—**ব্যভি-চারাদিতি**।২৩

ইতশ্চ অহঙ্কারো ন আত্মা, কাদাচিৎকত্বাৎ ধর্ম্মবত্ত্বাৎ বা সম্প্রতিপন্নবদ্ ইত্যাহ—**সুখেত্যাদি**। সুখদুঃখরাগদ্বেষাদিভিঃ অনেকৈঃ সংসারাত্ম-ধর্ম্মৈঃ অহং সুখী ইত্যাদিনা বিশিষ্টত্বম্ অহমো দৃষ্টম্, অতশ্চ নাসৌ আত্মেতি নিশ্চীয়তে, আত্মনঃ সর্ব্বধর্ম্মরাহিত্যশ্রবণাৎ। ন হি দেহস্য কার্শ্যস্থৌল্যেত্যাদিধর্ম্মবিশিষ্টস্য আত্মতা ইতি উপদিষ্টং ভূমবিদ্যায়াঞ্চ অহঙ্কারাদেশাৎ পৃথগ্ আত্মাদেশানুকরণাদ্ অহংকারস্য অনাত্মত্বম্

অতএব অহঙ্কার আত্মা নহে; কারণ, ঘটাদির ন্যায় অথবা কুণ্ডলাদির ন্যায় ব্যভিচার আছে।২২

সুষুপ্তিতে অহংপ্রত্যয়ের ব্যভিচার।

সুষুপ্তি অবস্থাতে তাহার অনুভবিতা আত্মার উপলব্ধি হইলেও তাহাতে অহংপ্রত্যয়ের উল্লেখ হয় না, ইহা প্রসিদ্ধ, অতএব অহং-প্রত্যয়ের ব্যভিচার আছে, ইহা মনে করিয়া 'ব্যভিচারাৎ' এই হেতু বলিয়াছেন।২৩

সুখদুঃখাদিধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া অহঙ্কার আত্মা নহে।

এই কারণেও অহঙ্কার আত্মা নহে; কারণ, ইহা আগন্তুক অথবা ধর্ম্মবিশিষ্ট, যেমন সর্ব্ববাদিসম্মত দেহাদি, ইহাই 'সুখ' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, প্রভৃতি অনেক সংসার ধর্ম্মের দ্বারা 'আমি সুখী' এইরূপ প্রয়োগের দ্বারা অহংপ্রত্যয়ের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, অতএব অহঙ্কার আত্মা নহে, ইহা নিশ্চিত হইতেছে। কারণ, আত্মার সকল ধর্ম্মরাহিত্য শ্রুত হইয়া থাকে। কৃশত্ব স্থূলত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট দেহকে কেহ আত্মা বলিয়া উপদেশ করে না, এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের ভূম-বিদ্যাতেও অহঙ্কারের উপদেশ হইতে পৃথক্ ভাবে আত্মার উপদেশ

যদি এবং দেহাদিষু অনাত্মত্বম্, আত্মশঙ্কা কুতঃ ইতি চেৎ? দ্রষ্টুঃ দৃশ্যবিবেকাভাবাৎ।২৫

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।

আত্মজ্ঞানের সম্ভাবনায় শঙ্কা ও সমাধান।

যদি এইরূপে দেহাদির অনাত্মত্বই সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে তাহাতে আত্মশঙ্কা হয় কেন? অর্থাৎ তাহাদিগকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান কোথা হইতে হয়? তাহা হইলে বলিব—তাহা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে যে বিবেক অর্থাৎ পার্থক্যজ্ঞান তাহার অভাব হইতে হয়।২৫

ইতি প্রথম খণ্ডের মূলের বঙ্গানুবাদ।

অবগমিতম্। তস্মাৎ দেহাদীনাম্ অহঙ্কারপর্য্যন্তানাম্ অনাত্মত্বেন আত্মা-বিদ্যাকল্পিতত্বং সিদ্ধম্ ইত্যর্থঃ।২৪

দেহাদীনাম্ অনাত্মত্বানুমানানি তেষু অহংপ্রত্যয়প্রতিহতত্বাৎ ন প্রামাণ্যং প্রতিপত্তুং প্রভবন্তি ইতি প্রত্যবতিষ্ঠতে—**যদি** ইত্যাদি।

করায় আত্মাদেশের অনুকরণবশতঃ অহঙ্কারের অনাত্মত্ব অববোধিত হইয়াছে। অতএব দেহাদি অহঙ্কার পর্য্যন্ত সকলের অনাত্মত্বহেতু ইহাদের আত্মত্ব আত্মবিষয়ক অজ্ঞানকল্পিত, ইহা সিদ্ধ হইল।২৪

দেহাদিতে আত্মত্বশঙ্কার নিবারণ জিজ্ঞাসা।

দেহাদিতে অহংপ্রত্যয় প্রতিহত হয় বলিয়া দেহাদি যে আত্মা নহে—এবিষয়ে প্রযুক্ত অনুমানসমূহ প্রামাণ্যলাভ করিতে সমর্থ হয় না—ইহাই বলিবার জন্য 'যদ্যেবম্' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান করিতেছেন।

দেহাদয়ো দৃশ্যাঃ তদ্ব্যতিরেকো দ্রষ্টা ইতি বিবেকানুদয়াদ্ অয়সি দহনব্যাপ্তেঃ দহতিপ্রত্যয়বৎ দেহাদিষু চৈতন্যব্যাপ্তেষু অহংপ্রত্যয়সম্ভবাৎ ন তদ্বিরুদ্ধানি প্রাগুক্তানি অনুমানানি ইতি পরিহরতি—**দ্রষ্টুঃ** ইত্যাদি।২৫

দেহাদেরহমস্তস্য শ্রুতিন্যায়ানুরোধতঃ।
ধিয়োঽন্যথাত্বাদাত্মত্বহানাদজ্ঞানকল্পনা॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ॥

অবিবেকই দেহাদিতে আত্মত্বশঙ্কার কারণ।

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রাণ, অহঙ্কার প্রভৃতি দৃশ্য, দ্রষ্টা তাহা হইতে ভিন্ন—এইরূপ বিবেকজ্ঞান না হইলে অগ্নিব্যাপ্ত 'লৌহে যেমন লৌহ দগ্ধ করিতেছে, এইরূপ প্রত্যয় হয়, সেইরূপ চৈতন্যব্যাপ্ত দেহাদিতে অহংপ্রত্যয় সম্ভব হয় বলিয়া, পূর্ব্বকথিত অনুমানসমূহ তাহার বিরুদ্ধ, ইহাই 'দ্রষ্টুঃ' ইত্যাদি দ্বারা পরিহার করিতেছেন।২৫

শ্রুতি ও ন্যায়ের অনুরোধে দেহাদি অহঙ্কার পর্য্যন্ত পদার্থ এবং বুদ্ধির অনাত্মত্বপ্রযুক্ত আত্মত্বহানি হয় বলিয়া তাহাকে অজ্ঞানের কল্পনা বলিয়া বুঝিতে হইবে।২৫

প্রথমখণ্ডের টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অথ স আত্মা ক ইতি? উক্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ ব্যতিরিক্তঃ আন্তরতমঃ; আকাশবৎ সর্ব্বগতঃ; সূক্ষ্মঃ, নিত্যঃ, নিরবয়বঃ, নির্গুণঃ; নিরঞ্জনঃ; গমনাগমনাদিক্রিয়ারহিতঃ; অহঙ্কার-মমকারেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নরহিতঃ; স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবঃ,

আত্মার স্বরূপ।

তবে সেই আত্মা কে? উত্তর—উক্ত দেহাদি সমুদায় অনাত্মবস্তু হইতে ব্যতিরিক্ত, আন্তরতম, আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম, নিত্য, নিরবয়ব, নির্গুণ, নিরঞ্জন, গমনা-গমনাদিক্রিয়ারহিত, অহংকার মমকার দ্বেষ ও প্রযত্নরহিত,

---

দেহাদীনাম্ অনাত্মত্বোক্ত্যা তদ্ব্যতিরিক্তম্ আত্মানম্ প্রত্যজ্ঞাসীৎ, ইদানীং তমেব প্রতিপাদয়িতুং তস্য অপ্রসিদ্ধত্বাৎ ন প্রতিপাদনং সুকরম্ ইতি আক্ষিপতি—**অথে**ত্যাদি।

যে তাবদ্ আত্মনো ব্যতিরিক্তা দেহাদয়ঃ অহঙ্কারপর্য্যন্তা দর্শিতাঃ তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ অন্তরতমঃ অয়ম্ আত্মা, তস্য সর্ব্বান্তরত্বশ্রুতেঃ ইতি উত্তরম্ আহ—**উক্তেভ্যঃ** ইত্যাদি।

আত্মবিষয়ে জিজ্ঞাসা ও তাহার পরিচয়।

দেহাদির অনাত্মত্ব বলায়, দেহাদিভিন্ন আত্মার সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, এখন সেই আত্মাকে প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত, তাহার অপ্রসিদ্ধিহেতু তৎপ্রতিপাদন সহজ নহে—ইহা 'অথ' ইত্যাদি বাক্যে প্রশ্ন করিতেছেন।

আত্মার আন্তরতমত্ব।

আত্মা হইতে ভিন্ন দেহাদি অহঙ্কারপর্য্যন্ত যে সকল পদার্থ প্রদর্শিত

অগ্ন্যুষ্ণবৎ সবিতৃপ্রকাশবৎ ; আকাশাদিভূতরহিতঃ ; বুদ্ধ্যাদিকরণরহিতঃ ; সত্ত্বাদিগুণরহিতঃ ; প্রাণাদিবায়ুভেদরহিতঃ ; অশনায়াপিপাসাশোকমোহজরামরণ-প্রাণবুদ্ধি-শরীরধর্ম্মরহিতঃ ; যঃ সর্ব্বপ্রাণিহৃদিস্থিতঃ ; সর্ব্ববুদ্ধেঃ দ্রষ্টা ; স আত্মা ইতি ।১

অগ্নির উষ্ণতার ন্যায়, সবিতার প্রকাশের ন্যায় স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বভাব, আকাশাদিভূতরহিত, বুদ্ধ্যাদিকরণরহিত, সত্ত্বাদিগুণ-রহিত, প্রাণাদিবায়ুভেদরহিত, অশনায়া পিপাসা শোক মোহ জরা মরণ প্রাণ বুদ্ধিপ্রভৃতি শরীরধর্ম্মরহিত, যিনি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত, সর্ব্ববুদ্ধির দ্রষ্টা তিনি আত্মা ।১

তর্হি তস্য বুদ্ধ্যাদিবদ্ অন্তরবস্থিতস্য পরিচ্ছিন্নত্বং প্রাপ্তম্ ইত্যাহ— **আকাশ** ইত্যাদি। 'স পর্য্যগাৎ ইত্যাদি শ্রুতেঃ ন তস্য পরিচ্ছিন্নত্বাশঙ্কা সম্ভবতি, সাবয়বত্বানাত্মত্বাদিপ্রসক্ত্যা চ তদনুপপত্তিঃ ইত্যর্থঃ।

হইয়াছে, তাহাদের সকলের অপেক্ষা এই আত্মা আন্তরতম ; কারণ, শ্রুতিতে আত্মাকে সর্ব্বান্তর বলা হইয়াছে—ইহাই 'উক্তেভ্যঃ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উক্তরস্বরূপে বলিতেছেন।

আত্মার ব্যাপকত্ব।

যদি আন্তরবস্তুই আত্মা হন, তাহা হইলে বুদ্ধি ত দেহাদির অন্তরে অবস্থিত আছে আর তাহা হইলে আত্মা বুদ্ধ্যাদির ন্যায় পরিচ্ছিন্ন হইলেন, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—'আকাশবৎ' ইত্যাদি। 'আত্মা সকল পদার্থ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন'—এই শ্রুতিবশতঃ আত্মার পরিচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ সমীপত্বশঙ্কা হইতেই পারে না। আত্মার পরিচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করিলে তাহার সাবয়বত্ব ও অনাত্মত্ব প্রসঙ্গ ঘটে, অতএব আত্মার পরিচ্ছিন্নত্ব সঙ্গত নহে। (পরিচ্ছেদ তিন প্রকার, যথা—দেশগত, কালগত এবং বস্তুগত। এস্থলে দেশগত পরিচ্ছেদের শংকা নিবারিত হইল।)

তর্হি সর্ব্বকারণাদ্ অশেষাচ্চ বিদ্যমানত্বাৎ তৈঃ অস্য কস্মাৎ উপলম্ভো ন ভবেৎ, ইত্যাশঙ্ক্য "সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরম্" ইত্যাদি শ্রুতিম্ আশ্রিত্য উভয়বিধেন্দ্রিয়াগোচরত্বম্ উক্তম্—**সূক্ষ্মে**তি।

বৈনাশিকাস্তু প্রতিক্ষণং বিনাশিত্বম্ আত্মনো মন্যন্তে, তান্ প্রতি অবাধিতপ্রত্যভিজ্ঞায়াঃ স্থায়িত্বম্ আস্থায় উক্তং—**নিত্য**মিতি।

দিগম্বরাঃ তু আত্মানং নিত্যমপি সাবয়বং সঙ্গিরন্তে, তদ্ অযুক্তং, সাবয়বস্য ঘটাদিবদ্ অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাদ্ ইত্যাহ—**নিরবয়ব** ইতি।

আত্মার সূক্ষ্মত্ব।

যদি আত্মা সকলের কারণ হন ও অশেষরূপে অর্থাৎ ব্যাপকভাবে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে সকলে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না কেন? এইরূপ আশঙ্কায় 'সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর' ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন করিয়া 'সূক্ষ্ম' এই বাক্যদ্বারা আত্মা উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের অবিষয়—ইহাই বলা হইল।

আত্মার নিত্যত্ব ও বৌদ্ধমত খণ্ডন।

যাহারা পদার্থের নিরন্বয় বিনাশ স্বীকার করে, তাহাদিগকে বৈনাশিক বলা হয়। সেই বৈনাশিক অর্থাৎ শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ প্রতিক্ষণে আত্মার বিনাশ স্বীকার করিয়া থাকে, তাহাদিগের মত নিরাস করিবার জন্য 'যে আমি বাল্যে পিতামহকে দেখিয়াছিলাম, সেই আমি এখন বার্দ্ধকে পৌত্রকে দেখিতেছি' এইরূপ অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ আত্মার স্থায়িত্ব স্বীকার করিয়া বলা হইল—'নিত্যম্'।

জৈনমত খণ্ডন।

জৈনগণ আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াও সাবয়বত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। তাহা ঠিক্ নহে। কারণ, সাবয়ব বস্তু ঘটাদির ন্যায় অনিত্য হইয়া পড়ে, এইহেতু 'নিরবয়বঃ' বলা হইয়া থাকে। (বৌদ্ধ ও জৈনগণ শ্রুতি মান্য করে না, এজন্য তাহাদের মত খণ্ডনে যুক্তি প্রদর্শিত হইল।)

বৈশেষিকাদিকস্তু বুদ্ধ্যাদিগুণাধিকরণম্ আত্মানম্ অবতিষ্ঠন্তে, তৎ ন, "কেবলো নিগুর্ণশ্চ" ইতি শ্রুতেঃ "অন্তঃকরণস্য তদ্ধর্ম্মিত্বশ্রবণাদ্ ইত্যাহ—**নিগুর্ণ** ইতি।

আত্মনঃ সতো নাশাভাবেঽপি হেতূপরাগাৎ নাশো ভবিষ্যতি, অতো নিগুর্ণত্বেঽপি সদোষত্বম্ ইত্যাশঙ্ক্য আশঙ্কাম্ অঙ্গীকৃত্য সংগিরতে—**নিরঞ্জন** ইতি।

গমনাগমনাদিক্রিয়াশক্তিমত্ত্বম্ আশঙ্ক্য নিষ্ক্রিয়ত্বশ্রুতিম্ আশ্রিত্য আহ—**গমনে**ত্যাদি।

কেচিৎ পুনঃ অহঙ্কারাদীনাম্ আত্মধর্ম্মত্বম্ অঙ্গীকুর্ব্বতে, তান্ প্রতি অস্থূলাদিশ্রুতিম্ অনুস্মৃত্য আহ—**অহঙ্কারে**ত্যাদি।

বৈশেষিকাদিমত খণ্ডন।

বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক প্রভৃতি আত্মাকে বুদ্ধিপ্রভৃতি গুণের আশ্রয় বলিয়া থাকেন, তাহা যথার্থ নহে। কারণ "আত্মা শুদ্ধ এবং নিগুর্ণ" ইত্যাদি শ্রুতিবশতঃ বুদ্ধিপ্রভৃতিকে অন্তঃকরণের ধর্ম্ম বলিয়া শ্রুত হইয়া থাকে। এই জন্য 'নিগুর্ণঃ' বলা হয়।

আত্মার নির্দোষত্ব।

আত্মার নাশ না হইলেও নাশজনক হেতুর সম্বন্ধবশতঃ নাশ হইবে, অতএব আত্মাতে কোন গুণ না থাকিলেও দোষ থাকিতে পারে, এই-রূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তরে বলা হয়—'নিরঞ্জনঃ'।

আত্মার ক্রিয়ারাহিত্য।

আত্মাতে গমনাগমন প্রভৃতি ক্রিয়াশক্তি থাকিতে পারে—এই-রূপ আশঙ্কা করিয়া আত্মায় নিষ্ক্রিয়ত্ব শ্রুতিবলে বলিতেছেন—'গমনা-গমনাদি' ইত্যাদি।

আত্মার অহঙ্কারাদিরাহিত্য।

কোন কোন বাদী অহঙ্কারাদিকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার

কেচিত্তু জড়ত্বম্ আত্মনো মন্যন্তে, তান্ প্রতি 'অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং-জ্যোতিঃ' ইত্যাদি শ্রুত্যা পরিহরতি—**স্বয়মি**ত্যাদি। যথা অগ্নেঃ উষ্ণস্পর্শস্বভাবঃ অভিমতঃ, যথা চ প্রকাশঃ সবিতুঃ স্বীকৃতঃ, তথা আত্মা সত্যমেব জ্যোতিঃস্বভাবঃ অভ্যুপগন্তব্যঃ শ্রুতেঃ ইত্যর্থঃ।

পৃথিবীময়াদিশ্রুতেঃ আত্মনো ভূতসম্বন্ধম্ আশঙ্ক্য 'নাকাশ'মিত্যাদি শ্রুতেঃ নৈবম্ ইত্যাহ—**আকাশে**ত্যাদি। পৃথিবীময়াদিশ্রুতিস্তু সোপাধিকবিষয়ত্বাৎ ন প্রকৃতপ্রতিকূলেতি ভাবঃ।

"অবাঙ্মনোঽচক্ষুঃশ্রোত্রম্" ইত্যাদিশ্রুত্যা করণসম্বন্ধং ধুনীতে **বুদ্ধে**ত্যাদি।

করেন, তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য আত্মার অস্থূলত্বাদি শ্রুতি অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন—'অহঙ্কার' ইত্যাদি।

আত্মার স্বয়ংপ্রকাশত্বনিরূপণ বা জড়ত্ব খণ্ডন।

কেহ কেহ আত্মার জড়ত্ব অর্থাৎ অচেতনত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে "সুষুপ্তিকালে এই আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা 'স্বয়ং' ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছেন। যেমন অগ্নির উষ্ণস্পর্শস্বভাব সকলের অভিমত, এবং সূর্য্যের প্রকাশস্বভাবত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রুতিপ্রমাণবশতঃ আত্মা যথার্থই স্বয়ংপ্রকাশস্বভাব, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

আত্মায় ভূতসম্বন্ধরাহিত্য।

পৃথিবীময় অর্থাৎ পৃথিবীর বিকার—ইত্যাদি শ্রুতিবশতঃ আত্মার ভূত-সম্বন্ধ আশঙ্কা করিয়া 'আকাশ নহে' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তাহার নিরাস করা হইতেছে। তাহাই 'আকাশাদি' বাক্যে বলিতেছেন। 'পৃথিবীময়' প্রভৃতি-শ্রুতি উপাধিবিশিষ্ট আত্মবিষয়ক বলিয়া প্রকৃতবিষয়ের প্রতিকূল নহে।

আত্মার বুদ্ধ্যাদিকরণরাহিত্য।

'বুদ্ধ্যাদি' বাক্যে 'আত্মা বাক্, মন, চক্ষুঃ ও শ্রোত্ররহিত—ইত্যাদি

নির্গুণশ্রুতিমেব অনুসৃত্য গুণত্রয়সম্বন্ধং প্রত্যাদিশতি—**সত্ত্বে**ত্যাদি।

"অপ্রাণো হ্যমনাঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রাণসম্বন্ধোঽপি নাস্তি ইত্যাহ—**প্রাণাদী**ত্যাদি।

অশনায়াদিধর্ম্মবত্বাৎ আত্মনো ন প্রাণাদিসম্বন্ধবৈধুর্য্যম্ ইত্যাশঙ্ক্য "যোঽশনায়াপিপাসে শোকমোহং জরামৃত্যুমত্যেতি" ইতি শ্রুত্যা উত্তরম্ আহ—**অশনায়ে**ত্যাদি।

যথোক্তস্য আত্মনো বুদ্ধিস্থত্বেন সন্নিহিতপরত্বং "স এব আত্মা হৃদি"-ইত্যাদি শ্রুত্যা দর্শয়তি—**যঃ** ইত্যাদি।

শ্রুতিবশতঃ আত্মার করণসম্বন্ধ, অর্থাৎ করণের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নিরাকরণ করিতেছেন।

আত্মার সত্ত্বাদিগুণরাহিত্য।

'সত্ত্বাদি' বাক্যে নির্গুণশ্রুতিকেই অনুসরণ করিয়া আত্মার সহিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণের সম্বন্ধ নিরাকরণ করিতেছেন।

আত্মার প্রাণাদিসম্বন্ধরাহিত্য।

'প্রাণাদি' বাক্যে "আত্মা প্রাণ নহে, মন নহে" ইত্যাদি শ্রুতিবশতঃ আত্মার প্রাণসম্বন্ধও নাই—ইহাই বলিতেছেন।

আত্মার প্রাণবুদ্ধি-শরীরধর্ম্মরাহিত্যকথন।

আত্মার অশনায়া অর্থাৎ ক্ষুধাদিধর্ম্ম থাকায় প্রাণাদির সহিত সম্বন্ধ নাই, একথা বলা যায় না—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া "যিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন করিয়া 'অশনায়া' ইত্যাদি বাক্যে তাহার উত্তর দিতেছেন।

আত্মা সকলপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত।

পূর্ব্বোক্ত আত্মা বুদ্ধিতে অবস্থান করিয়া সন্নিহিত হইয়া থাকেন, তাহা "এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থিত আছেন" এই শ্রুতির দ্বারা 'যঃ' ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শন করিতেছেন।

সর্ব্ববুদ্ধিবিশিষ্টত্বেন উপলভ্যমানত্বাৎ সর্ব্বপ্রাণিহৃদিস্থ ইতি উচ্যতে, ন পুনঃ সর্ব্বগতস্য নিরবয়বস্য আত্মনঃ বুদ্ধ্যাধারত্বং সম্ভবতি; যথা আকাশস্য ন কশ্চিৎ পদার্থঃ আধারো ভবতি।২

নিরাধার আকাশের ন্যায় আত্মা সর্ব্বপ্রাণিহৃদিস্থ।

সর্ব্ববুদ্ধিবিশিষ্টত্বরূপে উপলভ্যমান হয় বলিয়া আত্মাকে সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়স্থ বলা হয়, কিন্তু সর্ব্বগত নিরবয়ব আত্মার আধার বুদ্ধি হইতে পারে না, যেমন আকাশের আধার কোন পদার্থ হয় না।২

"এষ হি দ্রষ্টা" ইত্যাদি শ্রুত্যা দ্রষ্টাত্মনা হৃদয়ে অবস্থানং কথয়তি—**সর্ব্বে**ত্যাদি।

যস্য প্রতিপাদনায় প্রক্রমঃ কৃতঃ সোঽয়ম্ আত্মা কূটস্থঃ চিদ্ধাতুঃ উপপাদিতঃ অস্মাভিঃ ইতি উপসংহরতি—**স** ইত্যাদি।১

যদুক্তং সর্ব্বপ্রাণিহৃদিস্থিতঃ ইতি তদ্ অযুক্তং স্বমহিমপ্রতিষ্ঠস্য আত্মনো হৃদয়াধারত্বানুপপত্তেঃ ইতি তত্রাহ—**সর্ব্বে**ত্যাদি। সর্ব্বহৃদয়স্থ-

আত্মার সর্ব্ববুদ্ধিসাক্ষিত্ব ও আত্মস্বরূপের উপসংহার।

'সর্ব্ব' ইত্যাদি বাক্যে "এই আত্মা দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী" এই শ্রুতি-দ্বারা দ্রষ্টৃত্বরূপে আত্মা সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন, ইহাই বলিতেছেন।

এক্ষণে যাঁহার বিষয় প্রতিপাদন করিবার জন্য উপক্রম করা হইয়াছিল, সেই এই আত্মা কূটস্থ, চৈতন্যস্বরূপ—ইহা আমরা উপপাদন করিয়াছি, 'সঃ' ইত্যাদি বাক্যে তাহারই উপসংহার করা হইতেছে।১

সর্ব্বপ্রাণীর হৃদিস্থিত আত্মা কেন?

যদি বল পূর্ব্বে আত্মাকে যে সকল প্রাণীর হৃদয়স্থিত বলা হইয়াছে, তাহা, অসঙ্গত, কারণ, আত্মা নিজ মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার আশ্রয় হৃদয় হইতে পারে না? এইরূপ আশঙ্কা হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন

কথং পুনঃ অহংকারমমকারেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নরহিতস্য আত্মনঃ দ্রষ্টৃত্বম্ ইতি উচ্যতে? দ্রষ্টৃত্বং নাম দর্শন-ক্রিয়াকর্তৃত্বম্।৩

প্রযত্নরহিত আত্মার দ্রষ্টৃত্বে শঙ্কা।

কি করিয়া আবার অহংকার মমকার ইচ্ছা দ্বেষ ও প্রযত্ন-রহিত আত্মার দ্রষ্টৃত্ব বলা হয়? দ্রষ্টৃত্ব বলিতে যে দর্শন ক্রিয়ার কর্তৃত্ব বুঝায়।৩

বুদ্ধিবিশিষ্টতয়া তৎসাক্ষিত্বেন স্ফুরণাদ্ ঔপচারিকং আত্মনো হৃদিস্থিতত্বম্ ইতি স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিত্বম্ অবিরুদ্ধম্ ইত্যর্থঃ।

সম্ভবতি মুখ্যে হৃদিস্থত্বে কিমিতি ঔপচারিকম্ ইত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিসমধি-গতস্বমহিমপ্রতিষ্ঠত্ববিরোধাৎ নৈবম্ ইত্যাহ—**ন** ইত্যাদি। ন হৃদয়প্রতিষ্ঠ-বুদ্ধ্যাধারত্বম্ আত্মনো মুখ্যম্ আখ্যাতুং যুক্তং, সর্ব্বগতত্বাৎ, দ্রব্যত্বে সতি নিরবয়বত্বাৎ বা গগনবৎ ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তং স্পষ্টয়তি—**যথে**ত্যাদি।২

'সর্ব্ববুদ্ধি' ইত্যাদি। আত্মা, সকলের হৃদয়স্থিত বুদ্ধিবিশিষ্টত্বরূপে এবং সেই বুদ্ধিবিশিষ্টত্বরূপে উপলব্ধ হন বলিয়া আত্মার হৃদয়স্থিতত্বাদি আরোপিত, অতএব স্বমহিমা প্রতিষ্ঠার সহিত বিরোধ হইল না।

আত্মার বুদ্ধ্যাধারত্বাভাব ও আকাশের দৃষ্টান্ত।

আত্মার মুখ্যহৃদয়স্থিতত্ব সম্ভব হইলে গৌণ বলিবার কারণ কি? এই-রূপ আশঙ্কা করিয়া, শ্রুতিতে আত্মার যে স্বমহিমপ্রতিষ্ঠা অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ ঘটে, তজ্জন্য 'ন পুনঃ' ইত্যাদি সূত্রে তাহার পরিহার করিতেছেন। আত্মা সর্ব্বগত বলিয়া তাঁহার হৃদয়স্থিত বুদ্ধ্যাধারত্ব মুখ্য বলিতে পারা যায় না। অথবা আত্মা দ্রব্য হইয়াও নিরবয়ব, যেমন—আকাশ।

আত্মার যে কোন আধার নাই, তদ্বিষয়ে 'যথা' ইত্যাদি বাক্যে আকাশকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিতেছেন।২

যদি দর্শনক্রিয়াং করোতি ইতি আত্মা দ্রষ্টা স্যাৎ, তদা অশেষবুদ্ধিদ্রষ্টৃত্বং ন উপপদ্যতে ; বিরোধাৎ ; যথা দেবদত্তস্য

আত্মার দ্রষ্টৃত্বে আপত্তি।

যদি দর্শনক্রিয়া করে বলিয়া আত্মা দ্রষ্টা হয়, তাহা হইলে ত আত্মার অশেষবুদ্ধির দ্রষ্টৃত্ব উপপন্ন হয় না, কারণ, তাহা হইলে বিরোধ হয় ; যেমন দেবদত্তের ক্রিয়ানুরোধে

যৎপুনরুক্তম্ আত্মা প্রযত্নরহিতঃ সর্ব্ববুদ্ধেঃ দ্রষ্টা ইতি তত্র চোদয়তি—**কথমি**ত্যাদি।

প্রযত্নরহিতস্যাপি দ্রষ্টৃত্বে কা অনুপপত্তিঃ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**দ্রষ্টৃত্বম্** ইত্যাদি। তদ্ধি দর্শনক্রিয়াকর্ত্তৃত্বং কর্ত্তৃত্বঞ্চ কারকাপ্রয়োজ্যত্বে সতি কারকপ্রয়োক্তৃত্বং, ততশ্চ কর্ত্তা প্রযত্নরহিতশ্চ ইতি বিরুদ্ধম্ ইত্যর্থঃ।৩

দর্শনক্রিয়াকর্ত্তৃত্বং দ্রষ্টৃত্বম্ ইতি অত্রৈব দূষণান্তরমাহ—**যদি** ইত্যাদি। দর্শনক্রিয়াকর্ত্তৃত্বপক্ষে যুগপদেব বুদ্ধিতদ্বৃত্তিদ্রষ্টৃত্বানুপপত্তিঃ ইত্যত্র

আত্মার প্রযত্নরাহিত্য ও সর্ব্ববুদ্ধির দ্রষ্টৃত্বে শঙ্কা ও সমাধান।

আর যে আত্মাকে প্রযত্নরহিত এবং সকল বুদ্ধির দ্রষ্টা বলা হইয়াছে—তাহাতে 'কথম্' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন, যথা—

প্রযত্নরহিত বস্তুর দ্রষ্টৃত্ব বিরুদ্ধ (পূর্ব্বপক্ষ)।

প্রযত্নরহিত বস্তুর দ্রষ্টৃত্ব বিষয়ে অসঙ্গতি কি—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্বপক্ষী "দ্রষ্টৃত্বম্" ইত্যাদি বাক্যে স্বমতের দৃঢ়তা করিতেছেন। দ্রষ্টৃত্ব বলিতে দর্শনক্রিয়াকর্ত্তৃত্ব, আর কর্ত্তৃত্ব বলিতে কারকের অপ্রয়োজ্যত্ব সত্ত্বে কারকের প্রযোক্তৃত্ব বুঝায়। অতএব কর্ত্তা প্রযত্নরহিত, ইহা বিরুদ্ধ হয়।৩

দ্রষ্টৃত্বলক্ষণে দোষান্তর প্রদর্শন।

'যদি' ইত্যাদি বাক্যে দর্শনক্রিয়া কর্ত্তৃত্বই দ্রষ্টৃত্ব—এই লক্ষণেই দোষান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।

ক্রিয়ানুরোধেন যুতাযুতসিদ্ধকরণাদিসব্যপেক্ষয়া গমনাগমনাদিক্রিয়াকর্ত্তৃত্বম্ ।৪। ন উভয়প্রকারকরণসম্বন্ধরহিতস্য অবিক্রিয়স্য দৃগ্‌রূপস্য আত্মনঃ দর্শনক্রিয়া স্যাৎ ।৫

যুতসিদ্ধ করণ, যথা—কুঠারাদি ও অযুতসিদ্ধ করণ, যথা—হস্তপদাদি সাপেক্ষ গমনাগমনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর হয় ।৪ আর উক্ত উভয় প্রকার করণের সহিত সম্বন্ধরহিত অবিক্রিয়দ্রষ্টৃরূপ আত্মার দর্শন ক্রিয়া হইতে পারে না ।৫

হেতুমাহ—**বিরোধাদি**তি। নিরবয়বস্য আত্মনঃ পর্য্যায়েণ বিরুদ্ধানেকপরিণামাযোগাৎ ইত্যর্থঃ। যদি পুনঃ আত্মা নিরবয়বোঽপি পরিণমেত তদা ক্রমেণৈব পরিণমেত, যুগপৎ পরিণামিণো নিরবয়বত্বস্য দুরূপপাদত্বাদিতি মত্বা ক্রমপরিণামং দৃষ্টান্তমাহ—**যথে**ত্যাদি। যুতসিদ্ধং করণং কুঠারাদি, তদ্ধি দেবদত্তাৎ পৃথগেব লব্ধাত্মকম্, অযুতসিদ্ধং করণং করচরণাদি, ন হি তস্য দেবদত্তম্ অনপেক্ষ্য স্বতন্ত্রতয়া সিদ্ধিরস্তি, তদু-

প্রযত্নরহিত বস্তুর দ্রষ্টৃত্ব বিরোধ।

দ্রষ্টৃত্বশব্দের অর্থ—দর্শনক্রিয়াকর্ত্তৃত্ব ; এই পক্ষে যুগপৎ আত্মকর্ত্তৃক বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির দ্রষ্টৃত্ব অসঙ্গত হয়, এই পক্ষে 'বিরোধাৎ' বাক্যে তাহার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। কারণ, নিরবয়ব আত্মার পর্য্যায়ক্রমেও বিরুদ্ধ নানাবিধ পরিণাম হইতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

আর যদি আত্মা নিরবয়ব হইয়াও পরিণত হয়, বলা যায়, তাহা হইলে আত্মা ক্রমে ক্রমেই পরিণত হয় বলিতে হইবে। যুগপৎ পরিণাম নিরবয়ব বস্তুর পক্ষে দুরূপপাদনীয় অর্থাৎ হইতেই পারে না—ইহা বিবেচনা করিয়া "যথা" ইত্যাদি বাক্যে আত্মার যে ক্রমপরিণামই সম্ভব, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বলিতেছেন। যুতসিদ্ধ যে কারণ, যথা—কুঠারাদি তাহা দেবদত্ত হইতে পৃথক্‌রূপে লব্ধ হইয়া থাকে, আর অযুতসিদ্ধ যে কারণ, যথা—করচরণাদি, তাহা দেবদত্তকে অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্র-

যস্য তু পুনঃ করণাদিসব্যপেক্ষয়া দ্রষ্টৃত্বং তস্য অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বং ক্রমদ্রষ্টৃত্বম্, অদ্রষ্টৃত্বম্, অন্যথাদ্রষ্টৃত্বং স্যাৎ; পরিণামিত্বাৎ, করণাদিনিমিত্তসব্যপেক্ষত্বাচ্চ চিত্তপ্রদীপবদেব।৬

আবার যাহার কিন্তু করণাদি সাপেক্ষ দ্রষ্টৃত্ব, তাহার অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্ব ক্রমদ্রষ্টৃত্ব, অদ্রষ্টৃত্ব বা অন্যথাদ্রষ্টৃত্ব হইতে পারে, যেহেতু চিত্তও প্রদীপের ন্যায় তাহার পরিণামিত্ব এবং করণাদিনিমিত্তের অপেক্ষত্ব আছে।৬

ভয়াপেক্ষয়া ক্রমানুরোধেন তদ্বতো গমনাগমনাদিক্রিয়াসু কর্ত্তৃত্বং দৃষ্টং, দৃশ্যতে হি কদাচিৎ পৃথগেব সিদ্ধকঠোরকুঠারাদ্যপেক্ষয়া কাষ্ঠাদিভেত্তৃত্বং কদাচিৎ অপৃথগেব সিদ্ধচরণাদ্যপেক্ষয়া গমনাদিকর্ত্তৃত্বং, ন পুনঃ একদৈব উভয়বিধকরণাপেক্ষয়া নানাবিধক্রিয়াসু তস্য কর্ত্তৃত্বধীঃ ইত্যর্থঃ।৪

অস্তু তর্হি পৃথগাত্মনোঽপি দ্বিবিধকরণসব্যপেক্ষস্য দর্শনাদিক্রিয়াসু কর্ত্তৃত্বং ন ইত্যাহ—**ন** ইত্যাদি। প্রত্যগাত্মনো হি চিন্মাত্রত্বেন কূটস্থাসঙ্গস্বভাবস্য দ্বিবিধকরণসম্বন্ধাযোগাৎ ন ক্রমদ্রষ্টৃত্বোপপত্তিঃ ইত্যর্থঃ।৫

ভাবে সিদ্ধ হয় না, তদুভয়কে অপেক্ষা করিলে ক্রমের অনুসারেই সেই করণবিশিষ্ট আত্মার গমনাগমনাদি ক্রিয়াতে কর্ত্তৃত্ব দেখা যায়। ইহা দেখাই যায় যে, কখনও পৃথক্‌রূপে সিদ্ধ কঠোর কুঠারাদিকে অপেক্ষা করিয়া কর্ত্তার কাষ্ঠাদিভেদকর্ত্তৃত্ব হইতেছে, এবং কখনও বা অপৃথক্‌রূপে সিদ্ধ করচরণাদিকে অপেক্ষা করিয়া কর্ত্তার গমনাদিকর্ত্তৃত্ব, সিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু একই কালে উভয়বিধ করণকে অপেক্ষা করিয়া নানবিধ ক্রিয়াতে তাহার কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি হইতেছে—ইহা দেখা যায় না। সুতরাং আত্মার যদি পরিণাম হয়, তবে ক্রমেক্রমেই হয়—বলিতে হইবে, যুগপৎ হয় না।৪

আত্মার দ্রষ্টৃত্বাভাব।

আচ্ছা, তাহা হইলে যুতসিদ্ধ ও অযুতসিদ্ধ দ্বিবিধ করণসাপেক্ষ এবং দেহাদি অহঙ্কারান্ত অনাত্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত আত্মার দর্শনাদি

ন এবম্ আত্মনঃ অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বং, ক্রমদ্রষ্টৃত্বম্ অদ্রষ্টৃত্বম্, অন্যথাদ্রষ্টৃত্বং চ ইষ্যতে, বিক্রিয়াভাবাৎ, করণাদিনিমিত্ত-নিরপেক্ষত্বাৎ চ, ব্যতিরেকেণ চিত্তপ্রদীপবৎ।৭

আত্মার এইরূপ অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্ব, ক্রমদ্রষ্টৃত্ব, অদ্রষ্টৃত্ব এবং অন্যথাদ্রষ্টৃত্ব ইচ্ছা করা হয় না ; যেহেতু আত্মার বিক্রিয়া নাই, এবং করণাদিনিমিত্তের অপেক্ষত্ব নাই, ইহার ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত—যেমন চিত্তপ্রদীপ অর্থাৎ চিত্তপ্রদীপের যেমন অপেক্ষ-ত্বাদি আছে, ইহার সেরূপ নাই। (ইহাই প্রথম আপত্তি)।৭

যদি তস্যাপি ক্রিয়াবত্ত্বং করণাপেক্ষত্বং চ ইষ্যতে তত্রাহ—**যস্য** ইত্যাদি। যথা চিত্তস্য বিক্রিয়াবত্ত্বাৎ করণসাপেক্ষত্বাচ্চ কতিপয়দ্রষ্টৃত্বাদি দৃষ্টং, তথা আত্মনোঽপি ক্রিয়াদিমত্ত্বে কতিপয়দ্রষ্টৃত্বাদি দুর্ব্বারম্ আপতেদ্ ইত্যর্থঃ। **করণাদি** ইতি 'আদি'পদম্ অর্থাদিসংগ্রহার্থম্।৬

ক্রিয়াতে ক্রমিক কর্তৃত্ব হউক, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন —না, তাহা হয় না। ইহাই—"ন উভয়" ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। কারণ, প্রত্যগাত্মা কেবলমাত্র চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া কূটস্থ ও অসঙ্গস্বভাব ; তাঁহার উক্ত যুতসিদ্ধ ও অযুতসিদ্ধ এই দ্বিবিধ করণের সহিত সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় ক্রমিক দ্রষ্টৃত্বও সঙ্গত হয় না।৫

আত্মার ক্রিয়াদিমত্ত্বে স্বল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বাপত্তি।

যদি আত্মাকেও সক্রিয় ও করণসাপেক্ষ বল, তাহা হইলে তাহার উত্তর 'যস্য তু' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। যেমন চিত্তের বিক্রিয়াবত্ত্ব ও করণসাপেক্ষত্ব প্রযুক্ত কতিপয় বস্তুর দ্রষ্টৃত্ব দেখা যায়, সেইরূপ আত্মারও ক্রিয়াদি স্বীকার করিলে কতিপয় বস্তুর দ্রষ্টৃত্ব দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। বাক্যে 'করণাদি' এই "আদি"পদ বিষয়াদিসংগ্রহের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে।৬

নন্থ আত্মনঃ অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বাদি ন অনিষ্টং, তথৈব দ্রষ্টৃত্বাদ্ ইতি তৎ ন অনঙ্গীকারাদ্ ইত্যাহ—**নৈবম্** ইত্যাদি।

অনঙ্গীকারে হেতুম্ আহ—**বিক্রিয়ে**ত্যাদি। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" ইত্যাদি শাস্ত্রাৎ ন তস্য বিক্রিয়া অস্তীতি ন ক্রিয়াম্ অর্হতি। ন চ বিক্রিয়স্য দ্রষ্টৃত্বম্ এষ্টুং শক্যতে, তস্য চ কার্য্যকারণনিমিত্তনিরপেক্ষত্বং "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ অবগম্যতে। ন চ তস্য অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্যাদি সিধ্যতি "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্"ইত্যাদিশ্রুতেঃ ইত্যর্থঃ।

তত্র ব্যতিরেকম্ আহ—**ব্যতিরেকেণ** ইত্যাদি। যথা চিত্তাখ্যস্য প্রদীপস্য ক্রিয়াবত্বাৎ করণাপেক্ষত্বাচ্চ কতিপয়দ্রষ্টৃত্বাদি ইষ্টং, ন তথা আত্মনঃ সম্ভবতি ইত্যর্থঃ।৭

আত্মার অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্ব খণ্ডন।

যদি বল, আত্মার অল্পবিষয়দ্রষ্টত্ব অনভিমত নহে: কারণ, আত্মার অল্পবিষয় দ্রষ্টৃত্বই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে, যেহেতু আত্মার অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্ব স্বীকার করা যায় না, ইহাই—"নৈবম্" ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন।

আত্মার অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বনিরাস।

আত্মার অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্ব অস্বীকার করিবার হেতু বলিতেছেন—'বিক্রিয়াভাবাৎ' ইত্যাদি। কারণ, "আত্মা নিরংশ, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত" এইরূপ শ্রুতি থাকায় আত্মার কোনরূপ বিকার নাই, সুতরাং আত্মাতে কোনরূপ ক্রিয়া থাকিতে পারে না। আর অবিকারী পদার্থের দ্রষ্টৃত্ব স্বীকার করা যায় না; কারণ, "আত্মার কার্য্যরূপ দেহ ও করণরূপ ইন্দ্রিয় নাই" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে আত্মার দেহ, ইন্দ্রিয়াদিরূপ কার্য্যকারণ-নিমিত্ত সাপেক্ষরাহিত্য জানা যায়। আর আত্মার অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বও সিদ্ধ হয় না, কারণ, "যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি শ্রুতি আছে।

ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তপ্রদর্শন।

এই বিষয়ে ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিতেছেন—'ব্যতিরেকেণ'

কথং বুদ্ধ্যাত্মনোঃ সংযোগঃ ইতি উচ্যতে।৮

ইতোঽপি সম্বন্ধঃ সম্ভবতি; সূক্ষ্মত্বাৎ, স্বচ্ছত্বাৎ, নিরবয়বত্বাৎ চ উভয়োঃ সম্বন্ধযোগ্যতা ভবতি।৯। তত্র শুদ্ধ-

তাহার পর বুদ্ধির সহিত আত্মার সংযোগ হয়—ইহাই বা কি করিয়া বলা হয়? (ইহাই দ্বিতীয় আপত্তি) ৮

আত্মার দ্রষ্টৃত্বে দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর।

উক্ত আপত্তিদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর এই—নিম্নলিখিত কারণেও বুদ্ধি ও আত্মার সম্বন্ধ সম্ভবপর হয়। অর্থাৎ সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত, স্বচ্ছত্বপ্রযুক্ত, নিরবয়বত্বপ্রযুক্ত বুদ্ধি ও আত্মার সম্বন্ধযোগ্যতা হইয়া থাকে।৯। তন্মধ্যে আত্মা—

আত্মনঃ নিরবয়বত্বাৎ করণাদ্যনপেক্ষত্বাদ্ অহঙ্কারাদিরহিতত্বাচ্চ ক্রমাক্রমাভ্যাং ন দ্রষ্টৃত্বম্ ইতি আক্ষেপো দর্শিতঃ, সম্প্রতি 'সর্ব্ববুদ্ধিবিশিষ্টতয়া উপলভ্যমানত্বাৎ' ইত্যত্র বুদ্ধ্যাত্মনোঃ বিশেষণবিশেষ্যভাবস্য মূলত্বেন সংযোগম্ উক্তম্ আক্ষিপতি—**কথমি**ত্যাদি। ন হি মূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ বুদ্ধ্যাত্মনোঃ জতুকাষ্ঠয়োরিব সংযোগঃ সঙ্গচ্ছতে। ন চ কার্য্যকারণয়োঃ

ইত্যাদি। যেমন চিত্তনামক প্রদীপের ক্রিয়াবত্ত্ব ও করণাপেক্ষত্বনিবন্ধন অল্প কতিপয়বিষয়দ্রষ্টৃত্বাদি অভীষ্ট হয়, তদ্রূপ আত্মার সম্ভব হয় না।৭

বুদ্ধি ও আত্মার সংযোগাভাবশঙ্কা।

আত্মা নিরবয়ব, করণাদিনিরপেক্ষ ও অহঙ্কারাদিরহিত বলিয়া ক্রমে অথবা অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ দ্রষ্টা হন না, এইরূপ আশঙ্কা প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন আত্মা পূর্ব্বোক্ত 'সকলবুদ্ধিবিশিষ্টরূপে উপলব্ধির বিষয় হন'—এই বিষয়ে বুদ্ধি ও আত্মার বিশেষণবিশেষ্যভাবের মূলস্বরূপ যে উভয়ের সংযোগ উক্ত হইয়াছে, তাহা 'কথম্' ইত্যাদি বাক্যে আশঙ্কা করিতেছেন। বস্তুতঃ মূর্ত্ত বুদ্ধি ও অমূর্ত্ত আত্মার পক্ষে লাক্ষা ও কাষ্ঠের

দ্রব্যয়োঃ তয়োঃ সম্বন্ধান্তরং বিশেষণবিশেষ্যত্বানুকূলম্ অবকল্পতে, দণ্ড-দেবদত্তয়োঃ অদর্শনাৎ ইত্যর্থঃ।৮

আক্ষেপদ্বয়ে প্রাপ্তে প্রথমং দ্বিতীয়ম্ আক্ষিপ্য পরিহরতি—**ইতঃ** ইত্যাদি। বুদ্ধ্যাত্মনোঃ বস্তুতঃ সংযোগাসম্ভবেঽপি সম্ভবত্যেব আধ্যাসিকঃ সম্বন্ধঃ ইত্যর্থঃ।

উক্তং সম্বন্ধমেব ব্যক্তীকর্ত্তুং বুদ্ধ্যাত্মনোঃ সাদৃশ্যং দর্শয়তি—**সূক্ষ্ম**ত্যাদি। অস্তি হি বুদ্ধ্যাত্মনোঃ উক্তোভয়বিধেন্দ্রিয়াগোচরত্বম্, অস্তি চ স্ফটিকমণিবৎ উভয়োরপি স্বচ্ছত্বম্, আত্মনশ্চ নিরবয়বত্বে অবিবাদঃ, বুদ্ধেস্তু সাবয়বত্বেঽপি ঘটাদিবৈলক্ষণ্যাৎ তদ্ উক্তম্ অতঃ তয়োঃ অস্তি সম্বন্ধযোগ্যতা ইত্যর্থঃ।৯

ন্যায় সংযোগ সঙ্গত হয় না। আর কার্য্যকারণরূপ দ্রব্যদ্বয়ের বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের অনুকূল অন্য কোন সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না; কারণ, দণ্ড ও দেবদত্তে সেরূপ কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না।৮

বুদ্ধি ও আত্মার আধ্যাসিক সম্বন্ধ।

এইরূপে দুইটী আশঙ্কা প্রাপ্ত হইলে প্রথমতঃ দ্বিতীয় আশঙ্কাকে আক্ষেপ করিয়া 'ইতোপি' ইত্যাদি বাক্যে তাহার পরিহার করিতেছেন। বুদ্ধি ও আত্মার বাস্তব সম্বন্ধ না হইলেও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ হইতে পারে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

বুদ্ধি ও আত্মার আধ্যাসিক সম্বন্ধবিষয়ে সাদৃশ্য।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে বলিবার জন্য 'সূক্ষ্মত্বাৎ' ইত্যাদি বাক্যে বুদ্ধি ও আত্মার সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছেন। বুদ্ধি ও আত্মার উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ত্ব প্রসিদ্ধই আছে; আর স্ফটিক-মণির ন্যায় উভয়ের স্বচ্ছত্বও আছে; আর আত্মার নিরবয়বত্বে কোনরূপ বিবাদও নাই। যদিও বুদ্ধি সাবয়ব নহে, তথাপি সাবয়ব ঘটাদি হইতে তাহার বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়া উভয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধ যুক্তিসঙ্গত। অতএব উভয়ের সম্বন্ধযোগ্যতা আছে। আত্মাতে বুদ্ধির অধ্যাস হয়, সুতরাং বুদ্ধি ও আত্মার যে সম্বন্ধ তাহা অধ্যাসপ্রযুক্ত—ইহাই অর্থ।৯

প্রকাশস্বরূপ আত্মা, স্ফটিকমণিকল্পা চ বুদ্ধিঃ অপ্রকাশ-স্বরূপা সতী প্রকাশসন্নিধিমাত্রেণ প্রকাশস্বরূপা ভবতি, ইতি কৃত্বা বুদ্ধ্যাত্মনোঃ আধ্যাসিকঃ সংযোগঃ ইতি উচ্যতে।১০ ন পুনঃ অমূর্ত্তয়োঃ বুদ্ধ্যাত্মনোঃ জতুকাষ্ঠবৎ সংশ্লেষঃ সম্ভবতি।১১

শুদ্ধ প্রকাশস্বরূপ, এবং বুদ্ধি স্ফটিক মণির ন্যায় অপ্রকাশ-স্বরূপ হইয়া প্রকাশের সন্নিধিমাত্রে প্রকাশস্বরূপ হয়—এইরূপে বুদ্ধি ও আত্মার আধ্যাসিক সংযোগ হয় বলা হয়।১০ কিন্তু অমূর্ত্ত যে বুদ্ধি ও আত্মা তাহাদের সম্বন্ধ গালা ও কাষ্ঠের সম্বন্ধের ন্যায় সম্ভব হয় না।১১

তথাপি ন অসঙ্গস্য আত্মনো বুদ্ধ্যা সহ সম্বন্ধো বাস্তবঃ সিদ্ধ্যতি ইতি অভিসন্ধায় প্রাগুক্তং বুদ্ধ্যাত্মনোঃ অধ্যাসিকং সম্বন্ধং প্রকটয়তি—**তত্র** ইত্যাদি। তয়োঃ সাদৃশ্যে সতি আত্মনঃ শুদ্ধচিদ্ধাতোঃ অজড়ত্বাৎ, বুদ্ধেশ্চ স্ফটিকবৎ অতিস্বচ্ছত্বেঽপি জড়ত্বাৎ অজড়াত্মব্যাপ্তাঽপ্রকাশব্যাপ্তেঃ অধ্যাসসিদ্ধ্যা তয়োঃ সঙ্গতিঃ ইত্যর্থঃ।১০

আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকারদ্বারা সমাধান।

তথাপি অসঙ্গ আত্মার বুদ্ধির সহিত বাস্তবিক সম্বন্ধ সঙ্গত হয় না,—এই অভিপ্রায়ে বুদ্ধির সহিতও আত্মার পূর্ব্বোক্ত আধ্যাসিক সম্বন্ধ, 'তত্র' ইত্যাদির দ্বারা প্রকটিত করিতেছেন। বুদ্ধি ও আত্মার সাদৃশ্য থাকায় শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অজড়ত্বহেতু এবং বুদ্ধি স্ফটিকের ন্যায় অতি-নির্ম্মল হইলেও তাহার জড়ত্বহেতু, অজড় আত্মার ব্যাপ্ত অপ্রকাশের ব্যাপ্তিনিবন্ধন অধ্যাস সিদ্ধ হয় বলিয়া বুদ্ধি ও আত্মার আধ্যাসিক সম্বন্ধ সঙ্গত হয়। অর্থাৎ যেখানে যেখানে অপ্রকাশ জড়বস্তু সেই স্থলেই প্রকাশ অজড় আত্মা থাকে,—এইরূপ ব্যাপ্তিবশতঃজড়রূপ বুদ্ধির সহিত চেতনরূপ আত্মার আধ্যাসিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়।১০

অন্যাপেক্ষত্বাৎ চ দ্রষ্টৃত্বস্য। যথা অহংকারমমকারেচ্ছা-প্রযত্নরহিতস্য আদিত্যস্য প্রকাশস্বরূপসন্নিধিমাত্রেণ

আত্মার দ্রষ্টৃত্ব, প্রথম আপত্তির উত্তর।

আর দ্রষ্টৃত্বের অন্যাপেক্ষত্ব আছে। যেমন অহংকার, মমকার, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্নরহিত আদিত্যের প্রকাশকত্ব—নিজ প্রকাশ অবিকৃত থাকিয়া—প্রকাশস্বরূপের সন্নিধিমাত্রে

যথা জতুকাষ্ঠয়োঃ অগ্নিসংযোগদ্বারা বস্তুতঃ সংশ্লেষোঽস্তি ন তথা বুদ্ধ্যাত্মনোঃ মূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ বাস্তবঃ সম্বন্ধঃ সেদ্ধুম্ অর্হতি, মিথোবিরুদ্ধত্বাৎ ইতি ব্যাবর্ত্তঃ কীর্ত্তয়তি—ন ইত্যাদি। অমূর্ত্তয়োঃ মূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ ইত্যর্থঃ।১১

বুদ্ধ্যাত্মনোঃ সম্বন্ধাপেক্ষাং পরিহৃত্য আত্মনো দ্রষ্টৃত্বাপেক্ষাং পরিহরতি—অন্যেত্যাদি। অশেষবুদ্ধিতদ্বৃত্তিসাধকত্বেন কূটস্থচিন্মাত্রত্বম্ আত্মনো দ্রষ্টৃত্বম্ ইষ্টং, ন তু দর্শনক্রিয়াকর্ত্তৃত্বম্, অতো দ্রষ্টৃত্বস্য অন্যত্র করণ-

বুদ্ধি ও আত্মার বাস্তব সম্বন্ধনিরাস।

যেমন অগ্নিসংযোগদ্বারা গালা ও কাষ্ঠের সংযোগ আছে, সেইরূপ মূর্ত্ত বুদ্ধির সহিত অমূর্ত্ত আত্মার বাস্তব সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, কারণ—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব; 'ন' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এই প্রভেদ কীর্ত্তন করিতেছেন। বাক্যে যে 'অমূর্ত্তয়োঃ' পদ আছে, তাহার অর্থ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের বুঝিতে হইবে।১১

আত্মার কূটস্থচিন্মাত্রস্বরূপ দ্রষ্টৃত্ব।

বুদ্ধির সহিত আত্মার সম্বন্ধের অপেক্ষা পরিহার করিয়া অর্থাৎ দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর দিয়া 'অন্যাপেক্ষত্বাচ্চ' ইত্যাদি বাক্যে আত্মার দ্রষ্টৃত্বাপেক্ষা পরিহার করিতেছেন। অর্থাৎ প্রথম আপত্তির উত্তর দিতেছেন। সমস্ত বুদ্ধি ও যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তির সাধকত্বহেতু অর্থাৎ আত্মা থাকাতে সমস্ত বুদ্ধি ও তদ্বৃত্তিসকল সত্তালাভ করে বলিয়া

অবিক্রিয়মাণেন প্রকাশেন প্রকাশকত্বম্ অন্যথা প্রকাশকত্বাভাবাৎ, তস্যৈবং প্রকাশস্বরূপসন্নিধিসত্তামাত্রেণ বর্ত্তমানস্য আদিত্যস্য প্রকাশকত্বম্ অধ্যারোপ্যতে অজ্ঞৈঃ প্রকাশ্যাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া ; এবমেব সর্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতস্য আত্মনঃ দৃগ্‌রূপস্য চৈতন্যস্বরূপেণ অব্যতিরিক্তেন সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণঃ দৃশ্যসন্নিধিমাত্রেণ দ্রষ্টৃত্বম্ উপচর্য্যতে বুদ্ধ্যাদিদৃশ্যাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া অন্যথা দ্রষ্টৃত্বাভাবাৎ ।১২

সিদ্ধ হয়; কারণ, তাহাতে অন্যপ্রকার প্রকাশকত্ব নাই ; এবং এইরূপে প্রকাশস্বরূপের সন্নিধিসত্তামাত্রদ্বারা বর্ত্তমান আদিত্যের প্রকাশকত্ব অজ্ঞগণকর্ত্তৃক প্রকাশ্যের অভিব্যক্তিকে অপেক্ষা করিয়া অধ্যারোপিত হয়, তদ্রূপই সর্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিত চৈতন্যস্বরূপের দ্বারা অব্যতিরিক্ত সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষী দ্রষ্টৃরূপ আত্মার দৃশ্যসন্নিধিমাত্রদ্বারা দ্রষ্টৃত্ব বুদ্ধ্যাদিদৃশ্যের অভিব্যক্তিকে অপেক্ষা করিয়াই উপচরিত হয়। কারণ, অন্য প্রকার দ্রষ্টৃত্ব নাই ।১২

প্রযত্নাদিনিরপেক্ষত্বাভাবাৎ, অন্যথা দ্রষ্টৃত্বাদেঃ আত্মনি নিত্যজ্ঞপ্তিস্বভাবে সর্ব্বজ্ঞে সম্ভাবয়িতুম্ অশক্যত্বাৎ ন দ্রষ্টৃত্বাক্ষেপঃ সম্ভবতি ইত্যর্থঃ।

আত্মার কূটস্থচৈতন্যস্বরূপত্বরূপ দ্রষ্টৃত্ব অভিপ্রেত, কিন্তু দর্শনক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বরূপ দ্রষ্টৃত্ব আত্মার অভিপ্রেত নহে। অতএব আত্মভিন্নস্থলে যে দ্রষ্টৃত্ব দেখা যায়, তথায় ইন্দ্রিয়প্রযত্নের অপেক্ষা আছে। তাহা না হইলে নিত্যজ্ঞানস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ আত্মাতে দ্রষ্টৃত্বাদির সম্ভাবনা হয় না বলিয়া আত্মা দ্রষ্টা নহেন—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষেরও সম্ভব হয় না। যদি আত্মার কূটস্থচিন্মাত্রত্বরূপ দ্রষ্টৃত্ব স্বীকার না কর, অর্থাৎ দর্শনক্রিয়াকর্ত্তৃত্বরূপ দ্রষ্টৃত্বই স্বীকার কর, তাহা হইলে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ

কথং পুনঃ তৃজন্তেন দ্রষ্টৃশব্দেন কর্তৃবাচিনা প্রযত্নাদিনিরপেক্ষং কূটস্থ-চিন্মাত্রত্বম্ অপেক্ষিতম্ ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তমাহ—**যথে**ত্যাদি। আদিত্যস্য হি করণপ্রযত্নাদিনিরপেক্ষস্য ক্রিয়ারহিতেন প্রকাশেন প্রকাশ্যেষু বিষয়েষু সন্নিধিমাত্রেণ প্রকাশকত্বং প্রতিপন্নং, প্রযত্নাদিদ্বারা তস্য প্রকাশস্বভাবস্য প্রকাশকত্বাযোগাদ্ ইত্যর্থঃ।

দৃষ্টান্তম্ উপসংহরতি—**তস্যে**ত্যাদি। পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ প্রকাশ-স্বরূপস্য প্রকাশ্যেষু অর্থেষু সন্নিধিসত্তামাত্রেণ বর্ত্তমানো যঃ সবিতা তস্য প্রকাশকত্বং প্রকাশ্যার্থাভিব্যক্তিম্ অপেক্ষ্য দ্রষ্টৃভিঃ আরোপ্যতে, মুখ্য-বৃত্ত্যা প্রকাশকর্তৃত্বস্য প্রকাশরূপে তস্মিন্ অসম্ভবাদ্ ইত্যর্থঃ।

দৃষ্টান্তানুসারেণ আত্মনোঽপি প্রযত্নাদিশূন্যস্য নিত্যচৈতন্যস্বভাবস্য

আত্মাতে জন্য-জ্ঞানরূপ যে দর্শনক্রিয়া, তাহার কর্তৃস্বরূপ দ্রষ্টৃত্বের সম্ভাবনা হয় না, যদি তাদৃশ দ্রষ্টৃত্বের সম্ভাবনা আত্মাতে না হইল, তাহা হইলে আত্মা দ্রষ্টা নহেন—এরূপ পূর্ব্বপক্ষই বা কিরূপে হইবে?

প্রযত্নাদিনিরপেক্ষ আদিত্যপ্রকাশ।

দৃশ্‌ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে তৃচ্‌—প্রত্যয় করিলে 'দ্রষ্টৃ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তৃচ্‌-প্রত্যয়ান্ত কর্তৃবাচক দ্রষ্টৃশব্দের দ্বারা প্রযত্নাদিনিরপেক্ষ কূটস্থ-চিন্মাত্রস্বরূপ দ্রষ্টৃত্ব কিরূপে বলা যায়, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া 'যথা' ইত্যাদি বাক্যে দৃষ্টান্তের দ্বারা আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন। সূর্য্যের ইন্দ্রিয়প্রযত্নাদির অপেক্ষা নাই, তাহার ক্রিয়ারহিত অর্থাৎ স্বস্বরূপ প্রকাশের দ্বারা প্রকাশ্য বিষয়সমূহে সন্নিধানমাত্রেই প্রকাশকত্ব জানা যায়। সূর্য্য স্বয়ংপ্রকাশস্বভাব, প্রযত্নাদিদ্বারা তাহার প্রকাশকত্ব সম্ভব হয় না।

আত্মাতে প্রকাশকত্বের আরোপ।

'তস্য' ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের উপসংহার করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রকাশস্বরূপ সূর্য্য প্রকাশ্যবিষয়সমূহের সন্নিধানে অবস্থানমাত্রেই প্রকাশক হয় কিন্তু দর্শকগণ প্রকাশ্য বস্তুর অভিব্যক্তিকে

তস্য কথং সর্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতস্য আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বম্ ইতি? উচ্যতে—চুম্বকবৎ ভ্রামকবৎ।১৩। যথা চুম্বকঃ ভ্রামকঃ স্বরূপসন্নিধিসত্তামাত্রেণ লোহস্য প্রেরকঃ ভবতি, এবমেব সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতোঽপি আত্মা কারকাবভাসকঃ ভবতি।১৪

আত্মার কর্ত্তৃত্বের উপপত্তি।

সেই সর্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিত আত্মার কর্ত্তৃত্ব কি করিয়া হয়, যদি বল ?—তবে বলিতেছি—ভ্রামকচুম্বকের ন্যায় তাহা সিদ্ধ হয়।১৩। যেমন ভ্রামকচুম্বক স্বরূপের সন্নিধির সত্তামাত্র-দ্বারা লৌহের প্রেরক হয়, সেইরূপই আত্মা সর্ব্ববিক্রিয়ারহিত হইলেও কারকের অবভাসক হয়।১৪।

তেনৈব স্বরূপভূতেন চৈতন্যেন বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসাক্ষিণো দ্রষ্টৃত্বম্, দৃশ্যবুদ্ধ্যা-দ্যভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া উপচর্য্যতে, দৃগ্রূপস্য আত্মনো দর্শনক্রিয়াকর্ত্তৃত্বলক্ষণ-দ্রষ্টৃত্বাসম্ভবাদ্ ইতি উদাহরণনিবিষ্টম্ অর্থং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—**এবমি**ত্যাদি।১২

আত্মনঃ সর্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতত্বেন কূটস্থদ্রষ্টৃত্বম্ ইষ্টম্ ইতি চেৎ

অপেক্ষা করিয়া তাহার প্রকাশকত্ব আরোপ করে বস্তুতঃ মুখ্যবৃত্তিতে প্রকাশকর্ত্তৃত্বরূপ প্রকাশকত্ব প্রকাশস্বরূপ সূর্য্যে সম্ভব হয় না।

দার্ষ্টান্তিকে আত্মার দৃষ্টান্তচুম্বকের যোজনা।

প্রযত্নাদিরহিত, নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী আত্মারও পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তানুসারে স্বরূপভূত চৈতন্যের দ্বারাই দ্রষ্টৃত্বসিদ্ধ হয়, এই দ্রষ্টৃত্ব দৃশ্য বুদ্ধ্যাদির অভিব্যক্তিকে অপেক্ষা করিয়া আরোপিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধিকে অভিব্যক্তকরে বলিয়া আত্মাকে দ্রষ্টা বলা হয় মাত্র। কারণ, দৃক্স্বরূপ আত্মার দর্শনক্রিয়াকর্ত্তৃত্বরূপ দ্রষ্টৃত্বের সম্ভব হয় না, এইরূপ অর্থ যাহা উদাহরণের মধ্যে নিহিত আছে, তাহা 'এবম্' ইত্যাদি বাক্যে দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন।১২

"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৩৩) ইত্যত্র কর্ত্তৃত্বং তস্য উক্তম্ অযুক্তম্ আপতেদ্ ইতি শঙ্কতে—**তস্য** ইত্যাদি।

ভ্রামকসন্নিধিমাত্রেণ লোহপ্রেরকত্ববদ্ আত্মনোঽপি স্বগতবিকারম্ অন্তরেণ সন্নিধিমাত্রেণ কারকাবভাসকত্বং কর্ত্তৃত্বং, তৎ ইদম্ ঔপচারিক-কর্ত্তৃত্বম্ উপেত্য" যথা চ তক্ষোভয়থা" (ব্রহ্মসূত্রং ২।৩।৪০) ইতি ন্যায়েন পরিহরতি—**উচ্যতে** ইত্যাদি।১৩

আত্মার ঔপচারিক কর্ত্তৃত্ব।

আত্মার সর্ব্ববিধ বিকারবিশেষরাহিত্যহেতু কূটস্থস্বরূপ দ্রষ্টৃত্ব যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে জীবাত্মা কর্ত্তা ; কারণ, তাহা হইলে 'যজেত' অর্থাৎ যাগ করিবে, 'জুহুয়াৎ' অর্থাৎ হোম করিবে, 'দদ্যাৎ' অর্থাৎ দান করিবে, ইত্যাদি বিধিশাস্ত্র সার্থক হয়। এই ব্রহ্মসূত্রে আত্মার যে কর্ত্তৃত্ব, উক্ত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয়। ইহাই 'তস্য' ইত্যাদি বাক্যে আশঙ্কা করিতেছেন।

(উত্তর-) যেমন ভ্রামক চুম্বককে সন্নিধানমাত্রেই লোহপ্রেরক হইতে দেখা যায়, সেইরূপ আত্মারও স্বগত বিকার ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সন্নিধিবশতঃ কারকসমূহের প্রকাশকস্বরূপ কর্ত্তৃত্ব হইয়া থাকে। আত্মার আরোপিত কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া "যথা চ তক্ষোভয়থা" [ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪] এই ন্যায়কে অবলম্বন করিয়া 'উচ্যতে' ইত্যাদি বাক্যে তাহার পরিহার করিতেছেন।

সূত্রার্থ যথা—পূর্ব্বে 'কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ' [২।৩।৩৩] এই ব্রহ্মসূত্রে জীবাত্মাকে কর্ত্তা বলা হইয়াছে, এখন আশঙ্কা হইতেছে—সেই কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক কিনা? যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে মুক্তি অসম্ভব। তক্ষা অর্থাৎ সূত্রধরের (ছুতরের) ন্যায় আত্মারও উভয় প্রকার অবস্থা দেখা যায়, যেমন তক্ষা বাস্যাদি করণপ্রভৃতিকে অপেক্ষা করিয়া দুঃখী হয় এবং সে গৃহে গিয়া বাস্যাদি ত্যাগ করিয়া সুখী হয় ; সেইরূপ আত্মা

তত্র কারকাবভাসকত্বং নাম কর্ত্তৃত্বোপচারনিমিত্তম্।১৫ বুদ্ধ্যাদীনি করণানি কারকাণি উচ্যন্তে।১৬। তানি চৈতন্যাবভাসিতানি স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে।১৭। তত্র এবং সতি সর্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতস্য আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বম্ উপচর্য্যতে।১৮

আত্মার কর্ত্তৃত্ব উপচরিত।

তন্মধ্যে কারকাবভাসকত্ব বলিতে কর্ত্তৃত্বের উপচারনিমিত্তত্ব বুঝায়।১৫। এবং বুদ্ধি প্রভৃতি করণসমূহকে কারক বলা হয়।১৬। সেই সকল কারক চৈতন্যদ্বারা অবভাসিত হইয়া নিজ নিজ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়।১৭। এখন এইরূপ হওয়ায় সর্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিত আত্মার কর্ত্তৃত্ব উপচরিত হয়।১৮

দৃষ্টান্তং বিবৃণোতি—**যথে**ত্যাদি। দৃষ্টান্তনিবিষ্টম্ অর্থং দার্ষ্টান্তিকে নিবেশয়তি—**এবমি**ত্যাদি।১৪

ভ্রামকস্য লোহপ্রেরকত্বে সন্নিধিবিশেষবৎ আত্মনি কর্ত্তৃত্বোপচারে কিং নিমিত্তম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**তত্র** ইত্যাদি। আত্মনি কারকেষু যদ্ অবভাসকত্বং, তদ্ধি তস্মিন্ কর্ত্তৃত্বোপচারে নিমিত্তম্ ইত্যর্থঃ।১৫

স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় অবিদ্যাদিসম্বন্ধবশতঃ দুঃখী এবং মুক্তাবস্থায় বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যাকে ত্যাগ করিয়া সুখী হন। সুতরাং আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, কিন্তু অবিদ্যাবশতঃ আরোপিত।১৩

'যথা' ইত্যাদি বাক্যে চুম্বকের দৃষ্টান্ত বিবৃত করিতেছেন। 'এবম্' ইত্যাদি বাক্যে দৃষ্টান্তে নিহিত অর্থ দার্ষ্টান্তিক আত্মাতে নিবেশিত করিতেছেন।১৪

কর্ত্তৃত্বোপচারের নিমিত্ত।

ভ্রামক চুম্বক লোহকে প্রেরণ করে, তাহাতে যেমন সন্নিধিবিশেষ নিমিত্ত, সেইরূপ আত্মাতে কর্ত্তৃত্বারোপের নিমিত্ত কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া 'তত্র' ইত্যাদি বাক্যে তাহার উত্তর বলিতেছেন। আত্মাতে

উক্তমেব প্রপঞ্চয়ন্ প্রথমং কারকাণি ব্যাকরোতি—**বুদ্ধ্যে**ত্যাদি। ক্রিয়াং কুর্ব্বৎ করণং কারকং, বুদ্ধ্যাদীনি চ তত্তন্নানাবিধক্রিয়াকর্ত্তৃত্বাদ্ ভবন্তি ইতি কারকাণি ইত্যর্থঃ।১৬

তেষাং জড়ত্বেন স্বতো ভানাভাবাৎ চৈতন্যসন্নিধিমাত্রেণ ভানভাগিনাং প্রত্যেকং বিষয়েষু শক্তির্ভবতি ইত্যাহ—**তানি** ইত্যাদি।১৭

কারকবর্গে চৈতন্যসন্নিধানাদেব ভাসমানে প্রবৃত্তিশক্তিভাগিনি সত্যাত্মনো নির্ব্বিকারস্যৈব কর্ত্তৃত্বম্ অধ্যারোপ্যতে, দৃশ্যতে হি সন্নিধানমাত্রেণ লোহপ্রবৃত্তৌ ভ্রামকস্য প্রেরকত্বারোপণমিতি ফলিতম্ উপসংহরতি—**তত্রে**ত্যাদি।১৮

কারকসমূহের যে অবভাসকত্ব আছে, তাহাই আত্মাতে কর্ত্তৃত্বারোপের প্রতি কারণ হইয়া থাকে—ইহাই অর্থ।১৫

কারক শব্দের অর্থ।

উক্ত বিষয়টী বিস্তৃতভাবে বলিবার জন্য 'বুদ্ধ্যাদীনি' ইত্যাদি বাক্যে প্রথমে কারক কি তাহা বিবৃত করিতেছেন। ক্রিয়াসম্পাদন করে বলিয়া করণকে কারক বলে। আর বুদ্ধ্যাদিও সেই সেই বিবিধ ক্রিয়ার কর্ত্তা হইয়া কারকপদবাচ্য হয়।১৬

আত্মার সন্নিধিহেতু বুদ্ধ্যাদির প্রবৃত্তি।

বুদ্ধিপ্রভৃতির জড়ত্বহেতু তাহাদের স্বাভাবিক প্রকাশ না থাকায় চৈতন্যের সন্নিধানমাত্রেই প্রকাশ্য বুদ্ধ্যাদির প্রত্যেক বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার শক্তি হইয়া থাকে—ইহা 'তানি, ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন।১৭

আত্মার আরোপিত কর্ত্তৃত্ব।

কারকসমূহ চৈতন্যের সন্নিধানবশতঃ প্রবৃত্তিশক্তিবিশিষ্ট হইলে তাহাতে বিকাররহিত আত্মারই কর্ত্তৃত্বের আরোপ করা হয়। যেহেতু সন্নিধানমাত্রেই লোহের প্রবৃত্তি হইলে চুম্বকে প্রেরকত্বের আরোপ দেখা যায়, এই ফলিতার্থ 'তত্র' ইত্যাদি বাক্যে উপসংহার করিতেছেন।১৮

এবম্ আত্মানং কথং বুদ্ধ্যা বিজানীয়াৎ ইতি, তৎ ন শক্যতে বক্তুম্; বুদ্ধেঃ অবভাসকত্বাৎ, আদিত্য-জ্যোতির্বৎ।১৯। যথা আদিত্যঃ রূপেণ ন প্রকাশ্যতে, তথা আত্মা ন দৃশ্যতে বুদ্ধ্যা।২০।

আত্মা বুদ্ধির দৃশ্য নহে।

এরূপ হইলে বুদ্ধিদ্বারাই বা আত্মাকে কি করিয়া জানা যাইবে—যদি বলা হয়, তবে বলিব—তাহা বলিতে পার না, যেহেতু আদিত্যজ্যোতির ন্যায় আত্মা বুদ্ধির অবভাসক।১৯ যেমন আদিত্য রূপদ্বারা অর্থাৎ রূপ আছে বলিয়া প্রকাশিত হয় না, তদ্রূপ আত্মা বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হয় না।২০।

আত্মনঃ সর্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতত্বে 'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা' ইতি শ্রুত্যা তস্য বুদ্ধিদৃশ্যত্বম্ উচ্যমানম্ অনুপপন্নং স্যাৎ ইতি চোদয়তি—**এবমি**ত্যাদি।

কিং শ্রুতিবিরোধো বুদ্ধিবিষয়ত্বাভাবে সতি আত্মনঃ চোদ্যতে? কিংবা তস্য বুদ্ধিবিষয়ত্বং সাধ্যতে? ন আদ্য ইত্যাহ—**তৎ** ইত্যাদি। অদ্বিতীয়াত্মাকারেণ জায়মানবুদ্ধিপরিণামস্য আকারসমর্পকত্বাৎ তজ্জন্য-

---

আত্মায় বুদ্ধিদৃশ্যত্বাসঙ্গতি প্রশ্ন।

আত্মা যদি সমস্তবিকারবিশেষরহিত হইলেন, তাহা হইলে "উৎকৃষ্ট বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে দেখা যায়" এই শ্রুতিবশতঃ আত্মাকে যে বুদ্ধির দৃশ্য বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হয়, তাহাই 'এবম্' ইত্যাদি বাক্যে আশঙ্কা করিতেছেন।

আত্মায় বুদ্ধিদৃশ্যত্বারোপ।

উক্ত আশঙ্কার উত্তরে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, আত্মা বুদ্ধির বিষয় নহে বলিয়া কি শ্রুতিবিরোধের আশঙ্কা করা হইতেছে? অথবা আত্মার বুদ্ধিবিষয়ত্ব সাধন করা হইতেছে? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে,

স্ফুরণাতিশয়াভাবেঽপি তদধীনাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ অতদাত্মনা বুদ্ধ্যা দৃশ্যত্বো-পচারাৎ ন শ্রুতিবিরোধং চোদ্যম্ অবতারয়তি ইত্যর্থঃ।

দ্বিতীয়ং দূষয়তি—**বুদ্ধে**রিত্যাদি। ন বুদ্ধ্যা বিষয়ীকরণমিতিবিশেষঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—**আদিত্যে**ত্যাদি।১৯

দার্ষ্টান্তিকেন সহ দৃষ্টান্তং প্রপঞ্চয়তি—**যথা** ইত্যাদি। আত্মা বুদ্ধি-প্রকাশ্যো ন ভবতি তদবভাসকত্বাৎ, যো যদবভাসকঃ স তস্য প্রকাশ্যো ন ভবতি যথা আদিত্যো রূপপ্রকাশকঃ তৎপ্রকাশ্যো ন ভবতীত্যর্থঃ।২০

ইহাই 'তৎ' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। অদ্বিতীয় আত্মার আকারে আকারিত বুদ্ধির পরিণাম আত্মার আকারসমর্পক হয় বলিয়া সেই আত্মাকারে আকারিত বুদ্ধির পরিণামজন্য আত্মার প্রকাশবাহুল্য না হইলেও আকারসমর্পণবশতঃ আত্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ইহারই নাম বুদ্ধির দ্বারা আত্মদর্শন। অতদাত্মরূপ অর্থাৎ জড়রূপ বুদ্ধির দ্বারা আত্মাতে দৃশ্যত্বের আরোপ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত "দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা" শ্রুতির সহিত বুদ্ধিদৃশ্যত্বের কোনরূপ বিরোধ হয় না।

বাস্তবিক পক্ষে আত্মা বুদ্ধিদৃশ্য নহেন।

এক্ষণে 'বুদ্ধেঃ' ইত্যাদি বাক্যে দ্বিতীয় পক্ষে আত্মার বুদ্ধিবিষয়ত্ব দোষ দিতেছেন। সাধনে বুদ্ধির অভাসক আত্মা বলিয়া বুদ্ধির বিষয়ী-ভূত হন না, ইহাই বিশেষ।

আদিত্যদৃষ্টান্তপ্রদর্শন।

'আদিত্য' ইত্যাদি বাক্যে এই পক্ষে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।১৯

আদিত্যদৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক আত্মাতে যোজনা।

'যথা' ইত্যাদি বাক্যে দার্ষ্টান্তিক আত্মার সহিত দৃষ্টান্ত আদিত্য-প্রকাশের যোজনা করিতেছেন। আত্মা বুদ্ধিপ্রকাশ্য নহেন; কারণ, আত্মা বুদ্ধির অবভাসক অর্থাৎ প্রকাশক। যেহেতু যে যাহার প্রকাশক, সে তাহার প্রকাশ্য হয় না, যেমন রূপপ্রকাশক সূর্য্য রূপের দ্বারা প্রকাশ্য নহে।২০

এতস্মাদপি আত্মা ন দৃশ্যতে, বুদ্ধ্যা বুদ্ধেঃ বেদ্যায়াঃ বেদিতৃত্বানুপপত্তেঃ।২১। যদি তস্যা অপি বেদ্যায়াঃ বেদিতৃত্বং স্যাৎ তদা বেদ্যতা ন স্যাৎ, প্রকাশয়োরিব।২২

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রকাশ প্রকাশ্য নহে বলিয়া আত্মা দৃশ্য নহে।

এই কারণেও আত্মা দৃশ্য হয় না, যেহেতু বুদ্ধিদ্বারা বেদ্য বুদ্ধির বেদিতৃত্ব উপপন্ন হয় না।২১। যদি বেদ্য বুদ্ধিরও বেদিতৃত্ব থাকে, তাহা হইলে প্রকাশদ্বয়ের ন্যায় বেদ্যতা থাকে না।

ইতি দ্বিতীয় খণ্ডের বঙ্গানুবাদ।

কিঞ্চ বুদ্ধিঃ আত্মপ্রকাশিকা ন ভবতি, বেদ্যত্বাৎ ঘটাদিবদ্ ইত্যাহ—**এতস্মাদি**ত্যাদি।২১। আত্মবদ্ বুদ্ধেরপি বেদিতৃত্বে প্রদীপয়োরিব সমানস্বভাবত্বাৎ বুদ্ধ্যাত্মনোঃ বেদ্যবেদিতৃত্বভাবানুপপত্তিরিতি বিপক্ষম্ অনূদ্য প্রতিক্ষিপতি—**যদি** ইত্যাদি।

চিদ্ধাতোঃ সন্নিধেরেব দৃশ্যবুদ্ধ্যাদিদর্শনাৎ।
তদজ্ঞেয়ত্বতো জ্ঞপ্তিমাত্রমাত্মা স্থিতি স্থিতম্॥২২

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

আত্মার বুদ্ধিপ্রকাশ্যত্বখণ্ডন।

তাহার পর বুদ্ধি আত্মপ্রকাশিকা নহে, যেহেতু বুদ্ধি জ্ঞেয়, যেমন ঘটাদি। এই অনুমানটী 'এতস্মাৎ' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন।২১। আত্মার ন্যায় বুদ্ধিরও জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে প্রদীপদ্বয়ের ন্যায় সমানস্বভাবত্বহেতু বুদ্ধির জ্ঞেয়ত্ব ও আত্মার জ্ঞাতৃত্ব উপপন্ন হয় না—এইরূপ বিপক্ষের অনুবাদ করিয়া 'যদি' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তাহার নিরাস করিতেছেন।

চিৎস্বরূপ আত্মার সন্নিধানবশতঃ দৃশ্য বুদ্ধ্যাদির প্রকাশ হইয়া থাকে বলিয়া আত্মার অজ্ঞেয়ত্বহেতু আত্মার কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপত্ব সিদ্ধ হইল।২২

দ্বিতীয় খণ্ডের টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।২

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তত্র জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তানি উপন্যস্যন্তে, বুদ্ধেঃ অবস্থা-বিশেষণানি, তেষাং পরিত্যাগার্থম্, আত্মবিশুদ্ধিপ্রতি-পাদনায় চ।১

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিবিচারের আবশ্যকতা।

এক্ষণে বুদ্ধির অবস্থাবিশেষ পরিত্যাগের জন্য এবং আত্মার বিশুদ্ধিপ্রতিপাদনের নিমিত্ত সেই বুদ্ধির অবস্থাবিশেষ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বিষয় উপন্যাস করা যাইতেছে।১

সমস্তবিশেষণশূন্যকূটস্থচৈতন্যমাত্রং প্রত্যগাত্মত্বম্ ইতি উক্তম্। ইদানীম্ আত্মনি অবস্থাত্রয়ভাজি ভাসমানে লক্ষণত্বাসিদ্ধিঃ ইতি আশঙ্ক্য তস্মিন্ অবস্থাত্রয়স্ফুরণম্ অন্তঃকরণোপাধ্যবিবেকনিবন্ধনম্ ইতি প্রতি-পাদয়িতুং ক্রমতে—**তত্রে**ত্যাদি। বুদ্ধেঃ অন্তঃকরণস্য অবস্থাত্মকানি বিশেষণানি জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তানি, তানি চ প্রত্যগাত্মনি বুদ্ধ্যবিবেকাদ্ ভবন্তি ইতি তস্মিন্ ব্যপদিশ্যমানানি ভবন্তি ইত্যর্থঃ।

বুদ্ধির অবস্থাত্রয় আত্মাতে আরোপিত।

সমস্ত বিশেষণশূন্য কূটস্থচৈতন্যমাত্র—প্রত্যগাত্মা, ইহা উক্ত হইয়াছে, এখন জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয়বিশিষ্টরূপে আত্মা প্রকাশিত হইলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের অসিদ্ধি আশঙ্কা করিয়া, বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণের সহিত আত্মার অবিবেকনিবন্ধন আত্মাতে অবস্থাত্রয় প্রকাশ পায়, ইহাই প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—"তত্র" ইত্যাদি। বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণের অবস্থারূপ বিশেষণ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি; তাহারা বুদ্ধির সহিত অবিবেকবশতঃ প্রত্যগাত্মাতে অধ্যস্ত হয় এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রত্যগাত্মার—এইরূপে কথিত হয়।

বুদ্ধিগতানি তানি কস্মাদ্ আত্মনিষ্ঠত্বেন কথ্যন্তে, যথাকথনম্ আত্মনিষ্ঠান্যেব কিমিতি তানি ন ভবেয়ুঃ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**তেষামি**ত্যাদি। জাগরিতাদীনাম্ অবস্থারূপাণাং বিশেষণানাং পরিত্যাগসিদ্ধয়ে বুদ্ধ্যুপাধিকত্বং তেষাম্ উপন্যস্যতে, নিরুপাধিকত্বে চৈতন্যবৎ পরিত্যাগাযোগাৎ ইত্যর্থঃ।

তেষাম্ ঔপাধিকত্বোপবর্ণনস্য প্রয়োজনান্তরম্ আহ—**আত্মে**ত্যাদি। যদি অবস্থাত্রয়ম্ আত্মনি ভাসমানম্ উপাধ্যধ্যারোপিতম্ ইষ্যতে তদা বিশুদ্ধিঃ আত্মনঃ সিধ্যতি, স্বতঃ অবস্থাত্রয়সম্বন্ধাভাবাৎ, অতশ্চ অবস্থাত্রয়স্য ঔপাধিকত্বপ্রতিপাদনম্ অর্থবৎ ইত্যর্থঃ।১

পরিত্যাগার্থ অবস্থাত্রয় কথন।

বুদ্ধির ধর্ম্ম যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তাহা কেন আত্মার বলিয়া কথিত হয়? তাহারা যথাশ্রুত আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া কেন কথিত হয় না? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"তেষাং" ইত্যাদি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই কয়টী অবস্থারূপ বিশেষণ, ইহাদের পরিত্যাগের নিমিত্ত তাহারা যে বুদ্ধিরূপ উপাধির ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে, ইহাই কথিত হইতেছে। যদি এই কয়টী অবস্থা নিরুপাধিক হইত, অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে আত্মার চৈতন্যকে যেমন ত্যাগ করা যায় না, সেইরূপ এই অবস্থাত্রয়কেও ত্যাগ করা যাইত না।

আত্মার বিশুদ্ধ্যর্থ অবস্থাত্রয়ের ঔপাধিকত্ব প্রতিপাদন।

জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় যে ঔপাধিক, তাহা বলিবার অন্য প্রয়োজন বলিতেছেন—"আত্মা" ইত্যাদি। আত্মাতে ভাসমান অবস্থাত্রয় অধ্যারোপিত বলিয়া অভীষ্ট হয়, অর্থাৎ তাহা আত্মার ধর্ম্ম নহে, কিন্তু উপাধির ধর্ম্ম তাহাতে আরোপিত বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আত্মার বিশুদ্ধি সিদ্ধ হয়। যেহেতু স্বভাবতঃ আত্মাতে অবস্থাত্রয়ের সম্বন্ধ নাই, অতএব অবস্থাত্রয়ের ঔপাধিকত্ব প্রতিপাদন সার্থক।১

তত্র জাগ্রৎ নাম—চক্ষুরাদীনি করণানি আদিত্যা-দ্যনুগৃহীতানি স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে, তত্র বুদ্ধিরপি করণ-ব্যাপারম্ অনুভবতি ।২

জাগ্রদবস্থা পরিচয়।

তন্মধ্যে জাগ্রৎ বলিতে—যখন আদিত্যাদি দেবতাগণকর্ত্তৃক অনুগৃহীত চক্ষুরাদিকরণসমূহ নিজ নিজ বিষয়সমূহে প্রবর্ত্তিত হয়, এবং যখন বুদ্ধিও করণের ব্যাপার অনুভব করে ।২

আত্মনঃ অবস্থাত্রয়াতীতত্বব্যবস্থাপনার্থম্ অবস্থাত্রয়ং বিবৃণ্বন্ আদৌ জাগ্রদবস্থাং প্রস্তৌতি—**তত্র** ইত্যাদি। তাসাম্ অবস্থানাম্ মধ্যে জাগ্রৎ নাম অবস্থা কীদৃশী ইত্যপেক্ষায়াং তৎপ্রদর্শনং প্রথমং কর্ত্তব্যম্ ইত্যর্থঃ।

চক্ষুরাদিভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ তত্তদ্দেবতাধিষ্ঠিতৈঃ রূপাদ্যর্থেষু প্রবৃত্তৈঃ তদর্থোপলব্ধিঃ জাগ্রন্নাম, ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থোপলব্ধিঃ জাগরিতম্ ইত্যঙ্গীকারাৎ, ইত্যাহ—**চক্ষুরাদি** ইত্যাদি।

জাগ্রদবস্থার স্বরূপ জিজ্ঞাসা।

আত্মা যে অবস্থাত্রয়ের অতীত, ইহা ব্যবস্থাপিত করিবার নিমিত্ত অবস্থাত্রয় বিবৃত করিয়া প্রথমে জাগ্রদবস্থার বিষয় বলিতে আরম্ভ করিতেছেন—"তত্র" ইত্যাদি। তিনটী অবস্থার মধ্যে জাগ্রদবস্থা কিরূপ—এইরূপ জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইলে, প্রথমে তাহা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য—ইহাই অর্থ।

দেবতাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ দেবতাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া রূপাদি-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের বিষয়ের যে উপলব্ধি হয়, তাহার নাম জাগ্রৎ। ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয়সকলের উপলব্ধিকে জাগ্রৎ বলে, এইরূপ জাগ্রৎ-লক্ষণ স্বীকৃত হয়, ইহাই 'চক্ষুরাদীনি' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন।

প্রত্যগাত্মনি প্রত্যগাত্মচৈতন্যবজ্জাতা উভয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ দ্রষ্টৃদৃশ্যাকারা বিপরিণমতে; তত্র প্রত্যগাত্মেতি কস্মাৎ আত্মা বিশিষ্যতে? ব্যভিচারিণাম্ অনাত্মত্বখ্যাপনার্থম্।৩

প্রত্যগাত্মা পদের সার্থকতা।

প্রত্যগাত্মাতে প্রত্যগাত্মচৈতন্যের ন্যায় হইয়া উভয়াত্মিকা বুদ্ধি, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের আকারে বিপরিণত হয়; যদি বল, এস্থলে আত্মাকে প্রত্যগাত্মা বলিয়া বিশেষিত করা হইল কেন? তাহার উত্তর এই যে ব্যভিচারিগণের অনাত্মত্বখ্যাপনার্থ।৩

তস্যাং খলু অবস্থায়াং বুদ্ধেরেব দ্রষ্টৃত্বম্ ইত্যাশঙ্ক্য নিরাচষ্টে—তত্র-ইত্যাদি। তত্র বুদ্ধিরপি বিজ্ঞানক্রিয়াশক্তিমতী সাভাসা সতী তস্যাম্ অবস্থায়াং প্রাগুক্তচক্ষুরাদিকরণদ্বারেণ রূপাদিবিষয়াকারপরিণামরূপং ব্যাপারং প্রতিপদ্যমানা দ্রষ্টৃত্বাৎ ব্যাবৃত্তা করণপক্ষপাতিনী ভবতি ইত্যর্থঃ। চক্ষুরাদিদৃষ্টান্তার্থঃ অপিশব্দঃ।২

কথং পুনঃ বুদ্ধিঃ জড়া সতী বিষয়াকারপরিণামং প্রতিপত্তুং প্রভবতি? ন হি ঘটস্য পটাকারপরিণামত্বম্ উপলভ্যতে. তত্রাহ—প্রত্যগিত্যাদি।

জাগ্রদবস্থায় বুদ্ধি করণপক্ষপাতিনী।

জাগ্রদবস্থায় বুদ্ধিরই দ্রষ্টৃত্ব, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া 'তত্র' ইত্যাদি বাক্যে তাহার পরিহার করিতেছেন। জাগ্রদবস্থায় বুদ্ধিও জ্ঞানক্রিয়া-শক্তিবিশিষ্ট ও সাভাস অর্থাৎ চৈতন্যপ্রতিফলিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত চক্ষুরাদিকরণদ্বারা রূপাদিবিষয়াকারপরিণামরূপ ব্যাপারকে প্রাপ্ত হইয়া দ্রষ্টৃত্ব হইতে ব্যাবৃত্ত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পক্ষপাতিনী হয়। বাক্যে যে 'অপি' শব্দ আছে, তাহা চক্ষুরাদি দৃষ্টান্তের জন্য।২

বুদ্ধিরই দ্রষ্টৃদৃশ্যরূপে পরিণাম।

বুদ্ধি অচেতন [illegible] আত্মার [illegible] পরিণাম [illegible] [illegible] হয়? ঘট ত [illegible] পটাকারে পরিণত হয় না, তাহার

বুদ্ধেঃ জড়ত্বেঽপি প্রত্যগাত্মভূতচৈতন্যাভাসব্যাপ্তত্বাৎ পরিণামো ন বিরুধ্যতে। ন চ তদ্বদ্ঘটস্য চৈতন্যাভাসব্যাপ্তিঃ অস্তি, বুদ্ধৌ ইব অহংপ্রত্যয়স্য তস্মিন্ অভাবাদ্ ইত্যর্থঃ। উভয়াত্মিকা ইত্যস্য ব্যাখ্যানং —**দ্রষ্টৃদৃশ্যাকারে**তি। চৈতন্যাভাসব্যাপ্তায়াঃ বুদ্ধেঃ অহম্ ইতি পরিণামো দ্রষ্ট্রাকারো ভবতি। তস্যাশ্চ রূপাদিদৃশ্যাকারেণ পরিণামান্তরং চক্ষুরাদিদ্বারকম্ ইষ্টম্। তদুভয়পরিণামদ্বারেণ প্রমাতৃপ্রমাণপ্রমেয়াদিব্যবহারঃ সর্ব্বোঽপি নির্ব্বহতি ইত্যর্থঃ।

যদুক্তং "প্রত্যগাত্মচৈতন্যবর্জ্জিতা উভয়াত্মিকা ধী"রিতি, তত্র প্রত্যগাত্মেতি বিশেষণস্য প্রয়োজনং পৃচ্ছতি—**তত্র** ইত্যাদি। প্রকৃতবাক্যং সপ্তম্যা পরামৃশ্যতে। ন হি ফলবিকলং বিশেষণং প্রযোক্তুং

উত্তরে বলিতেছেন—"তত্র" ইত্যাদি। বুদ্ধি জড় হইলেও প্রত্যাগাত্মার স্বরূপভূত চৈতন্যের আভাসের দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া তাহার পরিণাম হইতে কোনরূপ বাধা নাই। আর বুদ্ধিতে অহংপ্রত্যয়ের ন্যায় কোন একটী ঘটেরও চৈতন্যাভাসের ব্যাপ্তি আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, বুদ্ধিতে অহংপ্রত্যয়ের ন্যায় ঘটে অহংপ্রত্যয় নাই। বাক্যমধ্যস্থ 'উভয়াত্মিকা' শব্দের অর্থ হইতেছে—"দ্রষ্টৃদৃশ্যাকার" ইত্যাদি। চৈতন্যাভাসের ব্যাপ্তবুদ্ধির 'অহম্' এইরূপ দ্রষ্ট্রাকারে পরিণাম হয়, এবং তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্যবিধ পরিণাম স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ পরিণামকে দ্বার করিয়া প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয়াদি সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

'প্রত্যক্' বিশেষণের সার্থক্যপ্রদর্শন।

জড়া বুদ্ধি 'প্রত্যগাত্মার স্বরূপভূত চৈতন্যের ন্যায় হইয়া উভয়াকারা হয়'—ইহা যে পূর্ব্ববাক্যে বলা হইয়াছে, তাহাতে 'প্রত্যগাত্মা' এই বিশেষণের প্রয়োজন কি? ইহা "তত্র" ইত্যাদি বাক্যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। প্রকৃত বাক্য 'প্রত্যাগাত্মনি' এই সপ্তমী বিভক্তির সহিত

তত্র বুদ্ধ্যাদীনি করণানি। ঘটাদিবৎ দৃশ্যভূতানি অপি বাহ্যাপেক্ষয়া তারতম্যক্রমেণ প্রত্যগাত্মসংযোগাদ্ আত্মানঃ ভবন্তি, উদকস্য অগ্নিসংযোগে ইব উষ্ণত্বম্, ন তু আত্মনঃ তৎসংযোগাৎ অনাত্মত্বং সম্ভবতি, উদকসংযোগাৎ ইব অগ্নেঃ অনুষ্ণত্বম্ ।৪

বুদ্ধির আত্ম রূপতা, আত্মার বুদ্ধিরূপতা নহে।

তন্মধ্যে বুদ্ধি প্রভৃতি করণ। তাহারা ঘটাদির ন্যায় দৃশ্যরূপ হইলেও, বাহ্যবিষয়ের অপেক্ষায় তারতম্যক্রমে প্রত্যগাত্মার সহিত সংযোগবশতঃ, অগ্নিসংযোগে জলের উষ্ণতার ন্যায়, আত্মস্বরূপ হয়, কিন্তু তাহাদের সহিত সংযোগবশতঃ, আত্মার অনাত্মত্ব হয় না। যেমন উদকসংযোগবশতঃ অগ্নির অনুষ্ণতা হয় না।৪

যুক্তং, 'সম্ভবে ব্যভিচারে চ বিশেষণম্ অর্থবদ্' ইতি ন্যায়াদ্, অন্যথা অতিপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ। বিশেষণপ্রয়োজনং প্রতিজানীতে—**ব্যভিচারিণামিতি** ।৩

কে তে ব্যভিচারিণো যেষাম্ অনাত্মত্বং খ্যাপয়িতুম্ ইষ্যতে? তদ্ আহ—**তত্র** ইত্যাদি। ব্যভিচার্য্যব্যভিচারিপ্রসঙ্গে সতি ইতি যাবৎ। করণানি ব্যভিচারীণি ইতি শেষঃ।

সম্বন্ধ হইতেছে। নিষ্ফল বিশেষণের প্রয়োগ করা উচিত নহে; কারণ, 'সম্ভব হইলে অথবা ব্যভিচার থাকিলে বিশেষণ সার্থক হয়'—এইরূপ ন্যায় দেখা যায়। ইহার অন্যথা হইলে অতিপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ যদি পূর্ব্বোক্ত ন্যায় স্বীকার না কর, তাহা হইলে অন্যস্থলেও লক্ষণ যাইতে পারে। বিশেষণের প্রয়োজন প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—'ব্যভিচারিণাম্' ইত্যাদি ।৩

যে সকল পদার্থের অনাত্মত্ব বলিতে ইচ্ছা করা হইতেছে, সেই সকল ব্যভিচারী পদার্থ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'তত্র' ইত্যাদি।

নন্থ তেষাং ঘটাদিবদ্ দৃশ্যত্বাদ্ আত্মত্বশঙ্কৈব ন উপজায়তে, তথাচ তদনাত্মত্বখ্যাপনম্ অকিঞ্চিৎকরমিতি তত্রাহ—**ঘটাদী**তি। যদ্যপি দেহাদয়ঃ অহঙ্কারপর্য্যন্তা দৃশ্যভূতা ঘটাদিবদেব তিষ্ঠন্তি, তথাপি প্রত্যগাত্মত্বশঙ্কাভাজো ভবন্তি। দৃশ্যত্বে হি দেহস্য বাহ্যঘটাপেক্ষয়া প্রত্যগাত্মসংযুক্তস্য অহংপ্রত্যয়ালম্বনত্বেন আত্মত্বম্। তদপেক্ষয়া চ অন্তরাণাম্ ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যগাত্মসংজ্ঞিনাং বিশেষণবতাম্ অহংপ্রত্যয়-বিষয়াণাম্ আত্মত্বম্। এবং পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষয়া উত্তরোত্তরস্য মনোবুদ্ধ্যাদেঃ আত্মচৈতন্যব্যাপ্তস্য আত্মত্বং তরতমভাবেন আশঙ্কতে। লোহপিণ্ডস্য অগ্নিসংযোগাদ্ অগ্নিত্বশঙ্কাসমুন্মেষদর্শনাদ্ ইত্যর্থঃ।

'তত্র' শব্দের অর্থ—ব্যভিচারী ও অব্যভিচারীর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে। করণসমূহ ব্যভিচারী—ইহাই অবশিষ্ট বাক্য অর্থাৎ "করণানি" পদের পর "ব্যভিচারীণি" এইরূপ একটী পদ আছে বুঝিতে হইবে।

আত্মসম্বন্ধবশতঃ বুদ্ধ্যাদিতে আত্মত্বশঙ্কা।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, বুদ্ধি প্রভৃতি ঘটাদির ন্যায় দৃশ্য বলিয়া তাহারা যে আত্মা—এরূপ শঙ্কাই হয় না, আর তাহা হইলে সেই বুদ্ধ্যাদি ব্যভিচারী পদার্থের অনাত্মকথনও অকিঞ্চিৎকর, অর্থাৎ যদি বুদ্ধ্যাদির আত্মত্ব শঙ্কাই না হইল, তবে 'ইহারা আত্মা নহে, কিন্তু অনাত্মা' এরূপ বলারও কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ আশঙ্কা হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ঘটাদিবৎ' ইত্যাদি। দেহাদি হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ ঘটাদির ন্যায় দৃশ্য, তাহা হইলেও তাহারা প্রত্যগাত্মা বলিয়া শঙ্কাভাজন হইয়া থাকে। কারণ, দেখাই যায় অহং-প্রত্যয়ের আশ্রয়স্বরূপে বাহ্য ঘটাদি অপেক্ষা প্রত্যগাত্মসংযুক্ত দেহের আত্মত্ব হইতেছে। আর সেই দেহ অপেক্ষা আরও অন্তরবর্ত্তী [illegible] [illegible]

ন তু আত্মনঃ প্রত্যগাত্মত্বং কদাচিদপি ব্যভিচরতি, আত্মাভ্যন্তরে বস্ত্বন্তরাভাবাৎ বুদ্ধ্যাদীনামিব; অতএব আত্মা প্রত্যগাত্মবিশেষণার্হঃ। এবং চ সতি অব্যভিচারিত্বম্ আত্মত্বং খ্যাপিতং ভবতি।৫

অব্যভিচারিতত্বই আত্মত্ব।

আর আত্মার প্রত্যগাত্মত্ব কখনও ব্যভিচরিত হয় না, কারণ, বুদ্ধ্যাদির ন্যায় আত্মার অভ্যন্তরে অন্য বস্তু নাই। এই কারণেই আত্মা প্রত্যগাত্মরূপে বিশেষিত হইবার যোগ্য। আর এইরূপ হওয়ায় অব্যভিচরিতত্বই যে আত্মত্ব তাহা বলা হইল।৫

অনাত্মনামপি বুদ্ধ্যাদীনাম্ আত্মচৈতন্যাভাসব্যাপ্তেঃ আত্মত্বশঙ্কা সমুন্মিষতি ইত্যত্র দৃষ্টান্তম্ আহ—**উদকস্য** ইত্যাদি।

বুদ্ধ্যাদীনাম্ অনাত্মনাম্ আত্মসম্বন্ধাদ্ আত্মত্বং প্রতিভাতি চেদ্ আত্মনোঽপি বুদ্ধ্যাদ্যনাত্মসম্বন্ধাদ্ অনাত্মত্বং কিং ন প্রতিভায়াদ্ ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন নিরাচষ্টে—**ন তু** ইত্যাদি। বহ্নেঃ স্বসত্তায়াং কদাচিদপি

অনাত্ম পদার্থ অপেক্ষা পর পর অনাত্মবস্তু মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অল্পাধিক পরিমাণে আত্মা বলিয়া শঙ্কা করা হইয়া থাকে। যেহেতু লোহপিণ্ডেরও অগ্নিসংযোগবশতঃ অগ্নিত্বশঙ্কার উদয় হইতে দেখা যায়।

অগ্নিসংযুক্ত জলের দৃষ্টান্ত কথন।

বুদ্ধিপ্রভৃতি অনাত্মা হইলেও আত্মচৈতন্যাভাসের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় বলিয়া তাহাদের আত্মত্বশঙ্কা হয়, এই বিষয়ে 'উদকস্য' ইত্যাদি বাক্যে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন।

আত্মার অনাত্মত্বাভাব।

যদি বুদ্ধ্যাদি অনাত্মসমূহের আত্মসম্বন্ধহেতু আত্মত্ব প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে আত্মারও বুদ্ধ্যাদি অনাত্মসম্বন্ধবশতঃ অনাত্মত্বপ্রতীতি [illegible] 'ন তু' ইত্যাদি [illegible]

শৈত্যভাববৎ ভাতি, অনাত্মসংযোগেঽপি ন অনাত্মত্বম্ আত্মা প্রতিপদ্যতে, বহ্নেরপি সলিলসম্বন্ধেন শৈত্যাপ্রসঙ্গাদ্ ইত্যর্থঃ ।৪

বুদ্ধ্যাদীনাম্ আপেক্ষিকপ্রত্যগাত্মত্ববদ্ আত্মনোঽপি প্রত্যক্ত্বম্ আপেক্ষিকং স্যাদ্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**পুনঃ ন তু** ইত্যাদি।

প্রত্যগাত্মত্বম্ আত্মনো নিরুপচরিতম্ ইত্যত্র হেতুম্ আহ—**আত্মে**-ত্যাদি। যথা বুদ্ধ্যাদ্যপেক্ষয়া আত্মা অভ্যন্তরতো গৃহ্যতে ন তথা আত্মাপেক্ষয়া কিঞ্চিদভ্যন্তরং বস্ত্বন্তরমপি, প্রমাণাভাবাৎ। তস্য চ সর্ব্বান্তরত্বশ্রুতেঃ অতঃ তস্য নিরুপচরিতং প্রত্যক্ত্বমিত্যর্থঃ।

বুদ্ধ্যাদীনাম্ উপচরিতপ্রত্যগাত্মত্বভাজাম্ অপাকরণার্থং প্রত্যগাত্মেতি

দ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন। অগ্নির নিজের সত্তাতে কখনও যেমন শৈত্যভাব প্রতীতি হয় না, সেইরূপ আত্মা অনাত্মসংযোগেও অনাত্মত্ব প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ অগ্নিরও জলসম্বন্ধবশতঃ শৈত্যপ্রাপ্তি ঘটে না ।৪

আত্মার অবিচ্যুত প্রত্যক্স্বরূপত্ব।

বুদ্ধিপ্রভৃতির আপেক্ষিক প্রত্যগাত্মত্বের ন্যায় আত্মারও প্রত্যগ্ভাব আপেক্ষিক হউক,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া 'ন' ইত্যাদি বাক্যে তাহার পরিহার করিয়াছেন।

আত্মার নিরুপচরিতপ্রত্যক্ত্বকথন।

আত্মার প্রত্যগাত্মত্ব আরোপিত নহে—এই বিষয়ে, 'আত্মা' ইত্যাদি বাক্যে হেতু বলিতেছেন। লোকে যেমন আত্মাকে বুদ্ধিপ্রভৃতি হইতে আন্তর বলিয়া জানে, সেইরূপ আত্মাপেক্ষা কোন আন্তর বস্তু নাই। কারণ, আত্মাপেক্ষা আন্তর বস্তু আছে, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। যেহেতু শ্রুতি আত্মাকে সর্ব্বাপেক্ষা আন্তর বলিয়াছেন। এইহেতু আত্মার প্রত্যক্ত্ব নিরূপচরিত অর্থাৎ গৌণ নহে।

আত্মার প্রত্যগাত্মবিশেষণযোগ্যত্বের উপসংহার।

আত্মচৈতন্যব্যাপ্ত হইয়া বুদ্ধ্যাদি উপচরিত অর্থাৎ গৌণ প্রত্যগাত্ম-

তত্র প্রত্যগাত্মচৈতন্যবজ্জ্বালিতধীঃ দ্রষ্টৃদৃশ্যাকারা বিপরিণমতে, দৃশ্যাদ্যুপরক্তা সতী দৃশ্যাকারা মূষানিষিক্তদ্রুততাম্রাদিবৎ।৬

বুদ্ধির দৃশ্যাকারতা।

আর তাহার ফলে, প্রত্যগাত্মার চৈতন্যের ন্যায় উজ্জ্বলীভূত বুদ্ধি, দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের আকারে বিপরিণত হয়, অর্থাৎ মূষাতে নিষিক্ত গলিত তাম্রের ন্যায় বুদ্ধি দৃশ্যাদি-উপরক্ত হইয়া দৃশ্যাকার হয়।৬

নিরুপচরিতপ্রত্যগাত্মত্বম্ আত্মনি বিশেষণম্ উপপন্নম্ ইতি উপসংহরতি—**অতঃ** ইত্যাদি। বিশেষণস্য উক্তং ফলবত্ত্বম্ **অতঃ**শব্দেন পরামৃশ্যতে।

বুদ্ধ্যাদীনাং বাহ্যানাং মিথঃ স্বরূপতশ্চ ব্যভিচারিত্বম্ আত্মনস্তু সর্ব্বান্তরস্য সন্নিধিমাত্রেণ সর্ব্বাবভাসকস্য নিরুপচরিতং প্রত্যক্ত্বমিতি স্থিতে ফলিতমাহ—**এবঞ্চ** ইত্যাদি।৫

পদবাচ্য হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যগাত্মত্ব নিবারণ করিবার জন্য আত্মাতে নিরুপচরিত অর্থাৎ মুখ্যপ্রত্যগাত্মত্ব এই বিশেষণ সঙ্গত হয়—'অতঃ' ইত্যাদি বাক্যে ইহারই উপসংহার করিতেছেন। প্রত্যাগাত্মবিশেষণের যে ফলবত্তা কথিত হইয়াছে, তাহা 'অতঃ' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে।

আত্মার মুখ্যপ্রত্যক্ত্ব।

বুদ্ধ্যাদি বাহ্য পদার্থসমূহ পরস্পর ও স্বরূপতঃ ব্যভিচারী, অর্থাৎ তাহাদের মুখ্য প্রত্যগাত্মত্ব হয় না; অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির যে প্রত্যক্ত্ব তাহা উপচরিত বা গৌণ প্রত্যক্ত্ব, কিন্তু আত্মা সর্ব্বান্তর, তাহার সান্নিধিমাত্রে তাহা সকলের প্রকাশক হয়, সেই আত্মার যে প্রত্যক্ত্ব তাহা নিরুপচরিত অর্থাৎ মুখ্যপ্রত্যক্ত্ব—ইহা নির্ণীত হইলে যে ফললাভ হইল, তাহাই বলিতেছেন—"এবং চ" ইত্যাদি।৫

বুদ্ধেঃ দ্রষ্ট্রাকারত্বং দৃশ্যাকারত্বং চ ইতি পরিণামদ্বয়ম্ অধস্তাৎ আবেদিতং, তত্র অবান্তরবিশেষম্ আবেদয়তি—**তত্র** ইত্যাদি। অনাত্মনঃ ব্যভিচারিত্বম্ আত্মনশ্চ অব্যভিচারিত্বম্ ইতি স্থিতে সতি অনাত্মনি বুদ্ধৌ উক্তপরিণামদ্বয়ং তদনাত্মত্বব্যক্তীকরণার্থং বক্তব্যম্ ইতি আরম্ভঃ। প্রথমং দ্রষ্ট্রাকারপরিণামং বিবৃণোতি—**প্রত্যগি**ত্যাদি। যথা বহ্নি-ব্যাপ্তং তপ্তলোহং বহ্ন্যাকারং ভজতে, তদ্বৎ প্রত্যগাত্মভূতচৈতন্যব্যাপ্তম্ অন্তঃকরণম্ অহমিতিদ্রষ্ট্রাকারবৎ ভবতি ইত্যর্থঃ।

বুদ্ধেঃ বিষয়াকারং পরিণামং দর্শয়তি—**দৃশ্যে**ত্যাদি। আদিশব্দেন দর্শনং পরামৃশ্যতে। যথা হি মূষায়াং নিষিক্তং দ্রুতং তাম্রাদি মূষাকারং

প্রত্যগাত্মচৈতন্যোজ্জ্বলিত বুদ্ধির দ্রষ্ট্রাকারধারণ।

বুদ্ধি দ্রষ্ট্রাকার ও দৃশ্যাকার এই উভয়বিধ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন 'অতঃ' ইত্যাদি বাক্যে তাহার অবান্তর বিশেষ বলিতেছেন। 'তত্র' শব্দের অর্থ—বুদ্ধ্যাদি অনাত্মার ব্যভিচার ও আত্মার অব্যভিচার স্থির সিদ্ধান্ত হইলে। অর্থাৎ অনাত্মার ব্যভিচারিত্ব এবং আত্মার অব্যভিচরিত্ব স্থির হইলে অনাত্মা বুদ্ধিতে উক্ত দ্রষ্ট্রাকার ও দৃশ্যাকার পরিণামদ্বয় এবং তাহাদের অনাত্মত্ব ব্যক্ত করিবার জন্য এক্ষণে কিছু বলা উচিত, সেই জন্য এই বাক্যের আরম্ভ করা হইতেছে। তন্মধ্যে 'প্রত্যগাত্ম' ইত্যাদিদ্বারা প্রথমে বুদ্ধির দ্রষ্টাকারে পরিণাম বিবৃত করিতেছেন। যেমন অগ্নির দ্বারা ব্যাপ্ত প্রতপ্ত লৌহ, বহ্নির আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রত্যাগাত্মভূত চৈতন্যের দ্বারা ব্যাপ্ত অন্তঃকরণ 'আমি' এইরূপ দ্রষ্ট্রাকারতুল্য হয়।

বুদ্ধির বিষয়াকার পরিণাম ধারণ।

'দৃশ্যাত্মপরত্বা' ইত্যাদি বাক্যে বুদ্ধির বিষয়াকার পরিণাম প্রদর্শন করিতেছেন। 'দৃশ্যাত্মপরত্বাৎ' এখানে যে 'আদি' শব্দ আছে, তাহার [illegible] অর্থাৎ বুদ্ধির [illegible]

তত্র এবং সতি তদুভয়সাক্ষিণঃ কালাকাশাদিবৎ সর্ব্ব-গতস্য নিরবয়বস্য অবিক্রিয়স্য দৃগ্‌রূপস্য আত্মনঃ জাগরণ-মিব ভবতি ।৭

আত্মার জাগরণাবস্থা।

এস্থলে এরূপ হওয়ায় অর্থাৎ বুদ্ধি দ্রষ্টৃদৃশ্যাকারে পরিণত হওয়ায়, দ্রষ্টা ও দৃশ্য এতদুভয়ের সাক্ষী, কাল ও আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত, নিরবয়ব, অবিক্রিয়, দ্রষ্টৃরূপ আত্মার যেন জাগরণ অবস্থা হয় ।৭

ভজতে, তথা বৃত্তিদ্বারেণ দৃশ্যেষু সংসৃষ্টা ধীঃ বিষয়াকারধারিণী ভবতীর্থঃ।৬

বুদ্ধেঃ উভয়বিধপরিণামবত্ত্বে ফলমাহ—**তত্র** ইত্যাদি। তস্মিন্ অন্তঃ-করণে প্রাগুক্তরীত্যা পরিণামদ্বয়বতি সতি দ্রষ্ট্রাকারস্য দৃশ্যাকারস্য চ পরিণামদ্বয়স্য তদ্বতশ্চ সাক্ষিভূতপ্রত্যগাত্মনো মিথ্যাভূতং জাগরিতং ভবতীতি সম্বন্ধঃ। তস্য মিথ্যাত্বে হেতুমাহ—**কালে**ত্যাদি। আত্মনঃ সর্ব্বগতত্বাৎ নিরবয়বত্বেন বিক্রিয়াযোগ্যত্বাচ্চ পরিণামপরিস্পন্দয়োঃ

পাত্রে তাম্র অগ্নিতে গলাইয়া ঢালিলে, সেই গলিত তাম্র ছাঁচের আকার ধারণ করে, সেইরূপ বৃত্তির দ্বারা দৃশ্যবস্তুসমূহে বুদ্ধি সংসক্ত হইলে বিষয়ের আকার ধারণ করে।৬

আত্মার আরোপিত জাগ্রদবস্থা।

বুদ্ধির দ্রষ্ট্রাকার ও দৃশ্যাকার এই পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ পরিণামের যে কি ফল হয়, তাহা 'তত্র' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। সেই অন্তঃকরণে পূর্ব্বোক্তরূপে বুদ্ধির দুইপ্রকার পরিণাম হইলে দ্রষ্ট্রাকার ও দৃশ্যাকার এই দ্বিবিধ পরিণামের ও সেই পরিণামদ্বয়বিশিষ্ট সাক্ষিস্বরূপ প্রত্যগাত্মার মিথ্যাভূত জগারণ হয়, এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে। আত্মার জগারণ যে মিথ্যা, তাহাতে হেতু বলিতেছেন—'কালাকাশাদি-বৎ'। আত্মার সর্ব্বব্যাপকত্বহেতু নিরবয়বত্ব বলিয়া এবং বিকারের

অথ পুনঃ সা ধীঃ রূপাত্তাকারবাসনাবাসিতা রূপাত্ত-ন্তরেণ পুষ্পপুটিকেব উভয়াত্মিকা অবিত্তাকালকর্ম্মভিঃ প্রেৰ্য্যমাণা সংস্কাররূপা দৃশ্যত্বেনৈব অবতিষ্ঠতে তদ্দর্শনং স্বপ্ন ইব ভবতি, তদনুকারিত্বাৎ, আত্মনঃ জলচন্দ্রবৎ।৮

আত্মার স্বপ্নাবস্থা।

তাহার পর আবার সেই বুদ্ধি, রূপাদি বিষয়াকারে আকারিত সংস্কারদ্বারা সংস্কৃত হইয়া রূপাদি বিষয় ব্যতিরেকে পুষ্পাধারের ন্যায় উভয়াত্মিকারূপ হয়, এবং অবিত্তা কাল ও কর্ম্মপ্রভৃতিদ্বারা প্রেরিত হইয়া সংস্কারাকারে দৃশ্যরূপে অবস্থান করে। এই যে দর্শন ইহাই আত্মার যেন স্বপ্নাবস্থা হয়। যেহেতু জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় আত্মা সেই বুদ্ধির অনুকারী হয়।৮

অসম্ভবাদ্ আরোপিতমেব তস্মিন্ জাগরিতমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ চিদ্রূপা-ত্মনো ন তস্মিন্ দর্শিতার্থাবিক্রিয়া প্রকল্পতে, ততশ্চ তস্মিন্ অধ্যস্তং জাগরিতম্ ইত্যাহ—**দৃগি**ত্যাদি।৭

এবম্ আত্মনি আরোপিতং জাগরিতং নিরূপ্য স্বপ্নং নিরূপয়তি—**অথ** ইত্যাদি। জাগ্রন্নিমিত্তকর্ম্মক্ষয়ানন্তরং পুনঃ স্বপ্ননিমিত্তকর্ম্মোদ্ভবে

অযোগ্যত্বহেতু পরিণাম ও পরিস্পন্দের অসম্ভবত্ববশতঃ আত্মার জাগ্রদ-বস্থা আত্মাতে আরোপিতই বলিতে হইবে। অপিচ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মার জাগরণ না থাকায় প্রদর্শিত যে অর্থাবিক্রিয়া অর্থাৎ বিষয়াকারে অপরিণতি তাহা আত্মাতে কল্পনা করা হয়, অর্থাৎ আত্মার তাহা নাই বলিতে হয়। আর তাহা হইলে জাগ্রদবস্থা আত্মাতে আরোপিত—ইহাই 'দৃক্' ইত্যাদি দ্বারা বলিতেছেন।৭

আত্মার আরোপিত স্বপ্নাবস্থা।

এইরূপে আত্মাতে আরোপিত জাগ্রদবস্থা নিরূপণ করিয়া স্বপ্ন নিরূপণ করিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। ইহার অর্থ—জাগদবস্থার নিমিত্ত

সতি জাগরিতশব্দিতবিজ্ঞানবিনাশজনিতসংস্কারসহকৃতম্ অন্তঃকরণম্ অবিদ্যাদিপ্রেরিতং বিষয়সম্বন্ধম্ অন্তরেণৈব বিষয়বিষয্যাকারেণ সংস্কার-সামর্থ্যাদ্ অবভাসতে। যথা পুষ্পবাসনাবাসিতা পুষ্পপুটিকা বিনৈব পুষ্পং পুষ্পবুদ্ধিং জনয়তি, তথৈব ইদম্ অন্তঃকরণম্ অন্তরেণ বিষয়ং বিষয়যুক্তচিদংশাত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষো দৃশ্যতাম্ আপদ্যতে, তৎদর্শনস্ত আত্মনঃ স্বপ্নত্বেন কল্প্যতে, করণেষু উপরতেষু জাগরিতসংস্কারজনিতং সবিষয়ং বিজ্ঞানং স্বপ্ন ইতি অঙ্গীকারাৎ ইত্যর্থঃ।

অন্তঃকরণাধিকরণধর্ম্মাণাম্ আত্মনি অধ্যারোপহেতুম্ আহ—**তদি-ত্যাদি**। আত্মনি অন্তঃকরণাধ্যাসাদ্ আত্মনঃ তদ্ধর্ম্মানুকারিত্বাৎ তজ্জাগরণে জাগরণং, তদীয় স্বপ্নে চ স্বপ্নঃ তত্র ভাতি; 'ধ্যায়তীব লেলায়তীব' ইত্যাদি শ্রুতেঃ ইত্যর্থঃ।

যে কর্ম্ম, তাহার ক্ষয় হইলে পর, আবার স্বপ্নের নিমিত্তীভূত কর্ম্মের আবির্ভাব হইলে জাগ্রৎশব্দবাচ্য বিজ্ঞানের বিনাশজনিত যে সংস্কার সেই সংস্কার সহিত অন্তঃকরণ, অবিদ্যাদির দ্বারা প্রেরিত হইয়া রূপাদি বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীতই কেবল মাত্র সংস্কারের সামর্থ্যবশতঃ রূপাদি বিষয় এবং রূপাদিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়। যেমন পুষ্পের পাত্র পুষ্পের বাসনাদ্বারা বাসিত হইয়া পুষ্প না থাকিলেও পুষ্পবুদ্ধি জন্মায়, সেইরূপ এই অন্তঃকরণ, বিষয়ব্যতীতও স্বয়ংপ্রকাশ বিষয়যুক্ত চিদংশ আত্মার দৃশ্য হয়। আত্মার সেই দর্শন স্বপ্ন বলিয়া কল্পনা হয়। যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ববিষয় হইতে নির্ব্যাপার হইলে জাগরিত সংস্কারজনিত বিষয়সমন্বিত বিজ্ঞানের নাম স্বপ্ন, এইরূপ স্বপ্ন-লক্ষণ অঙ্গীকার করা হয়।

আত্মার অন্তঃকরণধর্ম্মানুকরণের হেতু।

অন্তঃকরণ এক্ষণে যে সকল ধর্ম্মের আধকরণ, আত্মাতে সেই অন্তঃকরণ ধর্ম্মসমূহের অরোপিত হেতু 'তৎ' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। আত্মাতে অন্তঃকরণের অধ্যাসবশতঃ আত্মা অন্তঃকরণধর্ম্মসমূহের

অথ পুনঃ সা ধীঃ স্ফুরণরহিতা বাসনারূপেণ স্বরূপশূন্যা ইব চৈতন্যগ্রস্তা সামান্যরূপেণ ব্যবতিষ্ঠতে তৎ সুষুপ্তম্, বট-কর্ণিকায়াম্ ইব বৃক্ষঃ ।৯

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

আত্মার সুষুপ্ত্যবস্থা।

তাহার পর আবার সেই বুদ্ধি, যখন স্ফুরণরহিত হইয়া সংস্কাররূপে নিজরূপশূন্যের ন্যায় চৈতন্যগ্রস্ত হইয়া সামান্যা-কারে অবস্থান করে, তখন সুষুপ্তি অবস্থা হয়, যেমন বট-কর্ণিকাতে বৃক্ষ ।৯

তৃতীয় খণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

আত্মনি স্বতো জাগরিতাদ্যভাবে হেতুমাহ—**জলে**ত্যাদি। যথা ঘটশরাবাদিজলগতচলনমেব চন্দ্রচলনং, ন তু পৃথক্ তস্য চলনম্ অস্তি, তথা আত্মন্যপি বুদ্ধিধর্ম্মানুকারিত্বং দ্রষ্টব্যম্ ইত্যর্থঃ ৮

সম্প্রতি সুষুপ্তং কথয়তি—**অথ** ইত্যাদি। অবস্থাদ্বয়নিমিত্তকর্ম্ম-

অনুকরণ করে, আর তজ্জন্য অন্তঃকরণের জাগরণে আত্মার জাগরণ এবং অন্তঃকরণের স্বপ্নে আত্মার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। কারণ, 'আত্মা যেমন ধ্যান করেন, ক্রিয়া করেন' এইরূপ শ্রুতিবাক্যই আছে।

আত্মার জাগ্রৎ স্বপ্ন স্বাভাবিক না হইবার হেতু।

আত্মাতে স্বাভাবিক জাগরিতাদি অবস্থা না থাকিবার হেতু 'জলচন্দ্রবৎ' এই বাক্যে বলিতেছেন। যেমন ঘট কিংবা শরাবে অবস্থিত জলের চলনকে চন্দ্রের চলন বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে জলের পৃথক্ চলন নাই, সেইরূপ আত্মার স্বাভাবিক জাগ্রদাদি না থাকিলেও বুদ্ধিধর্ম্মের অনুকরণ হইয়া থাকে, তাহা বুঝিতে হইবে ।৮

সুষুপ্তিকথন।

সম্প্রতি 'অথ' ইত্যাদি বাক্যে সুষুপ্তির বিষয় বলিতেছেন। 'অথ'

নিবৃত্ত্যনন্তরম্ তত্র নিরন্তরসঞ্চারসমুদ্ভূতঃ প্রবভূব শ্রমঃ তন্নিবৃত্তৌ সত্যাং প্রকৃতা ধীঃ জাগরিতাত্মনা তদ্বাসনাত্মনা চ স্ফুরণরহিতা চৈতন্যেন অজ্ঞানেন গ্রস্তা স্বাত্মনি অন্তর্ভাবিতা স্বরূপশূন্যা ইব ব্যবতিষ্ঠতে। চৈতন্যেন স্বাত্মনি অন্তর্ভাবিতত্বে ধিয়ঃ স্বরূপশূন্যত্বমেব মোক্ষদশায়ামিব যুক্তং, তথা চ "ইব" শব্দো বৃথা ইত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি—**সামান্যে**ত্যাদি। সামান্যং সর্ব্বকার্য্যসাধারণং সাভাসজ্ঞানম্ অব্যাকৃতং, তৎতাদাত্ম্যেন বুদ্ধেঃ অবস্থানম্ আত্মনি আরোপিতং তৎ সুষুপ্তম্ ইত্যর্থঃ।

কারণাত্মনা ধিয়ঃ অবস্থানে কিম্ ইত্যুপলম্ভো ন ভবেৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**বটে**ত্যাদি। যথা বটবৃক্ষো বটকর্ণিকায়াং প্রাগপি জন্মনো

শব্দের অর্থ—পূর্ব্বকথিত স্বপ্ন ও জাগরণরূপ অবস্থাদ্বয় নিমিত্ত কর্ম্মক্ষয়ের অনন্তর। উক্ত অবস্থাদ্বয়ে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিতে করিতে বুদ্ধির যে শ্রম আবির্ভূত হয়, তাহার নিবৃত্তি হইলে পর বুদ্ধি জাগ্রদবস্থারূপে ও জাগ্রদ্বাসনারূপে স্ফুরণরহিতা হইয়া চৈতন্যদ্বারা অর্থাৎ চৈতন্যোপাধি অজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হইয়া নিজ আত্মাতে অন্তর্ভাবিত থাকিয়া স্বরূপশূন্যের ন্যায় অর্থাৎ বুদ্ধি যেন নাই—এইরূপে অবস্থান করে। চৈতন্যের দ্বারা বুদ্ধির আত্মাতে অন্তর্ভাবিত হইলে মোক্ষদশাতে বুদ্ধির স্বরূপশূন্যের ন্যায় বুদ্ধির স্বরূপশূন্যত্ব হওয়াই উচিত। তাহা হইলে মূল বাক্যের 'শূন্যেব' এইস্থলে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ বৃথা হয়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া 'সামান্যরূপেণ' ইত্যাদি বলিয়া তাহাকে বিশেষিত করিতেছেন। 'সামান্য' পদের অর্থ—কার্য্যসাধারণ যে সাভাসজ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত অজ্ঞানবৃত্তি অর্থাৎ অব্যাকৃত (মায়া)? তাহার সহিত তাদাত্ম্যরূপে বুদ্ধির যে অবস্থান, যাহা আত্মাতে আরেপিত হয়, তাহার নাম সুষুপ্তিদশা।

কারণরূপে অবস্থিতিবশতঃ সুষুপ্তিতে বুদ্ধির অনুপলব্ধি।

যখন বুদ্ধি কারণরূপে অবস্থান করে, তখন বুদ্ধির উপলব্ধি হয় না।

বর্ত্ততে, নরবিষাণবদ্ অসতো জন্মাযোগাৎ, তথাপি নোপলভ্যতে, তথৈব কারণাকারাবস্থিতম্ অন্তঃকরণম্ অনভিব্যক্তনামরূপত্বাৎ নাভিব্যক্তি-ভাগ্ ভবতি ইত্যর্থঃ ।৯

স্থানানাং কল্পনা যস্মিন্ বুদ্ধিদ্বারা প্রসাধিতা।
তদস্ম্যকল্পিতং ব্রহ্ম দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতম্ ।৯

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

কেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে 'বট' ইত্যাদি বলিতেছেন। যেমন বটবৃক্ষ তাহার উৎপত্তির পূর্ব্বেও বটকর্ণিকাতে অর্থাৎ বটবীজে অব্যক্ত-ভাবে বর্ত্তমান থাকে, যেহেতু না থাকিলে নরশৃঙ্গের ন্যায় অসতের কথনও উৎপত্তি সম্ভব হয় না, আর অব্যক্তভাবে থাকিয়াও তাহা যেমন উপলব্ধ হয় না, সেইরূপ কারণাকারে অবস্থিত অন্তঃকরণ, নাম ও রূপে অভিব্যক্ত না থাকায় তাহার অভিব্যক্তি হয় না।

যাহাতে বুদ্ধির দ্বারা জাগরণ, স্বপ্নও সুষুপ্তি এই তিনটী স্থানের কল্পনা সাধিত হইয়াছে, দ্বৈতাভাবের দ্বারা উপলক্ষিত সেই অকল্পিত ব্রহ্মস্বরূপে আমি অবস্থিত আছি ।৯

তৃতীয় খণ্ডের টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

তত্র চিন্মাত্রস্বরূপ এব আত্মা, কার্য্যকরণাঽবিদ্যাকাম-কর্ম্মবিনির্ম্মুক্তঃ, সলিলবৎ স্বচ্ছঃ, স্বাত্মস্থঃ ভবতি।১

আত্মার স্বরূপ।

তন্মধ্যে চিন্মাত্র স্বরূপই আত্মা, তিনি কার্য্যরূপ দেহ এবং করণরূপ ইন্দ্রিয়, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম হইতে বিনির্ম্মুক্ত, সলিলের ন্যায় স্বচ্ছ এবং নিজ স্বরূপে অবস্থিত হন।১

অন্তঃকরণবিশেষণীভূতম্ অবস্থাত্রয়ম্ অন্তঃকরণাধ্যারোপণাৎ আত্মনি আরোপিতম্। ইদানীম্ আরোপিতাবস্থাত্রয়নির্ম্মুক্তম্ অদ্বিতীয়ম্ আত্মত্বম্ প্রতিপাদয়িতুম্ আরভতে—তত্র ইত্যাদি। অবস্থাত্রয়প্রতিভানং প্রত্যগাত্মনি পরোপাধিকৃতম্ ইতি স্থিতে সতি প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্রস্বভাবঃ সিধ্যতি ইত্যর্থঃ।

প্রত্যগাত্মনি অবস্থাত্রয়স্য স্বাভাবিকত্বাভাবেঽপি কথং তস্য চিন্মাত্রত্ব-

---

আত্মার চিন্মাত্রস্বভাবসিদ্ধি।

জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটী অবস্থা অন্তঃকরণের বিশেষণ, অন্তঃকরণের সহিত আত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাস হওয়ায় আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্ব খণ্ডে বলা হইয়াছে। এখন আরোপিত অবস্থাত্রয় হইতে বিমুক্ত অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত 'তত্র' ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছেন। 'তত্র' শব্দের অর্থ—প্রত্যগ্ আত্মাতে যে অবস্থাত্রয়ের প্রতীতি হয়, ইহা বুদ্ধিরূপ অন্য উপাধিকৃত, ইহা স্থিরীকৃত হইলে, প্রত্যগাত্মা যে কেবলমাত্র চৈতন্যস্বরূপ তাহাই সিদ্ধ হয়।

আত্মার কার্য্যকরণাদিরাহিত্য।

প্রত্যগাত্মাতে অবস্থাত্রয় স্বাভাবিক না হইলেও কিরূপে তাঁহার

সিদ্ধিঃ ইত্যাশঙ্ক্য পরমার্থতঃ অবস্থাত্রয়তৎকারণসম্বন্ধবৈধুর্য্যাদ্ ইত্যাহ—**কার্য্যে**ত্যাদি। কার্য্যং—স্থূলশরীরপ্রধানং জাগরিতং, করণং—তদুপলক্ষিতং লিঙ্গশরীরপ্রধানং স্বপ্নাবস্থানম্। অবিদ্যা—স্থানদ্বয়কারণং সুষুপ্তাখ্যম্ অজ্ঞানম্। কামকর্ম্মণী—মিথ্যাজ্ঞানসহিতে জাগরিতাদিস্থানত্রয়নিমিত্তভূতে কথ্যেতে। তৈঃ অয়ম্ আত্মা বিনির্মুক্তঃ অভ্যুপগম্যতে। 'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে।' 'অতমোঽবায়ুনাকাশমতিচ্ছন্দোঽপহতপাপ্মা।' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তথাচ যথোক্তেভ্যো জড়েভ্যো বৈলক্ষণ্যাৎ আত্মনো যুক্তং চিন্মাত্রত্বম্ ইত্যর্থঃ।

তস্যৈব শুদ্ধত্বম্ আহ—**সলিলে**ত্যাদি। অবস্থাত্রয়তদ্ধেতুনির্ম্মোকাদেব আত্মনঃ অত্যন্তনৈর্ম্মল্যং লভ্যতে। ন হি সলিলং দ্রব্যান্তর-

---

চৈতন্যস্বরূপত্বসিদ্ধি হয়? এইরূপ আশঙ্কা করিলে তাহার উত্তর এই যে, যেহেতু তাহাতে বাস্তবিকপক্ষে অবস্থাত্রয় এবং তাহার কারণ যে, দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ নাই, সেই হেতু আত্মা চিন্মাত্র ইহাই 'কার্য্য' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। 'কার্য্য' বলিতে স্থূলশরীরপ্রধান, জাগ্রদবস্থা। 'করণ' বলিতে সেই জাগ্রদবস্থার দ্বারা উপলক্ষিত লিঙ্গশরীরপ্রধান স্বপ্নাবস্থা। 'অবিদ্যা' বলিতে জাগরণ ও স্বপ্ন—এই দুইটী স্থানের কারণ, সুষুপ্তিনামক অজ্ঞান। 'কাম' ও 'কর্ম্ম' বলিতে মিথ্যাজ্ঞান সহিত জাগরণাদি—তিনটী অবস্থার যাহা কারণ, তাহাকে বুঝিতে হয়। তাহাদের দ্বারা এই আত্মা সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত,—ইহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। কারণ, "আত্মার দেহ নাই এবং ইন্দ্রিয় নাই", "আত্মা তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞান নহে, বায়ু নহে, আকাশ নহে, নিস্পৃহ ও পাপবিরহিত" ইত্যাদি শ্রুতি আছে। আর তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত জড়সমূহ হইতে আত্মার বৈলক্ষণ্য থাকায় আত্মার কেবল চৈতন্যস্বরূপত্ব সিদ্ধ হইল।

আত্মার শুদ্ধত্ব।

'সলিবৎ' ইত্যাদি বাক্যে সেই আত্মারই বিশুদ্ধত্ব বলিতেছেন।

এতানি বুদ্ধেঃ অবস্থাবিশেষাণি নাত্মনঃ, অবিক্রিয়ত্বাৎ।২
এতানি পরিত্যজ্য তুরীয় আত্মেতি প্রতিপত্তব্যঃ।৩

তুরীয় আত্মাকে জানিবার কৌশল।

এই সকল জাগ্রৎস্বপ্নাদি বুদ্ধির অবস্থা বিশেষ, আত্মার নহে; কারণ, আত্মা অবিক্রিয়।২। এই সকল অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া তুরীয় আত্মাকে জানিতে হইবে।৩

সম্পর্কাভাবে স্বাভাবিকং স্বাচ্ছ্যম্ অপহায় স্থাতুং পারয়তি। "সলিল একো দ্রষ্টা" ইত্যাদ্যা চ শ্রুতিঃ অমুম্ অর্থম্ অপ্রত্যূহম্ আহ ইত্যর্থঃ।

অবস্থাত্রয়াসম্বন্ধাৎ অত্যন্তনৈর্ম্মল্যাদ্ আত্মনঃ স্বমহিমপ্রতিষ্টত্বসিদ্ধিঃ ইত্যাহ—স্বেত্যাদি। অবস্থাত্রয়স্য জড়স্যৈব ধিয়ঃ সম্বন্ধিত্বাৎ আত্মনঃ তদসম্বন্ধোক্তেঃ, "স্বে মহিম্নি" ইতি চ শ্রুতেঃ আধারান্তরনিরপেক্ষতা ইত্যর্থঃ।১

বুদ্ধ্যুপাধিপরাধীনমপি ইদম্ অবস্থাত্রয়ং পারমার্থিকং কিম্ ইতি

অবস্থাত্রয় এবং তাহার হেতু কার্য্যকরণপ্রভৃতির, অভাবপ্রযুক্ত আত্মার স্বাভাবিক অত্যন্তনৈর্ম্মল্য লব্ধ হয়। যেহেতু জল অন্য দ্রব্যের সহিত সম্পর্কব্যতিরেকে স্বাভাবিক নির্ম্মলতা ত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে পারে না। "আত্মা সলিলবৎ স্বচ্ছ, এক ও দ্রষ্টা" ইত্যাদি শ্রুতি এই বিষয়টী নির্বাধে প্রতিপাদন করিতেছে।

আত্মার স্বপ্রতিষ্ঠিতত্ব।

অবস্থাত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় আত্মার অত্যন্তনৈর্ম্মল্যহেতু তাঁহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতত্ব সিদ্ধ হইল। ইহাই 'স্বাত্মস্থ' এই বাক্যে বলিতেছেন। অবস্থাত্রয়—জড়, তাহার সহিত বুদ্ধিরই সম্বন্ধবশতঃ আত্মার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। "আত্মা নিজ মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত" এই শ্রুতিবশতঃ আত্মার অন্য কোন আধারের অপেক্ষা নাই।১

অবস্থাসমূহ বুদ্ধির ধর্ম্ম।

অবস্থাত্রয় বুদ্ধিরূপ উপাধির অধীন হইলেও পারমার্থিকতঃ আত্মার

আত্মনি ন ভবতি ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**এতানি** ইত্যাদি। যানি বুদ্ধেঃ অবস্থারূপাণি বিশেষণানি জাগরিতাদীনি দর্শিতানি, তানি বুদ্ধিসম্বন্ধাদপি, পরমার্থতো ন আত্মনো ভবিতুম্ অর্হন্তি ইত্যর্থঃ।

হেতুমাহ—**অবিক্রিয়ত্বাৎ** ইতি। বিক্রিয়াবতি পদার্থে স্যাদপি কদাচিদ্ ঔপাধিকম্ পারমার্থিকম্। দৃশ্যতে হি কার্পাসাদৌ অলক্তকাদিরসসংস্কৃতবীজপ্রসূতে বাস্তবলৌহিত্যমিব লৌহিত্যম্। অবিক্রিয়ে পুনঃ আত্মনি অনাধেয়াতিশয়ে বুদ্ধ্যুপাধিকৃতম্ অবস্থাত্রয়ং ন পারমার্থিকং ভবিতুম্ অর্হতি উপাধেরপি কল্পিতত্বাৎ ইতি ভাবঃ।২

আত্মা তর্হি কথং প্রতিপত্তব্যঃ স্যাদ্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**এতানি** ইত্যাদি। বুদ্ধিবিশেষণানি জাগরিতাদীনি প্রকৃতানি রজ্জুসর্পবদ্ আত্মনি

কেন হয় না?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া 'এতানি' ইত্যাদি বাক্যে তাহার পরিহার করিতেছেন। জাগ্রৎপ্রভৃতি যাহা বুদ্ধির অবস্থারূপ বিশেষণ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধবশতঃই প্রদর্শিত হইয়াছে। পরমার্থতঃ তাহারা হইতে পারে না।

আত্মার অবস্থাত্রয়াভাব।

আত্মার অবস্থাত্রয়রাহিত্যের প্রতি হেতু বলিতেছেন—'অবিক্রিয়ত্বাৎ'। বিকারযুক্ত পদার্থে ঔপাধিক বিক্রিয়াবত্ত্ব থাকিলেও কখনও পারমার্থিক বিকারবত্ত্বও থাকিতে পারে। যেহেতু দেখাই যায়—শ্বেতকার্পাস বীজ যদি আলতার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া মাটীতে ছড়াইয়া দেওয়া যায় এবং তাহা হইতে বৃক্ষ জন্মিয়া যে তূলা উৎপন্ন হয়, তাহাতে যথার্থ লালরঙের ন্যায় লৌহিত্য জন্মে। কিন্তু অবিকারী অতিশয়রহিত যে আত্মা, তাহাতে যে অবস্থাত্রয়, তাহা বুদ্ধিরূপ উপাধিকৃত, যথার্থ নহে। কারণ, উপাধিও আত্মাতে কল্পিত।২

আত্মাকে জানিবার প্রকার।

তবে আত্মাকে কিরূপে জানিতে হইবে?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া

তত্র তুরীয়ত্বং নাম সুবর্ণঘনবদ্ বিজ্ঞানঘনত্বম্।৪। তথাপি চৈতন্যস্বরূপসন্নিধিমাত্রেণ সাক্ষিমাত্রত্বং ন তু অবস্থান্তরম্।৫

তুরীয়ত্ব ও সাক্ষিত্ব।

তন্মধ্যে তুরীয়ত্ব বলিতে সুবর্ণঘনবৎ বিজ্ঞানঘনত্ব বুঝায়।৪ তথাপি চৈতন্যস্বরূপের সন্নিধিমাত্রদ্বারা যে কেবল সাক্ষিভাব তাহাও তুরীয়ত্ব, কিন্তু তাহা অবস্থান্তর নহে।৫

কল্পিতানি ন বস্তুভূতানীতি পরিত্যজ্য আত্মা তুরীয়ো জাগরিতাদি-স্থানত্রয়রহিতো ভবতীতি প্রতিপত্তব্যতাম্ আচরতি ইত্যর্থঃ।৩

নমু তুরীয়ত্বস্য চতুর্থত্বপর্য্যায়ত্বাৎ অবস্থাত্রয়রূপাবান্তরসংখ্যায়াঃ তত্র নিবেশাদ্ আত্মনঃ অবস্থাত্রয়বিনির্ম্মুক্তত্বম্ অসিদ্ধম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ— **তত্র** ইত্যাদি। সপ্তম্যা প্রত্যগাত্মা উচ্যতে। ন হি তুরীয়শব্দেন প্রত্যগা-ত্মনি কাচিদ্ অবস্থা বিবক্ষ্যতে, কিন্তু নিরস্তসমস্তাবস্থাবিশেষঃ স্বপ্রকাশ-

---

বলিতেছেন "এতানি" ইত্যাদি। সর্প যেমন রজ্জুতে কল্পিত, সেইরূপ প্রকৃত বুদ্ধির বিশেষণভূত অবস্থাত্রয় আত্মাতে কল্পিত, তাহারা সত্য নহে, এইহেতু অবস্থাত্রয়কে ত্যাগ করিয়া আত্মা জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় অপেক্ষা চতুর্থ হইয়া জাগ্রদাদিস্থানত্রয়রহিত হইয়া থাকেন, এইরূপে আত্মাকে জানিতে হয়।৩

তুরীয়ার্থ প্রতিপাদন।

যদি বল তুরীয়শব্দের অর্থ—চতুর্থ। অবস্থাত্রয়রূপ অবান্তরসংখ্যা চতুর্থে নিবেশিত থাকায় অর্থাৎ চতুর্থটীও সংখ্যা হওয়ায় আত্মা যে অবস্থাত্রয়বিমুক্ত, ইহা ত সিদ্ধ হয় না।—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া 'তত্র' ইত্যাদিবাক্যে তাহার উত্তর বলিতেছেন। 'তত্র' এই সপ্তম্যন্ত পদের দ্বারা প্রত্যগাত্মা কথিত হইতেছে। সুতরাং অর্থ হইল—প্রত্যগাত্মাতে। কিন্তু তুরীয়শব্দের প্রয়োগ করায় প্রত্যগাত্মাতে কোন অবস্থা বিবক্ষিত

তত্র অবস্থান্তরে আত্মতত্ত্বপ্রতিপত্ত্যভাবাৎ শূন্যত্বপ্রাপ্তেঃ, কল্পিতানাং চ নিরাস্পদত্বানুপপত্তেশ্চ ।৬

তুরীয় অবস্থান্তর হইলে আত্মা শূন্য হয়।

যদি তুরীয়ত্বকে অবস্থান্তর বলা যায়, তবে আত্মতত্ত্বের জ্ঞানের অভাবে, অর্থাৎ 'আত্মা কি' ইহা অনুভব না হওয়ায় শূন্যত্ব হইয়া উঠে, এবং আত্মা শূন্য হইলে আত্মাতে কল্পিত পদার্থসমূহের নিরাধারত্বনিবন্ধন তাহাদেরও জ্ঞান সম্ভবপর হয় না ।৬

বিজ্ঞানতন্মাত্রত্বম্ ইতি অবিদ্যাকল্পিতাবস্থাত্রয়ভাবাপেক্ষয়া সম্বন্ধাভাবেঽপি তুরীয়ম্ ইতি উপচারোপপত্তিঃ ইত্যর্থঃ ।৪

যদি যথোক্তবিজ্ঞানঘনত্বং তুরীয়ত্বং তৎ তর্হি ব্যতিরিক্তত্বমেব আত্মনো যুক্তং, তস্য অবস্থাত্রয়ে সতি প্রতিভানাভাবাদ্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**তথা** ইত্যাদি। অবস্থাত্রয়েঽপি দ্রাগ্ ইত্যেব তুরীয়স্য স্ফুরণাভাবেঽপি সন্নিধিমাত্রেণ অবস্থাত্রয়সাক্ষিত্বমেব তুরীয়স্বরূপং ন স্থানান্তরম্ অনাত্মভূতম্ ।৫

হইতেছে না, কিন্তু সম্বন্ধ না থাকিলেও অবিদ্যাকল্পিত অবস্থাত্রয়কে অপেক্ষা করিয়া সমস্তাবস্থাবিশেষরহিত স্বপ্রকাশবিজ্ঞানমাত্র স্বরূপত্বই তুরীয়। এই কারণে তুরীয়ত্বে অবস্থার আরোপই সঙ্গত হয় ।৪

তুরীয়—অবস্থাত্রয়ব্যতিরিক্ত।

যদি পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানঘনতাকে তুরীয় বলা হয়, তাহা হইলে আত্মা অবস্থাত্রয়ভিন্ন হওয়া উচিত; আত্মাতে যদি অবস্থাত্রয় থাকিত, তাহা হইলে আত্মাতে অবস্থাত্রয় প্রতীত হইত, কিন্তু তাহা ত হয় না,—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—'তথাপি' ইত্যাদি। অবস্থাত্রয়ে সর্ব্বদা তুরীয়ের স্ফুরণ না হইলেও কেবলমাত্র সন্নিধানপ্রযুক্ত অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিত্বই তুরীয়স্বরূপ, কিন্তু অনাত্মভূত স্থানান্তররূপ নহে, অর্থাৎ অবস্থান্তর নহে ।৫

ইত্যত্র হেতুম্ আহ—**তত্র** ইত্যাদি। কূটস্থবোধাতিরিক্তস্য মেয়ত্বাদিনা ঘটাদিবদ্ অনাত্মত্বাৎ কূটস্থবোধস্যাপি প্রত্যগাত্মত্বাভাবে তদসিদ্ধেঃ তদধীনাসিদ্ধিকম্ অন্যদপি ন সিধ্যতি। ন হি প্রত্যগাত্মানং প্রতিপত্তারম্ অন্তরেণ অনাত্মজাতং স্বতঃ অন্যতো বা সেদ্ধুম্ অলম্। তথাচ সর্ব্বস্য শূন্যত্বপ্রসঙ্গাৎ তুরীয়ং বিজ্ঞানঘনমেব আত্মস্বরূপম্ অবিদ্যাবশাদ্ অবস্থাত্রয়ে যথাবদ্ অপ্রতিপন্নং তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ।

ভবতু সর্ব্বস্যৈব শূন্যত্বম্ ইতি শূন্যবাদিনো মন্যন্তে, তান্ প্রতি আহ—**কল্পিতে**ত্যাদি। সমস্তস্যৈব দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য জড়ত্বাত্মনো রজ্জুসর্পবৎ কল্পিতস্য অজড়ং বোধম্ আত্মানং অন্তরেণ অনুপপত্তেঃ আত্মা বিজ্ঞপ্তিস্বভাবঃ অভ্যুপেয়ঃ। ন হি নিরধিষ্ঠানকল্পনা কল্পতে। ন চ শূন্যস্য

তুরীয়ে শূন্যত্বাপত্তি।

'তত্র' ইত্যাদিদ্বারা এই বিষয়ে হেতু বলিতেছেন। কূটস্থবোধস্বরূপের অতিরিক্ত পদার্থ প্রমাণের বিষয় হওয়ায় ঘটাদির ন্যায় অনাত্মা বলিয়া কূটস্থবোধস্বরূপভূত বস্তু প্রত্যগাত্মা না হইলে প্রত্যগাত্মার সিদ্ধি হয় না। অতএব প্রত্যগাত্মার অধীন সত্তাবিশিষ্ট অন্য বস্তুরও সিদ্ধি হইল না। কারণ, সকলের প্রতিপাদনকর্ত্তা প্রত্যগাত্মার সিদ্ধিব্যতীত অনাত্মপদার্থসমূহ স্বভাবতঃ অথবা অন্যের অধীন হইয়া সিদ্ধ হয় না। অতএব সকল বস্তুর শূন্যত্বসম্ভাবনা হয় বলিয়া তুরীয় বিজ্ঞানঘনই আত্মস্বরূপ, অবিদ্যাবশতঃ অবস্থাত্রয়ে যথার্থভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় না।

কল্পিতবস্তুসমূহের অধিষ্ঠানত্বস্বরূপে আত্মসিদ্ধি।

শূন্যবাদিগণ বলিয়া থাকেন—সমস্ত বস্তুই শূন্য, 'কল্পিতানাঞ্চ' এই বাক্যে তাহাদের মতের উত্তর দিতেছেন। যদি চেতন বোধস্বরূপ আত্মা না থাকেন, তাহা হইলে জড়স্বরূপ, রজ্জুসর্পের ন্যায় কল্পিত, সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চের উপপাদন করা যায় না, এই কারণে বোধস্বরূপ আত্মা স্বীকার্য্য; কারণ, অধিষ্ঠানবিরহিত কল্পনা স্বীকার করা যায় না। যদি

কথম্ এতানি আত্মবিশুদ্ধিপ্রতিপত্তিহেতূনি? এতেষু হি সৎসু আত্মবিশুদ্ধিঃ অবগম্যতে।৭

কথম্ অবগম্যতে? ইতি উচ্যতে—এতেষু হি ত্রিষু অপি স্থানেষু দ্রষ্টৃত্বাব্যভিচারাৎ।৮

অবস্থাত্রয় আত্মার বিশুদ্ধিজ্ঞানের হেতু।

এই অবস্থাত্রয় কি করিয়া আত্মার বিশুদ্ধির জ্ঞানের হেতু হয়? উত্তর—ইহারা আছে বলিয়াই নিজ আত্মার বিশুদ্ধি বুঝিতে পারা যায়।৭

কি করিয়া আত্মার বিশুদ্ধি অবগত হওয়া যায়—ইহাই বলা হইতেছে—যেহেতু এই তিন অবস্থাতেই দ্রষ্টৃত্বের ব্যভিচার দেখা যায় না।৮

অধিষ্ঠানত্বম্ আরোপিতানুবেধাভাবাৎ। তদনুবিদ্ধস্যৈব অধিষ্ঠানত্বেন বা বাধাবধিত্বেন বা অজড়ম্ আত্মতত্ত্বম্ আস্থেয়ম্ ইত্যর্থঃ।৬

অবস্থাত্রয়কথনং তৎপরিত্যাগার্থমিতি প্রতিজ্ঞাতং সমর্থিতম্। যত্তুক্তং অবস্থাত্রয়োপবর্ণনম্ আত্মবিশুদ্ধিপ্রতিপাদনায় ইতি তদ্ আক্ষিপতি—**কথম্** ইত্যাদি। এতানি হি স্থানানি স্বয়ম্ অশুদ্ধিরূপত্বাৎ

বল, শূন্যই অধিষ্ঠান, তাহা বলিতে পার না। কারণ, আরোপিত বস্তুর সহিত আরোপিতের সম্বন্ধ হয় না, অর্থাৎ কল্পিত বস্তু অধিষ্ঠান হয় না। আরোপিত বস্তুর সহিত সম্বন্ধই বস্তুর অধিষ্ঠানত্বহেতু, অথবা বাধের অবধিত্বহেতু, অর্থাৎ বাধ হইতে হইতে যে অবশিষ্ট থাকে, সেই বাধের অবধি; তৎপ্রযুক্ত চেতন আত্মস্বরূপ স্বীকার্য্য।৬

অবস্থাত্রয়ে আত্মবিশুদ্ধকথনে আপত্তি।

অবস্থাত্রয়ের পরিত্যাগের নিমিত্ত অবস্থাত্রয়ের কথন, এই প্রতিজ্ঞাত বিষয় সমর্থন করা হইয়াছে। আত্মবিশুদ্ধিপ্রতিপাদনের নিমিত্ত যে অবস্থাত্রয় বর্ণিত হইতেছে, এইরূপ যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার

আত্মনঃ বিশুদ্ধিপ্রতিপত্তৌ ন কারণানি ভবিতুম্ অর্হন্তি। ন হি স্বয়ম্ অশুদ্ধস্য অন্যত্র শুদ্ধিহেতুত্বম্ উপলব্ধম্ ইত্যর্থঃ।

তেষাম্ অশুদ্ধিরূপত্বেঽপি সৎস্বেব তেষু আত্মনঃ বিশুদ্ধেঃ অবগতেঃ যুক্তং তদ্‌বিশুদ্ধিপ্রতিপত্তিহেতুত্বমিতি পরিহরতি—**এতেষু** ইত্যাদি।৭

উক্তমেব পরিহারম্ আকাঙ্ক্ষাদ্বারা স্ফোরয়তি—**কথম্** ইত্যাদি। জাগরিতাদিস্থানেষু পরস্পরং ব্যভিচারিষু দ্রষ্টৃস্বরূপম্ অব্যভিচারি লক্ষ্যতে। যোঽহং সুষুপ্তঃ সোঽহং স্বপ্নম্ অদ্রাক্ষম্ সোঽহম্ ইদানীং

উপর 'কথম্' ইত্যাদি বাক্যে এক্ষণে আপত্তি করিতেছেন। জাগরণ প্রভৃতি স্থানত্রয় বা অবস্থাত্রয় নিজে অশুদ্ধিরূপ বলিয়া আত্মার বিশুদ্ধি প্রতিপাদনের কারণ হইতে পারে না। যেহেতু যাহা স্বয়ং অশুদ্ধ হয়; তাহা অন্য বস্তুতে শুদ্ধির হেতু হয়, ইহা কোথাও দেখা যায় না। ইহাই আপত্তি।

অবস্থাত্রয় আত্মবিশুদ্ধিপ্রতিপত্তির হেতু।

ইহার উত্তর এই যে, যদিও অবস্থাত্রয় স্বয়ং অশুদ্ধিরূপ, তথাপি তাহারা থাকিলে আত্মার বিশুদ্ধি অবগত হওয়া যায়। এই কারণে অবস্থাত্রয়কথন আত্মবিশুদ্ধিপ্রতিপত্তির হেতু, ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত। ইহাই প্রতিপাদন করিয়া 'এতেষু' ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন।৭

সকল অবস্থাতে অব্যভিচারিত্বই আত্মস্বরূপত্ব।

এই পরিহার আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন 'কথম্' ইত্যাদি। জাগরণপ্রভৃতি তিনটী স্থান পরস্পর ব্যভিচারী, অর্থাৎ জাগ্রতে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নাই—স্বপ্নে জাগ্রত ও সুষুপ্তি নাই, এবং সুষুপ্তিতে জাগ্রতও স্বপ্ন নাই, ইত্যাদি; কিন্তু এই তিনটী অবস্থায় দ্রষ্টা অব্যভিচারী, অর্থাৎ সর্ব্বদা আছেন। যেহেতু "যে আমি সুষুপ্ত, সেই আমি স্বপ্ন দেখিয়া

সুষুপ্তেঃ ব্যভিচরতি ইতি চেৎ? তৎ ন, তত্রাপি দৃশ্যমেব নিবারয়তি সর্ব্বলোকঃ। কথম্? 'নাহম্ অত্র সুষুপ্তে কিঞ্চিদপি উপলব্ধবান্' ইতি ন দৃষ্টিম্। তস্যাঃ তর্হি সর্ব্বত্র অব্যভিচারাৎ কূটস্থনিত্যতা সিদ্ধা।৯

সুষুপ্তিতেও দ্রষ্টৃত্বের ব্যভিচার নাই।

যদি বলা হয় সুষুপ্তিতে দ্রষ্টৃত্বের ব্যভিচার আছে? উত্তর—না, তাহা নাই। সকল লোকেই সুষুপ্তিতে দৃশ্যই নিবারণ করে। যদি বল—কি করিয়া? উত্তর—সকলেই বলে "আমি সুষুপ্তিতে কিছুই উপলব্ধি করি নাই"—কিন্তু দৃষ্টির নিবারণ করে না। তাহা হইলে সর্ব্বত্র সেই দৃষ্টির অব্যভিচারপ্রযুক্ত কূটস্থনিত্যতা সিদ্ধ হয়।৯

জাগর্ম্মি—ইত্যত্র অন্বয়দর্শনাৎ অবস্থাত্রয়বিনির্ম্মুক্তং পরিশুদ্ধং প্রত্যগাত্মস্বরূপং সিদ্ধম্ ইত্যর্থঃ।৮

অবস্থাত্রয়স্য ব্যভিচারেঽপি ব্যভিচারাভাবাদ্ আত্মনঃ শুদ্ধতা ইতি অযুক্তং, ন কিঞ্চিৎ ময়া বেদিতম্ এতাবন্তং কালম্ ইতি স্বাপানন্তরং দ্রষ্টৃত্বাভাবপরামর্শদর্শনাদ্ আত্মনোঽপি স্বাপে ব্যভিচারপ্রতীতেঃ ইতি শঙ্কতে—**সুষুপ্ত** ইত্যাদি।

ছিলাম, সেই আমি এখন জাগ্রত হইয়াছি" এইরূপ অন্বয় দেখা যায়। অর্থাৎ সকল অবস্থার মধ্যে আত্মার সম্বন্ধ দেখা যায়। এই কারণে অবস্থাত্রয়রহিত, বিশুদ্ধ প্রত্যগাত্মস্বরূপ সিদ্ধ হইল।৮

সুষুপ্তিকালে দ্রষ্টৃত্বাভাবশঙ্কা।

অবস্থাত্রয়ের ব্যভিচার হইলেও আত্মার ব্যভিচার না থাকায় যে শুদ্ধতা বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ; 'এতক্ষণ, আমি কিছুই জানি নাই' এইরূপে সুষুপ্তির পর দ্রষ্টৃত্বের অভাবের পরামর্শ দৃষ্ট হওয়ায়

স্বাপেঽপি দৃশ্যতৎসম্বন্ধয়োরেব ব্যভিচারঃ ন স্বরূপদৃষ্টেঃ ইতি উত্তরম্ আহ—**তন্ন** ইত্যাদি।

তত্র প্রমাণং পৃচ্ছতি—**কথম্** ইতি।

অনুভবং প্রমাণয়তি—**নাহমহম্** ইত্যাদি। অত্র হি সুষুপ্তে ন কিঞ্চিদ্ অহম্ উপলব্ধবান্—ইতি দৃশ্যবিষয়জ্ঞানাভাবমাত্রম্ উত্থিতো জন্তুঃ অনুভবতি, ন পুনঃ স্বরূপাভাবমপি নাহহম্ অনুভবমিতি অনুভবাভাবাৎ, "পশ্যন্ বৈ তৎ ন দ্রষ্টব্যং ন পশ্যতীতি" চ শ্রুতিঃ ইত্যর্থঃ।

সুষুপ্তিকালে দ্রষ্টৃত্বের ব্যভিচার প্রতীত হয়—ইহাই 'সুষুপ্তে' ইত্যাদি বাক্যে আশঙ্কা করিতেছেন।

সুষুপ্তিকালে দৃশ্যাভাব।

ইহার উত্তর এই যে, সুষুপ্তিকালেও দৃশ্য ও দৃশ্যের সহিত সম্বন্ধেরই ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, স্বরূপভূত দৃষ্টির অর্থাৎ জ্ঞানের ব্যভিচার নহে—ইহাই 'তন্ন' ইত্যাদি বাক্যে উত্তর স্বরূপে বলিতেছেন। অর্থাৎ 'আমি নিদ্রাবস্থাতে কিছুই জানি নাই' এই অনুভবে দৃশ্যাভাব বুঝা যায়, দ্রষ্টার অভাব বুঝা যায় না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে 'কিছুই জানি নাই' এই জ্ঞান ত আছে, সুতরাং তখন জ্ঞাতার অভাব কি করিয়া হয়?

সুষুপ্তিতে দৃশ্যাভাববিষয়ের প্রমাণজিজ্ঞাসা।

যদি বল ইহাতে প্রমাণ কি? তাহাই 'কথম্' ইত্যাদি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

সুষুপ্তিকালে আত্মস্বরূপে অনুভব প্রদর্শন।

উক্ত প্রশ্নের উত্তর 'নাহহম্' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন—অনুভবই তাহার প্রমাণ। যেহেতু সুষুপ্তব্যক্তি "আমি কিছুই জানি নাই"—এইরূপ বলে। এস্থলে সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তি দৃশ্যবস্তুবিষয়ে জ্ঞানাভাব অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু 'আমি অনুভব করি নাই'—এইরূপে আত্মস্বরূপের অভাব অনুভব করে না। যেহেতু সে সময় অনুভবের

অতএব ন প্রমাণাপেক্ষা, অসিদ্ধস্য হি বস্তুনঃ পরিচ্ছিত্তিঃ প্রমাণাপেক্ষা চ, ন তু আত্মনঃ। আত্মনশ্চেৎ প্রমাণাপেক্ষাসিদ্ধিঃ কস্য প্রমাতৃত্বং স্যাৎ? যস্য প্রমাতৃত্বং স এব আত্মা ইতি নিশ্চীয়তে।১০।

আত্মার প্রমাণাপেক্ষা নাই।

এই কারণেই আত্মার প্রমাণাপেক্ষা নাই। যেহেতু অসিদ্ধ বস্তুরই পরিচ্ছেদ এবং প্রমাণাপেক্ষা থাকে, কিন্তু আত্মার নহে। আত্মার প্রমাণাপেক্ষার সিদ্ধি যদি হয়, তবে কাহার প্রমাতৃত্ব হইবে? যাহার প্রমাতৃত্ব তিনিই আত্মা ইহাই ত নিশ্চয় করা হয়।১০

আত্মস্বভাবদৃষ্টেঃ সুষুপ্তে ব্যভিচারাভাবে ফলিতম্ আহ—**তস্যাঃ** ইত্যাদি। তর্হি তস্যাং সুষুপ্ত্যবস্থায়াম্ আত্মস্বরূপদৃষ্টেঃ উপদিষ্টয়া বিধয়া ব্যভিচারাভাবে তথৈব তস্যাঃ সর্ব্বত্র ব্যভিচারাভাবাৎ কূটস্থত্বে সতি নিত্যতা শুদ্ধতা চ সিদ্ধা। পরিণামিত্বে ক্ষীরাদিবদ্ ব্যভিচারিত্ব-প্রসঙ্গাৎ। অশুদ্ধত্বে অবস্থাত্রয়ান্তর্ভাবেণ ব্যভিচারিত্বতাদবস্থ্যাদ্ ইত্যর্থঃ।৯

অভাব হয় না। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—'দেখিয়াও তাহা দ্রষ্টব্য নহে, তাহা দেখে না' ইত্যাদি।

অব্যভিচারিত্বের ফলবত্তা।

সুষুপ্তিতে আত্মস্বরূপভূত দৃষ্টির অর্থাৎ জ্ঞানের ব্যভিচার না থাকায় কি ফল হইল, তাহা 'তস্যাঃ' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। তাহা হইলে সেই সুষুপ্তিকালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মস্বরূপভূত দৃষ্টির ব্যভিচার না থাকায়, এবং সেইরূপ জাগ্রতাদি অপর সকল অবস্থায় তাহার ব্যভিচার না হওয়ায়, আত্মার কূটস্থত্ব হওয়ায়, নিত্যত্ব ও শুদ্ধত্ব সিদ্ধ হইল। দুগ্ধাদির ন্যায় পরিণামী হইলে ব্যভিচারী হইত। অশুদ্ধ হইলে অবস্থা-ত্রয়ের অন্তর্ভাবে ব্যভিচার পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যাইত।৯

নম্বু অব্যভিচারিত্বেন কূটস্থনিত্যত্বাদ্যনুমানে তদ্‌বেদ্যত্বাদ্ এতদ্ অপ্রমেয়ং ধ্রুবম্ ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য অব্যভিচারিত্বাদিলিঙ্গস্য আত্মনি আরোপিতত্বাদিনিরাসদ্বারা সম্ভাবনামাত্রহেতোঃ নিরপেক্ষতয়া নিশ্চায়কত্বাভাবাৎ, অতিরিক্তানুভবম্ অনপেক্ষ্য স্বরূপপ্রকাশেন কূটস্থনিত্যতা সিদ্ধা ইত্যাহ—**অতঃ** ইত্যাদি। লিঙ্গস্য সম্ভাবনামাত্রহেতুত্বাদেব ন প্রমাণাপেক্ষা আত্মনঃ সিদ্ধিঃ ইতি অক্ষরার্থঃ।

তস্য প্রমাণগম্যত্বে দূষণম্ আহ—**আত্মনঃ** ইত্যাদি। আত্মনোঽপি ঘটাদিবৎ প্রমেয়ত্বে প্রমাত্রান্তরাভাবাৎ তস্য প্রমেয়ত্বেন সমাপ্তস্য প্রমাতৃত্বযোগাভাবে প্রমাণপ্রমেয়প্রমিতীনামপি অসম্ভবাৎ ন প্রমাণেন আত্মসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ।

প্রমাণাপেক্ষাব্যতীত আত্মার সিদ্ধি।

যদি বলা হয় অব্যভিচারিত্বরূপ হেতুর দ্বারা আত্মার কূটস্থনিত্যত্বপ্রভৃতির অনুমান করিলে আত্মা অনুমান প্রমাণের বেদ্য হইল, তাহা হইলে "ইহা অপ্রমেয় ও ধ্রুব অর্থাৎ সত্য" এই শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া—অব্যভিচারিত্বাদিহেতু আত্মাতে আরোপিতত্বাদি ধর্ম্মের নিরাস করিয়া কূটস্থনিত্যত্বাদির সম্ভাবনা মাত্রের কারণ হয়; কিন্তু তাহা নিরপেক্ষ ভাবে নিশ্চায়ক হয় না; এজন্য স্বরূপাতিরিক্ত অনুভবের অপেক্ষা না করিয়া স্বরূপপ্রকাশের দ্বারাই কূটস্থনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়—ইহা 'অতঃ' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু হইতেছে কেবল সম্ভাবনার কারণ, অতএব প্রমাণসাপেক্ষতা আত্মার সিদ্ধ নহে। অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা কখনও বস্তুনির্ণয় হয় না, সম্ভাবনামাত্র হয়। উৎকটৈককোটিক জ্ঞানের নাম সংশয়। তাহার আকার হইতেছে—অত্র বহ্নির্ভবিতুম্ অর্হতি—এখানে অগ্নি থাকিতে পারে। এইরূপই অনুমানের ফল এই পর্য্যন্ত। অতএব আত্মা অপ্রমেয়ই বটে, আর তজ্জন্য উক্ত শ্রুতিবিরোধ হইল না।

নন্থু আগমেন আত্মা পরিচ্ছিদ্যতে? ন আগমেনাঽপি। আত্মনি অধ্যারোপিতাতদ্ধর্ম্মনিবর্ত্তনদ্বারেণ ব্রহ্মাত্মনোঃ একত্বপ্রতিপত্তিং প্রতি প্রমাণত্বং প্রতিপদ্যতে। নির্জ্ঞাত-পদার্থদ্বয়স্য অনির্জ্ঞাতার্থাভিব্যঞ্জকত্বেন, ন তু ফলরূপেণ। স্বতঃসিদ্ধত্বাৎ আত্মনঃ ।১১

আগমদ্বারা আত্মা পরিচ্ছিন্ন হয় না।

যদি বলা হয়—আগমদ্বারা আত্মা পরিচ্ছিন্ন হয়? উত্তর—না, তাহাও নহে, আগমও তাহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। তবে আত্মাতে অধ্যারোপিত যে অনাত্মধর্ম্ম তাহার নিবৃত্তিকে দ্বার করিয়া ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব জ্ঞানের প্রতি আগমের প্রমাণত্ব প্রতিপন্ন হয়। আর তাহা, নির্জ্ঞাত যে তৎ ও ত্বম্‌রূপ পদার্থদ্বয়, তাহাদের একত্বরূপ অনির্জ্ঞাত অর্থের অভিব্যঞ্জকত্বরূপেই হয়, কিন্তু ফলরূপে নহে। যেহেতু আত্মা স্বয়ং সিদ্ধ ।১১

প্রমেয়াদ্ আত্মনো ব্যতিরিক্তস্য প্রমাতৃত্বাৎ ন উক্তঃ দোষঃ অস্তি ইতি আহ—**যস্য** ইত্যাদি ।১০

আত্মার প্রমেয়ত্বে দোষপ্রদর্শন।

আত্মার প্রমাণাপেক্ষা স্বীকার করিলে কি দোষ হয়—তাহা 'আত্মনশ্চেৎ' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। আত্মায় ঘটাদির ন্যায় প্রমেয়ত্ব স্বীকার করিলে অন্য কোন প্রমাতা না থাকায় আত্মার প্রমেয়ত্বই হয়, সুতরাং প্রমাতৃযোগ্যতা না থাকায় প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমিতির অসম্ভাবনা হয়, আর তাহার ফলে প্রমাণের দ্বারা আত্মার সিদ্ধিই হয় না।

প্রমাতাই আত্মা।

প্রমেয় আত্মা হইতে যে ভিন্ন, তাহার প্রমাতৃত্বহেতু পূর্ব্বোক্ত দোষ হইবে না, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"যস্য" ইত্যাদি ।১০

প্রমাণান্তরাপ্রমেয়ত্বেঽপি তস্য আগমেন গম্যত্বম্ ঔপনিষদত্বাৎ এষিতব্যম্ ইতি শঙ্কতে—**নন্বু** ইত্যাদি।

আত্মনো বিষয়ত্বাভাবাৎ আগমেনাপি পরিচ্ছিদ্যমানত্বং নাস্তি ইতি পরিহরতি—**ন** ইত্যাদি। "পরিচ্ছিন্নম্ আত্মানম্" (?) ইতি অধ্যাহারঃ।

কথং তর্হি তদ্ধিতশ্রুত্যা বেদান্তৈকবেদ্যত্বম্ আত্মনো দর্শিতম্ ইতি তত্রাহ—**আত্মনি** ইত্যাদি। তস্মিন্ আরোপিতকর্ত্তৃত্বাদিকারণীভূতাজ্ঞাননিবর্ত্তকব্রহ্মাত্মৈকত্বাকারবুদ্ধিবৃত্তিজনকত্বেন তত্ত্বমর্থয়োঃ একত্বস্য প্রতিপত্তৌ প্রমাণভাবম্ আত্মনঃ অনুভবতি ইত্যর্থঃ।

আত্মার আগমপ্রমাণগম্যত্বশঙ্কা।

আত্মা অন্য প্রমাণের অবিষয় হইলেও উপনিষদ্‌বেদ্যত্বহেতু আগমপ্রমাণগম্য হইবেন—ইহা ত স্বীকার করা যায়? 'নন্বু' ইত্যাদি বাক্যে ইহাই আশঙ্কা করিতেছেন।

আত্মা আগমপ্রমাণেরও অবিষয়।

আত্মার বিষয়ত্ব নাই বলিয়া আগমের দ্বারা আত্মার পরিচ্ছিদ্যমানত্ব নাই—ইহা বলিয়া 'ন' ইত্যাদি বাক্যে উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন। "ন আগমেনাপি" এই বাক্যে "পরিচ্ছিন্নম্ আত্মানম্" ইহা অধ্যাহার করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং উহার অর্থ হইবে—আগম প্রমাণও আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না।

আগম—পরম্পরায় আত্মপ্রতিপত্তির হেতু।

যদি আত্মা প্রমেয় না হইলেন, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে আত্মাকে ঔপনিষদ বলা হইয়াছে, তাহার উপায় কি? উপনিষদ শব্দের উত্তর 'তাহার বেদ্য' অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া ঔপনিষদ পদ হয়?—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে 'আত্মনি' ইত্যাদি বলিতেছেন। ইহার অর্থ—আত্মাতে আরোপিত যে কর্ত্তৃত্বাদি, তাহার কারণ যে অজ্ঞান, তাহার নিবর্ত্তক যে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বাকার বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার জনক আগম বলিয়া

তত্র হেতুম্ আহ—**নির্জ্ঞাতে**ত্যাদি। শোধিততত্ত্বংপদার্থস্য আদি-কারণং, শাস্ত্রম্ অন্তরেণ অজ্ঞাতং ব্রহ্মাত্মৈকত্বম্ অভিব্যঞ্জয়ৎ তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যম্ উক্তেন প্রকারেণ প্রমাণভাবং ভজতে, অজ্ঞাতজ্ঞাপকং প্রমাণম্ ইতি অভ্যুপগমাৎ। অতঃ শাস্ত্রপ্রামাণ্যং ব্রহ্মাত্মৈকত্বাকারবুদ্ধিবৃত্তিজনকত্বারেণ অজ্ঞানতদুত্থানর্থনিবর্ত্তকত্বাদ্ এষ্টব্যং, ন তু ফলরূপেণ জনকং শাস্ত্রম্ ইত্যর্থঃ।

আত্মনি শাস্ত্রস্য ফলজনকত্বেন প্রমাণত্বাভাবে হেতুম্ আহ—**স্বতঃ** ইত্যাদি। "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ" ইতি শ্রুতেঃ আত্মনঃ স্বয়মেব ফলরূপত্বাৎ ন তত্র ফলম্ উৎপাদ্য শাস্ত্রং প্রমাণং ভবতি ইত্যর্থঃ।১১

তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থের একত্বপ্রতিপাদনে আত্মবিষয়ে আগমের প্রমাণ-ভাব অনুভব করা হয়।

আগম—অবিজ্ঞাত একত্বপ্রতিপাদক বলিয়া প্রমাণ।

'নির্জ্ঞাত' ইত্যাদি বাক্যে এই বিষয়ে হেতু বলিতেছেন। শোধিত তৎ ও ত্বং পদার্থের আদি কারণ যে তত্ত্বমসিপ্রভৃতি বাক্য, তাহা শাস্ত্র ব্যতীত, অজ্ঞাত যে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব, তাহাকে অভিব্যক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রামাণ্য লাভ করে। কারণ, অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপককে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। অতএব শাস্ত্রের প্রামাণ্য—ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তির জনকত্বকে দ্বার করিয়া অজ্ঞান ও অজ্ঞানজনিত অনর্থের নিবর্ত্তক হয় বলিয়া অবশ্য অঙ্গীকার্য্য, কিন্তু শাস্ত্র ফলরূপে জনক হয় না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করা রূপ ফল জন্মাইয়া আগম প্রমাণ হয় না।

আত্মাতে ফলজনকত্বাভাবের হেতু।

শাস্ত্র আত্মাতে ফলজনকত্বরূপ প্রমাণ নহে, এই বিষয়ে হেতু বলিতে-ছেন 'স্বতঃ' ইত্যাদি। "আত্মা এই অবস্থায় স্বয়ংপ্রকাশ থাকেন" এইরূপ শ্রুতিবশতঃ স্বয়ং ফলরূপ বলিয়া শাস্ত্র আত্মাতে প্রকাশরূপ ফল উৎপাদন করিয়া প্রমাণ হয় না।১১

সোঽহম্ ইতি স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানাৎ, পুণ্যাপুণ্যসম্বন্ধাভাবাৎ চ স্থানত্রয়ব্যতিরিক্তত্বম্, নিত্যত্বম্, শুদ্ধত্বম্, বুদ্ধত্বম্, মুক্তত্বম্, অবিক্রিয়ত্বম্, অপরিলুপ্তদৃক্স্বরূপত্বম্, একত্বং চ আত্মনঃ।১২

সোঽহম্স্মৃতির প্রতিসন্ধানে আত্মস্বরূপের স্ফূর্ত্তি।

"আমি সেই"এইরূপ স্মৃতির দ্বারা প্রতিসন্ধানহেতু, পুণ্য ও অপুণ্যের সম্বন্ধাভাবপ্রযুক্ত, আত্মার স্থানত্রয়ব্যতিরিক্তত্ব নিত্যত্ব, শুদ্ধত্ব, বুদ্ধত্ব, মুক্তত্ব, অবিক্রিয়ত্ব, অপরিলুপ্তদৃক্স্বরূপত্ব এবং একত্ব সিদ্ধ হয়।১২

সর্ব্বোক্তহেতুপরামর্শদ্বারা প্রকরণার্থম্ উপসংহৃতি—**সঃ** ইত্যাদি। অবস্থাত্রয়েঽপি সোঽহমিতি প্রত্যভিজ্ঞয়া প্রতীচঃ অনুসন্ধানাৎ দ্রষ্টৃত্বাব্যভিচারস্য উপদিষ্টত্বাৎ, অবস্থাত্রয়স্য চ ব্যভিচারাৎ ব্যভিচারিণঃ স্থানত্রয়াদ্ আত্মনঃ অব্যভিচারিণো ব্যতিরিক্তত্বং তু প্রাগুক্তং যুক্তমেব ইত্যর্থঃ।

তত্রৈব হেত্বন্তরম্ আহ—**পুণ্যে**ত্যাদি। "অনন্বাগতং পুণ্যেন অনন্বা-

অবস্থাত্রয় হইতে আত্মার বিভিন্নত্ব।

সর্ব্ববাদিকথিত হেতুর উপন্যাস করিয়া এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন—'সোঽহমিতি' ইত্যাদি। জাগ্রদাদি তিনটী অবস্থায় 'সেই আমি' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ প্রত্যগাত্মার অনুসন্ধান অর্থাৎ অনুভব হয় বলিয়া আত্মার দ্রষ্টৃত্বের কখনও ব্যভিচার হয় না, ইহা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, আর অবস্থাত্রয়ের ব্যভিচার হয় বলিয়া ব্যভিচারী যে জাগ্রদাদি স্থানত্রয় তাহা হইতে অব্যভিচারী আত্মার যে ব্যতিরিক্ততা, যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত।

পুণ্যাপাপরাহিত্যবশতঃ আত্মা অবস্থাত্রয়ভিন্ন।

আত্মার অবস্থাত্রয়ব্যতিরিক্ততা-বিষয়ে অন্য হেতু বলিতেছেন—

গতং পাপেন” ইত্যাদি শ্রুতেঃ আত্মনঃ তদুভয়সম্বন্ধাভাবাধিগমাৎ অবস্থাত্রয়াতিরিক্তত্বং যুক্তমেব উক্তম্ ইত্যর্থঃ।

যদ্যপি অবস্থাত্রয়ব্যতিরিক্তত্বম্ আত্মনঃ সিদ্ধং, তদা তস্য নিত্যত্বমপি সিদ্ধমেব অবধেয়ম্, অবস্থাত্রয়স্য অনিত্যত্বাদ্, আকাশবচ্চ তস্য নিত্যত্বশ্রুতেঃ ইত্যাহ—**নিত্যত্বম্** ইতি।

নিত্যত্বে শুদ্ধত্বমপি সিধ্যতি অন্যথানুপপত্তেঃ, “শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্” ইতি শ্রুতেঃ ইত্যাহ—**শুদ্ধত্বম্** ইতি। অবস্থাত্রয়স্যৈব অশুদ্ধত্বাৎ ততো ব্যতিরিক্তত্বাচ্চ শুদ্ধত্বং সিদ্ধম্ ইত্যর্থঃ।

কার্য্যেণ আত্মনঃ তাদাত্ম্যৈক্যয়োঃ অভাবম্ অভিধায় কারণেনাপি

‘পুণ্যাপুণ্য’ ইত্যাদি। “আত্মা পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা এবং পাপকর্ম্মের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হন না” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণবশতঃ আত্মার পুণ্য ও পাপ এই উভয়ের সহিত যে সম্বন্ধ নাই, ইহা অবগত হওয়া যায়, এজন্য আত্মার পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয় ব্যতিরিক্তত্বই সঙ্গত।

আত্মার নিত্যত্ব।

যদিও অবস্থাত্রয় হইতে আত্মার ভিন্নত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি তখনই তাঁহার নিত্যত্বও সিদ্ধ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে; কারণ, অবস্থাত্রয় অনিত্য। আর আকাশের ন্যায় আত্মার নিত্যত্বশ্রুতি থাকায় এই বাক্যে ‘নিত্যত্বম্’ উক্ত হইয়াছে।

আত্মার শুদ্ধত্ব।

আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় শুদ্ধত্বও সিদ্ধ হইল; কারণ, অন্য প্রকারে অর্থাৎ শুদ্ধত্বব্যতিরেকে নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। যেহেতু “আত্মা শুদ্ধ, পাপসম্বন্ধ নহেন” এইরূপ শ্রুতি আছে। ইহাই ‘শুদ্ধত্বম্’ এই বাক্যে উক্ত হইল।

আত্মার বুদ্ধত্ব।

কার্য্যের সহিত আত্মার তাদাত্ম্য ও ঐক্য নাই—ইহা বলিয়া কারণের

তস্য তাদাত্ম্যাভাবং সংগিরতে—**বুদ্ধত্বম্** ইতি। জড়াদ্ অবস্থাত্রয়াদ্ অতিরেকাচ্চ বুদ্ধত্বম্ অধিগম্যতে বিজ্ঞানানাদিত্বশ্রুতেশ্চ তদধিগতিঃ ইত্যর্থঃ।

ইদানীং কারণেন ঐক্যাভাবম্ আত্মনো দর্শয়তি—**মুক্তত্বম্** ইতি। বুদ্ধাত্মনোঃ অবস্থাত্রয়াদ্ অতিরেকাচ্চ এতদ্ অধিগন্তব্যম্ অবিদ্যাকাম-কর্ম্মপারতন্ত্র্যাভাবে পুরুষস্য অসঙ্গতা অবগতা ইতি।

কূটস্থত্বে হেতুমাহ—**অবিক্রিয়ত্বম্** ইতি। অবিক্রিয়াবতঃ অবস্থা-ত্রয়াতিরেকাৎ "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্" ইতি শ্রুতেশ্চ এতদ্ উপপন্নম্ ইত্যর্থঃ।

যদুক্তম্ আত্মনো বুদ্ধত্বং তদ্ উপপাদয়তি—**অপরী**ত্যাদি। "নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপোঽস্তি অবিনাশিত্বাৎ" ইতি শ্রুতেঃ, তৎপরিলোপে

সহিতও তাঁহার তাদাত্ম্য নাই, ইহাই বলিতেছেন—'বুদ্ধত্বম্' ইত্যাদি। জড় অবস্থাত্রয় হইতে আত্মার ভিন্নত্বহেতু বুদ্ধত্বও অবগত হওয়া যাইতেছে। যেহেতু আত্মার বিজ্ঞানস্বরূপত্ব ও অনাদিত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি হইতে বুদ্ধত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে।

আত্মার মুক্তত্ব।

এক্ষণে 'মুক্তত্বম্' এই বাক্যে কারণের সহিত যে আত্মার ঐক্য নাই,—ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন। জ্ঞানস্বরূপ আত্মার অবস্থাত্রয়ভিন্নত্ব-হেতু মুক্তত্বও বুঝিতে হইবে। পুরুষ অর্থাৎ আত্মা, অবিদ্যা কাম ও কর্ম্মাদির অধীন নহেন বলিয়া তাঁহার অসঙ্গতা অবগত হওয়া যায়।

আত্মার অবিকারিত্ব।

আত্মার কূটস্থত্বের প্রতি হেতু বলিতেছেন—'অবিক্রিয়ত্বম্'। অবিকারী পদার্থ অবস্থাত্রয় হইতে ভিন্ন বলিয়া এবং "অংশরহিত, নিষ্ক্রিয়" ইত্যাদি শ্রুতিবশতঃ আত্মার অবিকারিত্ব উপপন্ন হয়।

আত্মার অলুপ্তদৃক্স্বরূপত্ব।

আত্মার যে বুদ্ধত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা 'অপরিলুপ্ত' ইত্যাদি বাক্যে

স্বানুভবেনৈব মম সিদ্ধম্ ইতি জানাতি বিদ্বান্।১৩

আচার্য্যপ্রসাদাৎ অজ্ঞাননিদ্রাপ্রবুদ্ধঃ সকলসংসার-বিমুক্তঃ বিদ্বান্।১৪

আত্মজ্ঞানসিদ্ধির প্রমাণ নিজ অনুভব।

বিদ্বান্‌ব্যক্তি নিজ অনুভবের দ্বারাই 'আমার আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হইয়াছে' ইহা জানিয়া থাকেন।১৩

আচার্য্যের প্রসাদে বিদ্বান্ অজ্ঞানরূপনিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হন এবং সকল সংসার হইতে বিমুক্ত হন।১৪

চ সাধকান্তরস্য অন্বেষ্যত্বাৎ তস্যৈব দৃগ্‌রূপত্বসম্ভবাৎ জ্ঞানানন্দাদিশ্রুতেশ্চ নিত্যশুদ্ধত্বং দ্রষ্টৃরূপত্বম্ ইত্যর্থঃ।

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ "এক এব তু ভূতাত্মা" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ অনেকস্মাদ্ অবস্থাত্রয়াদ্ অতিরেকাদেব সিদ্ধম্ একত্বমপি ইত্যাহ—**একত্বম্** ইত্যাদি।১২

উপপাদন করিতেছেন। কারণ, "অবিনাশিত্বহেতু দ্রষ্টার দৃষ্টির কখনও বিলোপ হয় না," ইত্যাদি শ্রুতি বিদ্যমান আছে। যদি দৃষ্টির লোপ হয় অর্থাৎ আত্মার দৃক্‌স্বরূপত্বের লোপ হয়, তাহা হইলে অন্য কোন সাধক প্রমাণের অথবা সাধক আত্মস্বরূপের অন্বেষণ করিতে হইবে বলিয়া আত্মারই দৃক্‌স্বরূপত্ব সম্ভব হইয়া থাকে। আর আত্মার জ্ঞানস্বরূপত্ব ও আনন্দরূপত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবশতঃ আত্মার নিত্যশুদ্ধত্বরূপ দ্রষ্টৃস্বরূপত্ব সিদ্ধ হইল।

আত্মার একত্ব।

"একমাত্র দেব সমস্তভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন" ইত্যাদি স্মৃতি থাকায় অনেক যে অবস্থাত্রয় তাহা হইতে ভিন্নত্বহেতু আত্মার একত্বও সিদ্ধ হইল। ইহা 'একত্বং' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন।১২

উক্তাত্মস্বরূপে শাস্ত্রযুক্তী সমধিগতে, বিদ্বদনুভবমপি সমুচ্চিনোতি—**স্বে**ত্যাদি।১৩

যদি এবংভূতম্ আত্মবস্তু বিদ্বান্ প্রতিপদ্যতে, তর্হি কেন প্রকারেণ পুরুষস্য বিদ্বত্তা সিধ্যতি ইতি আশঙ্ক্য আহ—**আচার্য্যে**ত্যাদি। আচার্য্যেণ শাস্ত্রদর্শিতবিশেষণবতা অনুগৃহীতো যদা এবং বোধ্যতে—'নাসি ত্বং দেহাদিসঙ্ঘাতো, নাপি সংসারী, কিন্তু যৎ অশেষোপনিষৎপ্রতিপাদ্যম্ অদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দৈকতানং ব্রহ্ম তদেব ত্বমসি ইতি,'—তদা বিদ্বান্ আপদ্যতে, যদা চৈবং তদৈব অজ্ঞানলক্ষণায়া নিদ্রায়াঃ প্রতিবুদ্ধঃ তৎপ্রসূতকর্ত্তৃত্বাদিসমস্তসংসারনির্ম্মুক্তো জীবন্মুক্তো ভবতি ইত্যর্থঃ। আচার্য্যোপদিষ্টতত্ত্বমস্যাদিবাক্যপ্রসূতসম্যগ্‌জ্ঞানসমানকালৈব বিদুষাং মুক্তিঃ। তস্য প্রারব্ধকর্ম্মশেষবশাৎ জীবন্মুক্তস্বরূপেণ বর্ত্তমানস্য বার্ত্তমানিকদেহপতনানন্তরং বিদেহকৈবল্যম্ অবশ্যং ভবতি ইত্যুক্তম্।১৪

আত্মস্বরূপে বিদ্বদনুভব প্রমাণ।

পূর্ব্বোক্ত আত্মস্বরূপে শাস্ত্র ও যুক্তি জানা গিয়াছে, এক্ষণে 'স্বানুভবেনৈব' ইত্যাদি বাক্যে বিদ্বদনুভবকেও গ্রহণ করিতেছেন।১৩

আচার্য্যানুগ্রহে বিদ্যালাভ।

যদি এইরূপ আত্মবস্তুকে বিদ্বান্ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কিরূপে পুরুষের বিদ্যাবত্তা সিদ্ধ হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'আচার্য্যপ্রসাদাৎ' ইত্যাদি। শাস্ত্রোপদিষ্টবিশেষণযুক্ত আচার্য্য যখন অনুগ্রহ করিয়া এইরূপে প্রতিবোধিত করেন—তুমি দেহাদিসঙ্ঘাত নহ, তুমি সংসারীও নহ, কিন্তু সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ একতান যে ব্রহ্ম তাহাই তুমি হইতেছ, ইত্যাদি, তখন এতদ্দ্বারা বিদ্বান্ আত্মস্বরূপ অবগত হন। যখন এইরূপ হয় তখন অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া অজ্ঞানসম্ভূত কর্ত্তৃত্বাদিরূপ সমস্ত সংসার হইতে বিমুক্ত হন, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন।

এষ আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ ; এবং জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যো ভবতি ন অন্যথা ইতি।১৫। এবং বেদান্তানুশাসনং বেদান্তানুশাসনম্।১৬

ইতি শ্রীমৎ-পূজ্যপাদ-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-ভগবৎ-শঙ্কর-বিরচিত-আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ।

ইহাই আত্মবিষয়ক জ্ঞানের উপদেশের প্রকার ; এইরূপ জানিয়া লোকে কৃতকৃত্য হয়, ইহার আর অন্যথা হয় না।১৫। এইরূপই বেদান্তের অনুশাসন ; বেদান্তেরই অনুশাসন।১৬

শ্রীমৎপূজ্যপাদ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য ভগবান্ শ্রীশঙ্কর বিরচিত আত্মজ্ঞানোপদেশবিধির বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

এই আত্মজ্ঞানোপদেশবিধির দ্বারা কৃতকৃত্যতা।

ইদানীং পরমপ্রকৃতম্ উপসংহরতি—**এষঃ** ইত্যাদি। অয়মেব পূর্ব্বাচার্য্যপরম্পরাগতো মোক্ষোপায়ো জ্ঞানোপদেশপ্রকারঃ, ন অন্যঃ ঈদৃশোঽস্তি ইত্যর্থঃ।

যদ্যপি পূর্ব্বেষাং ভাগধেয়ভাগিনাং যথোক্তাদ্ উপদেশাদ্ আত্ম-জ্ঞানোদয়দ্বারা কৈবল্যং লব্ধুং শক্যতে, তথাপি ন ইদংযুগীনানাম্ অল্প-

---

আচার্য্যকর্ত্তৃক উপদিষ্ট যে তত্ত্বমস্যাদিবাক্য তাহা হইতে যখন সম্যগ্‌জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎকালেই বিদ্বানের মুক্তি হয়। সেই পুরুষ প্রারব্ধকর্ম্মের শেষবশতঃ জীবন্মুক্তস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া বর্ত্তমান দেহের পতনানন্তর অবশ্য বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন—ইহা উক্ত হইল।১৪

মোক্ষোপায় জ্ঞান।

এক্ষণে 'এষঃ' ইত্যাদি বাক্যে মুখ্যপ্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন। ইহাই পূর্ব্বাচার্য্যপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত মোক্ষের উপায়ভূত

ভাগ্যানাম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**এবম্** ইত্যাদি। অদ্যত্বেঽপি দেবো মনুষ্যো বা প্রদর্শিতমার্গেণ জ্ঞাত্বা নিঃশ্রেয়সং প্রতিপদ্যতে, নান্যথা কর্ম্মাদিসাধনান্তরেণ ইত্যর্থঃ।১৫

তত্র প্রমাণমাহ—**এবম্** ইত্যাদি। এবম্ ইদমর্থে "তর্হি য এবং বেদ অহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি।" "তমেবং বিদ্বান্ অমৃত ইহ ভবতি।" "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" "অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যম্ অত্র প্রমাণম্ ইত্যর্থঃ। পদাভ্যাসস্য প্রকরণপরিসমাপ্তিফলত্বাদ্ ইতিশব্দেন শাস্ত্রার্থ-

---

যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের উপদেশপ্রকার, ইহার মত অন্য উপায় আর নাই, ইহাই তাৎপর্য্য।

সর্ব্বকালে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা।

যদিও পূর্ব্ববর্ত্তী ভাগ্যবানগণ পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যোপদেশ হইতে আত্মজ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেন, তথাপি অল্প-ভাগ্য এই কলিযুগের মানবগণ তাহার দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন না,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উত্তরে 'এবম্' ইত্যাদি বলিতেছেন। আজকালও দেবতা অথবা মনুষ্যগণ উপদিষ্ট পথের জ্ঞানলাভ করিয়া নিঃশ্রেয়স মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্যপ্রকারে অর্থাৎ কর্ম্মাদি অন্যসাধনের দ্বারা নহে।১৫

আত্মার সম্বন্ধে প্রমাণ।

আত্মবিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি। এবম্ অর্থাৎ এই বিষয়ে বেদান্তের অনুশাসন আছে, অর্থাৎ "তাহা হইলে আমি ব্রহ্ম—এইরূপে যিনি আত্মাকে জানেন, তিনি সকলের স্বরূপ হন," "বিদ্বান্ আত্মাকে জানিয়া এই দেহে অমৃত হইয়া থাকেন," "জ্ঞানভিন্ন মুক্তির উপায়ান্তর নাই," "অনন্তর মর্ত্ত্য অমৃত হন, এই দেহে ব্রহ্মলাভ করেন" ইত্যাদি বেদান্তবাক্য প্রমাণ। 'বেদান্তানুশাসনম্' এইটীর অভ্যাস

স্যৈব অত্র সংক্ষিপ্য উক্তত্বাৎ বক্তব্যাবশেষাভাবাৎ অশেষম্ অতিবিশদ-মিতি সূচিতম্।১৬

সংসারগরলধ্বংসিসুধাধারাভিবর্ষিণী।
আত্মজ্ঞানানুগা টীকা টীকতাং পুরুষোত্তমৈঃ॥

ইতি শ্রীমদনানন্দজ্ঞান-ভগবদ্বিরচিত টীকায়াং চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥

অর্থাৎ দুইবার বলিবার ফল—প্রকরণসমাপ্তি। "ইতি"শব্দের দ্বারা শাস্ত্রার্থ সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, এবং বক্তব্যের অবশেষ না থাকায় ইহাই অশেষ এবং অতি স্পষ্ট,—ইহাই সূচিত হইল।

গ্রন্থ সমাপ্তি।

সংসারবিষবিধ্বংসিনী সুধাধারাবর্ষিণী, আত্মজ্ঞানের অনুসারিণী টীকা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অথবা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হউক।

শ্রীমদ্ আনন্দজ্ঞানভগবদ্‌বিরচিত টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী

(উপদেশপ্রকরণ—দ্বিতীয় ভাগ।)

আত্মানাত্মবিবেকঃ।

(৩)

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

নিবেদন।

"আত্মানাত্মবিবেকঃ" গ্রন্থখানি পুণা শ্রীরঙ্গম্ কাশী ও কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থানে শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইতঃপূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতায় ইহার যতগুলি সংস্করণ বাহির হইয়াছে, সকলই স্বর্গীয় অন্নদাচরণ বসু মহোদয়ের ১২৯২ সালের সংস্করণের অনুকরণ। আমরা এক্ষণে যাহা প্রকাশিত করিলাম, তাহা পুণা ও শ্রীরঙ্গম্ সংস্করণের আদর্শানুসারে। কলিকাতার সংস্করণ অপেক্ষা এই দুইটী সংস্করণের পাঠ বহুস্থলে ভাল বলিয়া বোধ হইল এবং স্থলে স্থলে অধিকও দেখা গেল। কলিকাতা সংস্করণের আকরস্থান যেমন কাশী, তদ্রূপ পুণা ও শ্রীরঙ্গমের সংস্করণের আকরস্থান আচার্য্য শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত প্রধান মঠ শ্রীঙ্গেরী। অতএব ইহার পাঠের প্রামাণিকতা অধিক হওয়াই সম্ভব। এজন্য আমরা পাঠান্তরসহ পুণা ও শ্রীরঙ্গম্ সংস্করণের আদর্শ অনুসারে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম।

এই গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার হইলেও ইহা বেদান্তশাস্ত্রের প্রথমশিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। ইহা এই ভাগের প্রথম গ্রন্থ অজ্ঞানবোধিনী গ্রন্থের ন্যায় সরল, এবং তদপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় হইলেও ইহা কোন কোন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

ইহার অনুবাদ কার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয় করিয়াছেন।

সূচীপত্র ৷ (৩)

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী।

আত্মানাত্মবিবেকঃ। (৩)

দৃশ্যং সর্ব্বমনাত্মা স্যাৎ দৃগেবাত্মা বিবেকিনঃ।
আত্মানাত্মবিবেকোঽয়ং কথিতো * গ্রন্থকোটিভিঃ।১

আত্মানাত্মবিবেকঃ কথ্যতে।২

আত্মনঃ কিংনিমিত্তং দুঃখম্? শরীরপরিগ্রহনিমিত্তম্। "ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ অপহতিঃ অস্তি" ইতি শ্রুতেঃ।৩

গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা।

বিবেকী ব্যক্তির নিকট সমস্ত দৃশ্যপদার্থ বা বিষয়ই অনাত্মা এবং যাহা দৃক্স্বরূপ—দ্রষ্টা বা বিষয়ী তাহা আত্মা। আত্মা ও অনাত্মার—অর্থাৎ চিৎ ও জড়ের এই প্রভেদ কোটি কোটি গ্রন্থদ্বারা কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার ভেদনিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ, তাহা বিবৃত করিবার জন্য অসংখ্য গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।১

এক্ষণে তাহাই এই গ্রন্থমধ্যে প্রতিপাদন করা যাইতেছে।২

আত্মার দুঃখহেতু নির্ণয়।

আত্মার দুঃখ হইবার কারণ কি? শরীরধারণ করিবার জন্য। "শরীরী সদ্বস্তুর অর্থাৎ জীবাত্মার—প্রিয় ও অপ্রিয়সংযোগের বিনাশ নাই"—ইহা শ্রুতিতে আছে।৩

---

* পাঠান্তর—১। কথিতো = কথ্যতে। ৩। ন বৈ = নেহ বৈ।

শরীরপরিগ্রহঃ কেন ভবতি? কর্ম্মণা।৪

কর্ম্ম কেন ভবতীতি চেৎ? রাগাদিভ্যঃ।৫

রাগাদয়ঃ কস্মাৎ ভবন্তীতি চেৎ? অভিমানাৎ।৬

অভিমানোঽপি কস্মাৎ ভবতি? অবিবেকাৎ।৭

অবিবেকঃ কস্মাৎ ভবতি? অজ্ঞানাৎ।৮

অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ? ন কেনাপি।৯

অজ্ঞানং নাম? অনাদি সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি। "অহমজ্ঞ" ইত্যাদ্যনুভবাৎ "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ।১০

দুঃখের হেতুপরম্পরা।

কি জন্য শরীর ধারণ করিতে হয়? কর্ম্মের জন্য।৪

কি কারণে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়? রাগাদির নিমিত্ত অর্থাৎ আসক্তি প্রভৃতি থাকিলে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়।৫

যদি বল—রাগ আদি কোথা হইতে হয়, তাহা হইলে বলিব তাহারা অভিমান হইতে উৎপন্ন হয়।৬

অভিমানও কোথা হইতে হয়? অবিবেক হইতে।৭

অবিবেক কোথা হইতে হয়? অজ্ঞান হইতে।৮

অজ্ঞান কেন হয়? কোনও কারণে উহা হয় না।৯

অজ্ঞানের পরিচয় ও প্রমাণ।

অজ্ঞান কাহাকে বলে? অনাদি, সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন, অনির্ব্বচনীয়,

---

৫। কর্ম্ম=কর্ম্ম বা। ৬। রাগাদয়ঃ কস্মাৎ=রাগাদিঃ কেন। ৭। অপি কস্মাৎ=কেন। ভবতি=ভবতীতি ইতি চেৎ। ৮। কস্মাৎ=কেন। ভবতি=ভবতীতি চেৎ। ৯। ন কেনাপি=ন কেনাপি ভবতীতি। ১০। অজ্ঞানং...শ্রুতেঃ=অজ্ঞানম্ অনাদ্যনির্ব্বচনীয়ম্।

তস্মাদ্ অজ্ঞানাৎ অবিবেকো জায়তে, অবিবেকাৎ অভিমানো জায়তে, অভিমানাৎ রাগাদয়ো জায়ন্তে, রাগাদিভ্যঃ কর্ম্মাণি জায়ন্তে, কর্ম্মভ্যঃ শরীরপরিগ্রহো জায়তে, শরীরপরিগ্রহাৎ দুঃখং জায়তে।১১

দুঃখস্য কদা নিবৃত্তিঃ? সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনাশে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি। ১২। সর্ব্বাত্মপদং কিমর্থম্? সুষুপ্ত্যবস্থায়াং দুঃখে নিবৃত্তেঽপি পুনরুত্থানসময়ে উৎপদ্যমানত্বাৎ বাসনাত্মনা স্থিতং ভবতি। অতঃ তন্নিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বাত্মপদম্।১৩

ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধী অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা নাশ্য, ভাবরূপ যৎকিঞ্চিৎস্বরূপকে অজ্ঞান বলা হয়; 'আমি অজ্ঞ' এইপ্রকার অনুভব এবং "স্বীয়গুণে নিগূঢ় প্রকাশমান আত্মশক্তিকে" ইত্যাদি শ্রুতিই ইহার প্রমাণ।১০

অজ্ঞান হইতে দুঃখোৎপত্তির ক্রম।

অতএব অজ্ঞান হইতে অবিবেক উৎপন্ন হয়, অবিবেক হইতে অভিমান জন্মায়, অভিমান হইতে রাগাদি উৎপন্ন হয়, রাগাদি হইতে কর্ম্ম সকল উদ্‌ভূত হয়, কর্ম্মনিচয় হইতে শরীরধারণ করিতে হয় এবং শরীরধারণ হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়।১১

দুঃখনিবৃত্তি কখন হয়।

দুঃখ নিবৃত্তি কখন হয়? 'সর্ব্বাত্মনা' অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে শরীরধারণ বন্ধ হইলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়।১২। এখানে 'সর্ব্বাত্মনা' এই পদটী ব্যবহার করা হইল কেন? যেহেতু সুষুপ্তিকালে দুঃখ নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় উত্থানসময়ে অর্থাৎ জাগ্রৎকালে তাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে,

---

১২। তস্মাৎ অজ্ঞানাৎ=অজ্ঞানাৎ। ১৩। সর্ব্বাত্মপদম্=সর্ব্বাত্মপদং সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তিঃ ভবতি।

শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি? সর্ব্বাত্মনা কর্ম্মণি নিবৃত্তে সতি।১৪

কর্ম্মনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি? সর্ব্বাত্মনা রাগাদৌ নিবৃত্তে সতি।১৫

রাগাদিনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি? সর্ব্বাত্মনা অভিমানে নিবৃত্তে সতি।১৬

কদা অভিমাননিবৃত্তিঃ? সর্ব্বাত্মনা অবিবেকে নিবৃত্তে সতি।১৭

সুতরাং সুষুপ্তিসময়ে তাহা অনুভূত না হইলেও বাসনারূপে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, অতএব তাহার নিবৃত্তির জন্য 'সর্ব্বাত্মনা' এই পদটি ব্যবহার করা হইল।১৩

শরীরপরিগ্রহ কখন নিবৃত্ত হয়।

শরীরধারণ কখন বন্ধ হয়? সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে।১৪

কর্ম্মনিবৃত্তি কখন হয়।

কখন কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়? সকল প্রকারে রাগাদির নিবৃত্তি হইলে।১৫

রাগাদিনিবৃত্তি কখন হয়।

রাগাদি কখন নিবৃত্ত হয়? সর্ব্বতোভাবে অভিমান নিবৃত্ত হইলে।১৬

অভিমাননিবৃত্তি কখন হয়।

কখন অভিমান নিবৃত্ত হয়? সর্ব্বপ্রকারে অবিবেক নিবৃত্ত হইলে।১৭

১৪। সতি=সতি শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তিঃ ভবতি। ১৫। সতি=সতি কর্ম্মনিবৃত্তিঃ ভবতি। ১৬। সতি=সতি রাগাদিনিবৃত্তিঃ ভবতি। ১৭। সতি=সতি অভিমান-নিবৃত্তিঃ।

কদা অবিবেকনিবৃত্তিঃ? সর্ব্বাত্মনা অজ্ঞানে নিবৃত্তে সতি।১৮

কদা অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ? ব্রহ্মাত্মৈকত্বে জাতে সতি অবিদ্যা-নিবৃত্তিঃ সর্ব্বাত্মনা ভবতি।১৯

নন্থ নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিহিতত্বাৎ নিত্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ অবিদ্যানিবৃত্তিঃ স্যাৎ, কিমর্থং জ্ঞানেন? ইত্যাশঙ্ক্য ন কর্ম্মাদিনা অবিদ্যানিবৃত্তিঃ।২০

তৎ কুত ইতি চেৎ? কর্ম্মজ্ঞানয়োঃ বিরোধো ভবেৎ, অতো জ্ঞানেনৈব অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ।২১

অবিবেকনিবৃত্তি কখন হয়?

কখন অবিবেক নিবৃত্ত হয়? সকল রকমে অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে।১৮

অজ্ঞাননিবৃত্তি কখন হয়।

অজ্ঞাননিবৃত্তি কখন হয়? 'ব্রহ্ম ও আত্মা এক' এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞানরূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়।১৯

কর্ম্ম অবিদ্যানিবর্ত্তক নহে।

নিত্যকর্ম্ম যখন বিহিত, তখন সেই সকল নিত্যকর্ম্ম হইতে অবিদ্যা নিবৃত্তি হইবে, জ্ঞানের প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কা করিয়া বলা হইতেছে—কর্ম্মাদিদ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না।২০

কর্ম্ম অবিদ্যানিবর্ত্তক না হইবার হেতু।

তাহা কি কারণে হয়? যেহেতু কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিরোধ আছে, (অর্থাৎ কর্ম্ম ও অজ্ঞান বা অবিদ্যা পরস্পর অবিরোধী; সুতরাং কর্ম্ম-

১৮। কদা অবিবেকনিবৃত্তিঃ=অবিবেকনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি। সতি=সতি অবিবেকনিবৃত্তিঃ।

১৯। ব্রহ্মাত্মৈকত্বে......ভবতি=ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানে জাতে সতি সর্ব্বাত্মনা অবিদ্যা-নিবৃত্তিঃ।২১। বিরোধঃ ভবেৎ=বিরোধঃ ন ভবেৎ; জ্ঞানাজ্ঞানয়োঃ বিরোধো ভবেৎ।

তৎ জ্ঞানং কুত ইতি চেৎ? বিচারাৎ এব ভবতি। আত্মানাত্মবিবেকবিষয়বিচারাৎ ভবতি।২২

তস্মিন্ বিচারে কো বা অধিকারী? সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ অধিকারী।২৩

সাধনচতুষ্টয়ং নাম—(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ (২) ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ (৩) শমাদিষট্সম্পত্তিঃ, (৪) মুমুক্ষুত্বং চেতি।২৪

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকো নাম? ব্রহ্ম সত্যং, জগৎ মিথ্যেতি নিশ্চয়ঃ।২৫

দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তি হইতে পারে না।) অতএব জ্ঞানদ্বারাই অজ্ঞান বা অবিদ্যা নিবৃত্ত হয়।২১

বিচার হইতে জ্ঞান হয়।

সেই জ্ঞান কিরূপে হয়? বিচার হইতেই হইয়া থাকে। আত্মা ও অনাত্মার বিবেকবিষয়ক বিচার হইতেই তাহা হইয়া থাকে।২২

জ্ঞানের অধিকারী।

সেই বিচারে কোন্ ব্যক্তিই বা অধিকারী? যে ব্যক্তির চারিটি সাধন আছে—সেই অধিকারী।২৩

সাধনচতুষ্টয়।

সাধন চারিটী বলিতে—(১) 'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক' (২) 'ইহলোকে ও পরলোকে ফলভোগে বিরতি' (৩) 'শম দম প্রভৃতি ছয়টি সম্পত্তি' এবং (৪) 'মুমুক্ষুত্ব'।২৪

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক কাহাকে বলে।

একমাত্র ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা এই প্রকার যে নিশ্চয় তাহাকে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক বলে।২৫

২৩। তস্মিন্ বিচারে=আত্মানাত্মবিবেকে। ২৫। ব্রহ্ম=ব্রহ্মৈব। নিশ্চয়ঃ=নিশ্চয়ঃ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। ২৪। ইহামুত্র=ইহামুত্রার্থ।

ইহামুত্রফলভোগবিরাগো নাম? ইহ অস্মিন্ লোকে দেহধারণব্যতিরিক্তবিষয়েষু স্রক্‌চন্দনবনিতাদিসম্ভোগেষু বান্তাশনমূত্রপুরীষাদৌ যথা ইচ্ছা নাস্তি, তথা ইচ্ছারাহিত্যম্ ইতি ইহলোকে ফলভোগবিরাগঃ; অমুত্র স্বর্গলোকাদি ব্রহ্ম-লোকান্তর্বর্ত্তিষু রম্ভোর্ব্বশ্যাদিসম্ভোগাদিবিষয়েষু তদ্বৎ।২৬

শমাদিষট্‌কং নাম? শমদমোপরতিতিতিক্ষাসমাধানশ্রদ্ধা।২৭

শমো নাম? অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। অন্তরিন্দ্রিয়ং নাম? মনঃ। তস্য নিগ্রহঃ—শ্রবণমননিদিধ্যাসনব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবৃত্তিঃ; শ্রবণাদৌ বর্ত্তমানত্বং বা শমঃ।২৮

ইহামুত্রফলবিরাগ কাহাকে বলে।

ইহ অর্থাৎ এই লোকে দেহধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যতীত স্রক্, চন্দন ও বনিতাদি উপভোগ-বিষয়ে, বান্তভোজনে অথবা মূত্র-মলাদিতে যেরূপ ইচ্ছা থাকে না, সেইরূপ ইচ্ছা না থাকাই—ইহলোকে ফলভোগের বিরাগ, এবং অমুত্র অর্থাৎ স্বর্গলোকাদি হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তের মধ্যস্থিত লোকসমূহে রম্ভা উর্ব্বশী প্রভৃতির সম্ভোগাদি-বিষয়েও সেইরূপ যে বিরতি, তাহা অমুত্র ফলভোগের বিরাগ; এই উভয় প্রকার ফলভোগে বিরক্তির নাম ইহামুত্রফলভোগ বিরাগ।২৬

শমাদি ছয়টী কি কি।

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা—ইহারাই শমাদি ছয়টী।২৭

শম কাহাকে বলে।

অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ করার নাম শম। অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মন—

২৬। ইহলোকে ফলভোগবিরাগঃ=ইহলোকবিরাগঃ। তদ্বৎ=তদ্বৎ পূর্ব্ববৎ।

২৮। তস্য নিগ্রহঃ=তস্য নিগ্রহঃ অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। শ্রবণমননিদিধ্যাসন=শ্রবণাদি। বর্ত্তমানত্বং বা শমঃ=বর্ত্তনং শমঃ।

শ্রবণং নাম? ষড়্বিধলিঙ্গৈঃ অশেষবেদান্তানাম্ অদ্বিতীয়-বস্তুনি তাৎপর্য্যাবধারণম্।২৯

ষড়্বিধলিঙ্গানি তু উপক্রমোপসংহারাভ্যাসফলাপূর্ব্বতার্থ-বাদোপপত্ত্যাখ্যানি।৩০

প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য অর্থস্য তদাদ্যন্তয়োঃ উপপাদনম্ উপক্রমোপসংহারৌ।৩১

যথা ছান্দোগ্যে ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য অদ্বিতীয়-বস্তুনঃ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি আদৌ "ঐতদাত্ম্যমিদম্" ইতি অন্তে চ প্রতিপাদনম্।৩২

তাহার যে নিগ্রহ—অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ভিন্ন অন্য বিষয় সমুদায় হইতে যে বিরতি তাহাই শম, অথবা আত্মবিষয়ক শ্রবণ-মননাদিতে যে বর্ত্তমানতা তাহার নাম শম।২৮

শ্রবণ কাহাকে বলে।

ষড়্বিধ লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্নদ্বারা সমগ্রবেদান্তের অদ্বিতীয় বস্তুতে যে তাৎপর্য্যনিশ্চয় তাহার নাম শ্রবণ।২৯

ষড়্বিধ লিঙ্গ কাহাকে বলে।

সেই ছয় প্রকার লিঙ্গ হইতেছে—(১) উপক্রম ও উপসংহার; (২) অভ্যাস; (৩) ফল; (৪) অপূর্ব্বতা; (৫) অর্থবাদ এবং (৬) উপপত্তি।৩০

উপক্রম ও উপসংহার কাহাকে বলে।

প্রকরণের প্রতিপাদ্য যে অর্থ তাহার সেই প্রকরণের আদিতে ও অন্তে যে নির্দ্দেশ, তাহার নাম উপক্রম ও উপসংহার।৩১

উপক্রম উপসংহারের দৃষ্টান্ত।

যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রকরণপ্রতিপাদ্য যে

২৯ হইতে ৪৬ পর্য্যন্ত অংশ কলিকাতা সংস্করণে নাই।

প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য তন্মধ্যে পৌনঃপুন্যেন প্রতিপাদনম্ অভ্যাসঃ।৩৩

যথা তত্রৈব অদ্বিতীয়বস্তুনো মধ্যে তত্ত্বমসীতি নবকৃত্বঃ প্রতিপাদনম্।৩৪

ফলং তু প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য আত্মজ্ঞানস্য তদনুষ্ঠানস্য বা তত্র শ্রূয়মানং প্রয়োজনম্।৩৫

যথা তত্র তত্র 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ'; 'তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্যে' ইতি অদ্বিতীয়বস্তু-জ্ঞানস্য তৎপ্রাপ্তিঃ প্রয়োজনং ফলং শ্রূয়তে।৩৬

অদ্বিতীয় বস্তু, তাহার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ একই অদ্বিতীয়—এইরূপে আরম্ভ করিয়া 'ঐতদাত্ম্যমিদম্' অর্থাৎ এই সমস্ত এই আত্ম-স্বরূপ—এইরূপে শেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।৩২

অভ্যাস কাহাকে বলে।

প্রকরণপ্রতিপাদ্য বস্তুর সেই প্রকরণমধ্যে পুনঃপুনঃ নির্দ্দেশ করার নাম অভ্যাস।৩২

অভ্যাসের উদাহরণ।

যেমন পূর্ব্বোক্ত প্রকরণমধ্যে সেই প্রকরণপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় বস্তুর "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য দ্বারা নয় বার নির্দ্দেশ হইয়াছে।৩৪

ফল কাহাকে বলে।

সেই প্রকরণের প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞানের অথবা সেই আত্মজ্ঞানের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের যে প্রয়োজন শ্রুত হয়, তাহাই ফল।৩৫

ফলের দৃষ্টান্ত।

যেমন সেই সেই স্থানে—'আচার্য্যবান্ ব্যক্তি জানিতে পারেন,' 'তাঁহার ততক্ষণ বিলম্ব হয় যতক্ষণ না বিমুক্ত হন, অনন্তর সৎসম্পন্ন

অপূর্ব্বতা তু প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য অদ্বিতীয়বস্তুনঃ প্রমাণান্তরাবিষয়ীকরণম্।৩৭

যথা তত্রৈব অদ্বিতীয়বস্তুনঃ মানান্তরাবিষয়ীকরণম্।৩৮

প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য তত্র তত্র প্রশংসনম্ অর্থবাদঃ।৩৯

যথা তত্র 'উত তম্ আদেশম্ অপ্রাক্ষো যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্' ইতি অদ্বিতীয়বস্তু-প্রশংসনম্।৪০

হন' এইরূপ বলিয়া অদ্বিতীয়বস্তুর যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের যে প্রাপ্তি তাহার প্রয়োজনরূপ ফল শ্রুত হয়।৩৬

অপূর্ব্বতা কাহাকে বলে।

প্রকরণপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় বস্তু যে অন্য কোন প্রমাণের বিষয় নহে তাহাকে অপূর্ব্বতা বলা হয়।৩৭

অপূর্ব্বতার দৃষ্টান্ত।

যেমন সেই স্থলেই যে অদ্বিতীয় বস্তু উক্ত হইয়াছে, তাহা অন্য কোন প্রমাণের বিষয়ীকৃত নহে, অর্থাৎ অন্য কোন প্রমাণদ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায় না।৩৮

অর্থবাদ কাহাকে বলে।

প্রকরণপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সেই সেই স্থলে প্রশংসা করাকে অর্থবাদ বলে।৩৯

অর্থবাদের দৃষ্টান্ত।

যেমন সেই স্থলে—'তুমি কি সেই আদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছ যাহা দ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হওয়া যায়, অচিন্তিত বস্তুও চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, এবং অবিজ্ঞাত বস্তুও সম্যগ্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়'—এইরূপে অদ্বিতীয় বস্তুর প্রশংসা দেখা যায়।৪০

প্রকরণপ্রতিপাদ্যার্থসাধনে তত্র শ্রূয়মাণা যুক্তিঃ উপপত্তিঃ।৪১

যথা তত্র 'যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' ইত্যাদৌ অদ্বিতীয়বস্তুসাধনে বিকারস্য বাচারম্ভণ-মাত্রত্বে যুক্তিঃ শ্রূয়তে।৪২

মননং তু শ্রুতস্য অদ্বিতীয়বস্তুনঃ বেদান্তার্থানুগুণযুক্তিভিঃ অনবরতম্ অনুচিন্তনম্।৪৩

উপপত্তি কাহাকে বলে।

প্রকরণে প্রতিপাদ্য বস্তুর সাধন করিবার জন্য যে যুক্তি শ্রুত হয়, তাহাই উপপত্তি।৪১

উপপত্তির দৃষ্টান্ত।

যেমন সেই স্থলে—"হে সৌম্য! যেরূপ একটি মৃৎপিণ্ড (স্বরূপতঃ) জ্ঞাত হইল সমুদায় মৃন্ময় পদার্থই বিজ্ঞাত হওয়া যায়, কারণ, বিকার অর্থাৎ কার্য্যপদার্থ শব্দাত্মক নামমাত্র, কিন্তু মৃন্ময় পদার্থের মধ্যে 'মৃত্তিকা' এইটুকুই সত্য'—ইত্যাদি বাক্যে অদ্বিতীয়বস্তু সাধন করিবার জন্য বিকার্য্য পদার্থের শব্দাত্মত্বে যুক্তি শ্রুত হয়। অর্থাৎ যেরূপ বিকার্য্য মৃন্ময় পদার্থের মধ্যে সমুদায় বিকার কেবল শব্দাত্মক অসত্য মাত্র, তাহার কারণ যে মৃত্তিকা তাহা তদপেক্ষা সত্য, সেইরূপ বিকার্য্য এইজগৎ মিথ্যা শব্দাত্মক মাত্র, ইহার যে কারণ তাহাই কেবল মাত্র নিত্য, তাহাই পরমার্থ সত্য।৪২

মনন কাহাকে বলে।

শ্রুত অদ্বিতীয় বস্তুকে বেদান্তার্থের অনুকূল যুক্তি সকল দ্বারা নিয়ত চিন্তা করার নাম মনন।৪৩

বিজাতীয়দেহাদিপ্রত্যয়রহিতাদ্ বিজাতীয়বস্তুসজাতীয়-প্রত্যয়প্রবাহো নিদিধ্যাসনম্ ।৪৪

অস্যার্থঃ—বিজাতীয়দেহাদিবুদ্ধ্যন্ত-জড়পদার্থনিরাকরণেন সজাতীয়াদ্বিতীয়বস্তুবিষয়প্রত্যয়প্রবাহীকরণং নিদিধ্যাসনম্ ইত্যর্থঃ ।৪৫

দমো নাম ? বাহ্যান্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।৪৬

বাহ্যেন্দ্রিয়াণি কানি ? কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ ।৪৭

তেষাং নিগ্রহঃ শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবৃত্তিঃ দমঃ ।৪৮

নিদিধ্যাসন কাহাকে বলে।

বিজাতীয় দেহাদিবোধ পরিত্যাগ করিয়া আত্মরূপ বিজাতীয় বস্তুতে সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহই নিদিধ্যাসন ।৪৪

নিদিধ্যাসনের বিবৃত অর্থ।

ইহার অর্থ—দেহ হইতে বুদ্ধিপর্য্যন্ত বিজাতীয় জড় পদার্থ সকল পরিত্যাগ করিয়া সজাতীয় অদ্বিতীয় বস্তুবিষয়ক প্রত্যয়ের যে এক-তানতা তাহাই নিদিধ্যাসন ।৪৫

দম কাহাকে বলে।

বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করার নাম দম ।৪৬

বাহ্য ইন্দ্রিয় কোন্ গুলি।

কোন্ গুলি বাহ্য ইন্দ্রিয় ? পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। (এই দশটি বাহ্য ইন্দ্রিয়) ।৪৭

তাহাদিগের নিগ্রহ অর্থাৎ শ্রবণাদি ভিন্ন বিষয় হইতে বিরত করা দম ।৪৮

৪৯। পরিত্যাগঃ=ত্যাগঃ।

উপরতির্নাম? বিহিতানাং কর্ম্মণাং বিধিনা পরিত্যাগঃ।৪৯

শ্রবণাদিম্বেব বর্ত্তমানস্য মনসঃ শ্রবণাদৌ বর্ত্তমানং বা উপরতিঃ।৫০

তিতিক্ষা নাম? দেহবিচ্ছেদব্যতিরিক্তং শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব-সহনম্।৫১

নিগ্রহশক্তৌ অপি পরাপরাধসোঢ়ৃত্বং বা তিতিক্ষা।৫২

সমাধানং নাম? শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানং মনঃ. বাসনাবশাৎ বিষয়েষু যদা যদা গচ্ছতি তদা দোষদৃষ্ট্যা। তেষু তেষু শ্রবণাদিষু সমাধিঃ সমাধানম্।৫৩

উপরতি কাহাকে বলে।

বিহিত কর্ম্ম সকলকে বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগ করার নাম উপরতি।৪৯

প্রকারান্তরে উপরতি বর্ণন।

অথবা সাংসারিক শ্রবণাদি বিষয়ে বর্ত্তমান মনকে আত্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে বর্ত্তমান রাখাই উপরতি।৫০

তিতিক্ষার লক্ষণ।

যাহাতে শরীরবিয়োগ না হয় এইরূপ ভাবে শীত উষ্ণ আদি দ্বন্দ্ব-পদার্থ সহ্য করিতে পারার নাম তিতিক্ষা।৫১

অথবা নিগৃহীত করিবার ক্ষমতা থাকিলেও পরের অপরাধ সহ্য করার নাম তিতিক্ষা।৫২

সমাধান কাহাকে বলে।

সমাধান কাহাকে বলে? আত্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে বিদ্যমান মন যখন যখন বিষয়ে আসক্ত হয়, সেই সময়ে (বিষয়ের) দোষ দর্শন

৫০। শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানস্য মনসঃ শ্রবণাদিম্বেব বর্ত্তমানং বা উপরতিঃ। ৫৩। তদা=তদা তদা। তেষু তেষু...সমাধানম্=তেষু সমাধানম্।

শ্রদ্ধা নাম ? গুরুবেদান্তবাক্যেষু অতীব বিশ্বাসঃ।৫৪

ইদং তাবৎ শমাদিষট্‌কম্ ইত্যুক্তম্।৫৫

মুমুক্ষুত্বং নাম ? মোক্ষে অতিতীব্রেচ্ছাবত্ত্বম্।৫৬

এতৎসাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিঃ ; তদ্বান্ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ। তস্য আত্মানাত্মবিচারে অধিকারঃ।৫৭

যথা ব্রহ্মচারিণঃ কর্ত্তব্যান্তরং নাস্তি, তথা তস্য অন্যৎ কর্ত্তব্যং নাস্তি।৫৮

সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যভাবেঽপি গৃহস্থানাম্ আত্মানাত্ম-বিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি, কিন্তু অতীব শ্রেয়ো ভবতি।৫৯

করিয়া সেই সেই শ্রবণাদিতে সমাহিত অর্থাৎ একাগ্র হওয়ার নাম সমাধান।৫৩

শ্রদ্ধা কাহাকে বলে।

গুরুবাক্যে এবং বেদান্তবাক্যে দৃঢ়তর বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে।৫৪

ইহাই শমাদি ছয়টীর বিষয় বলা হইল—অর্থাৎ এইগুলিকে শমাদি ষট্‌ক বলিয়া কথিত হইয়াছে।৫৫

মুমুক্ষুত্ব কাহাকে বলে।

মোক্ষবিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ইচ্ছা থাকার নাম মুমুক্ষুত্ব।৫৬

বেদান্তবিচারের অধিকারী।

ইহাই সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তি; যাঁহার এই সকল আছে তিনি সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন। আত্মানাত্মবিচারে তাঁহারই অধিকার।৫৭

বেদান্তবিচারে অধিকারীর অন্য কর্ত্তব্য নাই।

যেমন ব্রহ্মচারীর অন্য কর্ত্তব্য নাই, সেইরূপ তাঁহার অর্থাৎ বেদান্ত-বিচারে অধিকারী ব্যক্তির অন্য কর্ত্তব্য নাই।৫৮

৫৫। ইত্যুক্তম্=উক্তম্।

৫৭। অধিকারঃ=অধিকারঃ নাস্ত্যন্য, তস্য আত্মানাত্মবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ অস্তি।

যথা—দিনে দিনে চ বেদান্তবিচারাদ্ ভক্তিসংযুতাৎ।
গুরুশুশ্রূষয়া লব্ধাৎ কৃচ্ছ্রাশীতিফলং ভবেৎ ॥৬০

আত্মানাত্মবিচারঃ কর্ত্তব্য ইত্যুক্তম্ ।৬১

আত্মা নাম? স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়বিলক্ষণঃ পঞ্চকোশব্যতিরিক্তঃ অবস্থাত্রয়সাক্ষী সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ ।৬২

অনাত্মা নাম? অনৃতজড়দুঃখাত্মকং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং শরীরত্রয়ম্ ।৬৩

গৃহস্থও আত্মবিচারে অধিকারী।

সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তি না থাকিলেও গৃহস্থগণ যদি আত্মবিচার করেন, তাহা হইলে তাহাতে পাপ নাই, পরন্তু তাহাতে তাঁহাদের অত্যন্ত শ্রেয়ঃ হইয়া থাকে।৫৯

গৃহস্থের আত্মবিচারাধিকারে প্রমাণ।

প্রতিদিনে গুরুশুশ্রূষায় লব্ধ ও ভক্তিসংযুক্ত বেদান্তবিচার করিলে অশীতি কৃচ্ছ্রের ফললাভ হয়।৬০

আত্মানাত্মবিচারের উপসংহার।

মোটের উপর আত্মা ও অনাত্মা বিষয়ে বিচার করা উচিত—ইহা বলা হইল।৬১

আত্মা কি?

যিনি স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরূপ তিনপ্রকার শরীর হইতে বিলক্ষণ, পঞ্চকোশ হইতে ভিন্ন এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ তিনি আত্মা।৬২

অনাত্মা কাহাকে বলে।

অনাত্মা কাহাকে বলে? অনৃত, জড় ও দুঃখরূপ যে সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ শরীরত্রয় তাহাই অনাত্মা।৬৩

৬০। যথা দিনে দিনে······ভবেৎ=দিনে দিনে······ভবেৎ ইত্যুক্তম্।

শরীরত্রয়ং নাম? স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়ম্।৬৪

স্থূলশরীরং নাম? পঞ্চীকৃতভূতকার্য্যং কর্ম্মজন্যং জন্মাদি-ষড়্ভাববিকারম্।৬৫

তথা চোক্তং—পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতম্।
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে॥৬৬

পঞ্চীকরণং তু—

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতর দ্বিতীয়াংশৈ র্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চতে॥ ইতি।৬৭

তিন প্রকার শরীর নির্দ্দেশ।

ত্রিবিধ শরীর কাহাকে বলে? স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণশরীর—এই তিন প্রকার শরীর।৬৪

স্থূলশরীর কাহাকে বলে।

পঞ্চীকৃত ভূতের কার্য্য, কর্ম্মনিমিত্ত, জন্মাদি ছয় প্রকার ভাব বিকারযুক্ত * বস্তুই স্থূল শরীর। অর্থাৎ কর্ম্মের জন্য পরিদৃশ্যমান স্থূল-শরীর উৎপন্ন হয় এবং তাহা পঞ্চীকৃত মহাভূতের কার্য্য।৬৫

স্থূলশরীরে প্রমাণ।

পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে উৎপন্ন কর্ম্মসঞ্চিত সুখদুঃখাদি ভোগের আশ্রয়কে (স্থূল) শরীর বলা হয়।৬৬

পঞ্চীকরণপ্রকার।

প্রত্যেক ভূতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের প্রথম অংশকে পুনরায় চারিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। পরে স্বাংশ অর্থাৎ স্বীয় অর্দ্ধভাগ (॥০ অংশ) এবং অপর সকলের অর্থাৎ স্বাংশ ব্যতিরিক্ত অপর চারিটি ভূতের অপর (চতুর্ধা বিভক্ত) অংশ (৵০ পরিমাণ) যোগ

* জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ ইহাই ষড়্ভাববিকার।
৬২। বিলক্ষণ=ব্যতিরিক্ত। ব্যতিরিক্ত=বিলক্ষণ।

শীর্য্যতে বয়োভিঃ বাল্যকৌমারযৌবনবার্দ্ধক্যাদিভিঃ ইতি শরীরম্ ।৬৮

দহ্—ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চ দেহঃ ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতি ।৬৯

নমু কেচিৎ দেহা ন ভস্মীভাবং প্রাপ্নুবন্তি, কেচিৎ দেহাঃ খননাদি প্রাপ্নুবন্তি, কথমুচ্যতে—সর্ব্বং স্থূলাদিকং স্থূলদেহজাতং ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতি ।৭০

করিলে তাহারা পাঁচ পাঁচটি করিয়া সমবেত হইয়া এক একটি পূর্ণ ভূত হইবে ।৬৭

যথা, আকাশ ॥০, বায়ু ৵০, তেজঃ ৵০, জল ৵০, ক্ষিতি ৵০ মিলিত হইয়া পঞ্চীকৃত আকাশ হয়, তদ্রূপ বায়ু ॥০, আকাশ ৵০, তেজঃ ৵০, জল ৵০, ক্ষিতি ৵০ মিলিত হইয়া পঞ্চীকৃত বায়ু হয়। এইরূপ তেজঃ, জল ও ক্ষিতি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

শরীর কাহাকে বলে।

যাহা বাল্য কৌমার যৌবন এবং বার্দ্ধক্য আদি বয়সের দ্বারা বিশীর্ণ হয়, তাহা শরীর ।৬৮

দেহশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।

দহ্ ধাতুর অর্থ ভস্মীকৃত করা—সুতরাং যাহা ভস্মীকৃত হয়, তাহা দেহ ; এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।৬৯

দেহের ভস্মীভূত হওয়ায় সংশয়।

ভাল, কতকগুলি দেহ ত ভস্মীভূত হয় না এবং কতকগুলি দেহ খনন আদি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হয়। তাহা হইলে সমস্ত স্থূলাদি স্থূলদেহনিচয় ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয়—ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে ?৭০

৬৭। এই অংশটী কলিকাতা সংস্করণে নাই।

যদ্যপ্যেবং তথাপি কেন অগ্নিনা দাহত্বং সম্ভবতি ? ইত্যত আহ—সর্ব্বেষাং স্থূলদেহানাম্ আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকাদিতাপত্রয়াগ্নিনা দাহত্বং সম্ভবতি।৭১

আধ্যাত্মিকং নাম ? আত্মানং দেহম্ অধিকৃত্য বর্ত্ততে ইতি অধ্যাত্মম্। অধ্যাত্মং চ তৎ দুঃখম্ অধ্যাত্মিকং বাতপিত্তকফজাতং শিরোরোগজ্বরাদিনা ব্যাধিরূপম্।৭২

আধিভৌতিকং নাম ? ভূতম্ অধিকৃত্য বর্ত্ততে ইতি আধিভৌতিকং, ব্যাঘ্রতস্করাদিজন্যদুঃখম্।৭৩

ত্রিবিধ তাপে দেহ দগ্ধ হয়।

যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে কিরূপ অগ্নির দ্বারা দাহ সম্ভব হইতে পারে? এইজন্য বলিতেছেন—সমস্ত স্থূলদেহ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপাগ্নিতে দগ্ধ হয় বলিয়া তাহার দাহত্ব সম্ভব হইতে পারে।৭১

আধ্যাত্মিক কি ?

আধ্যাত্মিক কি ? যাহা আত্মা অর্থাৎ দেহকে লইয়া উৎপন্ন হয় তাহা অধ্যাত্ম, এবং অধ্যাত্মরূপ যে দুঃখ তাহাই আধ্যাত্মিক তাপ। তাহা বাত পিত্ত কফজন্য শিরোরোগ এবং জ্বরাদি ব্যাধিস্বরূপ। অর্থাৎ ধাতুবৈষম্যনিবন্ধন শিরোরোগ অথবা জ্বরাদিজনিত যে দুঃখ, তাহাই আধ্যাত্মিক দুঃখ বা তাপ।৭২

আধিভৌতিক কি ?

আধিভৌতিক হইতেছে—যাহা ভূত অর্থাৎ প্রাণী আদি হইতে উৎপন্ন হয়। যেমন ব্যাঘ্র তস্করাদি হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহা আধিভৌতিক দুঃখ বা তাপ।৭৩

৭১। স্থূলদেহানাম্=স্থূলাদিদেহানাম্। আধিদৈবিকাদি=আধিদৈবিক।
৭২। ইতি......ব্যাধিরূপম্=ইতি তদ্দুঃখম্ আধ্যাত্মিকং শিরোরোগাদি।

আধিদৈবিকং নাম? দেবম্ অধিকৃত্য বর্ত্ততে ইতি আধিদৈবিকং শীতাতপবাতবর্ষবৈদ্যুতাদিদুঃখম্।৭৪

সূক্ষ্মশরীরং নাম? অপঞ্চীকৃতভূতকার্য্যং সপ্তদশকং লিঙ্গম্।৭৫

সপ্তদশকং নাম? জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, প্রাণাদিবায়বঃ পঞ্চ, বুদ্ধির্মনশ্চেতি।৭৬

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কানি? শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানি।৭৭

শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং নাম? কর্ণব্যতিরিক্তং কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্নং নভোদেশাশ্রয়ং শব্দগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ম্ ইতি।৭৮

আধিদৈবিক কি?

আধিদৈবিক হইতেছে—যাহা দেব অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়। এইজন্য শীত রৌদ্র বর্ষা এবং বিদ্যুৎ আদি হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা আধিদৈবিক দুঃখ।৭৪

সূক্ষ্মশরীর কি?

সূক্ষ্মশরীর কাহাকে বলে? অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কার্য্য সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গশরীরকে সূক্ষ্মশরীর বলে।৭৫

সূক্ষ্মশরীরের সপ্তদশ অবয়ব।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, বুদ্ধি ও মন এইগুলি সপ্তদশক।৭৬

জ্ঞানেন্দ্রিয়।

কোন গুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়? কর্ণ ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা—এই গুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়।৭৭

শ্রবণেন্দ্রিয়।

শ্রবণেন্দ্রিয় কাহাকে বলে? যাহা পরিদৃশ্যমান কর্ণ হইতে ভিন্ন

৭৪। শীততাপ……দুঃখম্=দুঃখম্ অশনিপাতাদিজন্যম্।

ত্বগিন্দ্রিয়ং নাম? ত্বগ্ব্যতিরিক্তং ত্বগাশ্রয়ম্ আপাদতল-মস্তকব্যাপি শীতোষ্ণাদিস্পর্শগ্রহণশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়ং ত্বগিন্দ্রিয়ম্ ইতি।৭৯

চক্ষুরিন্দ্রিয়ং নাম? গোলকব্যতিরিক্তং গোলোকাশ্রয়ং কৃষ্ণতারকাগ্রবর্ত্তি রূপাদিগ্রহণশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়ম্ ইতি।৮০

জিহ্বেন্দ্রিয়ং নাম? জিহ্বাব্যতিরিক্তং জিহ্বাশ্রয়ং জিহ্বাগ্রবর্ত্তি রসাদিগ্রহণশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়ং জিহ্বেন্দ্রিয়ম্ ইতি।৮১

অথচ কর্ণশষ্কুলীব্যাপ্ত আকাশপ্রদেশ অধিকার করিয়া শব্দগ্রহণ করিতে সামর্থ্যযুক্ত, সেই ইন্দ্রিয় শ্রবণেন্দ্রিয়।৭৮

ত্বগিন্দ্রিয়।

যাহা ত্বক্ হইতে ভিন্ন অথচ ত্বক্ আশ্রয় করিয়া পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছে এবং যাহা শীত উষ্ণ আদির স্পর্শ গ্রহণ করিবার শক্তি ধারণ করে, সেই ইন্দ্রিয়ের নাম ত্বগিন্দ্রিয়।৭৯

চক্ষুরিন্দ্রিয়।

চক্ষুরিন্দ্রিয় কাহাকে বলে? যে ইন্দ্রিয় মণ্ডলাকৃতিনেত্রস্থান ব্যতিরিক্ত অথচ ঐ মণ্ডলাকৃতি নেত্রস্থানকে আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণতারকার অগ্রভাগে থাকিয়া রূপ আদি গ্রহণ করিবার শক্তি ধারণ করে তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়।৮০

রসনেন্দ্রিয়।

রসনেন্দ্রিয় কাহাকে বলে? জিহ্বা হইতে ভিন্ন কিন্তু জিহ্বাই যাহার আশ্রয় এবং যাহা জিহ্বার অগ্রভাগে থাকিয়া রস আদি গ্রহণ করিবার শক্তি ধারণ করে তাহা রসনেন্দ্রিয়।৮১

৭৭। ঘ্রাণানি=ঘ্রাণাখ্যানি। ৭৮। কর্ণ=শ্রোত্র। ৭৯। স্পর্শগ্রহণ=স্পর্শ।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং নাম? নাসিকাব্যতিরিক্তং নাসিকাশ্রয়ং নাসিকাগ্রবর্ত্তি গন্ধাদিগ্রহণশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়ং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ম্ উচ্যতে।৮২

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি কানি? বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থানি।৮৩

বাগিন্দ্রিয়ং নাম? বাগ্ব্যতিরিক্তং বাগাশ্রয়ম্ অষ্টস্থানবর্ত্তি শব্দোচ্চারণশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়ং বাগিন্দ্রিয়মিতি।৮৪

অষ্টস্থানানি? উরঃকণ্ঠশির-স্তালু-জিহ্বা-দন্তোষ্ঠ নাসিকাঃ।৮৫

ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় কাহাকে বলে? যে ইন্দ্রিয় নাসিকা হইতে ভিন্ন অথচ যাহা নাসিকাকে আশ্রয় করিয়া নাসিকার অগ্রে অবস্থান করে এবং যাহা গন্ধ আদির গ্রহণ করিবার সামর্থ্যযুক্ত তাহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলা হয়।৮২

কর্ম্মেন্দ্রিয়।

কোন গুলি কর্ম্মেন্দ্রিয়? বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়।৮৩

বাগিন্দ্রিয়।

বাগিন্দ্রিয় কাহাকে বলে? যে ইন্দ্রিয় বাক্ হইতে ভিন্ন কিন্তু বাক্ যাহার আশ্রয়, যাহা আটটি স্থানে বর্ত্তমান থাকে এবং যাহার শব্দোচ্চারণের শক্তি আছে তাহা বাগিন্দ্রিয়।৮৪

বর্ণোচ্চারণের আটটি স্থান।

বর্ণোচ্চারণের আটটি স্থান হইতেছে—উরঃ অর্থাৎ হৃদয় (বক্ষঃ), কণ্ঠ, মূর্দ্ধা (মস্তক), তালু, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ এবং নাসিকা।৮৫

৮২। গন্ধাদি=গন্ধ। উচ্যতে=ইতি।

৮৫। অষ্টস্থানানি=অষ্টস্থানং নাম। উর……নাসিকা=হৃদয়-কণ্ঠ-শির উদ্ধোষ্ঠতালুদ্বয়জিহ্বা ইতি অষ্টস্থানানি।

পাণীন্দ্রিয়ং নাম? পাণিব্যতিরিক্তং করতলাশ্রয়ং দানাদানপ্রতিগ্রহণশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়ং পাণীন্দ্রিয়ম্ ইতি উচ্যতে।৮৬

পাদেন্দ্রিয়ং নাম? পাদব্যতিরিক্তং পাদাশ্রয়ং পাদতলবর্ত্তি গমনাগমনশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়ং পাদেন্দ্রিয়ম্ ইতি।৮৭

পায়ি ন্দ্রিয়ং নাম? গুদব্যতিরিক্তং গুদাশ্রয়ং পুরীষোৎসর্গশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়ং পায়ি ন্দ্রিয়ম্ ইতি।৮৮

উপস্থেন্দ্রিয়ং নাম? উপস্থব্যতিরিক্তম্ উপস্থাশ্রয়ং মূত্রশুক্রোৎসর্গশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়ম্ উপস্থেন্দ্রিয়ম্ ইতি।

পাণীন্দ্রিয়।

পাণি ইন্দ্রিয় কাহার নাম? যাহা হস্ত হইতে ভিন্ন অথচ যাহা করতল আশ্রয় করিয়া থাকে এবং যাহা দান, আদান (গ্রহণ) ও প্রতিগ্রহণ করিবার শক্তিযুক্ত তাহার নাম পাণি ইন্দ্রিয়।৮৬

পাদেন্দ্রিয়।

পাদেন্দ্রিয় কাহার নাম? যে ইন্দ্রিয় পাদব্যতিরিক্ত কিন্তু চরণ যাহার আশ্রয় এবং যাহা পদতলে বর্ত্তমান থাকে ও যাহার গমনাগমন করিবার শক্তি আছে তাহা পাদেন্দ্রিয়।৮৭

পায়ি ন্দ্রিয়।

পায়ু ইন্দ্রিয় কাহাকে বলে? যে ইন্দ্রিয় গুহ্যদেশ হইতে ভিন্ন অথচ যাহা গুহ্যদেশ আশ্রয় করিয়া থাকে এবং যাহা মলত্যাগ করিবার শক্তি ধারণ করে তাহা পায়ু ইন্দ্রিয়।৮৮

উপস্থেন্দ্রিয়।

উপস্থেন্দ্রিয় কাহার নাম? যে ইন্দ্রিয় উপস্থব্যতিরিক্ত কিন্তু উপস্থ যাহার আশ্রয় এবং যাহা মূত্র ও শুক্রনির্গমন করিবার শক্তি ধারণ করে তাহা উপস্থ ইন্দ্রিয়।

৮৬। উচ্যতে—ইতি।

এতানি কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি উচ্যন্তে।৮৯

অন্তঃকরণং নাম? মনোবুদ্ধিশ্চিত্তম্ অহঙ্কারশ্চেতি।৯০

মনঃস্থানং গলান্তরং, বুদ্ধের্বদনং, চিত্তস্য নাভিঃ, অহঙ্কারস্য হৃদয়ম্।৯১

এতেষাং বিষয়াঃ সংশয়নিশ্চয়ধারণাভিমানাঃ।৯২

অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ চিত্তম্।৯৩

অভিমানান্তঃকরণবৃত্তিঃ অহঙ্কারঃ।৯৪

এইগুলি কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা হয়।৮৯

অন্তঃকরণ।

মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটির নাম অন্তঃকরণ।৯০

মন আদির স্থান নির্ণয়।

গলমধ্যভাগ মনের স্থান, মুখ বুদ্ধির, নাভি চিত্তের এবং হৃদয় অহঙ্কারের স্থান।৯১

মন আদির বিষয়।

সংশয়, নিশ্চয়, ধারণা ও অভিমান যথাক্রমে ইহাদের বিষয়, অর্থাৎ মনের বিষয় সংশয়, বুদ্ধির নিশ্চয়, চিত্তের ধারণা এবং অহঙ্কারের অভিমান।৯২

চিত্ত কাহাকে বলে।

অন্তঃকরণের যে অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি অর্থাৎ পরিণতিবিশেষ, তাহার নাম চিত্ত।৯৩

অহঙ্কার কাহাকে বলে।

অভিমানরূপ যে অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ তাহা অহঙ্কার।৯৪

৯২। এতেষাং=অন্তঃকরণচতুষ্টয়স্য। ৯৩-৯৭ পর্য্যন্ত কলিকাতা সংস্করণে নাই।

চিত্তস্য বুদ্ধৌ অন্তর্ভাবঃ, বিষয়পরিচ্ছিত্তিরূপত্বাবিশেষাৎ।৯৫

অহঙ্কারস্য মনসি অন্তর্ভাবঃ, তস্যাপি সঙ্কল্পাত্মকত্বা-বিশেষাৎ।৯৬

বুদ্ধের্হি অপূর্ব্বো বিষয়ঃ, চিত্তস্য পূর্ব্বানুভবঃ, মনসো বাহ্যাভ্যন্তরশ্চ, অহঙ্কারস্য তু অনাত্মোপরক্ত আত্মৈব ইতি।৯৭

প্রাণাদিবায়ুপঞ্চকং নাম? প্রাণাপানসমানোদানব্যান-রূপাঃ ৯৮

তেষাং স্থানবিশেষাঃ উচ্যন্তে—

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥৯৯

চিত্ত বুদ্ধির অন্তর্ভূত।

চিত্ত বুদ্ধির অন্তর্গত; যেহেতু উভয়েই অবিশেষভাবে বিষয়াব-ধারণ করিয়া থাকে।৯৫

অহঙ্কার মনের অন্তর্ভুক্ত।

অহঙ্কার মনের অন্তর্ভূত; কারণ, তাহাও মনের ন্যায় অবিশেষভাবে সঙ্কল্পাত্মক।৯৬

বুদ্ধি আদির বিষয়।

পূর্ব্বে অননুভূত বস্তু বুদ্ধির বিষয়, যে বস্তু পূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছে তাহা চিত্তের বিষয়, বাহ্য ও আন্তর বস্তু মনের বিষয় এবং অনাত্ম-মিশ্রিত আত্মাই অহঙ্কারের বিষয়।৯৭

প্রাণ আদি পঞ্চবায়ু।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান ইহারা প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু।৯৮

প্রাণাদি বায়ুগণের স্থান নির্ণয়।

প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের স্থানবিশেষ কথিত হইতেছে—হৃদয় প্রাণ-

এতেষাং বিষয়াঃ—প্রাণঃ প্রাগ্গমনবান্, অপানঃ অবাগ্‌-গমনবান্, উদানঃ ঊর্দ্ধগমনবান্, সমানঃ সমীকরণবান্, ব্যানঃ বিষ্বগ্গমনবান্।১০০

এতেষাম্ উপবায়বঃ পঞ্চ—

"নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ" ইতি।১০১

এতেষাং বিষয়াঃ—

নাগাদুদ্গিরণং চাপি কূর্ম্মাদুন্মীলনং তথা।
ধনঞ্জয়াৎ পোষণঞ্চ দেবদত্তাচ্চ জৃম্ভণম্।
কৃকরাচ্চ ক্ষুতং জাতম্ ইতি যোগবিদো বিদুঃ।১০২

বায়ুর স্থান, গুহ্যদেশে অপান বায়ু অবস্থান করে, সমান বায়ু নাভিতে অবস্থিত, উদান বায়ু কণ্ঠদেশে আশ্রিত এবং ব্যান বায়ু সমস্ত শরীরে অবস্থান করে।৯৯

পঞ্চ প্রাণের বিষয়।

ইহাদিগের বিষয়—যে বায়ু শরীরের পূর্ব্বভাগে গমনাগমন করে তাহা প্রাণ, যাহা নিম্নভাগে গমনাগমন করে অপান, যাহা ঊর্দ্ধভাগে গমনাগমন করে তাহার নাম উদান, যাহা শরীরস্থ ধাতুসমূহকে সমভাবে রাখিয়া দেয় তাহা সমান এবং যাহা সমস্ত শরীরের সর্ব্বত্র গমনাগমন করে তাহা ব্যান।১০০

পঞ্চ উপবায়ু।

ইহাদিগের পাঁচটি উপবায়ু আছে। তাহারা যথাক্রমে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়।১১১

পঞ্চউপবায়ুর কার্য্য।

ইহাদের বিষয় সকল—নাগবায়ুদ্বারা উদ্গিরণ কার্য্য হয়, কূর্ম্মদ্বারা উন্মীলন, ধনঞ্জয় হইতে পোষণ, দেবদত্ত হইতে জৃম্ভণ (হাই উঠা) এবং

৯৮। সমানোদানব্যানরূপাঃ = ব্যানোদানসমানাঃ। ১০০। এতেষাং = তেষাং।

এতেষাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনাম্ অধিপতয়ঃ দিগাদয়ঃ—

দিগ্ বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বি বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ।
তথা চন্দ্রশ্চতুর্বক্ত্রো রুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥
বিশিষ্টো বিশ্বস্রষ্টা চ বিশ্বযোনিরযোনিজঃ।
ক্রমেণ দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রোত্রাদীনাং যথাক্রমাৎ।১০৩

এষু প্রাণময়কোষঃ ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্য্যরূপঃ।১০৪

কৃকর বায়ু হইতে ক্ষুত (হাঁচি) হইয়া থাকে। ইহা যোগবিদ্‌গণ বিদিত আছেন।১০২

ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় আদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছে—দিক্ আদি। অর্থাৎ দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, চন্দ্র, চতুর্ম্মুখ, রুদ্র (শঙ্কর), ক্ষেত্রজ্ঞ এবং বিশিষ্ট বিশ্বস্রষ্টা অযোনিজ বিশ্বযোনি ঈশ্বর—ইঁহারা যথাক্রমে শ্রোত্র আদির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণ। কর্ণের অধিপতি দিক্, ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিপতি বায়ু, চক্ষুর অধিপতি সূর্য্য, জিহ্বার অধিপতি বরুণ, এবং নাসিকার অধিপতি অশ্বিনীকুমারযুগল। বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি অগ্নি, হস্তের অধিপতি ইন্দ্র, পাদের অধিপতি উপেন্দ্র, পায়ুর অধিপতি মিত্রক (মিত্র=সূর্য্য তৎপুত্র অর্থাৎ যম), এবং উপস্থের অধিপতি প্রজাপতি, মনের অধিপতি চন্দ্র, বুদ্ধির অধিপতি চতুর্ম্মুখ, অহঙ্কারের অধিপতি শঙ্কর এবং চিত্তের অধিপতি অচ্যুত।১০৩

প্রাণময় কোষ।

ইহাদিগের মধ্যে যে প্রাণময় কোষ আছে তাহা কার্য্যস্বরূপ এবং ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট।১০৪

১০২। কলিকাতা সংস্করণে অতিরিক্ত পাঠ—নাগ উদ্গীরণকরঃ, কূর্ম্ম উন্মীলনকরঃ, ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ, দেবদত্তো জৃম্ভণকরঃ, কৃকরঃ ক্ষুৎকরঃ।১০৩। মিত্রকাঃ—মৃত্যুকাঃ।

মনোময় ইচ্ছাশক্তিমান্ করণরূপঃ।১০৫

বিজ্ঞানময়ো জ্ঞানশক্তিমান্ কর্ত্তৃরূপঃ।১০৬

এতৎসর্ব্বং মিলিতং লিঙ্গশরীরম্ ইত্যুচ্যতে। কোষত্রয়মুচ্যতে॥১০৭

তথা চোক্তং—

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥১০৮

মনোময় কোষ।

যাহা মনোময় কোষ, তাহা করণস্বরূপ এবং তাহা ইচ্ছাশক্তিযুক্ত।১০৫

বিজ্ঞানময় কোষ।

যাহা বিজ্ঞানময় কোষ তাহা কর্ত্তৃস্বরূপ এবং তাহা জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট।১০৬

লিঙ্গশরীর।

এই সকল অর্থাৎ এই প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষত্রয় মিলিত হইয়া লিঙ্গশরীর বলিয়া কথিত হয় এবং তাহাকে কোষত্রয় বলে।১০৭

লিঙ্গশরীরে প্রমাণ।

সেইরূপ কথিত আছে—অপঞ্চীকৃত মহাভূতের কার্য্য—দশ ইন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি—ইহারা ভোগনির্ব্বাহক সূক্ষ্মশরীর। অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি ইহারা অপঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে উৎপন্ন। ইহারাই মিলিতভাবে সূক্ষ্মশরীর নামে অভিহিত হইয়া ভোগনির্ব্বাহ করে।১০৮

১০৪–১০৬ পর্য্যন্ত কলিকাতা সংস্করণে নাই।
১০৭। কোষত্রয়ম্ উচ্যতে—ইহাও নাই।

লীনম্ অর্থং গময়তি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গং শরীরম্ ইত্যুচ্যতে। কথং লীনং? শ্রবণমননাদিনা গময়তি জ্ঞাপয়তি।১০৯

শীর্য্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরম্ ইত্যুচ্যতে। কথং শীর্য্যতে ইতি চেৎ? অহং ব্রহ্মাস্মীতি ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানেন শীর্য্যতে।১১০

দহ্ ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গদেহস্য পৃথিবীপুরঃসরং ক্ষয় ইত্যুচ্যতে।১১১

কারণশরীরং নাম? শরীরদ্বয়হেতুঃ।১১২

'লিঙ্গ'শব্দের ব্যুৎপত্তি।

'যাহা লীন বিষয়কে অর্থাৎ অবিদ্যাপিহিত ব্রহ্মকে জ্ঞাপন করে' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে লিঙ্গ শব্দে শরীর বুঝাইয়া থাকে। লীন বিষয়কে কিরূপে জ্ঞাপন করে? উত্তর—শ্রবণ, মনন আদি দ্বা জ্ঞাপন. করে।১০৯

'শরীর'শব্দের ব্যুৎপত্তি।

'যাহা বিশীর্ণ হয়' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'শরীর' বলা হয়। কিরূপে তাহা বিশীর্ণ হয়? উত্তর—'আমি ব্রহ্মস্বরূপ হইতেছি'—এই প্রকার ব্রহ্মের সহিত আত্মার যে একত্ব জ্ঞান তাহা দ্বারা বিশীর্ণ হয়।১১০

দহ্ ধাতুর অর্থ ভস্ম করা—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে পৃথিবীর বিনাশপূর্ব্বক লিঙ্গদেহের বিনাশ কথিত হয়। অর্থাৎ লিঙ্গদেহও বিনষ্ট হইবে কিন্তু হঠাৎ তাহা হয় না। প্রথমে তাহার পার্থিব অংশ নষ্ট হয়, পরে জলীয় অংশ, তৎপরে তাহার তৈজস ভাগ—এইরূপে সৃষ্টিক্রমের বিপরীতক্রমে তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।১১১

১০৯। লিঙ্গং শরীরম্=লিঙ্গম্। কথং......জ্ঞাপয়তি—ইহাও কলিকাতা সংস্করণে নাই। ১১০। ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানেন=জ্ঞানেন।

১১১। কথং? বাগাস্থাকারেণ পরিণামো বৃদ্ধিঃ, তৎসংকোচোনাম জীর্ণতা—ইহা কলিকাতা সংস্করণে অতিরিক্ত পাঠ।

অনাদ্যনির্ব্বচনীয়ং সাভাসং ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞাননিবর্ত্তাম্ অজ্ঞানং কারণশরীরম্ ইত্যুচ্যতে।১১৩

তথা চোক্তং—

অনাদ্যবিদ্যাঽনির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে।
উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ ॥১১৪

শীর্য্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরম্ ইত্যুচ্যতে। কথম্ ইতি চেৎ? ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানেন শীর্য্যতে।১১৫

দহ্—ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কারণশরীরস্য পৃথিবী-পুরঃসরং ক্ষয় ইত্যুচ্যতে।১১৬

কারণশরীর।

কারণশরীর কাহাকে বলে? যাহা দ্বিবিধ শরীরের হেতু।১১২

অনাদি অনির্ব্বচনীয় চিদাভাসযুক্ত অজ্ঞানরূপ অবিদ্যাকে কারণশরীর বলা হয়। ব্রহ্মের সহিত একাত্মকতা জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা বিনষ্ট হয়।১১৩

কারণশরীরে প্রমাণ।

সেইরূপই কথিত আছে—অনাদি অনির্ব্বাচ্য অবিদ্যাকে কারণোপাধি বা কারণশরীর বলা হয়। এই ত্রিবিধ উপাধি হইতে পৃথক্ আত্মা নির্ণয় করা উচিত।১১৪

যাহা বিশীর্ণ হয় এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'শরীর' বলা হয়। কিরূপে তাহা বিশীর্ণ হয়? ব্রহ্মের সহিত অভিন্নাত্মকতা জ্ঞানে তাহা শীর্ণ হয়।১১৫

কারণশরীরের ক্ষয়।

দহ্ ধাতু ভস্মীকরণার্থক—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে কারণশরীর পৃথিবী আদির বিনাশ হইলে বিনষ্ট হয়।১১৬

১১২। কিং=কা। যথা বা=এই অংশটী কলিকাতা সংস্করণে নাই।
১১৩। অনির্ব্বচনীয়ম্=অনির্ব্বাচ্যম্। ১১৫। উচ্যতে কথম্=কথম্।

অনৃতজড়দুঃখাত্মকম্ ইতি উক্তম্।১১৭

অনৃতং নাম? কালত্রয়েষু অবিদ্যমানবস্তু অনৃতম্ ইত্যুচ্যতে।১১৮

জড়ং নাম? স্ববিষয়পরবিষয়জ্ঞানরহিতং বস্তু জড়ম্ ইত্যুচ্যতে।১১৯

দুঃখং নাম? অপ্রীতিরূপং বস্তু দুঃখম্ ইত্যুচ্যতে।১২০

সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকম্ ইত্যুক্তম্। কিং সমষ্টিঃ কিং ব্যষ্টিঃ? যথা বনস্য সমষ্টিঃ, যথা বৃক্ষস্য ব্যষ্টিঃ। যথা বা জলাশয়স্য সমষ্টিঃ, জলস্য ব্যষ্টিঃ। তদ্বৎ অনেকশরীরস্য সমষ্টিঃ একশরীরস্য ব্যষ্টিঃ।১২১

অনাত্মা অনৃত, জড় ও দুঃখময় ইহা বলা হইয়াছে।১১৭

অনৃত কাহাকে বলে।

অনৃত কাহাকে বলে? যে বস্তু কালত্রয়ে বিদ্যমান থাকে না তাহার নাম অনৃত।১১৮

জড় কাহাকে বলে।

জড় কাহার নাম? যে বস্তু নিজের বিষয়ের অথবা পরের বিষয়ের জ্ঞানরহিত তাহা জড়।১১৯

দুঃখ কি।

দুঃখ কাহাকে বলে? যে বস্তু অপ্রীতিস্বরূপ অর্থাৎ যাহা অন্তঃকরণের প্রতিকূলবেদনীয় তাহাকে দুঃখ বলে।১২০

সমষ্টি ও ব্যষ্টিস্বরূপ।

সমষ্টি ও ব্যষ্টিস্বরূপ ইহা বলা হইয়াছে। সমষ্টি কি এবং ব্যষ্টি কি? যেরূপ বনের সমষ্টি ও বৃক্ষের ব্যষ্টি। অর্থাৎ বন বৃক্ষসমষ্টিস্বরূপ কিন্তু বৃক্ষ ব্যষ্টিস্বরূপ। অথবা যেরূপ জলাশয়ের সমষ্টি ও জলের ব্যষ্টি অর্থাৎ

অবস্থাত্রয়ং নাম ? জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ ।১২২

জাগরণং নাম ? ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থোপলব্ধিঃ জাগরণম্ ।১২৩

স্বপ্নো নাম ? জাগরিতসংস্কারজপ্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ ।১২৪

সুষুপ্তির্নাম ? সর্ব্ববিষয়জ্ঞানাভাবঃ ।১২৫

জাগ্রৎস্থূলশরীরাভিমানী বিশ্বঃ । স্বপ্নসূক্ষ্মশরীরাভিমানী তৈজসঃ, সুষুপ্তিকারণশরীরাভিমানী প্রাজ্ঞঃ ।১২৬

কোষপঞ্চকং নাম ? অন্নময়-প্রাণময়-বিজ্ঞানময়ানন্দ-

জলাশয় জল সমষ্টিস্বরূপ কিন্তু জল ব্যষ্টিস্বরূপ, সেইরূপ অনেক শরীর সমষ্টিস্বরূপ কিন্তু একটি শরীর ব্যষ্টিস্বরূপ ।১২১

অবস্থাত্রয় কথন ।

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই ত্রিবিধ অবস্থা ।১২২

জাগরণ কাহাকে বলে ।

যে সময়ে ইন্দ্রিয় সকলদ্বারা বাহ্যবিষয় উপলব্ধি করা যায়, তাহার নাম জাগ্রৎ অবস্থা ।১২৩

স্বপ্ন কাহাকে বলে ।

যে সময় ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য অর্থ উপলব্ধ হয় না, অথচ জাগ্রৎকালীন সংস্কার হইতে বিষয়জ্ঞান হয়, তাহার নাম স্বপ্ন ।১২৪

সুষুপ্তি কাহাকে বলে ।

যে সময়ে সকল বিষয়ের জ্ঞান থাকে না তাহার নাম সুষুপ্তি ।১২৫

জাগ্রৎ আদি অবস্থার অভিমানিনী দেবতা ।

যিনি বিশ্বসংজ্ঞক তিনি জাগ্রৎকালীন স্থূলশরীরাভিমানিনী দেবতা ; যাঁহার নাম তৈজস তিনি স্বপ্নের সূক্ষ্মশরীরাভিমানিনী দেবতা এবং যিনি প্রাজ্ঞ তিনি সুষুপ্তিকালীন কারণশরীরাভিমানিনী দেবতা ।১২৬

পঞ্চকোষ ।

কাহার নাম পঞ্চকোষ ? অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও

ময়াখ্যাঃ। অত্র ময়ট্‌প্রত্যয়ো বিকারার্থঃ। (অন্নময়ঃ অন্নবিকারঃ, প্রাণময়ঃ প্রাণবিকারঃ, মনোময়ঃ মনোবিকারঃ—বিজ্ঞানময়ঃ বিজ্ঞানবিকারঃ, আনন্দময়ঃ আনন্দবিকারঃ)।১২৭

তথা চ—

পিতৃভুক্তান্নজাদ্‌ বীর্য্যাৎ জাতোঽন্নেনৈব বর্দ্ধতে।
দেহঃ সোঽন্নময়ো নাত্মা প্রাক্‌ চোর্দ্ধং তদভাবতঃ॥
পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুপ্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জ্জনাৎ॥
অহন্তাং মমতাং দেহে গেহাদৌ চ করোতি যঃ।
কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ॥

আনন্দময়—এই পঞ্চ কোষ। এখানে বিকার অর্থে ময়ট্‌ প্রত্যয় হইয়াছে। (অর্থাৎ অন্নময় বলিতে অন্নের বিকার, প্রাণময় বলিতে প্রাণের বিকার, মনোময় বলিতে মনের বিকার, বিজ্ঞানময় বলিতে বিজ্ঞানের বিকার, আনন্দময় বলিতে আনন্দের বিকার বুঝায়)।১২৭

আত্মা পঞ্চকোষাতিরিক্ত।

পিতা যে অন্নভোজন করেন তাহা বীর্য্যরূপে পরিণত হয়, সেই বীর্য্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্য অন্নের দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই জন্য মনুষ্যের এই দেহ অন্নময়, কিন্তু আত্মা অন্নময় নহে যে হেতু পূর্ব্বে ও পরে ইহা ছিল না।

সমস্ত দেহ মধ্যে পরিপূর্ণ যে বস্তু বল প্রদান করিয়া ইন্দ্রিয়সকলকে প্রবর্ত্তিত করায় সেই বায়ু প্রাণময়, কিন্তু উহা আত্মা নহে; যে হেতু উহার চৈতন্য নাই।

যে বস্তু কাম আদি অবস্থায় ভ্রান্ত হইয়া দেহ ও গেহ আদিতে

১২৭। মধ্যে বন্ধনীর অন্তর্গত অংশ কলিকাতা সংস্করণে অতিরিক্ত। ১২৮। এই শ্লোকগুলি কলিকাতা সংস্করণে নাই।

লীনা সুপ্তৌ বপুর্বোধে ব্যাপ্নুয়াদানখাগ্রগা।
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ ॥
কাচিদন্তর্মুখা বৃত্তিরানন্দপ্রতিবিম্বভাক্।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে ॥
দেহাদভ্যন্তরং প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং পুনঃ (?) (মনঃ)।
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা ॥১২৮

অন্নময়কোষঃ নাম ? স্থূলশরীরম্। মাতাপিতৃভ্যাম্ অন্নে-ভুক্তে সতি শুক্রশোণিতাকারেণ পরিণতং তয়োঃ সংযোগাদেব দেহাকারেণ পরিণমতে। কোষবৎ আচ্ছাদকত্বাৎ কোষ

অহংতা মমতা (আমি আমার ভাব) করিয়া থাকে, সেই মনোময় পদার্থ আত্মা নহে।

যাহা সুষুপ্তিকালে লীন থাকে, কিন্তু দেহের বোধ জন্মাইলে (অর্থাৎ জাগ্রৎকালে) নখাগ্র পর্য্যন্ত দেহ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেই চিতিচ্ছায়াপন্না বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ বুদ্ধি আত্মা নহে।

পুণ্যসম্ভোগবশতঃ ভোগ নিবৃত্ত হইলে আনন্দপ্রতিবিম্বযুক্ত কোনও একটা অন্তর্মুখী বৃত্তি নিদ্রারূপে লীন থাকে। (তাহা আনন্দময় কোষ, উহাও আত্মা নহে)

দেহের মধ্যে প্রাণ স্থিত, প্রাণের মধ্যে মন স্থিত এবং তাহার মধ্যে কর্ত্তা ও তাহার মধ্যে ভোক্তা বিদ্যমান ; এই সেই গুহাপরম্পরা ১২৮

অন্নময় কোষ।

অন্নময়কোষ স্থূলশরীরকে। পিতামাতা অন্নভোজন করিলে তাহা শুক্র ও শোণিত আকারে পরিণত হয়। অনন্তর তাহাদের সংযোগেই

১২৯। স্থূলশরীরম্ অন্নময়কোষঃ—এইরূপ পাঠ পুণাসংস্করণে ছিল। পরিণমতে পরিণতেন। (ইতি বুৎপত্ত্যা)—এই অংশ কলিকাতাসম্মত পাঠ।

ইত্যুচ্যতে। অন্নবিকারত্বে সতি আত্মানম্ আচ্ছাদয়তি।১২৯

কথম্ অপরিচ্ছিন্নম্ আত্মানং পরিচ্ছিন্নম্ ইব, জন্মাদিষড়্ভাববিকাররহিতম্ আত্মানং জন্মাদিষড়্ভাববন্তমিব তাপত্রয়রহিতম্ আত্মানং তাপত্রয়বন্তম্ ইব আচ্ছাদয়তি॥১৩০

যথা কোষঃ খড়্গম্ আচ্ছাদয়তি, যথা তুষস্তণ্ডুলম্ আচ্ছাদয়তি, যথা বা গর্ভং জরায়ুঃ আবরয়তি তথা।১৩১

প্রাণময়কোষো নাম? কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, প্রাণাদিবায়বঃ পঞ্চ। এতৎ সর্ব্বং মিলিতং সৎ প্রাণময়কোষ ইত্যুচ্যতে। প্রাণবিকারে সতি বক্তৃত্বাদিরহিতম্ আত্মানং বক্তারমিব, দানাদিরহিতম্ আত্মানং দাতারমিব, গমনাদিরহিতম্

দেহরূপে পরিণত হয়। যে হেতু উহা কোষ বা আবরণের ন্যায় আচ্ছাদক এইজন্য উহাকে কোষ বলা হয়। অন্নের বিকার হইয়া উহা আত্মাকে আচ্ছাদিত করে; এই জন্য উহা অন্নময়কোষ।১২৯

অপরিচ্ছিন্ন আত্মা কিরূপে আচ্ছাদিত হয়।

উক্ত কোষ অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে পরিচ্ছিন্নের ন্যায়, জন্ম আদি ষট্ভাব বিকারবর্জ্জিত আত্মাকে জন্মাদিভাবযুক্তের ন্যায়, তাপত্রয়রহিত আত্মাকে তাপত্রয়যুক্তের ন্যায় কিরূপে আচ্ছাদিত করে?১৩০

কোষ যেরূপ খড়্গকে আচ্ছাদিত করে, তুষ যেমন তণ্ডুলকে আচ্ছাদিত করে, কিংবা জরায়ু যেরূপ গর্ভকে আবৃত করে, সেইরূপ।১৩১

প্রাণময়কোষ।

প্রাণময়কোষ—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু। এই সকল মিলিত হইয়া প্রাণময়কোষ নামে কথিত হয়। তাহা প্রাণের বিকার; তাহা বক্তৃত্বরহিত আত্মাকে বক্তার ন্যায়, দানাদিরহিত আত্মাকে

১২৯। ইত্যুচ্যতে।=ইত্যুচ্যতে। ইতিব্যুৎপত্ত্যা। ১৩১। তথা—তথা আত্মানম্ আবরয়তি।

আত্মানং গন্তারম্ ইব, ক্ষুৎপিপাসারহিতম্ আত্মানং ক্ষুৎ-পিপাসাবন্তম্ ইব আবরয়তি।১৩২

মনোময়কোষো নাম ? জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি পঞ্চ মনশ্চ ; এতৎ সর্ব্বং মিলিত্বা মনোময়কোষ ইত্যুচ্যতে। কথং ? মনোবিকারে সতি সংশয়াদিরহিতম্ আত্মানং সংশয়বন্তম্ ইব, শোকমোহাদিরহিতম্ আত্মানং শোকমোহাদিবন্তমিব, দর্শনাদিরহিতম্ আত্মানং দর্শনাদিবন্তমিব আবরয়তি।১৩৩

বিজ্ঞানময়কোষো নাম ? জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বুদ্ধিশ্চ ; এতৎ সর্ব্বং মিলিত্বা বিজ্ঞানময়কোষ ইত্যুচ্যতে। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যভিমানেন ইহলোকপরলোকগামী ব্যাবহারিকঃ জীব ইত্যুচ্যতে। বিজ্ঞানবিকারত্বে সতি অকর্ত্তারম্ আত্মানং

দাতার ন্যায়, গমনাদিরহিত আত্মাকে গমনকর্ত্তার ন্যায় এবং ক্ষুৎপিপাসারহিত আত্মাকে ক্ষুধা ও পিপাসাযুক্তের ন্যায় আবৃত করে।১৩২

মনোময়কোষ।

মনোময়কোষ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন। ইহারা মিলিয়া মনোময়কোষ নামে কথিত হয়। তাহা কিরূপ ? তাহা মনের বিকার এবং তাহা সংশয়রহিত আত্মাকে সংশয়যুক্তের ন্যায়, শোকমোহাদিবর্জ্জিত আত্মাকে শোকমোহাদিগ্রস্তের ন্যায়, দর্শনাদিহীন আত্মাকে দর্শনাদিযুক্তের ন্যায় আবৃত করে।১৩৩

বিজ্ঞানময়কোষ।

বিজ্ঞানময়কোষ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ইহারা সকলে মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময়কোষ নামে কথিত হয়। ইহাই কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমানবশতঃ ইহলোক ও পরলোকগামী ব্যাবহারিক জীব বলিয়া

১৩২। প্রাণাদিবায়বঃ=বায়বঃ। দানাদি=দাতৃত্বাদি। ১৩৩। দর্শনাদিবন্তম্=দ্রষ্টারম্।

কর্ত্তারম্ ইব, অবিজ্ঞাতারম্ আত্মানং বিজ্ঞাতারম্ ইব, নিশ্চয়-রহিতম্ আত্মানং নিশ্চয়বন্তম্ ইব, জাড্যাদিরহিতম্ আত্মানং জাড্যাদিবন্তম্ ইব আবরয়তি।১৩৪

আনন্দময়কোষো নাম? প্রিয়মোদপ্রমোদবৃত্তিমৎ অজ্ঞান-প্রধানম্ অন্তঃকরণম্ আনন্দময়কোষ ইত্যুচ্যতে। কথং? প্রিয়মোদপ্রমোদরহিতম্ আত্মানং প্রিয়মোদপ্রমোদবন্তমিব, অভোক্তারমাত্মানং ভোক্তারমিব, পরিচ্ছিন্নসুখরহিতমাত্মানং পরিচ্ছিন্নসুখবন্তমিব আচ্ছাদয়তি।১৩৫

ইষ্টপুত্রাদিদর্শনজং প্রিয়ং, প্রিয়লাভনিমিত্তো হর্ষো মোদঃ, স এব চ প্রকৃষ্টো হর্ষঃ প্রমোদঃ।১৩৬

কথিত হয়। ইহা বিজ্ঞানের বিকার এবং ইহা অকর্ত্তা আত্মাকে কর্ত্তার ন্যায়, অবিজ্ঞাতা আত্মাকে বিজ্ঞাতার ন্যায়, নিশ্চয়রহিত আত্মাকে নিশ্চয়যুক্তের ন্যায়, জাড্যাদিরহিত আত্মাকে জাড্যাদিযুক্তের ন্যায় আবৃত করে।১৩৪

আনন্দময়কোষ।

আনন্দময়কোষ—প্রিয়, মোদ ও প্রমোদবৃত্তিযুক্ত অজ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণ আনন্দময়কোষ বলিয়া কথিত হয়। তাহা কিরূপে হয়? তাহা প্রিয়, মোদ ও প্রমোদরহিত আত্মাকে প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ-যুক্তের ন্যায়, অভোক্তা আত্মাকে ভোক্তার ন্যায় এবং পরিচ্ছিন্ন সুখরহিত আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন সুখযুক্তের ন্যায় আচ্ছাদিত করে।১৩৫

প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ কাহাকে বলে।

ইষ্ট পুত্রাদিদর্শন করিলে যে সুখ হয় তাহার নাম প্রিয়; প্রিয়বস্তু লাভ করিলে যে আনন্দ হয় তাহার নাম মোদ, এবং সেই আনন্দই প্রকর্ষপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে প্রমোদ বলে।১৩৬

১৩৪। কর্ত্তৃত্ব=কথং কর্ত্তৃত্ব। জাড্যাদি=মান্দ্যজাড্যাদি।

এতেষু কোষেষু মধ্যে বিজ্ঞানময়ো জ্ঞানশক্তিমান্ কর্ত্তৃরূপঃ, মনোময় ইচ্ছাশক্তিমান্ করণরূপঃ, প্রাণময়ঃ ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্য্যরূপঃ।১৩৭

তত্র হেতুম্ আহ যোগ্যত্বাৎ এবম্ এতেষাং বিভাগ ইতি বর্ণয়ন্তি। এতৎ কোষত্রয়ং মিলিতং সূক্ষ্মশরীরম্ ইত্যুচ্যতে। সমষ্টি-ব্যষ্টী শাস্ত্রান্তরাদ্ বিশেষতো জ্ঞেয়ে।১৩৮

শরীরত্রয়বিলক্ষণত্বম্ উচ্যতে। কথম্? সত্যস্বরূপঃ অসত্যস্বরূপো ন ভবতি। অসত্যস্বরূপঃ সত্যস্বরূপো ন ভবতি। জ্ঞানস্বরূপো জড়স্বরূপো ন ভবতি, জড়স্বরূপো জ্ঞানস্বরূপো ন ভবতি। এবং সুখস্বরূপো দুঃখস্বরূপো ন ভবতি, দুঃখস্বরূপঃ সুখস্বরূপো ন ভবতি।১৩৯

পঞ্চকোষের বিশেষ বিবরণ।

এই সকল কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট ও কর্ত্তৃস্বরূপ, মনোময়কোষ ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট ও করণস্বরূপ এবং প্রাণময়কোষ ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট ও কার্য্যস্বরূপ।১৩৭

পঞ্চকোষ বিভাগের কারণ।

তাহাতে হেতু বলা হয় যোগ্যতা। এইরূপে ইহাদের বিভাগ বর্ণিত হয়। এই ত্রিবিধ কোষ মিলিত হইয়া সূক্ষ্মশরীর নামে অভিহিত হয়; সমষ্টি ও ব্যষ্টির বিশেষ বিবরণ অপর শাস্ত্র হইতে জানিতে হইবে।১৩৮

শরীরত্রয় বিলক্ষণত্ব।

ইদানীং শরীরত্রয়ের বিলক্ষণতা কথিত হইতেছে। তাহা কিরূপ? যাহা সত্যস্বরূপ তাহা অসত্যস্বরূপ হয় না এবং যাহা অসত্যস্বরূপ তাহা সত্যস্বরূপ হয় না। যাহা জ্ঞানস্বরূপ তাহা জড়স্বরূপ হয় না এবং যাহা

১৩৬-১৩৭। কলিকাতা সংস্করণে নাই।

এবং শরীরত্রয়বিলক্ষণত্বম্ উক্ত্বা অবস্থাত্রয়সাক্ষিত্বম্ উচ্যতে। কথম্? জাগ্রদবস্থাজাতা, জাগ্রদবস্থা ভবতি, জাগ্রদবস্থা ভবিষ্যতি। স্বপ্নাবস্থা জাতা, স্বপ্নাবস্থা ভবতি স্বপ্নবস্থা ভবিষ্যতি। সুষুপ্ত্যবস্থা জাতা, সুষুপ্ত্যবস্থা ভবতি, সুষুপ্ত্যবস্থা ভবিষ্যতি এবং অবস্থাত্রয়ম্ অবিকারিতয়া জানাতি। ১৪০

অত আত্মানঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণত্বং দৃষ্টান্তরূপেণ প্রতিপাদয়তি। মমেয়ং গৌঃ, মমায়ং বৎসঃ, মমায়ং কুমারঃ, মমেয়ং কুমারী, মমেয়ং স্ত্রী, এবমাদিপদার্থবান্ পুরুষো ন ভবতি; তেভ্যো বিলক্ষণঃ। তথা মম অন্নময়কোষঃ, মম

জড়স্বরূপ তাহা জ্ঞানস্বরূপ হয় না। এইরূপে যাহা সুখস্বরূপ তাহা দুঃখস্বরূপ হয় না এবং যাহা দুঃখস্বরূপ তাহা সুখস্বরূপ হয় না।১৩৯

অবস্থাত্রয়বিলক্ষণত্ব কথন।

এইরূপে শরীরত্রয়বিলক্ষণতা বলিয়া অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিত্ব বলা যাইতেছে। তাহা কিরূপ? জাগ্রদবস্থা হইয়াছে, জাগ্রদবস্থা হইতেছে এবং জাগ্রদবস্থা হইবে। স্বপ্নাবস্থা হইয়াছে, স্বপ্নাবস্থা হইতেছে ও স্বপ্নাবস্থা হইবে। সুষুপ্তি অবস্থা হইয়াছে, সুষুপ্তি অবস্থা হইতেছে ও সুষুপ্তি অবস্থা হইবে—এই অবস্থা তিনটীকে আত্মা অবিকারী থাকিয়া জানিয়া থাকে।১৪০

আত্মার পঞ্চকোষবিলক্ষণত্ব।

অতএব দৃষ্টান্তদ্বারা আত্মার পঞ্চকোষবিলক্ষণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। পুরুষ—"আমার এই গরু, আমার এই বৎস, আমার এই পুত্র, আমার এই কন্যা এবং আমার এই স্ত্রী"—ইত্যাদিপ্রকার পদার্থযুক্ত হয় না। কিন্তু তাহা হইতে বিলক্ষণই হয়। সেইরূপ আমার অন্নময়কোষ,

---

১৩৯। এবং সুখস্বরূপো॥ সুখস্বরূপো।

১৪১। অতঃ=অথ। বিলক্ষণত্বং=বিলক্ষণত্বম্ উচ্যতে। পঞ্চকোষবিলক্ষণত্বম্ আত্মনঃ কথম্।.........পুরুষো ন ভবতি তেভ্যো বিলক্ষণঃ=পুরুষো ন ভবতি।

প্রাণময়কোষঃ, মম মনোময়কোষঃ মম বিজ্ঞানময়কোষঃ, মম আনন্দময়কোষঃ এবং পঞ্চকোষবান্ আত্মা ন ভবতি। তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী।১৪১

'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥
ইত্যাদি শ্রুতেঃ ১৪২

ইদানীম্ আত্মনঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বম্ উচ্যতে।

সদ্রূপত্বং নাম? কেনাপি অবাধ্যমানত্বেন কালত্রয়েঽপি একরূপেণবিদ্যমানত্বম্ উচ্যতে।১৪৩

চিদ্রূপত্বং নাম? সাধনান্তরনিরপেক্ষতয়া স্বয়ংপ্রকাশমানঃ সন্ স্বস্মিন্ আরোপিতসর্ব্বপদার্থাবভাসকবস্তুত্বং চিদ্রূপত্বম্ উচ্যতে।১৪৪

আমার প্রাণময়কোষ, আমার মনোময়কোষ, আমার বিজ্ঞানময়কোষ এবং আমার আনন্দময়কোষ—এইরূপে পঞ্চকোষযুক্ত আত্মা নহে। আত্মা যে সকল হইতে বিলক্ষণ সাক্ষিস্বরূপ (দ্রষ্টা)।১৪১

আত্মার সর্ব্ববিলক্ষণত্বে প্রমাণ।

যিনি শব্দরহিত, স্পর্শরহিত, রূপরহিত, ক্ষয়রহিত ও রসরহিত, যিনি নিত্য ও গন্ধহীন, যিনি অনাদি ও অনন্ত এবং যিনি মহৎ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও ধ্রুব, তাঁহাকে দর্শন করিয়া লোক মৃত্যুকবল হইতে মুক্ত হয়—ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও আত্মার সর্ব্ববিলক্ষণত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়।১৪২

আত্মার সদ্রূপত্ব।

এক্ষণে আত্মার সৎস্বরূপত্ব বলা যাইতেছে। কোনরূপেও বাধিত না হইয়া তিনকালেই একরূপে বিদ্যমান তত্ত্বই সদ্রূপত্ব বলা হয়।১৪৩

১৪৩। ইদানীম্—উচ্যতে = তস্মাৎ আত্মনঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বম্ উক্তম্।
১৪৪। প্রকাশমানঃ সন্ = প্রকাশমানং স্বস্মিন্। উচ্যতে = ইত্যুচ্যতে।

আনন্দস্বরূপং নাম? পরমপ্রেমাস্পদত্বং নিত্যনিরতিশয়ত্বম্ আনন্দত্বম্ ইত্যুচ্যতে।১৪৫

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্" ইতি শ্রুতেঃ।১৪৬

এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং ব্রহ্মাহমস্মীতি সংশয়াসম্ভাবনাবিপরীতভাবনারাহিত্যেন যস্তু জানাতি স জীবন্মুক্তো ভবতি ইতি।১৪৭

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বিরচিতঃ আত্মানাত্মবিবেকঃ।

চিদ্রূপত্ব কাহাকে বলে।

চিদ্রূপত্ব—অন্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া নিজের উপর কল্পিত সমস্ত পদার্থের অবভাসকত্বকে নাম চিদ্রূপত্ব বলা হয়।১৪৪

আনন্দস্বরূপ কাহাকে বলে?

আনন্দস্বরূপ কাহাকে বলে? যাহা পরম প্রিয়তার ভাজনস্বরূপ ও যাহা নিত্য নিরতিশয়স্বরূপ তাহাকে আনন্দত্ব বলা হয়।১৪৫

আনন্দস্বরূপে প্রমাণ।

ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ এবং তিনি ধনদানকারীর চরমগতি—ইহা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে।১৪৬

জীবন্মুক্তের স্বরূপ।

এইরূপে আমি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ—যিনি ইহা সংশয় অসম্ভাবনা ও বিপর্য্যাসশূন্য হইয়া জানেন তিনি জীবন্মুক্ত হন।১৪৭

শ্রীমৎপূজ্যপাদপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য ভগবান-শ্রীশঙ্কর-বিরচিত আত্মানাত্মবিবেকের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

১৪৫। আনন্দত্বম্ = আনন্দস্বরূপত্বম্।

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী

(উপদেশপ্রকরণ — দ্বিতীয় ভাগ ।)

পঞ্চীকরণম্ ।

(৪)

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত

নিবেদন।

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী উপদেশপ্রকরণ, দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত চতুর্থ গ্রন্থরূপে এই পঞ্চীকরণ গ্রন্থ খানি প্রকাশিত হইল। এ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থ খানি বঙ্গভাষায় কেন, বোধ হয়, কোন ভাষাতেই প্রকাশিত হয় নাই।

ইহাতে চারি বেদের অন্তর্গত চারিটী মহাবাক্য এবং প্রণব অবলম্বনে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যচিন্তার দ্বারা সমাধিসাধনের উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। আর এই ঐক্যচিন্তা যে জগৎপ্রপঞ্চকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহা নহে। কিন্তু জগৎপ্রপঞ্চের মূল কারণ হইতে এই পরিদৃশ্যমান স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও তাহাদের স্বরূপ এবং নিজের সহিত সেই ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যচিন্তাও সেই সঙ্গে কিরূপে করিতে হইবে, তাহাও উপদিষ্ট হইয়াছে। যথাসম্ভব স্বল্পকথায় ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের পক্ষে এই গ্রন্থখানি যেরূপ সম্পূর্ণ এরূপ আর কোন গ্রন্থ আচার্য্যের নাই। এই গ্রন্থের এতাদৃশ গুরুত্ব ও উপযোগিতা দেখিয়াই আচার্য্যের প্রধানশিষ্য মহামতি সুরেশ্বরাচার্য্য ইহার উপর বার্ত্তিক রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ সুরেশ্বরেরই শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ নাম না দিয়া আনন্দগিরির পর এই বার্ত্তিকের উপর বার্ত্তিকাভরণ নামে একটী উপাদেয় টীকা রচনা করিয়াছেন। এই সঙ্গে তাহাও প্রদত্ত হইল। কেবল তাহাই নহে, আচার্যের সর্ব্বগ্রন্থের টীকাকার মহামতি আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি পৃথগ্ ভাবে এই পঞ্চীকরণের "পঞ্চীকরণবিবরণ" নামে একটী টীকা রচনা করিয়াছেন, এবং সেই বিবরণ টীকার উপর শ্রীরাম তীর্থ স্বামী "বিবরণতত্ত্বচন্দ্রিকা" নামে একটী অতি উপাদেয় টীকা রচনা করিয়াছেন। এই সংস্করণে এই উভয় টীকাও প্রদত্ত হইল।

এই গ্রন্থের প্রথমাংশে তাৎপর্য্য সহ মূল মন্ত্রের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপরে দ্বিতীয় অংশে বার্ত্তিকের অনুবাদ টীকাসহ প্রদত্ত হইয়াছে। এই উভয় অনুবাদকার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ (পঞ্চতীর্থ) মহাশয় করিয়াছেন। ইহার পর তৃতীয় অংশে আনন্দজ্ঞানের টীকা। তাহার অনুবাদ এবং তাহার টীকাটী পৃথগ্ ভাবে মুদ্রিত করা হইয়াছে। আনন্দজ্ঞানের টীকার অনুবাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয় করিয়াছেন।

এই সকল অনুবাদ সহ এই গ্রন্থ খানি পাঠ করিতে পারিলে অদ্বৈতবাদসম্মত ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের প্রকৃত রহস্য জানিতে পারা যাইবে। যথাসম্ভব স্বল্প কথায় অতিস্পষ্ট করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায় ইহাতে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার আর তুলনা হয় না। বলা বহুল্য, এই জন্যই ইহার অধিকারীও যে যারপর নাই উচ্চ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রকৃত অধিকারীর পক্ষে এই গ্রন্থ অতি অমূল্য কণ্ঠহার, আর এই জন্যই সুরেশ্বরাচার্য্য ইহার বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন। সুরেশ্বরাচার্য্য আচার্য্য শঙ্করের স্বরচিত উপদেশ গ্রন্থের মধ্যে এই একমাত্র গ্রন্থেরই বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন।

বিনীত।
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
সম্পাদক।

সূচীপত্র।

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী।

পঞ্চীকরণম্। (৪)

। অথাতঃ পরমহংসানাং সমাধিবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ।১॥ সচ্ছব্দবাচ্যম্ অবিদ্যাশবলং ব্রহ্ম।২॥ ব্রহ্মণোঽব্যক্তম্।৩॥ অব্যক্তাৎ মহৎ।৪॥ মহতোঽহঙ্কারঃ।৫॥ অহঙ্কারাৎ পঞ্চ-তন্মাত্রাণি।৬॥ পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ পঞ্চমহাভূতানি।৭॥ পঞ্চমহা-ভূতেভ্যোঽখিলং জগৎ।৮॥ পঞ্চানাং ভূতানামেকৈকং দ্বিধা বিভজ্য স্বার্দ্ধভাগং বিহায় অর্দ্ধভাগং চতুর্ধা বিভজ্য ইতরেষু

গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা।

[অনন্তর তত্ত্বজ্ঞানে উপযোগিতাহেতু পরমহংসসন্ন্যাসিগণের অখণ্ড-ব্রহ্মাকারবৃত্তিরূপ সমাধিবিধির ব্যাখ্যা করিব। (১)

ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি বর্ণন।

অবিদ্যাশবল অর্থাৎ অবিদ্যা যাঁহার উপাধি এরূপ ব্রহ্ম 'সৎ' এই শব্দের বাচ্যার্থ।(২) ব্রহ্ম হইতে অব্যক্ত উৎপন্ন হইয়াছে।(৩) অব্যক্ত হইতে মহৎতত্ত্ব।(৪) মহৎ হইতে অহঙ্কার।(৫) অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র।(৬) পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত।(৭) পঞ্চমহাভূত হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।(৮)

পঞ্চীকরণ ও মায়ার স্বরূপ দর্শন।

পঞ্চভূতের এক একটী ভূতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধভাগ ত্যাগ করিয়া আর অর্দ্ধভাগ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া (স্বব্যতিরিক্ত)

যোজিতে পঞ্চীকরণং মায়ারূপদর্শনম্ অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে।৯॥]*

ওঁ পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানি তৎকার্য্যং চ সর্ব্বং বিরাট্‌ ইত্যুচ্যতে।১০॥ এতৎস্থূলশরীরমাত্মনঃ।১১॥ ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থোপলব্ধির্জাগরিতম্।১২॥ তদুভয়াভিমানী আত্মা বিশ্বঃ।১৩॥ এতৎত্রয়ম্ অকারঃ।১৪॥

অপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানি পঞ্চতন্মাত্রাণি, তৎকার্য্যং চ পঞ্চ প্রাণাঃ, দশেন্দ্রিয়াণি, মনো বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশকং লিঙ্গং ভৌতিকং হিরণ্যগর্ভ ইত্যুচ্যতে।১৫॥

অন্য চারিভাগে সংযোজিত করিলে পঞ্চীকরণ হয়। ইহাই হইতেছে মায়াস্বরূপের দর্শন বা জ্ঞান। ইহা অধ্যারোপ ও অপবাদের দ্বারা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। অথবা যাহাতে মায়ায় স্বরূপের উপলব্ধি হয়, এইরূপ প্রপঞ্চরহিত ব্রহ্ম অধ্যারোপ ও অপবাদের দ্বারা বর্ণিত হইতেছে।(৯)]

ওঁকারের অকারের মধ্যে ভাবনার বিষয়।

পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত এবং তাহার সমস্ত স্থূল কার্য্যকে 'বিরাট্‌' বলা হয়।(১০) ইহাই আত্মার স্থূলশরীর।(১১) চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা রূপাদি বিষয়ের উপলব্ধিকে জাগ্রদবস্থা বলে।(১২) স্থূলশরীরে অর্থাৎ বিরাট্‌শরীরে 'আমি' এবং জাগ্রদবস্থাতে 'আমার' এইরূপ উভয়ে অভিমানী আত্মা 'বিশ্ব' হইয়া থাকেন।(১৩) বৈরাজশরীর, জাগ্রদবস্থা ও উভয়াভিমানী আত্মা—এই তিনটীকে 'অকার' বলা হয়।(১৪)

ওঁকারের উকারের মধ্যে ভাবনার বিষয়।

যাহারা পরস্পরে পাঁচ ভূতের সহিত মিলিত হয় নাই—এইরূপ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটী মহাভূতকে অপঞ্চীকৃতমহাভূত, বা পঞ্চতন্মাত্র বলা হয়। পঞ্চতন্মাত্র বলিতে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শ-

---

* বন্ধনীর অন্তর্গত অংশ সব গ্রন্থে নাই।

এতৎসূক্ষ্মশরীরমাত্মনঃ ।১৬॥ করণেষু উপসংহৃতেষু জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্ন ইত্যুচ্যতে ।১৭॥ তদুভয়াভিমানী আত্মা তৈজসঃ ।১৮॥ এতৎত্রয়ম্ উকারঃ ।১৯ শরীরদ্বয়কারণম্ আত্মাঽজ্ঞানং সাভাসম্ অব্যাকৃতম্

তন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র—এই পাঁচটী তন্মাত্র বুঝায়। 'তদেব তন্মাত্রম্'—অর্থাৎ তাহাই তন্মাত্র, সুতরাং কেবল শব্দকে শব্দ-তন্মাত্র বলা হয়। শব্দতন্মাত্র বলিতে কেবলমাত্র শব্দ যাহার গুণ, এরূপ আকাশমাত্র বুঝায়; এই আকাশ অন্যভূতের সহিত তখন মিলন হয় না। এইজন্য তাহাকে অপঞ্চীকৃত মহাভূত, তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত বলা হয়। গুণ ও গুণীর অভেদ বলিয়া শব্দগুণযুক্ত আকাশ ও শব্দতন্মাত্র আকাশ একই কথা হয়। এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের কার্য্য হইতেছে —প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচটী প্রাণ, দশটী ইন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, হস্ত, পাদ পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই দশটী ইন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি। এই সতেরটী ভৌতিক, অর্থাৎ ভূতকার্য্য লিঙ্গ-শরীর বলা হয়; এই সপ্তদশ অবয়বাত্মক লিঙ্গশরীর ও উক্ত পঞ্চতন্মাত্র মিলিত হইয়া হিরণ্যগর্ভ নামে কথিত হয়।(১৫) ইহা আত্মার সূক্ষ্ম-শরীর।(১৬) ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়গ্রহণব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইলে জাগরিতসংস্কার হইতে উৎপন্ন বাসনাময় বিষয়সমন্বিত প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান বা বৃত্তিকে স্বপ্ন বলা হইয়া থাকে।(১৭) সূক্ষ্মদেহ ও স্বপ্নাবস্থা, এই উভয়ে অভিমানী আত্মা 'তৈজস' নামে অভিহিত হন।(১৮) সূক্ষ্মশরীর, স্বপ্নাবস্থা ও এতদ্ উভয়াভিমানী আত্মা এই তিনটীকে 'উকার' বলা হয়।(১৯)

ওঁকারের মকারের মধ্যে ভাবনার বিষয়।

স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের কারণ, চিদাভাসব্যাপ্ত আত্মবিষয়ক যে অজ্ঞান

ইত্যুচ্যতে ।২০॥ এতৎকারণশরীরমাত্মনঃ ।২১॥ তচ্চ ন সৎ, ন অসৎ, নাপি সদসৎ, ন ভিন্নং, নাভিন্নং, নাপি ভিন্নাভিন্নং কুতশ্চিৎ, ন নিরবয়বং, ন সাবয়বং নোভয়ং, কিন্তু কেবল-ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানাপনোদ্যম্ ।২২॥ সর্ব্বপ্রকারজ্ঞানোপসংহারে বুদ্ধেঃ কারণাত্মনা অবস্থানং সুষুপ্তিঃ ।২৩॥ তদুভয়াভিমানী আত্মা প্রাজ্ঞঃ ।২৪॥ এতৎত্রয়ং মকারঃ ।২৫

অকার উকারে, উকারো মকারে, মকার ওঁকারে, ওঁকারঃ অহম্যেব ।২৬॥ অহমাত্মা সাক্ষী কেবলশ্চিন্মাত্র-স্বরূপঃ ।২৭॥ নাজ্ঞানং নাপি তৎকার্য্যং কিন্তু নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তসত্যস্বভাবং পরমানন্দাদ্বয়ং প্রত্যগ্‌ভূতচৈতন্যং ব্রহ্মৈ-বাহমস্মি ইতি অভেদেন অবস্থানং সমাধিঃ ।২৮॥ "তত্ত্বমসি"

তাহাকে অব্যাকৃত বলা হয় ।(২০) ইহা আত্মার কারণশরীর ।(২১) এই অজ্ঞান সৎ নহে, অসৎ নহে ও সদসৎ নহে; এবং কোন বস্তু হইতে ভিন্ন নহে, অভিন্ন নহে ও ভিন্নাভিন্ন নহে। তাহার পর এই অজ্ঞান নিরবয়ব নহে, সাবয়ব নহে এবং নিরবয়বসাবয়ব উভয়ও নহে। কিন্তু ইহা একমাত্র ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব জ্ঞানের দ্বারা বিনাশ্য ।(২২) সকল প্রকার জ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে বুদ্ধির কারণরূপে অর্থাৎ অজ্ঞানরূপে যে অবস্থিতি সেই অবস্থিতির নাম সুষুপ্তি ।(২৩) কারণশরীর ও সুষুপ্তিতে অভিমানী আত্মাকে 'প্রাজ্ঞ' বলা হয় ।(২৪) কারণশরীর, সুষুপ্তি ও এতদুভয়াভিমানী আত্মা—এই তিনটীকে 'মকার' বলা হয় ।(২৫)

অহম্ আত্মায় ওঁকার ভাবনা ও সমাধি।

অকার উকারে, উকার মকারে, মকার ওঁকারে, ওঁকার অহংরূপী আত্মাতে ধ্যান করিবে ।(২৬) অহমাত্মা সাক্ষী কেবল চৈতন্যস্বরূপ ।(২৭) তাহা অজ্ঞান নহে, কিংবা অজ্ঞানকার্য্যও নহে, কেবলমাত্র নিত্যবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব, অদ্বিতীয় পরমানন্দস্বরূপ, প্রত্যক্‌স্বরূপ চৈতন্য ব্রহ্মস্বরূপ সেই

"ব্রহ্মাহমস্মি" "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ।২৯॥ ইতি পঞ্চীকরণং ভবতি ।৩০॥ ওঁ ॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমদ্-গোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদ-
শিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমৎ-শঙ্করভগবৎ-
পূজ্যপাদ-বিরচিতং পঞ্চীকরণম্।

ব্রহ্মই আমি—এইরূপে অভেদে অবস্থানকে সমাধি কহে।(২৮) "তাহা তুমি হও" "আমি ব্রহ্মস্বরূপ," "ব্রহ্ম প্রজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ," "এই আত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।(২৯) এইরূপে সমাধির দ্বারা অকার, উকার, মকার, ওঁকার ও অহম্ এই পাঁচটীর একীকরণরূপ পঞ্চীকরণ হইয়া থাকে।(৩০) ওঁ॥

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ গোবিন্দ ভগবৎপূজ্যপাদ
শিষ্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ-শঙ্করভগবৎ
পূজ্যপাদ বিরচিত পঞ্চীকরণ নামক
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।

সটীকং শ্রীমৎ-সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত

পঞ্চীকরণবার্ত্তিকম্।

—০:*:০—

(মূলম—অথাতঃ পরমহংসানাং সমাধিবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।১)

ওঁকারঃ সর্ব্ববেদানাং সারস্তত্ত্বপ্রকাশকঃ।

তেন চিত্তসমাধানং মুমুক্ষূণাং প্রকাশ্যতে ॥১॥

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ ইহ খলু পরমেশ্বরারাধনার্থম্ অনুষ্ঠিতৈঃ নিত্যাদি-কর্ম্মভিঃ পরিশুদ্ধান্তঃকরণানাম্ অতএব নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেহামুত্রার্থ-ফলভোগবিরাগশমদমাদিসাধনষট্‌কসম্পন্মুমুক্ষুত্বাখ্যসাধনচতুষ্টয়বতাং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসূনাং পরিত্যক্তকাম্যনিষিদ্ধকর্ম্মণাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং শ্রবণমননিদিধ্যাসনপরাণাম্ আরুণ্যুপনিষদা "সন্ধিং সমাধাবাত্মন্যা-চরেৎ" ইতি সমাধিঃ বিহিতঃ। স চ সমাধিঃ ওঙ্কারেণ কর্ত্তব্য ইতি "ওঁ ইত্যাত্মানং যুঞ্জীত" ইতি তৈত্তিরীয়বৃহন্নারায়ণোপনিষচ্ছ্রুতৌ বিহিতঃ। "যুজ্ সমাধৌ" ইতি স্মৃতেঃ। স চ সমাধিঃ ওঙ্কারেণ কথং কর্ত্তব্য ইত্যা-কাঙ্ক্ষায়াং তৎ প্রকারং বক্তুং ভগবতা ভাষ্যকারেণ পঞ্চীকরণং নাম প্রকরণম্ উদ্দিষ্টম্। তৎ প্রকরণং ব্যাচিখ্যাসুঃ ভগবান্ বার্ত্তিককার

চিত্তসমাধানপ্রকার।

ওঁকার সমস্ত বেদের সার এবং তত্ত্বের প্রকাশক, সেই ওঁকারের দ্বারা মুমুক্ষুগণের চিত্তসমাধান প্রকাশিত হইতেছে। (এখানে চিত্তের সমাধান শব্দে ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদাকারে অবস্থান অর্থাৎ অখণ্ডব্রহ্মাকারবৃত্তি-রূপে পরিণামকে বুঝায়, কিন্তু পাতঞ্জলদর্শনে কথিত চিত্তবৃত্তিনিরোধকে বুঝাইতেছে না ॥)১

চিকীর্ষিতস্য উক্তানুক্তদুরুক্ত*চিন্তাত্মকস্য তদ্ব্যাখ্যানরূপস্য বার্ত্তিকস্য নির্ব্বিঘ্নেন পরিসমাপ্তিপ্রচয়গমনসিদ্ধ্যর্থং—

ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ॥

ইতি স্মৃতেঃ ওঙ্কারোচ্চারণং তদর্থতত্ত্বানুস্মরণাত্মকং চ মঙ্গলম্ আচরন্ প্রকরণস্য অর্থং সংক্ষেপেণ শ্রোতৃবুদ্ধিসৌকর্য্যার্থং কথয়তি—**ওঁকার** ইতি। তেন ওঙ্কারেণ চিত্তসমাধানং প্রকাশ্যতে ইতি সম্বন্ধঃ। চিত্তস্য সমাধানং ব্রহ্মাত্মাভেদাকারতয়া অবস্থানম্, অখণ্ডব্রহ্মাকারবৃত্তিরূপেণ পরিণামো, ন তু শাস্ত্রান্তরপ্রসিদ্ধচিত্তবৃত্তিনিরোধ ইত্যর্থঃ। "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি অভেদেন অবস্থানং সমাধিঃ" ইতি মূলে বক্ষ্যমাণত্বাৎ,

"সমাধিঃ সংবিদুৎপত্তিঃ পরজীবৈক্যতাং প্রতি"।

ইতি স্মৃতেশ্চ। তচ্চিত্তস্য অখণ্ডাকারবৃত্তিরূপজ্ঞানং যেন প্রকারেণ ওঁকারেণ জায়তে স প্রকারঃ প্রকাশ্যতে ইত্যর্থঃ।

ওঁকারস্য জ্ঞানজননসামর্থ্যমাহ—**তত্ত্বপ্রকাশ** ইতি। তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যবৎ বিধিবিধয়া বিধিমুখেন, "নেতি নেতি" ইতি বাক্যবৎ নিষেধবিধয়া (নিষেধমুখেন) চ তত্ত্বপ্রকাশকত্বং তস্য শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। নমু তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেভ্যঃ ওঁকারস্য কো বা বিশেষঃ, যেন ওঁকারেণৈব চিত্তসমাধানং প্রকাশ্যতে? তত্রাহ—**সর্ব্ব-বেদানাং সার** ইতি। স মৃদিব ঘটশরাবাদীনাং সর্ব্ববেদানুস্যূততয়া কারণত্বাৎ তেষাং সারঃ "তদ্যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণানি এবম্ ওঁকারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃণ্ণা" ইতি শ্রুতেঃ ইত্যর্থঃ।

অয়মাশয়ঃ—তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানাং মধ্যে কেনচিদ্ বাক্যেন চিত্তসমা-ধানপ্রকারঃ প্রকাশ্যতে, অপ্রকাশিতবাক্যান্তরাধ্যায়িনাং ততো বাক্যাৎ সমাধানাসিদ্ধেঃ বাক্যান্তরেঽপি তৎপ্রকাশিতব্যং স্যাদিতি যত্নগৌরবং

* দ্বিরুক্তেতি পাঠান্তরম্।

(মূলম্—সৎ-শব্দবাচ্যম্ অবিদ্যাশবলং ব্রহ্ম ।২ ব্রহ্মণঃ অব্যক্তম্ ।৩)

আসীদেকং পরং ব্রহ্ম নিত্যমুক্তমবিক্রিয়ম্।
তৎস্বমায়াসমাবেশাদ্বীজমব্যাকৃতাত্মকম্ ॥২॥

স্যাৎ। ওঁকারেণ তৎপ্রকাশনে তু তস্য সর্ব্ববেদবাক্যসারত্বাৎ সর্ব্বত্র বাক্যে সমাধানপ্রকারঃ প্রকাশ্যতে ইতি ন পৃথক্ কার্য্যঃ স্যাৎ। ওঁকারেণৈব সর্ব্বেষাং চিত্তসমাধানসিদ্ধেশ্চ ন যত্নান্তরং কার্য্যমিতি লাঘবম্। কিঞ্চ বেদোচ্চারণস্য পাপনিবর্ত্তকত্বস্মরণাৎ লৌকিকবাক্যাপেক্ষয়া বেদবাক্যস্য স্বোচ্চারণস্মরণদ্বারা জ্ঞানপ্রতিবন্ধককল্মষনিবর্ত্তকত্বেন শীঘ্রম্ অপ্রতিবন্ধজ্ঞানোৎপাদকত্বং বিশেষ ইতি বক্তব্যম্। অর্থবোধকত্বস্য উভয়ত্রাপি তুল্যত্বেন প্রকারান্তরেণ অতিশয়স্য বক্তুম্ অশক্যত্বাৎ। এবং চ সতি ওঁকারস্য সর্ব্ববেদসারত্বেন সর্ব্ববেদাত্মকত্বাৎ তদুচ্চারণস্য সর্ব্ববেদোচ্চারণত্বাৎ ততো বহুকল্মষনিবৃত্ত্যা শীঘ্রম্ অপ্রতিবন্ধং জ্ঞানং ততো ভবতি। কিং চ "ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত" ইত্যাদিবহুশ্রুতিষু তস্মিন্ আদরদর্শনাচ্চ তেনৈব সমাধানং প্রকাশনীয়মিতি।

অত্র অধিকারিণমাহ—**মুমুক্ষূণাম্** ইতি। অত্র চ ওঁকারপ্রকাশ্যং তত্ত্বং বিষয়ঃ, মোক্ষঃ কাম্যমানত্বাৎ মুখ্যং প্রয়োজনং, চিত্তসমাধানশব্দিতং তত্ত্বজ্ঞানম্ অবান্তরপ্রয়োজনং, প্রকরণস্য ফলস্য চ জন্যজনকভাবঃ সম্বন্ধঃ, অধিকারিণঃ স্বকীয়প্রয়োজনজনকত্বং প্রকরণেন সম্বন্ধঃ, মুমুক্ষুঃ অধিকারী ইতি অনুবন্ধচতুষ্টয়ং প্রবৃত্ত্যঙ্গম্ অর্থাদ্ উক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥১॥

ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব।

এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় দ্বৈতশূন্য, নিত্যমুক্ত, অবিকারী পরব্রহ্ম ছিলেন, তিনি আবার, নিজে আরোপিত যে মায়া, তাহাতে তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ অনভিব্যক্ত নামরূপাত্মক জগতের আশ্রয়রূপ উপাদান কারণ ॥ ২

ইহ ভগবতা ভাষ্যকারেণ অধ্যারোপাপবাদাভ্যাম্ ওঙ্কারেণ প্রত্যক্-ব্রহ্মাভেদপ্রতিপত্তিপ্রকারং দর্শয়িতুম্ অধিষ্ঠানস্য বাস্তবং রূপম্, অধ্যারোপ্যপ্রপঞ্চস্য সৃষ্টিং চ সিদ্ধবৎ কৃত্য অধ্যারোপমাত্রম্ উদিতম্। বার্ত্তিকাচার্য্যস্তু উক্তানুক্তদুরুক্তচিন্তাত্মকত্বাৎ বার্ত্তিকস্য উক্তানুক্তং তদুভয়ং বক্তুকাম আদৌ অধ্যারোপাৎ পূর্ব্বম্ অবস্থিতম্ অধিষ্ঠানভূতাত্মস্বরূপমাহ —**আসীদেকম্** ইতি। ব্রহ্ম দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদশূন্যম্, অতএব একং সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যং পরং পরমানন্দরূপং নিত্যমুক্তং কালত্রয়েঽপি সর্ব্বানর্থরূপপ্রপঞ্চসম্বন্ধশূন্যং সচ্চিদানন্দাত্মকং বস্তু আসীৎ সৃষ্টেঃ প্রাক্ ইত্যর্থঃ। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্, আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতেঃ ইত্যর্থঃ। যদ্যপি অদ্বিতীয়স্য আসীৎ ইতি কালসম্বন্ধো ন যুক্তঃ, তথাপি শ্রোতৃণাং প্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থং কালসম্বন্ধম্ আরোপ্য উপদিশতীতি বোধ্যম্।

ননু জগদুপাদানস্য কালত্রয়েঽপি কথং সম্বন্ধশূন্যত্বং তত্রাহ —**অবিক্রিয়ম্** ইতি। নিরবয়বত্বেন বিভুত্বেন চ পরিণামপরিস্পন্দয়োঃ অসম্ভবাৎ উপাদানত্বমপি ন তস্য অস্তি ইত্যর্থঃ। তর্হি কথম্ "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, তৎ তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ উপাদানত্বাভিধানং ব্রহ্মণ ইত্যাশঙ্ক্য তত্ত্বতঃ অন্যথাভাবলক্ষণপরিণামাত্মোপাদানত্বাঽসম্ভবেঽপি মায়য়া অতত্ত্বতঃ অন্যথাত্বলক্ষণং বিবর্ত্তোপাদানত্বং সম্ভবতি ইত্যাহ—**তৎস্বমায়েতি**। স্বস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিভূতা স্বস্মিন্নেব অধ্যস্তা মায়া তস্যাঃ সমাবেশঃ আধ্যাসিকতাদাত্ম্যং তস্মাৎ বীজম্ উপাদানমিত্যর্থঃ। শুক্ত্যাদেঃ বিক্রিয়াং বিনাপি রজতাদ্যুপাদানত্বদর্শনাৎ। অবিক্রিয়স্যাপি জগদ্বিবর্ত্তোপাদানত্বম্ অবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ।

ননু যত্র যৎকার্য্যং সূক্ষ্মরূপেণ বর্ত্ততে তদেব তস্য কার্য্যস্য বীজম্, অন্যথা তন্তূনামপি ঘটং প্রতি বীজত্বং স্যাৎ। তথা চ নিত্যমুক্তে ব্রহ্মণি

(মূলম্—অব্যক্তাৎ মহৎ ।৪। মহতঃ অহংকারঃ ।৫। অহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রানি ।৬। পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ পঞ্চমহাভূতানি ।৭। পঞ্চমহাভূতেভ্যঃ অখিলং জগৎ ।৮।)

তস্মাদাকাশমুৎপন্নং শব্দতন্মাত্ররূপকম্।
স্পর্শাত্মকস্ততো বায়ুস্তেজো রূপাত্মকং ততঃ ॥৩॥
আপো রসাত্মিকাস্তস্মাত্তেভ্যো গন্ধাত্মিকা মহী।
শব্দৈকগুণমাকাশং শব্দস্পর্শগুণো মরুৎ ॥৪॥
শব্দস্পর্শরূপগুণৈস্ত্রিগুণং তেজ উচ্যতে।
শব্দস্পর্শরূপরসগুণৈরাপশ্চতুর্গুণাঃ ॥৫॥

প্রাক্ উৎপত্তেঃ জগৎসূক্ষ্মরূপাসম্ভবাৎ কথং তদ্বীজত্বম্ অত আহ—**অব্যাকৃতমি**তি। স্বতো নিত্যমুক্তস্য সূক্ষ্মকার্য্যাশ্রয়ত্বাহসম্ভবেঽপি মায়ায়াং তৎসম্ভবাৎ তদ্দ্বারা অব্যাকৃতাত্মকম্ অনভিব্যক্তনামরূপাত্মক-জগদাশ্রয়ঃ "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ" ইতিশ্রুতেঃ। অতো বীজত্বং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥২॥

পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি।

সেই ব্রহ্ম হইতে কেবলমাত্র শব্দই যাহার রূপ, এবং অবকাশদাতৃত্ব, শান্ত, ঘোর ও মূঢ়ভাব যাহাতে নাই—এরূপ আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল। আকাশের গুণ শব্দ, তথাপি আকাশকে যে শব্দতন্মাত্ররূপ বলা হইল—ইহা গুণ ও গুণীর অভেদবশতঃ বুঝিতে হইবে। তাদৃশ আকাশ হইতে অর্থাৎ আকাশভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে স্পর্শগুণস্বরূপ বায়ু এবং বায়ু হইতে অর্থাৎ বায়ুভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে রূপতন্মাত্রাত্মক তেজঃ উৎপন্ন হইয়াছে ॥৩॥ তেজঃ হইতে অর্থাৎ তেজোভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে রসগুণাত্মক জল উৎপন্ন হয়; জল হইতে অর্থাৎ জলভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে গন্ধগুণাত্মিকা পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশের একমাত্র

শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধৈঃ পঞ্চগুণা মহী।
তেভ্যঃ সমভবৎ সূত্রং ভূতং সর্ব্বাত্মকং মহৎ ॥৬॥
ততঃ স্থূলানি ভূতানি পঞ্চ তেভ্যো বিরাড়ভূৎ।
পঞ্চীকৃতানি ভূতানি স্থূলানীত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৭॥

এবং ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চোপাদানত্বম্ উপপাদ্য ইদানীং তস্মিন্ জগতঃ অধ্যারোপার্থং ততঃ সৃষ্টিমাহ—**তস্মাদি**ত্যাদিনা সার্দ্ধেন। তস্য স্থূলাকাশবৈলক্ষণ্যমাহ—**শব্দতন্মাত্ররূপকমি**তি। শব্দ এব তস্মিন্নাকাশে মাত্রা মীয়তে নতু অবকাশদাতৃত্বশান্তঘোরমূঢ়ত্বাদয়ঃ যস্মিন্ তচ্ছব্দতন্মাত্রং, তদেব রূপং যস্য, গুণগুণিনোঃ অভেদাৎ, তথা শব্দমাত্রমেব অবগম্যতে

গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ—এই তিনটী। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস—এই চারিটীগুণ জলের, আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটী গুণ পৃথিবীর ॥৪—৫

হিরণ্যগর্ভোৎপত্তি।

পাঁচটী সূক্ষ্মভূত ও সেই ভূত হইতে উৎপন্ন ভূতকার্য্য, সমস্ত ব্যষ্টিশরীরে ব্যাপিয়া থাকায় অথবা দেবাদি সকল শরীরে প্রবেশহেতু সর্ব্বাত্মক অর্থাৎ সর্ব্বস্বরূপ এবং মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব যাহার উপাধি এরূপ, সূত্র অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইলেন ॥৬

বিরাট ও বিশ্বের উৎপত্তি।

[যেমন অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে সমষ্টি ও ব্যষ্টি লিঙ্গ শরীরও উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ তাহা হইতে সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্থূল শরীর বিরাট্ ও বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই এখন বলিতেছেন—]

সেই সূক্ষ্ম পাঁচটী ভূত হইতে পাঁচটী স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, পাঁচটী স্থূল ভূত হইতে বিরাট অর্থাৎ সমষ্টিরূপ স্থূল শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতগণ পঞ্চীকৃত ভূতসমূহকে স্থূলভূত বলিয়া থাকেন ॥৭

অবকাশদানাদিব্যবহারবিশেষা ন সন্তি যস্মিন্ তৎ সূক্ষ্মম্ আকাশম্ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—

তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রাস্তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।

ন শান্তা নাপি তে ঘোরা ন মূঢ়াশ্চাবিশেষিণঃ ॥১॥ ইতি। স্পর্শাত্মকইত্যাদৌ এবমেব যোজ্যম্ ॥৩॥

তত্তদ্ভূতানাম্ অসাধারণগুণান্ পূর্ব্বপূর্ব্বকারণানুস্যূত্যা প্রাপ্তগুণান্তরাণি চ সংগৃহ্যাহ—**শব্দৈকগুণমি**তি। পূর্ব্বপূর্ব্বভূতভাবম্ আপন্নস্যৈব ব্রহ্মণ উত্তরোত্তরভূতোপাদানত্বাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বগুণানুস্যূতিঃ উত্তরোত্তরস্মিন্ ন্যাধ্যেতি ভাবঃ ॥৪॥

শব্দস্পর্শরূপেতি। স্পষ্টম্ ॥৫॥

সূক্ষ্মভূতানাম্ উৎপত্তিম্ উক্ত্বা তেষাং কার্য্যমাহ—**তেভ্য** ইতি। লিঙ্গশরীরং চ "জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণম্। নমু ইন্দ্রিয়াণি অহঙ্কারকার্য্যাণি, প্রাণাস্তু করণানাং সামান্যবৃত্তিরিতি সাংখ্যাঃ পৌরাণিকাশ্চ আহুঃ, তৎ কথং ভূতকার্য্যত্বম্ অত আহ—**ভূত**মিতি। ভূতাত্মকং তৎকার্য্যম্ ইত্যর্থঃ।

"অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। চক্ষুরাদীনাং তেজআদিভূতৈঃ উপচয়দর্শনাৎ তেজআদিভূতগ্রাহকত্বাচ্চ ভৌতিকত্বমিত্যর্থঃ।

সর্ব্বাত্মকমিতি। হিরণ্যগর্ভোপাধিভূতস্য সমষ্টিলিঙ্গশরীরস্য সর্ব্বব্যষ্টিলিঙ্গশরীরব্যাপিত্বাৎ সর্ব্বাত্মকত্বম্ ইত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য।—মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মক। মায়া হইতে উৎপন্ন পঞ্চভূতও ত্রিগুণাত্মক। পঞ্চভূতের প্রত্যেকের সাত্ত্বিক অংশ হইতে শ্রোত্র প্রভৃতি পাঁচটী ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ আকাশের সাত্ত্বিক অংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্ত্বিক অংশ হইতে ত্বক্, তেজের সাত্ত্বিক অংশ হইতে চক্ষু, জলের সাত্ত্বিক অংশ হইতে রসনা, এবং পৃথিবীর সাত্ত্বিক অংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। মিলিত

যদ্বা—বৈশেষিকাদয়স্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াণি ভৌতিকান্যেব, তানি শরীরেণ সহ জায়ন্তে, সহৈব নশ্যন্তি, নতু শরীরান্তরসঞ্চারিচক্ষুরাদিকরণ-সংঘাতরূপং লিঙ্গং নাম কিঞ্চিদস্তি, মন এব তু কেবলং শরীরান্তরসঞ্চারি ইত্যাহুঃ ; তন্মতং নিরাকরোতি—**সর্ব্বাত্মকম্** ইতি। ক্রমেণ প্রতিপদ্য-মানদেবাদিসর্ব্বশরীরেষু প্রবিশ্য তেষাম্ আত্মতয়া বর্ত্তমানম্ ইত্যর্থঃ। কেবলস্য ব্যাপকস্য আত্মনঃ স্বতঃ উৎক্রান্ত্যাদ্যসম্ভবাৎ।

নন্থ "উৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণম্ অনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ইতি শ্রুতেশ্চ, "তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ" (ব্রহ্ম সূত্র ৪।২।৮) ইতি ন্যায়াচ্চ করণসমুদায়রূপম্ আত্মন উৎক্রান্ত্যাদ্যুপাধি-ভূতং লিঙ্গং শরীরান্তরসঞ্চারি অঙ্গীকর্ত্তব্যম্।

পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশ হইতে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই অন্তঃকরণ চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে। সেই পঞ্চভূতের প্রত্যেকের রাজস অংশ হইতে বাক্ প্রভৃতি পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ আকাশের রাজস অংশ হইতে বাক্, বায়ুর রাজস অংশ হইতে হস্ত, তেজের রাজস অংশ হইতে পাদ, জলের রাজস অংশ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রাজস অংশ হইতে উপস্থ উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চভূতের মিলিত রাজস অংশ হইতে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানবৃত্তিরূপ প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। চিত্তকে মনে ও অহঙ্কারকে বুদ্ধিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বলিয়া অন্তঃকরণ দ্বিবিধ হইল। পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি এই সতেরটী লিঙ্গ শরীর। ইহা পাঁচটী ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

এস্থলে বিশেষ এই যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কারণরূপে যে পাঁচটী সূক্ষ্মভূত অনুস্যূত আছে, তাহার প্রত্যেকের সাত্ত্বিক হইতে সমষ্টিজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মিলিত সূক্ষ্মভূতের সাত্ত্বিকাংশ হইতে সমষ্টি অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ রাজস সূক্ষ্মভূতের এক একটী হইতে সমষ্টি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মিলিত সূক্ষ্মভূতের রাজস অংশ হইতে প্রাণসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। সমষ্টি

অত্রেদম্ অবধেয়ম্—মায়ায়াঃ ত্রিগুণাত্মকত্বাৎ তৎকার্য্যাণি ভূতান্যপি তাদৃশান্যেব। তত্র ভূতানাং সাত্ত্বিকাংশেভ্যঃ প্রত্যেকং শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি জায়ন্তে, তেভ্যঃ মিলিতেভ্যঃ মনোবুদ্ধ্যাহঙ্কারচিত্তাত্মকম্ অন্তঃকরণং জায়তে, তেষামেব রাজসাংশেভ্য প্রত্যেকং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাগাদীনি পঞ্চ ক্রমেণ জায়ন্তে, তেভ্যঃ মিলিতেভ্যঃ প্রাণাপানাদিপঞ্চবৃত্তিকঃ প্রাণো জায়তে, তত্র চিত্তাহঙ্কারয়োঃ মনোবুদ্ধ্যোঃ অন্তর্ভাবেণ অন্তকরণস্য দ্বৈবিধ্যে সতি জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং প্রাণাদিবৃত্তিভেদেন পঞ্চ প্রাণাঃ মনোবুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশকং লিঙ্গং তেভ্যঃ সমভবদিতি। এবমেব সমষ্টিলিঙ্গং হিরণ্যগর্ভোপধিভূতং গোব্যক্তিষু গোত্বমিব ব্যষ্টিলিঙ্গেষু অনুস্যূতং জায়তে।

ইয়াংস্তু বিশেষঃ—কৃৎস্নব্রহ্মাণ্ডে কারণতয়া অনুস্যূতেভ্যঃ সাত্ত্বিকেভ্যঃ সূক্ষ্মভূতেভ্যঃ একৈকতঃ সমষ্টিজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি সমুদিতেভ্যঃ তেভ্য এক সমষ্ট্যন্তঃকরণম্। এবং রাজসেভ্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি প্রাণাশ্চ জায়ন্তে, সমষ্টিলিঙ্গারম্ভকতয়া তদনুস্যূতেভ্যঃ সাত্ত্বিকাদিভূতাংশেভ্যো ব্যষ্টিকরণানি ইতি। অতএব সগুণব্রহ্মোপাসকস্য সমষ্ট্যপরিচ্ছিন্নসগুণব্রহ্মভাবেন পরিচ্ছেদাভিমানে নিবৃত্তে ব্যষ্টিলিঙ্গং সমষ্টিলিঙ্গতাং প্রতিপদ্যতে। ততশ্চ হিরণ্যগর্ভোপাধিলিঙ্গাভিমানেন হিরণ্যগর্ভতাপ্রাপ্তিরিতি তত্র তত্র ভাষ্যকারাদিভিঃ উচ্যমানং সঙ্গচ্ছতে; অংশকার্য্যস্য অংশিকার্য্যান্তর্ভাবাদিতি ॥৬॥

এবং লিঙ্গশরীরবৎ তেভ্য এব ভূতেভ্যঃ পঞ্চীকরণেন স্থূলতাম্

লিঙ্গের আরম্ভক বলিয়া সমষ্টি লিঙ্গে অনুস্যূত সাত্ত্বিকাদি ভূতাংশ হইতে ব্যষ্টি করণসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সগুণব্রহ্মোপাসকের সমষ্টিরূপ অপরিচ্ছিন্ন সগুণব্রহ্মভাবের দ্বারা পরিচ্ছিন্নত্বাভিমান চলিয়া গেলে ব্যষ্টিলিঙ্গ সমষ্টিলিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর হিরণ্যগর্ভের উপাধিভূত সমষ্টিলিঙ্গ শরীরে অভিমানের দ্বারা হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥৬

(মূলম্—পঞ্চানাং ভূতানাম্ একৈকং দ্বিধা বিভজ্য সার্দ্ধভাগম্ বিহায় অর্দ্ধভাগং চতুর্ধা বিভজ্য ইতরেষু যোজিতে পঞ্চীকরণম্ মায়ারূপং দর্শনম্ অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে।)

পৃথিব্যাদিনী ভূতানি প্রত্যেকং বিভজেদ্দ্বিধা।
একৈকং ভাগমাদায় চতুর্ধা বিভজেৎ পুনঃ ॥৮॥
একৈকং ভাগমেকস্মিন্ ভূতে সংবেশয়েৎ ক্রমাৎ।
ততশ্চাকাশভূতস্য ভাগাঃ পঞ্চ ভবন্তি হি ॥৯॥
বায়্বাদিভাগাশ্চত্বারো বায়্বাদিষ্বেবমাদিশেৎ।
পঞ্চীকরণমেতৎ স্যাদিত্যাহুস্তত্ত্ববেদিনঃ ॥১০॥

আপঞ্চেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমষ্টিব্যষ্টিস্থূলশরীরং জাতাম্ ইত্যাহ—তেভ্য ইতি। তেভ্য এব সূক্ষ্মেভ্যো ভূতেভ্যঃ স্থূলত্ববিশিষ্টবৈশেষ্যেণ জাতানি স্থূলানি ভূতানি, তেভ্যো বিরাট্ স্থূলশরীরং সমষ্ট্যাত্মকং দ্বিপ্রকারকমপি অভূৎ

পঞ্চীকরণ প্রকার।

[এখন পঞ্চীকরণ প্রকার বলিতেছেন—] পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটী ভূতের এক একটী ভূতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবে। তন্মধ্যে এক অর্দ্ধভাগকে সেইরূপে রাখিয়া অপর অর্দ্ধ পাঁচটী ভাগের প্রত্যেককে আবার চারিভাগে বিভক্ত করিবে। পৃথিবীর অপর অর্দ্ধাংশ চারিভাগে বিভক্ত করিলে দুই আনা করিয়া এক অংশ হইল, তাহা পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ যোজনা করিয়া অপর চারি ভূতে এক এক করিয়া চারি অংশ যোজনা করিবে। এইরূপ নিজের অর্দ্ধাংশ ও অপর চারিটী ভূতের দুই আনা করিয়া অর্দ্ধাংশ মিলিয়া একটী স্থূলভূত হইল। যাহার অর্দ্ধাংশ তাহার নামে ভূত হইবে, অর্থাৎ পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ ও অপর চারিভূতের প্রত্যেকটীর দুই আনা করিয়া অর্দ্ধাংশ হইলে তাহাকে পৃথিবী বলা হয়। এইরূপে আর চারিটী ভূতকে জানিবে ॥৮॥

এক একটী ভূতের অর্দ্ধাংশকে যে চারিভাগ করা হইয়াছে, তাহা

ইত্যর্থঃ। অত্রাপি ভূতেভ্যো অংশিভ্যো অণ্ডং, তদংশেভ্যঃ পিণ্ডমিতি উপাসকস্য বৈশ্বানরাত্মত্বপ্রাপ্তিঃ পূর্ব্বোক্তরীত্যা দ্রষ্টব্যা। সূক্ষ্মভূতেভ্যো ভিন্নানি স্থূলানি জাতানি ইতি ভ্রমং বারয়তি—**পঞ্চীকৃতানি** ইতি। তান্যেব পঞ্চীকৃতানি সন্তি স্থূলানি ইত্যর্থঃ ॥৭॥

পঞ্চীকরণপ্রকারমাহ—**পৃথিব্যাদিনি** ইতি। একৈকং ভূতং দ্বেধা বিভজ্য তয়োরেকং চতুর্ধা বিভজ্য চতুরো ভাগান্ তদ্ব্যতিরিক্তভূত-চতুষ্টয়ে যোজয়েৎ। ততশ্চ স্বাংশার্দ্ধম্ ইতরভূতানাম্ অংশাঃ চত্বারোঽপি মিলিত্বা অর্দ্ধমিতি একৈকং ভূতং পঞ্চাত্মকং সংপদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥৮॥

একৈকম্ ইতি। স্পষ্টম্ ॥৯॥

নিজের অর্দ্ধাংশকে পরিত্যাগ করিয়া আর চারিটী ভূতে যোজনা করিবে, তাহা হইলে আকাশরূপ ভূতের পাঁচটী ভাগ হইল অর্থাৎ আকাশের অর্দ্ধাংশ এবং অন্য চারিটী ভূতের প্রত্যেকটী দুই আনা করিয়া চারিভাগে আট আনা, মিলিয়া স্থূল আকাশরূপ ভূত উৎপন্ন হইল। বায়ু প্রভৃতির চারিটী ভাগ এবং আকাশের অর্দ্ধভাগ এই পাঁচটী মিলিয়া যেমন স্থূল আকাশ হইল, এইরূপে বায়ু প্রভৃতির সম্বন্ধে জানিবে। ইহাকে তত্ত্বদর্শিগণ পঞ্চীকরণ বলিয়া থাকেন ॥ ৯—১০

তাৎপর্য্য। পঞ্চীকরণ সম্বন্ধে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র ও তন্মতাবলম্বিগণ বলিয়া থাকেন—যদ্যপি পঞ্চীকরণ বেদান্তসম্প্রদায়-সিদ্ধ, তথাপি এইপক্ষে যুক্তি না থাকায় ত্রিবৃৎকরণকে আদর করা উচিত। পাঁচটী ভূতের মধ্যে পৃথিবী, জল ও তেজঃ এই তিনটী প্রত্যক্ষ, বায়ু ও আকাশ প্রত্যক্ষ নহে; স্পর্শগুণের দ্বারা বায়ু ও শব্দগুণের দ্বারা আকাশ অনুমেয়। যদি পঞ্চীকরণপক্ষ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবী, জল ও তেজোভাগ বায়ু ও আকাশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রূপবত্ত্ব ও মহত্ত্বহেতু বায়ু ও আকাশের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। যদি বল, আকাশরূপ স্থূলভূতে আকাশের আধিক্য ও বায়ুরূপ স্থূলভূতে

বায়্বাদীতি। বায়্বাদিভাগাঃ চত্বারো আকাশভাগার্দ্ধং চ মিলিত্বা আকাশভূতস্য ভাগাঃ পঞ্চ ইতি পূর্ব্বেণ অন্বয়েন যোজ্যম্। **বায়্বাদিভি**রিতি। বায়ুভাগার্দ্ধং ভূতান্তরাণাং চতুর্ণাং ভাগাঃ চত্বারঃ, ততশ্চ বায়োর্ভাগাঃ পঞ্চ ভবতীত্যেবং ক্রমেণ সর্ব্বত্র আদিশেদিত্যর্থঃ।

অত্র কেচিৎ বাচস্পতিমিশ্রমতানুসারিণঃ—পঞ্চীকরণং যদ্যপি সম্প্রদায়সিদ্ধং তথাপি যুক্তিবিধুরত্বাৎ ত্রিবৃৎকরণমেব আদরণীয়ম্। পঞ্চীকরণপক্ষে পৃথিব্যাদিভাগানাম্ আকাশবায়্বোঃ প্রবেশে রূপবত্ত্বাৎ মহত্ত্বাচ্চ বায়ুর অধিকাংশ অর্থাৎ অর্দ্ধাংশ থাকায় এবং আর চারিটী ভূতের অল্পাংশ অর্থাৎ প্রত্যেকের দুই আনা থাকায়, বহুর দ্বারা অল্পের অভিভব হয় বলিয়া এবং 'বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ প্রত্যেকের আধিক্যবশতঃ তাহারই কথন,' এই ব্রহ্মসূত্রোক্ত ন্যায়বশতঃ আকাশ ও বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষত্ব হইবে না। তাহার উত্তরে বলা যায়, তবে আকাশ ও বায়ুতে পৃথিবী, জল ও তেজের ভাগকল্পনা ব্যর্থ; কারণ, পৃথিব্যাদিভাগ ব্যবহারের বিষয় হয় না। আর যদি শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া পঞ্চীকরণ স্বীকার্য্য হয়,—বল, কিন্তু তাহা বলিতে পার না; কারণ, ত্রিবৃৎকরণই শ্রুতিসিদ্ধ। "দেবতাগণের এক একটী ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব" এই শ্রুতিবশতঃ ত্রিবৃৎকরণই গ্রাহ্য, পঞ্চীকরণ শ্রুতিসিদ্ধ নহে।

এইরূপ আশঙ্কা হইলে বার্ত্তিককার বলিলেন—'পঞ্চীকরণমেতৎ স্যাদিত্যাহুস্তত্ত্ববেদিনঃ' অর্থাৎ তত্ত্ববেদিগণ ইহাকে পঞ্চীকরণ বলিয়া থাকেন। যদিও বাচস্পতিমিশ্র বার্ত্তিককারের পরবর্ত্তী, তথাপি বার্ত্তিককারের পূর্ব্ব হইতেই ত্রিবৃৎকরণবাদী সম্প্রদায় ছিল, বাচস্পতিমিশ্র তাহাকে দৃঢ় করিয়াছেন, এই জন্য আধুনিক ব্যক্তিগণ বাচস্পতিমিশ্রের মত বলিয়া প্রকাশ করেন। এই আশঙ্কার উত্তরে পঞ্চীকরণবাদীরা বলেন—আথর্ব্বণ শ্রুতি "পৃথিবী পৃথিবীমাত্রা চ"—স্থূল পৃথিবী ও পৃথিবীতন্মাত্র অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত পৃথিবী, এইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মভূত

তয়োঃ চাক্ষুষত্বং স্যাৎ। যদ্যপি আকাশাদিভাগানাম্ আধিক্যাৎ ইতর-ভাগানাং চ স্বল্পত্বাৎ অধিকেন স্বল্পস্যাভিভূতত্বাৎ, “বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ (ব্রহ্মসূত্র ২।৪।২২) ইতি ন্যায়েন চাক্ষুষত্বাভাবঃ তর্হি আকাশাদৌ পৃথিব্যাদিভাগকল্পনা ব্যর্থা, তেষাং ব্যবহারাগোচরত্বাৎ। অথাপি শ্রুতিসিদ্ধত্বাদেব কল্প্যতে ইতি যদি উচ্যেত তথাপি ত্রিবৃৎ-করণমেব শ্রুতিসিদ্ধম্। “তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি” ইতি শ্রুতেঃ ন পঞ্চীকরণং তত্র শ্রুতেঃ অভাবাৎ ইত্যাহুঃ তত্রাহ—**ইত্যাহুস্তত্ত্ববেদিন** ইতি। শ্রুতিস্মৃতিন্যায়তত্ত্ববেদিন ইত্যর্থঃ। শ্রুতি-স্তাবৎ আথর্বণে “পৃথ্বী চ পৃথিবীমাত্রা চ” ইত্যাদিনা স্থূলসূক্ষ্মভূতকথন-প্রস্তাবে “বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ আকাশশ্চ আকাশমাত্রা চ” ইতি তয়োরপি স্থূলসূক্ষ্মভেদং দর্শয়তি। স্থূলত্বং চ পঞ্চীকৃতত্বমেব, অন্যস্য অসম্ভবাৎ।

“পঞ্চীকৃতানি ভূতানি স্থূলানীত্যুচ্যতে বুধৈঃ।

ইত্যুক্তত্বাচ্চ। স্মৃতিরপি স্কান্দে ব্রহ্মগীতাসু “পঞ্চীকৃত্য শিবাজ্ঞয়া” ইত্যাদিনা।

কথন প্রস্তাবে “বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চ আকাশমাত্রা চ” স্থূল বায়ু ও বায়ুতন্মাত্র অর্থাৎ অপঞ্চীকৃতবায়ু এবং স্থূল আকাশ ও আকাশতন্মাত্র অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত আকাশ—ইত্যাদি স্থলে বায়ু ও আকাশের ও স্থূল ও সূক্ষ্মভেদ প্রদর্শন করিতেছে। স্থূল বলিতে গেলে পঞ্চীকরণ বুঝিতে হইবে। আচার্য্য শঙ্কর ও বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্যগণের ইহাই মত। স্মৃতিতেও পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়া দৃষ্ট হয়, স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মগীতাতে উক্ত হইয়াছে —‘শিবের আদেশে পঞ্চীকরণ করিয়া সমস্ত সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি।

পঞ্চীকরণপক্ষে যুক্তিও আছে। শ্রুতিতে ত্রিবৃৎকরণ বলায় অত্রি-বৃৎকৃত ভূতগণ যে স্থূল ব্যবহারের অযোগ্য—ইহাই জানা যাইতেছে, তাহা না বলিলে ত্রিবৃৎকরণকথন ব্যর্থ হয়। আর অত্রিবৃৎকৃত ভূতকার্য্য যে ইন্দ্রিয়সমূহ, তাহারা অতীন্দ্রিয় বলিয়া স্পষ্ট ব্যবহার দৃষ্ট না হওয়ায়

ন্যায়শ্চ—শ্রুতৌ ত্রিবৃৎকরণোক্তিবলাৎ অত্রিবৃৎকৃতানাং স্থূলব্যবহারানর্হত্বং গম্যতে, অন্যথা তদুক্তেঃ বৈয়র্থ্যাৎ অত্রিবৃৎকৃতভূতকার্য্যাণাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ অতীন্দ্রিয়ত্বেন স্পষ্টব্যবহারাদর্শনাচ্চ ত্রিবৃৎকরণম্ অর্থবদিতি বক্তব্যম্। এবং পঞ্চীকরণাভাবে আকাশবায়ুভ্যামপি স্পষ্টাবকাশদানাদিস্থূলব্যবহারো ন স্যাদিতি ন্যায়াদেব পঞ্চীকরণম্ অঙ্গীকার্য্যম্। ত্রিবৃৎকরণশ্রুতিস্তু ছান্দোগ্যে ভূতত্রয়সৃষ্টিশ্রুতি যথা পঞ্চভূতোপলক্ষণার্থা বিয়দধিকরণ (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১) ন্যায়েন, তথা ত্রিবৃৎকরণশ্রুতিরপি পঞ্চীকরণোপলক্ষণার্থা। চাক্ষুষত্বাপত্তিস্তু "বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ" ইতি ন্যায়েন অর্দ্ধভূয়স্ত্বাদেব পরিহৃতেতি ভাবঃ ॥১০॥

স্পষ্ট ব্যবহারের জন্য ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতি সার্থক বলিতে হইবে। এইরূপে যদি পঞ্চীকরণ স্বীকার না কর, তাহা হইলে অপঞ্চীকৃত আকাশ ও বায়ুর দ্বারা স্পষ্ট অবকাশদানাদি স্থূল ব্যবহার হয় না, অতএব যুক্তিবলে অবশ্য পঞ্চীকরণ স্বীকার্য্য। ছান্দোগ্যে তিনটী ভূতের সৃষ্টি বলা হইয়াছে আর তৈত্তিরীয়তে ভূতের সৃষ্টি বলা হইয়াছে, এখানে দুই শ্রুতির একবাক্যতা করিয়া পঞ্চভূত সৃষ্টি বলিতে হয়; তথায় যেমন বিয়দাধিকরণ ন্যায়বশতঃ ছান্দোগ্যের ভূতত্রয় সৃষ্টি পঞ্চভূতের উপলক্ষণের নিমিত্ত বলিতে হয়, সেইরূপ ত্রিবৃৎকরণশ্রুতি ও পঞ্চীকরণের উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে। "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" এই শ্রুতি "বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ আকাশশ্চ আকাশমাত্রা চ" ইত্যাদি শ্রুতির সহিত একবাক্যতা করিয়া পঞ্চীকরণপক্ষে বায়ু ও আকাশের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। আর যে আপত্তি করা হইয়াছিল—পঞ্চীকরণপক্ষে বায়ু ও আকাশের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে—ইত্যাদি, তাহার উত্তরে বলিব, তাহা হয় না। কারণ "বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ"—আধিক্যহেতু তাহারই কথন, তাহারই কথন—এই ব্রহ্মসূত্রোক্ত ন্যায়বশতঃ আকাশ ও বায়ুর অংশ অধিক থাকায় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবে না। সুতরাং উক্ত আপত্তি ব্যর্থ।

(ওঁ পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানি তৎকার্য্যং চ সর্ব্বং বিরাড়্ ইত্যুচ্যতে ।১০।
এতৎ স্থূলশরীরম্ আত্মনঃ ।১১।।

পঞ্চীকৃতানি ভূতানি তৎকার্য্যং চ বিরাড়্ ভবেৎ।
স্থূলং শরীরমেতৎ স্যাদশরীরস্য চাত্মনঃ ॥১১॥
অধিদৈবতমধ্যাত্মমধিভূতমিতি ত্রিধা।
একং ব্রহ্ম বিভাগেন ভ্রমাদ্ ভাতি ন তত্ত্বতঃ ॥১২॥

এবম্ উপোদ্ঘাততয়া সৃষ্টিম্ অভিধায় নিত্যমুক্তে আত্মনি অতস্মিন্ তদ্রূপত্বেন মায়াকার্য্যত্বেন চ তস্যা আরোপত্বং চ উক্ত্বা ইদানীং তস্যা ওঁকারেণ অপবাদসৌকর্য্যায় আরোপিতস্য কৃৎস্নস্য ত্রৈবিধ্যকরণার্থং পঞ্চীকৃতেত্যাদি আচার্য্যবাক্যং ব্যাচষ্টে—**পঞ্চীকৃতা**নি ইত্যাদিনা। বিরাট্শব্দার্থমাহ—**স্থূলং শরীরমি**তি। অনেন ব্যষ্টিসমষ্টিশরীরদ্বয়মপি উক্তম্। নন্থ তস্য স্থূলশরীরাঙ্গীকারে অস্থূলম্ ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ ইত্যাশঙ্ক্য বস্তুতো অশরীরস্য শরীরসম্বন্ধাসম্ভবং বদন্ তস্য মৃষাত্বমাহ—**অশরীরস্যে**তি। চঃ অবধারণে। বস্তুতঃ কালত্রয়েঽপি শরীরসম্বন্ধরহিতস্যৈব ইত্যর্থঃ ॥১১॥

নতু "ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থোপলব্ধির্জাগরিতম্" ইতি মূলম্ অনুপপন্নম্। অদ্বিতীয়াত্মনি ইন্দ্রিয়াদিভেদাভাবাৎ আরোপিতস্য তস্য সত্ত্বেঽপি ইন্দ্রিয়াণাং জড়ানাং স্বতঃ প্রবৃত্ত্যসম্ভবঃ। নচ আত্মা অসঙ্গঃ তৎপ্রবর্ত্তকো।

পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত এবং পঞ্চমহাভূতের কার্য্যকে 'বিরাট' বলা হয়, ইহা অশরীর আত্মার স্থূল শরীর। ইহার দ্বারা সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্থূল শরীর বলা হইল ॥ ১১

['ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধির্জাগরিতম্'—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপাদি বিষয়ের উপলব্ধির নাম জাগ্রদবস্থা—এই মূল গ্রন্থ যে অসঙ্গত হয়; কারণ, অদ্বিতীয় আত্মাতে ইন্দ্রিয়াদিভেদ থাকিতে পারে না। যদিও আত্মাতে আরোপিত ইন্দ্রিয়গণ থাকে, তথাপি জড় ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় সকলে

ভবতি। অতঃ তেষাং বিষয়সম্বন্ধাভাবাদ্ অর্থোপলব্ধির্ন সম্ভবতি ইত্যত আহ—**অধিদৈবতমি**তি। অধিদৈবতম্ ইত্যাদিষু সপ্তম্যর্থে অব্যয়ীভাবঃ। দেবতাসু বিদ্যমানং দিগাদিকম্ অধিদৈবতং আত্মনি কার্য্যকরণসঙ্ঘাতে শরীরে বিদ্যমানং শ্রোত্রাদ্যধ্যাত্মং ভূতেষু বিদ্যমানং বিষয়ভূতং শব্দাদিকম্ অধিভূতম্। "তেভ্যঃ সমভবৎ" ইতি বার্ত্তিকে ভূতানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং চ সৃষ্টিঃ কণ্ঠরবেণ উক্তা। ইন্দ্রিয়সৃষ্ট্যুক্ত্যৈব সমষ্টীন্দ্রিয়াভিমানিচেতনানামেব দেবতাত্বাৎ তৎসৃষ্টিরপি অর্থাৎ উক্তেতি ত্রিবিধস্য অপি আত্মনি আরোপো দর্শিত ইতি ভাবঃ। এবং সতি "ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থোপলব্ধিঃ" ইতিবাক্যম্ উপপন্নম্ ॥১২॥

স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি হইতে পারে না, আর অসঙ্গ আত্মাও ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত বিষয় সকলের সম্বন্ধ না হওয়ায় বিষয়ের উপলব্ধি হইতে পারে না, এইরূপ আশঙ্কা হইলে তাহার সমাধানের নিমিত্ত 'অধিদৈবতম্' ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন—]

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অজ্ঞানবশতঃ আধিদৈবত, অধ্যাত্ম ও অধিভূত এই তিন প্রকার বিভাগে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বস্তুতঃ নহে, বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মের কোনরূপ ভেদই নাই।

[দেবতাসমূহে বিদ্যমান দিগাদি অধিদৈবত, আত্মা অর্থাৎ কার্য্যকারণ সঙ্ঘাতরূপ শরীরে বিদ্যমান শ্রোত্রাদি অধ্যাত্ম্য, ভূতসমূহে বিদ্যমান বিষয়ভূত শব্দাদি অধিভূত।

'তেভ্যঃ সমভবৎ'—এই বার্ত্তিকে কণ্ঠরবের দ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি বলা হইয়াছে; সমষ্টি ইন্দ্রিয়ের অভিমানী চেতনকে দেবতা বলা হয়, ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি বলায় সমষ্টি ইন্দ্রিয়াভিমানী চেতনরূপ দেবতাগণের সৃষ্টিও অর্থাৎ উক্ত হইয়াছে, সুতরাং আত্মাতে আরোপিত ত্রিবিধ বিভাগ প্রদর্শিত হইল। আর তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয়সমূহের উপলব্ধির নাম জাগরণ' এই বাক্যও সঙ্গত হইল ॥ ১২

(ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থোপলব্ধির্জাগরিতম্ ।১২॥)

ইন্দ্রিয়ৈরর্থবিজ্ঞানং দেবতানুগ্রহান্বিতৈঃ।

শব্দাদিবিষয়ং জ্ঞানং তজ্জাগরিতমুচ্যতে ॥১৩॥

দেবতানাম্ ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তিঃ ইত্যাহ—**ইন্দ্রিয়ৈঃ** ইতি। এবং সতি দেবতানুগ্রহান্বিতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থবিজ্ঞানং জায়তে, তজ্জ্ঞানং জাগরিতম্ উচ্যতে ইতি, এবং বাক্যভেদেন জ্ঞানপদদ্বয়স্যাপি অন্বয়ো দ্রষ্টব্যঃ।

যদ্বা ইন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানম্ অন্যচ্চ শাস্ত্রানুমানাদিজন্যং জ্ঞানং সর্ব্বং চ জাগরিতমিতি জ্ঞানপদদ্বয়স্য অপুনরুক্তিঃ। অত্র উপলব্ধিরিত্যুক্তে তুরীয়ে গতম্, অতঃ অর্থেতি। বিষয়োপলব্ধিঃ ইত্যর্থঃ। সুষুপ্তৌ অজ্ঞানস্য বিষয়ত্বোপলব্ধেঃ অর্থপদং শব্দাদিপরত্বেন ব্যাখ্যাতম্, শব্দাদি-বিষয়ম্ ইত্যনেন। তথাপি স্বপ্নে বাসনারূপশব্দাদ্যর্থোপলব্ধেঃ সত্ত্বাৎ অতি-ব্যাপ্তিবারণায় ইন্দ্রিয়ৈঃ ইত্যুক্তম্। নচ তত্রাপি ইন্দ্রিয়াণি দৃশ্যন্তে ইতি বাচ্যম্। তেষাং বাসনামাত্রত্বাৎ। নচ বাসনারূপৈরপি তৈঃ অর্থোপ-লব্ধিঃ তত্রাস্তি ইতি বাচ্যম্। বাসনারূপাণাং তেষাম্ অর্থানাম্ ইব বিষয়-ত্বেন সাক্ষিভাস্যত্বমেব নতু উপলব্ধৌ করণত্বম্। তৎপ্রতীতিস্তু জাগ্রৎ-কালে করণত্বপ্রতীতিস্তদ্‌বাসনামাত্রং দেবতানুগ্রহাভাবেন মুখ্যকরণত্বা-ভাবাৎ ইত্যাশয়েন "**দেবতানুগ্রহান্বিতৈঃ**" ইত্যুক্তম্। নচ এবমপি

[দেবতাগণই ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবর্ত্তক, জীব নহে—ইহাই উপপাদন করিতেছেন—]

দেবতাগণের অনুগ্রহবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যে বিষয়জ্ঞান জন্মে, শব্দাদিবিষয়ক সেই জ্ঞানকে জাগ্রদবস্থা বলা হয়। অথবা—

দেবতাগণের অনুগ্রহযুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যে জ্ঞান হয় এবং শব্দ অর্থাৎ শাস্ত্র ও অনুমানাদিজন্য আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে জাগরিত বলা হইয়া থাকে ॥১৩

শ্রোত্রমধ্যাত্মমিত্যুক্তং শ্রোতব্যং শব্দলক্ষণম্।
অধিভূতং তদিত্যুক্তং দিশস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥১৪॥

মনঃকরণং তত্র অস্তি ইতি বাচ্যম্। তস্য ইন্দ্রিয়ত্বাভাবাৎ "মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যাদিশ্রুতৌ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পৃথক্‌গ্রহণাৎ। অত এব শ্রুতেঃ ইন্দ্রিয়ত্বাভাবনিশ্চয়াৎ "মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" ইত্যত্র বিজাতীয়েনৈব সংখ্যাপূরণং কার্য্যম্ "যজমানপঞ্চমা ইড়াং ভক্ষয়ন্তি" ইত্যত্র অনর্ত্বিজা অপি বিজাতীয়েন যজমানেন সংখ্যাপূরণদর্শনাৎ। সজাতীয়েনৈব সংখ্যাপূরণন্যায়স্তু "গুহাং প্রবিষ্টৌ" (ব্রহ্মসূত্র ১।২।১১) ইত্যধিকরণসিদ্ধসন্দেহস্থলে এব, নতু মানান্তরেণ বিজাতীয়ত্বনিশ্চয়স্থলেঽপি ইতি ভাবঃ। স্বপ্নে মনস অর্থোপলব্ধিং প্রতি উৎপাদকত্বেন করণত্বাভাবাচ্চ ন তদা অতিব্যাপ্তিরিতি। ন চ এবমপি সমাধিমূর্চ্ছয়োঃ অব্যাপ্তিঃ, তত্র ইন্দ্রিয়ৈঃ উপলব্ধ্যভাবাৎ তয়োঃ জাগরণত্বাদিতি বাচ্যম্। মূর্চ্ছায়া "মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১০) ইতি ন্যায়েন অজাগরণত্বাৎ সমাধেঃ তুরীয়াবস্থাত্বেন অজাগরণত্বাচ্চ ইতি ভাবঃ ॥১৩॥

ইদানীম্ অধ্যাত্মাদিবিভাগং সুখপ্রতিপত্ত্যর্থং বিবিচ্য দর্শয়তি—**শ্রোত্রমি**ত্যাদিনা "**দিশস্তত্রাধিদৈবতম্**" ইত্যন্তেন। অত্র অধিভূতমিতি তত্তদিন্দ্রিয়বিষয় উচ্যতে, শব্দস্বরূপং শ্রোত্রেন্দ্রিয়স্য বিষয় ইত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্র যোজ্যম্। "দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্" ইত্যাদিশ্রুত্যা দিগাদীনাম্ অধিষ্ঠাতৃদেবতাত্বাবগমাৎ তেষাং তথাত্বম্ অঙ্গীকার্য্যম্ ইত্যর্থঃ। এতেন জীবাধিষ্ঠিতানামেব ইন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ

[এখন অনায়াসে বুঝিবার জন্য পৃথকভাবে অধ্যাত্মাদি বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—]

শ্রোত্র ইন্দ্রিয়কে অধ্যাত্ম বলা হয়, শব্দরূপ শ্রোতব্য বিষয় হইতেছে অধিভূত, এবং দিক্‌সমূহ শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥১৪

ত্বগধ্যাত্মমিতি প্রোক্তং স্প্রষ্টব্যং স্পর্শলক্ষণম্।
অধিভূতং তদিত্যুক্তং বায়ুস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥১৫॥
চক্ষুরধ্যাত্মমিত্যুক্তং দ্রষ্টব্যং রূপলক্ষণম্।
অধিভূতং তদিত্যুক্তমাদিত্যোঽত্রাধিদৈবতম্ ॥১৬
জিহ্বাঽধ্যাত্মং তয়াস্বাদ্যমধিভূতং রসাত্মকম্।
বরুণো দেবতা তত্র জিহ্বায়ামধিদৈবতম্ ॥১৭॥

তদধিষ্ঠাত্র্যঃ দেবতা ন সন্তীতি বদন্তঃ বৈশেষিকাদয়ো নিরস্তাঃ। শ্রুতি-বিরোধাদ্ অসঙ্গস্য জীবস্য অধিষ্ঠাতৃত্বানুপপত্তেশ্চেতি। যদ্যপি শ্রুতৌ "অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" ইত্যাদিনা বাগগ্ন্যাদিক্রমেণ অধ্যাত্মাদি-বিভাগ উক্তঃ, তথাপি তদুৎপাদকতদ্গ্রাহ্যভূতক্রমেণ তত্রাপি জ্ঞানেন্দ্রিয়-পূর্ব্বকত্বাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়প্রবৃত্তেঃ তদুৎপাদকতদ্গ্রাহ্যভূতক্রমেণ অধ্যাত্মাদি-ক্রম ইহ উক্তঃ ॥১৪॥

ত্বগধ্যাত্মমিতি। **বায়ুরি**তি। যদ্যপি "ওষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্" ইতিশ্রুতৌ ওষধিবনস্পতীনাং ত্বগ্দেবতাত্বম্ উক্তং তথাপি দেবতাত্বাপ্রসিদ্ধেঃ তেষাম্ অধিষ্ঠাতা বায়ুরেব ওষধ্যাদিশব্দেন উক্ত ইতি মত্বা ইহ বায়ুরুক্তঃ। বৃক্ষাণাং বায়ুধিষ্ঠিতত্বং চ শ্রুত্যাদি-প্রসিদ্ধম্ ইতি ভাবঃ ॥১৫॥

চক্ষুরিতি স্পষ্টম্ ॥১৬

জিহ্বেতি। রসাত্মকম্ আস্বাদ্যম্ অধিভূতম্ ইত্যন্বয়ঃ। "বরুণো বা

ত্বগিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, স্পর্শরূপ স্প্রষ্টব্য বিষয় অধিভূত; বায়ু ত্বগের অধিদেবতা ॥১৫

চক্ষু অধ্যাত্ম, দ্রষ্টব্যরূপ অধিভূত, সূর্য্য চক্ষুর অধিদৈবত ॥১৬

জিহ্বা অধ্যাত্ম, জিহ্বার দ্বারা আস্বাদনীয় রস অধিভূত, বরুণ দেবতা জিহ্বার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ১৭

ঘ্রাণমধ্যাত্মমিত্যুক্তং ঘ্রাতব্যং গন্ধলক্ষণম্ ।
অধিভূতং তদিত্যুক্তং পৃথিব্যত্রাধিদৈবতম্ ॥১৮॥
বাগধ্যাত্মমিতি প্রোক্তং বক্তব্যং শব্দলক্ষণম্ ।
অধিভূতং তদিত্যুক্তমগ্নিস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥১৯॥

এতং গৃহ্ণাতি" ইত্যাদৌ ব্যাধিবিশেষে বরুণশব্দস্য প্রয়োগাৎ তদ্-ব্যাবৃত্ত্যর্থং দেবতারূপঃ অধিদৈবতম্ ইত্যুক্তম্ । বরুণস্য চ অধিষ্ঠাতৃত্বাৎ রসস্য চ অপ্-আত্মকত্বাৎ "শংনো মিত্রঃ শং বরুণঃ" ইত্যত্র ইন্দ্রিয়-দেবতাসু তস্য গণনাচ্চ তত্র দেবতেতি ভাবঃ ॥১৭॥

ঘ্রাণমধ্যাত্মমিতি । **পৃথিবী**তি । ঘ্রাণেন্দ্রিয়স্য পার্থিবত্বাৎ পৃথিব্যভিমানিদেবতায়াঃ তত্র দেবতাত্বম্ উচিতমিতি "পৃথিব্যত্রাধি-দৈবতম্" ইত্যুক্তম্ । যদ্বা "দিগ্বাতার্কপ্রচেতো" ইতি সম্প্রদায়শ্লোকে অশ্বিনোঃ ঘ্রাণাধিদেবতায়োক্তেঃ বড়বাভূতসূর্যপত্নীনাসিকানির্গতত্বেন পুরাণপ্রসিদ্ধেশ্চ তয়োরেব অধিদৈবতত্বৌচিত্যাচ্চ, ইহ পৃথিবীশব্দেন তৌ এব উক্তৌ "অভূতৌ বা ইমৌ মনুষ্যচরৌ" ইত্যত্র তয়োঃ মনুষ্যবৎ পৃথ্বীসম্বন্ধশ্রবণাৎ । যদ্যপি "বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ" ইত্যত্র বায়োঃ দেবতাত্বম্ উক্তং, তথাপি নাসিকাসঞ্চারিশ্বাসরূপেণ বায়োঃ গন্ধগ্রহণে সহকারিত্বমাত্রেণ তথোক্তম্ । বস্তুতঃ তত্র বায়ুশব্দেন তৎসহ-চারিপূর্ব্বোক্তদেবতৈব গ্রাহ্যা ইতি ন বিরোধঃ ॥১৮॥

বৈশেষিকাদয়স্তু—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি ন সন্ত্যেব হস্তাদ্যবচ্ছিন্নাত্মনি প্রযত্নোৎপত্তৌ তত এব হস্তাদৌ ব্যাপারোৎপত্তিসম্ভবাৎ ইত্যাহুঃ ।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, ঘ্রাতব্য গন্ধ অধিভূত, পৃথিবী ঘ্রাণের অধি-দেবতা ॥ ১৮

বাক্ অধ্যাত্ম, বক্তব্য শব্দ অধিভূত, অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের অধি-দেবতা ॥ ১৯

হস্তাবধ্যাত্মমিত্যুক্তমাদাতব্যং চ যদ্ভবেৎ।
অধিভূতং তদিত্যুক্তমিন্দ্রস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥২০॥
পাদাবধ্যাত্মমিত্যুক্তং গন্তব্যং তত্র যদ্ভবেৎ।
অধিভূতং তদিত্যুক্তং বিষ্ণুস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥২১॥
পায়ুরিন্দ্রিয়মধ্যাত্মং বিসর্গস্তত্র যো ভবেৎ।
অধিভূতং তদিত্যুক্তং মৃত্যুস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥২২॥

তদযুক্তম্। "অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বা" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাৎ কুণিত্বাদিপ্রাপক-কর্ম্মপ্রতিবদ্ধেন্দ্রিয়াভাবে কুণিত্বপঙ্গুত্বাদ্যসম্ভবাপত্তেঃ। অন্যথা তত্তদ্-গোলকাবচ্ছিন্নাত্মমনঃসংযোগাদেব জ্ঞানোৎপত্তিসম্ভবেন জ্ঞানেন্দ্রিয়াণা-মপি অভাবপ্রসঙ্গাচ্চ ইত্যভিপ্রেত্য কর্ম্মেন্দ্রিয়েষু উক্তবিভাগমাহ— **বাগধ্যাত্মমি**তি। বাগাদয়শ্চ যথাক্রমং রাজসাকাশাদিভূতকার্য্যাণীতি বোদ্ধ্যম্ ॥১৯॥

হস্তাবধ্যাত্মমিতি। **ইন্দ্র** ইতি। "ইন্দ্রো মে বলে শ্রিতঃ" ইতি শ্রুত্যা ইন্দ্রস্য বলাধিষ্ঠাতৃত্বাদ্ বলস্য "বাহোর্ব্বলম্" ইতি শ্রুত্যা বাহু-ধর্ম্মত্বাৎ ইন্দ্রো হস্তাধিদৈবতম্ ইত্যর্থঃ ॥২০॥

পাদাবিতি। **বিষ্ণুরি**তি। বিষ্ণোর্বিক্রমণকর্তৃত্বাৎ বিক্রমণ-হেতুপাদাধিষ্ঠাতৃত্বং তস্য উচিতমিত্যর্থঃ ॥২১॥

পায়ুরিতি স্পষ্টম্ ॥২২॥

হস্ত অধ্যাত্ম, আদাতব্য অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বিষয় অধিভূত, ইন্দ্র হস্তেরা অধিদেবতা ॥২০

পাদ অধ্যাত্ম, গন্তব্য বিষয় অধিভূত, বিষ্ণু পাদের অধি-দেবতা ॥২১

পায়ু অধ্যাত্ম, বিসর্গ অর্থাৎ মলত্যাগ অধিভূত, মৃত্যু পায়ুর অধি-দেবতা ॥২২

উপস্থেন্দ্রিয়মধ্যাত্মং স্ত্র্যাদ্যানন্দস্য কারণম্।
অধিভূতং তদিত্যুক্তমধিদৈবং প্রজাপতিঃ ॥২৩॥
মনোঽধ্যাত্মমিতি প্রোক্তং মন্তব্যং তত্র যদ্ভবেৎ।
অধিভূতং তদিত্যুক্তং চন্দ্রস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥২৪॥
বুদ্ধিরধ্যাত্মমিত্যুক্তং বোদ্ধব্যং তত্র যদ্ভবেৎ ॥
অধিভূতং তদিত্যুক্তমধিদৈবং বৃহস্পতিঃ ॥২৫॥
অহংকারস্তথাঽধ্যাত্মমহংকর্ত্তব্যমেব চ।
অধিভূতং তদিত্যুক্তং রুদ্রস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥২৬॥

উপস্থেতি। **প্রজাপতিরি**তি। যদ্যপি "আপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্" ইতিশ্রুতৌ অপাং দেবতাত্বম্ উক্তং, তথাপি তত্র আপশব্দেন তদুপলক্ষিতপঞ্চভূতোপাধিকঃ প্রজাপতিরেব উক্ত ইতি ভাবঃ ॥২৩

মন্তব্যবোদ্ধব্যাদিকং সর্ব্বং যদ্যপি শ্রোতব্যাদিরূপমেব, তথাপি মন্তব্যত্বাদিরূপেণ শ্রোতব্যাদ্যপেক্ষয়া ভেদম্ অঙ্গীকৃত্য তেষাং মনআদি-বিষয়ত্বমাহ—**মনোঽধ্যাত্মমি**তি ত্রিভিঃ **মন্তব্যমি**ত্যাদিনা। বৃহস্পত্যাদীনাং তু বুদ্ধ্যাদিদেবতাত্বম্ আগমাৎ অবগন্তব্যম্। ইতরেষাং তু "অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বা" ইত্যাদিশ্রুতৌ তথাত্বং স্পষ্টমিতি ॥২৪॥২৫॥২৬॥

উপস্থ অধ্যাত্ম, আনন্দের কারণ স্ত্রীপ্রভৃতি অধিভূত, উপস্থের অধিদেবতা প্রজাপতি ॥২৩

মনঃ অধ্যাত্ম, মন্তব্য বিষয় অধিভূত, চন্দ্র মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ॥২৪

বুদ্ধি অধ্যাত্ম, বোদ্ধব্য বিষয় অধিভূত, বৃহস্পতি বুদ্ধির অধি-দেবতা ॥২৫

অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অহংকর্ত্তব্য বিষয় অধিদৈবত, রুদ্র অহঙ্কারের অধিদেবতা ॥২৬

চিত্তমধ্যাত্মমিত্যুক্তং চেতব্যং তত্র যদ্ভবেৎ।
অধিভূতং তদিত্যুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞোঽত্রাধিদৈবতম্ ॥২৭॥
তমোঽধ্যাত্মমিতি প্রোক্তং বিকারস্তত্র যো ভবেৎ।
অধিভূতং তদিত্যুক্তমীশ্বরোঽত্রাধিদৈবতম্ ॥২৮॥
বাহ্যান্তঃকরণৈরেবং দেবতানুগ্রহান্বিতৈঃ।
স্বং স্বং চ বিষয়জ্ঞানং তজ্জাগরিতমুচ্যতে ॥২৯॥

চিত্তমিতি। ক্ষেত্রজ্ঞঃ সাক্ষীত্যর্থঃ ॥২৭॥

তম ইতি। **ঈশ্বরঃ** মায়াপ্রবর্ত্তকো জগৎকারণমিতি ভেদঃ ॥২৮॥

এবম্ অধ্যাত্মাদিবিভাগং প্রদর্শ্য "ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থোপলব্ধির্জাগরিতম্" ইতি বাক্যে ইন্দ্রিয়গ্রহণং করণোপলক্ষণার্থম্ ইতি অভিপ্রেত্য বদন্ বাক্যার্থম্ উপসংহরতি—**বাহ্যে**তি। অত্র জ্ঞানমিতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারাণাম্ উপলক্ষণম্। অন্যথা কর্ম্মেন্দ্রিয়স্য অসংগ্রহাপাতাৎ স্বরূপনিরূপণবৈয়র্থ্যং স্যাদিতি ॥২৯॥

চিত্ত অধ্যাত্ম, চেতব্য বিষয় অধিভূত, ক্ষেত্রজ্ঞ চিত্তের অধিদেবতা ॥২৭

তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞান অধ্যাত্ম, অজ্ঞানের বিকার অধিভূত, মায়াপ্রবর্ত্তক ঈশ্বর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥২৮

এইরূপে দেবতাগণের দ্বারা অনুগৃহীত বাহ্য ও অন্তঃকরণসমূহের দ্বারা যে তাহাদের নিজ নিজ বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলে ॥২৯

তাৎপর্য্য। বৈশেষিক, নৈয়ায়িকপ্রভৃতি বলিয়া থাকেন—'জীবাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি হয়, ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নাই'। ইহার উত্তরে বলা যায়, যদি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে "দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্"

তদুভয়াভিমানী আত্মা বিশ্বঃ ।১৩ এতৎত্রয়ম্ অকারঃ ।১৪

যেয়ং জাগরিতাবস্থা শরীরং কারণাশ্রয়ম্।

যস্তয়োরভিমানী স্যাদ্ বিশ্ব ইত্যভিধীয়তে ॥৩০॥

বিশ্বং বৈরাজরূপেণ পশ্যেদ্ ভেদনিবৃত্তয়ে।

অপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানি পঞ্চতন্মাত্রানি, তৎকার্য্যং চ পঞ্চপ্রাণাঃ দশেন্দ্রিয়াণি, মনোবুদ্ধিশ্চ ইতি সপ্তদশকং লিঙ্গং ভৌতিকং হিরণ্যগর্ভ ইত্যুচ্যতে ।১৫ এতৎ সূক্ষ্মশরীরম্ আত্মনঃ ।১৬

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ ॥৩১॥

"তদুভয়াভিমানী" ইত্যত্র উভয়শব্দার্থং বদন্ তদ্বাক্যার্থমাহ—যেয়মিতি। বিশ্বস্য স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়াভিমানিত্বাৎ সূক্ষ্মশরীরসংগ্রহায়

"অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রবিশৎ", "ওষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্" ইত্যাদি বহু শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র জীব কখনও ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না, জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্যবশতঃ জীবের অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করিলে অসঙ্গত্বহেতু জীবের প্রকর্তৃকত্ব অসম্ভব হয়, সুতরাং এইরূপ স্থলে শ্রুতিজননীই শরণ্য ; কল্পনাবলে সত্য নিরূপিত হয় না।

জাগ্রদবস্থা ও করণের আশ্রয় শরীর—এই উভয়ে যিনি অভিমানী তাঁহাকে বিশ্ব বলা হইয়া থাকে। এখানে 'শরীর' শব্দে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর বুঝিতে হইবে ; কারণ, বিশ্ব ত্রিবিধ শরীরে অভিমানী। 'কারণাশ্রয়ং শরীরম্'—ইহার দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের গ্রহণ করা হইয়াছে। 'তমোঽধ্যাত্মম্' ইহার দ্বারা তমঃ শব্দবাচ্য কারণ-শরীর বলা হইল, এবং জাগরিতাবস্থা দ্বারা স্থূল শরীরের গ্রহণ করা হইয়াছে ॥ ৩০

ভেদনিবৃত্তির নিমিত্ত বিশ্বকে বৈরাজরূপত্বরূপে দর্শন করিবে, অর্থাৎ বৈরাজকে বিশ্বস্বরূপে দর্শন করিবে। পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ॥ ৩১

শ্রোত্রত্বক্‌নয়নঘ্রাণজিহ্বা ধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥৩২॥
মনো বুদ্ধিরহংকারশ্চিত্তং চেতি চতুষ্টয়ম্।
সঙ্কল্পাখ্যং মনোরূপং বুদ্ধির্নিশ্চয়রূপিণী ॥৩৩॥

"শরীরং করণাশ্রয়ম্" ইত্যুক্তম্। অতএব তমঃশব্দিতং কারণশরীরমপি "তমোঽধ্যাত্মম্" ইতি অত্র উক্তম্। অন্যথা জাগরাবস্থোক্তিপ্রস্তাবে তস্য অনবসরপ্রসঙ্গাৎ। তচ্চ ইহ শরীরগ্রহণেন গৃহীতমিতি বোধ্যম্ ॥৩০

নমু "তৎকার্য্যং চ বিরাড্ ভবেৎ" ইত্যত্র সমষ্টিব্যষ্টিশরীরয়োঃ অভিধানাৎ সমষ্টৌ চ বৈশ্বানরশব্দিতস্য বৈরাজস্য অভিমানিত্বাৎ কথং ব্যষ্ট্যভিমানিনো বিশ্বস্য তদুভয়াভিমানিত্বম্? অত আহ—**বিশ্বমিতি**। বৈরাজস্য রূপং যস্য স তথা। ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ। বৈরাজরূপত্বেন ইত্যর্থঃ। বৈরাজং বিশ্বাত্মত্বেন পশ্যেৎ ইত্যর্থঃ। হিরণ্যগর্ভরূপেণ চিন্তয়েৎ ইত্যাদাবপি এবমেব অর্থঃ। যথাশ্রুতে বিশ্বস্য বৈরাজান্তর্ভাবে বিশ্বস্য প্রাধান্যং ন স্যাৎ। তথা চ সতি প্রত্যগাত্মশোধনং ন ভবেৎ। বৈরাজাদীনাম্ ঈশ্বরাবস্থাভেদত্বেন প্রত্যগাত্মাবস্থাভেদত্বাভাবাৎ। তথা সতি "অকারমাত্রং বিশ্বঃ স্যাৎ। অকারং পুরুষং বিশ্বম্ উকারে প্রবিলাপয়েৎ" ইত্যাদিবক্ষ্যমাণাঃ বিশ্বাদিপ্রাধান্যব্যপদেশা বিরুধ্যেরন্।

এতদুক্তং ভবতি—একস্যৈব চৈতন্যস্য সমষ্টিব্যষ্ট্যভিমানভেদেন ভেদাৎ জীবানামপি "সর্ব্বে জীবাঃ সর্ব্বময়াঃ" ইতি শ্রুত্যা অপরিচ্ছেদাৎ

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, ঘ্রাণ ও জিহ্বা—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, হস্ত, পাদ পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ॥ ৩২

মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারিটী অন্তঃকরণ; মনের ধর্ম্ম সংকল্প, বুদ্ধির ধর্ম্ম নিশ্চয়, অভিমানের ধর্ম্ম অহঙ্কার, চিত্তের ধর্ম্ম অনুসন্ধান অর্থাৎ স্মরণ ॥ ৩৩

অভিমানাত্মকস্তদ্বদহংকারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অনুসন্ধানরূপং চ চিত্তমিত্যভিধীয়তে ॥৩৪॥
প্রাণোঽপানস্তথা ব্যান উদানাখ্যস্তথৈব চ।
সমানশ্চেতি পঞ্চৈতাঃ কীর্ত্তিতাঃ প্রাণবৃত্তয়ঃ ॥৩৫॥
খং বায়্বগ্ন্যম্বুক্ষিতয়ো ভূতসূক্ষ্মাণি পঞ্চ চ।
অবিদ্যাকামকর্ম্মাণি লিঙ্গং পুর্য্যষ্টকং বিদুঃ ॥৩৬॥

পরিচ্ছিন্নব্যষ্ট্যভিমানকৃতঃ পরিচ্ছেদভ্রমঃ। তত্র সমষ্টিব্যষ্ট্যোঃ স্থূলত্ব-সামান্যেন অভেদে চিন্তিতে পরিচ্ছিন্নাভিমাননিবৃত্ত্যা পরিচ্ছেদভ্রমনিবৃত্তৌ তদভিমানিনোরপি বিশ্ববৈরাজয়োঃ অভেদদর্শনং স্যাদিতি "এতৎ ত্রয়ম্ অকারঃ" ইত্যাদিনা উক্তম্। পাদানাং মাত্রাণাং চাভেদং শ্রৌতক্রমম্ অনুসৃত্যৈব "অকারমাত্রং বিশ্বঃ স্যাৎ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যামি ইত্যভিসন্ধায় অপঞ্চীকৃতেত্যাদিনা উক্তং দ্বিতীয়পাদং ব্যাচষ্টে—**জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি** ইত্যাদিনা ॥৩১॥

শ্রোত্রত্বগিতি স্পষ্টম্ ॥৩২॥

মনো বুদ্ধিরিতি। **সঙ্কল্পাখ্যমি**তি। সঙ্কল্পবৃত্তিরূপেণ পরিণতম্ অন্তঃ-করণং মন ইত্যর্থঃ। নিশ্চয়াখ্যবৃত্তিরূপেণ পরিণতম্ অন্তঃকরণং বুদ্ধিঃ ॥৩৩॥

প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পাঁচটী প্রাণের বৃত্তি ॥ ৩৫

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটীভূত একটী পুরী; অবিদ্যা একটী পুরী, কাম একটী পুরী, কর্ম্ম একটী পুরী, লিঙ্গ শরীর অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় একটী পুরী, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় একটী পুরী, পঞ্চ প্রাণ একটী পুরী, মনঃ প্রভৃতি চারিটী একটী পুরী, ইহাকে পণ্ডিতগণ পুর্য্যষ্টক বলিয়া থাকেন। জীবের ভোগসাধনত্ব, উপাধিত্বহেতু তাহাতে অবস্থান হয় বলিয়া রাজার পুরীর ন্যায় তাহারও আটটী পুরী আছে ॥৩৬

অভিমানাত্মক ইতি। অভিমানবৃত্তিরূপেণ পরিণতম্ অন্তঃকরণম্ অহঙ্কারঃ। পূর্ব্বোত্তরানুসন্ধানরূপবৃত্তিমৎ চিত্তম্ ইত্যর্থঃ।

মনো বুদ্ধিরহংকারশ্চিত্তং চেতি চতুষ্টয়ম্।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে ॥১॥

ইতি অভিযুক্তোক্তেঃ। তত্র গর্ব্বোঽভিমানঃ, স্মরণম্ অনুসন্ধানং বিষয়াঃ সাধ্যাঃ বৃত্তয় ইত্যর্থঃ ॥৩৪॥

প্রাণোঽপান ইতি স্পষ্টম্ ॥৩৫॥

খং বায়ুরিতি। **পুর্য্যষ্টকম্** ইতি। একৈকং পঞ্চকম্ একৈকা পুরী, মনআদিচতুষ্টয়ম্ একা পুরী, কামাদিকং প্রত্যেকম্ একৈকা পুরীতি পুর্য্যষ্টকম্। এতচ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিকং জীবস্য ভোগসাধনত্বাং তদুপাধিত্বেন তদবস্থানপ্রদেশত্বাচ্চ পুরীব রাজ্ঞঃ পুরীত্যর্থঃ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি খলু পঞ্চ তথা পরাণি
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি মনআদিচতুষ্টয়ং চ ॥
প্রাণাদিপঞ্চকমথো বিয়দাদিকং চ
কামশ্চ কর্ম্ম চ তমঃ পুনরষ্টমী পুরী ॥১॥

ইতি অভিযুক্তোক্তেঃ। অত্র বার্ত্তিকে অভিযুক্তশ্লোকে চ অবিদ্যাতমঃশব্দৌ পূর্ব্বপূর্ব্বভ্রমজন্যবাসনারূপাবিদ্যাপরৌ, মূলাবিদ্যায়াঃ কারণশরীরত্বেন সূক্ষ্মশরীরান্তর্ভাবাসম্ভবাৎ। পূর্ব্বপূর্ব্বভ্রমজন্যবাসনায়ামপি অবিদ্যাশব্দঃ প্রত্যুক্তো বাচস্পতিমিশ্রৈঃ "অনির্ব্বাচ্যাবিদ্যাদ্বিতীয়সচিবস্য" ইত্যত্র। যদ্যপি—

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্ ॥১॥

ইতি প্রাণাদিসপ্তদশকমেব লিঙ্গশরীরম্ ইতি আত্মবোধাদৌ উক্তম্; অত্র চ কামকর্ম্মাদীনামপি লিঙ্গশরীরান্তর্ভাব উচ্যতে "এতৎ সূক্ষ্মশরীরং স্যাৎ" ইতি। তথাপি আত্মবোধাদিশ্লোকেষু উপলক্ষণপরত্বেন কাম-

এতৎ সূক্ষ্মশরীরং স্যান্মায়িকং প্রত্যগাত্মনঃ।

করণেষু উপসংহৃতেষু জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্ন ইত্যুচ্যতে ।১৭। তদুভয়াভিমানী আত্মা তৈজসঃ ।১৮। এতৎ ত্রয়ম্ উকারঃ ।১৯।

করণোপরমে জাগ্রৎসংস্কারোত্থং প্রবোধবৎ ॥৩৭॥
গ্রাহ্যগ্রাহকরূপেণ স্ফুরণং স্বপ্ন উচ্যতে।
অভিমানী তয়োর্যস্তু তৈজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৩৮॥

কর্ম্মাদীনামপি গ্রহণং স্বীকর্ত্তব্যম্। অন্যথা তেষাং শরীরত্রয়ে অপি অন্তর্ভাবাভাবেন শরীরত্রয়াপলাপেঽপি তদপলাপাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তথাচ স্থূলপ্রপঞ্চঃ সর্ব্বোঽপি স্থূলশরীরম্, সূক্ষ্মপ্রপঞ্চঃ সর্ব্বোঽপি সূক্ষ্মশরীরং, মূলপ্রকৃতিঃ কারণশরীরম্ ইতি শরীরত্রয়াপলাপে সর্ব্বপ্রপঞ্চাপলাপসিদ্ধিঃ ইতি দ্রষ্টব্যম্ ।।৩৬।।

এতদ্ ইতি। এতৎ পুর্য্যষ্টকম্। তস্য নিরসনযোগ্যতাং দর্শয়িতুং মায়িকমিতি বিশেষণম্। এবং শরীরং নিরূপ্য তস্য যস্যাম্ অবস্থায়াং ভোগসাধনত্বং তাম্ অবস্থাং দর্শয়তি—**করণোপরমে** ইতি। করণানাং চক্ষুরাদীনাম্ উপরমে সতি জাগ্রদনুভবজন্যসংস্কারোত্থম্ অন্তঃকরণ-

এই পুর্য্যষ্টকই প্রত্যগাত্মার সূক্ষ্ম শরীর, ইহা মায়ার কার্য্য। [মায়া ও তৎকার্য্যসমুদায় মিথ্যা বলিয়া জ্ঞানের দ্বারা তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।] চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বস্বব্যাপার হইতে বিরত হইলে জাগ্রদবস্থায় বিষয়সমূহের অনুভবজনিত সংস্কার হইতে উৎপন্ন যে অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ প্রবোধযুক্ত গ্রাহ্যগ্রাহকরূপে প্রকাশরূপ চৈতন্য, তাহার বিষয়স্বরূপ যে রথগজাদি ও তদ্বিষয়ক যে অন্তঃকরণবৃত্তি সেই দুইটীকে স্বপ্ন বলা হয়। স্বপ্ন ও সূক্ষ্ম শরীরের অভিমানী চৈতন্যকে তৈজস বলা হইয়া থাকে। [স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ থাকে না, সুতরাং তখন সূক্ষ্মশরীরই ভোগের সাধন হয়। তেজঃ অর্থাৎ বাসনারূপ যে সংস্কার তাহাতে অভিমানী বলিয়া আত্মাকে তৈজস বলা হইয়া থাকে ॥]৩৭।৩৮

হিরণ্যগর্ভরূপেণ তৈজসং চিন্তয়েদ্ বুধঃ।

(শরীরদ্বয়কারণম্ আত্মাঽজ্ঞানং সাভাসম্ অব্যাকৃতম্ ইত্যুচ্যতে।২০।

এতৎ কারণশরীরম্ আত্মনঃ। ২১।)

চৈতন্যাভাসখচিতং শরীরদ্বয়কারণম্ ॥ ৩৯ ॥

বৃত্তিরূপপ্রবোধযুক্তম্ যদ্গ্রাহ্যগ্রাহকরূপেণ স্ফুরণং চৈতন্যমস্তি তদ্বিষয়ভূত-রথগজাদি তদ্বিষয়কান্তঃকরণবৃত্তিশ্চেতি দ্বয়ং স্বপ্ন ইত্যর্থঃ। মূলে "জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ" ইত্যুক্তত্বাৎ, তদনুসারেণৈব ব্যাখ্যাতম্। অন্যথা চৈতন্যস্য স্বপ্নাবস্থান্তর্ভাবে তস্যাপি অপলাপাপত্তেঃ। এবং শরীরম্ অবস্থাং চ উক্ত্বা তদভিমানিনং দর্শয়তি—**অভিমানী**তি। তয়োঃ স্বপ্নসূক্ষ্মশরীরয়োঃ। **তৈজস** ইতি। তেজসি বাসনায়াম্ অভিমানিত্বেন নির্বৃত্তো ভবতীতি তৈজস ইত্যর্থঃ ॥৩৭-৩৮॥

হিরণ্যগর্ভ-ইতি। অত্র হিরণ্যগর্ভশব্দেন সমষ্টিসূক্ষ্মশরীরাভিমানী সূত্রাত্মা উচ্যতে। যথা ব্যষ্টিভূতপত্রপুষ্পশাখাদিকং সমষ্টিভূতবৃক্ষরূপেণ পশ্যতি "একো বৃক্ষঃ" ইতি, তথা ব্যষ্টিভূতসূক্ষ্মশরীরাভিমানিনম্ আত্মানং ব্যষ্টিসূক্ষ্মশরীরাভিমানং হিত্বা সমষ্টিসূক্ষ্মশরীরাভিমানিত্বেন ধ্যায়েদ্ ইত্যর্থঃ। এবং সূক্ষ্মশরীরং স্বপ্নাবস্থাং তদভিমানিনং চ উকারার্থম্ উক্ত্বা মকারার্থং বক্তুং কারণশরীরং তস্য ভোগসম্পাদিকাম্

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তৈজসকে হিরণ্যগর্ভরূপে অর্থাৎ সমষ্টিসূক্ষ্মশরীরাভিমানী চেতনরূপে চিন্তা করিবেন। [যেমন বিজ্ঞ ব্যক্তি, ব্যষ্টিভূতপত্র পুষ্প শাখা প্রভৃতিকে সমষ্টিভূত একটী বৃক্ষরূপে দর্শন করেন, সেইরূপ ব্যষ্টিভূত সূক্ষ্মশরীরাভিমানী আত্মাকে, ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরাভিমান ত্যাগ করিয়া সমষ্টিসূক্ষ্মশরীরাভিমানিত্বরূপে ধ্যান করিবেন।] স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইটী শরীরের কারণ যে অজ্ঞান, তাহা চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত। [কেবল অজ্ঞান শরীরদ্বয়ের কারণ হইতে পারে না বলিয়া চৈতন্যাভাসখচিত অর্থাৎ চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত বলা হইয়াছে ॥]৩৯

আত্মাজ্ঞানং তদব্যক্তমব্যাকৃতমিতীর্য্যতে।

তৎ চ ন সৎ, ন অসৎ, নাপি সদসৎ, ন ভিন্নং নাভিন্নং, নাপি ভিন্নাভিন্নং কুতশ্চিৎ, ন নিরবয়বং, ন সাবয়বং নোভয়ং, কিন্তু কেবলব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানো-পনোদ্যম্ ।২২। সর্ব্বপ্রকারজ্ঞানোপসংহারে বুদ্ধেঃ কারণাত্মনা অবস্থানং সুষুপ্তিঃ ।২৩। তদুভয়া-ভিমানী আত্মা প্রাজ্ঞঃ ।২৪। এতৎ ত্রয়ং মকারঃ ।২৫।

ন সন্নাসন্ন সদসদ্ভিন্নাভিন্নং ন চাত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

অবস্থাং তদভিমানিনং চ দর্শয়তি—**চৈতন্য**-ইতি। কেবলাজ্ঞানস্য শরীরদ্বয়কারণত্বাসম্ভবাৎ চৈতন্যাভাসখচিতম্ ইত্যুক্তম্, চৈতন্যপ্রতিবিম্ব-সহিতম্ ইত্যর্থঃ ॥৩৯॥

আত্মাহজ্ঞানম্ ইতি। অত্র যদ্ ইতি অধ্যাহারঃ। যৎ শরীরদ্বয়-কারণম্ অজ্ঞানম্ অস্তি তৎ অব্যক্তম্ অব্যাকৃতম্ ইতি চ ঈর্য্যতে ইতি সম্বন্ধঃ। ননু শরীরদ্বয়কারণত্বে তস্য অর্থক্রিয়াকারিত্বেন সত্তা অবশ্যম্ভাবাৎ

শরীরদ্বয়ের কারণ, আত্মাশ্রিত যে অজ্ঞান, পণ্ডিতেরা তাহাকেই অব্যক্ত ও অব্যাকৃত বলিয়া থাকেন। তাহা সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎও নহে, আত্মা হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন নহে। [যদি বল অজ্ঞানকে শরীর-দ্বয়ের কারণ বলিলে তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ কার্য্যকারিত্বহেতু সত্তা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আর অজ্ঞানের সত্তা স্বীকার করিলে তাহার কার্য্য স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সত্তার অপলাপ করা যায় না ?

এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন সৎ'; অর্থাৎ অজ্ঞান সৎ নহে; এস্থলে অর্থক্রিয়াকারিত্ব সত্ত্ব নহে, কিন্তু অবাধ্যত্বই সত্ত্ব, অর্থাৎ যাহা কোন কালেই বাধিত হয় না তাহাই সৎ। অজ্ঞান তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। সুতরাং তাহা সৎ নহে। আত্মা কোন কালেই বাধিত হয় না। অতএব আত্মা 'সৎ'। যদি বল—তাহা হইলে

তৎকার্য্যশরীরদ্বয়স্যাপি সত্ত্বাসত্ত্বাৎ তদপলাপো ন সম্ভবতি ইত্যাশঙ্ক্য ন অর্থক্রিয়াকারিত্বমেব সত্ত্বং, কিন্তু অবাধ্যত্বম্। তৎ চ অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানবাধ্যত্বাদ্ অজ্ঞানস্য নাস্তি ইত্যভিপ্রায়েণ আহ—**ন সদ্** ইতি। তর্হি শশশৃঙ্গাদিবৎ অসদেব স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**নাসদি**তি। অজ্ঞোঽহম্ ইতি অপরোক্ষতয়া প্রতীয়মানত্বাৎ ন অত্যন্তম্ অসদিত্যর্থঃ। ন চ সত্ত্বনিষেধে অসত্ত্বম্, অসত্ত্বনিষেধে সত্ত্বং বা বক্তব্যম্, পরস্পরবিরুদ্ধয়োঃ অন্যতরনিষেধে অন্যতরাবশ্যম্ভাবাৎ ইতি বাচ্যম্। পরমতে ঘটাত্যন্তাভাবে ঘটতদত্যন্তাভাবয়োঃ অভাববৎ সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ অপি অভাবোপপত্তেঃ ইতি ভাবঃ। তর্হি কেবলসদসদ্রূপত্বাভাবেঽপি তদুভয়-

---

অজ্ঞান শশশৃঙ্গ, আকাশকুসুম, কূর্ম্মলোম ও বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় অসৎ হউক? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—'নাঽসৎ' অর্থাৎ অজ্ঞান অসৎও নহে। 'আমি অজ্ঞ' এইরূপ প্রত্যক্ষত্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে এবং অসৎ বস্তু জ্ঞানবাধ্য নহে বলিয়া অজ্ঞান 'অসৎ' নহে। অসৎ ও মিথ্যা—এক পদার্থ নহে। মিথ্যাবস্তু জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়, অসৎ বাধিত হয় না। মিথ্যা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হয়, অসৎ সেরূপ হয় না। যদি বল, সত্ত্বের নিষেধ করিলে অসত্ত্ব, এবং অসত্ত্বের নিষেধ করিলে সত্ত্বই আসিয়া পড়ে; কারণ, পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের একতর নিষেধ করিলে অন্যতরে সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য? তাহা হইলে বলিব, না—তাহা বলা যায় না। কারণ, যেমন নৈয়ায়িকমতে ঘটের অত্যন্তাভাবে—ঘট ও ঘটের অত্যন্তাভাবের অভাব—এই উভয় থাকে, সেইরূপ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই উভয়ের অভাবও সঙ্গত হয়।

যদি বল, কেবল সদ্রূপত্ব বা কেবল অসদ্রূপত্ব না থাকিলেও সদসদ্রূপত্ব হউক, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—'নসদসৎ' অর্থাৎ সদসদ্রূপও নহে। এক সময়ে একবস্তুর সদসদ্রূপত্ব বিরুদ্ধ।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে—অজ্ঞান আত্মা হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন?

न সভাগং ন নির্ভাগং ন চাপ্যুভয়রূপকম্ ।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানহেয়ং মিথ্যাত্বকারণাৎ ॥ ৪১ ॥

রূপত্বং স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—**ন সদসদ্** ইতি। একস্য একদৈব সদসদ্-রূপত্বস্য বিরুদ্ধত্বাদ্ ইত্যর্থঃ। নন্থ তৎ অজ্ঞানম্ আত্মনঃ সকাশাৎ ভিন্নম্ অভিন্নং বা? ভিন্নত্বে অদ্বৈতহানিঃ, অভিন্নত্বে বাধ্যাজ্ঞানা-ভিন্নত্বেন আত্মনোঽপি বাধ্যত্বাপত্তিঃ ইত্যত আহ—**ভিন্নাভিন্নম্** ইতি। ভিন্নত্বাভিন্নত্বয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধয়োঃ অপি অভাবঃ পূর্ব্ববদেব দ্রষ্টব্যঃ। যদ্যপি "ন ভিন্নং নাভিন্নং কুতশ্চিৎ" ইত্যস্য "সতঃ অসতঃ প্রত্যেকং মিলিতস্য চ প্রতিযোগিত্বম্ উচ্যতে" ইতি **আনন্দগিরীয়ে ব্যাখ্যাতং**, তথাপি বার্ত্তিকে আত্মনঃ এব কণ্ঠরবেণ ভেদাদিপ্রতি-যোগিত্বম্ উক্তম্ ইতি এবং ব্যাখ্যাতম্ ॥৪০॥

যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতহানি ঘটে, অভিন্ন হইলে অজ্ঞানের ন্যায় আত্মাও বাধিত হইবেন। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—'ভিন্নাভিন্নম্। ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও যেমন ঘটের অত্যন্তাভাবে ঘটাভাব ও ঘটাত্যন্তাভাবের অভাব থাকে, সেইরূপ এখানেও একবস্তুর ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব সঙ্গত হয়।]৪০

[আচ্ছা, সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপে নির্ব্বচন করিতে না পারিলেও সভাগত্ব, নির্ভাগত্বরূপে নির্ব্বচন করিতে পারা যাউক, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—সভাগত্ব শব্দের অর্থ—সাবয়বত্ব, আর তাহা অবয়বরূপ-কারণে সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমানত্ব; তাহা অজ্ঞানের নাই; কারণ, অজ্ঞান অনাদি; ইহাই এখন বলিতেছেন—]

অজ্ঞান সাবয়ব নহে, নিরবয়বও নহে; সাবয়ব ও নিরবয়ব—এই উভয়রূপ নহে। [যদি সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বচন করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে তাহার স্বরূপের জ্ঞান হইবে না, আর যদি কোন শব্দের

জ্ঞানানামুপসংহারো বুদ্ধেঃ কারণতাস্থিতিঃ।
বটবীজে বটস্যেব সুষুপ্তিরভিধীয়তে ॥৪২॥

নমু সত্বাদিনা নির্ব্বক্তুম্ অশক্যত্বেঽপি সভাগত্বাদিনা নির্ব্বক্তুং শক্যতে এব ইত্যাশঙ্কা সভাগত্বং নাম সাবয়বত্বং তচ্চ অবয়বরূপ-কারণসমবেতত্বং, তচ্চ অজ্ঞানস্য অনাদিত্বেন নাস্তি ইত্যাহ—**ন সভাগম্** ইতি। তর্হি নির্ভাগং ভবিষ্যতি ইত্যাশঙ্ক্য তদ্ভাগভূতানাম্ অংশভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং বিদ্যমানত্বাৎ ন নির্ভাগম্ ইত্যাহ—**ন নির্ভাগম্** ইতি। অত এব ন উভয়রূপম্ ইত্যাহ—**ন চাপী**তি। নমু সর্ব্বাত্মনা নির্ব্বক্তুম্ অশক্যত্বে তৎস্বরূপাধিগতিরেব ন স্যাৎ, লক্ষণা-ভাবে লক্ষ্যাধিগতেঃ অসম্ভবাৎ ইত্যাশঙ্ক্য সত্বাদিনা নির্ব্বচনাভাবেঽপি আত্মজ্ঞানাপনোদ্যত্বাদিরূপেণ নির্ব্বচনং সম্ভবতি ইত্যাহ—**ব্রহ্মে**তি। ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিষয়কাজ্ঞানস্যৈব অনর্থহেতুত্বাৎ তদ্বিষয়কজ্ঞানমেব তন্নি-বর্ত্তকম্ ইত্যর্থঃ। **হেয়ম্** ইতি। নাশ্যম্ ইত্যর্থঃ। নমু অন্যজ্ঞানেন অন্যনাশঃ কথম্ ইত্যাশঙ্কা মিথ্যাত্বাৎ অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানেন তদজ্ঞানস্য নিবৃত্তিঃ সম্ভবতি ইত্যাহ—**মিথ্যাত্ব**-ইতি ॥৪১॥

এবং কারণশরীরস্বরূপং নিরূপ্য অবস্থাং নিরূপয়তি—জ্ঞানানামিতি।

দ্বারা নির্ব্বাচ্য না হইল, তাহা হইলে লক্ষণাও হইতে পারিল না, লক্ষণার অভাব হইলে লক্ষ্যের জ্ঞান অসম্ভব,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সত্ব ও অসত্বরূপে নির্ব্বচন করিতে না পারিলেও আত্মজ্ঞাননাশ্যত্বরূপে নির্ব্বচন করিতে পারা যায়, ইহাই এখন বলিতেছেন—]

মিথ্যাত্বহেতু ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বিনাশ্য ॥৪১

যেমন বটবীজে বটবৃক্ষ সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, সেইরূপ বুদ্ধির সমস্ত বৃত্তির লয় অজ্ঞানে হয়, অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ কারণে অবস্থিত হয়, ইহাকে সুষুপ্তি অবস্থা বলা হইয়া থাকে ॥৪২

অভিমানী তয়োর্যস্তু প্রাজ্ঞ ইত্যভিধীয়তে।
জগৎকারণরূপেণ প্রাজ্ঞাত্মানং বিচিন্তয়েৎ ॥৪৩॥
বিশ্বতৈজসসৌষুপ্তবিরাট্‌সূত্রাক্ষরাত্মভিঃ।
বিভিন্নমিব সংমোহাদেকং তত্ত্বং চিদাত্মকম্ ॥৪৪॥

অত্র জ্ঞানানামিতি বহুবচনত্বাৎ স্থূলসূক্ষ্মার্থবিষয়কাণাং জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থা-সম্বন্ধিনাং সর্ব্বেষাং জ্ঞানানামভাবো বিবক্ষিতঃ। তর্হি বৃত্তীনাম্ অভাবে বুদ্ধেরপি অভাবঃ স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—**বুদ্ধেরিতি**। কারণতাস্থিতিরিতি কারণাত্মনা অজ্ঞানাত্মনা স্থিতিঃ অবস্থানং, পুনঃ বুদ্ধ্যুৎপাদনযোগ্যবাসনা-ত্মনা অবস্থানমিত্যর্থঃ। উপরতবৃত্তিঃ কা বুদ্ধেঃ কারণাত্মনাঽবস্থিতিঃ সুষুপ্তিরভিধীয়তে ইত্যর্থঃ। জ্ঞানানাম্ উপসংহারো মুক্তাবপি, ইতি বুদ্ধেঃ কারণতাস্থিতিঃ ইতি উক্তম্। তাবত্যুক্তে জাগ্রদ্দশায়াম্ অতিব্যাপ্তিঃ। কার্য্যদশায়ামপি কার্য্যস্য কারণরূপেণাপি অবস্থানাৎ, অত উক্তম্ জ্ঞানানাম্ উপসংহার ইতি। অত্র অনুরূপং দৃষ্টান্তমাহ—**বটেতি** ॥৪২॥

অভিমানীতি। তয়োঃ কারণশরীরসুষুপ্তাবস্থয়োঃ। **জগদিতি**।

কারণশরীর ও সুষুপ্তি অবস্থার অভিমানীকে প্রাজ্ঞ বলা হয়, প্রাজ্ঞ-রূপ আত্মাকে জগৎকারণরূপে চিন্তা করিবে, অর্থাৎ ব্যষ্টিকারণ-শরীরা-ভিমানী প্রাজ্ঞকে সমষ্টিমায়াবচ্ছিন্ন ঈশ্বররূপে চিন্তা করিবে ॥৪৩

[যদি বিশ্ব, তৈজস প্রভৃতি বহু পদার্থ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে একমাত্র চিদাত্মাই তত্ত্ব—এই অদ্বৈতের হানি ঘটে,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বৈশ্ব ও তৈজসাদি ভেদ উপাধিকৃত, স্বভাবতঃ নহে—ইহাই ‘বিশ্ব’ ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন—]

চৈতন্যস্বরূপ আত্মা একমাত্র পদার্থ হইলেও অজ্ঞানবশতঃ বিশ্ব তৈজস, সুষুপ্তিকালীন আত্মা, বিরাট্, সূত্র ও অক্ষর আত্মার দ্বারা বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥৪৪

বিশ্বাদিকত্রয়ং যস্মাদ্বৈরাজাদিত্রয়াত্মকম্।
একত্বেনৈব সংপশ্যেদন্যাভাবপ্রসিদ্ধয়ে ॥৪৫॥
ওঁকারমাত্রমখিলং বিশ্বপ্রাজ্ঞাদিলক্ষণম্।
বাচ্যবাচকতাভেদাদ্ভেদেনানুপলব্ধিতঃ ॥৪৬॥

ব্যষ্টিকারণশরীরাভিমানিনং প্রাজ্ঞাত্মানং সমষ্টিমায়াবচ্ছিন্নেশ্বরাত্মনা চিন্তয়েদিত্যর্থঃ ॥৪৩॥

নমু বিশ্বতৈজসাদীনাং বহুনাম্ অঙ্গীকারে চিদাত্মকম্ একং তত্ত্বমিতি অদ্বৈতহানিঃ স্যাৎ? ইত্যাশঙ্ক্য তেষাং ভেদস্য তত্তদুপাধিকৃতত্বাৎ স্বতঃ চিদাত্মনো ন ভেদ ইত্যাহ—**বিশ্বেতি**। **অক্ষরাত্মভিরিতি**। তৃতীয়া ইত্থংভাবে। চিদাত্মকম্ একমেব তত্ত্বং বিশ্বাদিরূপেণ বিভিন্নমিব ভাসতে ইতি শেষঃ। তত্র হেতুমাহ—**সংমোহাদিতি**। "চিদাত্মকমেকং তত্ত্বম্" ইতি অজ্ঞানাদিত্যর্থঃ ॥৪৪॥

তাদৃশজ্ঞানং কথং ভবতি ইত্যাশঙ্ক্য তাদৃশজ্ঞানার্থং প্রপঞ্চাপলাপ-প্রকারং দর্শয়তি—**বিশ্বাদিকেত্যাদিনা**। তত্র প্রথমং বিশ্বাদীনাং ত্রয়াণাং বৈরাজাদীনাং ত্রয়াণাঞ্চ ভেদাভাবসিদ্ধার্থম্ ঐক্যচিন্তনং দর্শয়তি—**বিশ্বেতি**। যস্মাদেবমেব সম্পশ্যেৎ তস্মাৎ আত্মানম্ অদ্বয়ং পশ্যেৎ ইত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। অত্র প্রথমেন আদিশব্দেন তৈজসপ্রাজ্ঞয়োর্গ্রহণং দ্বিতীয়েন আদিশব্দেন সূত্রাক্ষরাত্মনোর্গ্রহণম্। **একত্বেনেতি**। যথা ব্যষ্টিপত্রপুষ্পফলশাখাদিকং "একো বৃক্ষঃ" ইত্যেকত্বেন পশ্যতি, তথা

যেহেতু ভেদের অভাবসিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ অদ্বৈতসিদ্ধির নিমিত্ত বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিনটীকে যথাক্রমে বিরাট বা বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বরস্বরূপে একত্বরূপে দর্শন করিবে ॥৪৫

বাচ্য ও বাচকের অভেদহেতু এবং ভেদে উপলব্ধি না হওয়ায় বিশ্ব প্রাজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত-পদার্থ ওঁকারমাত্র জানিবে ॥৪৬

অকারমাত্রং বিশ্বঃ স্যাদুকারস্তৈজসঃ স্মৃতঃ।
প্রাজ্ঞো মকার ইত্যেবং পরিপশ্যেৎ ক্রমেণ তু ॥৪৭॥
(অকার উকারে, উকারো মকারে, মকার ওঁকারে, ওঁকারঃ অহমেব।২৬)
সমাধিকালাৎ প্রাগেবং বিচিন্ত্যাতিপ্রযত্নতঃ।
স্থূলসূক্ষ্মক্রমাৎ সর্ব্বং চিদাত্মনি বিলাপয়েৎ ॥৪৮॥

ব্যষ্টিবিশ্বাদীন্ সমষ্টিবৈরাজাদ্যাত্মনা পশ্যেদিত্যর্থঃ। **অন্যথাভাবে**তি। অন্যথাভাবসিদ্ধয়ে ইত্যর্থঃ। তথা অভেদচিন্তনে অভেদ এব ভবতি ইত্যর্থঃ। তথাচ ত্রয়ঃ পরিশিষ্টা ভবন্তি ॥৪৫॥

তেষাং ত্রয়াণামপি চিদাত্মনি বিলাপনং বক্তুং একহেলয়া শব্দস্যাপি অপলাপসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বশব্দার্থয়োঃ অভেদং দর্শয়তি—**ওঁ কারে**তি। বিশ্ব-প্রাজ্ঞাদিলক্ষণম্ অখিলম্ অর্থজাতং সর্ব্বশব্দাত্মকপ্রণবমাত্রম্ অকারোকার-মকারমাত্রং, তত্র চ স্থূলপ্রপঞ্চবাচকসর্ব্বশব্দাত্মকত্বম্ অকারস্য, সূক্ষ্মপ্রপঞ্চ-বাচকসর্ব্বশব্দাত্মকত্বম্ উকারস্য, কারণবাচকসর্ব্বশব্দাত্মকত্বং মকারস্য দ্রষ্টব্যম্। এতৎসর্ব্বং মাণ্ডুক্যভাষ্যাদৌ স্পষ্টমুক্তম্। সর্ব্বশব্দাত্মকত্বং চ প্রণবস্য "যথা শঙ্কুনা" ইত্যাদিচ্ছান্দোগ্যোপনিষদি স্পষ্টমুক্তম্। তত্র হেতু-মাহ—**বাচ্যে**তি। ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ। বাচ্যবাচকাভেদাদিত্যর্থঃ। বাচ্যবাচকাভেদে হেতুমাহ—**ভেদেনে**তি। বাচ্যাৎ ভেদেন বাচকস্য, বাচকাদ্ ভেদেন বাচ্যস্য বা অনুপলব্ধেঃ ইত্যর্থঃ। বাচ্যবাচকাভেদশ্চ মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্যাদৌ সম্যঙ্ নিরূপিত ইতি নেহ প্রপঞ্চ্যতে ॥৪৬॥

ওঁকারের মধ্যে অকার, উকার ও মকার আছে, তন্মধ্যে বিশ্ব অকারমাত্র, তৈজস উকারমাত্র এবং প্রাজ্ঞ মকারমাত্র, এইরূপে ক্রমে দৃষ্টি করিবে ॥৪৭

সমাধি অবস্থার অব্যবহিত পূর্ব্বকালে এইরূপে চিন্তা করিয়া অতি প্রযত্নসহকারে স্থূল ও সূক্ষ্মক্রমে সমস্ত চিদাত্মাতে বিলীন করিবে ॥৪৮

অকারং পুরুষং বিশ্বমুকারে প্রবিলাপয়েৎ।
উকারং তৈজসং সূক্ষ্মং মকারে প্রবিলাপয়েৎ ॥৪৯॥
মকারং কারণং প্রাজ্ঞং চিদাত্মনি বিলাপয়েৎ।

অহমাত্মা সাক্ষী কেবলশ্চিন্মাত্রস্বরূপঃ ।২৭। নাজ্ঞানং নাপি তৎকার্য্যং কিন্তু নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবং পরমানন্দাদ্বয়ং প্রত্যগভূতচৈতন্যং ব্রহ্মৈবাহমস্মি ইতি অভেদেন অবস্থানং সমাধিঃ ।২৮। "তত্ত্বমসি" "ব্রহ্মাহমস্মি" "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ ।২৯। ইতি পঞ্চীকরণং ভবতি ।৩০।

চিদাত্মাহহং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসদদ্বয়ঃ ॥৫০॥

এবং সামান্যতঃ প্রণবতদর্থয়োঃ অভেদম্ উক্ত্বা ইদানীং বিশেষ-প্রণবাবয়বানাম্ অকারাদীনাং তদর্থানাং চ অভেদং দর্শয়তি—**অকারমাত্রমি**তি ॥৪৭॥

এবং সমাধিপূর্ব্বকালকৃত্যম্ উক্ত্বা সমাধেঃ অব্যবহিতপূর্ব্বকালকর্ত্তব্যং প্রবিলাপনপ্রকারমাহ—**সমাধী**তি। বিশ্ববৈরাজাদ্যভেদদৃষ্টীনাং প্রণবাবয়বতদর্থাভেদদৃষ্টীনাং চ অস্খলত্ত্বাৎ অতিপ্রযত্নত ইত্যুক্তম্ ॥৪৮॥

স্থূলাদিক্রমাৎ "সর্ব্বং চিদাত্মনি বিলাপয়েৎ" ইতি সংক্ষেপেণোক্তং বিলাপনপ্রকারং বিশেষেণ দর্শয়তি—**অকারমি**তি। "উকারে প্রবিলাপয়েৎ" ইতি "অকারঃ উকারে এব" ইত্যেবং প্রকারেণেত্যর্থঃ "মকারে প্রবিলাপয়েৎ" ইতি "উকারো মকারে এব" ইতি প্রকারেণ ইত্যর্থঃ ॥৪৯॥

মকারমিতি। "চিদাত্মনি বিলাপয়েৎ" ইতি "মকারোঽহমেব" ইতি প্রকারেণ ইত্যর্থঃ। এবং চ মকারঃ ওঙ্কার এব। ওঙ্কারঃ অহমেবেতি

বিশ্ব পুরুষ যে অকার তাঁহাকে উকারে বিলীন করিবে, সূক্ষ্ম তৈজস যে উকার তাঁহাকে মকারে বিলীন করিবে, মকাররূপ কারণ যে প্রাজ্ঞ তাঁহাকে চিদাত্মাতে বিলীন করিবে। আমিই নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত সৎ অদ্বিতীয় চিদাত্মা ॥৪৯-৫০

পরমানন্দসন্দোহবাসুদেবোঽহমোমিতি।
জ্ঞাত্বা বিবেচকং চিত্তং তৎ সাক্ষিণি বিলাপয়েৎ ॥৫১॥
চিদাত্মনি বিলীনং চেৎ তচ্চিত্তং নৈব চালয়েৎ।
পূর্ণবোধাত্মনাঽঽসীত পূর্ণাচলসমুদ্রবৎ ॥৫২॥

পাঠান্তরং বার্ত্তিকানন্তগুণমিতি বোদ্ধব্যম্। তাদৃশপাঠস্য সর্ব্বোপনিষদ্-ব্যাখ্যানানন্তগুণত্বাৎ। প্রপঞ্চস্তু পঞ্চীকরণভাবপ্রকাশিকায়াং দ্রষ্টব্যঃ।

"সর্ব্বং চিদাত্মনি বিলাপয়েৎ" ইতি সর্ব্বপ্রপঞ্চপ্রবিলাপনপ্রকারম্ উক্ত্বা চিদাত্মা কীদৃশ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং চিদাত্মনঃ স্বরূপং কথয়ন্ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিপ্রকারমাহ—**চিদাত্মে**তি। অত্র বাক্যদ্বয়াঙ্গীকারাৎ পূর্ব্বোত্তরার্দ্ধয়োঃ অহমিত্যস্য ন পৌনরুক্ত্যম্। নিত্যপদং শুদ্ধেত্যাদিষু সর্ব্বত্রান্বেতি—নিত্যশুদ্ধো নিত্যবুদ্ধো নিত্যমুক্তো নিত্যসদ্রূপো নিত্যাদ্বয়রূপ ইতি। তথাচ শুদ্ধত্বাদীনাং কাদাচিৎকত্বং নিরস্তম্ ॥৫০॥

এতাদৃশচিদাত্মস্বরূপস্য ইষ্যমাণত্বে হেতুং দর্শয়তি—**পরমে**তি। তস্য পূর্ণত্বং দর্শয়তি—**বাসুদেব** ইতি।

সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
অতঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে ॥১॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণবচনাৎ তস্য পূর্ণত্বাবগমাদিত্যর্থঃ। পরমানন্দ-

'আমি পরমানন্দরাশি বাসুদেবরূপ ওঁকার' এইরূপে জানিয়া সৎ ও অসতের বিবেককারী অর্থাৎ ধ্যাতৃ-ধ্যানাদিভেদ সহিত চিত্তকে তাঁহার সাক্ষীতে বিলীন করিবে। ইহার দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি' উক্ত হইল ॥৫১

[এখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কথিত হইতেছে—] যদি চিত্ত চিদাত্মাতে বিলীন হয়, তাহা হইলে আর সেই চিত্তকে চালিত করিবে না, অর্থাৎ চিদাত্মাতে বিলীন রাখিবে, তখন পরিপূর্ণ, নিশ্চল সমুদ্রের ন্যায় পূর্ণজ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করিবে ॥৫২

এবং সমাহিতো যোগী শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধঃ পশ্যেদাত্মানমদ্বয়ম্ ॥৫৩॥
আদিমধ্যাবসানেষু দুঃখং সর্ব্বমিদং যতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য তত্ত্বনিষ্ঠো ভবেৎ সদা ॥৫৪॥

সন্দোহশ্চাসৌ বাসুদেবশ্চেতি সমানাধিকরণসমাসঃ। আনন্দসন্দোহরূপত্বং চ সর্ব্বেষাম্ আনন্দানাং ব্রহ্মানন্দে অন্তর্ভূতত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্। বাসুদেবস্য প্রণবার্থত্বাৎ প্রণবাভিন্নত্বাৎ ওঁমিত্যস্য তদ্বোধকবাসুদেবাদিশব্দৈঃ সামানাধিকরণ্যং দ্রষ্টব্যম্।

অথবা পূর্ব্বার্দ্ধোক্তমহাবাক্যার্থস্য স্বানুভবেন অঙ্গীকারার্থো বা ওঁমিতি। এবং শব্দানুবিদ্ধসম্প্রজ্ঞাতসমাধিম্ উক্ত্বা অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিং বক্তুং সম্প্রজ্ঞাতসমাধিরূপবৃত্তিবিলাপনপ্রকারম্ আহ—**জ্ঞাত্বেতি**। বহুকালং সম্প্রজ্ঞাতসমাধৌ স্থিত্বেত্যর্থঃ। **বিবেচকম্** ইতি। ধ্যাতৃধ্যানাদিভেদসহিতম্ ইত্যর্থঃ। **তৎসাক্ষিণি** বিবেচকচিত্তসাক্ষিণি ইত্যর্থঃ ॥৫১॥

ইদানীম্ অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিম্ আহ—**চিদাত্মনি** ইতি। "তচ্চিত্তং নৈব চালয়েৎ" ইত্যুক্তং, পুনঃ কিং কুর্য্যাৎ ইত্যত আহ—**পূর্ণবোধেতি**। দৃষ্টান্তম্ আহ—**পূর্ণাচলেতি**। ন চলতি ইতি অচলঃ, পূর্ণঃ অচলশ্চ যোহয়ং সমুদ্রঃ তদ্বৎ আসীত ইত্যর্থঃ ॥৫২॥

এবং সমাধিপ্রকারমুক্ত্বা তৎপরিপাকফলভূতং তত্ত্বসাক্ষাৎকারপ্রকারং

শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত যোগী এইরূপে সমাধিযুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহ ও ক্রোধকে জয় করিয়া অদ্বিতীয় আত্মাকে দর্শন করিবেন ॥৫৩

যেহেতু প্রথমে ভোগসাধনদ্রব্যার্জ্জনে দুঃখ, মধ্যে তাহার রক্ষায় দুঃখ ও অন্তে তাহার নাশে দুঃখ, সুতরাং এই সমস্তই দুঃখময়; অতএব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা তত্ত্বনিষ্ঠরূপ সমাধিযুক্ত হইবেন ॥৫৪

যঃ পশ্যেৎ সর্ব্বগং শান্তমানন্দাত্মানমদ্বয়ম্।
ন তেন কিঞ্চিদাপ্তব্যং জ্ঞাতব্যং বাঽবশিষ্যতে ॥৫৫॥

দর্শয়তি—**এবম্** ইতি। এবম্ উক্তপ্রকারেণ সমাহিতঃ সমাধিযুক্তোযোগী তৎপরিপাকানন্তরম্ অদ্বয়ম্ আত্মানং পশ্যেৎ। জ্ঞানে বিধ্যসম্ভবাৎ সাক্ষাৎকরোতি ইত্যর্থঃ।

কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্।
এতদ্ধি সর্ব্ববেদেষু প্রসিদ্ধং বিধিলক্ষণম্ ॥১॥

জ্ঞানে বিধ্যসম্ভবাৎ তাদৃশসাক্ষাৎকারোৎপত্ত্যর্থং সমাধিকালেঽপি শ্রদ্ধাভক্তীন্দ্রিয়জয়ক্রোধজয়াদীনাম্ আবশ্যকতাং দর্শয়তি—**শ্রদ্ধে**-ত্যাদিনা ॥৫৩॥

নন্থ লৌকিকব্যাপারং বিহায় সর্ব্বদা তত্ত্বনিষ্ঠারূপসমাধিঃ কর্ত্তুং ন শক্যতে ইত্যাশঙ্ক্য অধিকারিবিশেষণীভূতবৈরাগ্যস্যৈব দার্ঢ্যায় সমাধিদশায়ামপি বৈরাগ্যং দর্শয়তি—**আদী**তি। আদৌ ভোগসাধনীভূতদ্রব্যস্য অর্জ্জনে দুঃখং, মধ্যে তৎপরিপালনে দুঃখম্, অবসানে তন্নাশে দুঃখম্ ইত্যেবং প্রকারেণ সর্ব্বমপি দুঃখহেতুরেব। এবং ব্রহ্মলোকান্তলোকসাধনকর্ম্মাদ্যার্জ্জনমপি দুঃখহেতুরেবেতি নিশ্চিত্য সাতিশয়ানিত্যলোকফলসাধনং সর্ব্বং পরিত্যজ্য নিত্যনিরতিশয়পুরুষার্থসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বদা তত্ত্বনিষ্ঠারূপসমাধিমান্ ভবেদ্ ইত্যর্থঃ ॥৫৪॥

এবং সমাধিনিষ্ঠয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকারলাভে কিং ফলং ভবতি ইত্যাশঙ্ক্য কৃতকৃত্যতা ভবতি ইত্যাহ—**যঃ পশ্যেদি**তি। সর্ব্বত্র পরিপূর্ণপরমানন্দাদ্বয়ং ব্রহ্মরূপমাত্মানং সাক্ষাৎকুর্ব্বতঃ সর্ব্বানন্দানাং ব্রহ্মানন্দে এব অন্তর্ভাবাদ্ আপ্তব্যান্তরং নাস্তি। "যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং স্যাৎ"

যিনি সর্ব্বব্যাপী, শান্ত, অদ্বিতীয়, আনন্দস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন, তাঁহার কিছুই প্রাপ্তব্য বা জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না। ॥৫৫

কৃতকৃত্যো ভবেদ্বিদ্বান্ জীবন্মুক্তো ভবেৎ সদা।
আত্মন্যেবারূঢ়ভাবো জগদেতন্ন বীক্ষতে ॥৫৬॥
কদাচিদ্ ব্যবহারে তু দ্বৈতং যদ্যপি পশ্যতি।
বোধাত্মব্যতিরেকেণ ন পশ্যতি চিদন্বয়াৎ ॥৫৭॥

ইতি জ্ঞাতব্যান্তরমপি নাস্তি, অতঃ কৃতকৃত্যো ভবতি ইত্যর্থঃ ॥৫৫॥

কৃতকৃত্য ইতি। কৃতকৃত্যো ভবেদ্ ইত্যস্য বিবরণং জীবন্মুক্তো ভবেদিতি। **সদে**তি। সমাধিকালে তদিতরভিক্ষাটনাদিব্যবহারকালে চ ইত্যর্থঃ ॥৫৬॥

অন্যথা জীবন্মুক্তস্য জ্ঞানাৎ পূর্ব্বকালে বিদেহকৈবল্যকালে চ অভাবেন বিবোধাৎ। অত এব সমাধিকালে তদিতরভিক্ষাটনাদিব্যবহারকালে দ্বৈতদর্শনেঽপি তস্য মিথ্যাত্বেনৈব দর্শনাৎ ন জীবন্মুক্ততাবিরোধ ইতি দর্শয়তি—**কদাচিৎ** ইতি। বদ্ধজনসাধারণং দ্বৈতদর্শনম্ অঙ্গীকরোতি—**দ্বৈতং যদ্যপি পশ্যতি** ইতি। ইতি বদ্ধজনাৎ কো

এইরূপে যোগী কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন অর্থাৎ জীবন্মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হন; কি সমাধিকালে কি ভিক্ষার্থ ভ্রমণকালে সর্ব্বদাই আত্মাতে চিত্ত স্থাপন করিয়া এই জগৎ দর্শন করেন না ॥৫৬

জীবন্মুক্ত পুরুষ যদি কখনও ভিক্ষার্থ ভ্রমণকালে বা ভোজনাদি লৌকিকব্যবহার সময়ে দ্বৈত দর্শন করেন, তথাপি সমস্ত প্রপঞ্চে চৈতন্যের অন্বয়হেতু বোধস্বরূপ আত্মব্যতিরেকে অন্য কিছুই দেখেন না। [বদ্ধব্যক্তি সর্ব্বদা দ্বৈত দর্শন করে, জ্ঞানী সমাধিভিন্নকালে দ্বৈত দেখেন। বদ্ধব্যক্তি দ্বৈতকে জ্ঞানস্বরূপ হইতে ভিন্ন এবং সত্য বলিয়া উপলব্ধি করে। জ্ঞানী ব্যক্তি দ্বৈতকে বোধস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন ও সত্য বলিয়া উপলব্ধি করেন না। না করিবার কারণ হইতেছে—সমস্ত প্রপঞ্চে চেতন আত্মা অনুস্যূত আছেন ॥]৫৭

কিন্তু পশ্যতি মিথ্যৈব দিঙ্‌মোহেন্দুবিভাগবৎ।
প্রতিভাসঃ শরীরস্য তদাঽঽপ্রারব্ধসংক্ষয়াৎ ॥৫৮॥
"তস্য তাবদেব চির"মিত্যাদি শ্রুতিরব্রবীৎ।
প্রারব্ধস্যানুবৃত্তিস্তু মুক্তস্যাভাসমাত্রতঃ ॥৫৯॥

বিশেষ ইত্যত আহ—**বোধাত্মো**তি। বদ্ধজনঃ সর্ব্বদা দ্বৈতং পশ্যতি, বিদ্বাংস্তু কদাচিৎ সমাধিব্যতিরিক্তকালে এব ইত্যেকো বিশেষঃ। অপরস্তু বদ্ধজনঃ বোধাত্মব্যতিরেকেণ দ্বৈতং সত্যতয়া পশ্যতি, বিদ্বাংস্তু সত্যতয়া ন পশ্যতি ইত্যত্র হেতুঃ—**চিদন্বয়াদি**তি। সর্ব্বত্র প্রপঞ্চে চিত এব সত্তাপ্রদত্বেন অনুস্যূতত্বজ্ঞানাৎ ইত্যর্থঃ ॥৫৭॥

বিদ্বান্ দ্বৈতং সত্যতয়া ন পশ্যতি ইত্যুক্তম্। কথং পুনঃ পশ্যতি

কিন্তু যদি বিদ্বান্ দ্বৈতদর্শন করেন, তাহা হইলে দিঙ্‌মোহ ও চন্দ্রের বিভাগের ন্যায় মিথ্যাই দেখেন। যেমন লোকসকল পূর্ব্বাদি দিক্‌কে পশ্চিমাদি দিক্ বলিয়া দেখে এবং এক চন্দ্রকে দুই বা বহু বলিয়া দেখে, সেইরূপ অজ্ঞব্যক্তি এক ব্রহ্মকে দেবতা, মনুষ্য, ইত্যাদি নানারূপে দেখে। যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের সম্যক্‌রূপে ক্ষয় না হয়, ততকাল শরীরের প্রতীতি হয় ॥৫৮

[এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] "জ্ঞানীর ততকাল বিলম্ব, যতকাল জ্ঞানী বিমুক্ত না হন, অনন্তর প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে"—ইত্যাদি শ্রুতি ইহা বলিতেছে। জীবন্মুক্ত পুরুষের যে প্রারব্ধকার্য্য শরীরাদির অনুবৃত্তি হয়, তাহা বাস্তবিক নহে, কিন্তু কেবল মাত্র তাহার প্রতীতি হয়। অজ্ঞানের দুইটী শক্তি, আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। জ্ঞান হইলে অজ্ঞানের আবরণশক্তির নাশ হয়, কিন্তু বিক্ষেপশক্তি থাকে। যেমন, কুম্ভকারের চক্রকে ভ্রমণ করাইয়া ছাড়িয়া দিলে কিছুকাল সংস্কারবশতঃ ভ্রমণ করে, আর যেমন ন্যায়াদিমতে

ইত্যত আহ—**কিং স্থিতি**। শুদ্ধাদ্বিতীয়ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চাকারস্য মিথ্যাত্বে দৃষ্টান্তমাহ—**দিঙ্মোহেতি**। প্রাচ্যাদীনাং প্রতীচ্যাদ্যাকারবৎ ইত্যর্থঃ। একস্যৈব ব্রহ্মণো দেবতির্য্যগাদিরূপেণ ভেদস্য মিথ্যাত্বে দৃষ্টান্তম্ আহ—**ইন্দ্বিতি**। যথা একস্যৈব ইন্দোঃ ভেদেন ভানং নেত্রাবষ্টম্ভাদ্যুপাধিবশাৎ তথা একস্যৈব ব্রহ্মণঃ তত্তদুপাধিবশাৎ দেবতির্য্যগাদিরূপেণ ভানম্ ইত্যর্থঃ। নন্থ তত্ত্বসাক্ষাৎকারানন্তরম্ অজ্ঞাননাশেঽপি পুনঃ শরীরপ্রতিভাসাঙ্গীকারে অনির্মোক্ষ এব স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য তস্য অবধিমাহ—**প্রতিভাস** ইতি। তদা জ্ঞানকালেঽপি শরীরস্য প্রতিভাসঃ "আপ্রারব্ধসংক্ষয়াৎ" ইতি মর্য্যাদায়াম্ আঙ, প্রারব্ধসংক্ষয়পর্য্যন্তং। তন্নাশে তু শরীরাদিপ্রতিভাসোঽপি নশ্যতি ইত্যর্থঃ। তদুক্তম্ অভিযুক্তৈঃ—

শাস্ত্রেণ নশ্যেৎ পরমার্থরূপং কার্য্যাক্ষমং নশ্যতি চাপরোক্ষ্যাৎ।
প্রারব্ধনাশাৎ প্রতিভাসনাশ এবং ত্রিধা নশ্যতি চাত্মমায়া ॥১॥

অস্মিন্ অর্থে শ্রুতিং প্রমাণয়তি—**তস্য** ইতি। তস্য জ্ঞানিনঃ তাবদেব তাবৎ পর্য্যন্তমেব চিরং বিলম্বঃ যাবৎ প্রারব্ধকর্ম্মণা ন বিমোক্ষে ন বিমোক্ষ্যতে, অথ প্রারব্ধকর্ম্মবিমোচনানন্তরং সম্পৎস্যে সম্পদ্যতে, লকারপুরুষব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ। জ্ঞানেন অজ্ঞানস্য আবরণশক্তিনাশেঽপি তৎকৃতো বিক্ষেপঃ কিঞ্চিৎকালং চক্রভ্রমণন্যায়েন পরমতে তন্ত্বাদিনাশানন্তরমপি পটাদিবচ্চ অনুবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। তর্হি বিদুষো বদ্ধজনস্যেব শরীরাদিপ্রতিভাসাঙ্গীকারে তৎকৃতসুখদুঃখাদিকর্মাপি স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য তস্য মিথ্যাত্বেন জ্ঞাতত্বাৎ ন দুঃখাদিহেতুত্বম্ ইত্যাহ—**প্রারব্ধস্য** ইতি। প্রারব্ধস্য প্রারব্ধকার্য্যস্য শরীরাদেঃ ইত্যর্থঃ। মুক্তস্য জীবন্মুক্তস্য

তন্তুর নাশ হইলেও বস্ত্রের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ প্রারব্ধবশতঃ শরীরের অনুবৃত্তি হয়। প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ হইলে আর শরীর থাকে না ॥৫৯

সর্ব্বদা মুক্ত এব স্যাৎ জ্ঞাততত্ত্বঃ পুমানসৌ।
প্রারব্ধভোগশেষস্য সংক্ষয়ে তদনন্তরম্ ॥৬০॥
অবিদ্যাতিমিরাতীতং সর্ব্বাভাসবিবর্জ্জিতম্।
আনন্দমমলং শুদ্ধং মনোবাচামগোচরম্ ॥৬১

আভাসমাত্রতঃ প্রতীতিমাত্রাৎ, নতু বস্তুতোঽনুবৃত্তিরস্তি ইত্যর্থঃ। তথা চ সর্পভ্রমানন্তরং রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানবতঃ অতিসাদৃশ্যাৎ রজ্জ্বাঃ সর্পাকারতয়া প্রতীতাবপি ন ভয়কম্পাদিঃ এবং জীবন্মুক্তস্য শরীরাদিপ্রতীতেরপি মিথ্যাত্বেন জ্ঞানাৎ ন দুঃখাদিহেতুত্বম্ ইতি ভাবঃ ॥৫৮।৫৯॥

তত্র হেতুমাহ—**সর্ব্বদা** ইতি। জ্ঞাততত্ত্বঃ পুমান্ সর্ব্বদা সমাধি-কালে তদিতরব্যবহারকালে চ মুক্ত এব। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদিশ্রুত্যা জ্ঞানসমকালমেব মুক্তেঃ সিদ্ধত্বাৎ অতো বিদুষঃ শরীরাদি-প্রতিভাসেঽপি ন দুঃখাদিপ্রসক্তিরিতি ভাবঃ। প্রারব্ধক্ষয়ানন্তরং বিদেহকৈবল্যপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ—**প্রারব্ধে**তি ॥৬০॥

অবিদ্যেতি। "শাস্ত্রেণ নশ্যেৎ" ইত্যাদিশ্লোকোক্তা ত্রিবিধাঽবিদ্যা সৈব তিমিরং বস্তুস্বরূপাচ্ছাদকত্বাৎ তদতীতং নিবৃত্তাবিদ্যকম্ ইত্যর্থঃ। কারণাভাবম্ উক্ত্বা কার্য্যাভাবমপি আহ—**সর্ব্বে**তি। আভাস্যন্তে ইত্যা-ভাসাঃ শরীরাদয়ঃ তদ্বর্জিতম্ ইত্যর্থঃ। অবিদ্যাতিমিরাতীতত্বাদেব অমলম্। সর্ব্বাভাসবিবর্জ্জিতত্বাদেব শুদ্ধম্। অতএব কেবলানন্দরূপম্।

এবংবিধ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বদা অর্থাৎ সমাধিকালে ও ব্যবহারকালে মুক্তই। তাঁহার অবশিষ্ট প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ সম্যকরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সেই অনন্তরস্বরূপ অর্থাৎ দেশকালাতীত ব্রহ্মস্বরূপ—॥৬০

অবিদ্যারূপ অন্ধকারের অতীত, শরীরাদি সর্ব্বপ্রকার আভাস-বিবর্জ্জিত, আনন্দস্বরূপ, নির্ম্মল, শুদ্ধ, মনঃ এবং বাক্যের অবিষয় স্বরূপ—॥৬১

বাচ্যবাচকনির্ম্মুক্তং হেয়োপাদেয়বর্জ্জিতম্।
প্রজ্ঞানঘনমানন্দং বৈষ্ণবং পদমশ্নুতে ॥৬২॥
ইদং প্রকরণং যত্নাজ্ জ্ঞাতব্যং ভগবত্তমৈঃ।
অমানিত্বাদিনিয়মৈর্গুরুভক্তিপ্রসাদতঃ ॥৬৩॥

তস্য অপরিমিতত্বং দর্শয়তি—**মন** ইতি। মনাংসি চ বাচশ্চ মনোবাচঃ তাসাম্ অগোচরম্, অপরিমিতত্বাৎ ইত্যর্থঃ ॥৬১॥

ইদানীং তৎস্বরূপপ্রতিপত্ত্যর্থং শব্দাদ্যন্বেষণব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—**বাচ্যে**-তি। তদ্দশয়াম্ ইষ্টানিষ্টপরিহারার্থং প্রবৃত্ত্যাদিকং বারয়তি—**হেয়ে**-তি। আনন্দস্য অজ্ঞায়মানস্য পুরুষার্থত্বাভাবাদাহ—**প্রজ্ঞানঘনমানন্দ-মি**তি। স্বপ্রকাশতয়া জ্ঞায়মানানন্দরূপমিত্যর্থঃ। প্রজ্ঞানঘনমিত্যনেন ভট্টাদিমতে ইব চিদচিদাত্মকং ন ভবতি কিন্তু কেবলজ্ঞানস্বরূপমেবেতি দর্শিতম্। আনন্দস্বরূপস্য অত্যন্তাভিলষিতত্বাৎ পুনর্ব্বচনম্। "বিষ্‌ল্‌-ব্যাপ্তৌ" ইতি ধাতুনিষ্পন্নত্বাৎ বিষ্ণুশব্দেন ত্রিবিধপরিচ্ছেদরহিতং ব্রহ্ম উচ্যতে। বিষ্ণোরিদং বৈষ্ণবং ব্রহ্মস্বরূপং "রাহোঃ শিরঃ" ইত্যাদিবৎ অভেদেঽপি ভেদোপচারঃ। পদ্যতে ইতি পদম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি ব্রহ্মস্বরূপো ভবতি ইত্যর্থঃ। নতু বিষ্ণোঃ পদং বৈকুণ্ঠাখ্যং লোকং প্রাপ্নোতি, তস্য উপাসনফলত্বেন তত্ত্বসাক্ষাৎকারফলত্বাসম্ভবাৎ। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারস্য "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদিশ্রুত্যা ব্রহ্মৈক্যপ্রাপ্তি-ফলত্বাদিতি ভাবঃ ॥৬২॥

এবং মুমুক্ষুগ্রহার্থং কৃতস্য প্রকরণস্য অর্থগ্রহণপ্রকারমাহ—**ইদম্**

বাচ্যবাচকভাব-বিনির্ম্মুক্ত, ত্যাজ্য ও গ্রহণযোগ্য-ভাব-বিবর্জ্জিত প্রজ্ঞানমূর্ত্তি, আনন্দস্বরূপ বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন ॥৬২

অমানিত্ব-অদম্ভিত্বাদিরূপ (ভগবদ্গীতোক্ত) নিয়মসমূহদ্বারা অর্থাৎ

ইতি। ইদং পঞ্চীকরণবার্ত্তিকরূপং প্রকরণং যত্নাৎ গুরুশুশ্রূষাদিযত্নপূর্ব্বকং জ্ঞাতব্যম্। অথবা জ্ঞাতব্যং মুমুক্ষুভিরিতি শেষঃ। কীদৃশৈঃ গুরুভিঃ জ্ঞাতব্যমিত্যত আহ—**ভগবত্তমৈরি**তি। বেদান্তজন্যজ্ঞানবন্তঃ ভগবন্তঃ তেষাং ভগবদ্রূপত্বাৎ, তত্ত্বসাক্ষাৎকারবন্তস্তু ভগবত্তমাঃ তৈঃ নিমিত্তৈঃ তান্ গুরূন্ কৃত্বেত্যর্থঃ। "গুরুভির্জ্ঞাত্বা গুরূণাং রূপম্" ইত্যাদিদর্শনাৎ। পুনঃ কীদৃশৈঃ ইত্যত আহ—**অমানিত্বাদী**তি। অমানিত্বাদয়ঃ "অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বম্". ইত্যাদিভগবতা উক্তা নিয়মাঃ যেষাং তৈঃ ইত্যর্থঃ। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেব অভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এবংবিধান্ গুরূন্ প্রাপ্য ইত্যর্থঃ। নচ তাদৃশাঃ কৃতকৃত্যতয়া কিমর্থম্ উপদিশন্তীতি বাচ্যম্।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥১॥

ইতি গীতাবচনাৎ তাদৃশা অপি কেবলং কৃপয়া উপদিশন্তীতি ভাবঃ।—**গুরুভক্তিরি**তি। গুর্বী চাসৌ ভক্তিশ্চ গুরুভক্তিঃ, তয়া যঃ প্রসাদঃ গুরূণাম্ অনুগ্রহঃ তস্মাৎ জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ। গুরুষু ভক্তিরিতি বা ॥৬৩॥

জ্ঞানসাধন বিংশতিপ্রকার * উপায়দ্বারা গুরুভক্তির প্রসাদে ভগবত্তমগণকর্ত্তৃক অর্থাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকারসম্পন্ন জ্ঞানিগণকর্ত্তৃক যত্নসহকারে এই পঞ্চীকরণবার্ত্তিকরূপ প্রকরণ গ্রন্থ জানিতে হইবে, অর্থাৎ অভ্যাস করিতে হইবে ॥৬৩

---

* সেই বিংশতি প্রকার সাধন, যথা—অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি আর্জ্জব, আচার্য্যোপাসন, শৌচ, স্থৈর্য্য আত্মবিনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য, অনহংকার, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষের দর্শন, অসক্তি, পুত্রদারগৃহাদিতে অনভিসঙ্গ, ইষ্টানিষ্টলাভে নিত্য সমচিত্ততা, ভগবানে অনন্যাভক্তি, নির্জ্জনদেশে অবস্থিতি, জনসঙ্গে বিরাগ, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন। (গীতা ১৩।৭-১১)

ইমাং বিদ্যাং প্রযত্নেন যোগী সন্ধ্যাসু সর্ব্বদা।
সমভ্যসেদিহামুত্রভোগানাসক্তধীঃ সুধীঃ ॥৬৪॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমৎ-শঙ্করভগবৎ-পূজ্যপাদ-
শিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমৎসুরেশ্বরাচার্য্য-
বিরচিতম্ পঞ্চীকরণবার্ত্তিকম্।

এবং বিশিষ্টগুর্ব্বনুগ্রহাদিদং প্রকরণমর্থতো জ্ঞাত্বা কিং কর্ত্তব্য-মিত্যত আহ—**ইমামি**তি। বিদ্যাং বিদ্যাহেতুভূতমিদং প্রকরণমি-ত্যর্থঃ। উপনিষচ্ছব্দবাচ্যবিদ্যাহেতুবেদান্তবাক্যেষু উপনিষচ্ছব্দবৎ দ্রষ্টব্যম্। **প্রযত্নেনে**তি। লোকবার্ত্তাদিবিঘ্না যথা ন স্যুঃ তথা প্রযত্নং কৃত্বেত্যর্থঃ। সন্ধ্যাসু সায়ংপ্রাতঃসন্ধ্যাসু সমভ্যসেৎ অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বকং জপেদিত্যর্থঃ। তত্র অধিকারিণং দর্শয়তি—**ইহে**তি। বৈরাগ্যং সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যুপলক্ষণার্থম্। সুধীরিতি, শ্রবণমননজন্যজ্ঞানবান্ ইত্যর্থঃ। কৃতশ্রবণমননস্যৈব নিদিধ্যাসনে অধিকারাদিতি ॥৬৪॥

অনয়া পঞ্চীকরণবার্ত্তিকাভরণরূপয়া কৃত্যা।
কৃষ্ণঃ প্রীতো ভবতি বুধাশ্চ তাং সমীক্ষ্য মোদন্তাম্ ॥১॥

ইতি শ্রীপঞ্চীকরণবার্ত্তিকাভরণম্ ॥

এই লোকে বনিতাদি ও পরলোকে স্বর্গাদিভোগসুখে আসক্তিবিহীন ও শ্রবণমননজন্য জ্ঞানশালী যোগী সর্ব্বদা প্রাতঃ ও সায়ং এই উভয় সন্ধ্যায় এই বিদ্যা অর্থাৎ বিদ্যার কারণীভূত এই প্রকরণ গ্রন্থ প্রযত্নসহকারে সম্যগ্‌রূপে অভ্যাস করিবেন অর্থাৎ অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক জপ করিবেন॥৬৪

শ্রীমৎ সুরেশ্বরাচার্য্য বিরচিত পঞ্চীকরণবার্ত্তিকানুবাদ সমাপ্ত ॥

তত্ত্বচন্দ্রিকান্বিতবিবরণাখ্যটীকোপেতম্

পঞ্চীকরণম্ ।

শ্রীমদ্ আনন্দগিরিবিরচিতং বিবরণম্ ।

যদবোধাদিদং ভাতি যদ্বোধাদ্বিনিবর্ত্ততে ॥
নমস্তস্মৈ পরানন্দবপুষে পরমাত্মনে ॥১॥

শ্রীমদ্ রামতীর্থবিরচিত-তত্ত্বচন্দ্রিকা ।

যন্নামরূপজগদুদ্ভবসংপ্রতিষ্ঠা-
সংরোধকারণমনির্ব্বচনীয়শক্তি ।
সচ্চিৎসুখাদ্বয়বপুর্জ্জগতো হিতায়
রামাভিধমুপগতং ভুবি তন্নমামি ॥১॥

যৎপাংসুধূসরিতমস্তকমস্তপাপ-
মজ্ঞানলক্ষণমহাগ্রহযক্ষভূতাঃ ॥
মুক্তা হ্যহংস্ত মাং যযুরজস্রমতীব রম্যং
শ্রীকৃষ্ণতীর্থগুরুপাদযুগং নমামি ॥২॥

জগন্নাথাশ্রমাখ্যা যে গুরবো মে কৃপালবঃ ॥
তানহং বিধিবন্নত্বা করবৈ তত্ত্বচন্দ্রিকাম্ ॥৩॥

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদবিরচিতং পঞ্চীকরণাখ্যং প্রকরণম্ অতিসংক্ষিপ্তম্ অনেকার্থসংগ্রহগম্ভীরম্ অতিবিমলম্ অর্থতঃ প্রকটীচিকীর্ষুঃ

মঙ্গলাচরণ ।

১। যাঁহার বিষয়ে অজ্ঞানবশতঃ এই জগৎ প্রকাশমান হয় এবং যাঁহার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান উদিত হইলে উহা তিরোহিত হয়, ভূমানন্দস্বরূপ সেই পরমাত্মাকে নমস্কার করি ।

আন্দগির্য্যাচার্য্যঃ স্বচিকীর্ষিতস্য অবিঘ্নপরিসমাপ্তয়ে বিশিষ্টশিষ্টাচার-পরিপ্রাপ্তম্ ইষ্টদেবতানমস্কারলক্ষণং মঙ্গলম্ আচরন্ শাস্ত্রস্য বিষয়-প্রয়োজনে দর্শয়তি—**যদবোধাদি**তি।

অয়ম্ অক্ষরার্থঃ। পরমাত্মনে নমঃ ইত্যন্বয়ঃ। তস্য অপ্রসিদ্ধিং বারয়তি—**তস্মৈ** ইতি। সর্ব্বনাম্নঃ প্রসিদ্ধার্থবাচিত্বাৎ, প্রসিদ্ধিশ্চ "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ" (বৃহ, ৪।৪।২২, মাণ্ডূ, ৬) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, তচ্ছব্দ-নির্দ্দিষ্টস্য পরমাত্মনঃ স্বরূপং তটস্থলক্ষণস্বরূপলক্ষণাভ্যাম্ উপলক্ষয়তি—**যদবোধাদিদং ভাতি** ইতি। যস্মিন্ অবোধঃ যদবোধঃ তত্ত্বাবরণ-লক্ষণঃ, তস্মাৎ কল্পিতমিদং ভূতভৌতিকম্ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগদ্ভাতি কেবলং ন যথাপ্রতিভাসস্বরূপমস্তি; রজ্জ্বজ্ঞানাৎ সর্পমালাদণ্ডধারাদি-প্রতীতিবৎ ইত্যর্থঃ। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বেন জগতোঽনির্ব্বচনীয়তাং দর্শয়তি—**যদ্বোধাৎ বিনিবর্ত্ততে** ইতি। এতেন বাধ্যত্বম্ অনির্ব্বচনীয়ত্বম্ ইত্যুক্তং ভবতি। যদ্বিষয়ো বোধো যদ্বোধঃ তস্মাদ্ ব্রহ্মাকারান্তঃ-করণবৃত্তিরূপাৎ ইদং জগৎ সোপাদানং বিনিবর্ত্ততে, বিশেষেণ নিবর্ত্ততে অত্যন্তং সমুচ্ছিদ্যতে ইত্যর্থঃ।

অয়ং ভাবঃ। "ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্" (তৈ ২।১।১) ইত্যাদি-শাস্ত্রাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানং মোক্ষসাধনম্ ইত্যবগম্যতে। তচ্চ কেবলমেব, ন কর্ম্মসমুচ্চিতম্। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া" (মহানারা, ১০। ৫) ইতি সাধনান্তরনিষেধাৎ। মোক্ষশ্চ নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মাত্মনা অবস্থানম্। তথা চ প্রপঞ্চস্য জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বে সতি "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্" ইতি শাস্ত্রম্ অর্থবৎ স্যাৎ, ন অন্যথা। প্রপঞ্চোঽপি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যঃ তদা স্যাৎ, যদি অজ্ঞানমাত্ররূপঃ স্যাৎ। সত্যত্বে তস্য ন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং সংভবতি, বিরোধাভাবাদিতি। তদেবং তটস্থলক্ষণেন সর্ব্বাধিষ্ঠানং সর্ব্বনিষেধাব-ধিভূতং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টম্। তস্যৈব স্বরূপলক্ষণং দর্শয়তি—**পরানন্দে**তি। পরো নিরতিশয়ঃ আনন্দো; বপুঃ স্বরূপং যস্য স তথা। "আনন্দো

পঞ্চীকরণমূলম্।

ওঁপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানি তৎকার্য্যং চ সর্ব্বং বিরাড়্ ইত্যুচ্যতে। (১০)

২। অতীতানেকজন্মসু কৃতসুকৃতপ্রসাদাসাদিতশুদ্ধবুদ্ধিমতাং বিবেকবৈরাগ্যশমদমাদিসাধনসম্পন্নানাং পরিত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মণাং মোক্ষমাত্রম্ আকাঙ্ক্ষতাং তদুপায়ভূতং তত্ত্বজ্ঞানম্ আপাততঃ শ্রুতিমুখাৎ অধিগতমপি সম্যক্ অবাপ্তুম্ ইচ্ছতাম্ অতিলঘুনা উপায়েন কথম্ ইদম্ উৎপদ্যতামিতি মন্বানঃ সন্ আচার্য্যঃ ওঁকার সর্ব্ববেদসারভূতং তথাবিধসম্যগ্‌বোধসমুদয়নিদানং প্রতিলভ্য তদীয়স্বরূপনিরূপণদ্বারা তত্ত্বং নিবেদয়িতুকামঃ তদবয়বভূতম্ অকারম্ অবতারয়ন্ অধ্যারোপাপবাদন্যায়ম্ অনুসরন্ প্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থং প্রথমং স্থূলপ্রপঞ্চম্ উপন্যস্যতি—**পঞ্চীকৃতেতি** ।২

ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (তৈঃ ৩।৬।১) ইতি শ্রুতেঃ। অত্র আনন্দশব্দঃ সত্যাদীনামপি উপলক্ষণার্থঃ ।১

২। ননু নমস্কর্ত্তুঃ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বাৎ কথং ব্রহ্ম নমস্কার্য্যমিতি চেৎ ?

ওঁকারের স্বরূপনির্ণয়পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের জন্য
অধ্যারোপ অপবাদ ন্যায়ে স্থূলসৃষ্টিবর্ণন।

২। অতীত বহুজন্ম ধরিয়া পুণ্যানুষ্ঠান করায় যাঁহাদের অন্তঃকরণবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, বৈরাগ্য এবং শমদমাদি সাধনসম্পত্তির দ্বারা যাঁহারা বিভূষিত হইয়াছেন, যাঁহারা জীবনযাত্রার অতিরিক্ত সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা একমাত্র মোক্ষেরই কামনা করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা মোক্ষের সাধনভূত তত্ত্বজ্ঞান শ্রুতি হইতে আপাতত অবগত হইয়াও

নায়ং দোষঃ। কারণত্বাক্রান্তস্য নমস্কার্য্যত্বাদিতি। পরমাত্মন ইতি আত্মনঃ পরমত্বনির্দ্দেশেন ব্রহ্মাত্মৈক্যলক্ষণো বিষয়ো দর্শিতঃ। **যদ্বোধাদ্বি-নিবর্ত্তত** ইতি প্রয়োজনম্ অজ্ঞাননিবৃত্তিলক্ষণং দর্শিতম্। সম্বন্ধাধি-কারিণৌ অর্থাৎ বোদ্ধব্যৌ। তত্র অধিকারিস্বরূপনিরূপণপুরঃসরং গ্রন্থস্য পাতনিকাম্ আহ—**অতীতানেকে**ত্যাদিনা।

অয়ম্ অর্থঃ। অনাদ্যবিদ্যাকল্পিতসংসারবাসনাবাসিতান্তঃকরণানাম্ "অহং কর্ত্তা ভোক্তা" ইতি অভিমন্যমানানাং স্বর্গনরকসুখদুঃখম্ অনুভবতাং পূর্ব্বপূর্ব্বভোগবাসনয়া প্রবৃত্তিমার্গরতানাং জীবানাং কথং নিবৃত্ত্যুন্মুখত্বং ভবিতুম্ অর্হতি ইত্যাশঙ্ক্যাহ—**অনেকজন্মে**তি। যদ্যপি কর্ম্মানুষ্ঠানং ততঃ ফলভোগঃ পুনস্তদ্বাসনয়া কর্ম্মানুষ্ঠানম্ অবিরতিঃ কর্ম্মমার্গাৎ, তথাপি বহুজন্মাসাদিত-যাদৃচ্ছিক-পুণ্যপুঞ্জপরিপাকবশাৎ কস্মিংশ্চিৎ জন্মনি নিবৃত্ত্যুন্মুখতাঽপি স্যাৎ। ততঃ অনেকজন্মসু নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মমাত্রম্ অনুতিষ্ঠন্তি, তেন অনেকজন্মসু কৃতেন সুকৃতেন প্রসাদাসাদিতা বুদ্ধেঃ অন্তঃকরণস্য বৃত্তেঃ শুদ্ধিঃ যৈঃ তে তথা, তেষাম্। পুনঃ কথংভূতানাম্? বিবেকাদিসম্পন্নানাম্। তত্র বিবেকো নাম নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ; স চ ব্রহ্মৈব নিত্যং, ততোঽন্যৎ সকলম্ অনিত্যম্ ইত্যেবমাকারঃ, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ, ২।১।১) "অজো অনিত্যঃ শাশ্বতঃ"

তাহা সম্যক্‌রূপে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে অতি সহজ উপায়ে কিরূপে সেই জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে এই মনে করিয়া, সকল বেদের সারস্বরূপ ওঁকারই তাদৃশ সম্যক্ জ্ঞানের আদি কারণ—ইহা জানিয়া আচার্য্য (শঙ্কর) সেই ওঁকারের স্বরূপনির্ণয়পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিয়া সেই ওঁকারের অবয়বস্বরূপ অর্থাৎ তাহার একদেশ অকারের অবতারণা করিয়া বুঝিবার সুবিধার জন্য অধ্যারোপ-অপবাদন্যায়ানুসারে প্রথমে স্থূলপ্রপঞ্চের কথা **পঞ্চীকৃত** ইত্যাদি বাক্যদ্বারা উপন্যাস করিতেছেন।২

(কঠ, ২।১৮ মা, ২।২০) "নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃহ, ৩।২৮), "নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন" (বৃহ, ৪।৪।১৯। কঠ, ৪।১১), "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি" (ছা, ৭।২৪।১), "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" [ছা, ৬।১।৪] ইত্যাদিবাক্যপর্য্যালোচনয়া উৎপদ্যতে। বৈরাগ্যং তু "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" [বৃহ, ২।৪।৬] "তদ্ যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেব অমুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" (ছা, ৮।১।৬) ইত্যাদিশ্রুতিপর্য্যালোচনয়া উৎপদ্যতে। ততঃ "শান্তো দান্তঃ" [বৃহ ৪।৪।২৩) ইত্যাদিবাক্যালোচনয়া শমাদিঃ উৎপদ্যতে। তত্র শমঃ অন্তঃকরণনিগ্রহঃ। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। আদিশব্দাৎ উপরতিতিতিক্ষাসমাধানশ্রদ্ধাঃ সংগৃহ্যন্তে।

সাধনসম্পত্ত্যভিব্যঞ্জকমাহ—**পরিত্যক্তে**তি। পরিতঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যক্তানি সকলানি লৌকিকানি যাদৃচ্ছিকদেহযাত্রাতিরিক্তানি বৈদিকান্যপি আবশ্যকাতিরিক্তানি যৈঃ তে তথা তেষামিতি যাবৎ। কথম্ এতাবতা মোক্ষশাস্ত্রে প্রবৃত্তিঃ? প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষাভাবাৎ। প্রয়োজনম্ আকাঙ্ক্ষন্ হি প্রবর্ত্ততে প্রেক্ষাবান্, অত আহ—মোক্ষমাত্রম্ আকাঙ্ক্ষতাম্ ইতি। মাত্রশব্দঃ কামনান্তরশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ।

নন্থ মাত্রশব্দেন ন কামনান্তরব্যাবৃত্তিঃ, তত্ত্বজ্ঞানম্ অবাপ্তুম্ ইচ্ছতাম্ ইত্যনেন বিরোধাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাপি মোক্ষোপায়ত্বেন ইচ্ছাবিষয়ত্বাৎ ন কামনান্তরত্বম্ ইত্যাহ—**তদুপায়ভূতমি**তি। নন্থ "এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্" (বৃহ, ৪।৫।১২) ইতিশ্রুতেঃ তত্ত্বজ্ঞানস্যৈব ফলত্বাবগমনাৎ ন তস্য মোক্ষোপায়তা ইতি চেৎ? উচ্যতে। দুঃখনিবৃত্ত্যানন্দাবাপ্তী পুরুষার্থৌ, ন তত্ত্বজ্ঞানং তয়োঃ অন্যতরৎ। তস্য কার্য্যরূপস্য অনিত্যত্বেন তদযোগাৎ। পরিশেষাৎ তত্ত্বজ্ঞানস্য ফলসাধনত্বমেব। অমৃতত্বশব্দপ্রয়োগস্তু জীবনসাধনে লাঙ্গলাদৌ জীবনশব্দপ্রয়োগবৎ ন অনুপপন্নঃ। তথা চ উপায়াপেক্ষায়াঽপি উপেয়ার্থেতি ন মাত্রপদবৈয়র্থ্যমিতি।

তত্ত্বজ্ঞানস্য মোক্ষোপায়ত্বং কুতঃ অবগতমিতি তত্রাহ—**শ্রুতিমুখাদি**তি। "যদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" (মুণ্ড ২।২।৭) "বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" (ঈশ ১১) "তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (মুণ্ড ২।২।৮) ইত্যাদিশ্রুতিমুখাৎ ইত্যর্থঃ। তর্হি প্রাপ্তমেব তত্ত্বজ্ঞানং শ্রুতিমুখাৎ, কুতস্তদিচ্ছা ইতি তত্রাহ—**আপাতত** ইতি। বিচারং বিনা সামান্যতঃ অধিগতমিত্যর্থঃ। নহু এতাদৃশানাম্ অধিকারিণাং তত্ত্বনির্ণয়প্রধানং শারীরকমেব ব্যাখ্যেয়ম্। কিম্ অপূর্ব্বপঞ্চীকরণনির্ম্মাণেন ? ইত্যত আহ—**অতিলঘুনা উপায়েনে**তি। মন্বানো বিচারয়মাণঃ। সিদ্ধার্থমাহ—**ওঁকারমি**তি। ওঁকারং প্রতিলভ্য ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। অতিবিস্তৃতগম্ভীরে ভাষ্যে বহুবাদিবিসম্বাদনিরাসপটীয়সি অলসপ্রায়াধিকারিণঃ ন ব্যুৎপাদয়িতুং শক্যাঃ। অতঃ সার্থক এব পঞ্চীকরণারম্ভ ইত্যভিপ্রায়ঃ। **তথাবিধে**তি। মোক্ষোপায়ভূতস্য বোধস্য সমুদয়ঃ সম্যগ্ অনায়াসেন উদয়ঃ উৎপত্তিঃ তস্য নিদানং সমীচীনং কারণমিত্যর্থঃ। সম্যক্ত্বং চ জ্ঞানস্য নিরতিশয়ফলহেতুত্বাৎ। নতু বেদার্থবিচারস্যৈব তথাবিধজ্ঞানোপায়ত্বাৎ বেদ এব ব্যাখ্যেয়ঃ, ন প্রণব ইত্যত আহ—**সর্ব্ববেদসারভূতমি**তি। ওঁকারো হি সর্ব্ববেদসারভূতঃ সর্ব্ববাগ্ব্যাপকত্বাৎ সর্ব্বাত্মকত্বাচ্চ। তথা চ শ্রুতয়ঃ "তদ্ যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃন্নানি এবম্ ওঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃন্না" (ছাঃ ২।২৩।৪) ইতি। তথা "ওঁ ইত্যেতৎ অক্ষরমিদং সর্ব্বং, তস্য উপব্যাখ্যানম্" (ছাঃ ১।১।১) "ভূতং ভবৎ ভবিষ্যৎ ইতি সর্ব্বমোঙ্কার এব" (মাণ্ডূ ১) ইত্যাদ্যাঃ। স্মৃতিরপি "বেদঃ প্রণব এব অয়ম্" ইত্যাদিকা। তথা চ ওঙ্কারনিরূপণমেব সর্ব্ববেদার্থনিরূপণমিত্যর্থঃ। নহু তত্ত্বজ্ঞানম্ ইচ্ছতাং তন্নির্ণায়কমহাবাক্যনিরূপণম্ উচিতং ন প্রণবনিরূপণম্ অত আহ—**তদীয়স্বরূপনিরূপণদ্বারা তত্ত্বং নিবেদয়িতুকাম** ইতি। প্রণবস্বরূপে অর্থতো নিরূপিতে মহাবাক্যমেব অর্থতো নিরূপিতং

৩। অস্য অয়মর্থঃ। আকাশবায়ুতেজোঽম্বন্নানি ভূতানি ভবেদিত্যর্থঃ। নমু ব্রহ্মাত্মৈক্যং বিচারবিষয়ঃ। স চ বাক্যার্থঃ, ন পদার্থঃ, বাক্যং চ অনেকপদাত্মকম্। তথা চ প্রণবস্য বর্ণত্রয়াত্মকত্বেন পদত্বাৎ ন বাক্যতা। অতো ন তন্নিরূপণেন বাক্যার্থো নিরূপ্যেত ইতি? তন্ন। প্রণবস্যাপি বাক্যত্বাৎ। ন বর্ণসমূহঃ পদমিতি পদলক্ষণং, বাক্যে ব্যভিচারাপত্তেঃ। কিন্তু প্রত্যেকং সম্ভূয় বা বাক্যাংশবোধকো বর্ণঃ পদমিতি তল্লক্ষণম্। অন্যথা একাক্ষরাণাম্ অর্থবাচকানাং পদত্বং ন স্যাৎ। স্মর্য্যতে হি "অকারো বাসুদেবঃ স্যাৎ" ইত্যভিধানম্। অতো ন বর্ণসমূহঃ পদমিতি। তথাচ অকারাদীনামপি পদত্বাৎ তৎসমুদায়াত্মকস্য প্রণবস্য বাক্যত্বং ন অনুপপন্নমিতি ভাবঃ।

নমু পদার্থাবগতিপূর্ব্বিকা বাক্যার্থাবগতিঃ। অতঃ পদার্থো বর্ণনীয়ঃ ইত্যত আহ—**তদবয়বভূতম্ অকারমি**তি। তস্য প্রণবস্য অবয়বভূতম্ ইত্যর্থঃ। বাক্যার্থো হি অদ্বিতীয়ব্রহ্মস্বরূপম্। অতস্তদবগমায় তদবয়বো নিরূপণীয়ঃ, কিং প্রপঞ্চোপন্যাসেন ইত্যত আহ—**অধ্যারোপে**তি। বস্তুনি অবস্ত্বারোপঃ অধ্যারোপঃ। অধ্যারোপিতস্য অধিষ্ঠানমাত্রপর্য্যবশেষণম্ অপবাদঃ। অপবাদস্য প্রতিষেধরূপত্বাৎ তস্য চ প্রাপ্তিপূর্ব্বকত্বাৎ, তদর্থম্ অধ্যারোপস্য প্রাথম্যম্। তথা চ তদবয়বনিরূপণায় প্রপঞ্চোপন্যাস ইতি ভাবঃ। ত্রয়াণাং বর্ণানাং প্রণবাবয়বত্বে সমানে কিমিতি অকারার্থঃ প্রথমতঃ নিরূপ্যতে? তত্রাহ—**প্রতিপত্তিসৌকর্য্যে**তি। স্থূলপ্রপঞ্চস্য প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধত্বেঽপি ন তস্য অবিদ্যাত্মকতা প্রসিদ্ধা। অবিদ্যাত্মকত্বানুপপাদনে চ তস্য ন জ্ঞানেন অপবাদঃ সম্ভবতি। অতঃ তন্নিরূপণায়ৈব স্থূলপ্রপঞ্চোপন্যাস ইতি ভাবঃ।২

৩। "পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানি" ইতি পদং ব্যাচষ্টে। **অস্য অয়মর্থ**

সূক্ষ্মভূতপঞ্চকের উৎপত্তি ও স্থূলতাপ্রাপ্তি।

৩। ইহার অর্থ এইরূপ—আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ্ ও পৃথিবী—

তাবৎ অবিদ্যাসহায়াৎ পরস্মাৎ আত্মনঃ সকাশাৎ অনুক্রমেণ জাতানি। তানি চ অতিসূক্ষ্মাণি ব্যবহারাক্ষমাণি ইতি তদীয়-স্থৌল্যাপেক্ষায়াং কল্পিতব্যবহর্ত্তৃপ্রাণিনিকায়ব্যবহারনির্ব্বাহক-তদীয়ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মককর্ম্মাপেক্ষয়া তান্যেব পঞ্চীকৃতানি স্থূলানি ভবন্তি।৩

ইতি। স্থূলভূতানাং পঞ্চীকৃতত্বম্ উপপাদয়িতুং তৎকারণভূতানাং সূক্ষ্মভূতানাম্ উৎপত্তিং দর্শয়তি—**আকাশে**তি। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১।১) ইতি শ্রুতিসিদ্ধা ইয়ং সৃষ্টিঃ উচ্যতে। অন্নশব্দঃ পৃথিবীবাচকঃ। "পৃথিবী বাঽন্নম্" (তৈঃ ৩।৬) ইতি শ্রুতেঃ। কথং শুদ্ধস্য আত্মনঃ জগৎকারণত্বম্ ইত্যত আহ—**অবিদ্যাসহায়াদি**তি। অনুক্রমস্তু শ্রুতিসিদ্ধঃ। তেষাং স্বরূপমাহ—**অতিসূক্ষ্মাণি** ইতি। অতি-সূক্ষ্মাণি অগোচরাণি অত এব ব্যবহারাক্ষমাণি। তানি যদা পঞ্চীকৃতানি ভবন্তি তদা স্থূলানি ভবন্তি ইত্যন্বয়ঃ। তেষাং কিং পঞ্চীকরণম্ অকস্মাদেব? ন ইত্যাহ—**কর্ম্মাপেক্ষয়ে**তি। তৎ কিং স্পন্দনাত্মকমেব অপেক্ষ্যম্? ন ইত্যাহ—**ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মকে**তি। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ আত্মা স্বরূপং যস্য তৎ তথা। ব্যবহারনির্ব্বাহক-ইতি কর্ম্মণঃ পঞ্চীকরণোৎপাদনে যোগ্যতা উক্তা। সূক্ষ্মাণাম্ অব্যবহার্য্যত্বাদ্ ব্যবহারান্যথাঽনুপপত্ত্যা পঞ্চীকরণং কল্প্যমিতি ব্যবহারপদেন প্রমাণমপি সূচিতমিতি ভাবঃ। ব্যবহারো ব্যবহর্ত্তৃ-সাধ্যঃ। ন চ ব্যবহর্ত্তা অদ্বৈতমতে অস্তি, তত্রাহ—**কল্পিতব্যবহর্ত্তৃ**-

---

এই পঞ্চভূত অবিদ্যাসহকারী পরমাত্মা হইতে যথাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে; সেইগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ায় ব্যবহারের অযোগ্য; কিন্তু কল্পিত-ব্যবহার কর্ত্তা অনাদি অবিদ্যাকল্পিত ব্যবহারিক জীবরূপ প্রাণি-নিচয়ের ব্যবহার যাহাদ্বারা সাধিত হয়, সেই ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপ কর্ম্মের প্রভাবে পঞ্চীকৃত হইয়া তাহারা স্থূলভাব প্রাপ্ত হয়।৩

৪। তানি চ প্রত্যেকং দ্বৈবিধ্যম্ আপদ্যন্তে। তত্র চ একৈকং ভাগং প্রবিহায় অপরেষু ভাগেষু একৈকশঃ চাতুর্বিধ্যে সিদ্ধে সতি তত্তদাত্মীয়ম্ অর্দ্ধভাগং পরিত্যজ্য ইতরেষু ভাগেষু একৈকস্য ভাগস্য অনুপ্রবেশে কৃতে সতি প্রত্যেকং ভূতানি পঞ্চতাম্ আপন্নানি পঞ্চীকৃতানি ইত্যুচ্যন্তে। তেষু চ "বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ" (ব্রহ্মসূত্র ২।৪।২২) ইতি ন্যায়েন ব্যবহারাসঙ্করশ্চ সিদ্ধ্যতি ।৪।

প্রাণীতি। নিকায়ঃ সমূহঃ। অনাদ্যবিদ্যাবাসনাপরিকল্পিতা ব্যাবহারিকা জীবা ব্যবহর্ত্তারঃ ইতি ন অনুপপন্নং কিঞ্চিদিতি ভাবঃ ।৩।৪। **তানি চ ইত্যাদি উচ্যন্তে** ইত্যন্তো গ্রন্থঃ স্পষ্টঃ। কথং তর্হি ভূতানাং পঞ্চাত্মকত্বে সমানে ব্যবহারাসাঙ্কর্য্যম্? অত আহ—**তেষু**

পঞ্চীকরণের প্রকার ও স্থূলভূতের নামকরণ।

৪। তাহারা প্রত্যেকে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এক এক ভাগ পরিত্যাগ করিয়া অপর অংশ গুলিকে একৈকশ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া সেই সেই স্বীয় অর্দ্ধভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য অংশগুলির এক এক ভাগের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিলে প্রত্যেকেই পঞ্চভাব প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চীকৃত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক ভূতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগের অর্দ্ধ অংশ রাখিয়া অপর অর্দ্ধ অংশগুলিকে সমান চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের চারিটি করিয়া একাষ্টমাংশ উৎপন্ন হইবে। তাহার পর স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অপর চারিটি ভূতের এক একটি করিয়া চারিটি একাষ্টমাংশ যুক্ত হইলে এক পূর্ণ পঞ্চীকৃত ভূত সৃষ্টি হইবে। এইরূপে যদিও প্রত্যেক ভূতে প্রত্যেকের অংশ বিদ্যমান রহিল, তথাপি 'বিশিষ্টতা বা আধিক্যবশতঃই সেইরূপ ব্যবহার করা হয়' এই ব্রহ্মসূত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে ব্যবহারের কোন গোলযোগ

৫। ন চ পঞ্চীকরণম্ অপ্রমাণকমিতি বক্তুং যুক্তম্। ভূতত্রয়সর্গশ্রুতৌ ভূতপঞ্চকসর্গাঙ্গীকারবৎ ত্রিবৃৎকরণশ্রুতৌ পঞ্চীকরণাঙ্গীকারাৎ।৫

চেতি। বৈশেষ্যাদ্ ভাগস্য আধিক্যাৎ তদ্বাদঃ 'পৃথিবী জলম্' ইত্যাদি-ব্যবহারঃ ইত্যর্থঃ। বীপ্সা স্থত্রে অধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা। তথা চ ন ব্যবহার-সঙ্করঃ ইত্যর্থঃ।৪

৫। পঞ্চীকরণপ্রতিপাদকশ্রুত্যাদিপ্রমাণাভাবে কথং পঞ্চীকরণং সিদ্ধবৎ উপন্যস্যতে ইত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—**ন চেত্যাদি**........ **তানি চ** ইত্যন্তঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন। ভূতত্রয়সর্গশ্রুতৌ ভূতপঞ্চকসর্গোপ-লক্ষণতাং সিদ্ধবৎকৃত্য তদ্দৃষ্টান্তেন ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ পঞ্চীকরণোপলক্ষণ-পরতামাহ—**ভূতত্রয়ে**তি। ভূতত্রয়সৃষ্টিশ্রুতেঃ ভূতপঞ্চকোপলক্ষণতা যুজ্যতে, ন ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ পঞ্চীকরণোপলক্ষণতা।৫

হয় না। অর্থাৎ যদিও প্রত্যেক ভূতে পঞ্চভূতেরই অংশ আছে, তথাপি প্রত্যেকের মধ্যে প্রত্যেকের সমানাংশ নাই; একটির অংশ অধিক ও অপর গুলির অংশ নূন ও সম—এই আধিক্য অনুসারেই ইহারা পরস্পর পৃথক্ থাকে। স্থূল আকাশের মধ্যে পঞ্চভূতেরই অংশ আছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে আকাশের অংশ অৰ্দ্ধেক ও অপর গুলির পরিমাণ একাষ্টমাংশ। সুতরাং আকাশের পরিমাণ অধিক থাকায় অন্যভূতের ব্যবহারের সহিত উহার ব্যবহার মিশিয়া যায় না।৪

পঞ্চীকরণ শ্রুতিসম্মত।

৫। আর এই পঞ্চীকরণের নিয়ম যে অপ্রমাণ, তাহাও বলা যায় না; কারণ, ভূতত্রয়ের সৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিতে পঞ্চভূতের সৃষ্টি যেরূপ অঙ্গীকার করা যায়, তদ্রূপ ত্রিবৃৎকরণবিষয়ক শ্রুতিতে পঞ্চীকরণও অঙ্গীকার করা হয়।৫

৬। নন্বু ভূতত্রয়স্থষ্টিশ্রুতৌ ব্রহ্মণঃ সচ্ছব্দিতস্থ অদ্বিতীয়ত্ব-সিদ্ধ্যর্থং স্থষ্টিপরিপূর্ত্তয়ে চ ভূতদ্বয়ম্ অশ্রুতমপি শ্রুত্যন্তরম্ আশ্রিত্য গুণোপসংহার-ন্যায়েন (ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।২) উপ-সংহর্ত্তব্যম্। ত্রিবৃৎকরণশ্রুতৌ তু পঞ্চীকরণোপলক্ষণে ন কারণম্ অস্তি ইতি চেৎ ? ন। ছান্দোগ্যে ভূতপঞ্চকস্থষ্টি-বিবক্ষায়াং পুনঃ ত্রিবৃৎকরণব্যপদেশস্থ পরিসংখ্যার্থত্বে প্রকরণ-বিরোধপ্রসঙ্গাৎ।৬

৬। প্রমাণাভাবাদ্ ইত্যাশঙ্কতে—**নন্বু ভূতত্রয়েতি**। তু-শব্দস্থচিতং বৈষম্যম্ উপপাদয়তি—**ব্রহ্মণ** ইতি। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যারভ্য "তৎ সত্যং স আত্মা" (ছান্দোগ্য ৬।২।১) ইতি উপসংহারাৎ সৎ-শব্দিতং ব্রহ্ম, তস্মাদ্ ব্রহ্মণো ভূতদ্বয়ানুৎপত্তৌ ন অদ্বিতীয়তা তস্থ সিদ্ধ্যেৎ। কার্য্যকারণয়োঃ অভেদেন খলু অদ্বিতীয়তা উপপদ্যতে এতদ্

পঞ্চীকরণের শ্রৌতত্বে আপত্তি ও তাহার নিরাস।

৬। যদি বল—শ্রুতিতে যেথানে তেজ অপ্ ও পৃথিবী এই তিন ভূতের স্থষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তথায় 'সৎ' শব্দবাচ্য ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব-সাধনের নিমিত্ত এবং স্থষ্টিক্রম পরিপূর্ণ করিবার জন্য অন্য দুইটি ভূতের কথা না থাকিলেই অপর শ্রুতি অবলম্বনে 'গুণোপসংহার' নিয়ম অনু-সারে তাহাদেরও সমন্বয় করা উচিত। কিন্তু ত্রিবৃৎকরণ সম্বন্ধে যে শ্রুতিবাক্য আছে, তাহা যে পঞ্চীকরণের উপলক্ষণ হইবে, অর্থাৎ ত্রিবৃৎকরণ বিষয় সম্বন্ধে বলায় পঞ্চীকরণও যে শ্রুতির অভিপ্রেত—এরূপ মনে করিবার ত কোন কারণ নাই ? তদুত্তরে বলিব যে, না এরূপ বলিতে পারা যায় না ; কারণ, ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চভূত স্থষ্টিই বিবক্ষিত ; পুনরায় যদি তথায় ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতি পঞ্চীকরণ-নিবৃত্তির জন্য বলা হয়, তাহা হইলে প্রকরণবিরোধ দোষ উপস্থিত হয়।৬

উক্তম্—**অদ্বিতীয়ত্বসিদ্ধ্যর্থমি**তি। **সৃষ্টিপরিপূর্ত্তয়ে** ইতি। জগদন্তঃপাতিনোঃ বায়্বাকাশয়োঃ ব্রহ্মকার্য্যত্বেন ব্রহ্মণো জগৎসৃষ্টিঃ পরিপূর্য্যতে, সকলজগৎকারণত্বপ্রতিপাদকশ্রুতিবিরোধাৎ ইত্যর্থঃ। চকারো হেতুসমুচ্চয়ার্থঃ।

নমু ছান্দোগ্যে (৬।৩) ভূতত্রয়স্যৈব উৎপত্তিশ্রবণাৎ অশ্রুতং ভূতপঞ্চককল্পনম্ অযুক্তং, শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ ইত্যত আহ—**ভূতদ্বয়ম্ অশ্রুতমপি** ইতি। **গুণোপসংহারে**তি। সকলশাখাপ্রত্যয়ম্ একং কর্ম্মেতি প্রতিপাদনাৎ, একস্যামেব শাখায়াং চাতুর্হোত্রকর্ম্মপ্রতিপত্ত্যসিদ্ধেঃ যথা শাখান্তরম্ আশ্রিত্য তদুপসংহারঃ, তথা ইহাপি শাখান্তরম্ আশ্রিত্য ভূতদ্বয়সর্গোপসংহারঃ ইতি। তথা চ ন অশ্রুতকল্পনা, শাখান্তরে শ্রুতত্বাৎ। নাপি শ্রুতহানিঃ, পঞ্চকসর্গেঽপি শ্রুতস্য ত্রিসর্গস্য অপরিত্যাগাৎ ইত্যর্থঃ।

এবং ভূতত্রয়সৃষ্টিশ্রুতেঃ ভূতপঞ্চকসর্গোপলক্ষণে প্রমাণম্ অভিধায় ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ পঞ্চীকরণোপলক্ষণে ন প্রমাণম্ ইত্যাহ—**ত্রিবৃৎকরণ**-ইতি।

অয়মাশয়ঃ। ত্রিবৃৎকরণং তু সাক্ষাৎ শ্রূয়তে ন পঞ্চীকরণং, তাদৃশশ্রুত্যাস্বভাবাৎ। নমু সূক্ষ্ময়োঃ বায়ুনভসোঃ অব্যবহার্য্যত্বাৎ তদীয়স্থৌল্যস্য চ ভূতান্তরানুপ্রবেশাভাবে অভাবাৎ ব্যবহারান্যথাঽনুপপত্ত্যা পঞ্চীকৃতিঃ কল্প্যতে ইতি চেৎ? **ন**। তস্য অন্যথাপি উপপত্তেঃ। সূক্ষ্মাণামপি পরমাণূনাং ব্যবহার্য্যত্বাৎ। তেষাং প্রত্যক্ষব্যবহারো নাস্তি ইতি চেৎ? তৎ ইহাপি তুল্যং, বায়্বাকাশয়োঃ অপ্রত্যক্ষত্বাৎ। অতো ন পঞ্চীকরণোপলক্ষণে প্রমাণমিতি। কিম্ এতচ্চোদ্যং ভূতত্রয়সর্গশ্রুতেঃ ভূতপঞ্চকসর্গোপলক্ষণত্বম্ অনঙ্গীকুর্ব্বত উত অঙ্গীকুর্ব্বত ইতি বিকল্প্য বাক্যৈকবাক্যতয়া সকলসর্গপ্রতিপাদকশ্রুতীনাং ব্রহ্মণি সমন্বয়াভাবপ্রসঙ্গাৎ ন আদ্যঃ ইত্যাহ—**ন** ইতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—**ছান্দোগ্যে**তি। **পরিসংখ্যার্থত্ব** ইতি। "অপপরিবর্জ্জনে" (পাঃ সূত্র ১।৪।৮৮) ইতি সূত্রাৎ

৭। কিং চ নভোনভস্বতোরপি পৃথিব্যাদিষু স্থূলৌ ভাগৌ শব্দস্পর্শৌ শ্রোত্রেণ ত্বচা চ উপলভ্যেতে। "পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ" (গী, ১৩।৫) ইত্যত্র স্থূলানি ভূতানি ইন্দ্রিয়গোচরশব্দেন ব্যাখ্যাতানি ভগবতা ভাষ্যকৃতা। ন চ শব্দস্পর্শয়োঃ স্থৌল্যং ভূতান্তরানুপ্রবেশাৎ ঋতে সিদ্ধ্যতি ॥৭

পঞ্চীকরণনিবৃত্ত্যর্থত্বে ইত্যর্থঃ। **প্রকরণবিরোধেতি**। ছান্দোগ্যে উপলক্ষিতভূতপঞ্চকসৃষ্টিং প্রক্রম্য ত্রিবৃৎকরণমাত্রপ্রতিপাদনে প্রকরণবিরোধ ইত্যর্থঃ। ন পঞ্চীকরণে প্রমাণাভাবঃ, ব্যবহারান্যথাঽনুপপত্তেরেব প্রমাণত্বাৎ। নচ পরমাণুব্যবহারবৎ তস্য ব্যবহারঃ স্যাদিতি বাচ্যম্। "স্থূলো বায়ুঃ ব্যাপ্তং নভঃ" ইতি ব্যবহারস্য তদ্বিলক্ষণত্বাৎ। নভোনভস্বতোঃ ভূতান্তরানুপ্রবেশে রূপাদিমত্তয়া উপলম্ভপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ? তর্হি ত্রিবৃৎকরণপক্ষে অপ্তেজসোঃ গন্ধবত্তয়া উপলম্ভপ্রসঙ্গ ইতি তুল্যম্। অথ পৃথিব্যংশস্য অল্পত্বাৎ ইতরাংশস্য আধিক্যাৎ নাতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ? তুল্যম্ অন্যত্রাপি অভিনিবেশাদিতি। ন চ নভোনভস্বতোঃ অপ্রত্যক্ষতা, প্রত্যক্ষগুণকত্বাৎ। ন চ বাতানীতগন্ধাশ্রয়ে ব্যভিচারঃ, তস্য কদাচিৎ তজ্জাতীয়প্রত্যক্ষোপপত্তেঃ ইতি নাবদ্যং কিঞ্চিৎ।৬

৭। ইতোঽপি পঞ্চীকরণম্ অভ্যুপেয়ম্ ইত্যাহ—**কিঞ্চেতি**। কথং

পঞ্চীকরণসিদ্ধিতে যুক্তি।

৭। অধিক কি, পৃথিবী আদি ভূতমধ্যে শ্রোত্র ও ত্বক্‌দ্বারা আকাশ ও বায়ুর অংশ উপলব্ধ হইয়া থাকে। "পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ" "অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়সমূহ" ভগবদ্গীতার এই অংশটুকুর ব্যাখ্যাকালে "ইন্দ্রিয়গোচর" অর্থে ভাষ্যকার স্থূলভূতই অর্থ করিয়াছেন। আর যদি অন্য ভূতের অংশের যোগ না থাকে, তাহা হইলে শব্দ ও স্পর্শের স্থূলতা সিদ্ধ হইতে পারে না।৭

৮। তানি চ এতানি পঞ্চীকৃতানি পঞ্চসংখ্যকানি ভূতানি স্বকার্য্যব্যাপিত্বাৎ মহান্তি চ ব্যপদিশ্যন্তে। তেষাং চ কার্য্যম্ অন্তঃকরণপ্রাণসমষ্টীনাম্ ইন্দ্রিয়সমষ্টীনাং চ গোলকাদিভেদ-ভিন্নম্ আধিদৈবিকং ব্রহ্মাণ্ডম্ আধ্যাত্মিকম্ আধিভৌতিকং চ তত্তৎ উচ্চাবচপরিচ্ছিন্নং শরীরভেদজাতম্ ॥৮

শব্দস্পর্শয়োঃ নভোনভস্বৎস্থূলভাগতা ইতি তত্রাহ—**পঞ্চ চেন্দ্রিয়-গোচরা** ইতি। কথং ভাষ্যকারৈঃ ইন্দ্রিয়গোচরশব্দেন স্থূলানি ভূতানি ব্যাখ্যাতানীতি চেৎ, ? কার্য্যকারণয়োঃ অভেদাভিপ্রায়েণ ইতি ক্রমঃ। ন কার্য্যকারণয়োঃ পরমার্থতো ভেদোঽস্তি, সর্ব্বস্য ভেদমাত্রস্য অগ্রে নিরাকরিষ্যমাণত্বাৎ। নমু—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ (গীঃ ১৩।৫)

ইত্যত্র মহাভূতশব্দেন এব স্থূলভূতানাম্ উক্তত্বাদ্ ইন্দ্রিয়গোচরশব্দেন পুনঃ মহাভূতব্যাখ্যানে পৌনরুক্ত্যাপাত ইতি চেৎ ? ন। মহাভূতশব্দেন সূক্ষ্মভূতোক্তেঃ কথং তেষাং মহাভূতশব্দবাচ্যতা ইতি চেৎ ? ন। লিঙ্গ-দেহাখ্যস্বকার্য্যব্যাপিত্বেন মহত্ত্বোপচারাৎ। বক্ষ্যতি চ "পূর্ব্ববৎ মহান্তি চ ভবন্তি" ইতি। তথা চ শব্দস্পর্শয়োঃ নভোনভস্বৎস্থূলভাগতা যুক্তেতি ভাবঃ। ততঃ কিম্ ? অত আহ—**ন চে**তি।৭

সূক্ষ্মভূতপঞ্চকের কার্য্য।

৮। সেই এই পঞ্চসংখ্যক ভূতগণ স্ব স্ব কার্য্যকে সতত ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, এইজন্য উহাদিগকে মহৎ বলিয়া ব্যপদেশ করা হয়। তাহাদের কার্য্য অন্তঃকরণসমষ্টি, প্রাণসমষ্টি ও ইন্দ্রিয়সমষ্টি গোলকাদিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তন্মধ্যে আধিদৈবিক ব্রহ্মাণ্ড, আধ্যাত্মিক গোলকাদি, ও আধি-ভৌতিক ইন্দ্রিয়গণের বিষয়, এবং দেব মনুষ্য তির্য্যক্ আদি উচ্চনীচ বিভিন্ন শরীর সকল তাহাদিগেরই কার্য্য।৮

৯। তদিদং সর্ব্বভূতভৌতিকরূপং সকলমপি স্থূলং জগৎ অধ্যাত্মবিদ্ভিঃ একীকৃত্য বিরাড়্ ইত্যুচ্যতে। ন পুনঃ, আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকবিভাগোঽস্তি। সর্ব্বস্য অস্য ভোগ্যজাতস্য ভূতপঞ্চককার্য্যস্য ভূতব্যতিরেকেণ অভাবাৎ মৃদ্বিকারস্যেব তদ্ব্যতিরেকেণ অভাবাদিতি ॥৯

৮। উপসংহরতি—**তানি চেতি**। পঞ্চীকৃতানাং মহত্ত্বে হেতুমাহ—**স্বকার্য্যেতি**। তেষাং কার্য্যমেব গময়তি—**তেষাং চেতি**। চকারঃ 'পুনঃ' অর্থে। অন্তঃকরণসমষ্টিঃ সর্ব্বান্তঃকরণসমুদায়ঃ। প্রাণসমষ্টিঃ সর্ব্বপ্রাণসমুদায়ঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়সমুদায়ঃ ইন্দ্রিয়সমষ্টিঃ। তাসাং গোলকাদিভেদৈঃ স্থানভেদৈঃ ভিন্নং সকলমপি স্থূলং জগৎ একীকৃত্য বিরাড় ইত্যুচ্যতে। অধ্যাত্মবিদ্ভিঃ ইতি যোজনা। বিবিধং রাজতে ইতি বিরাট্। তত্র আধিদৈবিকং নির্দ্দিশতি—**ব্রহ্মাণ্ডম্** ইতি। আধ্যাত্মিকং গোলকাদিঃ। আধিভৌতিকম্ ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়ঃ। উচ্চা দেবমনুষ্যাদিঃ। অবচঃ তির্য্যগাদিঃ ৮

৯। **ভূতভৌতিকরূপম্** ইতি। কারণকার্য্যরূপম্ ইত্যর্থঃ। কথম্ অনঙ্কীর্ণানাম্ আধ্যাত্মিকাদীনাম্ একীকরণম্? তত্রাহ—**ন**

বিরাট্‌স্বরূপে আধ্যাত্মিকাদি বিভাগ নাই।

৯। সেই এই ভূতভৌতিকরূপ সমস্ত স্থূল জগৎকে অধ্যাত্মবিৎ ব্যক্তিগণ একীভূত করিয়া তাহাকে বিরাট্ বলিয়া থাকেন! পরমার্থত ইহাদিগের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ কোন বিভাগ নাই। যেহেতু, মৃত্তিকা ব্যতীত যেমন মৃন্ময় কোন কার্য্য থাকিতে পারে না, বা হইতে পারে না, সেইরূপ মহাভূতের কার্য্যভেদ সকল মহাভূত ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। সুতরাং এই মহাভূতগণের বাস্তবিক উক্ত বিভাগ নাই।৯

এতৎ স্থূলশরীরম্ আত্মনঃ। (১১)

১০। অথ ইদং বৈরাজমেব রূপং প্রত্যগাত্মতয়া প্রতিপত্তব্যং, ন তু অন্যৎ আত্মতত্ত্বং জ্ঞাতব্যমস্তি ইতি চেৎ ? ন, ইত্যাহ—**এতৎস্থূলশরীরম্ আত্মন** ইতি ॥১০

পুনরিতি। বিভাগো বাস্তব ইতি শেষঃ। কুত ইত্যত আহ—**সর্বস্যেতি।** অয়ং ভাবঃ—আধ্যাত্মিকাদিকার্য্যং ভূতপঞ্চকাভিন্নং ভূতপঞ্চককার্য্যত্বাৎ, য়ৎ যস্য কার্য্যং তত্তস্তোঽভিন্নম্, যথা মৃৎকার্য্যং করকাদি মৃদভিন্নম্, তথা চেদম্, তস্মাৎ তথা। ন চ পিতৃপুত্রাদৌ মুদ্গরঘটপ্রধ্বংসাদৌ ব্যভিচারঃ, উপাদানরূপকারণবিশেষস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। সাধ্যবিকলো দৃষ্টান্ত ইতি চেৎ ? তত্র বক্তব্যং—কিং মৃদ্ঘটয়োঃ অত্যন্তভেদঃ, উত ভেদাভেদাবিতি। তত্র নাদ্যঃ। কুণ্ডলস্যাপি মৃজ্জাতীয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ, অত্যন্তভেদাবিশেষাৎ। দ্বিতীয়েঽপি কিং কারণস্য কার্য্যাৎ ভেদাভেদৌ, কার্য্যস্য বা কারণাৎ। ন উভয়থাঽপি, বস্তুনো দ্বৈরূপ্যাসংভবাৎ।

নন্থ কার্য্যস্য কারণাত্মনা অভেদঃ কার্য্যাত্মনা ভেদঃ ইতি আপেক্ষিকঃ অভেদব্যবহারঃ ইতি চেৎ ? ন। সাপেক্ষস্য স্বরূপস্য অবস্তুত্বাৎ। যদ্ধি যস্য অন্যানপেক্ষস্বরূপং তত্তস্য তত্ত্বম্, যৎ অন্যাপেক্ষং ন তৎ তস্য তত্ত্বম্, অন্যাভাবে অভাবাৎ। অতঃ প্রতীয়মানভেদস্য মিথ্যাত্বাৎ ন কার্য্যকারণয়োঃ বাস্তবো ভেদ ইতি।৯

বিরাট্সম্বন্ধিরূপে প্রত্যক্ আত্মা জ্ঞেয় নহে।

১০। ভাল, তাহা হইলে এই বিরাটসম্বন্ধী রূপকেই প্রত্যক্ আত্মা বলিয়া জানা উচিত ? তদ্ব্যতীত অন্য কোন আত্মতত্ত্ব জ্ঞাতব্য হইতে পারে না ? এতদুত্তরে বলিব—না, একথা বলিতে পার না। এই জন্যই ভাষ্যকার বলিতেছেন—ইহা আত্মার (কল্পিত) স্থূল শরীর, সুতরাং ইহা জ্ঞেয় নহে।১০

ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধিঃ জাগরিতম্। (১২)

১১। নন্বু ইদম্ আত্মনঃ শরীরম্ অপবর্গে ন উপযুজ্যতে, তস্য অশরীররূপত্বাৎ ভোগায়তনত্বেন ভোগোপযোগিত্বং বক্তব্যম্। কুত্র চ তদভিমানাধীনো ভোগঃ স্যাৎ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তত্র জাগরিতে তদভিমানপ্রযুক্তো ভোগো ভবতীতি বক্তুং জাগরিতং লক্ষয়তি—**ইন্দ্রিয়ৈরিতি** ॥১১

১০। লোকায়তিকদৃষ্ট্যা শঙ্কতে—**অর্থেতি**। পরিহরতি—**ন ইত্যাহে**তি।১০

১১। আত্মনঃ শরীরসম্বন্ধাভাবম্ অভিপ্রেত্য শঙ্কতে—**নন্বু** ইতি। সম্ভবে বা আত্মন এতচ্ছরীরং মোক্ষে উপযুজ্যতে, অবস্থান্তরে বেতি বিকল্প্য প্রথমস্য অসম্ভবমাহ—**অপবর্গে** ইতি। কুতঃ ইত্যত আহ—**তস্যে**তি। "অস্থূলম্" (বৃহ ৩৮৮) ইত্যাদিশ্রুতেঃ অশরীরতা ইত্যর্থঃ। অবস্থান্তরম্ আকাঙ্ক্ষন্ আহ—**ভোগায়তনত্বেনে**তি। ভোগঃ সুখাদিসাক্ষাৎকারঃ। তদায়তনত্বং তন্নিষ্পাদনস্থানত্বম্। ভোগোপযোগিত্বং তু

জাগরিতের লক্ষণ।

১১। আচ্ছা, আত্মার এ শরীর ত মোক্ষের উপযোগী নহে, অর্থাৎ এ শরীরসম্বন্ধে জ্ঞান হইলে মুক্তি হয় না; কারণ, তিনি অশরীরী। তাহা হইলে যখন ভোগায়তনকেই শরীর বলা হয়, তখন ইহারও ভোগসাধকতা দেখান উচিত, এবং তাহাতে অভিমানবশতঃ যে ভোগ সাধিত হয়, তাহা কোথায় কোন্ অবস্থায় নিষ্পাদিত হয়? জাগ্রৎ কালে তৎসম্বন্ধে অভিমানবশতঃ ভোগলাভ হইয়া থাকে, এইজন্য জাগরিত অবস্থার লক্ষণ বলিতেছেন—"স্থূল ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা যে অবস্থায় অর্থ বা বিষয় উপলব্ধি করা যায়, সেই অবস্থাকে জাগ্রৎ অবস্থা বলা হয়" ইত্যাদি।১১

১২। সুষুপ্তিব্যাবৃত্ত্যর্থং শব্দাদিবিষয়বাচকম্ অর্থপদম্। স্বপ্নং নিরসিতুম্ ইন্দ্রিয়বিশেষণম্। তত্র হি বিদ্যমানমপি মনো বিবিধবিষয়াকারেণ পরিণতং সাক্ষিণো দৃশ্যতয়া অবতিষ্ঠমানং ন উপলব্ধৌ করণং ভবতি ইতি ভাবঃ॥১২

তৎ সাধনত্বমিতি বিবেকঃ। উভয়ং স্বাত্মপরাত্মভেদেনেতি দ্রষ্টব্যম্। কুত্রেতি। কস্যাম্ অবস্থায়াম্ ইত্যর্থঃ। চকারঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। এতদুত্তরত্বেন মূলম্ অবতারয়ন্ আহ—তত্রেতি। তস্যাং শঙ্কায়াং সত্যাম্ ইত্যর্থঃ।১১

১২। উপলব্ধিঃ জাগরিতম্ ইত্যুক্তে সুষুপ্তে অতিব্যাপ্তিঃ, তত্রাপি স্বরূপোপলব্ধিসত্ত্বাৎ। অন্যথা 'সুখম্ অহম্ অস্বাপ্সম্' ইতি উত্থিতস্য পরামর্শানুপপত্তেঃ তন্নিবৃত্ত্যর্থম্ অর্থপদম্ ইত্যাহ—সুষুপ্তীতি। ননু স্বরূপমপি অর্থ এব। তত্রাহ—শব্দাদীতি। তাবত্যুক্তে স্বপ্নে অতিব্যাপ্তিম্ আশঙ্ক্যাহ—স্বপ্নমিতি। অন্তোব তত্রাপি মনোহন্তরম্ ইন্দ্রিয়মিতি চেৎ?

জাগরিত লক্ষণঘটকপদের ব্যাবৃত্তি।

১২। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে যে 'অর্থ' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সুষুপ্তি অবস্থাকে পৃথক্ রাখিয়া শব্দাদি বিষয়কে বুঝাইবার জন্য। স্বপ্নকালীন ভোগ নিবারণ করিবার জন্য 'ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে অর্থোপলব্ধি' এই ইন্দ্রিয় পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। আর স্বপ্নকালে যদিও মন বিদ্যমান থাকে, তথাপি তাহা বিষয় উপলব্ধির করণ হইতে পারে না; কারণ, উক্ত অবস্থায় মনই বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়রূপে পরিণত হইয়া দৃশ্যভাব ধারণ করে, এবং সাক্ষিচৈতন্য তাহার দ্রষ্টা হইয়া থাকে। অর্থাৎ মনই বিবিধ প্রকারে পরিণত হইয়া যখন দৃশ্য হয়, তখন তাহা দ্বারা সেই দৃশ্য বস্তু সকল দৃষ্ট হইতে পারে না, সুতরাং মন ইন্দ্রিয় হইলেও তাহা দ্বারা স্বপ্নাবস্থায় বিষয় উপলব্ধি না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইতে পারিল না।১২

তত্ত্বয়াভিমানী আত্মা বিশ্বঃ। (১৩)

১৩। ননু বৈরাজে শরীরে জাগরিতে চ প্রত্যগাত্মা কথম্ "অহং মম" ইতি অভিমানভাক্ ভবিতুম্ উৎসহতে। ন হি তস্য অসঙ্গোদাসীনস্য ক্বচিৎ অহঙ্কারো মমকারো বা যুজ্যতে। তত্র বস্তুতঃ অভিমানাভাবেঽপি কল্পনয়া তদুপপত্তেঃ ইত্যভিপ্রেত্য স্থূলে শরীরে জাগরিতে চ অহংমমাভিমানবতঃ সংজ্ঞাং দর্শয়ন্ অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈববিভাগাভাবং সূচয়তি—তত্ত্বয়েতি ॥১৩

তত্রাহ—তত্রেতি। তত্র স্বপ্নাবস্থায়াং যদ্যপি মনসঃ অবস্থানমস্তি তথাপি দৃশ্যবিষয়াকারপরিণতত্বাৎ ন তদ্গ্রাহকবৃত্ত্যাকারপরিণামঃ সম্ভবতি, যুগপদেব গ্রাহ্যগ্রাহকত্বেন বিরুদ্ধপরিণামদ্বয়ানুপপত্তেঃ। মন-উপাদানভূতাবিদ্যাবৃত্ত্যবচ্ছিন্নসাক্ষিমাত্রবেদ্যত্বাৎ ন ইন্দ্রিয়বেদ্যঃ স্বাপ্ন-পদার্থঃ। অতঃ স্বপ্ননিবৃত্তয়ে ইন্দ্রিয় বিশেষণং যুক্তমিতি। ননু বিবরণানু-সারিণস্তু নিদ্রাদোষদূষিতান্তঃকরণাবচ্ছিন্নচৈতন্যং স্বাবিদ্যাশক্তিবিবর্ত্ত-স্বপ্নাবলম্বনম্ ইচ্ছন্তি, অন্তঃকরণস্য চ তদ্গ্রাহকবৃত্ত্যাকারপরিণামম্। অতঃ "ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থোপলব্ধিঃ জাগরিতম্" ইতি তন্মতে অতিব্যাপ্তমিতি চেৎ? ন। তন্মতে বহ্ব্যাদস্য অনুসন্ধেয়ত্বাৎ। ন চ তর্হি জাগ্রৎ-সুখাদ্যুপলব্ধৌ অব্যাপ্তিরিতি শঙ্ক্যম্। সুখাদেঃ ইন্দ্রিয়বেদ্যত্বানভ্যুপ-গমাদিতি দ্রষ্টব্যম্। যদ্ বা মনস ইন্দ্রিয়ত্বানভ্যুপগমাৎ ন মনোময়ে স্বপ্নে অতিব্যাপ্তিঃ।

ননু কথং মনস ইন্দ্রিয়ত্বস্য অনভ্যুপগম ইতি? উচ্যতে। লিঙ্গদেহা-

---

বিরাট্ শরীরে অভিমানের সম্ভাবনা।

১৩।—ভাল, পূর্ব্বোক্ত বিরাটশরীরে এবং জাগ্রৎকাল কিরূপে প্রত্যক্ আত্মার 'আমি' 'আমার', ইত্যাদি প্রকার অভিমান হইতে পারে? কারণ, তিনি অসঙ্গ ও উদাসীন; তাঁহার কোন বস্তুতে 'আমি'

বয়বগণনাবসরে কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ইতি ইন্দ্রিয়ত্বস্য রাগাদিষেব নিয়মিতত্বাৎ। তথাচ অন্তঃকরণবৃত্ত্যভ্যুপগমে তস্য অনিন্দ্রিয়ত্বাৎ ন তদ্বেত্তে স্বপ্নে অতিব্যাপ্তিঃ।

বস্তুতত্ত্ব বিচার্য্যতে। অন্তঃকরণবৃত্তিঃ হি দ্বিধা, বৃত্তিঃ ফলং চেতি। তত্র বৃত্তিঃ—অন্তঃকরণস্য বিশিষ্টশব্দাদিপ্রমাণবলাৎ তত্তদ্বিষয়াকার-সমুল্লাসঃ। ফলং তু তস্য চক্ষুরাদিদ্বারা বাহ্যবিষয়াকারপরিণামঃ। তদুভয়ং প্রমাণমেব। ন পুনঃ অপ্রমায়াঃ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপত্বং মায়াবাদিনা অভ্যুপেয়তে, তস্যা অবিদ্যাবিবর্ত্তত্বাঙ্গীকারাৎ। তদুক্তম্ ইষ্টসিদ্ধিকারৈঃ "সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বাচ্যাঽবিদ্যা বেদ্যৈঃ সহ ভ্রমঃ" ইতি। তস্মাৎ স্বপ্নস্য বিপর্য্যয়ত্বাৎ ন অন্তঃকরণপরিণামত্বম্ ইত্যতঃ সুষ্ঠু উক্তং ন উপলব্ধৌ করণম্ ভবতীতি ভাবঃ ইতি।১২

১৩। যৎ তু "তদুভয়াভিমানী আত্মা বিশ্বঃ" ইত্যুক্তং তৎ অযুক্তম্। আত্মনঃ অভিমানাভাবাদ্ ইতি শঙ্কতে—**নন্বু** ইতি। বৈরাজে শরীরে অহম্ ইতি, জাগরিতে মম ইতি বিভাগঃ। "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" (বৃহঃ ৪।৩।১৫) ইতি শ্রুতিম্ আশ্রিত্য আত্মনঃ অভিমানাভাবং দর্শয়তি —**ন হি** ইতি। সিদ্ধান্তী অভিমানস্য অবাস্তবত্বম্ অঙ্গীকৃত্য কাল্পনিকোঽভিমান ইতি পরিহরতি—**তত্রেতি**। অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈববিভাগাভাবম্ বস্তুত ইতি শেষঃ।১৩

'আমার' ইত্যাদিরূপ অভিমান হওয়া সম্ভব নহে। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—যদিও প্রত্যগাত্মার পরমার্থত কোন রূপ অভিমান নাই, তথাপি তাহা কাল্পনিকভাবে সিদ্ধ হইতে পারে—এই অভিপ্রায়ে যিনি স্থূল শরীরের উপর ও জাগ্রৎকালে অভিমানযুক্ত তাঁহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিভাগ দেখাইতেছেন—ইহাই 'তদুভয়াভিমানী' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিতেছেন।১৩

এতত্ত্রয়ম্ অকারঃ। (১৪)

অপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানি পঞ্চ তন্মাত্রাণি, তৎকার্য্যং চ, পঞ্চপ্রাণাঃ দশেন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশকং লিঙ্গং

১৪। নন্বু বৈরাজশরীরং জাগরিতং তদুভয়াভিমানী চ ইতি কথমম্ এতৎত্রয়ম্ অদ্বৈতবাদিভিঃ আস্থীয়তে, তত্রাহ— **এতত্ত্রয়মিতি**।১৪

১৫। তদেবম্ আদ্যম্ অকারং নিরূপ্য মধ্যমম্ উকারং নিরূপয়িতুং সূক্ষ্মপ্রপঞ্চং কথয়তি—**অপঞ্চীকৃতেতি**।

অয়মর্থঃ। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ তন্মাত্রাণি সূক্ষ্মভূতানি পরস্পরম্ অনুপ্রবেশশূন্যানি অপঞ্চীকৃতানি পঞ্চসংখ্যকানি পূর্ব্ববৎ মহান্তি চ ভবন্তি। তেষাং চ কার্য্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং প্রাণাদিবায়ুপঞ্চকং বুদ্ধির্ম্মনশ্চ ইত্যন্তঃকরণ-

১৪। দ্বৈতাপত্তিম্ আশঙ্কতে—**নন্বু** ইতি। বাস্তবাভেদম্ আশ্রিত্য পরিহরতি—**তত্রাহেতি**।১৪

অকারার্থ মধ্যে ভেদশঙ্কার নিরাস।

১৪। আচ্ছা, বৈরাজশরীর, জাগরিত অবস্থা ও এতৎ উভয়ের অভিমানী পুরুষ—এইরূপ ভেদর্থ অদ্বৈতবাদীরা কিরূপে স্বীকার করেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'এতৎ ত্রয়ম্' ইত্যাদি অর্থাৎ বস্তুর বাস্তব ভেদ নাই ইত্যাদি।১৪

উকারের স্বরূপ নিরূপণ।

১৫। এইরূপে অকারের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া তাহার পরস্থিত মধ্যম উকারের স্বরূপ বলিবার জন্য সূক্ষ্ম জগতের কথা বলিতেছেন—'অপঞ্চীকৃত' ইত্যাদি। ইহার অর্থ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র এবং সূক্ষ্মপঞ্চভূত সকল পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে তাহারা

ভৌতিকং হিরণ্যগর্ভ ইত্যুচ্যতে।১৫

ত্রয়ম্ ইতি সপ্তদশকং লিঙ্গম্। তচ্চেদং কয়াঽপি বিধয়া প্রতীচো গমকত্বাদেব লিঙ্গমিতি ব্যাখ্যায়তে॥১৫

১৫। বৃত্তানুবাদপুরঃসরম্ উত্তরগ্রন্থম্ অবতারয়তি—তদেবমিতি। অপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানীতি পদতাৎপর্য্যং কথয়তি—অয়মর্থঃ ইত্যাদিনা। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাস্তু অপঞ্চীকৃতানি ভূতানীতি যোজনা। তেষাং সূক্ষ্মত্বমাহ—তন্মাত্রাণীতি। তেষাম্ আকাশাদীনাং মাত্রাণি কারণানি। তেষাম্ অপঞ্চীকৃতত্বং দর্শয়তি—পরস্পরেতি। পূর্ব্ববৎ ইতি। স্বকার্য্যব্যাপিত্বাৎ ইত্যর্থঃ। তেষাং কার্য্যম্ আহ—তেষাং চেতি। বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থানীতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। শ্রোত্রত্বকচক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি। প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকম্। চিত্তাহঙ্কারয়োঃ বুদ্ধিমনসোঃ অন্তর্ভাবম্ অভিপ্রেত্য আহ—অন্তঃকরণদ্বয়মিতি। তেষাং লিঙ্গশব্দবাচ্যত্বে হেতুমাহ—প্রতীচো গমকত্বাদিতি। প্রতীচঃ প্রত্যগাত্মনো গমকত্বাৎ জ্ঞাপকত্বাৎ। লীনমর্থং গময়তীতি লিঙ্গমিতি ব্যুৎপত্ত্যা গমকং লিঙ্গমিতি প্রসিদ্ধেঃ। কয়াঽপি বিধয়েতি। কেনাপি প্রকারেণ ইন্দ্রিয়াণি স্বপ্রবৃত্ত্যা স্বপ্রেরকম্ অনুমাপয়ন্তি ইত্যর্থঃ।১৫

অপঞ্চীকৃত, অর্থাৎ অমিশ্রিত স্ব স্ব রূপে বিদ্যমান থাকে, এবং তাহারা পূর্ব্বোক্ত স্থূল ভূতের ন্যায় মহৎই হইয়া থাকে; এবং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, এবং বুদ্ধি ও মন এই দুইটি অন্তঃকরণ,—এই সপ্তদশসংখ্যক যে লিঙ্গশরীর তাহা তাহাদিগের কার্য্য। সেই এই লিঙ্গশরীর কোনও প্রকারে প্রত্যক্ আত্মার বিষয় জ্ঞাপন করিয়া থাকে, এই জন্য উহাকে লিঙ্গ বলা হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ, স্বীয় প্রবৃত্তিরদ্বারা তাহাদের যে একজন নিয়ন্তা আছে, তাহা বুঝাইয়া দেয় এবং সেই নিয়ন্তাই প্রত্যক্ আত্মা বলিয়া শ্রুতিতে কথিত আছে।১৫

এতৎসূক্ষ্মশরীরম্ আত্মনঃ ।১৬

১৬। তৎকার্য্যত্বম্ উক্ত্বা ভৌতিকত্বম্ অভিদধানো লিঙ্গস্য, অহঙ্কারিকত্বম্ অপ্রামাণিকমিতি মন্যতে। তদেতৎ অপঞ্চীকৃত-ভূতপঞ্চকং লিঙ্গম্ ॥১৬

১৭। তচ্চ সপ্তদশকং পূর্ব্বোক্তং ভূতকার্য্যতয়া ভৌতিকম্। সর্ব্বমেতৎ একীকৃত্য হিরণ্যগর্ভশব্দেন উচ্যতে ইতি হিরণ্য-গর্ভস্যাপি বিরাড়াত্মবৎ ন আত্মত্বম্। কিন্তু তদুপাধিত্বম্ ইত্য-ভিপ্রেত্য আহ—এতদিতি ॥১৭

১৬। **তৎকার্য্যত্বম্** ইতি। তস্য সপ্তদশাবয়বাত্মকস্য লিঙ্গস্য আহঙ্কারিকত্বম্ অহঙ্কারবিষয়ত্বম্ ইত্যর্থঃ। **অপ্রামাণিকমিতী**তি। যত ইদং ভূতকার্য্যম্ অতঃ অস্মিন্ অহম্ ইতি আত্মাভিমানো অপ্রামাণিকঃ ইত্যর্থঃ। ভূতভৌতিকয়োঃ কার্য্যকারণত্বেন অভেদম্

লিঙ্গশরীর ভৌতিক, আহঙ্কারিক নহে।

১৬। লিঙ্গশরীর ভূতগণের কার্য্য—ইহা বলিয়া এবং উহা যে ভৌতিক অর্থাৎ ভূতগণের বিকার—ইহা বলায় উহার আহঙ্কারিকত্ব অপ্রমাণ হইল; অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর যে অহঙ্কারের কার্য্য বা অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ইত্যাদি কথা অযুক্ত। এইরূপে এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূতই যে লিঙ্গ শরীর তাহা বলা হইল।১৬

হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ; তাহাও উপাধি।

১৭। পূর্ব্বোক্ত সেই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর ভূতগণের কার্য্য বলিয়া উহাকে ভৌতিক বলা হয়। সূক্ষ্মভূত ও তৎকার্য্য এই সকলকে একত্র করিয়া হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। বিরাট্ শরীরের ন্যায় হিরণ্যগর্ভও প্রত্যক্ আত্মার পরমার্থত স্বরূপ নহে; উহা তাঁহার উপাধিবিশেষ—এই অভিপ্রায়ে 'এতৎ' ইত্যাদি বলিতেছেন।১৭

করণেষু উপসংহৃতেষু জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ

১৮। অথাধুনা চাস্য ভোগায়তনত্বং যত্র, তম্ অবস্থা-বিশেষং লক্ষয়তি—**করণেষ্বিতি**। "প্রত্যয়ঃ স্বপ্নঃ" ইত্যুক্তে সুষুপ্তৌ অতিপ্রসক্তিঃ মা ভূৎ ইত্যুক্তং—**সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ** ইতি। বাসনাময়বিষয়সহিতঃ স্বপ্নেঽপি প্রত্যয়ো ভবতি ইত্যর্থঃ। জাগরিতব্যাবৃত্ত্যর্থম্ উক্তং—**করণেষু উপসংহৃতেষু** ইতি ॥১৮

আশ্রিত্য হিরণ্যগর্ভশব্দেন ব্রূতে ইত্যাহ—**তদেতদ্** ইতি।১৬

১৭। ভৌতিকত্বে হেতুঃ—**ভূতকার্য্যত্বয়েতি**। হিরণ্যগর্ভ এব প্রত্যগাত্মতয়া প্রত্যেতব্য ইতি, ন ইত্যাহ—**হিরণ্যগর্ভস্যাপি** ইতি। হিরণ্যগর্ভস্যাপি ন আত্মত্বং, কিন্তু বিরাড়াত্মবৎ তদুপাধিত্বম্ ইতি অন্বয়ঃ। তস্য আত্মনঃ উপাধিঃ তদুপাধিঃ। তস্য ভাবঃ তত্ত্বম্ ইতি যাবৎ।১৭

১৮। হিরণ্যগর্ভোপাধিকস্য আত্মনোঽপি ভোগঃ কিং জাগরিতে, অথবা অবস্থান্তরে ইতি জিজ্ঞাসায়াম্ অবস্থান্তরং দর্শয়তি—**অথ অধুনেতি**।

হিরণ্যগর্ভের ভোগায়তনত্ব স্বপ্নাবস্থায়।

১৮। এখন ইঁহার যে অবস্থায় ভোগায়তনত্ব সিদ্ধ হয়, সেই বিশেষ অবস্থার কথা 'করণেষু' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিতেছেন। মূলে বলা হইয়াছে,—ইন্দ্রিয় সকল উপরত হইলে জাগরিত সংস্কারজন্য যে সবিষয় প্রত্যয় তাহাকে স্বপ্ন বলা হয়। পাছে সুষুপ্তিতে অতিব্যাপ্ত হয় এই জন্য 'প্রত্যয়বিশেষ স্বপ্ন' এইটুকু না বলিয়া 'সবিষয় প্রত্যয়বিশেষ স্বপ্ন' এরূপ লক্ষণ করা হইল। অর্থাৎ স্বপ্নকালে যে প্রত্যয় বা জ্ঞান হয় তাহারও বাসনাময় বিষয় থাকে। আর জগ্রাৎ অবস্থা হইতে বিভিন্নতা দেখাইবার জন্য 'করণেষু' উপসংহৃতেষু" অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বিরত হইলে—এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।১৮

সবিষয়ঃ স্বপ্ন ইত্যুচ্যতে ।১৭

তদুভয়াভিমানী আত্মা তৈজসঃ ।১৮। এতত্রয়ম্ উকারঃ ।১৯

শরীরদ্বয়কারণম্ আত্মাজ্ঞানং সাভাসম্ অব্যাকৃতম্ ইত্যুচ্যতে ।২০। এতৎ কারণশরীরম্ আত্মনঃ ।২১

১৯। নন্বু তর্হি করণাভাবাৎ কথম্ অয়ং প্রত্যয়ঃ সমুদ্ভবেৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**জাগরিতে**তি। সংস্কারগ্রহণং ন কারণান্তর-পরিসংখ্যার্থং; কারণান্তরস্য অদৃষ্টাদেঃ ইষ্টত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্॥১৯

২০। ইদানীং হিরণ্যগর্ভশরীরে স্বপ্নে চ অহংমমাভিমানবতঃ সংজ্ঞাং সঙ্গিরতে—**তদুভয়ে**তি। তৈজসঃ তেজসি বাসনায়াম্ অভিমানিতয়া নির্বৃত্তো ভবতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা উচ্যতে।

করণেষু উপসংহৃতেষু সবিষয়ঃ প্রত্যয়ঃ স্বপ্ন ইতি স্বপ্নলক্ষণম্। স্বপ্না-বস্থায়াং বিষয়াভাবাৎ সবিষয়ত্বাভাবম্ আশঙ্ক্যাহ—**বাসনে**তি ।১৮

১৯। করণাভাবে প্রত্যয়ানুদয়ম্ আশঙ্কতে—**তর্হি** ইতি।

স্বপ্ন—জাগরিত সংস্কারজন্য।

১৯। ভাল, যদি করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলই নিবৃত্তব্যাপার হয়, তাহা হইলে কিরূপে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে ? এই আশঙ্কায় 'জাগ-রিতসংস্কারজঃ" অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন সংস্কারজন্য এই অংশটুকু বলা হইল। এস্থলে যে সংস্কারপদ গৃহীত হইয়াছে, তাহা স্বপ্নের অন্য কোন কারণ-নিরাস করিবার জন্য নহে; যেহেতু অদৃষ্টাদি অন্য কারণও এস্থলে অভিপ্রেত ।১৯

তৈজস নামের ব্যুৎপত্তি।

২০। যিনি হিরণ্যগর্ভের শরীরে ও স্বপ্নাবস্থায় অভিমানবিশিষ্ট তাঁহার কি নাম, তাহা—'তদুভয়' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এক্ষণে বলিতে-

ন চ সূক্ষ্মশরীরং স্বপ্নাবস্থা চ তয়োঃ অভিমানী ইতি এতৎ-ত্রিতয়াঙ্গীকারেণ দ্বৈতম্ আশঙ্কিতব্যম্ ইত্যাহ—**এতৎত্রয়ম্ উকারঃ** ইতি ॥২০

২১। নন্থ অকারাত্মকস্থূলশরীরস্য উকারাত্মকসূক্ষ্মশরীরস্য চ পারমার্থিকত্বাভ্যুপগমে দ্বৈততা স্যাৎ ইতি। ন, ইত্যাহ—**শরীরদ্বয়েতি** ॥২১

সংস্কারস্যৈব করণত্বাৎ ন করণাভাবঃ ইতি পরিহরতি—**জাগরিতেতি**। কশ্চিৎ আহ—স্বপ্নঃ স্মৃতিঃ ইতি। স প্রষ্টব্যঃ—স্মৃতেঃ কিং লক্ষণম্ ইতি। সংস্কারজন্যত্বম্ ইতি চেৎ? প্রত্যভিজ্ঞায়াম্ অতিব্যাপ্তিঃ। তন্মাত্রজন্যত্বং তু প্রকৃতে নাস্তি ইত্যত আহ—**সংস্কারগ্রহণম্** ইতি। পরিসংখ্যা পরিবর্জ্জনম্। **অদৃষ্টাদেঃ** ইতি। আদিশব্দাৎ দোষো গৃহ্যতে।১৯

২০। ন চ অদৃষ্টস্য সংস্কারোদ্বোধকত্বেন অন্যথাসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্ সর্ব্বোৎপত্তিমন্নিমিত্তকারণত্বন্যাহতিপ্রসঙ্গাৎ ইতি। সংজ্ঞাং সজির.ত

ছেন—'যিনি তেজঃ অর্থাৎ বাসনারাজ্যে পরিতৃপ্ত থাকেন' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'তৈজস' বলা হয়। আর সূক্ষ্মশরীর, স্বপ্নাবস্থা এবং এতদুভয়ের অভিমানী পুরুষ—এই ত্রিবিধ বিষয় স্বীকার করায় যে দ্বৈত-প্রসক্তি হইবে—এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নয়; এই জন্য বলিতেছেন,—'এতৎ ত্রয়ম্ উকারঃ,' অর্থাৎ এই তিনটিই সমষ্টিভাবে উকার নামে কথিত হয়।২০

স্থূলসূক্ষ্মশরীরের অপারমার্থিকত্ব।

২১। আচ্ছা, অকারাত্মক স্থূল শরীর এবং উকারাত্মক সূক্ষ্ম-শরীরের পারমার্থিকত্ব স্বীকার করিলে ত দ্বৈততা উপস্থিত হইবে? তদুত্তরে বক্তব্য,—না, তাহা হইবে না; এই জন্য 'শরীরদ্বয়' ইত্যাদি বলিতেছেন।২১

২২। কথং পুনঃ আত্মাশ্রয়ম্ আত্মবিষয়ং চ অজ্ঞানং কার্য্যায় পর্য্যাপ্তম্ অচেতনত্বাদিতি। তত্রাহ—**সাভাসমিতি।** কুলালাদ্যধিষ্ঠিতং হি মৃদাদি ঘটাদিকং কুর্ব্বৎ উপগম্যতে। তদ্বৎ চিদাভাসব্যাপ্তম্ অজ্ঞানং শারীরদ্বয়াকারেণ পরিণমতে বিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। "তৎ হ ইদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ" (বৃহ ১।৪।৭) ইত্যাদিশ্রুতৌ অব্যাকৃতস্য কারণত্বশ্রুতেঃ। কথম্ আত্মাজ্ঞানস্য তু তদুক্তম্ ইত্যাশঙ্ক্য তত্রৈব অব্যাকৃতশব্দ-প্রয়োগাৎ ন এবম্ ইত্যাহ—**অব্যাকৃতমিতি** ॥২২

ব্যবহারাসাঙ্কর্য্যায় ইতি শেষঃ। তৈজসত্বং নিরুক্তি—**তৈজসীতি।** নিবৃত্তঃ তৃপ্তঃ। দ্বৈতাপত্তিং পরিহরতি—**ন চ** ইতি।২০

২১। তদেবম্ অকারোকারনিরূপণং সপ্রপঞ্চং ব্যাখ্যায় মকার-নিরূপণম্ অবতারয়তি—**নমু** ইতি। স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চরূপকার্য্যস্য তৎকারণ-মাত্রত্বাৎ ন দ্বৈতম্ ইতি পরিহরতি—**ন ইত্যাহ** ইতি।২১

২২। অজ্ঞানস্য প্রপঞ্চোৎপাদকত্বাসম্ভবম্ আশঙ্কতে—**কথম্** ইতি। তত্র হেতুম্ আহ—**অচেতনত্বাদিতি।** পর্য্যাপ্তম্ অলং

অজ্ঞানের কার্য্য সম্ভাবনা।

২২। আত্মাতে আশ্রিত এবং আত্মাবিষয়ক যে অজ্ঞান তাহা অচেতন, সুতরাং তাহা কিরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়? এ বিষয়ে বলিতেছেন—'সাভাসম্' ইত্যাদি। দেখা যায়—মৃৎপিণ্ড কুম্ভকারাদিদ্বারা পরিচালিত হইলে ঘটাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সেইরূপ অজ্ঞান চৈতন্যাধিষ্ঠিত হওয়ায় দ্বিবিধ শরীররূপেই পরিণাম বা বিবর্ত্তন হইতে পারে; কারণ—"তদ্ধ ইদম্" অর্থাৎ সেই ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যাকৃত বা 'অনভিব্যক্তরূপে ছিল' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে অব্যাকৃতেরই কারণত্ব শ্রুত হয়।২২

তচ্চ ন সৎ, ন অসৎ। নাপি সদসৎ। ন ভিন্নম্। নাভিন্নম্। নাপি ভিন্নাভিন্নং কুতশ্চিৎ।

২৩। শরীরদ্বয়হেতোঃ অব্যাকৃতস্য অর্থক্রিয়াকারিত্বেন সত্ত্বাভ্যুপগমাৎ, তৎকার্য্যস্যাপি তথাত্বাৎ, অদ্বৈতানুপপত্তিঃ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তচ্চেতি। তস্যাপি সত্ত্বে "সদেব" ইতি ব্রহ্মণ্য-বধারণাযোগাৎ অভিধাস্যমানজ্ঞানাপনোদ্যত্বানুপপত্তেশ্চ সত্ত্বা-সিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ ॥২৩

সমর্থম্ ইতি যাবৎ। আত্মাশ্রয়ম্ আত্মবিষয়ম্ ইত্যস্য অয়ং ভাবঃ। ন অনাত্মনঃ অজ্ঞানাশ্রয়তা, তস্য অজ্ঞানোৎপাদিতত্বেন তদাশ্রয়ত্বাযোগাৎ।

অজ্ঞানের স্বরূপ পরিচয়।

২৩। যে অব্যাকৃত অবস্থা দ্বিবিধ শরীরের হেতু, তাহার অর্থক্রিয়া-কারিত্ব অর্থাৎ অসাধারণ প্রয়োজননির্ব্বাহকত্ব থাকায় তাহার সত্তাও স্বীকার করা হয়, এবং তাহার যে কার্য্য তাহাও ঐরূপ, অর্থাৎ তাহারও অর্থক্রিয়াকারিতা থাকায় সত্তা আছে বলা হয়; সুতরাং অদ্বৈতবাদ উপপন্ন হইতে পারে না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"তচ্চ" ইত্যাদি। সেই অজ্ঞানও যদি সৎ হয়, তাহা হইলে 'সদেব' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মের যে সত্ত্ব অবধারিত হইয়াছে, তাহা ঠিক্ হয় না, এবং পরে যে বলা হইবে তাহা অজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞাননিবর্ত্ত্য অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয়—তাহাও উপপন্ন হয় না। এইজন্য তাহার সত্তা সিদ্ধ হইতে পারে না। অর্থাৎ 'সদেব' ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবলমাত্র ব্রহ্মেরই সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে, এবং অজ্ঞানকে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বলা হইয়াছে; কিন্তু অজ্ঞান যদি সৎ হয়, তাহা হইলে শ্রুতিসিদ্ধ কেবলমাত্র ব্রহ্মেরই সত্তা থাকে না; আর সৎ বস্তুর বিনাশ অসম্ভব হওয়ায় অজ্ঞানের বিনাশও হয় না। সুতরাং বলিতে হইবে অজ্ঞান সৎ নহে।২৩

ন হি মৃদুৎপাদিতো ঘটো মৃদাশ্রয়ো ভবতি। কথং তর্হি স্বপ্রকাশ-চৈতন্যম্ আবরণরূপাঽবিদ্যা সমাশ্রয়েদিতি চেৎ? তত্র কিং বাস্তবম্ আশ্রয়ত্বং ন সম্ভবতি? উত প্রাতীতিকম্ অপি? আদ্যে অবিবাদ এব। দ্বিতীয়ে "অহম্ অজ্ঞঃ" ইতি অনুভববিরোধঃ। তথা চ আত্মাশ্রয়ম্ অজ্ঞানম্ ইতি যুক্তম্। তথা অজ্ঞানবিষয়োঽপি আত্মা এব। কথং তর্হি ঘটাজ্ঞানং পটাজ্ঞানম্ ইতি অনুভব ইতি চেৎ? তদবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাবরণাদেব ইতি ব্রূমঃ। ঘটবিষয়ম্ অজ্ঞানম্ ইত্যত্র ঘটাবরণ-রূপম্ অজ্ঞানম্ ইতি বক্তব্যম্। তৎ চ ন সম্ভবতি, প্রমাণপ্রয়োজনয়োঃ অভাবেন জড়াবরণস্য দুর্নিরূপত্বাৎ। প্রসক্তপ্রকাশপ্রতিবন্ধায় আবরণম্ অপেক্ষতে। ন কদাচিৎ জড়ে প্রকাশঃ প্রসক্তঃ। বিস্তৃতম্ এতদ্ বিবরণাচার্যৈঃ ইতি নেহ বদামঃ। উক্তং চ—

> আশ্রয়ত্ববিষয়ত্বভাগিনী নির্বিভাগচিতিরেব কেবলা।
> পূর্বসিদ্ধতমসো হি পশ্চিমো নাশ্রয়ো ভবতি নাপি গোচরঃ॥
>
> (সংক্ষেপশারীরকম্ ১।৩১৯) ইতি।

অতঃ অচেতনত্বাৎ অজ্ঞানং কথং কার্যায় পর্য্যাপ্তম্ ইতি। উত্তরম্ আহ—**তত্রাহ** ইতি। আ সমন্তাদ্ ভাসতে ইতি অভাসঃ চৈতন্যং তেন সহ বর্ত্ততে ইতি তথা, চৈতন্যাধিষ্ঠিতম্ ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ। প্রপঞ্চদ্বয়কারণম্ আত্মাজ্ঞানম্ ইত্যুক্তং তদযুক্তং, শ্রুতিবিরোধাৎ ইতি আশঙ্কাং পরিহরতি—**তদ্বেদম্** ইতি। অব্যাকৃতং সুষুপ্তিঃ নিদ্রা মায়া অবিদ্যা শক্তিঃ ইত্যাদ্যনেকশব্দবাচ্যম্ আত্মাজ্ঞানম্ ইত্যর্থঃ।২২

... ২৩। নন্থ অজ্ঞানং সৎ, উত অসৎ, অথবা সদসদ্ভিন্নম্, উত অভিন্নম্, অথবা ভিন্নাভিন্নম্ ইতি নিরূপণাসহিষ্ণুতয়া অনির্বচনীয়ত্বং প্রকটয়িতুম্ আহ—**শরীরে**ত্যাদিনা। তচ্চ ন সৎ ইত্যুক্তম্, তৎ আক্ষিপতি—**শরীরদ্বয়হেতোরি**তি। তস্য সত্ত্বে হেতুমাহ—**অর্থক্রিয়াকারি-ত্বেন** ইতি। ততঃ কিম্ অনিষ্টম্ ইত্যত আহ—**অদ্বৈতানুপপত্তিঃ**

২৪। তর্হি সত্ত্বনিষেধাৎ অসত্ত্বমেব স্যাৎ, নভোনলিনীবৎ ইতি চেৎ? ন ইত্যাহ—**নাসদিতি**। "অজ্ঞোঽহম্" ইত্যপরোক্ষপ্রতীতিবিরোধাৎ অর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্চ ন আত্যন্তিকম্ অসত্ত্বম্। ন চ পরস্পরবিরোধে সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ বিধান্তরানুপপত্তিঃ। সংসর্গাভাবান্যোঽন্যাভাবয়োঃ ভেদপ্রতিপাদকো যোঽন্যোন্যাভাবঃ স যথা এতদুভয়বিলক্ষণঃ তদ্বদ্ অত্রাপি সত্ত্বাসত্ত্ববিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। অভাবান্যোঽন্যাভাবয়োঃ অন্যোন্যাভাবস্য তদ্ভাবানভ্যুপগমবৎ ইহাপি সত্ত্বস্য অসত্ত্বস্য চ অনভ্যুপগমসম্ভবাদিতি ভাবঃ।২৪

ইতি। তত্র উত্তরত্বেন মূলম্ অবতারয়তি—**তচ্চেতি** ইতি। তৎ উপপাদয়তি—**তস্যাপী**তি।

অজ্ঞান সৎ নহে, অসৎ ও নহে।

২৪। তাহা হইলে তাহার যখন সত্ত্ব নিষেধ করা হইল, তখন তাহা গগনকমলিনীর ন্যায় অসৎই হউক? না; তাহা হইতে পারে না; এইজন্য বলিতেছেন 'নাসৎ' ইত্যাদি। যদি তাহা একেবারেই অসৎ হয়, তাহা হইলে "অহম্ অজ্ঞঃ" অর্থাৎ আমি অজ্ঞ এরূপ প্রত্যয় হইতে পারে না, এবং তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব ও (কিঞ্চিৎকার্য্যজনকত্ব) হইতে পারে না। এই জন্য উহা একেবারে অসৎ নহে, অর্থাৎ যাহা আকাশকুসুমের ন্যায় অসৎ, তাহার সম্বন্ধে কখনও কোন রূপ প্রতীতি হইতে পারে না, এবং সে কোনরূপ অসাধারণ কার্য্য বা প্রয়োজন নিষ্পন্ন করিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞান কিন্তু ইহার বিলক্ষণ, অর্থাৎ তাহার প্রতীতিও হয় এবং তাহার অর্থক্রিয়াকারিতাও আছে, সুতরাং তাহাকে একেবারে অসৎ বলা যায় কিরূপে? আর একথাও বলা যায় না যে, সত্ত্ব ও অসত্ত্বের পরস্পর বিরোধ হইলে এতদুভয়াতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার স্বীকার

নন্থ অগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং সদেব অসীদিতি সন্মাত্রমেব অবধারয়তি শ্রুতিঃ ন তু ব্রহ্ম আসীদিতি। তৎ কথং ব্রহ্মণি অবধারণযোগ ইতি চেৎ? ন। ছান্দোগ্যে "সদেব সোম্য" ইতি উপক্রম্য, "তৎ সত্যং স আত্মা" (ছাঃ ৬।২-২০) ইতি উপসংহারাৎ ব্রহ্মণ্যেব আবধারণোপপত্তেঃ। হেত্বন্তরম্ আহ—**অভিধাস্যমানে**তি।

অয়মর্থঃ। ন জ্ঞানং বস্তু স্বতো নিবর্ত্তকম্, তেন সহ বিরোধাভাবাৎ। বিরোধস্তু প্রসিদ্ধ এব জ্ঞানাজ্ঞানয়োঃ, রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানেন রজ্জ্বজ্ঞানবিলয়দর্শনাৎ। যদি অজ্ঞানং পরমার্থতঃ সৎ স্যাৎ তর্হি জ্ঞানেন ন নিবর্ত্তেত। নিবর্ত্ততে চ তৎ। শ্রূয়তে চ "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" (সঙ্ক্ষেপশারীরকম্ ৪।৩৬) ইতি।২৩

২৪। তস্মাৎ ন সৎ অজ্ঞানম্ ইতি সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরস্পর্দ্ধিনোঃ একনিষেধে অন্যবিধা নান্তরীয়কত্বাদ্ অসদেব ইত্যশঙ্কতে—**তর্হি** ইতি। দূষয়তি—**ন ইত্যাহ** ইতি। কুত ইত্যত আহ—**অজ্ঞো অহম্** ইতি। ন হি অত্যন্তাসতঃ শশশৃঙ্গাদেঃ পরোক্ষাবভাসঃ সম্ভবতি ইত্যর্থঃ। নন্থ অসত্ত্বনিষেধে সত্ত্বং, সত্ত্বনিষেধে চ অসত্ত্বম্, অতঃ কথং তৃতীয়ঃ প্রকারঃ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—**ন চ** ইতি। বিধান্তরমেব দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—**সংসর্গাভাবান্যোহন্যাভাবয়োরি**তি। সংসর্গাভাবশ্চ অন্যোহন্যা-

---

করা যায় না; কারণ, সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব পরস্পর ভিন্ন ও বিরুদ্ধ; কিন্তু আবার অন্যোন্যাভাবই ইহাদের পরস্পরের ভেদ প্রদর্শন করে। এই অন্যোন্যাভাব যেমন পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ অভাবের বিলক্ষণ, সেইরূপ এখানেও যে অজ্ঞানের কথা বলা হইতেছে, তাহা ভাব ও অভাব হইতে পৃথক্। অভাব ও অন্যোন্যাভাবের মধ্যে অন্যোন্যাভাব যেরূপ অভাবস্বরূপ নহে এবং ঠিক্ উক্ত অন্যোন্যাভাবস্বরূপও স্বীকার করা যায় না, কিন্তু উভয়বিলক্ষণ, সেইরূপ এখানেও অজ্ঞানের সত্ত্ব বা অসত্ত্ব কোনটিই স্বীকার করিতে পারা যায় না।২৪

'স্তু । অস্তু তর্হি প্রত্যেকং সত্ত্বাসত্ত্বপ্রতিষেধেঽপি সমুচ্চিতং সদসদাত্মকম্ অব্যাকৃতমিতি চেৎ ? নৈবম্ । বিরোধাৎ, একত্র ভাবাভাবাসম্ভবাদিত্যাহ—নাপীতি ।২৫

ভাবশ্চ সংসর্গাভাবান্যোঽন্যাভাবৌ, তয়োঃ অন্যোঽন্যাভাবঃ অন্যোঽন্যাত্মকতা তদভাবঃ অন্যোঽন্যাত্মকতাঽভাবঃ । তদভাবানভ্যুপগমবদিতি যোজনা ।

অয়মর্থঃ—অনভ্যুপগমসম্ভবাদ্ ইত্যান্তে পবিশেষাৎ প্রকারান্তরসম্ভব ইতি যোজনীয়ম্ । "অভাবান্যোঽন্যাভাবয়োঃ" ইতি পাঠে সংসর্গাভাবান্যোঽন্যাভাবয়োঃ ভেদকো যোঽন্যোন্যাভাবঃ তস্য তদুভয়বিলক্ষণত্বাঙ্গীকারবৎ ইত্যর্থঃ । যদ্যপি তার্কিকমতে অভাবান্যোঽন্যাভাবয়োঃ সংসর্গাভাবান্যোঽন্যাভাবয়োঃ বা ভেদকঃ স্বরূপাতিরিক্তো অন্যোন্যাভাবো নাস্তি, তথাপি স্বরূপাত্মকভেদানভ্যুপগমাৎ ভেদকঃ কশ্চৎ আকারঃ এষ্টব্যঃ, ভাবাভাবয়োঃ অভাবয়োঃ বা অন্যথাপেক্ষানপেক্ষবিরুদ্ধধর্মযোঃ ভেদস্বরূপয়োঃ ঐক্যপ্রসঙ্গাৎ, অতো দৃষ্টান্তোপপত্তিঃ ইতি ।২৪

২৫ । পবিশেষাৎ সদসৎসমুচ্চয়ঃ এব অস্তু অব্যাকৃতম্ ইতি শঙ্কতে —অস্তু তর্হি ইতি । ন চ সমুচ্চয়ঃ অনুপপন্নঃ ইতি বাচ্যম্ । ত্রিদোষসমুচ্চয়স্য সন্নিপাতত্ববৎ ত্রিগুণসমুচ্চয়স্য প্রকৃতিত্ববৎ, সদসৎসমুচ্চয়স্য

অজ্ঞান সদসৎস্বরূপও নহে ।

২৫ । ভাল, অজ্ঞান যখন সৎও নহে, এবং অসৎও নহে, তখন একটা সমন্বয় বা সামঞ্জস্য করিয়া উহা 'সদসৎ'স্বরূপ এইরূপ বলা যউক ? না, তাহা বলা যায় না, কারণ, উহারা পরস্পরবিরোধী । পরস্পরবিরোধী দুইটি বস্তুর যুগপৎ একত্র সমন্বয় করা সম্ভব হইতে পারে না । এই জন্য বলিতেছেন—'নাপি, ইত্যাদি । অর্থাৎ একই বস্তু যেমন যুগপৎ শ্বেত ও কৃষ্ণ হইতে পারে না, কারণ, তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ, তদ্রূপ সেইরূপ একই অজ্ঞান যুগপৎ ভাব ও অভাবস্বরূপ হইতে পারে না ।২৫

১৬। তর্হি সতঃ অসতঃ সদসদ্ভ্যাং বা ভিন্নমিতি চেৎ ? ন ইত্যাহ—ন ভিন্নমিতি। ন হি ভেদো ধর্ম্মত্বেন [illegible] প্রতিপাদয়িতুং শক্যতে। ধর্ম্মত্বে ভেদাভেদবিকল্প- প্রসঙ্গাৎ। স্বরূপত্বে চ অন্যতরপবিশেষাপাতাৎ ইত্যর্থঃ। ২৬

অব্যাকৃতত্বোপপত্তেঃ ইতি পরিহরতি—নৈবম্ ইতি। ন চ সন্নিপাতাদি- বৎ সমুচ্চয়সম্ভবঃ, পরস্পরপ্রতিস্পর্দ্ধিত্বাৎ সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ। ন হি একমেব বস্তু যুগপৎ সচ্চ অসচ্চ ভবতীতি ভাবঃ। ২৫

২৬। তর্হি চতুর্থ এব প্রকারোঽস্তু ইতি আশঙ্কতে—তর্হীতি। ন হি ভেদ ইতি। ভেদঃ কিং বস্তুধর্ম্মঃ স্বরূপং বা। নাদ্যঃ, ইত্যাহ— ধর্ম্মত্বে ইতি। বস্তুধর্ম্মযোঃ যো ভেদঃ স কিং বস্তুনঃ সকাশাৎ ভিন্নঃ, উত

অজ্ঞান— সৎ, অসৎ ও সদসদ্ভিন্নও নহে।

২৬। তাহা হইলে উহা সৎ, অসৎ বা সদসৎ হইতে ভিন্ন কোন বস্তু —ইহা বলা যায় না, এই জন্য বলিতেছেন 'ন ভিন্নম্' ইত্যাদি। অর্থাৎ ভেদকে কাহারও ধর্ম্ম বলিয়া অথবা স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না। যদি উহাকে কাহারও ধর্ম্ম বলা হয়, তাহা হইলে উহা ভেদাভেদবিকল্পগ্রস্ত হওয়ায় সিদ্ধ হইবে না। আর যদি উহাকে কাহারও স্বরূপ বলা হয়, তাহা হইলে উহা পরস্পর ভিন্ন বস্তু দ্বয়ের যে কোন একটির স্বরূপ হইবে। ২৬

ভেদটী কাহারও ধর্ম্ম বা স্বরূপও নহে।

তাৎপর্য্য—। পূর্ব্বপক্ষীর মতে অজ্ঞান যখন সৎ অসৎ বা সদসৎস্বরূপ নহে তখন উহাকে ভিন্নস্বরূপ বলা উচিত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—ভিন্ন বলিতে হইলে ভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এই ভেদ বস্তুটি কি ? ইহা কি কোন বস্তুর ধর্ম্ম না, [illegible] যদি উহা বস্তুর ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—[illegible] [illegible] ঐ ভেদটি ভিন্ন কি [illegible] যদি [illegible]

২৭। ভেদনিষেধে প্রাপ্তম্ অভেদং নিরস্যতি—**নাভিন্নম্** ইতি। সদসদ্ভ্যাম্ অন্যতমপরিশেষে পূর্ব্বোক্তদোষানুষঙ্গাৎ। অব্যাকৃতমাত্রপরিশেষে চ বস্তুপ্রসিদ্ধেঃ তদসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ।২৭

অভিন্নঃ? আদ্যেঽপি কিং স্বতঃ এব, উত ভেদান্তরেণ? ন আদ্যঃ। স্বস্যৈব ভেদ্যভেদকত্বেন কর্ম্মকর্তৃত্ববিরোধপ্রসঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ। সোঽপি ভেদো ভেদান্তরেণ, ইতি অনবস্থাপাতাদিতি। অভিন্নত্বে ধর্ম্মত্বব্যাঘাতাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, ইত্যাহ—**স্বরূপত্বে চ** ইতি। ঘটপটয়োঃ ভেদস্য স্বরূপানতিরিক্তত্বে ঘট এব বা স্যাৎ পটো বা নান্যো ভেদোঽস্তি ইত্যর্থঃ।২৬

উহাদের ভেদ সাধন করে, তাহা হইলে কর্ম্মকর্তৃবিরোধ উপস্থিত হয়। আর যদি অন্য কোন ভেদ তাহাদের ভেদসাধন করে, তাহা হইলে সে ভেদের সাধক অপর একটি ভেদ আবার স্বীকার করিতে হইবে; তাহা হইলে অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সুতরাং ভেদ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ থাকিতে পারে না; **অতএব অজ্ঞান ভেদ-স্বরূপ হইতে পারে না**।২৬

অজ্ঞান ভেদ বা অভেদ স্বরূপও নহে।

২৭। যখন ভেদ নিষেধ করা হইল, তখন 'অর্থাৎ' অভেদই পাওয়া যায়? তাহাও 'নাভিন্নম্" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা নিষেধ করিতেছেন। অভেদকে যদি সৎ বা অসৎ যে কোন কোটিতে প্রবিষ্ট করা যায়, পূর্ব্বোক্তদোষ-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। অর্থাৎ যদি উহা সৎ হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে জ্ঞানোদয়ে নষ্ট হইতে পারে না, আর যদি অসৎ হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা অপরোক্ষরূপে প্রকাশমান হইতে পারে না; সুতরাং উহা অভিন্নও নহে। আর যদি উহাকে কেবল মাত্র অব্যাকৃত বলিয়া শেষ করা যায়, তাহাও হয় না; কারণ, তাদৃশ বস্তুর অপ্রসিদ্ধি থাকায় তাহা সিদ্ধ হয় না।২৭

ন নিরবয়বং, ন সাবয়বং নোভয়ম্,

২৮। ভেদাভেদয়োঃ একৈকস্য নিষেধেঽপি প্রাপ্তং ভিন্না-ভিন্নত্বং বিরোধাৎ প্রত্যাচষ্টে—**নাপি ভিন্নাভিন্নং কুতশ্চিৎ** ইতি। সতোঽসতশ্চেতি প্রত্যেকং মিলিতস্য চ প্রতিযোগিত্বম্ উচ্যতে ইতি জ্ঞাতব্যম্ ॥২৮

২৯। সত্ত্বাদিনা নির্ব্বক্তুম্ অশক্যত্বেঽপি মূলকারণত্বাৎ অব্যাকৃতং নিরবয়বত্বেন শক্যং নির্ব্বক্তুম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ— **ন নিরবয়বমিতি**। ন হি তস্য অনাত্মনো নিরবয়বত্বং তত্তৎ-নানাবিধপ্রপঞ্চাকারপরিণামিত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

২৭। **পূর্ব্বোক্তদোষানুষঙ্গাদিতি**। সতোঽভিন্নত্বে জ্ঞানা-পনোদ্যত্বানুপপত্তেঃ, অসতঃ অভিন্নত্বে অপরোক্ষপ্রতিভাসানুপপত্তেঃ, সমুচ্চয়াভেদস্য বিরোধিনোঃ সমুচ্চয়াসম্ভবাদেব অসম্ভব ইত্যর্থঃ। তর্হি অব্যাকৃতাভেদ এব অস্তু। তত্রাহ—**অব্যাকৃতেতি**। পক্ষান্তর-ব্যাখ্যা অতিরোহিতার্থা ।২৭

অজ্ঞান ভিন্নাভিন্ন স্বরূপও নহে।

২৮। ভেদ ও অভেদ একে একে উভয়েই নিষিদ্ধ হইলেও তাহা ভিন্নাভিন্নস্বরূপ হইতে পারে—এরূপও বলিতে পারা যায় না; কারণ, তাহা পরস্পর বিরুদ্ধ হয়; এইজন্য তাহারও প্রত্যাখ্যান করিতেছেন— "নাপি ভিন্নাভিন্নঃ কুতশ্চিৎ" কোন বস্তু হইতে উহা ভিন্নাভিন্নও নহে। ইহা জানা উচিত যে, উহা সৎ, অসৎ অথবা প্রত্যেকে মিলিত অর্থাৎ সদসৎ—সকলেরই প্রতিযোগী ।২৮

অজ্ঞান সাবয়ব ও নিরবয়ব ও উভয়রূপও নহে।

২৯। যদিও উহা সৎ আদি শব্দ দ্বারা বলিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায় না, তথাপি উহা মূল কারণ হওয়ায় অব্যাকৃত, এবং নিরবয়ব

তর্হি পরিণামিত্বাদেব মৃদাদিবৎ এষ্টব্যং সাবয়বত্বম্ ইত্যা-শঙ্ক্যাহ—**ন সাবয়বমিতি**। সাবয়বত্বে কার্য্যদ্রব্যত্বেন মূল-কারণত্বানুপপত্তেঃ, তত্তৎকার্য্যাকারপরিণামস্য চ মিথ্যাত্বেন বিবর্ত্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ। অর্থপ্রাপ্তম্ উভয়রূপত্বং বিরোধেন প্রত্যাদিশতি—**নোভয়মিতি** ॥২৭

২৮। কুতশ্চিৎ পদস্য বৈয়র্থ্যম্ আশঙ্ক্য আহ—**কুতশ্চিদিতি**। সদাত্মত্বাদপি ন ভিন্নং নাভিন্নং নাপি ভিন্নাভিন্নম্ ইত্যর্থঃ ॥২৮

২৯। নমু সদাদিভিঃ প্রকারৈঃ নির্ব্বক্তুম্ অশক্যত্বেঽপি অব্যাকৃতস্য ন অনির্ব্বচনীয়তা সিধ্যেৎ, প্রকারান্তরেণ শক্যনির্ব্বচনত্বাৎ ইত্যাশঙ্কতে—**সত্ত্বাদিনেতি**। নিরবয়বত্বে হেতুঃ—**মূলকারণত্বাদিতি**। সাবয়বস্য অবয়বপরতন্ত্রত্বেন অনিত্যত্বাৎ ন মূলকারণত্বম্। "মায়াং তু প্রকৃতিম্" (শ্বেতাঃ ৪।১০) ইতি শ্রুতেঃ ন মূলকারণত্বং দীয়তে ইত্যর্থঃ। দূষয়তি—**ন নিরবয়বমিতীতি**। তত্র উপপাদিতম্ আহ—**ন হীতি**। নিরবয়ব-

---

হওয়ায় নিরূপণ করিবার যোগ্য এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"ন নিরবয়-বম্" ইত্যাদি। 'সেই অনাত্মা নিরবয়ব নহে, কারণ, তাহা সেই সেই ভাবে নানাবিধ প্রপঞ্চরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হয়। যদি উহা পরিণামীই হয়, তাহা হইলে উহা মৃৎ আদির ন্যায় সাবয়ব হইতে পারে—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'ন সাবয়বম্' ইত্যাদি। যদি উহা সাবয়ব হয়, তাহা হইলে উহা কাহারও কার্য্য বা বিকার—ইহা অবশ্য বলিতে হইবে; আর উহা যদি কার্য্যদ্রব্য হয়, তাহা হইলে মূল কারণ হইতে পারিবে না।

কিন্তু কেবলব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানাপনোদ্যম্।২২

৩০। ননু কেনাপি প্রকারেণ নির্ব্বচনাসম্ভবেঽপি কিং তৎ অনির্ব্বচনীয়ত্বম্? ন হি লক্ষণমন্তরেণ লক্ষ্যাধিগতিরস্তি, তত্রাহ—**কিঞ্চিদিতি**। অস্য অজ্ঞানস্য সর্ব্বথা উক্তলক্ষণশূন্যত্বাৎ অত এব নির্ব্বক্তুম্ অশক্যত্বাৎ যৎকিঞ্চিচ্ছব্দবাচ্যত্বেন তৎসিদ্ধেঃ আত্মনি দ্বৈতোৎপত্তিঃ সিদ্ধা তন্নিবারণার্থং তদ্ধানোপায়মাহ—**কেবলেতি**॥৩০

অভাবে হেতুমাহ—**তৎতৎনানেতি**। সাবয়বাকারেণ প্রতীয়মানকার্য্যস্য ন কারণং নিরবয়বং ভবিতুম্ অর্হতি ইত্যর্থঃ।

অস্তু তর্হি কার্য্যানুসারেণ সাবয়বমেব অব্যাকৃতম্ ইতি শঙ্কতে—**তর্হীতি**। পরিহরতি—**ন সাবয়বমিতীতি**। সাবয়বদ্রব্যত্বেন ইতি হেতৌ তৃতীয়া। ননু কার্য্যস্য সাবয়বত্বে কথং কারণং নিরবয়বম্। পরমাণুবৎ ইতি চেৎ? ন। অব্যাকৃতস্য ভবদ্ভিঃ নিরবয়বত্বানভ্যুপগমাদিতি চেৎ? তত্রাহ—**তত্ত্বদিতি**। কার্য্যস্যাপি সাবয়বত্বেন স্বরূপে নির্ণীতে ভবেৎ ইদম্ আশঙ্কা, তদেব ন নির্ণীয়তে প্রতীতিস্তু স্বপ্নবৎ উপপদ্যতে, স্বপ্নস্য আরোপরূপত্বাৎ। আরোপ্যস্য বাস্তবং সাবয়বত্বং ক্বচিৎ দৃষ্টমস্তীতি চেৎ? ন। পূর্ব্বপূর্ব্বভ্রমকল্পিতসাবয়বত্বস্য উত্তরোত্তরারোপোপপত্তেঃ ন বাস্তবসাবয়বত্বাভ্যুপগম ইতি ভাবঃ। পক্ষান্তরং নিগদব্যাখ্যাতম্।২৯

অনির্ব্বচনীয়ের লক্ষণ।

৩০। ভাল, যদি উহা কোনও প্রকারে নির্দ্দেশ করিবার যোগ্য নহে, তাহা হইলে ঐ অনির্ব্বচনীয়ত্ব কি? লক্ষণ ব্যতীত কোনও

৩১। নিরালম্বনজ্ঞানাযোগাদ্ যৎকিঞ্চিদালম্বনজ্ঞানস্য চ সনিদানসংসারনিরাসসাধনত্বাঽসম্ভবাৎ তদুচিতং বিষয়ং দর্শয়তি—ব্রহ্মাত্মৈকত্বেতি।

অথ যথোক্তং জ্ঞানম্ অগ্নিহোত্রাদিসহিতং ফলসাধনং, সাধনভূয়স্ত্বে ফলভূয়স্ত্বসম্ভবাৎ? নৈবম্। মিথো বিরুদ্ধয়োঃ সমুচ্চয়াযোগাৎ, ফলস্য চ কৈবল্যস্য নিরতিশয়ত্বাদ্ ইত্যাশয়বানাহ—কেবলেতি ॥৩১

৩০। নন্বু লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং হি বস্তুসিদ্ধিঃ। তৎ কথং কেনাপি প্রকারেণ নির্ব্বচনানর্হঃ বস্তু সিদ্ধ্যেৎ ইতি শঙ্কতে—নহীতি। উক্ত-

---

নিবারণার্থ বলিতেছেন—'কিন্তু' ইত্যাদি। যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলা হইল, তাহা কোনও রকমেই এই অজ্ঞানে থাকিতে পারে না, এই জন্য উহার স্বরূপও বলিয়া উঠিতে পারা যায় না, সুতরাং যৎকিঞ্চিৎ শব্দদ্বারা উহার স্বরূপ বলা হয়। যদি বল এইরূপ হইলে দ্বৈতপ্রসঙ্গ হয়। তাহার নিবারণের জন্য উহার বিনাশের উপায় বলিতেছেন—"কেবল" ইত্যাদি, অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয়।৩০

জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় অসম্ভব।

৩১। নিরালম্বন জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না; এবং যে জ্ঞান যৎকিঞ্চিৎ বস্তু অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা সনিদান সংসারের উচ্ছেদসাধন হইতে পারে না; এইজন্য তাহার উপযুক্ত বিষয় দেখাইতেছেন—"ব্রহ্মাত্মৈকত্ব" ইত্যাদি।

ভাল, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের সহিত পূর্ব্বোক্ত ফলের সাধন হউক? যেহেতু সাধনের আধিক্য হইলে ফলেরও আধিক্য হইয়া থাকে। তবে বলিব—না, এরূপ হইতে পারে না; কারণ, জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর বিরোধী; সুতরাং ইহাদের সমুচ্চয় হইতে পারে

প্রকারেণ নির্ব্বচনাসম্ভবেঽপি প্রকারান্তরেণ অস্তি নির্ব্বচনম্ ইত্যাহ—**তত্রাহেতি**। জ্ঞানাপনোদ্যম্ অব্যাকৃতমিতি লক্ষণম্। তত্তু পূর্ব্বোক্ত-রীত্যা নির্ব্বচনানর্হম্ ইতি অনির্ব্বচনীয়মেব। ন চ অতিব্যাপ্তিঃ। অনির্ব্বচনীয়স্য আত্মনঃ অনপোদ্যত্বাৎ; নাপি অব্যাপ্তিঃ, ভূভূধরাদীনাম্ বিদ্যাকার্য্যত্বেন অবিদ্যাত্মকত্বাৎ ইতি। নাপি অসম্ভবঃ, জ্ঞানাজ্ঞানয়োঃ বিরোধেন অজ্ঞানস্য জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বোপপত্তেঃ ইতি। তত্র জ্ঞানশব্দেন অন্তঃকরণবৃত্তিঃ উচ্যতে।৩০

৩১। তচ্চ ন নির্ব্বিষয়ম্ ইত্যাহ—**নিরালম্বনে**তি। অস্তু তর্হি ঘটাদ্যালম্বনমেব জ্ঞানং, নেত্যাহ—**যৎকিঞ্চিদি**তি। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈঃ ২।১।১) "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ডঃ ৩।২।৯) "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" (মুণ্ডঃ ২।২।৮) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ সংসারনিরসন-সাধনত্বং ব্রহ্মজ্ঞানস্য অবগম্যতে ইত্যাশয়েন আহ—**তদুচিতমি**তি।

জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদী আশঙ্কতে—**অথে**তি। জ্ঞানমাত্রাদেব মোক্ষো-পপত্তৌ কিমিতি কর্ম্মাদি অপেক্ষ্যতে ইতি তত্রাহ—**সাধনভূয়স্ত্বে** ইতি। মোক্ষো নাম সুখবিশেষঃ, স চ জ্ঞানমাত্রাৎ জাতাদপি কর্ম্মসহিতজ্ঞানাৎ জাতঃ অধিকো ভবতি। যথা অগ্নিষ্টোমমাত্রজন্যাৎ স্বর্গাৎ বাজপেয়সহিতাৎ জন্যঃ অধিকঃ তদ্বদিতি। ভবেদেবং যদি জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো ভবেৎ। তদেব ন সম্ভবতীতি পরিহরতি—**নৈবমি**তি। জ্ঞানকর্ম্মণোঃ বিরুদ্ধা-ধিকারিনিষ্পাদ্যতয়া সমুচ্চয়াসম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ। কিং চ মোক্ষলক্ষণস্য ফলস্য জন্যত্বে ভবেৎ সাতিশয়ত্বম্, ন তু তদস্তি ইত্যাহ—**ফলস্যে**তি। কৈবল্যস্য কেবলাত্মস্বরূপস্য নিত্যাত্মস্বরূপস্য ইত্যর্থঃ।৩১

না। আর সাধনের আধিক্যে যে ফলেরও আধিক্য হয়—বলা হইল, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, কৈবল্যরূপ ফল নিরতিশয়, অর্থাৎ কৈবল্য অপেক্ষা কোন ফল অধিক নহে; সুতরাং তাহার সম্বন্ধে আধিক্য বা ন্যূনতা বলা চলে না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'কেবল' ইত্যাদি।৩১

সর্ব্বপ্রকারজ্ঞানোপসংহারে বুদ্ধেঃ কারণাত্মনাঽবস্থানং সুষুপ্তিঃ।২৩
তদুভয়াভিমানী আত্মা প্রাজ্ঞঃ।২৪। এতৎত্রয়ং মকারঃ।২৫

৩১। অব্যাকৃতস্য অনির্ব্বাচ্যস্য আধিদৈবিকীম অবস্থাম্ উক্ত্বা সম্প্রতি আধ্যাত্মিকীম্ অবস্থাং তদেকত্ববিবক্ষয়া দর্শয়তি—**সর্ব্বপ্রকারেতি**। ইন্দ্রিয়সংস্পৃষ্টস্থূলার্থাকারতয়া স্থূলত্বং বাসনারূপসূক্ষ্মার্থাকারতয়া সূক্ষ্মত্বং চ জ্ঞানানাং সর্ব্বপ্রকারত্বম্। তেষাম্ অশেষবিশেষবিজ্ঞানানাম্ উপরমো মুক্তাবপি সম্ভবতি ইতি এতদুক্তম্—**বুদ্ধেরিতি**। অন্তঃকরণস্য কারণাকাররূপেণ অবস্থানম্ অবস্থান্তরেঽপি জাগরিতাদৌ অস্তি ইতি আদ্যং বিশেষণম্। কিমিদ কারণাত্মনা বুদ্ধেঃ অবস্থানম্। কিং কারণস্য বুদ্ধেশ্চ অবস্থানম্, কিং কারণস্যৈব তদ্বাসনাবাসিতস্যৈব পুনর্ব্বুদ্ধ্যুৎপাদনযোগ্যস্য? প্রথমে জাগরিতাদেঃ অবিশেষঃ সুষুপ্তেঃ স্যাৎ। দ্বিতীয়ে বুদ্ধিগ্রহণম্

৩১। অব্যাকৃতস্য আধিদৈবিক্যবস্থা স্বরূপলক্ষণা, আধ্যাত্মিক্যবস্থা সুষুপ্তিলক্ষণা, অব্যাকৃতস্য অবস্থা সুষুপ্ত্যাবতি একত্বে অব্যাকৃতং সুষুপ্তিঃ

অনির্ব্বচনীয় বস্তুর আধ্যাত্মিক অবস্থা।

৩২। অনির্ব্বচনীয় অব্যাকৃত বস্তুর আধিদৈবিক অবস্থা বলিয়া এক্ষণে তাহার সহিত অভেদবিবক্ষায় তাহার আধ্যাত্মিক অবস্থা দেখাইতেছেন—'সর্ব্বপ্রকার' ইত্যাদি। স্থূল বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে তদাকারে জ্ঞানের যে স্থূলত্ব এবং বাসনারূপ সূক্ষ্ম বিষয়ের

অনর্থকমিতি চেৎ? নৈবম্। বুদ্ধেঃ যৎ কারণং তস্যৈব তদ্বাসনাবাসিতস্য পুনর্ব্বুদ্ধ্যুৎপাদনযোগ্যস্য স্থিতেঃ ইষ্টত্বাৎ ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৩২

ইত্যুক্তং তৎ অযুক্তম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**তদেকত্বে**তি। কার্য্যকারণয়োঃ অত্যন্তভেদাভাবাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বপ্রকারজ্ঞানোপসংহার ইত্যুক্তম্। কিং তৎ সর্ব্বপ্রকারত্বম্ ইত্যত আহ—**ইন্দ্রিয়ে**তি। এতাবতা সবিষয়প্রত্যয়-নিরাসেন জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ অতিব্যাপ্তিঃ নিরস্তা ভবতি। এবমপি মুক্ত্য-বস্থাদৌ ব্যভিচারম্ আশঙ্ক্য পরিহরতি—**তেষামি**ত্যাদিনা। অস্তু তর্হি বুদ্ধেঃ কারণাত্মনা অবস্থানং সুষুপ্তিঃ ইতি এতাবদেব লক্ষণম্, তত্রাহ—**অন্তঃকরণস্যে**তি। কিমিদম্ ইত্যাদিপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থঃ স্পষ্টার্থঃ। কারণাত্মনা অবস্থানম্ ইত্যুক্তে অবিশেষেণ সর্ব্বকার্য্যাণাং কারণাত্মনা অবস্থানং প্রলয়ে অস্তি ততো বুদ্ধেরিতি বিশেষণম্। তথাহপি সর্বান্তঃপাতিন্যা বুদ্ধেঃ প্রলয়েহপি কারণাত্মনা অবস্থানম্ অস্তীতি চেৎ? সত্যম্। তত্র সর্ব্বকার্য্য-

এই জন্য 'বুদ্ধে' এই অংশ বলা হইয়াছে। জাগরিতাদি অবস্থান্তরেও অন্তঃকরণের কারণাকাররূপে অবস্থান সম্ভব হয়, এই জন্য প্রথম বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে।

বুদ্ধির কারণরূপে অবস্থান কি?

যদি বল—বুদ্ধির এই কারণরূপে অবস্থানটি কি? উহা কি কারণের ও বুদ্ধির অবস্থান? অথবা পুনরায় বুদ্ধির উৎপাদনযোগ্য তদ্বাসনাবাসিত কারণের অবস্থান? যদি প্রথম পক্ষ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে জাগরিত হইতে সুষুপ্তির কোন ভেদ থাকে না; আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 'বুদ্ধি' শব্দটির অনর্থক গ্রহণ করা হয়? তাহা হইলে বলিব—না, এরূপ নহে। বুদ্ধির যে কারণ পুনরায় বুদ্ধি উৎপাদনে যোগ্য, বাসনাযুক্ত সেই তাহার অবস্থানই আমাদিগের অভিপ্রেত।৩২

অকার উকারে, উকারো মকারে, মকার ওঁকারে,

৩৩। **সম্প্রতি** অব্যাকৃতাভিমানিনা অন্তর্য্যামিণা সহ একত্বং সুষুপ্ত্যভিমানিনঃ সিদ্ধবৎকৃত্য তদ্বিষয়সংজ্ঞাবিশেষং ব্যবহারলঘুতায়ৈ নিবেদয়তি—**তদুভয়েতি**।

প্রাজ্ঞ ইতি। প্রজ্ঞা চৈতন্যম্। তৎপ্রধানঃ পুরুষঃ প্রাজ্ঞশব্দার্থঃ। তদুপাধিভূতকারণস্য তৎপ্রকাশ্যত্বেন উপসর্জনত্বাৎ। অব্যাকৃতং সুষুপ্তিঃ উভয়োঃ অভিমানী চেতি ত্রিতয়ং মকারান্তর্ভূতত্বাৎ মিথো ন পৃথগ্ ইতি অদ্বৈতম্ অনুস্মরন্ আহ—**এতৎত্রয়ং মকার** ইতি ॥৩৩

বাসনাবাসিতস্য কারণস্য অবস্থানেঽপি ন কেবলং বুদ্ধিবিশেষবাসনাবাসিতস্য কারণস্য অবস্থানমস্তি, যেন ঝটিতি বুদ্ধিমেব উৎপাদয়েদিতি মন্বানঃ পরিহরতি—**নৈবমিতি। পুনর্বুদ্ধ্যুৎপাদনযোগ্যস্যে**তি। পুনঃ ঝটিতি বুদ্ধ্যুৎপাদনযোগ্যস্য ইত্যর্থঃ।৩২

৩৩। অব্যাকৃতাভিমানী ঈশ্বরঃ। "এষ সর্ব্বেশ্বর এষোঽন্তর্য্যামী" (মুণ্ডঃ ৬) ইতি শ্রুতেঃ। একত্বং তু স্বরূপতো ন উপাধিতঃ।

প্রাজ্ঞশব্দের অর্থ।

৩৩। এখন অব্যাকৃতাভিমানী অন্তর্য্যামীর সহিত সুষুপ্ত্যভিমানীর একত্ব ধরিয়া লইয়া ব্যবহারলাঘবের জন্য তদ্বিষয়ে বিশেষ সংজ্ঞা বলিতেছেন—'তদুভয়' ইত্যাদি। 'প্রাজ্ঞ' শব্দের অর্থ—প্রজ্ঞা অর্থে চৈতন্য বুঝায়, যে পুরুষ সেই প্রজ্ঞাপ্রধান তিনি প্রাজ্ঞ; ইহাই প্রাজ্ঞশব্দের অর্থ। তাহার উপাধিভূত কারণ তাহারই প্রকাশ্য; সুতরাং তাহা উপসর্জ্জনীভূত বা গৌণ। অব্যাকৃত, সুষুপ্তি ও এতদুভয়াভিমানী এই তিনটি 'ম'কারের অন্তর্ভূত এই জন্য ইহারা পরস্পর ভিন্ন নহে—এই অদ্বৈতমত স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—"এতৎত্রয়ং মকারঃ" ইত্যাদি।৩৩

৩৪। **স্থূলপ্রপঞ্চাত্মনো বিরাজো জাগরিতস্য তদুভয়াভিমানিনো বিশ্বস্য অকারত্বম্, সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাত্মনো হিরণ্যগর্ভস্য স্বপ্নস্য তদুভয়াভিমানিনঃ তৈজসস্য উকারত্বম্, প্রপঞ্চদ্বয়কারণভূতাব্যাকৃতস্য সুষুপ্তেঃ তদুভয়াভিমানিনশ্চ প্রাজ্ঞস্য মকারত্বম্ ইতি উক্তম্ উপনিষৎপ্রামাণ্যাৎ প্রতিপত্তব্যম্। তথাপি ত্রয়াণাম্ অকারাদীনাং মিথো বিভক্তানাম্ অবস্থানাৎ কুতোঽদ্বৈতং সিদ্ধ্যতি ইত্যাশঙ্ক্য 'অপবাদপ্রক্রিয়াং' প্রকটয়তি —অকার ইতি ॥৩৪**

৩৪। তদ্বিষয়ে সুষুপ্ত্যভিমানিনি প্রাজ্ঞত্বং নির্ব্বক্তি—**প্রজ্ঞেতি**। কথং প্রাজ্ঞস্য চৈতন্যপ্রধানত্বং তস্য ঔপাধিকত্বেন উপাধিপ্রধানত্বাৎ ইত্যত আহ—**তদুপাধীতি**। উপাধেঃ উপসর্জ্জনত্বে হেতুঃ—**তৎপ্রকাশ্যত্বেন** ইতি। **অব্যাকৃতম্** ইতি গ্রন্থঃ স্পষ্টার্থঃ।৩৩

৩৪। বিরাড়াদীনাম্ অকারাদ্যাত্মনা উপসংহারো ন যুক্তঃ, প্রমাণাভাবাদ্ ইত্যত আহ—**উপনিষৎপ্রামাণ্যাদিতি**। "স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ

অকার উকার ও মকারস্বরূপে শ্রুতির প্রমাণ।

৩৪। স্থূল প্রপঞ্চস্বরূপ বিরাট্ ও জাগরিত এবং এতদুভয়াভিমানী যে বিশ্ব, তিনি 'অ'কারস্বরূপ। সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাত্মা হিরণ্যগর্ভ ও স্বপ্ন এবং এই উভয় অভিমানী তৈজস 'উ'কার স্বরূপ। স্থূল, সূক্ষ্ম—এই দ্বিবিধ প্রপঞ্চের কারণস্বরূপ অব্যাকৃত ও সুষুপ্তি এবং এতদুভয়াভিমানী প্রাজ্ঞ 'ম'কার স্বরূপ—ইহা উপনিষদের প্রামাণ্য হইতে জানিতে হইবে।

অকারাদির বিষয় পৃথক্ হইলে অদ্বৈতসিদ্ধিতে শঙ্কা ও সমাধান।

তাহা হইলেও অকারাদি তিনটি পরস্পর বিভক্তভাবে অবস্থান করে, সুতরাং কিরূপে অদ্বৈত সিদ্ধি হয়? এই আশঙ্কায় অপবাদ প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—'অকার' ইত্যাদি।৩৪

ওঁকারোঽহমেব ।২৬

৩৫। অস্যার্থঃ—স্থূলভূতকার্য্যং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকম্ আধিদৈবতাদিভেদভিন্নং দৃশ্যং সর্ব্বং স্থূলভূতাত্মনা প্রলীয়তে। তানি চ স্থূলানি ভূতানি পঞ্চীকৃতানি অবস্থাভিমানিসহিতানি অকারাত্মকানি অপঞ্চীকৃতভূতেষু বিলীয়ন্তে। তৎকার্য্যং চ সপ্তদশকং লিঙ্গম্ অরম্ভণাধিকরণন্যায়েন তন্মাত্রতাং প্রতিপদ্যতে। তানি চ অপঞ্চীকৃতানি সূক্ষ্মভূতানি অবস্থাভিমানিসহিতানি উকারাত্মকানি সম্ভূতিবৈপরীত্যেন প্রলয়ং প্রতিপদ্যন্তে ।।৩৫

প্রথমঃ পাদঃ। প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ তৃতীয়ঃ পাদঃ" (মাণ্ডূ ১।৫) ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষৎপ্রামাণ্যাৎ ইত্যর্থঃ। তদেবম্ অধ্যারোপং সপ্রপঞ্চং নিরূপ্য অদ্বৈতপ্রতিপত্তিসিদ্ধয়ে অপবাদং প্রকটয়িতুং পূর্ব্বপক্ষম্ উত্থাপয়তি—**তথাঽপি** ইতি ।৩৪

৩৫। অপবাদপ্রকারম্ উৎপত্তিবৈপরীত্যেন স্পষ্টীকরোতি—**অস্যার্থ** ইতি। অক্ষরার্থস্তু অতিরোহিতার্থঃ। **আরম্ভণাধিকরণন্যায়েন** ইতি। শারীরকে দ্বিতীয়াধ্যায়ে চিন্তিতং, ভোক্তৃভোগ্যভেদপ্রপঞ্চস্য

অপবাদ প্রক্রিয়া।

৩৫। ইঁহার অর্থ—আধিদৈবিকাদি ভেদে বিভিন্ন সমষ্টিব্যষ্টিরূপ স্থূলভূতের সমস্ত কার্য্য স্থূলভূতের স্বরূপেই লীন হয়, এবং অকারাত্মক পঞ্চীকৃত সেই স্থূলভূত সকল জাগ্রতাদি অবস্থা ও তদভিমানিনী দেবতার সহিত অপঞ্চীকৃত ভূতগণে লীন হয়। আরম্ভণাধিকরণের নিয়ম অনুসারে তৎকার্য্য অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত ভূতগণের কার্য্য সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ তৎস্বরূপেই হইয়া থাকে, এবং উকারস্বরূপ সেই অপঞ্চীকৃত ভূত সকল, অবস্থা ও অভিমানিনী দেবতার সহিত সৃষ্টির বিপরীতক্রমে প্রলয় প্রাপ্ত হয় ।৩৫

৩৬। **তত্র পৃথিবী গন্ধতন্মাত্রাত্মিকা রসতন্মাত্রাত্মিকাসু অপ্সু, তাশ্চ আপো রূপতন্মাত্রে তেজসি, তত্তেজঃ স্পর্শতন্মাত্রে**

প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ ন মিথ্যাত্বম্ ইতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ। "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (ব্রহ্মসূত্রঃ ২।১।১৪)। ছান্দোগ্যে একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় শ্রূয়তে "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (ছাঃ ৬।১।৪) ইতি। অস্যার্থঃ—একস্মিন্ কারণে মৃদাদৌ জ্ঞাতে সতি ঘটশরাবাদি সর্ব্বং মৃণ্ময়ং জ্ঞাতং ভবতি, যদি কার্য্যস্য কারণানন্যত্বং স্যাৎ। অন্যথা কার্য্যানাম্ আনন্ত্যেন অশক্যজ্ঞানত্বাদ্ একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা অনর্থিকা স্যাদিতি।

ননু তথাঽপি ন অদ্বৈতসিদ্ধিঃ, "ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি পুনঃ পুনঃ অবধারণাদ্ ইতি চেৎ ? ন। ভৌতিকানাং ভূতমাত্রতাবধারণপরত্বাৎ। অন্যথা উপক্রমোপসংহারবিরোধপ্রসঙ্গাৎ। "সদেব" ইতি উপক্রম্য "তৎ সত্যম্, স আত্মা" ইতি উপসংহারঃ শ্রূয়তে। অতঃ কারণমাত্রং সত্যম্। কার্য্যভেদস্তু বাচারম্ভণমাত্রো মিথ্যেতি যাবৎ। আগমস্য অনুপসঞ্জাতবিরোধিত্বাৎ উপজীব্যাংশাবাধকত্বাৎ উত্তরত্বাৎ চ বলবত্ত্বম্। তদুক্তং ভট্টপাদৈঃ—

> পূর্ব্বাৎ পরবলীয়স্ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তাম্।
> অন্যোঽন্যনিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম ধিয়াং ভবেৎ ॥ ইতি।

তন্মাত্রতাম্ ইতি। অপঞ্চীকৃতপঞ্চভূতমাত্রতাম্ ইত্যর্থঃ। অপঞ্চীকৃতভূতানাং লয়ং দর্শয়তি—**তানি চ** ইতি। **সম্ভূতিবৈপরীত্যেন** ইতি ।৩৫

লয়ক্রম।

৩৬। তাহাদের মধ্যে গন্ধতন্মাত্রস্বরূপা পৃথিবী রসতন্মাত্ররূপ জলে লয়প্রাপ্ত হয়; সেই জল রূপতন্মাত্র তেজে লীন হয়, সেই তেজ স্পর্শ-

অহমাত্মা সাক্ষী কেবলশ্চিন্মাত্রস্বরূপঃ ॥২৭

বায়ৌ, স চ বায়ুঃ শব্দতন্মাত্রে নভসি, তচ্চ অবিদ্যাসহায়ে সচ্ছব্দিতে ব্রহ্মণি অব্যক্তে, তচ্চ অব্যক্তম্ অবস্থাভিমানিভ্যাং সহিতং মকারাত্মকং কার্য্যকারণবিভাগবিকলে নিষ্কলে পরিশুদ্ধে ব্রহ্মণি ওঁকারলক্ষিতে বিলীয়তে। ন তস্মাৎ পরং কিঞ্চিৎ অস্তি।

উক্তং হি—

জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে।
আপস্তেজসি লীয়ন্তে তেজো বায়ৌ বিলীয়তে॥
বায়ুশ্চ লীয়তে ব্যোম্নি তচ্চাব্যক্তে প্রলীয়তে।
অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্কলে সম্প্রলীয়তে॥
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।

ইতি (বিষ্ণুপুরাণে।) ॥৩৬

৩৬। এতদেব বিবৃণোতি—**তত্র পৃথিবী**ত্যাদিনা। তৎ চ নভঃ অবিদ্যাসহায়ে অবিদ্যাশবলিতে সচ্ছব্দবাচ্যে। ন কেনাপি প্রমাণেন ব্যজ্যতে ইতি অব্যক্তং সাভাসম্ অব্যাকৃতম্, তস্মিন্ লীয়তে ইতি শেষঃ। ততঃ কিম্ ইত্যত আহ—**তচ্চে**তি। অবস্থা প্রলয়ঃ। অভিমানী

তন্মাত্ররূপ বায়ুতে লীন হয় এবং সেই বায়ু শব্দতন্মাত্ররূপ আকাশে লীন হয়। সেই আকাশ আবার অবিদ্যাসহায় 'সৎ'শব্দবাচ্য অব্যক্ত ব্রহ্মে এবং মকারস্বরূপ সেই অব্যক্ত অবস্থাও অভিমানীর সহিত কার্য্য-কারণবিভাগরহিত, নিষ্কল ও পরিশুদ্ধ ওঁকারপরিলক্ষিত ব্রহ্মে লীন হয়। তাঁহা অপেক্ষা আর কোন পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—

৩৭। অকারাদীনাং পূর্ব্বপূর্ব্বস্য উত্তরোত্তরস্মিন্ অনুপ্রবেশেন প্রত্যগাত্মনি পর্য্যবসিতত্বেঽপি প্রত্যগাত্মা দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রাণাহংকারাব্যাকৃতানাং মধ্যে কতমঃ স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**অহমাত্মেতি**। দেহস্তাবৎ অনাত্মা দৃশ্যত্বাৎ

সর্ব্বজ্ঞঃ। মকারাত্মকম্ অব্যাকৃতং পরিশুদ্ধে ব্রহ্মণি লীয়তে ইত্যন্বয়ঃ। ব্রহ্মণঃ শুদ্ধতাম্ আহ—**কার্য্যকারণবিভাগবিকলে** ইতি। তদপি ব্রহ্ম ক লীয়তে ইতি চেৎ? ন কুত্রাপি ইত্যাহ—**ন তস্মাৎ** ইতি। উক্তে অর্থে শ্রুতিং সংবাদয়তি—**উক্তং হি** ইতি। পুরুষে ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণি। নিষ্কলে শুদ্ধে। শেষঃ শ্রুত্যর্থঃ অতিরোহিতঃ। তদেবম্ অধ্যারোপাপবাদন্যায়ম্ অনুসৃত্য প্রণবস্বরূপনিরূপণেন প্রত্যগাত্মৈকঃ পর্য্যবশেষিতঃ—**পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিদিতি**।৩৬

৩৭। ভবত্বেবং প্রত্যগাত্মপর্য্যন্তম্ অপবাদঃ। প্রত্যগাত্মনো ন অপবাদশ্চেৎ তদেব প্রত্যগাত্মস্বরূপং বিশেষতো নির্দ্ধারণীয়ম্ ইতি শঙ্কতে—**অকারাদীনাম্** ইতি। প্রশ্নবীজং বাদিবিপ্রতিপত্তিরূপং

হে দেবর্ষে! জগৎপ্রতিষ্ঠা পৃথিবী অপ্ মধ্যে লীন হয়, অপ্ (জল) তেজে লীন হয়, তেজ বায়ুতে লীন হয়, এবং বায়ু আকাশে লীন হয় এবং আকাশ অব্যক্তে লীন হয়। হে ব্রহ্মন্! সেই অব্যক্ত নিষ্কল পুরুষে লীন হয়; পুরুষ হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই, তাহাই কাষ্ঠা এবং তাহাই পরম গন্তব্য স্থান।৩৬

প্রত্যক্ আত্মনিরূপণ।

৩৭ অকারাদির পূর্ব্ব পূর্ব্ব, পরে পরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ আত্মায় পর্য্যবসিত হইলেও দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, অহঙ্কার ও অব্যাকৃত ইহাদিগের মধ্যে কোনটি প্রত্যগাত্মা হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—'অহম্ আত্মা' ইত্যাদি।

জড়ত্বাৎ পরিচ্ছিন্নত্বাৎ ভৌতিকত্বাৎ আদ্যন্তবত্ত্বাচ্চ ঘটবৎ। তথা ইন্দ্রিয়াদীনাম্ অব্যাকৃতপর্য্যন্তানাম্ অনাত্মত্বম্ অবধেয়ম্। ন চ প্রতীচো দেহাদিসাক্ষিণো জাড্যম্ উপপদ্যতে। জড়ত্বে ঘটাদিবৎ অনাত্মত্বপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ অজ্ঞানং সাভাসম্ অব্যাকৃতশব্দিতং তৎ কার্য্যং দেহাদ্যনাত্মত্বেন প্রতিপত্তব্যম্। তদ্ব্যতিরিক্তশ্চ আত্মা তদুভয়সাক্ষী চিদ্ধাতুরেব দ্রষ্টব্যঃ ইত্যর্থঃ। কেবলশব্দেন চিতো বিষয়নিরপেক্ষত্বং বিবক্ষ্যতে। চিন্মাত্রশব্দেন আত্মনো দ্রব্যবোধরূপত্বং পরেষ্টং প্রত্যাচষ্টে —**চিন্মাত্রেতি**॥৩৭

দর্শয়তি—**দেহেন্দ্রিয়ে**তি। তত্র উত্তরত্বেন মূলম্ অবতারয়তি—**অহমাত্মে**তীতি।

দেহাদ্যব্যাকৃতান্তাতিরিক্ত আত্মেতি মূলার্থং প্রকটয়িতুং দেহাদেঃ অনাত্মত্বং সাধয়তি—**দেহস্তাবৎ** ইত্যাদিনা। তত্র জডত্বহেতুঃ সাধ্যাবিশিষ্ট ইতি চেৎ? ন। অনাত্মত্বং নাম আত্মাতিরিক্তত্বং, জডত্বং তু অসংবিদ্রূপত্বমিতি সাধ্যসাধনয়োঃ ভেদাৎ। দৃশ্যত্বং তু স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্তদর্শনাপেক্ষত্বম্।

অনাত্মনির্ণয়ে অনুমান।

দেহ অনাত্মা, যেহেতু তাহা দৃশ্য, জড়, পরিচ্ছিন্ন, ভৌতিক ও আদ্যন্তযুক্ত; দৃষ্টান্ত যেমন ঘট। এইরূপে ইন্দ্রিয় হইতে অব্যাকৃত পর্য্যন্ত সমস্তই অনাত্মা বলিয়া জানা উচিত। কিন্তু যিনি দেহাদির সাক্ষী প্রত্যক্স্বরূপ, তাঁহার জড়ত্ব হওয়া সম্ভব নহে; যদি তাঁহার জড়ত্ব থাকে, তাহা হইলে ঘটাদির ন্যায় তিনিও অনাত্মা হইয়া পড়িবেন। সুতরাং অব্যাকৃত শব্দবাচ্য সাভাস অজ্ঞান ও তৎকার্য্য দেহাদিকে অনাত্মা বলিয়া জানিতে হইবে। আর যিনি আত্মা তিনি এই সকল হইতে ভিন্ন;

অত্র কশ্চিদাহ—কিমিদং দৃশ্যত্বং ফলব্যাপ্যত্বং বৃত্তিব্যাপ্যত্বং বেতি বক্তব্যম্। আদ্যে ভাগাসিদ্ধিঃ,দেহস্য অভ্যন্তরভাগে দৃশ্যত্বাভাবাৎ। দ্বিতীয়ে তু আত্মনি অনৈকান্তিকতা, আত্মনোঽপি বৃত্তিব্যাপ্যত্বাঙ্গীকারাৎ ইতি।

অত্রোচ্যতে—ন ফলব্যাপ্যত্বে ভগাসিদ্ধিঃ, সম্মুখস্য অবয়বিনঃ ফলিতত্বাৎ। অন্যথা ঘটাদেরপি ফলব্যাপ্যত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ। নাপি বৃত্তিব্যাপ্যত্বে আত্মনি অনৈকান্তিকত্বম্, তস্য স্বপ্রকাশকত্বেন বৃত্তিব্যাপ্যত্বাভাবাৎ। বৃত্ত্যঙ্গীকারস্তু তদাবরণনাশায় ন তু স্বরূপপ্রকাশায় ইতি অবিরোধঃ। ন চাত্মনং স্বপ্রকাশকত্বম্ অসিদ্ধমিতি বাচ্যম্. "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ," (বৃহঃ ৪।৩।৯) "আত্মৈবাস্য জ্যোতিঃ" (বৃহঃ ৪।৩।৬) ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ। কিঞ্চ অনবধারিতফলব্যাপ্যত্ববৃত্তিব্যাপ্যত্ববিশেষং দৃশ্যত্বমাত্রং হেতুঃ। অন্যথা কিমনেন তদ্দেশকালসংলগ্নো ধূমো হেতুঃ এতদ্দেশকালসংলগ্নো বা। আদ্যে স্বরূপাসিদ্ধিঃ। দ্বিতীয়ে সাধনশূন্যং নিদর্শনম্ ইত্যুক্তে ধূমানুমানভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ। ধূমমাত্রং হেতুরিতি পরিহারে অত্রাপি দৃশ্যত্বমাত্রং হেতুরিতি সমানম্। অলম্ অতি বিস্তরেণ।

নন্থ জড়ত্বহেতুঃ অসিদ্ধঃ, প্রত্যক্ষেণ চেতনত্বেন উপলম্ভাদিতি চেৎ ? ন। চেতনত্বপ্রতীতেঃ আত্মব্যাপ্যদেহবিষয়ত্বাৎ। অন্যথা মৃতশরীরেঽপি চেতনত্বপ্রতীত্যাপত্তেঃ। 'কৃশঃ অহম্' ইত্যাদিপ্রত্যয়স্তু ভ্রান্ত এব, ন্যায়সহিতমমপ্রত্যয়বাধিতত্বাৎ হেত্বন্তরং তু অতিরোহিতার্থম্। তথা ইন্দ্রিয়াদীনাম্ ইত্যুক্তৈরেব হেতুভিঃ অনাত্মত্বম্ অবধেয়ম্ ইত্যর্থঃ। অতঃ পরিশেষাৎ দেহাদীনাং দৃশ্যানাম্ অদৃশ্যো দ্রষ্টা আত্মা সিদ্ধঃ।

ভবতু দেহাদিবিলক্ষণ আত্মা, সোঽপি জড এব কিং ন স্যাৎ ইতি,

এতদুভয়ের সাক্ষিস্বরূপ এবং তিনি চিন্ময়। 'কেবল' শব্দ প্রয়োগ করিয়া ইহাই জানান হইয়াছে যে, চিন্ময় আত্মা কোন বিষয়ের অপেক্ষা করেন না। অন্য পক্ষীয়গণ যে আত্মাকে দ্রব্যস্বরূপ ও বোধস্বরূপ বলেন, চিন্মাত্র শব্দ দ্বারা তাহার প্রত্যাখ্যান করা হইল।৩৭

নাজ্ঞানং নাপি তৎ কার্য্যম্। কিন্তু নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-

৩৮। এবম্ অজ্ঞানতৎকার্য্যস্পর্শশূন্যচিদাত্মা পরিশুদ্ধঃ ত্বং-পদার্থঃ তৎপদার্থাৎ ব্রহ্মণঃ অর্থান্তরং কিং ন স্যাদিতি মন্বানঃ তত্রাহ—**ন চ** ইতি। প্রতীচঃ প্রত্যগাত্মনঃ স্বপ্রকাশস্যেতি যাবৎ। "দেহাদিসাক্ষিণঃ" ইতি হেতুগর্ভং বিশেষণম্। বিপক্ষে দোষমাহ—**জড়ত্বে** ইতি। অনাত্মত্বপ্রসঙ্গো জড়ত্বাবিশেষাৎ ইত্যর্থঃ।

পরিশেষিতং সিদ্ধম্ অর্থম্ আদায় উপসংহরতি—**তস্মাদিতি**। **তত্ত্বয়েতি**। অব্যাকৃততৎকার্য্যসাক্ষীত্যর্থঃ। চিদ্ধাতুঃ চিদেকরস ইত্যর্থঃ। অনেন "কেবলঃ চিন্মাত্রস্বরূপঃ" ইত্যত্র চিৎস্বরূপপদং ব্যাখ্যাতম্। কেবল-পদকৃত্যমাহ—**কেবলে**তি। ন চ জ্ঞানস্য বিষয়ঘটিতত্বং স্বরূপম্, বিষয়াণাং ব্যভিচারে অপি জ্ঞানাব্যভিচারাৎ। তত্তদ্বিষয়াণি জ্ঞানানি ভিন্নানি এবেতি চেৎ? ন। স্বতো ভেদানবগমাৎ। প্রতীয়মানভেদস্য বিষয়ভেদঘটিতত্বেন উপাধিকত্বাদিতি ভাবঃ। মাত্রপদপ্রয়োজনমাহ—**চিন্মাত্রে**তি। **দ্রব্যবোধরূপত্বমি**তি। দ্রব্যরূপত্বং বোধরূপত্বং চ। দ্রব্যমিতি বৈশেষিকাঃ, বোধ ইতি বৌদ্ধা ইত্যর্থঃ। ন হ্যাত্মনো দ্রব্যরূপতা, নির্গুণত্বাৎ। সমবায়িকারণত্বেন দ্রব্যত্বং স্যাদিতি চেৎ? ন। সমবায়স্যৈব অভাবাৎ। ভাবে বা অদ্বিতীয়ত্বাসঙ্গত্বশ্রুতিবিরোধাৎ। বোধরূপত্বং তু অনুমানেন নিরাকৃতমেব ইহ স্মারিতম্ ইতি ভাবঃ। "অহ-মাত্মা সাক্ষী কেবলঃ চিন্মাত্রস্বরূপো নাহজ্ঞানং নাপি তৎকার্য্যং চ" ইত্যেতাবতা ত্বংপদার্থঃ পরিশোধিতঃ।৩৭

৩৮। "কিন্তু" ইতি পদসূচিতাং শঙ্কাম্ আবিষ্করোতি—**এবম্**

আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব।

৩৮। এইরূপে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যের সংস্পর্শরহিত পরিশুদ্ধ ত্বংপদার্থ চিদাত্মা, তৎপদার্থ ব্রহ্ম হইতে কি বিভিন্ন কোন বস্তু হইতে পারে না? এই মনে করিয়া বলিতেছেন—"কিন্তু" ইত্যাদি।

সন্ আহ—কিঞ্চিতি। তৎপদার্থপরিশোধনপূর্ব্বকং পরিশোধিতং ত্বংপদার্থম্ অনূদ্য তস্য ব্রহ্মত্বং বাক্যার্থং কথয়তি—নিত্যেত্যাদিনা। "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ॥" (কঠঃ ১।২।১৮) ইতি শ্রুতিস্মৃতী সমাশ্রিত্য কার্য্যৈক্যং ব্রহ্মণো নিত্যত্ববিশেষণেন নিরস্যতি।

"শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্" (ঈশ ৮) ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যাপষ্টম্ভেন কার্য্যতাদাত্ম্যবৈধুর্য্যং ব্রহ্মণঃ শুদ্ধবিশেষণেন উচ্যতে। "প্রজ্ঞানঘনেতি" (বৃহঃ ৪।৫।১৩) শ্রুতিম্ আশ্রিত্য নিত্যবিজ্ঞপ্তিরূপতাং ব্রুবাণো বুদ্ধবিশেষণেন কারণৈক্যং ব্রহ্মণো নিষেধতি। "বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" (কঠঃ ৫।১) ইতি শ্রুতিম্ অনুসৃত্য অবিদ্যাকামকর্ম্মপারতন্ত্র্যাপাকরণেন কারণতাদাত্ম্যং ব্রহ্মণো মুক্তপদেন প্রত্যাচষ্টে। ঐক্যতাদাত্ম্যয়োশ্চ ভেদাসহত্বভেদসহত্বাভ্যাং ভেদঃ ॥৩৮

অজ্ঞানেতি। অর্থান্তরশঙ্কাং ব্যাবর্ত্তয়িতুম্ উত্তরগ্রন্থতাৎপর্য্যমাহ—তৎপদার্থেতি। বাক্যার্থপরিশোধনায় তৎপদার্থশোধনমিত্যর্থঃ। নিত্যেত্যাদিসপ্তবিশেষণৈঃ তৎপদার্থশোধনমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। আকাশবৎ সর্ব্বগতঃ সর্ব্বব্যাপক ইতি যোজনা, ন তু আকাশবন্নিত্য ইতি। তথা সতি নিত্যত্বস্য সাপেক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ। নিত্যশ্চেতি শ্রুতিপদং প্রকৃতো-

---

ব্রহ্ম—নিত্য অজ শাশ্বত ও পুরাণ।

তৎপদার্থের পরিশোধনপূর্ব্বক পরিশোধিত ত্বং-পদার্থের অনুবাদ করিয়া তাহার ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ তাহাই ব্রহ্ম—ইহাই যে বাক্যার্থ, তাহা দেখাইতেছেন—'নিত্য' ইত্যাদি। 'তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য, এই আত্মা অজ, নিত্য শাশ্বত, ও পুরাণ' এই শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য অবলম্বনে নিত্যত্ব বিশেষণ দিয়া ব্রহ্মের কার্য্যৈক্য নিরাস করিতেছেন।

দাহরণম্। "অজো নিত্যঃ' ইতি স্মৃতিঃ। নিত্যবিশেষণেন ফলিতার্থমাহ—**কার্য্যৈক্যমিতি**। কার্য্যস্য অনিত্যত্বাৎ ন ব্রহ্মণঃ কার্য্যৈক্যম্ ইত্যর্থঃ। মাহস্তু কার্য্যৈক্যং, কার্য্যতাদাত্ম্যং তু ভবিষ্যতীতি তত্রাহ—**শুদ্ধমিতি**। কার্য্যতাদাত্ম্যকার্য্যৈক্যয়োঃ অভাবেঽপি অব্যাকৃতাখ্যকারণৈক্যং তত্তাদাত্ম্যং বা কিং ন স্যাদিতি তত্রাহ—**প্রজ্ঞানঘন** ইতি। প্রজ্ঞানঘনঃ প্রজ্ঞানৈকরস ইত্যর্থঃ। প্রকৃষ্টং জ্ঞানম্ অস্যেতি বিগ্রহশঙ্কাং বারয়তি—**নিত্যবিজ্ঞপ্তী**তি। জ্ঞপ্তিঃ জ্ঞানমিতি ভাবব্যুৎপত্তিরেব অবিলম্বিতপ্রতীতেঃ আশ্রয়ণীয়েত্যর্থঃ। অতো জ্ঞানরূপস্য জড়েন কারণেন ন ঐক্যমিত্যর্থঃ।

কার্য্য ও কারণ পদার্থের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য বা তাদাত্ম্য নাই।

অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য, কিন্তু কার্য্য সমস্তই অনিত্য; সেই কার্য্যের সহিত যদি ব্রহ্মের অভেদ থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মও অনিত্য হইয়া পড়েন। এইজন্য ব্রহ্মের সহিত কার্য্যের একতা হইতে পারে না; ইহা দেখাইবার জন্যই 'নিত্য' এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। তিনি শুদ্ধ ও পাপসংস্পর্শরহিত' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্যে 'শুদ্ধ' বিশেষণদ্বারা কার্য্যের সহিত যে তাঁহার তাদাত্ম্য নাই, তাহা বলা হইয়াছে। তিনি প্রজ্ঞানঘন এই শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে ব্রহ্ম যে নিত্য জ্ঞপ্তিস্বরূপ ইহা বলিয়া 'বুদ্ধ' এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার কারণৈক্যও নিষেধ করা হইয়াছে।

"বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" এই শ্রুতি অনুসারে অবিদ্যাকামকর্ম্মপরতন্ত্রতা নিরাসপূর্ব্বক 'মুক্তপদের দ্বারা ব্রহ্মের কারণতাদাত্ম্য প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি নিত্যমুক্ত তাঁহার আবার কারণতাদাত্ম্য থাকার সম্ভাবনা কোথায়?

ঐক্য ও তাদাত্ম্যের মধ্যে প্রভেদ।

ঐক্য ও তাদাত্ম্যের মধ্যে ভেদ এই যে, একটি ভেদাসহ এবং

সত্যস্বভাবং পরমানন্দাদ্বয়ং (প্রত্যগ্ভূতচৈতন্যং) ব্রহ্মৈব

৩৯। ননু ব্রহ্মণো যথোক্তস্য প্রপঞ্চস্যেব যথাকথঞ্চিৎ বাধ্যত্বাপ্রসিদ্ধৌ ন প্রেপ্সিতত্বং পরিকল্প্যতে। ন হি ব্রহ্ম প্রপঞ্চাৎ ভিন্নম্, অব্রহ্মত্বপ্রসঙ্গাৎ। অভেদে চ তদ্বাধ্যত্বম্ অভ্যুপেয়তাম্।

অতঃ কথং তদভিন্নং ব্রহ্মাবাধ্যম্ অভ্যুপেয়ম্ ইত্যাশঙ্ক্য "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তি° ২।১।১) "সত্যস্য সত্যম্" (বৃহ ২।১।১০) ইত্যাদিশ্রুতিম্ অনুসন্দধানঃ সমাধত্তে—**সত্যেতি**। তথাপি ন তস্মিন্ প্রেপ্সয়া প্রবর্ত্তেত পুরুষার্থত্বাভাবাৎ ইত্যাশঙ্ক্য "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম" (বৃহঃ ৩।৯।২৮) "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (তৈত্তি ৩।৩।১) ইত্যাদিশ্রুতিম্ অনুরুধ্য ব্রূতে—**পরমানন্দেতি**। ব্রহ্মানন্দস্য

কারণৈক্যং পরাকৃত্য কারণতাদাত্ম্যং পরাকরোতি—**বিমুক্তশ্চেতি**। অবিদ্যা মিথ্যাজ্ঞানম্। কামঃ অভিলাষঃ, কর্ম্ম পুণ্যাপুণ্যরূপম্। নিত্যমুক্তত্বাৎ ন কারণতাদাত্ম্যশঙ্কাপি ইত্যর্থঃ। তাদাত্ম্যৈক্যয়োঃ অভেদমাশঙ্ক্য তদ্ভেদং স্ফুটয়তি—**ঐক্যতাদাত্ম্যোরিতি**। ভেদসহত্বং তাদাত্ম্যস্য, ভেদাসহত্বম্ ঐক্যস্যেতি বিভাগঃ।৩৮

৩৯। সত্যপদসমাধেয়াং শঙ্কাম্ উত্থাপয়তি—**নম্বিতি**। ন প্রেপ্সিতত্বং ন ইচ্ছাগোচরত্বম্, ন সত্যত্বমিতি যাবৎ।

অপরটি ভেদসহ। যাহা ভেদসহ তাহা তাদাত্ম্য এবং যাহা ভেদাসহ তাহা ঐক্য।৩৮

ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ বাক্যের অর্থ।

৩৯। আচ্ছা, ব্রহ্মের যদি পূর্ব্বোক্তরূপ প্রপঞ্চের ন্যায় বাধ্যত্ব প্রসিদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে অভীপ্সিত বিষয় কল্পনা করিতে পারা যায় না,

কার্যিত্বসাতিশয়ত্বনিরাসার্থং পরমেতি বিশেষণম্। কিঞ্চ যথোক্তং ব্রহ্ম দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতম্ ইষ্যতে। অস্থূলাদি-শ্রুতেঃ স্বতঃপ্রমাণত্বাৎ।

বস্তুতশ্চ প্রপঞ্চাভাবাদ্ ভেদাভেদবাচো যুক্তেঃ অযুক্তত্বাৎ ইত্যভিপ্রায়েণ আহ—অদ্বয়মিতি ॥৩৯

ব্রহ্মণঃ অবাধ্যত্বং সাধয়িতুং ব্রহ্ম কিং প্রপঞ্চাদ্ ভিন্নম্ অভিন্নং বেতি বিকল্প্য নাদ্য ইত্যাহ—নহীতি। কুত ইত্যত আহ—অব্রহ্মত্ব-প্রসঙ্গাদিতি। ব্রহ্মত্বং নাম বৃহত্ত্ব বৃংহণত্বং বা। তচ্চ ন বৃংহ্যমাণ-প্রপঞ্চাৎ তস্য পরিচ্ছিন্নত্বে সম্ভবতি ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ে দোষমাহ—অভেদে চেতি। পরিহারাভিপ্রায়ম্ আবিষ্করোতি—সত্যং জ্ঞান-মিতি। বাধ্যমানস্য প্রপঞ্চস্য বাধো ন নিরধিষ্ঠানঃ সম্ভবতি। বাধাধিষ্ঠানং

অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্যত্ব কল্পনা করিতে পারা যায় না। কারণ, ব্রহ্ম ত প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন নহে; কারণ, তাহা হইলে তাঁহার অব্রহ্মত্ব হইয়া পড়িবে; আর যদি তিনি প্রপঞ্চ হইতে অভিন্ন হন তাহা হইলে তিনিও বাধ্য—ইহা স্বীকার করা উচিত। অতএব প্রপঞ্চ হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম যে অবাধ্য (বাধের বিষয় নহে) তাহা কিরূপে স্বীকার করা যায়—এই আশঙ্কার সমাধানে বক্ষ্যমাণ শ্রুতি অনুসারে বলিতেছেন—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম'—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত; 'সত্যস্য সত্যম্' তিনি সত্যেরও সত্য, ইত্যাদি।

ব্রহ্ম পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া পুরুষার্থ।

ব্রহ্ম এতাদৃশ হইলেও তাঁহাতে পুরুষের প্রয়োজন না থাকায় কেহ তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় প্রবর্তিত হইতে পারে না, এই আশঙ্কার উত্তরে—'বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম'—ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" আনন্দই ব্রহ্ম ইহা জানিয়াছিল—ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে বলিতেছেন—'পরমানন্দ' ইত্যাদি।

৪০। পরিশোধিতং তৎপদার্থম্ অনূদ্য তস্য পরিশোধিতেন ত্বংপদার্থেন সহ ঐক্যং বাক্যার্থং কথয়তি—ব্রহ্মৈবেতি। এবকারঃ তাদাত্ম্যাঙ্গীকারপ্রযুক্তভেদনিরাসার্থম্। তৎপদার্থম্ চ সত্যম্ অবাধ্যম্। অন্যথা অধিষ্ঠানানবস্থাপ্রসঙ্গাৎ। অতো বাধাধিষ্ঠানম্ অবাধ্যং ব্রহ্মেত্যর্থঃ।

আনন্দপদব্যাবর্ত্ত্যাশঙ্কাম্ অবতারয়তি—তথাহপীতি। প্রেপ্সা প্রাপ্তুম্ ইচ্ছা। পরমবিশেষণকৃত্যমাহ—ব্রহ্মানন্দস্যেতি। অদ্বয়পদং ব্যাচষ্টে—কিঞ্চেতি। দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতমেব অদ্বিতীয়ং, ন তু অদ্বিতীয়ত্বধর্ম্মবৎ। তথা সতি ধর্ম্মধর্ম্মিভাবেন অদ্বিতীয়তা ন সিদ্ধ্যেৎ। "স্বাঙ্গম্ অব্যবধায়কম্" ইতি ন্যায়ম্ আশ্রিত্য ধর্ম্মাঙ্গীকরণে নির্দ্ধর্মকত্ব-প্রতিপাদকশ্রুতিবিরোধ ইত্যভিসন্ধিঃ।

কেয়ং নির্দ্ধর্ম্মকত্ববোধিকা শ্রুতিঃ অত আহ—অস্থূলেতি। স্বতঃ প্রমাণত্বাদিতি। বেদস্য অপৌরুষেয়ত্বেন পুরুষাশ্রয়াণাং দোষাণাম্ অসম্ভবাৎ স্বত এব প্রামাণ্যমিত্যর্থঃ। প্রামাণ্যস্য পরতস্ত্বে অনবস্থাহনাশ্বাসয়োঃ দুষ্পরিহার্য্যত্বাদিতি ভাবঃ।৩৮

৪০। কিঞ্চ বস্তুতঃ সন্ চেৎ প্রপঞ্চঃ আস্ত, তদা ব্রহ্ম প্রপঞ্চাদ্ ভিন্নং

পরমানন্দ—এইপদে যে 'পরম' এই বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মানন্দের বিনাশিত্ব এবং সাতিশয়ত্ব শঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য; অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ ক্ষয়শীল নহে এবং উহা অপেক্ষা কোনও আনন্দ অধিক নহে—ইহাই বুঝাইবার জন্য। আর এই ব্রহ্ম দ্বৈতাভাবোপলক্ষিত— অর্থাৎ দ্বৈতপ্রপঞ্চের অভাব দ্বারাই এই ব্রহ্মের উপলক্ষণ করা হয় মাত্র। বস্তুতঃ প্রপঞ্চের পরমার্থ সত্তা নাই এবং ভেদাভেদ বাদও যুক্তিসহ নহে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'অদ্বয়ম্' ইত্যাদি।৩৯

জীবব্রহ্মের ঐক্য।

৪০। পরিশোধিত 'তৎ' পদার্থের অনুবাদ করিয়া পরিশোধিত

অহমস্মি অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি অভেদেন অবস্থানং সমাধিঃ।২৮

অনূদ্য তস্য ত্বম্পদার্থত্বং বিধায় ত্বমর্থম্ অনূদ্য তস্য তৎপদত্বং বিদধাতি অহং ব্রহ্মাস্মীতি (বৃহঃ ১।৪।৪)॥৪০

৪১। অথ জীবব্রহ্মণোঃ মিথো ব্যতিহারেণ একরস-স্বরূপবাক্যার্থপ্রতিপত্ত্যর্থং সাধনভূতং সমাধিং সঙ্গিরতে—**ইতি অভেদেন অবস্থানং সমাধিরিতি**। পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা ন বেতি বিকল্পাবকাশঃ। স এব নাস্তি, বাচারম্ভণশ্রুত্যা মিথ্যাত্বস্য অবসিতত্বাৎ ইত্যাশয়েনাহ—**বস্তুতশ্চে**তি। উত্তরগ্রন্থতাৎপর্য্যমাহ—**পরিশোধিতমি**তি। **এবকার** ইতি। অভেদস্য ঔপচারিকত্বশঙ্কা-ব্যাবৃত্তয়ে এবকার ইত্যর্থঃ। পুনঃ "অহং ব্রহ্ম" ইতি বচনং বাক্যার্থ-দার্ঢ্যায় ইত্যাহ—**ত্বমর্থমি**তি।৪০

৪১। নম্থ বাক্যার্থসাক্ষাৎকারসাধনত্বাৎ ন অনবসরকথনম্ ইত্যাহ—**অথে**তি। মিথঃ—অন্যোঽন্যং ব্যতিহারেণ ঐক্যসম্পাদনেন ইত্যর্থঃ।

সমাধির্দ্বিবিধা। সংপ্রজ্ঞাতসমাধিঃ অসংপ্রজ্ঞাতসমাধিশ্চেতি। তত্র

'ত্বং' পদার্থের সহিত তাহার ঐক্যই বাক্যার্থ, ইহা বলিতেছেন—'ব্রহ্মৈব' ইত্যাদি। এখানে যে 'এব'শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা তাদাত্ম্য স্বীকার করায় পাছে ভেদ স্বীকার করা হয়, এই আশঙ্কানিবৃত্তির জন্য। 'তৎ'পদার্থের অনুবাদ করিয়া তাহাকে 'ত্বং' পদার্থস্বরূপ বলিয়া পুনশ্চ 'ত্বং' পদার্থের অনুবাদ করিয়া তাহারই 'তৎ'পদার্থত্ব বিধান করিতেছেন —'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি।৪০

জীবব্রহ্মের ঐক্যসাধক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি

৪১। জীব ও ব্রহ্মের পরস্পর ঐক্যদ্বারা একরসস্বরূপ বাক্যার্থ-বোধের জন্য তাহার উপায়স্বরূপ সমাধির কথা বলিতেছেন—ইত্যভেদেন অবস্থানং সমাধিঃ—'এইরূপে অভেদে অবস্থিতির নাম সমাধি'। পূর্ব্ব-কথিত যুক্তি অনুসারে প্রণবের স্বরূপানুসন্ধানপূর্ব্বক কেবলমাত্র একরস

প্রণবস্বরূপার্থানুসন্ধানপুরঃসরম্ একরসবস্তুমাত্রত্বেন চিত্তস্য তদাকারবৃত্ত্যবশেষাবস্থানং সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ (যোগসূত্রঃ ১।১৭) ইত্যুচ্যতে। উক্তং হি—

ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিপ্রবাহোঽহংকৃতিং বিনা।
সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ স্যাৎ ধ্যানাভ্যাসপ্রকর্ষতঃ ॥১॥

বৃত্তিমপি তন্মাত্রত্বেন উপসংহৃত্য বৃত্তিমতঃ চিত্তস্য প্রযত্নপূর্ব্বকং বস্তুমাত্রত্বেন অবস্থানম্ অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ (যোগসূত্রঃ ১।১৮) ইতি গীয়তে। উক্তং চ—

মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ।
যাঽসম্প্রজ্ঞাতনামাঽসৌ সমাধিরভিধীয়তে ॥ইতি।

অস্য চ প্রযত্নপূর্ব্বকত্বাদেব সুষুপ্তিতো বিশেষসিদ্ধিঃ। সুষুপ্তৌ তু কারণাত্মনা চিত্তস্য অবস্থানম্ আস্থিতম্। ইদং তু কার্য্যকারণসম্বন্ধবিধুরবস্তুমাত্রত্বেন তস্য পর্য্যবস্থানম্ ইষ্যতে। তদ্বাসনাবিশেষাভ্যুপগমাৎ চ অস্য সাধনপক্ষপাত ইতি ভাবঃ ॥৪১

প্রথমস্য স্বরূপং কথয়তি—**পূর্ব্বোক্তে**তি। অধ্যারোপাপবাদন্যায়েন ইত্যর্থঃ। **তদাকারে**তি। একরসবস্ত্বাকার ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়সমাধি-

---

বস্তুরূপে চিত্তের যে তদাকারবৃত্ত্যবশেষে অবস্থান, অর্থাৎ সেই বস্তুর সস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া চিত্তের যে অবস্থিতি তাহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অর্থাৎ প্রণবস্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত যখন অন্য সমস্ত বস্তু ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র প্রণব আকারে আকারিত হইয়া অবস্থান করে, তাহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এ সম্বন্ধে কথিত আছে—'অহংবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ধ্যানাভ্যাসের প্রকর্ষবশতঃ যে ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিপ্রবাহ তাহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

৪২। **জীবব্রহ্মণোঃ ঐক্যে শ্রুতিং প্রমাণয়তি—অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি** (বৃহ০ ৪।৪।৫)। অত্র চ **ব্রহ্মাত্মপদয়োঃ** স্বরূপমাহ—**বৃত্তিমপীতি**। উক্তেঽর্থে বৃদ্ধবচনং সংবাদয়তি—**উক্তং চেতি**। সুষুপ্ত্যবিশেষম্ আশঙ্ক্য পরিহরতি—**অস্য চেতি**। অস্য দ্বিতীয়স্য সমাধেঃ, বিশেষমেব দর্শয়তি—**সুষুপ্তৌ চেতি**। কার্য্য-কারণবিধুরবস্তুমাত্রাবস্থানস্য ফলত্বাৎ কথং তস্য সাধনত্বম্ ইত্যত আহ—**তদ্বাসনেতি**। চিত্তস্য ব্রহ্মাকারবাসনাভ্যুপগমাৎ ইত্যর্থঃ।৪১

৪২। জীবব্রহ্মস্বরূপপরিশোধনপূর্ব্বকং কথিততদৈক্যার্থে শ্রুত্যন্তরম্ উপোদ্বলয়তি ইত্যাশয়েনাহ—**জীবব্রহ্মণোরিতি**। "অয়মাত্মা" ইত্যাদি-

---

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

আর যখন সেই বৃত্তিটিও ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপে লীন হইয়া যায় এবং বৃত্তিমৎ চিত্ত প্রযত্নপূর্ব্বক ধ্যেয় বস্তুস্বরূপে অবস্থান করে, তখন তাহাকে **অসম্প্রজ্ঞাত** সমাধি বলে। আচার্য্যগণ বলিয়াও গিয়াছেন—"বৃত্তিশূন্য মনের যে ব্রহ্মাকারে অবস্থিতি তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়। সুষুপ্তি হইতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পার্থক্য এই যে, ইহাকে প্রযত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিতে হয়, কিন্তু সুষুপ্তিতে প্রযত্নের আবশ্যকতা নাই। সুষুপ্তিকালে চিত্ত কারণস্বরূপে অবস্থান করে—ইহাই আমরা স্বীকার করি; কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় চিত্ত কার্য্যকারণবন্ধন পরিত্যাগপূর্ব্বক মাত্র বস্তুস্বরূপে অবস্থান করে—ইহাই আমাদের অভিপ্রায়। আর ইহাকে সাধন বলিবার কারণ এই যে, তৎকালে সেই সমাধির জন্য বাসনাবিশেষও আমরা স্বীকার করি—অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকালে চিত্ত ব্রহ্মাকার-বাসনাবিশেষ যুক্ত হয়—এই জন্যই ইহাও সাধনস্বরূপ।৪১

জীবব্রহ্মের ঐক্যবোধক শ্রুতি।

৪২। জীব ও ব্রহ্মের একক্ষণে ঐক্য সম্বন্ধে শ্রৌতি প্রমাণ দিতেছেন—'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম' অর্থাৎ 'এই আত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি। এস্থলে ব্রহ্ম ও

"তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৪।৭) "ব্রহ্মাহমস্মি "সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম" "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (ঐ ৩।৯)। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (বৃহঃ ২।৫।১৯) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ।২৯।

ইতি পঞ্চীকরণং ভবতি ।ওঁ ॥৩০

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদ-বিরচিতং পঞ্চীকরণম্ ।

সামানাধিকরণ্যং, পদার্থয়োঃ বিশেষণবিশেষ্যত্বম্ । ততো বিরোধস্ফূর্ত্তৌ পদার্থস্য নিকৃষ্টস্য বস্তুমাত্রেণ লক্ষণয়া সম্বন্ধঃ । ততশ্চ অখণ্ডৈকরসবাক্যার্থপ্রতিপত্তিঃ । ন চ একার্থত্বে পদ-ভেদানুপপত্তিঃ, ব্যাবর্ত্ত্যভেদাৎ অর্থবত্ত্বসিদ্ধেরিতি দ্রষ্টব্যম্ । আদিপদেন তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যানি তত্ত্বংপদার্থবিষয়াণি চ অবান্তরবাক্যানি ব্রহ্মাত্মৈকরসত্বে পর্য্যবসিতানি গৃহীত-ব্যানি ॥৪১

বাক্যস্য অখণ্ডার্থত্বম্ উপপাদয়তি—**অত্র** ইত্যাদিনা। **পদয়োঃ সামানাধিকরণ্যমি**তি। ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানাম্ একস্মিন্ অর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্ ইত্যর্থঃ। **বিশেষণবিশেষ্যত্বমি**তি। পদার্থয়োঃ অন্যোন্যভেদব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণবিশেষ্যত্বমিত্যর্থঃ। নালম্

আত্মা এই পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ এবং পদার্থ দ্বয়ের বিশেষণ-বিশেষ্যতাই সম্বন্ধ ইহাতে বিরোধ উদয় হইলে লক্ষণাদ্বারা নিকৃষ্ট পদার্থের মাত্র বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থির করিতে হইবে। আর তাহা হইলে অখণ্ডৈকরস বাক্যার্থের বোধ হইবে ? আর একার্থ হইলে ভিন্নপদ হওয়া ঠিক নহে—ইহা বলা যায় না ; কারণ ব্যাবর্ত্ত্যের ভেদে অর্থবত্ত্বসিদ্ধি হইতে পারে ইহাই বুঝিতে হইবে ।

৪৩। তদেবম্ অধিকারিণো বাক্যাদ্ ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারসমুৎপত্তৌ অজ্ঞানতৎকার্য্যনিবৃত্তৌ অনারব্ধফল-

উৎপলম্ ইতিবৎ বিশিষ্ট এব বাক্যার্থাঃ অস্তু ; কিং লক্ষণয়া ? ইতি নেত্যাহ—**বিরোধস্ফূর্ত্তাবি**তি। তত্র নীলগুণস্য উৎপলদ্রব্যস্য চ গুণগুণিভাবেন বৈশিষ্ট্যম্ উপপদ্যতে। ইহ তু পদার্থয়োঃ বিরোধেন ন বিশিষ্টবাক্যার্থসম্ভবঃ ইত্যর্থঃ। তত্র লক্ষণা ত্রিবিধা—জহল্লক্ষণা অজহল্লক্ষণা, জহদজহল্লক্ষণা চেতি। তত্র জহল্লক্ষণা ন সম্ভবতি, 'গঙ্গায়াং ঘোষ' ইতিবৎ বাচ্যার্থাশেষপরিত্যাগাভাবাৎ। নাপি অজহল্লক্ষণা, 'শোণো ধাবতি' ইতিবৎ বিরুদ্ধার্থত্বাৎ এব। পরিশেষাৎ জহদজহল্লক্ষণা 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইতিবৎ আশ্রয়ণীয়া। বিরুদ্ধাংশপরিত্যাগেন অনুগতচিদংশেন অখণ্ডৈকরসবাক্যার্থপ্রতীতিঃ ইত্যাহ—**ততশ্চে**তি। প্রমাণং চ—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যম্ অখণ্ডার্থনিষ্ঠম্ অকার্য্যকারণদ্রব্যনিষ্ঠত্বে সতি সমানাধিকরণত্বাৎ, 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইতি বাক্যবৎ ইতি। পদয়োঃ একার্থপরত্বে পর্য্যায়তা স্যাৎ। তথাত্বে চ সহপ্রয়োগাযোগঃ ইতি তত্রাহ—**নচে**তি। তত্র হেতুমাহ—**ব্যাবর্ত্ত্যে**তি। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ইত্যত্র আদিপদসংগৃহীতং দর্শয়তি—**আদী**তি। অবান্তরবাক্যানি ইতি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" (তৈঃ ২।১।১) ইত্যাদীনি ইত্যর্থঃ।৪২

৪৩।. প্রকরণার্থম্ উপসংহরন্ অনুক্রমেণ জীবন্মুক্তিপরমমুক্তী দর্শয়তি—**তদেবমি**ত্যাদিনা। প্রথমং বাক্যার্থপরিশীলনফলমাহ—**ব্রহ্মাত্মৈক্য-**

মূলে যে আদিপদের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদ্বারা 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যসকল এবং 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থবিষয়ক অন্যান্য অবান্তর বাক্য সকল একরস ব্রহ্মস্বরূপেই যে পর্য্যবসিত তাহাই বুঝিতে হইবে।৪২

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারীর ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

৪৩। অতএব এই প্রকারে যিনি অধিকারী হইবেন—বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য সক্ষাৎকার হইলে অজ্ঞান ও

পূর্ব্বোপার্জ্জিতকর্ম্মদহনাৎ, উত্তরকালীনকর্ম্মণশ্চ অনাশ্লেষাৎ, আরব্ধফলকর্ম্মণশ্চ ভোগেনৈব ক্ষয়াৎ, তদবস্থিতিপ্রযুক্ত-দেহাবভাসজগদবভাসনিবৃত্তৌ তদাত্মনা তৎকারণকর্ম্মাত্মনা অবস্থিতাবিদ্যাভাবাৎ, তৎকার্য্যানিবৃত্তেশ্চ বস্তুস্বরূপেণৈব পরিশেষাৎ, প্রত্যগাত্মা সচ্চিদানন্দাত্মকঃ সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-স্বরূপং ব্রহ্মৈবেতি সিদ্ধম্ ॥৪৩

সাক্ষাৎকারেতি। আপ্তবাক্যাৎ কণ্ঠগতচামীকরসাক্ষাৎকারবৎ গুরূপদিষ্ট-"তত্ত্বমসি"-মহাবাক্যাৎ ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারো ভবতীতি ভাবঃ। সাক্ষাৎকারে সতি কিং স্যাৎ তত্রাহ—**অজ্ঞানে**তি। যথা প্রদীপঃ অন্ধকারং নিবর্ত্তয়ন্নেব উদেতি তদ্বৎ আত্মসাক্ষাৎকারঃ অনেক-সংসারমূলাজ্ঞানং নিবর্ত্তয়ন্নেব উদেতি ইতি ভাবঃ।

কারণনিবৃত্ত্যা কার্য্যনিবৃত্তিং দর্শয়তি—**তৎকার্য্যে**তি। ন চ জ্ঞানা-জ্ঞানয়োরেব বিরোধে কথম্ অবিরোধি কর্ম্ম জ্ঞানাৎ নিবর্ত্তেত ইতি বাচ্যম্? সর্ব্বস্যাপি প্রপঞ্চজাতস্য অজ্ঞানাত্মকত্বপ্রতিপাদনাৎ ইতি। তর্হি দেহারম্ভককর্ম্মণাম্ অবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ জ্ঞানোৎপত্তিসমকালম্ এতৎদেহ-পাতঃ স্যাদিতি তত্রাহ—**আরব্ধে**তি। "প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ" ইতি শাস্ত্রাৎ ইত্যর্থঃ।

তাহার কার্য্য সকল নিবৃত্ত হইলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত যে সকল কর্ম্ম ফলপ্রদান আরম্ভ করে নাই, সেই সকল কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া ফলজননে অশক্ত হইলে, এবং উত্তরকালীন অর্থাৎ প্রারব্ধবশে কৃতকর্ম্ম সকলের অসংস্পর্শ হইলে এবং যে সকল কর্ম্ম ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ভোগের দ্বারা তাহাদের ক্ষয় হইলে এবং তাহাদের অবস্থিতি প্রযুক্ত দেহাবভাস ও জগতের অবভাসনিবৃত্ত হইলে তৎস্বরূপে এবং তাহার কারণ, নিবৃত্তি কর্ম্মাদির স্বরূপে অবস্থিত অবিদ্যার অভাব হইলে এবং তাহার কার্য্য সকল নিবৃত্ত

৪৪। ষড়বিধং লিঙ্গমাশ্রিত্য বেদান্তা যত্র নিষ্ঠিতাঃ।
বিধানপ্রতিষেধাভ্যাং তং বন্দে পুরুষোত্তমম্ ॥১॥৪৪

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শুদ্ধানন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-
শ্রীআনন্দজ্ঞানভগবদ্বিরচিতং পঞ্চীকরণবিবরণম্।

এতাবতা জীবন্মুক্তিঃ দর্শিতা। পরমমুক্তিস্বরূপম্ অবতারয়তি—**তদবস্থিতি** ইতি। তস্য দেহারম্ভককর্ম্মণঃ অবস্থিতিরিতি যাবৎ। দেহাবভাসো দেহরূপেণ অবভাসঃ, তত এব দগ্ধপটায়মানজগদাভাসশ্চ, তদুভয়নিবৃত্তেঃ ইত্যর্থঃ। ততঃ কিম্? অত আহ—**তদাত্মনেতি**। তদাত্মনা দেহাত্মনা তৎকারণকর্ম্মাত্মনা প্রারব্ধকর্ম্মাত্মনা স্থিত্যভাবাৎ ইত্যর্থঃ। **তৎকার্য্যনিবৃত্তেরিতি**। বাসনাময়সংসারনিবৃত্তেশ্চ ইত্যর্থঃ। অত পরিশেষাৎ সিদ্ধম্ অর্থং প্রকরণপ্রতিপাদিতম্ অবাধ্যং মোক্ষস্বরূপম্ অনেকৈঃ বিশেষণৈঃ নির্দ্ধারয়তি—**বস্তুস্বরূপেণৈব** ইতি।৪৩

৪৪। গ্রন্থাদৌ গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থান্তে মঙ্গলম্ আচরণীয়মিতি শিষ্টাচারম্ অনুরুন্ধান ইষ্টদেবতাং প্রণমতি—**ষড়্বিধমিতি**।

হইলে কেবলমাত্র বস্তুস্বরূপে পরিশেষ হয় বলিয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রত্যগাত্মা, সত্যজ্ঞান এবং অনন্ত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই হন ইহাই সিদ্ধ হইল।৪৩

গ্রন্থশেষে মঙ্গলাচরণ।

৪৪। তাৎপর্য্যবোধক ছয় প্রকার লিঙ্গ অনুসারে বিধান ও প্রতিষেধরূপে বেদান্ত সকল যাঁহাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি।৪৪

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শুদ্ধানন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-
শ্রীআনন্দজ্ঞানভগবদ্বিরচিত পঞ্চীকরণবিবরণ।

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্ ।

অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ॥১॥

ইতি লিঙ্গানি। বিধানং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছন্দোঃ ৬৷) ইত্যাদি। প্রতিষেধো "নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন" (বৃহঃ ৪।৪।১৬) ইত্যাদি ।৪৪

পঞ্চীকৃতের্ব্বিবরণমর্থতঃ প্রকটীকৃতম্ ।

যথাশ্রুতং যথাবুদ্ধি তেন তুষ্যেদ্রমাপতিঃ ॥১॥

সীতাস্থবর্ণলতিকাপারিবীতগাত্রং

প্রেমামৃতার্দ্রচরণং স্থখসৎফলাঢ্যম্ ।

কীর্ত্তিপ্রসূনপরিবাসিতসর্ব্বলোকং

রামাভিধং জগতি কল্পতরুং নমামি ॥২॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-কৃষ্ণতীর্থ-ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-শ্রীরামতীর্থভগবদ্বিরচিতা পঞ্চীকরণবিবরণটীকা তত্ত্বচন্দ্রিকা ।

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী

——০:*:০——

প্রবোধসুধাকরঃ। (৫)

দেহনিন্দাপ্রকরণম্।

নিত্যানন্দৈকরসং সচ্চিন্মাত্রং স্বয়ংজ্যোতিঃ।
পুরুষোত্তমমজমীশং বন্দে শ্রীযাদবাধীশম্ ॥১
যং বর্ণয়িতুং সাক্ষাচ্ছ্রুতিরপি মূকেব মৌনমাচরতি।
সোঽস্মাকং মনুজানাং কিং বাচাং গোচরো ভবতি ॥২
যদ্যপ্যেবং বিদিতং তথাপি পরিভাষিতো ভবেদেব।
অধ্যাত্মশাস্ত্রসারৈর্হরিচিন্তনকীর্ত্তনাভ্যাসৈঃ ॥৩

১। নিত্যানন্দই একমাত্র রস অর্থাৎ সার যাঁহার, যিনি সৎ এবং চিন্মাত্রস্বরূপ, এবম্ভূত স্বয়ংপ্রকাশ জন্মরহিত পুরুষোত্তম যাদবপ্রধান শ্রীভগবানকে বন্দনা করি।১

২। যাঁহাকে সাক্ষাৎরূপে বর্ণনা করিতে যাইয়া শ্রুতিও মূকের ন্যায় হইয়াছে (অর্থাৎ শ্রুতিরও যিনি অভিধেয় নহেন) তিনি কি মনুষ্যদেহধারী আমাদিগের বর্ণনীয় হইতে পারেন? (অর্থাৎ তিনি কখনই মনুষ্যদেহধারী সুতরাং প্রমাদগ্রস্ত আমাদিগের বর্ণনার বিষয় হন না)।২

৩। যদিও তিনি এইরূপেই বিদিত (অর্থাৎ যদিও সেই ভগবান্ শ্রুতিরও অবাচ্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ) তথাপি হরির চিন্তন এবং কীর্ত্তনের অভ্যাস আছে যাহাতে, অর্থাৎ [illegible] শ্রীভগবানের চিন্তন এবং

কিঞ্চৈতৈর্বহুভিরুপায়ৈরভ্যাসজ্ঞানভক্ত্যাদ্যৈঃ।
পুংসো বিনা বিরাগং মুক্তেরধিকারিতা ন স্যাৎ ॥৪
বৈরাগ্যমাত্মবোধো ভক্তিশ্চেতি ত্রয়ং গদিতম্।
মুক্তেঃ সাধনমাদৌ তত্র বিরাগো বিতৃষ্ণতা প্রোক্তা ॥৫
সা চাহংমমতাভ্যাং প্রচ্ছন্না সর্ব্বদেহেষু।
তত্রাহন্তা দেহে মমতা ভার্য্যাদিবিষয়েষু ॥৬
দেহঃ কিমাত্মকোঽয়ং কঃ সম্বন্ধোঽস্য বা বিষয়ৈঃ।
এবং বিচার্য্যমাণেঽহন্তামমতে নিবর্ত্তেতে ॥৭

কীর্ত্তনের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ বিদ্যমান, তাদৃশ অধ্যাত্মশাস্ত্রের যাহা সার অর্থাৎ উপনিষৎ, সেই উপনিষদের দ্বারা তিনি পরিভাষিত অর্থাৎ লক্ষিত হইবেনই ॥৩

৪। বৈরাগ্য ব্যতিরেকে অভ্যাস, জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি ক্লৃপ্ত যে সমুদায় সাধন, তদ্দ্বারা পুরুষের মুক্তিতে অধিকারই হইতে পারে না ॥৪

৫। পূর্ব্বে যে, বৈরাগ্য, আত্মজ্ঞান ও ভক্তি—এই তিনটীকে মুক্তির সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহা তৃষ্ণারাহিত্য তাহাই বিরাগ বলিয়া আখ্যাত হয় ॥৫

৬। সর্ব্বদেহেতে বর্ত্তমান সেই মুক্তি, অহন্তা অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন প্রমাতৃতা এবং মমতা অর্থাৎ মায়াবিকল্পিত ভেদবুদ্ধি,—এই উভয়ের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। সেই অহন্তা এবং মমতার মধ্যে, অহন্তা—দেহাশ্রিত এবং মমতা—বনিতা প্রভৃতি বিষয়াশ্রিত। (কারিকোক্ত "সর্ব্বদেহ" পদ দেহীর লক্ষক। অর্থাৎ 'সর্ব্বদেহেষু' এই পদের লক্ষ্যার্থ সমস্ত-দেহীতে বুঝিতে হইবে) ॥৬

৭। এই দেহের আত্মা অর্থাৎ উপাদান কারণই বা কি? এবং

স্ত্রীপুংসোঃ সংযোগাৎ সম্পাতে শুক্রশোণিতয়োঃ।
প্রবিশন্ জীবঃ শনকৈঃ স্বকর্ম্মণা দেহমাধত্তে ॥৮
মাতৃগুরূদরদর্য্যাং কফমূত্রপুরীষপূর্ণায়াম্।
জঠরাগ্নিজ্বালাভির্নবমাসং পচ্যতে জন্তুঃ ॥৯
দৈবাৎ প্রসূতিসময়ে শিশুস্তিরশ্চীনতাং যদা যাতি।
শস্ত্রৈর্বিখণ্ড্য স তদা বহিরিহ নিষ্কাস্যতেঽতিবলাৎ ॥১০
অথবা যন্ত্রচ্ছিদ্রাদ্ যদা তু নিঃসার্য্যতে প্রবলৈঃ।
প্রসবসমীরৈশ্চ তদা যঃ ক্লেশঃ সোঽপ্যনির্ব্বাচ্যঃ ॥১১

এবং ইহার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধই বা কি? এই প্রকার বিচারবুদ্ধি উদিত হইলে অহন্তা অর্থাৎ দেহাশ্রিত যে পরিচ্ছিন্ন প্রমাতৃতা এবং মমতা অর্থাৎ মায়াকল্পিত ভেদবুদ্ধি তাহা বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥৭

৮। স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগ হইতে শুক্রশোণিতের মিলন হইলে ধীরে ধীরে জীব তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া নিজকর্ম্মানুসারে দেহকে আশ্রয় করে ॥৮

৯। কফ মূত্র এবং বিষ্ঠাপরিপূর্ণ মাতৃগর্ভরূপ গুরু গুহাতে নয় মাস পর্য্যন্ত, প্রাণী, জ্বালাময় উদরাগ্নিদ্বারা পাক প্রাপ্ত হইতে থাকে ॥৯

১০। দৈবপ্রতিকূলতানিবন্ধন যদি কখনও প্রসবসময়ে শিশু বক্রতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অতিশয় বলপ্রয়োগে সেই শিশুকে অস্ত্রদ্বারা-ছেদন করিয়া বহির্দ্দেশে অর্থাৎ গর্ভনাড়ী হইতে বাহিরে নিষ্কাসিত করা হয় ॥১০

১১। অথবা যখন (শিশু) প্রকৃষ্টবলশালী প্রসববায়ুকর্ত্তৃক যন্ত্রচ্ছিদ্র হইতে নিঃসারিত হয়, তৎকালীন (প্রাণীর) যে ক্লেশ, তাহাও বর্ণনার অতীত। (কারিকোক্ত "প্রসবসমীর"পদের অর্থ—যেই বায়ুর সাহায্যে গর্ভ প্রসূত হয় সেই বায়ু) ॥১১

আধিব্যাধিবিয়োগাত্মীয়বিপৎকলহদীর্ঘদারিদ্র্যৈঃ।
জন্মানন্তরমপি যঃ ক্লেশঃ স কিং শক্যতে বক্তুম্ ॥১২
নরপশুবিহঙ্গতির্য্যগ্‌যোনীনাং চতুরশীতিলক্ষাণাম্।
কর্ম্মনিবদ্ধো জীবঃ পরিভ্রমন্ যাতনা ভুঙ্‌ক্তে ॥১৩
পরমস্তত্র নৃদেহস্তত্রোজ্জন্মাম্বয়োৎপত্তিঃ।
স্বকুলাচারবিচারঃ শ্রুতিপ্রচারশ্চ তত্রাপি ॥১৪
আত্মানাত্মবিবেকো নো দেহস্য চ বিনাশিতাজ্ঞানম্।
এবং সতি স্বমায়ুঃ প্রাজ্ঞৈরপি নীয়তে মিথ্যা ॥১৫

১২। জন্মের পরেও আধি, ব্যাধি, মৃত্যু, স্বজনের বিপত্তি, কলহ এবং বহুকালব্যাপী দরিদ্রতানিবন্ধন প্রাণীর যে দুঃখ হয়, তাহা কি কেহ বলিতে সমর্থ হয়েন? অর্থাৎ সেই সমুদায় কষ্ট মানুষ একে একে বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে সমর্থ হয় না ॥১২

১৩। নিজ কৃতকর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পরিভ্রমণশীল জীব মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি চতুরশীতি লক্ষ নিন্দিত জন্মের যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ॥১৩

১৪। সেই চতুরশীতি লক্ষ জন্মের মধ্যে মনুষ্য জন্মই শ্রেষ্ঠ; তাহাতে আবার উচ্চ জাতীয়ের বংশে অর্থাৎ ব্রাহ্মণবংশে উৎপত্তি শ্রেষ্ঠতর, তাহাতে পুনরায় স্বীয় কুলাচারের বিচার এবং শ্রুতিপ্রচার অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদ্বারা বেদের বিস্তার শ্রেষ্ঠতম ॥১৪

১৫। আত্মা এবং অনাত্মাবস্তুর বিবেক ও দেহের বিনাশিত্ববুদ্ধি না থাকিলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক আপনার কুলাচার সম্বন্ধে বিচার ও অধ্যয়ন অধ্যাপনার দ্বারা বেদের প্রচার করিতেছেন, তাদৃশ ব্যক্তিও বৃথাই নিজের পরমায়ু ক্ষয়সাধন করিয়া থাকেন ॥১৫

আয়ুঃক্ষণলবমাত্রং ন লভ্যতে হেমকোটিভিঃ ক্বাপি।
তচ্চেদ্ গচ্ছতি সর্ব্বং মৃষা ততঃ কাঽধিকা হানিঃ ॥১৬
নরদেহাতিক্রমণাৎ প্রাপ্তৌ পশ্বাদিদেহানাম্।
স্বতনোরপ্যজ্ঞানে পরমার্থস্যাত্র কা বার্ত্তা ॥১৭
সততং প্রবাহ্যমানৈর্বৃষভৈরশ্বৈঃ খরৈর্গজৈর্ম্মহিষৈঃ।
হা কষ্টং ক্ষুৎক্ষামৈঃ শ্রান্তৈর্ন্নো শক্যতে বক্তুম্ ॥১৮
রুধিরত্রিধাতুমজ্জামেদোমাংসাস্থিসংহতির্দেহঃ।
স বহিস্ত্বচা পিনদ্ধস্তস্মান্নো ভক্ষ্যতে কাকৈঃ ॥১৯

১৬। যেই আয়ুষ্কালের নিমেষমাত্রও কোটি সুবর্ণমুদ্রার বিনিময়ে কোনও সময়ে কোনও দেশে লাভ করা যায় না, সেই আয়ুষ্কাল সমস্তই যদি বৃথায় চলিয়া যায়, তবে তাহা হইতে আর অধিক ক্ষতি কি হইতে পারে? অর্থাৎ বৃথা আয়ুক্ষয় অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট মানুষের পক্ষে আর সম্ভব হয় না। ॥১৬

১৭। জীবের নরদেহ অতিক্রমের পরে পশুপ্রভৃতি দেহের সম্বন্ধ হইলে তাহার নিজদেহবিষয়ক বুদ্ধি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ সেই অবস্থাতে আপনার পশুত্ব পর্য্যন্ত প্রাণী বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহার পরমার্থ বিষয়ে আর কথা কি? অর্থাৎ যাহার নিজ দেহসম্বন্ধ পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকে না, তাহার পরমার্থসম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া থাকে ॥১৭

১৮। সর্ব্বদা ভারবহনশীল ক্ষুৎপীড়িত অতএবই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বৃষ, অশ্ব, গর্দ্দভ, হস্তী, এবং মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণ, "হা হা বড়ই দুঃখ হইতেছে" এরূপ বলিতে পর্য্যন্তও সমর্থ হয় না। অথবা তাদৃশ পশুগণ বলিতে পর্য্যন্তও অক্ষম। আহা! এ অবস্থা বড়ই দুঃখজনক! ॥১৮

১৯। রক্ত, ত্রিধাতু অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষ, এবং

নাসাগ্রাদ্ বদনাদ্ বা কথং মলং পায়ুতো বিসৃজন্।
স্বয়মেবৈতি জুগুপ্সামন্তঃ প্রসৃতং চ নো বেত্তি ॥২০
পথি পতিতমস্থি দৃষ্ট্বা স্পর্শভয়াদন্যমার্গতো যাতি।
নো পশ্যতি নিজদেহং চাস্থিসহস্রাবৃতং পরিতঃ ॥২১
কেশাবধি নখরাগ্রাদিদমন্তঃ পূতিগন্ধসম্পূর্ণম্।
বহিরপি চাগুরুচন্দনকর্পূরাদ্যৈর্বিলেপয়তি ॥২২
যত্নাদস্য পিধত্তে স্বাভাবিকদোষসংঘাতম্।
ঔপাধিকগুণনিবহং প্রকাশয়ন্ শ্লাঘতে মূঢ়ঃ ॥২৩

মজ্জা অর্থাৎ অস্থির অন্তঃস্থিত ক্লিন্নপদার্থবিশেষ, মেদ, মাংস ও অস্থির সংঘাতরূপ এই দেহ বহির্ভাগে চর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া কাকগণ-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় না ॥১৯

২০। নাসাগ্র অথবা বদনদ্বারা কফনির্গমন এবং গুহ্যদ্বারা পুরীষপরিত্যাগকালে আপনিই ঘৃণাবোধ করিয়া থাকে, অথচ তাহা যে দেহের ভিতরে বিস্তৃতভাবে রহিয়াছে—ইহা প্রাণিগণ বুঝিতে পারে না ॥২০

২১। পথিমধ্যে পতিত অস্থিখণ্ড অবলোকন করিয়া স্পর্শভয়ে মানব অন্য পথে গমন করিয়া থাকে। কিন্তু নিজের দেহ যে চতুর্দ্দিকেই সহস্র সহস্র অস্থিদ্বারা সমাবৃত—ইহা বুঝিতে পারে না ॥২১

২২। কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত এই দেহ পূতিগন্ধদ্বারা পরিপূর্ণ। তথাপি মানব সেই পূতিগন্ধময় দেহের বহির্দ্দেশে অগুরু-চন্দন কর্পূর প্রভৃতিদ্বারা বিলেপিত করিয়া থাকে ॥২২

২৩। অতিশয় যত্নসহকারে দেহের স্বাভাবিক দোষসমূহ আবৃত করিয়া থাকে, এবং তাহাতে ঔপাধিক অর্থাৎ কৃত্রিম গুণসমূহ প্রকাশ করিয়া মূঢ় জীব আপনাকে প্রসংশিত মনে করিয়া থাকে ॥২৩

ক্ষতমুৎপন্নং দেহে যদি ন প্রক্ষাল্যতে ত্রিদিনম্।
তত্রোৎপতন্তি বহবঃ ক্রিময়ো দুর্গন্ধসংকীর্ণাঃ ॥২৪
যো দেহঃ সুপ্তোঽভূৎ সুপুষ্পশয্যোপশোভিতে তল্পে
সম্প্রতি স রজ্জুকাষ্ঠৈর্নিয়ন্ত্রিতঃ ক্ষিপ্যতে বহ্নৌ ॥২৫
সিংহাসনোপবিষ্টং দৃষ্ট্বা যং মুদমবাপ লোকোঽয়ম্।
তং কালাকৃষ্টতনুং বিলোক্য নেত্রে নিমীলয়তি ॥২৬
এবংবিধোঽতিমলিনো দেহো যৎসত্তয়া চলতি।
তং বিস্মৃত্য পরেশং বহত্যহন্তামনিত্যেঽস্মিন্ ॥২৭
ক্বাত্মা সচ্চিদ্রূপঃ ক্ব মাংসরুধিরাস্থিনির্ম্মিতো দেহঃ।
ইতি যো লজ্জতি ধীমানিতরশরীরং স কিং মনুতে ॥২৮

২৪। দেহে উৎপন্ন ক্ষত যদি দিনত্রয়মাত্র ধৌত না হয়, তাহা হইলে দেহের সেই ক্ষতস্থানে পূতিগন্ধযুক্ত শত শত ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥২৪

২৫। যেই দেহ একদিন শোভন কুসুমসজ্জাদ্বারা পরিশোভিত শয্যাতে নিদ্রিত হইয়াছিল, সম্প্রতি সেই দেহই রজ্জু এবং কাষ্ঠদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া বহ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইতেছে ॥২৫

২৬। যাহাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া মানব আনন্দিত হয়, তাহাকেই আবার কালকবলিত দেখিয়া নয়নদ্বয় নিমিলিত করে ॥২৬

২৭। এই প্রকার অতিশয় মলিন দেহ, যাঁহার সত্তানিবন্ধন চলনশীল হইয়া থাকে, সেই পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া মানব অনিত্য এই দেহে অহঙ্কার অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বের অভিমান করিয়া থাকে ॥২৭

২৮। কোথায় সেই সৎ এবং চিৎস্বরূপ আত্মা, আর কোথায় মাংস, রুধির এবং অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত এই দেহ—এইরূপে যিনি লজ্জিত হয়েন, তাদৃশ বুদ্ধিমান্ মানব কি আর অপর শরীর ইচ্ছা করেন?

বিষয়নিন্দাপ্রকরণম্।

মূঢ়ঃ কুরুতে বিষয়জকর্দ্দমসংমার্জ্জনং মিথ্যা।
দুরদৃষ্টবৃষ্টিবিরসো দেহো গেহং পতত্যেব ॥২৯
ভার্য্যা রূপবিহীনা মনসঃ ক্ষোভায় জায়তে পুংসাম্।
অত্যন্তং রূপাঢ্যা সা পরপুরুষৈ র্বশীক্রিয়তে ॥৩০
যঃ কশ্চিৎ পরপুরুষো মিত্রং ভৃত্যোঽথবা ভিক্ষুঃ।
পশ্যন্তি হি সাভিলাষং বিলক্ষণোদাররূপবতীম্ ॥৩১
যং কঞ্চিৎ পুরুষবরং স্বভর্ত্তুরতিসুন্দরং দৃষ্ট্বা।
মৃগয়তি কিং ন মৃগাক্ষী মনসেব পরস্ত্রিয়ং পুরুষঃ ॥৩২

অর্থাৎ তাদৃশ প্রজ্ঞাবান্ মানব আর অন্য শরীরগ্রহণে যত্নবান বা ইচ্ছুক হয় না ॥২৮

বিষয়নিন্দা প্রকরণম্।

২৯। মোহগ্রস্ত ব্যক্তি বিষয় হইতে উৎপন্ন কর্দ্দমদ্বারা দেহরূপ গৃহের মার্জ্জন অনর্থকই করিয়া থাকে। কারণ, দুরদৃষ্টরূপ বৃষ্টিদ্বারা (পুনরায়) হতশ্রী হইয়া দেহরূপ গৃহ অবশ্যই পতিত হইবে ॥২৯

৩০। কুরূপা কামিনী পুরুষের মনে ক্ষোভই উৎপন্ন করে। আর সেই নারী রূপলাবণ্যবতী হইলে পরপুরুষকর্ত্তৃক বশীভূতা হইয়া থাকে ॥৩০

৩১। পরপুরুষ আপনার মিত্র ভৃত্য অথবা ভিক্ষু যে কোনও ব্যক্তিই হউক না কেন, তাহারা অনন্যসাধারণ উদাররূপশালিনী স্ত্রীকে অভিলাষযুক্ত নেত্রেই দর্শন করিয়া থাকে ॥৩১

৩২। হরিণনয়না কামিনী যে কোনও পরপুরুষকে আপনার স্বামী অপেক্ষা অধিক রূপবান্ অবলোকন করিলে পুরুষ যেমন পর-স্ত্রীকে মনের দ্বারা কামনা করিয়া থাকে, তদ্রূপই কি কামনা করে না? অর্থাৎ পুরুষ যেমন পরস্ত্রীকে মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, সুন্দরী

এবং সুরূপনার্য্যা ভর্ত্তা কোপাৎ প্রতিক্ষণং ক্ষীণঃ।
নো লভতে সুখলেশং বলিমিব বলিভুগ্ বহুষ্বেকঃ ॥৩৩
বনিতা নিতান্তমজ্ঞা স্বাজ্ঞামুল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে যদি সা।
শত্রোরপ্যধিকতরা পরাভিলাষিণ্যসৌ কিমুত ॥৩৪
লোকো নাপুত্রস্যাস্তীতি শ্রুত্যাস্য কঃ প্রভাষিতো লোকঃ।
মুক্তিঃ সংসরণং বা তদন্যলোকোঽথবা নাদ্যঃ ॥৩৫
সর্ব্বেঽপি পুত্রভাজস্তন্মুক্তৌ সংসৃতির্ভবতি।
শ্রবণাদয়োঽপ্যুপায়া মৃষা ভবেয়ুস্তৃতীয়েঽপি ॥৩৬

স্ত্রীগণও তদ্রূপ আপনার স্বামী অপেক্ষা রূপবান্ যে কোনও পর-পুরুষকে অন্তরে অন্তরে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে ॥৩২

৩৩। যেমন বহু বলিভুক্ থাকিলে কোন বলিভুক্ই বলিতে তৃপ্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ যিনি রূপবতী নারীর ভর্ত্তা তিনি (অপরের প্রতি) কোপপ্রযুক্ত ক্ষীণ হইয়া লেশমাত্র সুখও লাভ করিতে পারে না ॥৩৩

৩৪। নিতান্ত অল্পবুদ্ধি নারী নিজের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া বর্ত্তমান থাকিলে সেই স্ত্রী শত্রু হইতেও অধিক হয়। আর সেই রমণী যদি পরাভিলাষিণী হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা আর অধিক (শত্রু) কি হইতে পারে! ॥৩৪

৩৫। "অপুত্রক ব্যক্তির কোন লোক নাই" এই শ্রুতির দ্বারা পরিভাষিত যে লোক তাহা কি? সেই লোক শব্দের অর্থ কি—মুক্তি? না—সংসার? অথবা মুক্তি এবং সংসার ভিন্ন তৃতীয় কোনও বস্তু? প্রথমপক্ষ নহে— ॥৩৫

৩৬। কারণ, মুক্তিপক্ষে দোষ এই যে, প্রায় সকলেই পুত্রবান্ হয়। তাদৃশ পুত্রবান্ ব্যক্তির মুক্তি না হইয়া সংসার হয় এবং শ্রবণাদি

তৎপ্রাপ্ত্যুপায়সত্ত্বাদ্ দ্বিতীয়পক্ষেঽপ্যপুত্রস্য।
পুত্রেষ্ট্যাদিকযাগপ্রবৃত্তয়ে বেদবাদোঽয়ম্ ॥৩৭
নানাশরীরকষ্টৈর্ধনব্যয়ৈঃ সাধ্যতে পুত্রঃ।
উৎপন্নমাত্রপুত্রে জীবিতচিন্তা গরীয়সী তস্য ॥৩৮
জীবন্নপি কিং মূর্খঃ প্রাজ্ঞঃ কিং বা সুশীলভাগ্ভবিতা।
জারশ্চৌরঃ পিশুনঃ পতিতো দ্যূতপ্রিয়ঃ ক্রূরঃ ॥৩৯
পিতৃমাতৃবন্ধুঘাতী মনসঃ খেদায় জায়তে পুত্রঃ।
চিন্তয়তি তাতনিধনং পুত্রো দ্রব্যাদ্যধীশতাহেতোঃ ॥৪০

উপায়সমূহ বৃথা হয়। আর পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় কল্পেও সেই শ্রবণাদি উপায়সমূহ অনর্থকই হইয়া থাকে। কারণ, তাহা হইলে শ্রবণাদি করিলেও মুক্তি হয় না ॥৩৬

৩৭॥ অপুত্রক ব্যক্তিরও মুক্তিলাভের উপায় বিদ্যমান থাকায় "অপুত্রক ব্যক্তির কোনও লোক নাই" এই যে শ্রুতি, তাহা সেই অপুত্রক ব্যক্তির সংসারপক্ষে পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগের প্রবর্ত্তক মাত্র। অর্থাৎ ঐ শ্রুতির স্বার্থে কোনও তাৎপর্য্য নাই, উহা অপুত্রক সংসারী ব্যক্তির পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগে প্রবর্ত্তক মাত্র ॥৩৭

৩৮। বহুবিধ শারীরিক কষ্ট এবং অপরিমিত অর্থব্যয়দ্বারা মানব পুত্রলাভ করিয়া থাকে, সেই পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্র তাহার জীবনচিন্তা অতিমাত্র বলবতী হইয়া থাকে ॥৩৮

৩৯। জীবিত থাকিলেও আবার সেই পুত্র কি মূর্খ বা প্রাজ্ঞ বা সচ্চরিত্র বা লম্পট বা চৌর বা অতিক্রোধন বা নিন্দিতকর্ম্মা বা দ্যূতাসক্ত বা ক্রূরস্বভাব হইবে—এই চিন্তায় মানব অহরহ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে ॥৩৯

৪০। যেই পুত্র দ্রব্যাদিসম্পত্তি হস্তগত করিবার নিমিত্ত পিতৃ-

সর্ব্বগুণৈরুপপন্নঃ পুত্রঃ কস্যাপি কুত্রচিদ্ ভবতি।
সোঽল্পায়ু রুগ্নো বা হ্যনপত্যো বা তথাপি খেদায় ॥৪১
পুত্রাৎ সদ্গতিরিতি চেৎ তদপি প্রায়োঽস্তি যুক্ত্যসহম্
ইত্থং শরীরকষ্টৈর্দুঃখং সংপ্রার্থ্যতে মূঢ়ৈঃ ॥৪২
পিতৃমাতৃবন্ধুভগিনীপিতৃব্যজামাতৃমুখ্যানাম্।
মার্গস্থানামিব যুতিরনেকযোনিভ্রমাৎ ক্ষণিকা ॥৪৩

নিধন চিন্তা করিয়া থাকে, তাদৃশ পিতৃমাতৃবন্ধুঘাতী পুত্র কেবল মানসিক খেদের নিমিত্তই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ সেই পুত্র 'পিতা মরিলেই আমি সমস্ত টাকা কড়ির মালিক হইতে পারি' এই প্রকার চিন্তা করে ॥৪০

৪১॥ সমস্ত গুণসম্পন্ন পুত্র কোনও মানবের কোনও সময়েই হইয়া থাকে। অর্থাৎ সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র প্রায়শঃ দুর্লভ। তাদৃশ পুত্র হইলেও সে যদি অল্পায়ু, রুগ্ন অথবা সন্তানহীন হয়, তাহা হইলে তাহা পিতামাতার খেদেরই কারণ হয় ॥৪১

৪২। পুত্র হইতে সদ্গতি লাভ হয়—ইহাও প্রায় অযৌক্তিকই। কারণ, এই প্রকার শারীরিক কষ্টের দ্বারা দুঃখের প্রার্থণা মোহগ্রস্ত ব্যক্তিই করিয়া থাকে। অর্থাৎ পুত্র হইলে তাহার সৎক্রিয়ার দ্বারা আমার উচ্চযোনি লাভ হইবে, সুতরাং পুত্র প্রয়োজন—ইহাও মোহগ্রস্ত ব্যক্তিই চিন্তা করে। কারণ, দেবশরীরই হউক আর মানবশরীরই হউক, সমস্ত শরীরই দুঃখের নিদান। অতএব উচ্চ যোনির লাভদ্বারা নানাবিধ দুঃখের প্রার্থনা জ্ঞানবান্ ব্যক্তি করিতে পারে না ॥৪২

৪৩। পথিকের সহিত যেমন অপর পথিকের মিলন ক্ষণকালের নিমিত্ত, তদ্রূপ পিতা, মাতা, বন্ধু, ভগিনি, পিতৃব্য, জামাতাপ্রমুখ আত্মীয়ের সহিত মিলন ক্ষণিক মাত্র। যেহেতু উহারা সকলেই অনেক

দৈবং যাবদ্ বিপুলং যাবৎ প্রচুরঃ পরোপকারশ্চ।
তাবৎ সর্ব্বে সুহৃদো ব্যত্যয়তঃ শত্রবঃ সর্ব্বে ॥৪৪
অশ্নন্তি চেদনুদিনং বন্দিন ইব বর্ণয়ন্তি সন্তৃপ্তাঃ।
তচ্চেদ্ দ্বিত্র দিনান্তরমভিনিন্দন্তঃ প্রকুপ্যন্তি ॥৪৫
দুর্ভরজঠরনিমিত্তং সমুপার্জ্জয়িতুং প্রবর্ত্ততে চিত্তম্।
লক্ষাবধি বহুবিত্তং তথাপ্যলভ্যং কপর্দ্দিকামাত্রম্ ॥৪৬

যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ প্রতি জন্তুরই জন্মের পরে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে জন্ম—এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ মোক্ষ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত; অতএব তাদৃশ জন্মমরণশীল প্রাণীর সহিত অপর জন্মমরণশীল প্রাণীর মিলন পথভ্রমনশীল পথিকদ্বয়ের পরস্পর মিলনের ন্যায় ক্ষণবিধ্বংসী ॥৪৩

৪৪। যে পর্য্যন্ত বিপুল দৈব অনুকূল এবং যে পর্য্যন্ত প্রচুর পরোপকার করা হয়, তাবৎ পর্যন্ত সকলেই সুহৃৎ; ইহার ব্যত্যয়ে সকলেই শত্রু। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বিপুল ধনসম্পত্তি থাকে এবং তাহার দ্বারা অন্যের উপকার করা যায়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত সকলেই আত্মীয়। আর যখনই সেই ধনসম্পৎ ক্ষীণ হওয়ায় পরোপকার অসম্ভব হয়, তখনই সকলে শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ॥৪৪

৪৫। লোকে প্রতিদিন আহার পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়া বন্দনাকারিগণের ন্যায় (গুণ) বর্ণনা করিয়া থাকে। আহার দিনদ্বয় বা দিনত্রয় ব্যবধানে সম্পন্ন হইলে (সেই বন্দিগণ) নিন্দাপরায়ণ হইয়া কোপ প্রকাশ করিয়া থাকে ॥৪৫

৪৬। দুর্নিবার উদরের নিমিত্ত লক্ষাবধি বহুবিত্ত উপার্জ্জন করিতে চিত্ত প্রবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু (ভাগ্যে না থাকিলে) কপর্দ্দক পর্য্যন্তও লাভকরা সম্ভব হয় না ॥৪৬

লব্ধশ্চেদধিকোঽর্থঃ পত্ন্যাদীনাং ভবেৎ স্বার্থঃ।
নৃপচৌরতোঽপ্যনর্থস্তস্মাদ্ দ্রব্যোদ্যমো ব্যর্থঃ ॥৪৭
অন্যায়মর্থভাজং পশ্যতি ভূপোঽধ্বগামিনং চৌরঃ।
পিশুনো ব্যসনপ্রাপ্তিং দায়াদানাং গণঃ কলহম্ ॥৪৮
পাতকভরৈরনেকৈরর্থং সমুপার্জ্জয়ন্তি রাজানঃ।
অশ্বমতঙ্গজহেতোঃ প্রতিক্ষণং নাশ্যতে সোঽর্থঃ ॥৪৯
রাজ্যান্তরাভিগমনাৎ রণভঙ্গান্মন্ত্রিভৃত্যদোষাদ্ বা।
বিষশস্ত্রগুপ্তঘাতান্মগ্নাশ্চিন্তার্ণবে ভূপাঃ ॥৫০

মনোনিন্দাপ্রকরণম্।

হসতি কদাচিদ্ রৌতি ভ্রান্তং সদ্ দশ দিশো ভ্রমতি।
হৃষ্টং কদাপি রুষ্টং শিষ্টং দুষ্টং চ নিন্দতি স্তৌতি ॥৫১

৪৭। (দৈবানুকূলতায়) বহুবিত্তলাভ হইলেও তাহার দ্বারা পত্নীপ্রভৃতিরই স্বার্থসিদ্ধি হয়। নৃপতি চৌর প্রভৃতিদ্বারা সেই বিত্তে অনর্থ ঘটিবার সম্ভব থাকায় বিত্তের নিমিত্ত উদ্যম ব্যর্থই হইয়া থাকে ॥৪৭

৪৮। রাজা তাহাকে অন্যায় উপায়ে লব্ধ অর্থশালী বলিয়া বিবেচনা করে, চৌরগণ তাহাকে পথে গমন করিতে দেখিয়া (তাহার অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত) হিংসাপরায়ণ জ্ঞাতিগণ তাহাকে ব্যসনপ্রাপ্ত মনে করিয়া কলহপরায়ণ হইয়া থাকে ॥৪৮

৪৯। বহুবিধ পাতকের আশ্রয়ে রাজগণ অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে এবং হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতির নিমিত্ত সর্ব্বদা সেই অর্থ অপব্যয়িত করিয়া থাকে ॥৪৯

৫০। অন্য রাজ্যে অভিগমন, যুদ্ধে পরাজয়, মন্ত্রিপ্রভৃতি ভৃত্যগণের দোষ, বিষ, শস্ত্র, এবং গুপ্তহত্যাকারী হইতে (ভয়ের আশংকায়) নৃপতিগণ দুর্ভাবনাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥৫০

কিমপি দ্বেষ্টি সরোষং হ্যাত্মানং শ্লাঘতে কদাচিদপি।
চিত্তং পিশাচমভবদ্ রাক্ষস্যা তৃষ্ণয়া ব্যাপ্তম্ ॥৫২
দম্ভাভিমানলোভৈঃ কামক্রোধোরুমৎসরৈশ্চেতঃ।
আকৃষ্যতে সমন্তাৎ শ্বভিরিব পতিতাস্থিবন্মার্গে ॥৫৩
তস্মাচ্ছুদ্ধবিরাগো মনোঽভিলষিতং ত্যজেদর্থম্।
তদনভিলষিতং কুর্য্যান্নির্ব্ব্যাপারং ততো ভবতি ॥৫৪

মনো নিন্দাপ্রকরণম্।

৫১। মন কখনও হাসে, কখনও ক্রন্দন করে, কখনও কখনও ভ্রান্ত হইয়া দশদিক্ ভ্রমণ করে, আবার কখনও হৃষ্ট, কখনও রুষ্ট, কখনও শিষ্ট, কখনও বা তুষ্ট হয়, এবং কখনও বা নিন্দা, কখনও বা স্তুতি করিয়া থাকে ॥৫১

৫২। রোষযুক্ত হইয়া কোনও বস্তুতে দ্বেষপরায়ণ হয়, কখনও বা আত্মপ্রশংসা করে। কখনও পুনঃ তৃষ্ণা-রাক্ষসীর দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া চিত্ত পিশাচ হইয়া থাকে ॥৫২

৫৩। (কখনও) দম্ভ, অভিমান বা লোভকর্ত্তৃক, (কখনও বা) কাম, ক্রোধ বা মৎসরকর্ত্তৃক, মার্গে কুকুরকর্ত্তৃক পতিত অস্থির ন্যায় চিত্ত চারিদিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ কুকুরগণ যেমন পথিমধ্যে পতিত অস্থি আকর্ষণ করে, তদ্রূপ মনকে কখনও দম্ভ, অভিমান অথবা লোভ আকর্ষণ করে, এবং কখনও কাম ক্রোধ অথবা মৎসর আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥৫৩

৫৪। সেই নিমিত্ত শুদ্ধ বিরাগশালিজন মনের আকাঙ্ক্ষিত অর্থকে পরিত্যাগ করিবে এবং মনের অনাকাঙ্ক্ষিত সম্পাদন করিবে; তাহা হইলেই মন ব্যাপাররহিত হইবে। অর্থাৎ মনের অভিলষিত বস্তু পরিত্যাগ এবং তাহার অনভিলাষিত ক্রিয়া সম্পাদন করিলে মন

বিষয়নিগ্রহপ্রকরণম্।

সংসৃতিপারাবারেহ্যগাধ বিষয়োদকেন সম্পূর্ণে।
নৃশরীরমম্বুতরণং কর্ম্মসমীরৈরিতস্ততশ্চলতি ॥৫৫
ছিদ্রৈর্নবভিরুপেতো জীবো নৌকাপতির্মহানলসঃ।
ছিদ্রাণামনিরোধাজ্জলপরিপূর্ণং পতত্যধঃ সততম্ ॥৫৬
ছিদ্রাণাং তু নিরোধাৎ সুখেন পারং পরং যাতি।
তস্মাদিন্দ্রিয়নিগ্রহমৃতে ন কশ্চিৎ তরত্যনৃতম্ ॥৫৭
পশ্যতি পরস্য যুবতিং সকামমপি তন্মনোরথং কুরুতে।
জ্ঞাত্বৈব তদপ্রাপ্তিং ব্যর্থং মনুজোহতিপাপভাগ্ ভবতি ॥৫৮

নিজের আকাঙ্ক্ষাপূরণে অকৃতকার্য্য হইয়া আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপাররহিত হইবে ॥৫৪

৫৫। অগাধ বিষয়রূপ সলিলপরিপূর্ণ সংসার-সাগরে সমুদ্র-তারণ নরদেহ, কর্ম্মপবনদ্বারা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ এই নরদেহই বিষয়রূপ জলপরিপূর্ণ সংসারসাগর পার হইবার একমাত্র তরণীস্বরূপ, কিন্তু সেই তরণী কর্ম্মরূপ পবনদ্বারা অভিহত হইয়া অকূল সমুদ্রে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় ॥৫৫

৫৬। নবরন্ধ্রযুক্ত জীবরূপ নাবিক অত্যন্ত অলস, সুতরাং সেই রন্ধ্রগুলি অবরুদ্ধ না হওয়ায় নৌকা জলপূর্ণ হইয়া অধঃপতিত হয় ॥৫৬

৫৭। রন্ধ্রগুলি অবরোধ করিলে মানব অনায়াসে (সেই বিশাল সংসার সমুদ্রের) পারে যাইতে পারে। সুতরাং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ব্যতীত কেহই অসত্যকে উত্তীর্ণ করাইতে সমর্থ হয় না ॥৫৭

৫৮। তাহার প্রাপ্তি অসম্ভব জানিয়াও মানব সকাম দৃষ্টিতে পরেরে যুবতীকে নিরীক্ষণ করিয়া অভিলাষ করে। সুতরাং মানব বৃথাই অতিশয় পাপের ভাগী হইয়া থাকে ॥৫৮

পিশুনৈঃ প্রকামমুদিতাং পরস্য নিন্দাং শৃণোতি কর্ণাভ্যাম্।
তেন পরঃ কিংম্রিয়তে ব্যর্থংমনুজোঽতিপাপভাগ্ ভবতি ॥৫৯
অনৃতং পরাপবাদং রসনা বদতি প্রতিক্ষণং তেন।
পরহানির্লব্ধিঃ কা ব্যর্থং মনুজোঽতিপাপভাগ্ ভবতি ॥৬০
বিষয়েন্দ্রিয়য়োর্যোগে নিমেষসময়েন যৎসুখং ভবতি।
বিষয়ে নষ্টে দুঃখং যাবজ্জীবং চ তৎ তয়োর্মধ্যে ॥৬১
হেয়মুপাদেয়ং বা প্রবিচার্য্য সুনিশ্চিতং তস্মাৎ।
অল্পসুখস্য ত্যাগাদনল্পদুঃখং জহাতি সুধীঃ ॥৬২

৫৯। নিন্দুকব্যক্তিগণ অতিশয় পরনিন্দা করিলে মানব কর্ণদ্বয়দ্বারা পরনিন্দা শ্রবণ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই নিন্দার ফলে কি সেই ব্যক্তি মৃত হইয়া থাকে? সুতরাং বৃথাই মানব অতিশয় পাপের ভাগী হইয়া থাকে ॥৫৯

৬০। রসনা সর্ব্বদাই অসত্য পরনিন্দা করিয়া থাকে। তাহাতে অপরের অনিষ্ট হইলে নিজের কোনই লাভ নাই। সুতরাং বৃথাই মানব অতিশয় পাপের ভাগী হইয়া থাকে ॥৬০

৬১। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলে নিমেষমাত্র সময়ের নিমিত্ত মানুষের যে সুখ হইয়া থাকে, বিষয় নষ্ট হইলে তাহা দুঃখে পরিণত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যাবজ্জীবনই দুঃখ ॥৬১

৬২। সুনিশ্চিতরূপে হেয় বা উপাদেয়—ইহা বিচার করিয়া পণ্ডিত গণ অত্যল্প সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক অত্যন্ত দুঃখকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ 'সুখ মাত্রেই দুঃখানুসঙ্গী' এইরূপ বিচার করিয়া পণ্ডিতগণ ক্ষণিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত দুঃখের তাড়না হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন ॥৬২

ধীবরদত্তমহামিষমশ্নন্ বৈসারিণো ম্রিয়তে।
তদ্বদ্ বিষয়ান্ ভুঞ্জন্ কালাকৃষ্টো নরঃ পততি ॥৬৩
উরগগ্রস্তার্দ্ধতনুর্ভেকোঽশ্নাতীহ মক্ষিকাঃ শতশঃ।
এবং গতায়ুরপি সন্ বিষয়ান্ সমুপার্জয়ত্যন্ধঃ ॥৬৪

মনোনিগ্রহপ্রকরণম্।

স্বীয়োদ্গমতোয়বহা সাগরমুপযাতি নীচমার্গেণ।
সা চেদ্ উদ্গম এব স্থিরা সতী কিং ন যাতি বার্দ্ধিত্বম্ ॥৬৫
এবং মনঃ স্বহেতুং বিচারয়ৎ সুস্থিরং ভবেদন্তঃ।
ন বহির্ব্বোদেতি তদা কিং নাত্মত্বং স্বয়ং যাতি ॥৬৬
বর্ষাস্বন্তঃপ্রচয়াৎ কূপে গুরুনির্ঝরে পয়ঃ ক্ষারম্।
গ্রীষ্মেণৈব তু শুষ্কে মাধুর্য্যং ভজতি তত্রান্তঃ ॥৬৭

৬৩। ধীবরদত্ত মহা আমিষ ভক্ষণ করিয়া যেমন মৎস্যগণ মৃত হয়, তদ্রূপ বিষয়ভোগী মানব কালকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পতিত হয় ॥৬৩

৬৪। সর্প অর্দ্ধদেহ গ্রাস করিয়া ফেলিলেও ভেক যেমন শতশত মক্ষিকা ভক্ষণ করে, সেই রূপ অন্ধ মানব গতায়ু হইয়াও অর্থাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াও বিষয় উপার্জ্জন করিয়া থাকে ॥৬৪

মনোনিগ্রহপ্রকরণ।

৬৫। নিজের উদ্গমজল (উত্তানরূপ জোয়ারের জল) বহন করিয়া (নদী) নীচমার্গদ্বারা সাগরের দিকে উপগত হয়। সেই নদী যদি উদ্গম বিষয়ে স্থির হয়, তাহা হইলে কি বর্দ্ধিত হয় না? ॥৬৫

৬৬। এই প্রকার মন নিজের হেতু চিন্তা করিলে অন্তরে স্থির হয়। যদি মনঃ বহির্দ্দেশে গমন না করে, তবে কি সে আত্মস্বরূপতা স্বয়ং প্রাপ্ত হয় না? ॥৬৬

৬৭। বর্ষাকালে জলের বৃদ্ধিপ্রযুক্ত কূপ পরিপূর্ণ হইলে জল

তদ্ বদ্ বিষয়োদ্রিক্তং তমঃপ্রধানং মনঃ কলুষম্।
তস্মিন্ বিরাগশুষ্কে শনকৈরাবির্ভবেৎ সত্ত্বম্ ॥৬৮
যং বিষয়মপি লষিত্বা ধাবতি বাহ্যেন্দ্রিয়দ্বারা।
তস্যাপ্রাপ্তৌ খিদ্যতি তথা যথা স্বং গতং কিঞ্চিৎ ॥৬৯
নগনগরদুর্গদুর্গমসরিতঃ পরিতঃ পরিভ্রমচ্চেতঃ।
যদি নো লভতে বিষয়ং বিষয্যন্ত্রিতমিব খিন্নময়াতি ॥৭০
তুম্বীফলং জলান্তর্ব্বলাদধঃ ক্ষিপ্তমপ্যুপৈত্যূর্দ্ধম্।
তদ্বন্মনঃ স্বরূপে নিহিতং যত্নাদ্ বহির্যাতি ॥৭১

লবণাক্ত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইলেও কূপের জল মধুর্য্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৬৭

৬৮। সেইরূপ তমঃপ্রধান মন বিষয়ে উদ্রিক্ত অর্থাৎ বিষয়ভোগে উন্মুখীন হইলে মলিন হয়। আর সেই মন বৈরাগ্যপ্রযুক্ত ক্ষীণ হইলে ধীরে ধীরে তাহাতে সত্ত্ব গুণ আবির্ভূত হইতে থাকে ॥৬৮

৬৯। যেই বিষয়কে কামনা করিয়া মন বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা ধাবিত হয়, তাহার অপ্রাপ্তিতে মন শূন্যগত কোনও বস্তুর ন্যায় খেদযুক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোনও দ্রব্যের আশায় শূন্যে উঠিলে বস্তু যেমন খিন্ন হয়, তদ্রূপ বিষয়াভিলাষী মন বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ে ধাবিত হইয়া তাহা না পাইলে খেদযুক্ত হয় ॥৬৯

৭০॥ পর্ব্বত, নগর, দুর্গ, দুর্গমনদীপ্রভৃতি চারি দিকে ভ্রমণশীল চিত্ত বিষয় প্রাপ্ত না হইলে বিষযন্ত্রিতের ন্যায় অর্থাৎ বিষপ্রয়োগে প্রাণীর ন্যায় খেদযুক্ত হয় ॥৭০

৭১। তুম্বীফল (লাউ) যেমন বলপ্রয়োগে জলনিম্নে নিক্ষিপ্ত হইলেও উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তদ্রূপ অতিযত্নসহকারে মনকে স্বরূপে প্রণিহিত করিলেও সে বহির্দ্দেশে গমন করিয়া থাকে ॥৭১

ইহ বা পূর্ব্বভবে বা স্বকর্ম্মণৈবার্জ্জিতং ফলং যদ্ যৎ।
শুভমশুভং বা তত্তদ্‌ভোগোঽপ্যপ্রার্থিতো ভবতি ॥৭২
চেতঃপশুমশুভপথং প্রধাবমানং নিরাকর্ত্তুম্।
বৈরাগ্যমেকমুচিতং গলকাষ্ঠং নির্ম্মিতং ধাত্রা ॥৭৩
নিদ্রাবসরে যৎ সুখমেতৎ কিং বিষয়জং যস্মাৎ।
ন হি চেন্দ্রিয়প্রদেশাবস্থানং চেতসো নিদ্রা ॥৭৪
অদ্বারতুঙ্গকুড্যে গৃহেঽবরুদ্ধো যথা ব্যাঘ্রঃ।
বহুনির্গমপ্রযত্নৈঃ শ্রান্তস্তিষ্ঠতি পতন্ শ্বসংশ্চ তথা ॥৭৫
সর্ব্বেন্দ্রিয়াবরোধাদুদ্যোগশতৈরনির্গমং বীক্ষ্য।
শান্তং তিষ্ঠতি চেতো নিরুদ্যমত্বং তদা যাতি ॥৭৬

৭২॥ ইহজন্ম অথবা পূর্ব্বজন্মে স্বীয় কর্ম্মদ্বারা অর্জ্জিত যে সমুদয় শুভ বা অশুভ ফল তাহা প্রার্থিত না হইলেও সেই সেই ভোগ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥৭২

৭৩। অশুভ পথে ধাবমান চিত্ত-পশুকে নিবারিত করিতে বিধাতা একমাত্র বৈরাগ্যরূপ উপযুক্ত গলকাষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥৭৩

৭৪। নিদ্রা অর্থাৎ সুষুপ্তি সময়ে যে সুখ তাহা কি বিষয় হইতে উৎপন্ন? অর্থাৎ সে সুখ বিষয়জ নহে। যেহেতু চিত্তের ইন্দ্রিয়-প্রদেশে অবস্থান কালে নিদ্রা হয় না। অর্থাৎ চিত্ত যখন অজ্ঞানে লীন হয়, তখনই সুষুপ্তি হয়; সুতরাং সুষুপ্তিতে যে সুখ তাহা বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন নহে ॥৭৪

৭৫। দ্বাররহিত উচ্চ পিঞ্জররূপ গৃহে অবরুদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন বহির্গমন প্রযত্নদ্বারা পতিত ও শ্বাসগ্রস্ত হইয়া শ্রান্তিপ্রযুক্ত তথায় অবস্থান করে— ॥৭৫

৭৬। তদ্রূপ চিত্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারের অবরোধনিমিত্ত

প্রাণস্পন্দনিরোধাৎ সৎসঙ্গাদ্ বাসনাত্যাগাৎ।
হরিচরণভক্তিযোগাৎ মনঃ স্ববেগং জহাতি শনৈঃ ॥৭৭

বৈরাগ্যপ্রকরণম্।

পরগৃহগৃহিণীপুত্ত্রদ্রবিণানামাগমে বিনাশে বা।
কথিতৌ হর্ষবিষাদৌ কিংবা স্যাতাং ক্ষণং স্থাতুঃ ॥৭৮
দৈবাৎ স্থিতং গতং বা যং কঞ্চিদ্ বিষয়মীড্যমল্পং বা।
নো তুষ্যন্ ন চ সীদন্ বীক্ষ্য গৃহেষ্বতিথিবন্নিবসেৎ ॥৭৯
মমতাভিমানশূন্যো বিষয়েষু পরাঙ্মুখঃ পুরুষঃ।
তিষ্ঠন্নপি নিজসদনে ন বাধ্যতে কর্ম্মভিঃ ক্বাপি ॥৮০

শত উদ্যোগের দ্বারাও নির্গমনের উপায় না দেখিয়া শান্ত হইয়া অবস্থান করে এবং তখনই সেই চিত্ত উদ্যমরহিত হয় ॥৭৬

৭৭। প্রাণের স্পন্দনের নিরোধ হইতে, সাধুসঙ্গ হইতে, বাসনা-পরিত্যাগ হইতে এবং ভগবচ্চরণে ভক্তিযোগ হইতে মন ধীরে ধীরে আপনার বেগ পরিত্যাগ করে ॥৭৭

বিষয়বৈরাগ্যপ্রকরণ।

৭৮। অপরের গৃহ, গৃহিণী, পুত্ত্র অথবা ধনের আগমে অথবা বিনাশে ক্ষণকালের নিমিত্ত সেই গৃহস্থিত ব্যক্তির অর্থাৎ অতিথির কি পূর্ব্বকথিত হর্ষ কিংবা বিষাদ হয়? ৭৮

৭৯। দৈবপ্রযুক্ত কোনও বস্তু স্থিত নষ্ট বা অল্প দেখিয়া তুষ্ট বা বিষণ্ণ না হইয়া গৃহে অতিথির ন্যায় বসবাস করিবে। অর্থাৎ অতিথি যেমন অপরের লাভ অথবা অপচয়ে হর্ষ বা বিষণ্ণ না হইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ বিষয়ের ক্ষতিবৃদ্ধিতে ক্ষুণ্ণ বা হৃষ্ট না হইয়া গৃহে অবস্থান করিবে ॥৭৯

৮০। মমতা ও অভিমানশূন্য বিষয়বিমুখ পুরুষ নিজগৃহে অবস্থান করিয়াও কোন কালে কর্ম্মদ্বারা বাধিত হয় না ॥৮০

কুত্রাপ্যরণ্যদেশে সুনীলতৃণবালুকোপচিতে।
শীতলতরুতলভূমৌ সুখং শয়ানস্য পুরুষস্য ॥৮১
তরবঃ পত্রফলাঢ্যাঃ সুগন্ধশীতানিলাঃ পরিতঃ।
কলকূজিতবরবিহগাঃ সরিতো মিত্রাণি কিং ন স্যুঃ ॥৮২
বৈরাগ্যভাগ্যভাজঃ প্রসন্নমনসো নিরাশস্য।
অপ্রার্থিতফলভোক্তুঃ পুংসোজন্মনি কৃতার্থতেহ স্যাৎ ॥৮৩

দ্রব্যং পল্লবতশ্চ্যুতং যদি ভবেৎ ক্বাপি প্রমাদাৎ তদা,
শোকায়াথ তদর্পিতং শ্রুতবতে তোষায় চ শ্রেয়সে।
স্বাতন্ত্র্যাদ্ বিষয়াঃ প্রযান্তি যদমী শোকায় তে স্যুশ্চিরং,
সন্ত্যক্তাঃ স্বয়মেব চেৎ সুখময়ং নিঃশ্রেয়সং তন্বতে ॥৮৪

৮১। যে কোনও অরণ্যপ্রদেশে সুনীল তৃণ এবং বালুকাযুক্ত শীতল বৃক্ষতলস্থিত ভূমিতে শয়ান থাকিলে পুরুষের সুখই হইয়া থাকে ॥৮১

৮২। ফলপত্রযুক্ত তরুগণ, সুগন্ধযুক্ত শীতল সমীরণ, চতুর্দ্দিকস্থিত কলকূজনরত বরবিহঙ্গ ও নদী সকল কি তাঁহার মিত্র নহে? ॥৮২

৮৩। যিনি বৈরাগ্যরূপ সৌভাগ্যশালী প্রসন্নমনা আশারহিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত ফলভোক্তা, সেই পুরুষের ইহজন্মেই কৃতার্থতা হইয়া থাকে ॥৮৩

৮৪। প্রমাদনিবন্ধন ফল যদি কখনও পল্লব হইতে চ্যুত হয়, তবে তাহা শোকের হেতু হয়; তাহাই আবার জ্ঞানবান্ ব্যক্তিতে অর্পিত হইলে সন্তোষ এবং মঙ্গলের নিমিত্ত হয়। যথেচ্ছাভাবে এই বিষয় সমূহ যদি সেবিত হয় তাহা হইলে তাহার বহুকালব্যাপী শোকের কারণ হয়, আর পরিত্যক্ত হইলে নিজেই তাহারা সুখময় নিঃশ্রেয়স বিস্তার করে ॥৮৪

বিস্মৃত্যাত্মনিবাসমুৎকটভবাটব্যাং চিরং পর্য্যটন্,
সন্তাপত্রয়দীর্ঘদাবদহনজ্বালাবলীব্যাকুলঃ।
ভ্রমন্ ফল্গুষু সুপ্রদীপ্তনয়নশ্চেতঃ কুরঙ্গো বলাৎ,
আশাপাশবশীকৃতোঽপি বিষয়ব্যাঘ্রৈর্ম্মৃষা হন্যতে ॥৮৫

আত্মসিদ্ধিপ্রকরণম্।

উৎপন্নেঽপি বিরাগে বিনা প্রবোধং সুখং ন স্যাৎ।
স ভবেদ্ গুরূপদেশাৎ তস্মাৎ গুরুমাশ্রয়েৎ প্রথমম্ ॥৮৬
যদ্যপি জলধেরুদকং যদ্যপি বা প্রেরকোঽনিলস্তত্র।
তদপি পিপাসাকুলিতঃ প্রতীক্ষতে চাতকো মেঘম্ ॥৮৭

৮৫। মনোমৃগ নিজের নিবাসস্থান বিস্মৃত হইয়া উৎকট সংসার গহনে বহুকাল ধরিয়া পর্য্যটন করিতে করিতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ ত্রিবিধ সন্তাপরূপ দীর্ঘদাবদাহনের জ্বালাসমূহ দ্বারা ব্যাকুল হয়। অসার বিষয়ে গমন করিয়া সুপ্রদীপ্তনয়নযুক্ত চিত্ত-হরিণ আশারূপ পাশদ্বারা বশীকৃত হইয়া মিথ্যা বিষয়রূপ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক নিহত হইয়া থাকে ॥৮৫

আত্মসিদ্ধিপ্রকরণ।

৮৬। বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলেও জ্ঞান ব্যতিরেকে সুখ হয় না। সেই জ্ঞান আবার গুরুর উপদেশ হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং গুরুকেই প্রথমতঃ আশ্রয় করিবে ॥৮৬

৮৭। যদিও সমুদ্র হইতেই জল, যদিও বা বাতাসই প্রেরক, তথাপি পিপাসাকাতর চাতক মেঘেরই প্রতীক্ষা করে। অর্থাৎ যদিও সমুদ্র হইতে সংগৃহীত জল মেঘরূপে পরিণত হয়, সেই মেঘ আবার বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়াই পৃথিবীতে বর্ষিত হইয়া থাকে, তথাপি চাতকপক্ষী সমুদ্র বা বায়ুর প্রতীক্ষা না করিয়া মেঘেরই প্রতীক্ষা করে ॥৮৭

ত্রেধা প্রতীতিরুক্তা শাস্ত্রাদ্ গুরুতস্তথাত্মন স্তত্র।
শাস্ত্রপ্রতীতিরাদৌ যদ্বন্মধুরো গুড়োঽস্তীতি ॥৮৮
অগ্রে গুরুপ্রতীতি র্দূরাদ্ গুড়দর্শনং যদ্বৎ।
আত্মপ্রতীতিরস্মাদ্ গুড়ভক্ষণজং সুখং যদ্বৎ ॥৮৯
রসগন্ধরূপশব্দস্পর্শা অন্যে পদার্থাশ্চ।
কস্মাদনুভূয়ন্তে নো দেহান্নেন্দ্রিয়গ্রামাৎ ॥৯০
মৃতদেহেন্দ্রিয়বর্গো যতো ন জানাতি দাহজং দুঃখম্।
প্রাণশ্চেন্নিদ্রায়াং তস্করবাধাং স কিং বেত্তি ॥৯১

৮৮। প্রতীতি অর্থাৎ জ্ঞান তিন প্রকার। যথা—শাস্ত্র হইতে, গুরু হইতে এবং আপনা হইতে। উক্ত ত্রিবিধ জ্ঞানের মধ্যে শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন জ্ঞানই প্রথম। যেমন "গুড় মধুর" এই প্রকার বাক্য হইতে উৎপন্ন গুড়ের মাধুর্য্যজ্ঞান হইয়া থাকে ॥৮৮

৮৯। অনন্তর দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান—দূর হইতে গুড়দর্শনের ন্যায় গুরুপ্রতীতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ দূর হইতে গুড়ের দর্শন ঘটিলে যেমন গুড়ের মাধুর্য্যপ্রতীতি হয়, তদ্রূপ গুরু হইতে উৎপাদিত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান হয়। তৎপরে যেমন গুড়ভক্ষণের দ্বারা তদীয় মাধুর্য্যপ্রতীতিজন্য সুখ হয়, তদ্রূপ তৃতীয় প্রকার জ্ঞান—আত্মপ্রতীতি অর্থাৎ সুখস্বরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ হইয়া থাকে ॥৮৯

৯০। রস, গন্ধ, রূপ, স্পর্শ, শব্দ ও অন্যান্য পদার্থবিষয়ক জ্ঞান কোন্ হেতু হইতে উৎপন্ন হয়? তাহা দেহ বা ইন্দ্রিয়দ্বারা উৎপন্ন হয় না ॥৯০

৯১। যেহেতু মৃতদেহ এবং ইন্দ্রিয়বর্গ, দাহ হইতে উৎপন্ন দুঃখকে অনুভব করিতে পারে না, সেইজন্য সুখদুঃখাদিবিষয়ক জ্ঞান, দেহ বা ইন্দ্রিয়দ্বারা উৎপন্ন হয় না। প্রাণই সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকে—

মনসো যদি বা বিষয়স্তদ্ যুগপৎ কিং ন জানাতি।
তস্য পরাধীনত্বাদ্ যতঃ প্রমাদস্য কস্ত্রাতা ॥৯২
গাঢ়ধ্বান্তগৃহান্ততঃ ক্ষিতিতলে দীপং নিধায়োজ্জ্বলং,
পঞ্চছিদ্রমধোমুখং হি কলশং তস্যোপরি স্থাপয়েৎ।
তদ্‌বাহ্যে পরিতোঽনুরন্ধ্রমমলাং বীণাং চ কস্তূরিকাং,
সদ্‌রত্নং ব্যজনং ন্যসেচ্চ কলশচ্ছিদ্রাধ্বনির্গচ্ছতাম্ ॥৯৩
তেজোংঽশেন পৃথক্‌পদার্থনিবহজ্ঞানং হি যজ্জায়তে,
তদ্‌রন্ধ্রৈঃ কলশেন বা কিমু মৃদো ভাণ্ডেন তৈলেন বা।
কিং সূত্রেণ ন চৈতদস্তি রুচিরং প্রত্যক্ষবাধাদতো,
দীপজ্যোতিরিহৈকমেব শরণং দেহে তথাত্মা স্থিতঃ ॥৯৪

ইহাও বলা যায় না, যেহেতু নিদ্রিতাবস্থায় প্রাণের বিদ্যমানতাতেও তস্করাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখ অনুভূত হয় না ॥৯১

৯২। যদি ইহা মনের বিষয় হয়, তাহা হইলে যুগপৎ কেন উৎপন্ন হয় না? যেহেতু মনের পরাধীনতা আছে। অর্থাৎ যদি বল—মন পরাধীন বলিয়া সমুদায় জ্ঞান এককালে উৎপন্ন হয় না, তাহা হইলে এই প্রমাদের ত্রাণকর্ত্তা কে ॥৯২

৯৩। ঘোর অন্ধকারসমাচ্ছন্ন গৃহের অন্তরে পৃথিবীতলে উজ্জ্বলদীপ স্থাপন করিয়া পঞ্চচ্ছিদ্রযুক্ত একটী কলস তাহার উপর অধোমুখে স্থাপিত করিবে। তাহার বহির্দ্দেশে সর্ব্বত্র ছিদ্রের অনুকূলে বীণাকস্তুরিকা, উত্তমরত্ন ও ব্যজন বিন্যস্ত করিবে ॥৯৩

৯৪। সেই কলসের চ্ছিদ্রপথে বিনির্গত তেজোভাগদ্বারা যে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ জ্ঞান হয়, তাহা কি রন্ধ্রদ্বারা, অথবা কলসদ্বারা, অথবা মৃত্তিকাদ্বারা, অথবা ভাণ্ডদ্বারা, অথবা তৈলদ্বারা, অথবা সূত্রদ্বারা? ইহার কোনটীই রুচির নহে, যেহেতু প্রত্যক্ষবাধা আছে। অর্থাৎ দেখা

মায়াসিদ্ধিপ্রকরণম্।

চিন্মাত্রঃ পরমাত্মা হ্যপশ্যদাত্মানমাত্মতয়া।
অভবৎ সোঽহংনামা তস্মাদাসীদ্ ভিদো মূলম্ ॥৯৫
দ্বেধৈব ভাতি তস্মাৎ পতিশ্চ পত্নী চ তৌ ভবেতাং বৈ।
তস্মাদয়মাকাশস্ত্রিধৈব পরিপূর্য্যতে সততম্ ॥৯৬
সোঽয়মপীক্ষাং চক্রে ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত।
ইত্যুপনিষদঃ প্রাহুর্দয়িতাং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত্যা ॥৯৭
চিরমানন্দানুভবাৎ সুষুপ্তিরিব কাপ্যবস্থাভূৎ।
পরমাত্মনস্তু তস্মাৎ স্বপ্নবদেবো খতা মায়া ॥৯৮

যায়—তেজোভাগ নির্ব্বাপিত হইল উহার কোনটী দ্বারাই উক্ত বীণাদি পদার্থসমূহ দৃষ্ট হয় না। এইস্থলে যেমন একমাত্র দীপের জ্যোতিঃই শরণ অর্থাৎ প্রকাশক, সেইরূপ দেহস্থিত আত্মাই একমাত্র শরণ অর্থাৎ সমস্ত পদার্থপ্রকাশক ॥৯৪

মায়াসিদ্ধিপ্রকরণ।

৯৫। সেই চিন্মাত্র পরমাত্মাই যখন আত্মাকে আত্মরূপে দেখেন তখনই তিনি অহংনামা অর্থাৎ অহংরূপ অবিদ্যা হন, এবং তাহাই এই ভেদের মূল হইয়া থাকে ॥৯৫

৯৬। দ্বিবিধরূপেই ইহা প্রতিভাত হয় এবং তাহা হইতেই পতি ও পত্নীভাব অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষভাব পরিদৃষ্ট হয়। তাহা হইতেই আকাশ সর্ব্বদা উর্দ্ধাধঃ মধ্যরূপে ত্রিধা পরিপূরিত হইয়া থাকে ॥৯৬

৯৭। তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই ঈক্ষণ হইতেই মানবসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে। স্ত্রীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিদ্বারা উপনিষৎসমূহ পূর্ব্বোক্ত প্রকারই বলিয়াছেন ॥৯৭

৯৮। বহুকাল ধরিয়া পরমানন্দের অনুভব করিতে করিতে, তাহা

সদসদ্‌বিলক্ষণাসৌ পরমাত্মসদাশ্রয়ানাদিঃ।
সা চ গুণত্রয়রূপা সূতে সচরাচরং বিশ্বম্‌॥৯৯
মায়া তাবদদৃশ্যা দৃশ্যং কার্য্যং কথং জনয়েৎ।
তন্তুভিরদৃশ্যরূপৈঃ পটোঽত্র দৃশ্যঃ কথং ভবতি॥১০০
স্বপ্নে সুরতানুভবাৎ শুক্রদ্রাবো যথা শুভে বসনে।
অনৃতং রতং প্রবোধে বসনোপহতির্ভবেৎ সত্যা॥১০১
স্বপ্নে পুরুষঃ সত্যো যোষিদসত্যা তয়োর্যুতিশ্চ মৃষা।
শুক্রদ্রাবঃ সত্যস্তদ্বৎ প্রকৃতেঽপি সম্ভবতি॥১০২

হইতে পরমাত্মার সুষুপ্তির ন্যায় এক প্রকার অবস্থা হয়, সুতরাং মায়া স্বপ্নের ন্যায়ই উত্থিত হইয়া থাকে ॥৯৮

৯৯। পরমাত্মরূপ সদ্বস্তু যাহার আশ্রয়, আদিরহিত সেই মায়া, সৎ এবং অসৎ হইতে বিলক্ষণ ও ত্রিগুণ, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ এবং তমঃ— এই ত্রিগুণস্বরূপা। তাহাই, স্থাবর এবং জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বের প্রসব করিয়াছে। অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক অনির্ব্বচনীয় উক্ত মায়াই চরারাত্মক এই জগদ্‌রূপে পরিণত হইয়াছে ॥৯৯

১০০। অদৃশ্য মায়া কিপ্রকারে দৃশ্য কার্য্যের উৎপাদন করিবে? উত্তর—অদৃশ্যপ্রায় তন্তুসমূহ হইতে কি করিয়া দৃশ্য পট উৎপন্ন হয়? অর্থাৎ অদৃশ্যপ্রায় তন্তুসমূহ হইতে যেভাবে দৃশ্য পট উৎপন্ন হয়, সেই ভাবেই অদৃশ্য মায়া দৃশ্যকার্য্যসমূহের উৎপাদন করিয়া থাকে ॥১০০

১০১। স্বপ্নে যে প্রকার শৃঙ্গারানুভব হইতে পবিত্র বসনে শুক্র দ্রবীভূত হয়; প্রবোধাবস্থায় স্বপ্নরমণ মিথ্যা হইলেও বসনের অপবিত্রতা সত্যই হইয়া থাকে ॥১০১

১০২। স্বপ্নে পুরুষ সত্য, স্ত্রী মিথ্যা এবং স্ত্রীপুরুষের মিলনও মিথ্যা, কিন্তু শুক্রক্ষরণ সত্য, প্রকৃতস্থলেও সেই প্রকারই জানিবে ॥১০২

এবমদৃশ্যা মায়া তৎকার্য্যং জগদিদং দৃশ্যম্।
মায়া তাবদিয়ং স্যাদ্ যা স্ববিনাশেন হর্ষদা ভবতি ॥১০৩
রজনীবাতিদুরন্তা ন লক্ষ্যতেঽত্র স্বভাবোঽস্যাঃ।
সৌদামিনীব নশ্যতি মুনিভিঃ সংপ্রেক্ষ্যমাণৈব ॥১০৪
মায়া ব্রহ্মোপগতাঽবিদ্যা জীবাশ্রয়া প্রোক্তা।
চিদচিদ্‌গ্রন্থিশ্চেতস্তদক্ষয়ং জ্ঞেয়মা মোক্ষাৎ ॥১০৫
ঘটমঠকুড্যৈরাবৃতমাকাশং তত্তদাহ্বয়ং ভবতি।
তদ্‌বদবিদ্যাবৃতমিহ চৈতন্যং জীব ইত্যুক্তঃ ॥১০৬

১০৩। এই প্রকার মায়া অদৃশ্য হইলেও তাহার কার্য্য এই জগৎ—দৃশ্য। এইটীই মায়া, যিনি নিজের ধ্বংসদ্বারা আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহাই মায়া, যাহারা বিনাশে জীব পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকে ॥১০৩

১০৪। অতি দুরন্ত রাত্রির ন্যায় এই মায়ার স্বরূপ অজ্ঞেয়। মুনিগণকর্ত্তৃক এই মায়া দৃষ্ট হইয়াই সৌদামিনীর ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ মায়ার স্বরূপজ্ঞান হইলে বিদ্যুতের ন্যায় উহা বিনষ্ট হইয়া যায় ॥১০৪

১০৫। যিনি ব্রহ্মাশ্রিত তাঁহার নাম মায়া, আর যাহা জীবাশ্রিত তাহার নাম অবিদ্যা। চিৎ এবং অচিদ্বস্তুর এই যে গ্রন্থি অর্থাৎ তাদাত্ম্যাধ্যাস, চিত্তে তাহা মোক্ষপর্য্যন্ত অক্ষয় বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ মুক্তি হইলে চিত্তের যে চিৎ এবং অচিৎ এই তাদাত্ম্যাধ্যাস তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥১০৫

১০৬। ঘট পট এবং কুড্যের দ্বারা আবৃত আকাশ যেমন সেই সেই নামে কথিত হয়, সেই প্রকার অবিদ্যাদ্বারা আবৃত এই চৈতন্যই জীব নামে কথিত হইয়য়া থাকে ॥১০৬

নমু কথমাবরণং স্যাদজ্ঞানং ব্রহ্মণো বিশুদ্ধস্য।
সূর্য্যস্যেব তমিস্রং রাত্রিভবং স্বপ্রকাশস্য ॥১০৭
দিনকরকিরণোৎপন্নৈর্মেঘৈরাচ্ছাদ্যতে যথা সূর্য্যঃ।
ন খলু দিনস্য দিনত্বং তৈর্বিকৃতৈঃ সাভ্রসংঘাতৈঃ ॥১০৮
অজ্ঞানেন তথাত্মা শুদ্ধোঽপি চ্ছাদ্যতে সুচিরম্।
ন পরং তু লোকসিদ্ধা প্রাণিষু তচ্চেতনাশক্তিঃ ॥১০৯

লিঙ্গদেহাদিনিরূপণপ্রকরণম্।

স্থূলশরীরস্যান্তর্লিঙ্গশরীরং চ তস্যান্তঃ।
কারণমস্যাপ্যন্তস্ততো মহাকারণং তুর্য্যম্ ॥১১০
স্থূলং নিরূপিতং প্রাগধুনা সূক্ষ্মাদিতো ক্রমঃ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ শ্রুতিরিতি যৎপ্রাহ তৎ সূক্ষ্মম্ ॥১১১

১০৭। আচ্ছা! বিশুদ্ধ ব্রহ্মের 'অজ্ঞান' কি প্রকারে আবরণ হয়? রাত্রির অন্ধকার কি স্বয়ংপ্রকাশ সূর্য্যের আবরণ হয়?

১০৮-১০৯। সূর্য্যের কিরণ হইতে উৎপন্ন মেঘকর্ত্তৃক যেমন সূর্য্য আচ্ছাদিত হয়, সেই প্রকার আত্মা বিশুদ্ধ হইলেও বহুকালের নিমিত্ত অজ্ঞানকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। সেই সূর্য্যের কিরণের বিকার-রূপ মেঘসমূহ যেমন দিনের দিনত্ব আচ্ছাদিত করিতে পারে না, সেই প্রকার অজ্ঞানদ্বারা চৈতন্য আবৃত হইলেও প্রাণিগণের চেতনাশক্তি সর্ব্বজনসিদ্ধ থাকে অর্থাৎ আবৃত হয় না ॥১০৮-১০৯

লিঙ্গদেহাদিনিরূপণপ্রকরণ।

১১০। স্থূলশরীরের অন্তে লিঙ্গশরীর, লিঙ্গশরীরের অন্তে কারণ-শরীর, এবং কারণশরীরের অন্তে মহাকারণরূপ তুরীয় ॥১১০

১১১। স্থূলশরীর নিরূপণ করা হইয়াছে, এক্ষণে সূক্ষ্মশরীর নিরূপণ করিতেছি। শ্রুতি যাহাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্মশরীর ॥১১১

সূক্ষ্মাণি মহাভূতান্যসবঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব।
ষোড়শমন্তঃকরণং তৎসংঘাতো হি লিঙ্গতনুঃ ॥১১২
তৎকারণং স্মৃতং যৎ তস্যান্তর্বাসনাজালম্।
তস্য প্রবৃত্তিহেতুর্বুদ্ধ্যাশ্রয়মত্র তুর্য্যং স্যাৎ ॥১১৩
তৎসারভূতবুদ্ধৌ যৎ প্রতিফলিতং তু শুদ্ধচৈতন্যম্।
জীবঃ স উক্ত আদ্যৈর্যোঽহমিতি স্ফূর্ত্তিকৃদ্বপুষি ॥১১৪
চরতরতরঙ্গসঙ্গাৎ প্রতিবিম্বং ভাস্করস্য চ চলং স্যাৎ।
অস্তি তথা চঞ্চলতা চৈতন্যে চিত্তচাঞ্চল্যাৎ ॥১১৫
নম্বর্কপ্রতিবিম্বঃ সলিলাদিষু যঃ স চাবভাসয়তি।
কিমিতরপদার্থনিবহং প্রতিবিম্বোঽপ্যাত্মনস্তদ্বৎ ॥১১৬

১১২। সূক্ষ্মভূতসমূহ, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ এই ষোড়শ পদার্থের সমষ্টিই লিঙ্গশরীর নামে কথিত হইয়াছে ॥১১২

১১৩। সেই লিঙ্গশরীরের অন্তর্বর্ত্তী যে বাসনাসমূহ, তাহাই কারণ-শরীর বলিয়া জানিবে। সেই বাসনারূপ কারণশরীরের প্রবৃত্তির হেতুভূত বুদ্ধির যাহা আশ্রয় তাহাই চতুর্থ মহাকারণ বলিয়া অভিহিত হয় ॥১১৩

১১৪। সেই মহাকারণ-শরীরের সারভূত—বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, প্রাচীনগণকর্ত্তৃক তাহাই জীব নামে কীর্ত্তিত হয়। উক্ত চৈতন্যরূপী জীবই শরীরে অহম্ ইত্যাকার স্ফূর্ত্তির কর্ত্তা ॥১১৪

১১৫। চলনশীল তরঙ্গ হইতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যেমন চলনশীল বলিয়া মনে হয়, সেই প্রকার চিত্তের চঞ্চলতাপ্রযুক্ত চৈতন্যে চঞ্চলতা প্রতীত হইয়া থাকে ॥১১৫

১১৬। সলিলস্থিত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যেমন অন্যান্য পদার্থকে প্রকাশিত করে না, তদ্রূপ আত্মার প্রতিবিম্বও অন্যান্য পদার্থ প্রকাশ করিতে পারে না ॥১১৬

প্রতিফলিতং যত্তেজঃ সবিতুঃ কাংস্যাদিপাত্রেষু।
তদনুপ্রবিষ্টমন্তর্গৃহমন্যার্থান্ প্রকাশয়তি ॥১১৭
চিৎপ্রতিবিম্বস্তদ্বদ্বুদ্ধিষু যো জীবতাং প্রাপ্তঃ।
নেত্রাদীন্দ্রিয়মার্গৈর্বহিরর্থান্ সোঽবভাসয়তি ॥১১৮

অদ্বৈতপ্রকরণম্।

তদিদং য এবমার্য্যো বেদ ব্রহ্মাহমস্মীতি।
স ইদং সর্ব্বং চ স্যাৎ তস্য হি দেবাশ্চ নেশতে ভূত্যা ॥১১৯
যেষাং স ভবত্যাত্মা যোঽন্যামথ দেবতামুপাস্তে যঃ।
অহমন্যোঽসাবন্যশ্চেত্থং যো বেদ পশুবৎ সঃ ॥১২০
ইত্যুপনিষদামুক্তিস্তথা শ্রুতির্ভগবদুক্তিশ্চ।
জ্ঞানী ত্বাত্মৈবেয়ং মতি র্মমেত্যত্র যুক্তিরপি ॥১২১

১১৭-১১৮। কাংস্যাদ পাত্রে প্রতিফলিত সূর্য্যের কিরণ যেমন গৃহান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অপরাপর পদার্থের প্রকাশ করে; সেই প্রকার জীবভাবপ্রাপ্ত বুদ্ধিস্থিত চৈতন্যের প্রতিবিম্ব নেত্রাদি ইন্দ্রিয়রূপ মার্গদ্বারা নির্গত হইয়া বাহ্যার্থসমূহকে প্রকাশিত করিয়া থাকে ॥১১৭-১১৮

অদ্বৈতপ্রকরণ।

১১৯-১২০। সেই হেতু "এই ব্রহ্মই আমি" ইহা যেই আর্য্য অবগত আছেন, তিনি এই সকলের স্বরূপ হন এবং দেবতাগণও বিভূতিদ্বারা তাহাকে বশীভূত করিতে পারে না; কারণ, তাঁহাদিগের তিনি আত্মা। এই হেতু যিনি অন্য দেবতার উপাসনা করেন, যিনি আমি অন্য, উনি অন্য—এইরূপ জ্ঞান করেন তিনি পশুসম ॥১১৯-১২০

১২১। ইহাই উপনিষৎসমূহের উক্তি, বেদও তাহাই বলিয়াছেন। ভগবানও বলিয়াছেন "জ্ঞানী কিন্তু আত্মাই, ইহাই আমার মত"। ইহাতে যুক্তিও আছে, যথা— ॥১২১

ঋজু বক্রং বা কাষ্ঠং হুতাশদগ্ধং সদগ্নিতাং যাতি।
তৎ কিং হস্তগ্রাহ্যং ঋজুবক্রাকারসত্ত্বেঽপি ॥১২২
এবং য আত্মনিষ্ঠো হ্যাত্মাকারশ্চ জায়তে পুরুষঃ।
দেহীব দৃশ্যতেঽসৌ পরং ত্বসৌ কেবলো হ্যাত্মা ॥১২৩
প্রতিফলতি ভানুরেকোঽনেকশরাবোদকেষু যথা।
তদ্‌বদসৌ পরমাত্মা হ্যেকোঽনেকেষু দেহেষু ॥১২৪
দৈবাদেকশরাবে ভগ্নে কিংবা বিলীয়তে সূর্য্যঃ?
প্রতিবিম্বচঞ্চলত্বাদর্কঃ কিং চঞ্চলো ভবতি ॥১২৫
স্বব্যাপারং কুরুতে যথৈকসবিতুঃ প্রকাশেন।
তদ্‌বচ্চরাচরমিদং হ্যেকাত্মসত্তয়া চলতি ॥১২৬

১২২। কাষ্ঠ সরলই হউক বা বক্রই হউক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে তাহা উষ্ণ হইয়া থাকে। তাহার সরলতা বা বক্রতা বিদ্যমান থাকিলেও তাহা কি তখন হস্তদ্বারা গ্রহণীয় হয়? (অর্থাৎ কখনই হয় না) ॥১২২

১২৩। এই প্রকার যে পুরুষ আত্মনিষ্ঠ তিনি আত্মার আকার প্রাপ্ত হন। দেহীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইলেও সেই পুরুষ কেবল আত্ম-স্বরূপই ॥১২৩

১২৪। যে প্রকার একই সূর্য্য শরাবজলপ্রভৃতি অনেক বস্তুতে প্রতিফলিত হয়, সে প্রকার একই পরমাত্মা অনেকবিধ দেহেতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥১২৪

১২৫। দৈবাৎ একটী শরাব ভগ্ন হইলে কি সূর্য্য বিলীন হয়? প্রতিবিম্বের চঞ্চলত্বনিবন্ধন কি সূর্য্য চঞ্চলতা প্রাপ্ত হয়? ॥১২৫

১২৬। যেমন একই সূর্য্যের প্রকাশদ্বারা সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয়, তেমন একই আত্মার সত্তাতে চরাচর এই ব্রহ্মাণ্ড সদ্রূপে প্রতীয়-মান হয় ॥১২৬

যেনোদকেন কদলীচম্পকজাত্যাদয়ঃ প্রবর্দ্ধন্তে।
মূলকপলাণ্ডুলশুনাস্তেনৈবৈতে বিভিন্নরসগন্ধাঃ ॥১২৭
একো হি সূত্রধারঃ কাষ্ঠপ্রকৃতীরনেকশো যুগপৎ।
স্তম্ভাগ্রপট্টিকায়াং নর্ত্তয়তীহ প্রগূঢ়তয়া ॥১২৮
গুড়খণ্ডশর্করাদ্যা ভিন্নাঃ স্যুর্ব্বিকৃতয়ো যথৈকেক্ষোঃ।
কেয়ূরকঙ্কণাদ্যা যথৈকহেম্নো ভিদাশ্চ পৃথক্ ॥১২৯
এবং পৃথক্স্বভাবং পৃথগাকারং পৃথগ্ বৃত্তি।
জগদুচ্চাবচমুচ্চৈরেকেনৈবাত্মনা চলতি ॥১৩০
স্কন্ধধৃতসিদ্ধমন্নং যাবন্নাশ্নাতি মার্গগস্তাবৎ।
স্পর্শভয়ক্ষুৎপীড়ে তস্মিন্ ভুক্তে ন তে ভবতঃ ॥১৩১

১২৭। যেই জলের দ্বারা কদলী চম্পক এবং জাতিপ্রভৃতি তরু-সকল বর্দ্ধিত হয়, সেই জলের দ্বারাই মূলক, পলাণ্ডু, লশুনপ্রভৃতি সমুদয় বস্তু বিভিন্ন গন্ধ এবং বিভিন্ন রসযুক্ত হইয়া থাকে ॥১২৭

১২৮। যেমন একই সূত্রধর যুগপৎ অনেক কাষ্ঠ প্রতিকৃতিকে স্তম্ভাগ্রস্থিত পট্টিকাতে অতি গূঢ়ভাবে নর্ত্তন করাইয়া থাকেন ॥১২৮

১২৯। যেমন একই ইক্ষুর গুড়, খণ্ড ও শর্করা প্রভৃতি নানাবিধ বিকারপ্রাপ্ত হয়, যেমন একই সুবর্ণকেয়ূর, কঙ্কন প্রভৃতি বিভিন্নরূপে বিকৃত হয়— ॥১২৯

১৩০। সেইরূপ পৃথক্ স্বভাব, পৃথক্ আকার এবং পৃথক্ ব্যাপারযুক্ত এই উচ্চাবচ জগৎ একই আত্মাকর্ত্তৃক চালিত হইতেছে, অর্থাৎ বিচিত্র জগৎ একই আত্মার সত্তায় সত্তাবান্ ॥১৩০

১৩১। যেমন সিদ্ধান্ন আপনার স্কন্ধধৃত হইলেও পথিক যে পর্য্যন্ত না তাহা আহার করেন, সে পর্য্যন্ত তাহার স্পর্শভয় এবং ক্ষুধার তাড়না থাকে; আহার করিলে আর উক্ত স্পর্শভয় বা ক্ষুধার তাড়না থাকে না ॥১৩১

মানুষমতঙ্গমহিষশ্বশূকরাদিষনুস্যূতম্।
যঃ পশ্যতি জগদীশং স এব ভুঙ্‌ক্তেঽদ্বয়ানন্দম্ ॥১৩২

কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বপ্রকরণম্।

যদ্বৎ সূর্য্যোঽভ্যুদিতে স্বব্যবহারং জনঃ কুরুতে।
তং ন করোতি বিবস্বান্ ন কারয়তি তদ্বদাত্মাপি ॥১৩৩
লোহে হুতভুগ্ ব্যাপ্তে লোহান্তরতাড্যমানেঽপি।
তস্মাদন্তর্গতবহ্নেঃ কিং স্যান্নির্ঘাতজং দুঃখম্ ॥১৩৪
নিষ্ঠুরকুঠারঘাতৈঃ কাষ্ঠে সংছিদ্যমানেঽপি।
অন্তবর্ত্তী বহ্নিঃ কিং ঘাতৈশ্ছিদ্যতে তদ্বৎ ॥১৩৫
তনুসম্বন্ধাজ্জাতৈঃ সুখদুঃখৈ লিপ্যতে নাত্মা।
ব্রূতে শ্রুতিরপি ভূয়োঽনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীত্যাদি ॥১৩৬

১৩২। যিনি মানুষ, মাতঙ্গ, মহিষ, কুক্কুর, শূকরপ্রভৃতি প্রাণীতে অনুস্যূতরূপে জগদীশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই অদ্বয়ানন্দের উপভোগ করিয়া থাকেন ॥১৩২

কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বপ্রকরণ।

১৩৩। যেমন সূর্য্য উদিত হইলে মানব নিজ নিজ ব্যবহার সম্পন্ন করিয়া থাকে, সূর্য্য কিন্তু তাহা করেন না এবং করান না, তেমনই আত্মাও নিজে কিছু করেন না এবং অপরের দ্বারাও করান না ॥১৩৩

১৩৪। অগ্নিদ্বারা ব্যাপ্ত লৌহ লৌহান্তর দ্বারা তাড্যমান হইলেও তদন্তর্গত অগ্নির কি উক্ত আঘাতজনিত দুঃখের অনুভব হয়? ॥১৩৪

১৩৫। নিষ্ঠুর কুঠারের আঘাতদ্বারা কাষ্ঠ ছিদ্যমান হইলেও তদন্তর্গত বহ্নি কি কাষ্ঠের ন্যায় প্রোক্ত আঘাতদ্বারা ছিন্ন হইয়া থাকে? ॥১৩৫

১৩৬। তেমনই শরীরসম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন দুঃখের দ্বারা আত্মা লিপ্ত

নিশি বেশ্মনি প্রদীপে দীপ্যতি চৌরস্তু বিত্তমপহরতি।
ঈরয়তি বারয়তি বা তং দীপঃ কিং তথাত্মাপি ॥১৩৭
গেহান্তে দৈববশাৎ কস্মিংশ্চিৎ সমুদিতে বিপন্নে বা।
দীপস্তুষ্যত্যথবা খিদ্যতি কিং তদ্বদাত্মাপি ॥১৩৮

স্বপ্রকাশতাপ্রকরণম্।

রবিচন্দ্রবহ্নিদীপপ্রমুখাঃ স্বপরপ্রকাশাঃ স্যুঃ।
যদ্যপি তথাপ্যমীভিঃ প্রকাশ্যতে ক্বাপি নৈবাত্মা ॥১৩৯
চক্ষুর্দ্বারৈব স্যাৎ পরাত্মনা ভানমেতেষাম্।
যদ্ বা তেঽপি পদার্থা ন জ্ঞায়ন্তেঽথ কেবলালোকাৎ ॥১৪০

হয় না। শ্রুতিও ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে "একজন অর্থাৎ জীব আস্বাদ করে, অন্য অর্থাৎ ঈশ্বর স্বপ্রকাশ থাকেন" ॥১৩৬

১৩৭। রজনীযোগে গৃহাভ্যন্তরে দীপ্যমান প্রদীপের বিদ্যমানে চৌর বিত্ত অপহরণ করে। প্রদীপ যেমন তাহাকে অনুমোদন বা বারণ করে না, সেই প্রকার আত্মাও কোন কার্য্যের বারণ বা অনুমোদন করে না ॥১৩৭

১৩৮। গৃহে দৈববশে কাহারও অভ্যুদয় বা বিপৎ হইলে প্রদীপ কি তাহাতে তুষ্ট বা খিন্ন হয়? তদ্রূপ আত্মাও অভ্যুদয় বা বিপদে তুষ্ট বা খিন্ন হয়েন না ॥১৩৮

স্বপ্রকাশতাপ্রকরণ।

১৩৯। যদিও সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, দীপপ্রভৃতি বস্তুসমূহ আপনার ও অপরের প্রকাশক হয়, তথাপি এই সমস্ত পদার্থকর্ত্তৃক কখনও আত্মা প্রকাশিত হয়েন না ॥১৩৯

১৪০। চক্ষুদ্বারাই পরমাত্মকর্ত্তৃক এই সমুদয় পদার্থের ভান হয়। সেই পদার্থসমূহও কিন্তু কেবল আলোকদ্বারা জ্ঞাত হয় না ॥১৪০

তত্রাপ্যক্ষিদ্বারা সহায়ভূতো ন চেদাত্মা।
নো চেৎ সত্যালোকে পশ্যত্যন্ধঃ কথং নার্থান্ ॥১৪১
সত্যাত্মন্যপি কিং নো জ্ঞানং তচ্চেন্দ্রিয়ান্তরেণ স্যাৎ।
অন্ধে দৃক্‌প্রতিবন্ধে করসম্বন্ধে পদার্থভানং হি ॥১৪২
জানাতি যেন সর্ব্বং কেন চ তং বা বিজানীয়াৎ।
ইত্যুপনিষদামুক্তির্ব্বধ্যেত আত্মাত্মনা তস্মাৎ ॥১৪৩

নাদানুসন্ধানপ্রকরণম্।

যাবৎক্ষণং ক্ষণার্দ্ধং স্বরূপপরিচিন্তনং ক্রিয়তে।
তাবদ্ দক্ষিণকর্ণে হ্যনাহতঃ শ্রূয়তে শব্দঃ ॥১৪৪
সিদ্ধ্যারম্ভস্থিরতা-বিশ্রম-বিশ্বাস-বীজশুদ্ধীনাম্।
উপলক্ষণং হি মনসঃ পরমং নাদানুসন্ধানম্ ॥১৪৫

১৪১। সেইস্থলেও যদি চক্ষুদ্বারা সহায়ভূত না হইয়াই কেবল আলোকদ্বারা আত্মা প্রত্যক্ষ করে বলা হয়, তাহা হইলে আলোক সত্ত্বেও অন্ধব্যক্তি কেন বিষয়ের প্রত্যক্ষ করে না ॥১৪১

১৪২। আত্মা থাকিলেও কেন জ্ঞান হয় না? যদি ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে জ্ঞান হইত, দৃক্‌শক্তিশূন্য অন্ধব্যক্তিরও করসম্বন্ধদ্বারা পদার্থ ভান হয় ॥১৪২

১৪৩। "যাহা দ্বারা সমস্ত জানা যায় তাঁহাকে কাহার দ্বারা জানা যায়"? এই উপনিষদ্‌বাক্য বাধিত হয়, যদি আত্মা ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞাত হইত। সেইহেতু আত্মার দ্বারা আত্মা জ্ঞাত হন অর্থাৎ আত্মা স্বপ্রকাশ ॥১৪৩

নাদানুসন্ধানপ্রকরণ।

১৪৪। যতক্ষণ ক্ষণার্দ্ধকাল স্বরূপের চিন্তা করা হয়, ততক্ষণ কিন্তু দক্ষিণ কর্ণে অনাহত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় ॥১৪৪

১৪৫। সিদ্ধি, আরম্ভ, স্থিরতা, বিশ্বাস এবং বীজশুদ্ধির উপলক্ষণই মনের পরম নাদানুসন্ধান ॥১৪৫

ভেরী-মৃদঙ্গ-শঙ্খাদ্যাহতনাদে মনঃ ক্ষণং রমতে।
কিং পুনরনাহতেঽস্মিন্ মধুমধুরেঽখণ্ডিতে স্বচ্ছে ॥১৪৬
চিত্তং বিষয়োপরমাদ্ যথা যথা যাতি নৈশ্চল্যম্।
বেণোরিব দীর্ঘতরস্তথা তথা শ্রূয়তে নাদঃ ॥১৪৭
নাদাভ্যন্তর্ব্বর্ত্তি জ্যোতির্যদ্ বর্ত্ততে হি চিরম্।
তত্র মনো লীনং চেন্ন পুনঃ সংসারবন্ধায় ॥১৪৮
পরমানন্দানুভবাৎ সুচিরং নাদানুসন্ধানাৎ।
শ্রেষ্ঠশ্চিত্তলয়োঽয়ং সৎস্বন্যলয়েষ্বনেকেষু ॥১৪৯

মনোলয়প্রকরণম্।

সংসারতাপতপ্তং নানাযোনিভ্রমাৎ পরিশ্রান্তম্।
লব্ধ্বা পরমানন্দং ন চলতি চেতঃ কদা কাপি ॥১৫০

১৪৬। যখন ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ প্রভৃতির আহত নাদে ক্ষণকালের নিমিত্ত মনের রতি হয়, তখন মধুর হইতেও সুমধুর অখণ্ডিত অতিপবিত্র অনাহত নাদে যে মন রমণশীল হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? ॥১৪৬

১৪৭। বিষয়ের উপরমনিবন্ধন চিত্ত যে প্রকার নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়, ক্রমে সে প্রকার বেণুর শব্দের ন্যায় দীর্ঘতর অনাহত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় ॥১৪৭

১৪৮। নাদের অভ্যন্তরে যে জ্যোতিঃ রহিয়াছে, তাহা যদি দীর্ঘ-কালস্থায়ী হয় এবং তাহাতে যদি চিত্ত বিলীন হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সংসার-বন্ধন হয় না ॥১৪৮

১৪৯। অন্যবিধ লয় অনেক থাকিলেও নাদানুসন্ধান হইতে উৎপন্ন বহুকালব্যাপী পরমানন্দানুভব হইতে চিত্তের যে লয় হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ ॥১৪৯

মনোলয়প্রকরণ।

১৫০। সংসারতাপের দ্বারা পরিতপ্ত ও নানা যোনিতে ভ্রমণনিবন্ধন

অদ্বৈতানন্দভরাৎ কিমিদং কোঽহং চ কস্যাহম্।
ইতি মন্থরতাং যাতং যদা তদা মূর্চ্ছিতং চেতঃ ॥১৫১
চিরতরমাত্মানুভবাৎ আত্মাকারং প্রজায়তে চেতঃ।
সরিদিব সাগরযাতা সমুদ্রভাবং প্রযাত্যুচ্চৈঃ ॥১৫২
আত্মন্যনুপ্রবিষ্টং চিত্তং নাপেক্ষতে পুনর্ব্বিষয়ান্।
ক্ষীরাদুদ্ধৃতমাজ্যং যথা পুনঃ ক্ষীরতাং ন যাতীহ ॥১৫৩
দৃষ্টৌ দ্রষ্টরি দৃশ্যে যদনুস্যূতং চ ভানমাত্রং স্যাৎ।
তত্রোপক্ষীণং চেচ্চিত্তং তন্মূর্চ্ছিতং ভবতি ॥১৫৪
যাতি স্বসংমুখত্বং দৃঙ্মাত্রং বা যদা তদা ভবতি।
দৃশ্যদ্রষ্টৃবিভেদো হ্যসংমুখেঽস্মিন্ ন তদ্ ভবতি ॥১৫৫

পরিশ্রান্ত চিত্ত পরমানন্দ লাভ করিতে পারিলে আর কখনও কোনও স্থানে যায় না ॥১৫০

১৫১। অদ্বৈত আনন্দের ভরে—ইহা কি, আমি কে, কাহারই বা আমি—এই প্রকারে চিত্ত যখন মন্থরতা প্রাপ্ত হয়, তখন চিত্ত মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে ॥১৫১

১৫২। সাগরগামিনী নদী যেমন ক্রমে সাগরত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সুচিরকালব্যাপী আত্মানুভব হইতে চিত্ত আত্মাকারতা প্রাপ্ত হয় ॥১৫২

১৫৩। দুগ্ধ হইতে উদ্ধৃত ঘৃত যেমন পুনর্ব্বার দুগ্ধতা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট চিত্ত আর পুনরায় বিষয়সমূহকে অপেক্ষা করে না ॥১৫৩

১৫৪। যাহা দৃষ্টি, দ্রষ্টা এবং দৃশ্যে অনুস্যূত, তাহা ভানমাত্র, তাহাতে যদি চিত্ত উপক্ষীণ হয়, তাহা হইলে তাহা মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে ॥১৫৪

১৫৫। যখন আত্মা নিজের দিকে উন্মুখ হয়, তখন সেই আত্মা

একস্মিন্ দৃঙ্‌মাত্রে ত্রেধা দ্রষ্ট্রাদিকং হি সমুদেতি।
ত্রিবিধে তস্মিন্ লীনে দৃঙ্‌মাত্রং শিষ্যতে পশ্চাৎ ॥১৫৬
দর্পণতঃ প্রাক্ পশ্চাদস্তি মুখং প্রতিমুখং তদা ভাতি।
আদর্শেঽপি চ নষ্টে মুখমস্তি মুখে তথৈবাত্মা ॥১৫৭

প্রবোধপ্রকরণম্।

মাধুর্য্যং গুড়পিণ্ডে যৎ তৎ তস্যাংশকেঽণুমাত্রেঽপি।
এবং ন পৃথগ্‌ভাবো গুড়ত্বমধুরত্বয়োরস্তি ॥১৫৮
অথবা ন ভিন্নভাবঃ কর্পূরামোদয়োরেবম্।
আত্মস্বরূপমনসাং পুংসাং জগদাত্মতাং যাতি ॥১৫৯

একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ দ্রষ্টৃদৃশ্যাদি ভেদ থাকে না এবং আত্মা যখন নিজের দিকে উন্মুখ না হয়, তখন দৃশ্য দ্রষ্টা—এইরূপ ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে ॥১৫৫

১৫৬। একই দৃক্ মাত্র বস্তুতে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দৃষ্টি—এই ত্রিবিধভাব সমুদিত হয়। সেই ত্রিবিধভাব লীন হইলে পশ্চাৎ দৃক্ মাত্র অবশিষ্ট থাকে ॥১৫৬

১৫৭। যেমন দর্পণের সম্মুখে মুখ থাকিলে দর্পণের পশ্চাতে মুখ দেখা যায়, কিন্তু দর্পণ নষ্ট হইলেও মুখেই মুখ থাকে, আত্মাও সেই প্রকার জ্ঞান, জ্ঞাতা, ও জ্ঞেয় ভাবের বিনাশে পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকে ॥১৫৭

প্রবোধপ্রকরণ।

১৫৮। গুড়পিণ্ডে যে মধুরতা আছে, তাহা গুড়পিণ্ডের অংশভূত অণুতেও বিদ্যমান, এইরূপে গুড়ত্ব ও মাধুর্য্যের পৃথগ্‌ভাব নাই ॥১৫৮

১৫৯। অথবা যেমন কর্পূর এবং তদীয় গন্ধের ভিন্নত্ব নাই, সেইরূপ যে পুরুষের অন্তঃকরণ আত্মস্বরূপ হইয়াছে, তাহার জগৎ আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥১৫৯

যদ্ভাবানুভবঃ স্যান্নিদ্রাদৌ জাগরস্যান্তে।
অন্তঃ স চেৎ স্থিরঃ স্যাল্লভতে হি তদাদ্বয়ানন্দম্ ॥১৬০
অতিগম্ভীরেঽপারে জ্ঞানচিদানন্দসাগরে স্ফারে।
কর্ম্মসমীরণতরলা জীবতরঙ্গাবলিঃ স্ফুরতি ॥১৬১
খরতরকরৈঃ প্রদীপ্তেঽভ্যুদিতে চৈতন্যতিগ্মাংশৌ।
স্ফুরতি মৃষৈব সমন্তাদনেকবিধজীবমৃগতৃষ্ণা ॥১৬২
অন্তরদৃষ্টে যস্মিন্ জগদিদমারাৎ পরিস্ফুরতি।
দৃষ্টে যস্মিন্ সকৃদপি বিলীয়তে কাপ্যসদ্রূপম্ ॥১৬৩
বাহ্যাভ্যন্তরপূর্ণঃ পরমানন্দার্ণবে নিমগ্নো যঃ।
চিরমাপ্লুত ইব কলশো মহাহ্রদে জহ্নুতনয়ায়াঃ ॥১৬৪

১৬০। নিদ্রার আদিতে এবং জাগরণের অন্তে যেই ভাব অন্তরে অনুভূত হয়, তাহা যদি স্থির হয়, তাহা হইলে তখন অদ্বয়ানন্দ লাভ হইয়া থাকে ॥১৬০

১৬১। অতিগম্ভীর বিস্ফারিত ও অপার জ্ঞানরূপ চিদানন্দসাগরে কর্ম্ম-রূপ পবনদ্বারা চঞ্চল হইয়া জীবরূপ তরঙ্গসমূহ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া থাকে ॥১৬১

১৬২। খরতর কিরণের সহিত চৈতন্যরূপ সূর্য্য প্রদীপ্ত হইয়া উদিত হইলে নানাবিধ জীবরূপ মৃগতৃষ্ণা অনর্থকই চারিদিকে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া থাকে ॥১৬২

১৬৩। যদ্বিষয়ক জ্ঞান অন্তরে উদিত না হইলে এই জগৎ সহসা প্রকাশিত হয়, যিনি একবার মাত্রও দৃষ্ট হইলে উক্ত অসদ্রূপ জগৎ প্রবিলীন হইয়া যায় ॥১৬৩

১৬৪। যিনি বাহ্য এবং অন্তরে পূর্ণ হইয়া চিদানন্দসাগরে নিমগ্ন, তিনি জাহ্নবীর মহাগর্ত্তে চিরতরে নিমগ্ন কলসীর ন্যায়ই বিরাজমান থাকেন, অর্থাৎ গঙ্গানিমগ্ন কলসীর ন্যায় সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা পরিপূর্ণই থাকেন ॥১৬৪

পূর্ণাৎ পূর্ণতরে পরাৎপরতরেঽপ্যজ্ঞাতপারে হরৌ,
সংবিৎস্ফারসুধার্ণবে বিরহিতে বীচীতরঙ্গাদিভিঃ।
ভাস্বৎকোটিবিকাসিতোজ্জ্বলদিগাকাশপ্রকাশে পরে,
স্বানন্দৈকরসে নিমগ্নমনসাং ন ত্বং ন চাহং জগৎ ॥১৬৫

দ্বিধাভক্তিপ্রকরণম্।

চিত্তে সত্ত্বোৎপত্তৌ তটিদিব বোধোদয়ো ভবতি।
তর্হ্যেব স স্থিরঃ স্যাদ্ যদি চিত্তং শুদ্ধিমুপয়াতি ॥১৬৬
শুদ্ধ্যতি হি নান্তরাত্মা কৃষ্ণপদাম্ভোজভক্তিমৃতে।
বসনমিব ক্ষারোদৈর্ভক্ত্যা প্রক্ষাল্যতে চেতঃ ॥১৬৭
যদ্ যৎ সমলাদর্শে সুচিরং ভস্মাদিনা শুদ্ধে।
প্রতিফলতি বক্ত্রমুচ্চৈঃ শুদ্ধে চিত্তে তথা জ্ঞানম্ ॥১৬৮

১৬৫। যিনি পূর্ণ হইতে পূর্ণতর, পরাৎপরতর, যাঁহার অন্ত জানা যায় না, যিনি তরঙ্গাদিবিবর্জ্জিত জ্ঞানরূপ বিস্তৃতসুধাসমুদ্রস্বরূপ, যিনি দীপ্তিযুক্ত কোটি কোটি বিকাসিত এবং উজ্জ্বল দিগাকাশের প্রকাশস্বরূপ সেই আত্মানন্দৈকরস শ্রীহরিতে যাঁহার মন নিমগ্ন, তাঁহার নিকট তুমি নাই, আমি নাই এবং জগৎও নাই ॥১৬৫

দ্বিধাভক্তিপ্রকরণ।

১৬৬। চিত্তে সত্ত্বগুণোৎপন্ন হইলে তড়িতের ন্যায় জ্ঞানের উদয় হয়। তাহা হইলেই তিনি স্থির হন, যদি তাঁহার চিত্ত শুদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥১৬৬

১৬৭। শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি না হইলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয় না। ক্ষারজল সংযোগে বস্ত্রের ন্যায় ভক্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥১৬৭

১৬৮। যেমন সমলদর্পণ বহুকাল ধরিয়া ভস্মদ্বারা মার্জ্জিত হইলে সুন্দরভাবে মুখ প্রতিফলিত হয়, সেই প্রকার চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে জ্ঞানের উদয় হয় ॥১৬৮

জ্ঞানন্তু তত্র বীজং হরিভক্ত্যা জ্ঞানিনো যে স্যুঃ।
মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং দ্বে এব ব্রহ্মণো রূপে ॥১৬৯
ইত্যুপনিষৎ তয়োর্ব্বা দ্বৌ ভক্তৌ ভগবদুপদিষ্টৌ।
ক্লেশাদক্লেশাদ্ বা মুক্তিঃ স্যাদেতয়োর্ম্মধ্যে ॥১৭০
স্থূলা সূক্ষ্মা চেতি দ্বেধা হরিভক্তিরুদ্দিষ্টা।
প্রারম্ভে স্থূলা স্যাৎ সূক্ষ্মা তস্যাঃ সকাশাচ্চ ॥১৭১
স্বাশ্রমধর্ম্মাচরণং কৃষ্ণপ্রতিমার্চ্চনোৎসবো নিত্যম্।
বিবিধোপচারকরণৈ র্হরিদাসৈঃ সঙ্গমঃ শশ্বৎ ॥১৭২
কৃষ্ণকথাসংশ্রবণে মহোৎসবঃ সত্যবাদশ্চ।
পরযুবতৌ দ্রবিণে বা পরাপবাদে পরাঙ্মুখতা ॥১৭৩

১৬৯। যাঁহারা জ্ঞানী ব্যক্তি হন, তাঁহারা তাহাতেই হরিভক্তির দ্বারা বীজস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিবেন। সেই ব্রহ্মের মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত এই দুই রূপ— ॥১৬৯

১৭০।—ইহাই উপনিষৎ বলিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন যে সেই দুই রূপের দুই প্রকার ভক্ত আছেন। তাহাদের মধ্যে কাহারও বা ক্লেশে, কাহারও বা অক্লেশে মুক্তি হয় ॥১৭০

১৭১। উক্ত উভয়ের মধ্যে স্থূল এবং সূক্ষ্মভেদে দুইপ্রকার হরিভক্তি উদ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রারম্ভে স্থূলভক্তি উদিত হয়, সেই স্থূলভক্তি প্রকাশিত হইলে তাহা হইতে সূক্ষ্মভক্তি উদিত হয় ॥১৭১

১৭২-১৭৩। আপনার আশ্রমোচিতধর্ম্মাচরণ, বিবিধ উপচারদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমার অর্চ্চনা, নানাবিধ উপকরণদ্বারা নিত্য উৎসব, হরিভক্তের সহিত সর্ব্বদা সংসর্গ, শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণে মহা আনন্দ, সর্ব্বদা সত্যবাক্যব্যবহার, পরযুবতীতে, ধনসম্পদে ও পরের অপবাদে পরাঙ্মুখতা ॥১৭২-১৭৩

গ্রাম্যকথাসূদ্বেগঃ সুতীর্থগমনেষু তাৎপর্য্যম্।
যদুপতিকথাবিয়োগে ব্যর্থং গতমায়ুরিতি চিন্তা ॥১৭৪
এবং কুর্ব্বতি ভক্তিং কৃষ্ণকথানুগ্রহোৎপন্না।
সমুদেতি সূক্ষ্মভক্তির্যস্যা হরিরন্তরাবিশতি ॥১৭৫
স্মৃতিসৎপুরাণবাক্যৈর্যথাশ্রুতায়াং হরেমূর্ত্তৌ।
মানসপূজাভ্যাসো বিজননিবাসেঽপি তাৎপর্য্যম্ ॥১৭৬
সত্যং সমস্তজন্তুষু কৃষ্ণস্যাবস্থিতের্জ্ঞানম্।
অদ্রোহো ভূতগণে ততস্তু ভূতানুকম্পা স্যাৎ ॥১৭৭
প্রমিতযদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্টির্দারপুত্রাদৌ।
মমতাশূন্যত্বমতো নিরহংকারত্বমক্রোধঃ ॥১৭৮

১৭৪। গ্রাম্যকথাতে উদ্বেগবোধ, পবিত্র তীর্থগমনে তৎপরতা, শ্রীকৃষ্ণকথা বিযুক্ত হইলে ব্যর্থ আয়ুক্ষয় হইল ইহা চিন্তা করা ॥১৭৪

১৭৫। এই প্রকার ভক্তি করিলে যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণকথার অনুগ্রহদ্বারা সূক্ষ্মভক্তি সমুদিত হয়, তাহার অন্তরে শ্রীহরি আবিষ্ট হইয়া থাকেন ॥১৭৫

১৭৬। স্মৃতি এবং সৎ পুরাণ বাক্যদ্বারা যে প্রকারে শ্রীহরির মূর্ত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই প্রকার শ্রীহরির মূর্ত্তিতে মানসপূজার অভ্যাস এবং নির্জ্জনে বাস করিবে; ইহাই উক্ত শাস্ত্রসমূহের তাৎপর্য্য ॥১৭৬

১৭৭। সকল প্রাণীতে কৃষ্ণ বাস করিতেছেন—এই প্রকার জ্ঞানকে সত্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। ভূতগণে দ্রোহপরায়ণ হইবে না, এবং তাহা হইলেই ভূতানুকম্পা প্রাপ্ত হইতে পারিবে ॥১৭৭

১৭৮। পরিমিত এবং অনায়াসলব্ধ বস্তুতে পরিতুষ্ট ও স্ত্রী-পুত্রাদিতে মমতারহিত হইবে। উহা দ্বারাই অহঙ্কার এবং ক্রোধ তিরোহিত হইয়া থাকে ॥১৭৮

মৃদুভাষিতা প্রসাদো নিজনিন্দায়াং স্তুতৌ সমতা।
সুখদুঃখশীতলোষ্ণদ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বমাপদো ন ভয়ম্ ॥১৭৯
নিদ্রাহারবিহারেষনাদরঃ সঙ্গরাহিত্যম্।
বচনে চানবকাশঃ কৃষ্ণস্মরণেন শাশ্বতী শান্তিঃ ॥১৮০
কেনাপি গীয়মানে হরিগীতে বেণুনাদে বা।
অনন্দাবির্ভাবো যুগপৎ স্যাদষ্টসাত্ত্বিকোদ্রেকঃ ॥১৮১
তস্মিন্ননুভবতি মনঃ প্রগৃহ্যমাণং পরাত্মসুখম্।
স্থিরতাং যাতে তস্মিন্ যাতি মদোন্মত্তদন্তিদশাম্ ॥১৮২
জন্তুষু ভগবদ্ভাবং ভগবতি ভূতানি পশ্যতি ক্রমশঃ।
এতাদৃশী দশা চেৎ তদৈব হরিদাসবর্য্যঃ স্যাৎ ॥১৮৩

১৭৯। মৃদুভাষিতা, প্রসন্নতা, আপনার নিন্দা এবং স্তুতিতে সমতা ও সুখদুঃখ শীতোষ্ণপ্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহ্য করা, আপদ হইতে ভীত না হওয়া ॥১৭৯

১৮০। নিদ্রা, আহার ও বিহারপ্রভৃতিতে অনাদর, সঙ্গবর্জ্জন, বাক্যব্যবহারে অবকাশরহিত এবং শ্রীকৃষ্ণস্মরণদ্বারা শাশ্বতী শান্তি ॥১৮০

১৮১। কোনও ব্যক্তিকর্ত্তৃক শ্রীহরির গুণগান গীত হইলে বা বেণু-নিনাদিত হইলে যুগপৎ আনন্দ ও সাত্ত্বিক ভাবের উদ্রেক ॥১৮১

১৮২। শ্রীকৃষ্ণের অনুভব হইলে প্রগৃহ্যমাণ পরমাত্মসুখ হয়, এবং তাঁহাতে স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে মনঃ মদমত্ত হস্তীর অবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥১৮২

১৮৩। ক্রমে ক্রমে প্রাণিসমূহে ভগবদ্ভাব ও শ্রীভগবানে ভূতসমূহ প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ দশা যদি কাহারও হয় তবে তিনি শ্রীহরির দাসশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন ॥১৮৩

ধ্যানবিধিপ্রকরণম্।

যমুনাতটনিকটস্থিতবৃন্দাবনকাননে মহারম্যে।
কল্পদ্রুমতলভূমৌ চরণং চরণোপরি স্থাপ্য ॥১৮৪
তিষ্ঠন্তং ঘননীলং স্বতেজসা ভাসয়ন্তমিহ বিশ্বম্।
পীতাম্বরপরিধানং চন্দনকর্পূরলিপ্তসর্ব্বাঙ্গম্ ॥১৮৫
আকর্ণপূর্ণনেত্রং কুণ্ডলযুগমণ্ডিতশ্রবণম্।
মন্দস্মিতমুখকমলং সুকৌস্তুভোদারমণিহারম্ ॥১৮৬
বলয়াঙ্গুলীয়কাদ্যানুজ্জ্বলয়ন্তং স্বলংকারান্।
গলবিলুলিতবনমালং স্বতেজসাপাস্তকলিকালম্ ॥১৮৭
গুঞ্জারবালিকলিতং গুঞ্জাপুঞ্জান্বিতে শিরসি।
ভুঞ্জানং সহ গোপৈঃ কুঞ্জান্তরবর্ত্তিনং হরিং স্মরত ॥১৮৮

ধ্যানবিধিপ্রকরণ।

১৮৪। যমুনাতট নিকটস্থ মনোরম বৃন্দাবন কাননে কল্প বৃক্ষের তলভূমিতে যিনি চরণোপরি চরণ স্থাপন করত বিরাজমান ॥১৮৪

১৮৫। যেই পীতাম্বরপরিহিত নবীনজলদজালসুনীল শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাঙ্গে চন্দনকর্পূরাদি লেপনকরত আপনার দীপ্তিদ্বারা জগদ্ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত করিতেছেন ॥১৮৫

১৮৬। যাঁহার নয়নযুগল আকর্ণবিশ্রান্ত, শ্রবণযুগল কুণ্ডলদ্বয়-বিভূষিত, বদনকমল মৃদুমধুর স্মিতযুক্ত, বক্ষঃস্থল কৌস্তুভ এবং মহা-মূল্য মণিময় হারদ্বারা বিভূষিত ॥১৮৬

১৮৭। যাঁহার গলদেশে বনমালা বিলম্বিত, যিনি বলয় অঙ্গুরীয়কাদি আপনার অলংকারের উজ্জ্বলতা সম্পাদনকরত নিজের তেজদ্বারা কলি-কালকে পরাহত করিতেছেন ॥১৮৭

১৮৮। যাঁহার গুঞ্জাপরিশোভিত মস্তকে অলিকুল গুঞ্জন করিতেছে,

মন্দারপুষ্পবাসিতমন্দানিলসেবিতং পরানন্দম্।
মন্দাকিনীযুতপদং নমত মহানন্দদং মহাপুরুষম্ ॥১৮৯
সুরভীকৃতদিগ্‌বলয়ং সুরভিশতৈরাবৃতং সদা পরিতঃ।
সুরভীতিক্ষপণমহাসুরভীমং যাদবং নমত ॥১৯০
কন্দর্পকোটিসুভগং বাঞ্ছিতফলদং দয়ার্ণবং কৃষ্ণম্।
ত্যক্ত্বা কমন্যবিষয়ং নেত্রযুগং দ্রষ্টুমুৎসহতে ॥১৯১
পুণ্যতমামতিসুরসাং মনোঽভিরামাং হরেঃ কথাং ত্যক্ত্বা।
শ্রোতুং শ্রবণদ্বন্দ্বং গ্রাম্যং কথমাদরং ভবতি ॥১৯২
দৌর্ভাগ্যমিন্দ্রিয়াণাং কৃষ্ণে বিষয়ে হি শাশ্বতিকে।
ক্ষণিকেষু পাপকরণেষ্বপি সজ্জন্তে যদন্যবিষয়েষু ॥১৯৩

যিনি গোপগণের সহিত ভোজনপরায়ণ—এবম্ভূত কুঞ্জমধ্যস্থিত শ্রীহরিকে স্মরণ কর ॥১৮৮

১৮৯। যিনি পারিজাতপুষ্পের গন্ধযুক্ত, ধীর পবনকর্ত্তৃক পরিসেবিত এবং সুরতরঙ্গিনী যদীয় চরণসরোজে নিপতিত—এবম্ভূত পরানন্দস্বরূপ মহাপুরুষকে বন্দনা কর ॥১৮৯

১৯০। যৎকর্ত্তৃক দিক্‌সমূহ আমোদিত হইয়াছে। যিনি সর্ব্বদা শতশত গাভীদ্বারা পরিবৃত—এবম্ভূত সুরগণের ভীতিনাশক অসুরগণের ভীমস্বরূপ যাদবকে নমস্কার কর ॥১৯০

১৯১। কোটি কোটি কন্দর্প হইতেও সুন্দর—এবম্ভূত বাঞ্ছিতফলদাতা, দয়ার সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন্ বিষয়দর্শনে নেত্রদ্বয় উৎসাহিত হইতে পারে? ॥১৯১

১৯২। মনোভিরাম পুণ্যতম অতিসুরস হরিকথা ত্যাগ করিয়া গ্রাম্যকথা শ্রবণার্থ কি প্রকারে কর্ণযুগলের আদর হইতে পারে? ॥১৯২

১৯৩। ইহা ইন্দ্রিয়গণের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে শাশ্বত শ্রীকৃষ্ণরূপ

সগুণনির্গুণয়োঃ ঐক্যপ্রকরণম্।

শ্রুতিভির্ম্মহাপুরাণৈঃ সগুণগুণাতীতয়োরৈক্যম্।
যৎ প্রোক্তং গূঢ়তয়া তদহং বক্ষ্যেঽতিবিশদার্থম্ ॥১৯৪

ভূতেষ্বন্তর্যামী জ্ঞানময়ঃ সচ্চিদানন্দঃ।
প্রকৃতেঃ পরঃ পরাত্মা যদুকুলতিলকঃ স এবায়ম্ ॥১৯৫

নন্ত সগুণো দৃশ্যতনুস্তথৈকদেশাধিবাসশ্চ।
স কথং ভবেৎ পরাত্মা প্রাকৃতবদ্ রাগরোষযুতঃ ॥১৯৬

ইতরে দৃশ্যপদার্থা লক্ষ্যন্তেঽনেন চক্ষুষা সর্ব্বে।
ভগবাননয়া দৃষ্ট্যা ন লক্ষ্যতে জ্ঞানদৃগ্‌গম্যঃ ॥১৯৭

যদ্‌বিশ্বরূপদর্শনসময়ে পার্থায় দত্তবান্ ভগবান্।
দিব্যং চক্ষুস্তস্মাদদৃশ্যতা যুজ্যতে নৃহরৌ ॥১৯৮

বিষয় থাকিতে অন্য পাপকারী ক্ষণিক বিষয়ে তাহারা আসক্ত হয় ॥১৯৩

স্বগুণনির্গুণের ঐক্যপ্রকরণ।

১৯৪। শ্রুতিসমূহ ও মহাপুরাণসমূহদ্বারা যে সগুণ এবং নির্গুণের ঐক্য গূঢ়ভাবে কথিত, তাহা আমি অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিব ॥১৯৪

১৯৫। যিনি ভূতান্তর্যামী তিনিই জ্ঞানময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ, প্রকৃতি হইতে পর, পরমাত্মা, তিনি এই যদুকুলতিলক ॥১৯৫

১৯৬। যিনি প্রত্যক্ষশরীরধারী, একদেশাশ্রিত এবং প্রাকৃত প্রাণীর ন্যায় রাগদ্বেষযুক্ত তিনি কি করিয়া পরমাত্মা হইতে পারেন? ॥১৯৬

১৯৭। অন্যান্য দৃশ্য পদার্থসমূহ এই চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানদৃষ্টিগম্য ভগবান্ এই দৃষ্টিদ্বারা কখনও দৃষ্ট হইতে পারেন না ॥১৯৭

১৯৮। যেহেতু বিশ্বরূপদর্শনের সময় ভগবান্ পার্থকে দিব্যচক্ষু দান করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত নরহরির দৃশ্যত্ব যুক্ত হইতে পারে না ॥১৯৮

সাক্ষাদ্ যথৈকদেশে বর্ত্তুলমুপলভ্যতে রবেবিম্বম্।
বিশ্বং প্রকাশয়তি তৎ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বত্র দৃশ্যতে যুগপৎ ॥১৯৯
যদ্যপি সাকারোঽয়ং তথৈকদেশী বিভাতি যদুনাথঃ।
সর্ব্বগতঃ সর্ব্বাত্মা তথাপ্যয়ং সচ্চিদানন্দঃ ॥২০০
একো ভগবান্ রেমে যুগপদ্ গোপীষ্বনেকাসু।
অথবা বিদেহজনকশ্রুতদেবভূদেবয়ো র্হরি র্যুগপৎ ॥২০১
অথবা কৃষ্ণাকারাং স্বচমূং দুর্যোধনোঽপশ্যৎ।
তস্মাদ্ ব্যাপক আত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ কৃষ্ণঃ ॥২০২
বক্ষসি যদা জঘান শ্রীবৎসঃ শ্রীপতেঃ স কিং দ্বেষ্যঃ।
ভক্তানামসুরাণামন্যেষাং বা ফলং সদৃশম্ ॥২০৩

১৯৯। যেমন রবিবিম্ব একদেশস্থিত এবং বর্ত্তুল বলিয়া মানুষ প্রত্যক্ষত উপলব্ধি করে। কিন্তু তাহা ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত করিতেছে ও প্রতিব্যক্তিই সমকালে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে ॥১৯৯

২০০। সেই প্রকার যদিও সাকার এবং একদেশস্থিত বলিয়া যদুনাথ প্রতিভাত হয়েন, তথাপি তিনি সর্ব্বগত সর্ব্বাত্মা এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ ॥২০০

২০১। একই ভগবান্ যুগপৎ অনেক গোপস্ত্রীতে রমণ করিয়াছিলেন, অথবা মৈথিলদেশে জনক এবং শ্রুতদেব নামক দুইটী ব্রাহ্মণের বাটীতে এক সঙ্গে গিয়াছিলেন ॥২০১

২০২। অথবা দুর্য্যোধন নিজের সেনাসমূহকে কৃষ্ণরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সুতরাং ভগবান্ শ্রীহরি কৃষ্ণ ব্যাপক আত্মা ও ঈশ্বরস্বরূপ ॥২০২

২০৩। শ্রীপতির বক্ষঃস্থলে যখন শ্রীবৎস রাজা আঘাত করিয়াছিলেন, তখন কি তিনি ভগবান্ শ্রীপতির দ্বেষ্য হইয়াছিলেন? ভক্তই

তস্মান্ন কোঽপি শত্রুর্নো মিত্রং নাপ্যুদাসীনঃ।
নৃহরিঃ সন্মার্গস্থঃ সফলঃ শাখীব যদুনাথঃ ॥২০৪
লোহশলাকানিবহৈঃ স্পর্শাশ্মনি ভিদ্যমানেঽপি।
স্বর্ণত্বমেতি লোহং দ্বেষাদপি বিদ্বিষাং তথা প্রাপ্তিঃ ॥২০৫
নম্বাত্মনঃ সকাশাদুৎপন্না জীবসন্ততিশ্চেয়ম্।
জগতঃ প্রিয়তর আত্মা তৎপ্রকৃতে নৈব সম্ভবতি ॥২০৬
বৎসাহরণাবসরে পৃথগ্‌বয়োরূপবাসনাভূষান্।
হরিরজমোহং কর্ত্তুং সবৎসগোপান্ বিনির্মমে স্বস্মাৎ ॥২০৭

হউক, আর অসুরই হউক, অথবা অন্য কেহ হউক, ভগবান্ সকলকে সমান ফলই দান করিয়া থাকেন ॥২০৩

২০৪। সেই নিমিত্ত ভগবানের নিকট কেহ শত্রু, মিত্র বা উদাসীন নাই। সৎপথস্থিত হইলে নরহরি যদুপতি, ফলবান্ বৃক্ষের ন্যায় সকলের নিকট তুল্যরূপেই বিরাজমান হন। অর্থাৎ ফলবান্ বৃক্ষ যেমন শত্রু মিত্র বিবেচনা না করিয়া সকলকে সমান ভাবে ফল দান করে, ভগবানও তদ্রূপ জীবাদৃষ্টানুসারে সকলকে ফলদান করেন ॥২০৪

২০৫। লৌহ-শলাকাদ্বারা স্পর্শমণি ভিদ্যমান হইলেও যেমন লৌহ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার বিদ্বেষপ্রযুক্তও ভগবানে সংগত হইলে সেই বিদ্বেষকারীর পরমার্থপ্রাপ্তিই হইয়া থাকে ॥২০৫

২০৬। এই জীবনিবহ আত্মার নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং আত্মাই জগতের প্রিয়তর। প্রাকৃতে উহা সম্ভব হয় না ॥২০৬

২০৭। ব্রহ্মা যখন গাভী হরণ করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ হরি অজ ব্রহ্মাকে মোহিত করিবার নিমিত্ত আপনা হইতে পৃথক্ বয়স, পৃথক্ রূপ, পৃথক্ বসনা ও পৃথক্ ভূষণসমন্বিত গাভী এবং গোপদিগের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥২০৭

অগ্নের্যথা স্ফুলিঙ্গাঃ ক্ষুদ্রাস্তু ব্যুচ্চরন্তীতি।
শ্রুত্যর্থং দর্শয়িতুং স্বতনোরতনোৎ স জীবসন্দোহম্ ॥২০৮
যমুনাতীরনিকুঞ্জে কদাচিদপি বৎসকাংশ্চ চারয়তি।
কৃষ্ণে তথার্য্যগোপেষু চ বরগোষ্ঠেষু চারয়ৎ স্বারাৎ ॥২০৯
বৎসং নিরীক্ষ্য দূরাদ্ গাবঃ স্নেহেন সংভ্রান্তাঃ।
তদভিমুখং ধাবন্ত্যঃ প্রযযুর্গোপৈশ্চ দুর্ব্বারাঃ ॥২১০
প্রস্রবভরেণ ভূয়ঃ স্রুতস্তনাঃ প্রাপ্য পূর্ব্ববদ্ বৎসান্।
পৃথুরসনয়া লিহন্ত্যস্তর্ভকবত্যঃ প্রপায়য়ন্ প্রমুদা॥২১১
গোপা অপি নিজবালাঞ্জগৃহুর্মূর্ধানমাঘ্রায়।
ইত্থমলৌকিকলাভস্তেষাং তত্র ক্ষণং ববৃধে ॥২১২

২০৮। "অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসমূহ বিনির্গত হয়", এই শ্রুতির অর্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ আপনার শরীর হইতে জীবসমূহের উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥২০৮

২০৯। যমুনাতীরস্থিত নিকুঞ্জে একদা শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করাইতেছিলেন, এবং দূরে অন্যান্য গোপগণও বড় গোষ্ঠে গোচারণ করাইতেছিলেন॥২০৯

২১০। দূর হইতে গাভীগণ বৎসদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া গোপগণ-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও স্নেহবশতঃ দ্রুতগতিতে তাহাদের সন্নিধানে আসিয়াছিল ॥২১০

২১১। দুগ্ধের ভরে তাহাদিগের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল। তাহারা বৎসদিগকে প্রাপ্ত হইয়া পৃথুরসনাদ্বারা লেহনকরত আনন্দসহকারে তাহাদিগকে পান করাইতেছিল ॥২১১

২১২। গোপগণও নিজ সন্তানদিগকে মস্তক আঘ্রাণকরত গ্রহণ করিয়াছিল। এই প্রকার অলৌকিক লাভ তাহাদিগের ক্ষণসমূহকে বৃদ্ধিযুক্ত করিয়াছিল অর্থাৎ তাহাদিগের আনন্দবৃদ্ধি করিয়াছিল ॥২১২

গোপা বৎসাশ্চান্যাঃ পূর্ব্বং কৃষ্ণাত্মকা হ্যভবন্।
তেনাত্মনঃ প্রিয়ত্বং দর্শিতমেতেষু কৃষ্ণেন ॥২১৩
প্রেয়ঃ পুত্রাদ্ বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাচ্চ সর্ব্বস্মাৎ।
অন্তরতরং যদাত্মেত্যুপনিষদঃ সত্যতাভিহিতা ॥২১৪
নম্বুচ্চাবচভূতেষ্বাত্মা সম এব বর্ত্ততেঽথ হরিঃ।
দুর্য্যোধনেঽর্জ্জুনে বা তরতমভাবং কথং নু গতবান্ সঃ ॥২১৫
বধিরান্ধপঙ্গুমূকা দীর্ঘাঃ খর্ব্বাঃ সরূপাশ্চ।
সর্ব্বে বিধিনা দৃষ্টাঃ সবৎসগোপাশ্চতুর্ভুজাস্তেন ॥২১৬
ভূতসমত্বং নৃহরেঃ সমো হি মশকেন নাগেন।
লোকৈঃ সমস্ত্রিভির্বেত্যুপনিষদা ভাষিতঃ সাক্ষাৎ ॥২১৭

২১৩। গোপগণ ও অন্যান্য গাভীগণ পূর্ব্বে কৃষ্ণস্বরূপই ছিল। সেই নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ এই সকলে নিজের প্রিয়ত্ব দেখাইয়াছিলেন ॥২১৩

২১৪। ইহার দ্বারা "পুত্র, বিত্ত এবং অন্যান্য সমস্ত পদার্থ হইতে অন্তরতর আত্মাই প্রিয় বস্তু" এই উপনিষদের সত্যতা অভিহিত হইয়াছে ॥২১৪

২১৫। উচ্চাবচ সমস্ত ভূতে সমভাবে শ্রীহরিই আত্মরূপে বিরাজমান। তিনি কথনই দুর্য্যোধন বা অর্জ্জুনে তরতমভাববিশিষ্ট হইতে পারেন না ॥২১৫

২১৬। বধির, অন্ধ, পঙ্গু, মূক, দীর্ঘ, খর্ব্ব, সকলেই কৃষ্ণের সমানরূপ, এইজন্য বৎসগণের সহিত গোপগণকে ব্রহ্মা চতুর্ভুজ দেখিয়াছিলেন ॥২১৬

২১৭। ভগবান্ সর্ব্বভূতে সমান, যেহেতু তিনি মশক এবং নাগে সমানভাবেই বিরাজমান। "ঈশ্বর ত্রিলোকের পক্ষেই সমান" ইহা উপনিষৎকর্ত্তৃক সাক্ষাৎরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥২১৭

আত্মা তাবদভোক্তা তথৈব নহু বাসুদেবশ্চেৎ।
নানাকৈতবযত্নৈঃ পররমণীভিঃ কথং রমতে ॥২১৮
সুন্দরমভিনবরূপং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা বিমোহিতা গোপ্যঃ।
তমভিলষন্ত্যো মনসা কামাদ্ বিরহব্যথাং প্রাপুঃ ॥২১৯
গচ্ছন্ত্যস্তিষ্ঠন্ত্যো গৃহকৃত্যপরাশ্চ ভুঞ্জানাঃ।
কৃষ্ণং বিনান্যবিষয়ং সমক্ষমপি জাতু নাবিন্দন্ ॥২২০
দুঃসহবিরহভ্রান্ত্যা স্বপতীন্ দদৃশুস্তরূন্ নরাংশ্চ পশূন্।
হরিরয়মিতি সুপ্রীতাঃ সরভসমালিঙ্গয়াং চক্রুঃ ॥২২১
কাপি চ কৃষ্ণায়ন্তী কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ।
অপিবৎ স্তনমিতি সাক্ষাদ্ ব্যাসো নারায়ণঃ প্রাহ ॥২২২

২১৮। আত্মা ভোগ করেন না—ইহা ঠিক্, আর বাসুদেবই যদি আত্মা হয়েন, তাহা হইলে নানাবিধ কৈতব এবং যত্নদ্বারা তিনি কি করিয়া পর-রমণীদিগের সহিত রমণ করিয়াছিলেন ? ॥২১৮

২১৯। নবীন সুন্দররূপ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কামপ্রযুক্ত মনদ্বারা গোপীগণ তাঁহাকে অভিলাষকরত বিরহব্যথা অনুভব করিয়াছিল ॥২১৯

২২০। গমনকালে, অবস্থানকালে, গৃহকৃত্য-সম্পাদনকালে, ভোজন-কালে এবং অন্য বিষয় সম্মুখস্থিত হইলেও তাহারা কৃষ্ণভিন্ন অন্য বিষয় কখনও জানিতেন না ॥২২০

২২১। তাহারা দুঃসহ বিরহদ্বারা ভ্রান্ত হইয়া নিজ পতি, তরু, মানব এবং পশুপ্রভৃতিকেও 'ইনিই কৃষ্ণ' এইরূপ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত প্রীত মনে বেগভরে আলিঙ্গন করিয়াছিল ॥২২১

২২২। কোনও গোপীকা কৃষ্ণ সাজিয়া, কাহাকেও বা পুতনা সাজাইয়া তাহার স্তন পান করিয়াছিল। ইহা সাক্ষাৎ নারায়ণরূপী ব্যাসদেব বলিয়াছেন ॥২২২

তস্মান্নিজনিজদয়িতান্ কৃষ্ণাকারান্ ব্রজস্ত্রিয়ো বীক্ষ্য।
স্বপরনৃপতিপত্নীনামন্তর্য্যামী হরিঃ সাক্ষাৎ॥২২৩
পরমার্থতো বিচারে গুড়তন্মধুরত্বদৃষ্টান্তাৎ।
নশ্বরমপি নরদেহং পরমাত্মাকারতাং যাতি॥২২৪
কিং পুনরনন্তশক্তে লীলাবপুরীশ্বরস্যেহ।
কর্ম্মাণ্যলৌকিকানি স্বমায়য়া বিদধতো নৃহরেঃ॥২২৫
মৃদ্ভক্ষণেন কুপিতাং বিকসিতবদনাং স্বমাতরং বক্তে্র।
বিশ্বমদর্শয়দখিলং কিং পুনরথ বিশ্বরূপোঽসৌ॥২২৬

আনুগ্রহিকপ্রকরণম্।

বিষবিষমস্তনযুগলং পায়য়িতুং পূতনা গৃহং প্রাপ্তা।
তস্যাঃ পৃথুভাগ্যায়া আসীৎ কৃষ্ণার্পণো দেহঃ॥২২৭

২২৩। সেই নিমিত্ত ব্রজগোপীরা নিজ নিজ দয়িতকে কৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়া—আত্মপর, নৃপতি এবং পত্নীপ্রভৃতি সকলেরই সাক্ষাৎ অন্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীহরি—ইহা অবধারণ করিয়াছিল॥২২৩

২২৪। গুড় এবং তদীয় মাধুর্য্যের দৃষ্টান্তদ্বারা বিচার করিলে পরমার্থতঃ নশ্বর এই নরদেহও পরমাত্মাকারতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥২২৪

২২৫। এ সংসারে অনন্তশক্তিশালী লীলাবপু ভগবানের এমন কি অলৌকিক কার্য্য থাকিতে পারে—যাহা তিনি নিজ মায়া অবলম্বনে বিধান করিতে পারেন না॥২২৫

২২৬। মৃদ্ভক্ষণের দ্বারা কোপযুক্ত বিকসিতবদন নিজ মাতাকে স্বীয় মুখগহ্বরে অখিলব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে বিশ্বরূপ তাহাতে আর সন্দেহ কি?॥২২৬

আনুগ্রহিকপ্রকরণ।

২২৭। ভয়ানক বিষযুক্ত স্তন পান করাইবার নিমিত্ত পূতনা

অনয়ৎ পৃথুতরশকটং নিজনিকটং বা কৃতাপরাধমপি।
কণ্ঠাশ্লেষবিশেষাদবধীদ্ বাল্যেঽসুরং কৃষ্ণঃ ॥২২৮

যমলার্জ্জুনৌ তরূ উন্মূল্যোলূখলগতশ্চিরং খিন্নৌ।
রিঙ্গন্নঙ্গণভূমৌ স্বমালয়ং প্রাপয়ন্ নৃহরিঃ ॥২২৯

নিত্যং ত্রিদশদ্বেষী যেন চ মৃত্যোর্বশীকৃতঃ কেশী।
কাকঃ কোঽপি বরাকো বকোঽপ্যশোকং গতো লোকম্ ॥

গোগোপীগোপানাং নিকরমহিং পীড়য়ন্তমতিবেগাৎ।
অনঘমঘাসুরমকরোৎ পৃথুতরমুরগেশ্বরং ভগবান্ ॥২৩১

পীত্বারণ্যহুতাশনমসহ্যতত্তেজসো হেতোঃ।
দগ্ধান্ মুগ্ধানখিলান্ জুগোপ গোপান্ কৃপাসিন্ধুঃ ॥২৩২

কৃষ্ণের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই পুতনার অতিশয় শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ছিল যে, তাহার দেহ কৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছিল ।।২২৭

২২৮। অপরাধ করিলেও পৃথুশকটকে নিজনিকটে আনিয়াছিলেন ও কণ্ঠালিঙ্গণবিশেষদ্বারা বাল্যে শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরকে মারিয়াছিলেন ॥২২৮

২২৯। যমলার্জ্জুন নামক বৃক্ষদ্বয়কে উন্মুলন করিয়া উলুখলাবস্থিত শ্রীহরি অঙ্গনভূমিতে নাচিতে নাচিতে নিজ আলয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন।।২২৯

২৩০। দেববিদ্বেষী যেই কেশীদৈত্য মৃত্যুকে জয় করিয়াছিল, কাক নামক কোনও দৈত্য এবং বকাসুরকে যিনি শোকরহিত পরমার্থ পদ প্রদান করিয়াছিলেন ।।২৩০

২৩১। গো, গোপ এবং গোপীসমূহকে যে সর্পরূপধারী অঘাসুর, এবং বিশালবপু সর্পরাজ কালীয় অতিশয় পীড়িত করিয়াছিল, ভগবান্ তাহাদিগকে অনঘপদ প্রদান করিয়াছিলেন ।।২৩১

২৩২। কৃপাসিন্ধু ভগবান্ অরণ্যবহ্নি পান করিয়া অসহ্য অগ্নিতেজে দগ্ধ অতএবই মুগ্ধ গোপদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ।।২৩২

পাতুং গোকুলমাকুলমশনিতটিদ্বর্ষণৈঃ কৃষ্ণঃ।
অসহায় এক হস্তে গোবর্দ্ধনমুদ্দধারোচ্চৈঃ ॥২৩৩
বাসো লোভাকলিতং ধাবদ্‌রজকং শিলাতলৈর্হত্বা।
বিস্মৃত্য তদপরাধং বিকুণ্ঠবাসোঽর্পিতস্তস্মৈ ॥২৩৪
ত্রেধা বক্রশরীরামতিলম্বোষ্ঠীং স্খলদ্‌বপুর্বচনাৎ।
স্রক্‌চন্দনপরিতোষাৎ কুব্জামৃজ্বাননামকরোৎ ॥২৩৫
নিহতঃ পপাত হরিণা হরিচরণাগ্রেণ কুবলয়াপীড়ঃ।
তুঙ্গোন্মত্তমতঙ্গঃ পতঙ্গবদ্ দীপকস্যাগ্রে ॥২৩৬
যুদ্ধমিষাৎসহ রঙ্গে শ্রীরঙ্গেণাঙ্গসঙ্গমং প্রাপ্য।
মুষ্টিকচাণূরাখ্যৌ যযতুর্নিঃশ্রেয়সং সপদি ॥২৩৭

২৩৩। বজ্র এবং বিদ্যুদ্বর্ষণদ্বারা আকুল গোকুলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাকী এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উচ্চে ধারণ করিয়াছিলেন ॥২৩৩

২৩৪। বস্ত্রলোভপরায়ণ ধাবমান রজককে শীলাতলে নিহত করিয়া তৎকৃত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠবাসের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন ॥২৩৪

২৩৫। ত্রিবক্রশরীর অতিলম্বোষ্ঠী বিগলিতবপু কুব্জাকে, বাক্য এবং স্রক্‌চন্দনাদিদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া, সরলবদনবিশিষ্ট করিয়াছিলেন ॥২৩৫

২৩৬। পতঙ্গ যেমন প্রদীপ প্রাপ্তে মরিয়া পড়িয়া থাকে, তেমনই কুবলয়াপীড় নামক অতি উচ্চ মত্তমাতঙ্গ হরিকর্ত্তৃক নিজ চরণপ্রান্ত দ্বারা নিহত হইয়া পড়িয়াছিল ॥২৩৬

২৩৭। যুদ্ধচ্ছলে রঙ্গপ্রযুক্ত শ্রীপতির অঙ্গসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া মুষ্টিক এবং চাণুর নামক অসুর দুইজন তৎক্ষণাৎ নিঃশ্রেয়স পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥২৩৭

দেহকৃতাদপরাধাদ্ বৈকুণ্ঠোৎকণ্ঠিতান্তরাত্মানম্।
যদুবরকুলাবতংসঃ কংসং বিধ্বংসয়ামাস ॥২৩৮

হরিসন্দর্শনযোগাৎ পৃথুরণতীর্থে নিমজ্জতে তস্মৈ।
ভগবান্ নু প্রদদাঞ্চঃ সন্তশ্চৈদ্যায় সাযুজ্যম্ ॥২৩৯

মীনাদিভিরবতারৈর্নিহতাঃ সুরবিদ্বিষো বহবঃ।
নীতাস্তে নিজরূপং তত্র চ মোক্ষস্য কা বার্ত্তা ॥২৪০

যে যদুনন্দননিহতাস্তে তু ন ভূয়ঃ পুনর্ভবং প্রাপুঃ।
তস্মাদবতারাণামন্তর্য্যামী প্রবর্ত্তকঃ কৃষ্ণঃ ॥২৪১

ব্রহ্মাণ্ডানি বহূনি পঙ্কজভবান্ প্রত্যণ্ডমত্যদ্ভুতান্
গোপান্ বৎসযুতানদর্শয়দজং বিষ্ণূনশেষাংশ্চ যঃ।
শম্ভুর্যচ্চরণোদকং স্বশিরসা ধত্তে চ মূর্ত্তিত্রয়াৎ
কৃষ্ণো বৈ পৃথগস্তি কোঽপ্যবিকৃতঃ সচ্চিন্ময়ো নীলিমা ॥২৪২

২৩৮। দেহকৃত অপরাধপ্রযুক্ত বৈকুণ্ঠের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে অন্তরাত্মা যাহার এবম্ভূত কংশকে যদুকুলাবতংস শ্রীহরি বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন ॥২৩৮

২৩৯। হরির সন্দর্শনপ্রযুক্ত রণতীর্থে নিমজ্জমান্ সেই চেদিপতি শিশুপালকে ভগবান্ তৎক্ষণাৎ সাযুজ্যমুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন ॥২৩৯

২৪০। মীনাদি বহু অবতারদ্বারা অনেক দৈত্য নিহত করিয়া তাহাদিগকে নিজরূপ প্রদান করিয়াছিলেন; সুতরাং মোক্ষ সম্বন্ধে আর কথা কি ? ॥২৪০

২৪১; যাহারা যদুনন্দনকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল, তাহারা আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণই অবতারসমূহের প্রবর্ত্তক ॥২৪১

২৪২। বহু ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অতি অদ্ভুত ব্রহ্মাগণকে

কৃপাপাত্রং যস্য ত্রিপুররিপুরম্ভোজবসতিঃ
সুতা জহ্নোঃ পূতা চরণনখনির্ণেজনজলম্।
প্রদানং বা যস্য ত্রিভুবনপতিত্বং বিভুরপি
নিদানং সোঽস্মাকং জয়তি কুলদেবো যদুপতিঃ ॥২৪৩
মায়াহস্তেঽর্পয়িত্বা ভরণকৃতিকৃতে মোহমূলোদ্ভবং মাং
মাতঃ কৃষ্ণাভিধানে চিরসময়মুদাসীনভাবং গতাসি।
কারুণ্যৈকাধিবাসে সকৃদপি বদনং নেক্ষসে ত্বং মদীয়ং
তৎ সর্ব্বজ্ঞে ন কর্ত্তুং প্রভবসি ভবতী কিং নু মূলস্য শান্তিম্॥
উদাসীনঃ স্তব্ধঃ সততমগুণঃ সঙ্গরহিতো
ভবাংস্তাতঃ কাতঃ পরমিহ ভবেজ্জীবনগতিঃ।

যিনি চতুরানন ব্রহ্মাকে দেখাইয়াছিলেন, এবং বৎসযুক্ত গোপগণকে এবং বিষ্ণু সকলকে যিনি ব্রহ্মাকে দেখাইয়াছিলেন। শম্ভু যাঁহার চরণ জল মস্তকে ধারণ করেন, মূর্ত্তিত্রয় হইতে পৃথক্, বিকাররহিত সচ্চিন্ময়, তিনিই নীলবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ॥২৪২

২৪৩। ত্রিপুরারি এবং পদ্মভব ব্রহ্মা যাঁহার কৃপাপাত্র, অতি পবিত্র জহ্নুসুতা, যাঁহার চরণনখনিসৃত জল, ত্রিভুবনপতিত্ব যাঁহার দান, বিভু হইলেও যিনি জগতের নিদানস্বরূপ সেই আমাদের কুলদেব যদুপতি জয়যুক্ত হউন্ ॥২৪৩

২৪৪। হে কৃষ্ণানাম্নী মাতঃ! ভরণপোষণের নিমিত্ত মোহমূলোদ্ভব আমাকে মায়ার হস্তে সমর্পণ করিয়া বহুকাল আমাতে উদাসীন হইয়া আছ। হে করুণার একমাত্র আবাসভূমি মাতঃ! যদি তুমি একবারও আমার মুখ নিরীক্ষণ না কর, তাহা হইলে হে সর্ব্বজ্ঞে! আমার মূল-কারণ যে মোহ তাহার কি শান্তি করিতে পার না? ॥২৪৪

২৪৫। হে উদাসীন স্তব্ধ সর্ব্বদা গুণরহিত সঙ্গবিবর্জ্জিত তুমিই

অকস্মাদস্মাকং যদি ন কুরুতে স্নেহমথ তদ্
বসস্ব স্বীয়াস্তর্বিমলজঠরেঽস্মিন্ পুনরপি ॥২৪৫
লোকাধীশে ত্বয়ীশে কিমিতি ভবভবা বেদনা স্বাশ্রিতানাং
সংকোচঃ পঙ্কজানাং কিমিহ সমুদিতে মণ্ডলে চণ্ডরশ্মেঃ।
ভোগঃ পূর্ব্বার্জ্জিতানাং ভবতি ভুবি নৃণাং কর্ম্মণাং চেদবশ্যং
তন্মে দৃষ্টৈর্নৃপুষ্টৈর্ন্নু দনুজনৃপৈরূর্জিতং নির্জিতং তে ॥২৪৬
নিত্যানন্দসুধানিধেরধিগতঃ সন্নীলমেঘঃ সতাম্
ঔৎকণ্ঠ্যপ্রবলপ্রভঞ্জনভরৈরাকর্ষিতো বর্ষতি।
বিজ্ঞানামৃতমদ্ভুতং নিজবচো ধারাভিরারাদিদং
চেতশ্চাতকচেন্ন বাঞ্ছতি মৃষাক্রান্তোঽসি সুপ্তোঽসি কিম্ ॥

আমার পিতা। বলিয়া দাও—উহা হইতে আর কি জীবনের পরম গতি হইতে পারে? যদি অকস্মাৎ আমাদের প্রতি স্নেহ না কর তাহা হইলে পুনর্ব্বার আমার নির্ম্মল হৃদয়ে বাস কর ।।২৪৫

২৪৬। হে ত্রিলোকেশ্বর! তুমি যাহাদের ঈশ্বর এবম্ভূত নিজাশ্রিত জনেরও কি সংসারজনিত বেদনা সম্ভব হয়? প্রচণ্ড রশ্মি-যুক্তমার্ত্তণ্ডদেবের মণ্ডল সমুদিত হইলেও কি পঙ্কজ সংকোচিত হয়? যদি পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফল মানবের সংসারে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে মনুষ্যদ্বারা পরিপুষ্ট দানব রাজগণ তোমার প্রভাব জয় করিয়াছ—(অর্থাৎ তাহার কর্ম্মফল তুচ্ছ করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে) ।।২৪৬

২৪৭। নিত্যানন্দস্বরূপ সুধাসমুদ্র হইতে প্রাপ্তজন্ম নীলমেঘ সজ্জনের উৎকণ্ঠাবশতঃ প্রবল প্রভঞ্জনদ্বারা আকর্ষিত হইয়া নিজ বাক্যরূপ ধারাদ্বারা অদ্ভুত বিজ্ঞানরূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকে। হে চিত্তরূপ চাতক! যদি তুমি নিকটস্থিত এই অমৃত বাঞ্ছা না কর,

চেতশ্চঞ্চলতাং বিহায় পুরতঃ সন্ধায় কোটিদ্বয়ং
তত্রৈকত্র নিধেহি সর্ব্ববিষয়ানন্যত্র চ শ্রীপতিম্।
বিশ্রান্তির্হিতমপ্যহো ক্ব নু তয়োর্ম্মধ্যে তদালোচ্যতাং
যুক্ত্যা বাঽনুভবেন যত্র পরমানন্দশ্চ তৎ সেব্যতাম্ ॥২৪৮

পুত্রান্ পৌত্রমথ স্ত্রিয়োঽন্যযুবতীবিত্তান্যথোঽন্যদ্ধনং
ভোজ্যাদিষ্বপি তারতম্যবশতো নালং সমুৎকণ্ঠয়া।
নৈতাদৃগ্ যদুনায়কে সমুদিতে চেতস্যনন্তে বিভৌ।
সান্দ্রানন্দসুধার্ণবে বিহরতি স্বৈরং যতো নির্ভয়ম্ ॥২৪৯

কাম্যোপাসনয়ার্থয়ন্ত্যনুদিনং কিঞ্চিৎ ফলং সেপ্সিতং
কিঞ্চিৎস্বর্গমথাপবর্গমপরৈর্যোগাদিযজ্ঞাদিভিঃ।
অস্মাকং যদুনন্দনাঙ্ঘ্রিযুগলধ্যানাবধানার্থিনাং
কিং লোকেন দমেন কিং নৃপতিনা স্বর্গাপবর্গৈশ্চকিম্ ॥২৫০

তাহা হইলে বুঝিব তুমি মায়াকর্ত্তৃক মিথ্যা আক্রান্ত হইয়াছ তুমি কি নিদ্রিত আছ? ॥২৪৭

২৪৮। হে চিত্ত! চঞ্চলতা পরিত্যাগপূর্ব্বক দুইটী কোটির সন্ধান করিয়া একটী কোটিতে সমগ্র বিষয় এবং অপর কোটিতে শ্রীপতিকে বিন্যস্ত কর। তাহার পরে আলোচনা করিয়া দেখ—কোন্‌টির মধ্যে বিশ্রান্তি এবং হিত রহিয়াছে। যুক্তি অথবা অনুভবদ্বারা যেখানে পরমানন্দের সন্ধান পাইবে তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ কর ॥২৪৮

২৪৯। পুত্র, পৌত্র, স্ত্রী, অপর যুবতী, অন্যান্য বিত্ত ধন এবং ভোজ্যাদিতে তারতম্যবশতঃ উৎকণ্ঠা করা উচিত নহে। ঘনানন্দস্বরূপ সুধাসমুদ্র অনন্তবিভু যদুপতি চিত্তে উদিত হইলে আর উৎকণ্ঠাকেথা না, যেহেতু জীব তখন স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে আনন্দ অনুভব করে ॥২৪৯

২৫০। কাম্য উপাসনা এবং যোগযজ্ঞাদিদ্বারা স্বর্গ অথবা অপবর্গ-

আশ্রিতমাত্রং পুরুষং স্বাভিমুখং কর্ষতি শ্রীশঃ।
লোহমপি চুম্বকাশ্মা সম্মুখমাত্রং জড়ং যদ্বৎ ॥২৫১
অয়মুত্তমোঽয়মধমো জাত্যা রূপেণ সংপদা বয়সা।
শ্লাঘ্যোঽশ্লাঘ্যো বেত্থং ন বেত্তি ভগবাননুগ্রহাবসরে ॥২৫২
অন্তঃস্থভাবভোক্তা ততোঽন্তরাত্মা মহামেঘঃ।
খদিরশ্চম্পকঃ ইব বা প্রবর্ষণং কিং বিচারয়তি ॥২৫৩
যদ্যপি সর্ব্বত্র সমস্তথাপি নৃহরিস্তথাপ্যেতে।
ভক্তাঃ পরমানন্দে রমন্তি সদয়াবলোকেন ॥২৫৪

রূপ নিজ বাঞ্ছিত কিঞ্চিৎ ফল প্রতিদিন মানব কামনা করিয়া থাকে। যদুনন্দনের পাদপদ্মে ধ্যানাবধানার্থী আমাদিগের লোকের দ্বারা কি প্রয়োজন? দমের দ্বারাই বা কি প্রয়োজন? নৃপতি স্বর্গ অথবা অপবর্গ দ্বারাই বা কি প্রয়োজন? ॥২৫০

২৫১। চুম্বক প্রস্তর যেমন সম্মুখস্থিত নিশ্চল লৌহকে আকর্ষণ করে, শ্রীপতিও সেই প্রকার তাহার আশ্রিত পুরুষকে আপনার অভিমুখে আকর্ষণ করেন ॥২৫১

২৫২। ভগবান্ অনুগ্রহকালে জাতি; রূপ, সম্পদ এবং বয়সদ্বারা ইনি উত্তম এবং শ্লাঘ্য, ইনি অধম এবং নিন্দিত এই প্রকার কিছুই মনে করেন না ॥২৫২

২৫৩। অন্তঃস্থিত ভাবগ্রাহী অতএব অন্তরাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মহা মেঘের ন্যায় খদির এবং চম্পক এই প্রকার বিচার না করিয়া বর্ষণ করিয়া থাকেন? ॥২৫৩

২৫৪। যদ্যপি ভগবান নৃহরি সর্ব্বত্রই সমভাবযুক্ত, তথাপি এই ভক্তগণ সেই ভগবানের সকরুণদৃষ্টিদ্বারাই পরমানন্দে রমণ করিয়া থাকেন ॥২৫৪

স্নুতরামনন্যশরণাঃ ক্ষীরাদ্যাহারমন্তরা যদ্বৎ।
কেবলয়া স্নেহদৃশা কচ্ছপতনয়াঃ প্রজীবন্তি ॥২৫৫

যদ্যপি গগনং শূন্যং তথাপি জলদামৃতাংশুরূপেণ।
চাতকচকোরনাম্নোর্দৃঢ়ভাবাৎ পূরয়ত্যাশাম্ ॥২৫৬

তদ্বদ্ ব্রজতাং পুংসাং দৃগ্বাঙ্মনসামগোচরোঽপি হরিঃ।
কৃপয়া ফলত্যকস্মাৎ সত্যানন্দামৃতেন বিপুলেন ॥২৫৭

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমদ্-গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-
পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদ-বিরচিতঃ
প্রবোধসুধাকরঃ।

২৫৫। স্নুতরাং একান্ত শরণাগত ভক্তগণ ভগবানের একমাত্র স্নেহপূর্ণদৃষ্টিদ্বারাই জীবিত থাকেন। যেমন কচ্ছপতনয়গণ দুগ্ধপান ব্যতীত কেবল পিতামাতার স্নেহদৃষ্টিদ্বারা জীবিত থাকে ॥২৫৫

২৫৬। যদিও গগন শূন্যাকার তথাপি চাতক এবং চকোরের একান্ত আগ্রহবশতঃ মেঘের জলকণারূপে তাহাদের আশা পূর্ণ করিয়া থাকে ॥২৫৬

২৫৭। সেই প্রকার ভগবান্ শ্রীহরি দৃষ্টি বাক্য এবং মনের অগোচর হইলেও যাঁহারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, অকস্মাৎ কৃপাপরবশ হইয়া বিপুল সত্যানন্দরূপ অমৃতপ্রদানে তাহাদিগকে পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন ॥২৫৭

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমদ্-গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংস-
পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদ বিরচিত
প্রবোধসুধাকর।

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী

(উপদেশপ্রকরণ—দ্বিতীয় ভাগ।)

বেদান্তকেশরী।

(৬)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী কর্ত্তৃক

অনূদিত

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

নিবেদন।

শাঙ্করগ্রন্থাবলী উপদেশপ্রকরণ দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত ষষ্ঠগ্রন্থ বেদান্তকেশরী প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত টীকা, মূলের অন্বয় এবং মূলের সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। এ পর্য্যন্ত এ গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই।

এই গ্রন্থ বেদান্তশতশ্লোকী নামেও প্রসিদ্ধ।

সাধক ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিতে গেলে যে সব চিন্তা মনোমধ্যে সতত প্রবাহিত হওয়া উচিত, তাহাই সুন্দর ছন্দে অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আনন্দগিরির টীকাটী অতি উপাদেয় ও তত্ত্ববহুল। বহু শ্রুতিবাক্য ভাষ্যসহ উদ্ধৃত করিয়া আনন্দগিরি ইহার মূলশ্লোক গুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহাশয় ইহার অনুবাদ করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। সম্পাদনকার্য্যে এবার শরীরগতিক মন্দ থাকায় অনেক ত্রুটী হইয়াছে, এজন্য মনে বিশেষ কষ্ট অনুভব হইয়া থাকে। আশা করি সুধী পাঠকবর্গ ইহা উপেক্ষা করিবেন।

সূচীপত্র।

ওঁ নমঃ শ্রীগণেশায়।

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী।

বেদান্তকেশরী

বা

শতশ্লোকী। (৬)

দৃষ্টান্তো নৈব দৃষ্টস্ত্রিভুবনজঠরে সদ্‌গুরোর্জ্ঞানদাতুঃ
স্পর্শশ্চেত্তত্র কল্প্যঃ স নয়তি যদহো স্বর্ণতামশ্মসারং।
ন স্পর্শত্বং তথাপি শ্রিতচরণযুগে সদ্‌গুরুঃ স্বীয়শিষ্যে
স্বীয়ং সাম্যং বিধত্তে ভবতি নিরুপমস্তেন বাঽলৌকিকোঽপি॥১॥

অন্বয়ঃ। ১। জ্ঞানদাতুঃ সদ্‌গুরোঃ ত্রিভুবনজঠরে দৃষ্টান্তঃ ন এব দৃষ্টঃ, তত্র স্পর্শঃ চেৎ কল্প্যঃ যৎ অহো সঃ অশ্মসারং স্বর্ণতাং নয়তি, তথাপি স্পর্শত্বং ন. সদ্‌গুরুঃ শ্রিতচরণযুগে স্বীয়শিষ্যে স্বীয়ং সাম্যং বিধত্তে, তেন নিরুপমঃ অলৌকিকঃ অপি বা।১

আনন্দজ্ঞান (গিরি) কৃতটীকা।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকা। ১। জ্ঞানদাতুঃ সদ্‌গুরোঃ ত্রিভুবনজঠরে দৃষ্টান্তো নৈব দৃষ্টঃ। ক্ষুদ্রবিদ্যোপদেষ্টৄণাং গুরূণাং দৃষ্টান্তঃ কথঞ্চিৎ উপলভ্যতে। পরন্তু "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" ইত্যুক্তত্বাৎ জ্ঞানদাতুর্দৃষ্টান্তঃ ত্রিভুবনজঠরান্তর্ব্বর্ত্তিষু দৈবাদিষু লৌকিকেষু নানাবিচিত্রবস্তুষু নৈব দৃষ্টঃ। অথ

অনুবাদ। ১। স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল—এই তিন লোকে এমন কোন বস্তু দেখা যায় না, যাহা জ্ঞানদাতা সদ্‌গুরুর দৃষ্টান্ত হইতে পারে। যদি বল, স্পর্শমণি (পরশ পাথর) তাঁহার দৃষ্টান্ত হইবে; কারণ, স্পর্শমণি লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করে। না—স্পর্শমণিও সদ্‌গুরুর দৃষ্টান্ত হইতে পারে না;

যদ্বৎ শ্রীখণ্ডবৃক্ষপ্রসৃতপরিমলেনাভিতোঽন্যেপি বৃক্ষাঃ
শশ্বৎ সৌগন্ধ্যভাজোঽপ্যতনুতনুভৃতাং তাপমুন্মূলয়ন্তি।
আচার্য্যাল্লব্ধবোধা অপি বিধিবশতঃ সন্নিধৌ সংস্থিতানাং
ত্রেধা তাপং চ পাপং সকরুণহৃদয়াঃ স্বোক্তিভিঃ ক্ষালয়ন্তি ॥২॥

অন্বয়ঃ।২। যদ্বৎ শ্রীখণ্ডবৃক্ষপ্রসৃতপরিমলেন অভিতঃ অন্যে অপি বৃক্ষাঃ শশ্বৎ সৌগন্ধ্যভাজঃ অপি অতনুতনুভৃতাং তাপম্ উন্মূলয়ন্তি, তদ্বৎ সকরুণহৃদয়াঃ শিষ্যাঃ আচার্য্যাৎ বিধিবশাৎ লব্ধবোধাঃ সন্তঃ অপি সন্নিধৌ সংস্থিতানাং সর্ব্বজনানাং স্বোক্তিভিঃ ত্রেধা তাপং পাপং চ ক্ষালয়ন্তি।২

(টীকা) মনাক্ সাম্যদর্শনে স্পর্শপাষাণো দৃষ্টান্তত্বেন কল্প্যঃ কল্পনীয়শ্চেৎ তথাপি ন ঘটত ইত্যাহ—"স নয়তি" ইতি। সঃ স্পর্শাশ্মা, অশ্মসারং—লৌহং, যদ্যপি স্বর্ণতাং নয়তি—প্রাপয়তি, তথাপি স্পর্শত্বং ন প্রাপয়তি—স্বসদৃশং ন করোতি ইত্যর্থঃ। সদ্গুরুস্তু শ্রিতচরণযুগে—স্বীয়ে শিষ্যে স্বীয়ং সাম্যং বিধত্তে। তেন কারণেন স্পর্শাদেঃ দৃষ্টান্তানর্হত্বাদ্ গুরুঃ নিরুপমো—দৃষ্টান্তশূন্যঃ, তথা অলৌকিকোঽপি—প্রপঞ্চাতীতোঽপি ন দৃষ্টঃ, আত্মাকারত্বাৎ "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্" ইতি ভগবদ্বাক্যাৎ।১

২। অথ শ্রীগুরোঃ সন্নিধানমাত্রেণৈব শিষ্যঃ কৃতার্থতামেতি কিং পুনঃ উপদেশাৎ ইত্যাহ—("যদ্বৎ" ইতি)। শ্রীখণ্ডবৃক্ষঃ—মুখ্যশ্চন্দনবৃক্ষঃ,

(অনুবাদ) কারণ, স্পর্শমণি লৌহকে সুবর্ণ করে বটে, কিন্তু তাহা স্পর্শমণির সদৃশ আর একটী স্পর্শমণি ত করিতে পারে না। কিন্তু শিষ্য সদ্গুরুর চরণযুগলে শরণাপন্ন হইলে গুরু তাহাকে নিজের সদৃশ করেন। এজন্য সদ্গুরুর কোন দৃষ্টান্ত নাই। অথবা তাঁহার দৃষ্টান্ত না থাকার আর একটী কারণ—তিনি অলৌকিক, গুরু আত্মরূপ বলিয়া সংসারের অতীত।১

২। সদ্গুরুর নিকটে অবস্থান করিলেই শিষ্য কৃতার্থ হয়, উপদেশের কথা আর কি বলিব—ইহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন—যথার্থ চন্দনবৃক্ষ

আত্মানাত্মপ্রতীতিঃ প্রথমমভিহিতা সত্যমিথ্যাত্বযোগাদ্
দ্বেধা ব্রহ্মপ্রতীতির্নিগমনিগদিতা স্বানুভূত্যোপপত্ত্যা।
আদ্যা দেহানুবন্ধাদ্ ভবতি তদপরা সা চ সর্ব্বাত্মকত্বাৎ
আদৌ ব্রহ্মাহমস্মীত্যনুভব উদিতে খল্বিদং ব্রহ্ম পশ্চাৎ ॥৩॥

অন্বয়ঃ। ৩। প্রথমং সত্যমিথ্যাত্বযোগাৎ আত্মানাত্মপ্রতীতিঃ অভিহিতা, নিগমনিগদিতা স্বানুভূত্যা উপপত্ত্যা [চ] দ্বেধা ব্রহ্মপ্রতীতিঃ, তৎ আদ্যা দেহানুবন্ধাৎ, অপরা চ সা সর্ব্বাত্মকত্বাৎ ভবতি। আদৌ 'ব্রহ্ম অহম্ অস্মি' ইতি অনুভবে উদিতে পশ্চাৎ 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' ইতি অনুভবঃ ভবেৎ।৩

(টীকা) তস্মাৎ প্রসৃতো যঃ পরিমলঃ তেন অভিতঃ—সমন্ততঃ অন্যেঽপি বৃক্ষাঃ শশ্বৎ—নিরন্তরং সৌগন্ধ্যভাজো ভবন্তি। অথ ন কেবলং সৌগন্ধ্যভাজঃ, কিন্তু অতনুতনুভৃতাং বহুনাং সর্ব্বজাতীয়ানাং লোকানাং তাপম্ উন্মূলয়ন্তি। বহূনাম্ ইতি তারতম্যবর্জ্জ্যম্। তদ্বৎ আচার্য্যাৎ বিধিবশাৎ—ভাগ্যবশাৎ লব্ধবোধাঃ সন্তঃ যদৃচ্ছয়া সন্নিধৌ সংস্থিতানাং সর্ব্বজনানাং যথাধিকারং কর্ম্মোপাসনাজ্ঞানকাণ্ডনিরূপকাভিঃ স্বোক্তিভিঃ স্বৈরকথাভিঃ ত্রেধা তাপং চ পাপং চ উন্মূলয়ন্তি 'বিধিবশাৎ' ইতি পদেন বোধলব্ধৌ দুর্লভত্বং সূচিতম্।২

৩। অথ আত্মানাত্মপ্রতীতিপ্রকারমাহ—। প্রথমং—মূলতঃ তত্ত্ববিচারে ক্রিয়মাণে সত্যং মিথ্যা চেতি কোটিদ্বয়ম্ আসীৎ। তথা চ সত্য-

(অনুবাদ) হইতে যে সুগন্ধ নির্গত হয়, তাহার দ্বারা চারিপার্শ্বস্থিত অন্য বৃক্ষ সকল সুগন্ধযুক্ত হয় এবং অনেক লোকের ক্লেশ দূর করে। সেই রূপ করুণহৃদয় শিষ্যগণ সৌভাগ্যবশতঃ আচার্য্য হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া নিজের কথার দ্বারা সমীপবর্ত্তী সকল লোকের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তিন প্রকার দুঃখ ও পাপ উন্মূলিত করেন।২

৩। কি প্রকারে আত্মা ও অনাত্মার প্রতীতি হয়, তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন—তত্ত্ববিচারের দ্বারা আমরা সত্য ও মিথ্যা এই

আত্মা চিদ্বিৎসুখাত্মাঽনুভবপরিচিতঃ সর্ব্বদেহাদিযন্তা
সত্যেবং মূঢ়বুদ্ধির্ভজতি ননু জনোঽনিত্যদেহাত্মবুদ্ধিং।
বাহ্যাস্থিস্নায়ুমজ্জাপলরুধিরবসাচর্ম্মমেদোযুগন্ত-
র্বিণ্মূত্রশ্লেষ্মপূর্ণং স্বপরবপুরহো সংবিদিত্বাঽপি ভূয়ঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ। ৪। আত্মা চিদ্বিৎসুখাত্মা অনুভবপরিচিতঃ সর্ব্বদেহাদিযন্তা, ননু এবং সতি মূঢ়বুদ্ধিঃ জনঃ বাহ্যাস্থিস্নায়ুমজ্জাপলরুধিরবসাচর্ম্মমেদোযুগন্তর্বিণ্মূত্রশ্লেষ্মপূর্ণং স্বপরবপুঃ সংবিদিত্বা অহো ভূয়ঃ অপি অনিত্যদেহাত্মবুদ্ধিং ভজতি।৪

(**টীকা**) মিথ্যাত্বযোগাৎ আত্মানাত্মপ্রতীতিশ্চ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। সত্যং জ্ঞানং, মিথ্যা তদ্বিপরীতম্ অজ্ঞানম্, এবং সত্যস্য ব্রহ্মণঃ প্রতীতির্দ্বেধা নিগমনিগদিতা—বেদোক্তা, অথ তামেবাহ —"স্বেতি"। স্বানুভূত্যা উপপত্ত্যা চ এবং দ্বেধা প্রতীতিঃ। তত্র আত্মা স্বানুভূত্যা যা প্রতীতিঃ, সা দেহানুবন্ধাৎ—শরীরাবচ্ছেদেন ভবতি। তথা উপপত্ত্যা যা প্রতীতিঃ, সা সর্ব্বাত্মকত্বাৎ সমষ্টিরূপা। অথ অত্র হেতুমাহ— আদৌ দেহাবচ্ছেদেন ব্রহ্মাহমস্মি ইত্যনুভবে উদিতে সতি পশ্চাৎ— তদনন্তরং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি উপপত্ত্যা আত্মপ্রতীতিঃ ভবতি।৩

(**অনুবাদ**) দুইটী পদার্থ জানিতে পারি। তন্মধ্যে সত্যত্ব যাহাতে দেখি, তাঁহাকে আত্মা ও মিথ্যাত্ব যাহাতে দেখি, তাহাকে অনাত্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকি। তজ্জন্য এই এই শাস্ত্রে প্রথমে আত্মা ও অনাত্মার প্রতীতি কথিত হইয়াছে। বেদে স্বানুভব ও যুক্তির দ্বারা দুই প্রকার ব্রহ্মের অনুভব উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ স্বানুভূতির দ্বারা ব্রহ্মানুভব শরীরাবচ্ছেদেই হইয়া থাকে, দ্বিতীয় যে যুক্তির দ্বারা ব্রহ্মানুভব তাহা সর্ব্বাত্মস্বরূপ, অর্থাৎ সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মানুভব হইয়া থাকে। প্রথম—নিজের দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাতে 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ অনুভব উদিত হইলে, অনন্তর এই সমস্ত বস্তু ব্রহ্মস্বরূপ— এইরূপ ব্রহ্ম প্রতীতি হইয়া থাকে।৩

টীকা। ৪। এবম্ উদ্দেশমাত্রেণ আত্মপ্রতীতিম্ অভিধায় ইদানীং বিশেষতো নিরূপয়তি—আত্মা চিৎ বিৎ সুখাত্মা বর্ত্ততে। চিৎ—চৈতন্যং বিৎ—বিজ্ঞানং, সুখং—পরমানন্দঃ, তদেতৎ ত্রয়মপি আত্মা স্বরূপং যস্য স তথা। অথ ন কেবলং এবংবিধম্ আত্মস্বরূপম্ উপনিষদ্বাক্যৈরেব জ্ঞাতব্যমিত্যাহ—অনুভবেতি। কিম্ভূতঃ আত্মা? অনুভবপরিচিতঃ—অনুভবেন পরিচিতঃ, নিরন্তরাভ্যাসেন জ্ঞাতঃ; অথ অনুভবমেব আহ—সর্ব্বদেহাদিযন্তেতি। সর্ব্বে চ তে দেহাদয়শ্চ আদি-শব্দেন ইন্দ্রিয়প্রাণাঃ তেষাং যন্তা—নিয়ন্তা চালকত্বেন দেহনিয়ন্তা চিদ্রূপঃ, ইন্দ্রিয়নিয়ন্তৃত্বেন সম্বিদ্রূপঃ, সুষুপ্তৌ আনন্দরূপ ইত্যবস্থাত্রয়েঽপি অনুভূয়তে ইত্যর্থঃ। অহো ইতি আশ্চর্য্যে। এবং সত্যপি মূঢ়বুদ্ধিঃ জনঃ অনিত্যদেহাদৌ আত্মবুদ্ধিং ভজতি, অনিত্যশ্চাসৌ দেহশ্চ তত্র আত্মবুদ্ধিং দেহ এবাত্মা ইতি মনুতে। অথ দেহোঽপি আত্মকল্পনার্হো ভবিষ্যতীতি চেৎ ন ইত্যাহ। বাহ্যে ইতি দেহে, বাহ্যে অস্থীনি চ স্নায়বশ্চ—সূক্ষ্মশিরা, মজ্জা, পলং—মাংসং, রুধিরং—রক্তং, বসা, চর্ম্ম, মেদোযুক্ অন্তঃ বিণ্মূত্রশ্লেষ্মপূর্ণম্ এবংবিধং জুগুপ্সাস্পদং স্বপরবপুঃ স্বকীয়ং পরকীয়ং বা শরীরং বিদিত্বাপি ভূয়ো দেহাত্মবুদ্ধিং ভজতে ইতি মহদাশ্চর্য্যম্ ইত্যর্থঃ।৪

অনুবাদ। ৪। পূর্ব্বশ্লোকে আত্মা ও অনাত্মার প্রতীতির নামোল্লেখ করিয়া এখন বিশেষভাবে বলিতেছেন—আত্মা—চৈতন্য, বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, এই আত্মস্বরূপ অনুভব, অর্থাৎ সতত আত্ম-জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। এই আত্মা দেহ ইন্দ্রিয়প্রভৃতি সকলের পরিচালক। বড়ই বিস্ময়ের কথা, আত্মার এবংবিধ স্বরূপ হইলেও অজ্ঞ লোক দেহ, অস্থি, শিরা, মজ্জা, মাংস, রক্ত, বসা (চর্ব্বি) চর্ম্ম ও মেদোযুক্ত এবং মধ্যে বিষ্ঠা, মূত্র ও শ্লেষ্মাদ্বারা পরিপূর্ণ অতি ঘৃণিত নিজের ও পরের শরীর জানিয়াও আবার অনিত্য দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আত্মা বলিয়া জানিয়া থাকে। ৪

দেহস্ত্রীপুত্রমিত্রানুচরহয়বৃষাস্তোষহেতুর্ম্মমেত্থং
সর্ব্বে স্বায়ুর্নয়ন্তি প্রথিতমলমমী মাংসমীমাংসয়েহ।
এতে জীবন্তি যেন ব্যবহৃতিপটবো যেন সৌভাগ্যভাজঃ
তং প্রাণাধীশমন্তর্গতমমৃতমমুং নৈব মীমাংসয়ন্তি॥৫॥

অন্বয়ঃ। ৫। অমী সর্ব্বে ইহ দেহস্ত্রীপুত্রমিত্রানুচরহয়বৃষা মম তোষহেতুঃ ইত্থং মাংস-মীমাংসয়া অলং প্রথিতম্ স্বায়ুঃ নয়ন্তি, এতে যেন জীবন্তি, (যেন) ব্যবহৃতিপটবঃ যেন সৌভাগ্যভাজঃ (চ ভবন্তি) অন্তর্গতং প্রাণাধীশম্ অমৃতম্ অমুং তং ন এব মীমাংসয়ন্তি।৫

টীকা। ৫। অথ পুনঃ আশ্চর্য্যমেব দর্শয়ন্ আহ অমী সর্ব্বে লোকাঃ ইহ অস্মিন্ জগতি ইত্থং মাংসমীমাংসয়া মাংসবিচারেণ অলং পূর্ণং স্বায়ুঃ নয়ন্তি স্বকীয়মায়ুঃ পরিকলয়ন্তি, কিম্ভূতম্ আয়ুঃ প্রথিতং বংশবিজ্ঞানাদিগুণৈঃ খ্যাতমপি ইত্যর্থঃ। ইত্থং কথম্ ইত্যাহ—দেহেত্যাদি। দেহঃ—স্বদেহঃ, স্ত্রী, পুত্রঃ, মিত্রম্, অনুচরঃ সেবকঃ, হয়োঽশ্বঃ, বৃষো বলীবর্দ্দঃ, এতে মম তোষহেতবো ভবন্তি ইত্যভিমানেন তথা এতে পুষ্টাঃ কৃশা বেতি ভরণ-পোষণরক্ষণাদিভিঃ দৃঢ়প্রেমানুবন্ধেন স্বায়ুঃ নয়ন্তি। দেহভৃতাম্ ইদমেব প্রয়োজনমিতি মত্বা ব্যর্থং ব্যয়ীকুর্ব্বন্তি। অথ গূঢ়মাত্মতত্ত্বং তৈঃ পরমপ্রয়ো-জনত্বেন কথং জ্ঞেয়ম্। ন তত্র তেষাম্ অপরাধঃ কিন্তু তদ্গতমৌঢ্যস্য। অথ তদেবাহ—এতে ইতি। এতে—দেহস্ত্রীপুত্রাদয়ঃ যেন কৃত্বা জীবন্তি। তথা যেন ব্যবহৃতিপটবঃ স্বব্যবহারক্ষমা ভবন্তি তথা যেন সৌভাগ্যং সৌন্দর্য্যং ভজন্তি মৃতশরীরে তথাত্বাদর্শনাৎ ইত্যর্থঃ। অন্তর্গতং—অন্ত-র্য্যামিত্বেন আস্থিতং, প্রাণেশং—প্রাণমুখ্যম্ অমৃতং, ম্রিয়মাণেষু দেহেষু

অনুবাদ। ৫। পুনর্ব্বার আশ্চর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন—এই সকল লোক সংসারে শরীর, স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, সেবক, অশ্ব, বৃষ সকল আমার প্রীতিহেতু—এইরূপ মাংসের বিচার করিয়া দীর্ঘ বংশবিজ্ঞানা-দির দ্বারা বিখ্যাত নিজের আয়ুঃ বৃথা নষ্ট করে। যাহার দ্বারা দেহ, স্ত্রী, পুত্রপ্রভৃতি জীবিত থাকে, সর্ব্ববিধ ব্যবহারে সমর্থ হয়, এবং যাহার

কশ্চিৎ কীটঃ কথংচিৎপটুমতিরভিতঃ কণ্টকানাং কুটীরং
কুর্ব্বংস্তেনৈব সাকং ব্যবহৃতিবিধয়ে চেষ্টতে যাবদায়ুঃ।
তদ্বজ্জীবোঽপি নানাচরিতসমুদিতৈঃ কর্ম্মভিঃ স্থূলদেহং
নির্ম্মায়াত্রৈব তিষ্ঠন্নমুদিনমমুনা সাকমভ্যেতি ভূমৌ ॥৬॥

অন্বয়ঃ। ৬। কশ্চিৎ পটুমতিঃ কীটঃ কথঞ্চিৎ কণ্টকানাং কুটীরং কুর্ব্বন্ ব্যবহৃতিবিধয়ে তেন এব সাকং যাবৎ আয়ুঃ চেষ্টতে। তদ্বৎ জীবঃ অপি নানাচরিতসমুদিতৈঃ কর্ম্মভিঃ স্থূলদেহং নির্ম্মায় অত্র এব তিষ্ঠন্ অমুনা সাকম্ অনুদিনং ভূমৌ অভ্যেতি।৬

(টীকা) অপি অমরণশীলং অমুম্ অনুভবৈকবেদ্যং নৈব মীমাংসয়ন্তি ইতি মহদাশ্চর্য্যম্ ইত্যর্থঃ।৫

৬। অথ দেহাত্মসাহচর্য্যং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি—যথা কশ্চিৎ পটুমতিঃ কীটঃ কথঞ্চিৎ নিজকফোদ্ধৃতসূত্রযন্ত্রৈঃ কণ্টকানাং কুটীরং কুর্ব্বন্ ব্যবহৃতিবিধয়ে—ব্যবহারসিদ্ধয়ে যাবদায়ুঃ চেষ্টতে—ইতস্ততঃ পর্য্যটতি, তদ্বৎ জীবোঽপি নানাচরিতসমুদিতৈঃ—অনেকবিধানি চরিতানি ক্রিয়মাণসঞ্চিতানি তেভ্যঃ সমুদিতৈঃ প্রারব্ধকর্ম্মভিঃ দেহং শরীরং নির্ম্মায় বিরচয্য ততঃ অত্রৈব দেহে তিষ্ঠন্ অমুনা দেহেন সাকং—সহ এব অনুদিনং ভূমৌ অভ্যেতি—পর্য্যটতি। অয়মর্থঃ—কণ্টককুটীরবৎ অচেতনো দেহঃ স্বতো ন চলতি মৃতশরীরে চলনাদর্শনাৎ, অতস্তস্য কশ্চিৎ চালকো বক্তব্যঃ, স এব জীবঃ। তথা চ রথাশ্বন্যায়বৎ চালকব্যতিরেকেণ দেহো ন চলতি।

(অনুঃ) দ্বারা লোক বিবিধ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়, সেই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ অন্তর্য্যামী—প্রাণের নিয়ন্তা অমরণশীল অনুভববেদ্য আত্মার মীমাংসা করে না।৫

৬। দেহ ও আত্মার সাহচর্য্য দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন—যেমন কোন কর্ম্মদক্ষ কীট অতি ক্লেশে নিজের লালা হইতে সঞ্জাত সূত্রসমূহের দ্বারা কণ্টকের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া শয়নাদি ব্যবহারসিদ্ধির নিমিত্ত সমস্ত আয়ু তাহার অন্তে চেষ্টা করে। সেইরূপ জীবও নানাবিধ

স্বীকুর্ব্বন্ ব্যাঘ্রবেষং স্বজঠরভৃতয়ে ভীষয়ন্ যশ্চ মুগ্ধান্
মত্বা ব্যাঘ্রোঽহমিত্থং স নরপশুমুখান্ বাধতে কিং নু সত্ত্বান্।
মত্বা স্ত্রীবেষধারী স্ত্র্যহমিতি কুরুতে কিং নটো ভর্তুরিচ্ছাং
তদ্বচ্ছারীর আত্মা পৃথগনুভবতো দেহতো যঃ স সাক্ষী ॥৭॥

অন্বয়ঃ। ৭। যঃ স্বজঠরভৃতয়ে ব্যাঘ্রবেশং স্বীকুর্ব্বন্ মুগ্ধান্ চ ভীষয়ন্ [আস্তে], সঃ অহং ব্যাঘ্র ইত্থং মত্বা নরপশুমুখান্ সত্ত্বান্ বাধতে কিং নু ; স্ত্রীবেশধারী নটঃ অহং স্ত্রী ইতি মত্বা ভর্ত্তুঃ ইচ্ছাং কুরুতে কিম্ ? তদ্বৎ শারীরঃ আত্মা দেহতঃ অনুভবতঃ পৃথক্, যৎ সঃ সাক্ষী।৭

(টীকা) তথা দেহব্যতিরেকেণ তস্য চালকত্বং ন যুজ্যতে ইত্যুভয়োঃ সাহচর্য্যম্।৬

৭। অথ প্রাপ্তোঽপি দেহঃ পারমার্থিকো ন ভবতি, কিন্তু অবিদ্যা-কল্পিতত্বাৎ কৃত্রিমঃ অস্তীতি তদনুরূপং ন কার্য্যমিতি দৃষ্টান্তেন দ্রঢয়তি। যঃ কশ্চিৎ পুরুষঃ স্বজঠরভৃতয়ে ভিক্ষয়া স্বোদরপূরণায় কৃত্রিমং ব্যাঘ্রবেষং স্বীকুর্ব্বন্ তেন মুগ্ধান্ বালিশাংশ্চ ভীষয়ন্—ত্রাসয়ন্ আস্তে। স অহং ব্যাঘ্র ইত্থং মত্বা নরপশুমুখান্ সত্ত্বান্ প্রাণিনো বাধতে, কিন্তু ব্যাঘ্রবেষং কৃত্রিমং জানন্ তূষ্ণীমাস্তে ব্যাঘ্রবেষানুরূপং কর্ম্ম করোতীত্যর্থঃ। অথ

(অনুঃ) কর্ম্মের মধ্যে প্রারব্ধ কর্ম্মের দ্বারা স্থূল শরীর নির্ম্মাণ করিয়া এই দেহে অবস্থান করতঃ দেহের সহিত সর্ব্বদা ভূমিতে পর্য্যটন করে।৬

৭। শরীর আত্মার সাহচর্য্য প্রাপ্ত হইলেও বাস্তবিক আত্মস্বরূপ হয় না, পরন্তু তাহা অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া কৃত্রিম, সুতরাং তদনুরূপ কার্য্যও হয় না, ইহাই এই শ্লোকে দৃষ্টান্তদ্বারা দৃঢ়রূপে বলিতেছেন—কোন (বহুরূপী) লোক নিজের উদরপূরণের নিমিত্ত ব্যাঘ্রবেশ ধরিয়া অজ্ঞলোকদিগকে ভয় দেখায়, সে নিজেকে "আমি ব্যাঘ্র"—এইরূপ মনে করিয়া মনুষ্য, পশুপ্রভৃতি প্রাণিগণকে কি পীড়িত করিয়া থাকে? কিন্তু নিজেকে কৃত্রিম ব্যাঘ্র জানিয়া চুপ করিয়া থাকে, প্রকৃত ব্যাঘ্রের ন্যায়

স্বং বালং রোদমানং চিরতরসময়ং * শান্তিমানেতুমগ্রে
দ্রাক্ষং খর্জুরমাম্রং সুকদলমথবা যোজয়ন্ত্যম্বিকাস্য।
তদ্বচ্চেতোঽতিমূঢ়ং বহুজননভবাম্মৌঢ্যসংস্কারযোগাদ্
বোধোপায়ৈরনেকৈরবশমুপনিষদ্বোধয়ামাস সম্যক্ ॥৮॥

অন্বয়ঃ। ৮। অম্বিকা চিরতরসময়ং রোদমানং স্বং বালং শান্তিম্ আনেতুম্ অস্য অগ্রে দ্রাক্ষং খর্জ্জুরম্ আম্রম্ অথবা সুকদলং যোজয়ন্তি, তদ্বৎ বহুজননভবাং মৌঢ্যসংস্কার-যোগাৎ অবশম্ অতিমূঢ়ং চেতঃ উপনিষৎ সম্যক্ অনেকৈঃ বোধোপায়ৈঃ বোধয়ামাস।৮

(টীকা) তদেব পুনঃ দৃষ্টান্তেন দ্রঢ়য়তি। মর্ত্ত্যেতি—স্ত্রীবেষধারী নটঃ অহং স্ত্রীতি মত্বা ভর্ত্তুরিচ্ছাং ন কুরুতে। স্ত্রীবেষানুরূপৈঃ হাবভাবৈঃ অন্যান্ পুরুষান্ প্রলোভয়তি। পরন্তু স্বয়ং স্ত্রিয়মিতি মত্বা রমণযোগে ইচ্ছাং ন কুরুতে, তদ্বৎ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা দেহতঃ—দেহানুভবেন পৃথগস্তি। যতঃ স সাক্ষী তটস্থঃ তেন দেহানুরূপা চেষ্টা ন কার্য্যা, স্বরূপানুরূপমেব স্থাতব্যম্ ইত্যর্থঃ।৭

৮। অথ বহুপ্রকারৈঃ আত্মপ্রতীতিং দর্শয়ন্ত্যাঃ শ্রুতেঃ কৌশলমাহ —অম্বিকা—মাতা, চিরতরসময়ং রোদমানং স্ববালং শান্তিম্ আনেতুং তুষ্ণীম্ভাবং প্রাপয়িতুং অস্য বালস্যাগ্রে দ্রাক্ষং খর্জ্জুরম্ আম্রং সুকদলং বা

(অনুঃ) জীব হত্যা করিয়া ভক্ষণ করে না। অপিচ, অভিনয় করিবার সময় কোন নট স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া "আমি স্ত্রী" এইরূপ মনে করিয়াও স্বামীর ইচ্ছা পূর্ণ করে না। স্ত্রীবেশের অনুরূপ হাবভাবপ্রভৃতির দ্বারা অন্য পুরুষের মনোহরণ করে, কিন্তু সম্ভোগেচ্ছা করে না. সেইরূপ শরীরা-বচ্ছিন্ন আত্মা অনুভূত দেহ হইতে ভিন্ন। কারণ. আত্মা সাক্ষিস্বরূপ, তাঁহার দেহানুরূপ চেষ্টা উচিত নহে। ৭

৮। শ্রুতিজননী যে কিরূপ কৌশলে কত প্রকারে আত্মজ্ঞান দান করেন, তাহা বলিতেছেন—যে বালক অনেকক্ষণ রোদন করিতেছে.

* "চিরসময়মমুং" ইতি বা পাঠঃ।

যৎপ্রীত্যা প্রীতিপাত্রং তনুযুবতিতনূজার্থমুখ্যং স তস্মাৎ
প্রেয়ানাত্মাথ শোকাস্পদমিতরদতঃ প্রেয় এতৎ কথং স্যাৎ।
ভার্য্যাদ্যং জীবিতার্থী বিতরতি চ বপুঃ স্বাত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছন্
তস্মাদাত্মানমেব প্রিয়মধিকমুপাসীত বিদ্বান্ন চান্যৎ ॥৯॥

অন্বয়ঃ। ৯। যৎপ্রীত্যা তনুযুবতিতনূজার্থমুখ্যং প্রীতিপাত্রং তস্মাৎ সঃ আত্মা প্রেয়ান্, অথ ইতরৎ শোকাস্পদং, অতঃ এতৎ প্রেয়ঃ কথং স্যাৎ? জীবিতার্থী ভার্য্যাদ্যং বিতরতি, স্বাত্মনঃ শ্রেয়ঃ ইচ্ছন্ বপুঃ চ (বিতরতি), তস্মাৎ বিদ্বান্ অধিকং প্রিয়ম্ আত্মানম্ এব উপাসীত, ন চ অন্যৎ (উপাসীত) ৯

(টীকা) যোজয়তি যেন কেনাপি অভীষ্টফলেন অয়ং রোদনাৎ উপশমং প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ। তদ্বদ্ বহুজননভবাৎ মৌঢ্যসংস্কারযোগাৎ অবশং—চঞ্চলং সৎ অতিমূঢ়ং অজ্ঞানোপহতং চেতঃ উপনিষৎ সম্যগ্—যথাধিকারম্ অনেকৈর্ব্বোধোপায়ৈঃ আত্মজ্ঞানোপায়ৈঃ বোধয়ামাস আত্মপ্রতিপত্তৌ বহুষু উপায়েষু প্রোক্তেষু সৎসু একোঽপি প্রতিফলিষ্যতি ইত্যর্থঃ ।৮

৯। অথ আত্মনঃ সর্ব্বাপেক্ষয়া প্রিয়ত্বমাহ—তস্মাদ্ বক্ষ্যমাণাদ্ বিষয়জাতাৎ সকাশাৎ স আত্মা প্রেয়ান্ পরমপ্রেমাস্পদং ভবতি। স কঃ তনুযুবতিতনূজার্থমুখ্যং যদ্বিষয়জাতং তৎ যৎ প্রীত্যা প্রীতিপাত্রং ভবতি, যস্য প্রীতিঃ যৎপ্রীতিঃ তয়া সর্ব্বং প্রীতিপাত্রম্। অত্রায়মর্থঃ—সুখ-দুঃখান্যতরসাক্ষাৎকারঃ ভোগঃ স তু আত্মন এব যুজ্যতে, অতো বিষয়-ভোগার্থং প্রবৃত্তস্য প্রথমম্ আত্মপ্রতীতিম্ উদ্দিশ্য তয়া মূলভূতয়া উক্তঃ

(অনুঃ) মাতা তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার সম্মুখে যেমন আঙ্গুর, খর্জ্জুর, আম্র কিংবা উত্তম কদলী ফল রাখেন, সেইরূপ উপনিষৎ অনেক জন্মসঞ্চিত অজ্ঞানসংস্কারবশতঃ চঞ্চল, অতিমূঢ় চিত্তকে নানাবিধ আত্মজ্ঞানোপায় দ্বারা প্রতিবোধিত করিয়াছেন ।৮

৯। আত্মা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তাহাই বলিতেছেন—যাঁহার প্রীতির জন্য শরীর, যুবতী স্ত্রী, পুত্র, অর্থপ্রভৃতি বিষয়সমূহ

(**টীকা**) বিষয়জাতং প্রীতিপাত্রং ভবতি। তত্রাপি প্রথমং তনুঃ—শরীরং, ভোগসাধনত্বাৎ, ততো ভোগেষু অন্তরঙ্গা যুবতিঃ, উভয়প্রীতিজন্যঃ তনুজঃ পুত্রঃ, ততঃ তন্নির্ব্বাহকোঽর্থঃ দ্রব্যং, ততোপ্যর্থসাধ্যম্ অন্যৎ অন্নপানবস্ত্র-তাম্বূলাদিকং প্রীতিপাত্রং ভবতি তথা চ মুখ্যা প্রীতিঃ আত্মনঃ, তদধীনা গৌণী প্রীতিঃ অন্যেষাম্ ইতি প্রত্যক্ষসিদ্ধমেব অস্তি, এবং যস্য মুখ্যা প্রীতিঃ স এবাত্মা প্রেয়ান্ ইত্যর্থঃ। ভবতু আত্মা প্রেয়ান্ তথাপি বিষয়-জাতমপি প্রীতিপাত্রত্বাৎ উপাস্যমেব ইত্যাগতম্ ইত্যাশঙ্ক্য বিষয়েষু প্রীতিপাত্রত্বং প্রাতিভাসিকং তত্র পারমার্থিকং দুঃখপাত্রত্বমেব অস্তি ইত্যাহ —ইতরদিতি। ইতরবিষয়জাতং শোকাস্পদম্ ইত্যনুভবসিদ্ধম্ আদিমধ্যাবসানেষু যদ্দুঃখং তৎ দুঃখাস্পদমেব। উক্তং চ—

"অর্জ্জনে রক্ষণে নাশে ক্লেশদো বিষয়ো ভবেৎ।
সুখায় সজ্জতে তত্র মূঢ়ধীরতিবিস্ময়ঃ ॥" ইতি।

এবম্ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দুঃখাস্পদম্ এতদ্বিষয়জাতং প্রেয়ঃ কথং স্যাৎ? ন স্যাদেব ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ কারণাৎ পণ্ডিতঃ অধিকং যথা ভবতি তথা প্রিয়ং প্রিয়তমম্ আত্মানমেব উপাসীত, ন চ অন্যচ্ছরীরাত্মম্ অথাত্মনঃ সর্ব্বেভ্যোঽধিকত্বং প্রকটয়তি ভার্য্যাত্মমিতি। জীবিতার্থী পুমান্ ভার্য্যাত্মং বিতরতি পুত্রবিত্তাত্মমপি দত্ত্বা স্বাত্মানং রক্ষতি "আত্মানং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি" ইত্যুক্তত্বাৎ। অথ শরীরেঽপি আত্মনিষেধার্থম্ আহ—**বপুরিতি**। আত্মনো জীবস্য শ্রেয়ঃ সুকৃতাতি-শয়ম্ ইচ্ছন্ বপুঃ বিতরতি ভৃগুপতনেন গঙ্গাপ্রবেশেন ক্ষাত্রধর্ম্মেণ

(**অনুঃ**) প্রীতিভাজন হয়, সেই আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। অন্য বিষয়সমূহ বিনাশী বলিয়া শোকাস্পদ, সুতরাং তাহারা কিরূপে প্রিয় হইবে? দেখা যায়—লোক নিজের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া ভার্য্যা, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতিও পরিত্যাগ করে, এবং আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত উচ্চস্থান হইতে পতন, গঙ্গাপ্রবেশ ও ক্ষাত্রধর্ম্মের দ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

যস্মাদ্ যাবৎ প্রিয়ং স্যাদিহ হি বিষয়তস্তাবদস্মিন্ প্রিয়ত্বং
যাবদ্দুঃখং চ যস্মাদ্ ভবতি খলু ততস্তাবদেবাপ্রিয়ত্বং।
নৈকস্মিন্ সর্ব্বকালেঽস্ত্যুভয়মপি কদাপ্যপ্রিয়োঽপি প্রিয়ঃ স্যাৎ
প্রেয়ানপ্যপ্রিয়ো বা সততমপি ততঃ প্রেয় আত্মাখ্যবস্তু ॥১০॥

অন্বয়ঃ। ১০। ইহ যস্মাৎ বিষয়তঃ যাবৎ প্রিয়ং স্যাৎ তাবৎ অস্মিন্ প্রিয়ত্বং হি, যস্মাৎ চ যাবৎ দুঃখং ভবতি ততঃ তাবৎ এব অপ্রিয়ত্বং খলু, উভয়ম্ অপি একস্মিন্ সর্ব্বকালে ন অস্তি, কদা অপি অপ্রিয়ঃ অপি প্রিয়ঃ স্যাৎ, প্রেয়ান্ অপি অপ্রিয়ঃ বা, ততঃ আত্মাখ্যবস্তু সততম্ অপি প্রেয়ঃ।১০

(টীকা) বা শরীরম্ অর্পয়তি এবম্ আত্যন্তিকং প্রিয়ত্বম্ আত্মন এব শরীরাদীনাম্ আপেক্ষিকমিত্যর্থঃ। ৯

১০। অথ অপেক্ষিতং প্রিয়ত্বং বিবিচ্য আহ—ইহ বিষয়ভোগে যস্মাদ্ ভার্য্যাদিবিষয়তঃ সকাশাদ্ যাবৎ সুখং ভবতি তাবদেব অস্মিন্ বিষয়ে প্রিয়ত্বং তথা যস্মাদ্ ভার্য্যাদিবিষয়তঃ সকাশাৎ যাবদ্ দুঃখং তাবদেব অস্মিন্ অপ্রিয়ত্বং এবম্ উভয়মপি প্রিয়ত্বম্ অপ্রিয়ত্বং বা একস্মিন্ বিষয়ে সর্ব্বদা নাস্তি, যতঃ কদাপি অপ্রিয়োঽপি কার্য্যবশাৎ প্রিয়ঃ স্যাৎ, তথা কদাপি প্রেয়ানপি ভার্য্যাদিবিষয়ঃ নিমিত্তবশেন কালবশেন বা অপ্রিয়ঃ স্যাৎ। তত আত্মাখ্যবস্তু সততমপি প্রেয়ঃ। অত্র মূলশ্রুতিঃ—
"ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, তথা তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদ্ অন্তরতরং যদয়মাত্মা স যোঽন্যম্ আত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতি ঈশ্বরোঽহং তথৈব স্যাৎ আত্মানমেব প্রিয়ম্ উপাসীত সত্যম্ আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে নেহাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি"।

(অনুঃ) অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় আত্মার সম্যক্‌রূপে উপাসনা করিয়া থাকেন, অন্য বস্তুর সেবা করেন না।৯

১০। আপেক্ষিক প্রীতি বিচার পূর্ব্বক বলিতেছেন—বিষয় ভোগ

(**টীকা**) ভাষ্যং—যাজ্ঞবল্ক্যো মৈত্রেয়ীং প্রতি বদতি—অরে মৈত্রেয়ি! পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ন ভবন্তি কিন্তু আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি প্রথমতঃ স্বীয় আত্মা প্রিয়ঃ স্যাৎ তর্হি তদর্থং পুত্রা মৃগাস্তে। যথা পুত্রায় কদলীফলেন ভাব্যমিতি রথ্যাং গতস্য মুখ্যা পুত্রপ্রীতিঃ এবোদ্দিষ্টা। তদর্থং ফলাদেঃ তদ্বন্মুখ্যাত্মপ্রীতিঃ তদর্থং পুত্রাদিপ্রীতিঃ। এবম্ আত্মপ্রীতিবিশেষত্বেনৈব সর্ব্বেষাং প্রীতিঃ। অথ তদেতদিতি। তত্র পুত্রবিত্তয়োরীষণাতিপ্রিয়ত্বেন দুস্ত্যজা অথ তদেতদাত্মাখ্যং বস্তু পুত্রাৎ প্রেয়ঃ স্বভাবতঃ পুত্রঃ প্রেয়ান্ তদপেক্ষয়াপি এতৎ প্রেয় ইত্যর্থঃ। তথৈব বিত্তাদপি প্রেয়ঃ অথ কিং প্রত্যেকং বক্তব্যম্। অন্যস্মাদপি সর্ব্বস্মাৎ প্রীতিপাত্রাৎ প্রেয়ঃ ন হি কেবলং বাঙ্‌মাত্রেণাস্য প্রিয়ত্বম্। অতো যুক্তিমাহ—অন্তরতরমিতি। যৎ যস্মাৎ কারণাৎ সঃ যঃ অয়মাত্মা অন্তরতরং ভবতি। অন্তরতরমিতি—অন্তরং আন্তরং পুত্রাদি ততোঽপি আন্তরম্। যুক্ত্যন্তরমাহ—অন্যমিতি অথাত্মনঃ সকাশাৎ অন্যং প্রিয়মিতি ব্রুবাণং পুরুষং প্রতি ইতি ব্রূয়াৎ। ইতীতি কিং। তদাভিমতং যৎ পুত্রবিত্তাদি প্রিয়ং তদ্রোৎস্যতি শোকাস্পদং ভবতি উৎপত্তিস্থিতি-বিনাশাদিকালত্রয়েঽপি দুঃখহেতুত্বাৎ এবং যস্মাৎ দুঃখং ভবতি তৎ কথং প্রিয়ত্বেন গণ্যতে। তদুক্তং ভগবতা—

"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয়! ন তেষু রমতে বুধঃ"॥

যথা যথা বিষয়া দুঃখহেতবঃ ইতি কিমর্থম্ ঈশ্বরঃ কিং তথৈব স্যাৎ ন বেত্যর্থঃ। তস্মাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ন পুত্রাদি এবং য আত্মান-মেবোপাস্তে অস্য হ ইতি নিশ্চয়েন প্রিয়ং পুত্রাদি প্রমাযুক্তং প্রমাবিষয়ো

(**অনুঃ**) সময়ে যে ভার্য্যাদি বিষয় হইতে যতটুক সুখ হয়, তাহা ততটুক প্রিয় হইয়া থাকে। আর যে বিষয় হইতে যে পরিমাণ দুঃখ হয়, তাহা সেই পরিমাণ অপ্রিয় হয়। সুখ ও দুঃখ একটী বস্তুতে

শ্রেয়ঃ প্রেয়শ্চ লোকে দ্বিবিধমভিহিতং কাম্যমাত্যন্তিকং চ
কাম্যং দুঃখৈকবীজং † ক্ষণলববিরসং তচ্চিকীর্ষন্তি মন্দাঃ।
ব্রহ্মৈবাত্যন্তিকং যন্নিরতিশয়সুখস্যাস্পদং সংশ্রয়ন্তে
তত্ত্বজ্ঞাস্তচ্চ কাঠোপনিষদভিহিতং ষড়্‌বিধায়াং চ বল্ল্যাং ॥১১॥

অন্বয়ঃ। ১১। লোকে শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ কাম্যম্ আত্যন্তিকং চ দ্বিবিধম্ অভিহিতম্, কাম্যং দুঃখৈকবীজং ক্ষণলববিরসং মন্দাঃ তৎ চিকীর্ষন্তি। আত্যন্তিকং ব্রহ্ম এব, যৎ তত্ত্বজ্ঞা নিরতিশয়সুখস্য আস্পদং সংশ্রয়ন্তে, তৎ চ কঠোপনিষদভিহিতং ষড়্‌বিধায়াং বল্ল্যাং চ (অস্তি)। ১১

(টীকা) ন ভবতি ন স্ফুরতি ঘৃতাস্বাদে তৈলভক্ষণবদ্ ইত্যর্থঃ, তদুক্তং ভগবতা—"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" ইতি ॥১০

১১। অথ অত্র কঠোপনিষদং সম্বাদয়তি। লোকে শ্রেয়ঃ প্রেয়শ্চ দ্বিবিধম্ অভিহিতং—প্রোক্তম্। শ্রেয়ঃ সুকৃতসাধনং, প্রেয়ঃ প্রেমাস্পদং, তদ্ দ্বেধা—কাম্যম্ আত্যন্তিকং চ। কাম্যং শ্রেয়ঃ ফলোদ্দেশেন ক্রিয়মাণম্ উপযাচিতাদিকং চ। আত্যন্তিকং মোক্ষসাধনং তথা প্রেয়ঃ অপি কাম্যং জায়া পুত্রাদি আত্যন্তিকং আত্মাখ্যং তত্র শ্রেয়ঃ প্রেয়ো বা যৎ কাম্যং তদ্ দুঃখৈকবীজং দুঃখনিদানং, তর্হি তত্র লোকানাং প্রবৃত্তিঃ কথং দৃশ্যতে ইত্যত আহ—ক্ষণলববিরসং—শুক্তিকারজতবৎ নিমিষমাত্রং দৃষ্টিরম্যং তন্মন্দাঃ মূর্খাশ্চিকীর্ষন্তি—বাঞ্ছন্তি। তথা আত্যন্তিকং শ্রেয়ো

(অনুঃ) সর্ব্বদা থাকে না, কখনও অপ্রিয় বস্তু প্রিয় এবং প্রিয়বস্তু অপ্রিয় হইয়া থাকে। অতএব আত্মরূপ বস্তু সর্ব্বদাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।১০

১১। এ বিষয়ে কঠোপনিষৎ প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিতেছেন—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ প্রত্যেকটী কাম্য ও আত্যন্তিকভেদে দুই প্রকার। শ্রেয়ঃ—মোক্ষ, প্রেয়ঃ—প্রেমাস্পদ বস্তু, কাম্য শ্রেয়ঃ হইতেছে—ফলের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মাদি, এবং কাম্য প্রেয়ঃ—জায়া, পুত্রাদি,

† "ভাজং" ইতি পাঠান্তরম্।

আত্মাম্ভোধেস্তরঙ্গোঽস্ম্যহমিতি গমনে ভাবয়ন্নাসনস্থঃ
সংবিৎসূত্রানুবদ্ধো ‡ মণিরহমিতি বাঽস্মীন্দ্রিয়ার্থপ্রতীতৌ।
দৃষ্টোঽস্ম্যাত্মাবলোকাদিতি শয়নবিধৌ মগ্ন আনন্দসিন্ধা-
বন্তর্নিষ্ঠো মুমুক্ষুঃ স খলু তনুভৃতাং যো নয়ত্যেবমায়ুঃ ॥১২॥

অন্বয়ঃ। ১২। গমনে অহম্ আত্মাম্ভোধেঃ তরঙ্গঃ অস্মি ইতি, আসনস্থঃ অহং সংবিৎসূত্রানুবদ্ধঃ মণিঃ অস্মি বা ইতি, ইন্দ্রিয়ার্থপ্রতীতৌ আত্মাবলোকাৎ দৃষ্টঃ অস্মি ইতি, শয়নবিধৌ আনন্দসিন্ধৌ মগ্নঃ (অস্মি ইতি) ভাবয়ন্, তনুভৃতাং যঃ অন্তর্নিষ্ঠঃ মুমুক্ষুঃ সঃ এবম্ আয়ুঃ নয়তি। ১২

(টীকা) শ্রেয়ো বা ব্রহ্মৈব যতো নিরতিশয়সুখাস্পদম্ তত্ত্বজ্ঞাঃ শ্রয়ন্তে ইত্যেতৎ প্রমেয়ং কঠবল্ল্যুপনিষদি অভিহিতম্। অথ কঠোপনিষদো বহুধা পঠিতাঃ সন্তি। প্রকৃতে এতৎ প্রমেয়ং কুত্র স্থলে নিরূপিতমস্তি ইত্যত আহ—ষড়্‌ধায়াং চ বল্ল্যাম্ ॥১১

১২। অথ ব্রহ্মৈকত্বভাবনয়া নিষ্পন্নস্য অন্তর্নিষ্ঠস্য স্বরূপং শ্লোক-দ্বয়েন আহ। এবং নিরূপিতপ্রকারেণ যো মুমুক্ষুঃ আয়ুঃ নয়তি পরি-কলয়তি সঃ অন্তর্নিষ্ঠ ইতি উচ্যতে। অথ কিং কুর্বন্ আয়ুঃ পরিকলয়তি ইত্যাহ—আত্মেতি। গমনে অহমাত্মাম্ভোধেঃ তরঙ্গঃ ইতি ভাবয়ন্ স্থানা-ন্তরচলনে সতি যথা তরঙ্গো বাহ্যাভ্যন্তরতো জলময় এব সন্ ইতস্ততঃ

(অনুঃ) কাম্য শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ একমাত্র দুঃখের কারণ; তাহা নিমেষমধ্যে অপ্রীতিকর হয়। মন্দ অধিকারিগণ কাম্যশ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ প্রার্থনা করিয়া থাকে। আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ব্রহ্মই, ব্রহ্মই নিরতিশয় সুখের স্থান বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ইহা কঠোপনিষদে ছয়টী বল্লীতে উক্ত হইয়াছে। ১১

১২। দুইটী শ্লোকের দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মভাবনার দ্বারা নিষ্পন্ন অন্তর্নিষ্ঠ পুরুষের স্বরূপ বলিতেছেন—মুমুক্ষু গমনসময়ে বিবেচনা করেন—

‡ বিদ্ধো ইতি পাঠান্তরং।

বৈরাজব্যষ্টিরূপং জগদখিলমিদং নামরূপাত্মকং স্যাৎ
অন্তঃস্থপ্রাণমুখ্যাৎ প্রচলতি চ পুনর্ব্বেত্তি সর্ব্বান্ পদার্থান্।
নায়ং কর্ত্তা ন ভোক্তা সবিতৃবদিতি যো জ্ঞানবিজ্ঞানপূর্ণঃ
সাক্ষাদিত্থং বিজানন্ ব্যবহরতি পরাত্মানুসন্ধানপূর্ব্বম্ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ। ১৩। জ্ঞানবিজ্ঞানপূর্ণঃ যঃ নামরূপাত্মকম্ ইদম্ অখিলং জগৎ বৈরাজব্যষ্টিরূপং স্যাৎ, অন্তঃস্থপ্রাণমুখ্যাৎ প্রচলতি চ, সর্ব্বান্ পদার্থান্ পুনঃ বেত্তি, অয়ং সবিতৃবৎ ন কর্ত্তা ন ভোক্তা ইত্থং সাক্ষাৎ বিজানন্ পরমাত্মানুসন্ধানপূর্ব্বং ব্যবহরতি।১৩

(টীকা) চলতি এবমহং জীবোহপ্যগাধস্য আত্মসমুদ্রস্য তরঙ্গ ইবাস্মীতি ভাবয়ন্ গচ্ছতি ইত্যর্থঃ। ক্রীড়ন্নূর্মিরপামিবেতি শ্রুতেঃ। অথ আসনস্থঃ যথাস্থিতো মুমুক্ষুঃ সম্বিৎ সূত্রানুবিদ্ধো মণিরহমস্মি ইতি ভাবয়ন্ সম্বিদ্রূপং যৎ সূত্রং তেনানুবিদ্ধঃ প্রোতঃ অহং জীবলক্ষণো মণিরস্মি ইতি ভাবয়ন্ আস্তে। "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" ইতি ভগবদ্বচনাৎ। এবং দেহব্যাপারে অন্তর্নিষ্ঠত্বং দর্শয়ন্ ইদানীম্ ইন্দ্রিয়ব্যাপারে নিরূপয়তি—হৃষ্ট ইতি। ইন্দ্রিয়ার্থপ্রতীতৌ সত্যাম্ আত্মাবলোকাদাত্মদর্শনান্মেদানীম্ আত্মদর্শনং বৃত্তমিতি মত্বা হৃষ্টোঽস্মীতি ভাবয়ন্ অথ ইন্দ্রিয়োপরমেঽপ্যাহ—শয়নবিধাবিতি। শয়নবিধৌ সুষুপ্তিকালান্তে অহমানন্দসিন্ধৌ মগ্নঃ অভূবমিতি ভাবয়ন্ ॥১২

(অনুঃ) "আমি আত্মসমুদ্রের তরঙ্গ", যেমন তরঙ্গ জলময় হইয়াও ইতস্ততঃ গমন করে, সেইরূপ জীব "আমি আত্মসমুদ্রের তরঙ্গ" ভাবিয়া বিচরণ করেন। যখন আসনে উপবিষ্ট থাকেন, তখন ভাবেন—আমি জ্ঞানসূত্রদ্বারা বিদ্ধ মণি। আর যখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হয়, তখন আত্মদর্শন হইল বলিয়া আনন্দিত হন। আর সুষুপ্তিকালান্তে আনন্দসমুদ্রে মগ্ন হইয়াছিলাম বলিয়া মনে করেন। যিনি জীবের মধ্যে অন্তর্দর্শী মুমুক্ষু, তিনি এইরূপে আয়ুঃ অতিবাহিত করেন।১২

১৩। যিনি শাস্ত্রজনিত জ্ঞান ও অনুভবরূপ বিজ্ঞানসম্পন্ন তিনি

নৈর্ব্বেদ্যং জ্ঞানগর্ভং দ্বিবিধমভিহিতং তত্র বৈরাগ্যমাদ্যং
প্রায়ো দুঃখাবলোকাদ্ভবতি গৃহ-সুহৃৎ-পুত্রবিত্তৈষণাদেঃ।
অন্যদ্ জ্ঞানোপদেশাদ্ যদুদিতবিষয়ে বাস্তবদ্ধেয়তা স্যাৎ
প্রব্রজ্যাপি দ্বিধাস্যান্নিয়মিতমনসাং গেহতো দেহতশ্চ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ। ১৪। তত্র নৈর্ব্বেদ্যং জ্ঞানগর্ভং [চ ইতি]·দ্বিবিধং বৈরাগম্ অভিহিতম্, আদ্যং গৃহসুহৃৎপুত্রবিত্তৈষণাদেঃ প্রায়ঃ দুঃখাবলোকাৎ ভবতি, অন্যৎ যৎ জ্ঞানোপদেশাৎ [ভবতি] উদিতবিষয়ে বাস্তবং হেয়তা স্যাৎ। প্রব্রজ্যা অপি নিয়মিতমনসাং গেহতঃ দেহতঃ চ দ্বিধা স্যাৎ। ১৪

টীকা। ১৩। অথ দ্বিতীয়ং শ্লোকম্ আহ—জ্ঞানং শাস্ত্রোত্থং বিজ্ঞানম্ অনুভবঃ, তাভ্যাং পূর্ণো যঃ পুমান্ ভবতি সাক্ষাৎ ইর্থমিতি বিজানন্ আত্মানুসন্ধানপূর্ব্বং ব্যবহরতি ইতি কিম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—বৈরাজেতি। অত্র এতদ্ উক্তং ভবতি—আত্মাকারান্তঃকরণপ্রবৃত্তিঃ পুমান্ যদা বাহ্যদৃষ্টিঃ ভবতি তদা নামরূপাত্মকম্ অখিলং সমগ্রং বিচিত্রং জগৎ স্থূলসমষ্টিরূপস্য জগতো বিরাজো ব্রহ্মণো ব্যষ্টিরূপম্ ইতি পশ্যন্ কুৎসানিন্দাসূয়াব্যতিরিক্তঃ সন্ ব্যবহরতি, তথা ব্যষ্টিরূপং জগৎ অন্তঃস্থপ্রাণমুখ্যাৎ চিদ্রূপাৎ প্রচলতি ব্যাপারং করোতি, তথা তস্মাৎ এব সম্বিৎরূপাৎ পদার্থান্ বেত্তি ইতি বিজানন্ তদনুসন্ধানপূর্ব্বমেব ব্যবহরতি। তথা অয়ম্ আত্মা সবিতৃবৎ সূর্য্যবৎ

(**অনুবাদ**) যখন পুরুষের অন্তঃকরণবৃত্তি আত্মাকারে আকারিত হয়, তখন তিনি নামরূপাত্মক এই সমস্ত জগৎ বিরাট্ ব্রহ্মের ব্যষ্টিরূপ জানিয়া, এবং ইহা অন্তঃস্থ প্রাণমুখ্য অর্থাৎ চিৎস্বরূপ আত্মা হইতে ক্রিয়াবান্ মনে করিয়া জ্ঞানময় আত্মাকে অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত পদার্থকে জানেন, এই আত্মা সূর্য্যের ন্যায় কর্ত্তা ও ভোক্তা নহেন, অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় আত্মা কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানশূন্য—এইরূপ প্রত্যক্ষভাবে জানিয়া পরমাত্মার অনুসন্ধানপূর্ব্বক শয়নভোজনাদি লৌকিক ব্যবহার করিয়া থাকেন।১৩

১৪। বিজ্ঞানের উপায়ভূত বৈরাগ্য দুইপ্রকার, তন্মধ্যে একটী

(**টীকা**) ন কর্ত্তা চালকত্বেঽপি কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যঃ, তথা ন ভোক্তা। পদার্থগ্রাহকত্বেঽপি ভোক্তৃত্বাদ্যভিমানশূন্যঃ, তদ্বৎ ব্যবহরতি ইতি তাৎপর্য্যম্ ।১৩

১৪। অথ দ্বিপ্রকারবৈরাগ্যম্ আহ—তত্র বিজ্ঞানোপায়ে বৈরাগ্যং দ্বিবিধম্ অভিহিতম্ প্রোক্তম্, অথ তস্য দ্বৈবিধ্যম্ আহ—একং নৈর্ব্বেদ্যম্, অপরং জ্ঞানগর্ভং চ। নির্ব্বেদাৎ দুঃখাৎ উৎপন্নং নৈর্ব্বেদ্যম্, তদেব আহ—আদ্যং নৈর্ব্বেদ্যং গৃহসুহৃৎপুত্রবিত্তৈষণাদেঃ প্রায়ো দুঃখাবলোকাৎ ভবতি। এতদ্ অগ্রে দুঃখজনকং ভবিষ্যতি ইতি বৃশ্চিকস্পর্শবৎ দুঃখদর্শনাৎ ন আদ্রিয়তে, আদৃতমপি ত্যজ্যতে। অথ জ্ঞানগর্ভং বৈরাগ্যম্ আহ—অন্যৎ ইতি। অন্যদ্ দ্বিতীয়ং জ্ঞানোপদেশাৎ ভবতি। প্রথমং দুঃখদর্শনাৎ ইত্যুক্তম্, অপরম্ আত্মাতিরিক্তং সর্ব্বং দুঃখরূপম্ ইত্যাদ্যুপদেশাৎ উদিতবিষয়ে উক্তবিষয়ে গৃহসুহৃৎপুত্রকলত্রাদিকে বান্তবৎ হেয়তা স্যাৎ। যথা জুগুপ্সয়া বান্তে জাতে সতি পুনঃ তদ্‌গ্রহণেচ্ছা ন উৎপদ্যতে। তদ্বৎ বিষয়বৈরস্যজ্ঞানাৎ পুনঃ বিবেকিনঃ তদ্‌গ্রহণেচ্ছা ন উৎপদ্যতে। তদুক্তং বাসিষ্ঠে—"বুধ্বাপ্যত্যন্তবৈরস্যং যঃ পদার্থেষু দুর্ম্মতিঃ। বধ্নাতি বাসনাং ভূয়ো নরো নাসৌ স গর্দ্দভঃ"॥ ইতি। অথ প্রব্রজ্যাপি দ্বিধা ভবতি, প্রথমং গেহতঃ গৃহাৎ প্রব্রজ্যা, অপরা দেহতশ্চ। দেহেঽভিমানশূন্যত্বমেব দেহতঃ প্রব্রজ্যেত্যর্থঃ ।১৪

(**অনুবাদ**) নৈর্ব্বেদ্য—নির্ব্বেদত্ব, অপরটী জ্ঞানগর্ভ। প্রথমটী—গৃহ বা গৃহিণী, মিত্র, পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণা প্রভৃতিতে দুঃখদর্শনবশতঃ প্রায়ই হইয়া থাকে। অপরটী আত্মভিন্ন সমস্ত দুঃখরূপ—এইরূপ উপদেশবশতঃ হয়। তখন উক্তবিষয়ে অর্থাৎ পুত্র, কলত্র প্রভৃতিতে বমনের ন্যায় হেয়ত্ববুদ্ধি উৎপন্ন হয়। প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাসও দুই প্রকার, ইহা শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণের হইয়া থাকে, প্রথমে গৃহে, পশ্চাৎ দেহে সন্ন্যাস হয়। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি প্রথমে গৃহত্যাগ করেন, অনন্তর দেহাভিমানশূন্য হন ।১৪

যঃ কশ্চিৎ সৌখ্যহেতো স্ত্রিজগতি যততে নৈব দুঃখস্য হেতোঃ
দেহেঽহন্তা তদুত্থা স্ববিষয়মমতা চেতি দুঃখাস্পদে দ্বে।
জানন্ রোগাভিঘাতাদ্যনুভবতি যতো নিত্যদেহাত্মবুদ্ধিঃ
ভার্য্যাপুত্রার্থনাশে বিপদমথ পরামেতি নারাতিনাশে ॥১৫॥

অন্বয়ঃ। ১৫। ত্রিজগতি যঃ কশ্চিৎ সৌখ্যহেতোঃ যততে দুঃখস্য হেতোঃ ন এব, দেহে অহন্তা তদুত্থা স্ববিষয়মমতা চ ইতি দ্বে দুঃখাস্পদে, যতঃ জানন্ নিত্যদেহাত্মবুদ্ধিঃ রোগাভিঘাতাদি অনুভবতি, অথ ভার্য্যাপুত্রার্থনাশে পরাং বিপদম্ এতি, অরাতি-নাশে ন। ১৫

টীকা। ১৫। অথ উপদেশপ্রকারম্ আহ—ত্রিজগতি লোকত্রয়েঽপি যঃ কশ্চিৎ পুরুষঃ সৌখ্যহেতোঃ সুখং মে ভূয়াদিতি যততে প্রযত্নং করোতি পরন্তু দুঃখস্য হেতোঃ নৈব যততে এবং সতি যা দেহে অহন্তা তথা তদুত্থা দেহহিতার্থম্ উৎপন্না স্ববিষয়মমতা চ ইতি দুঃখাস্পদে দুঃখস্থানে ভবতঃ। এবং জানন্নপি নিত্যদেহাত্মবুদ্ধিঃ পুরুষঃ রোগাভিঘাতাদ্যনু-ভবতি। রোগো জ্বরাদিঃ, অভিঘাতঃ তাড়নাদি, এবং দেহোঽহমিতি বুদ্ধ্যা রোগাভিঘাতাদি দুঃখম্ অনুভবতি, তথা ভার্য্যাপুত্রাদিষু মমতানিবেশেন তন্নাশে পরাম্ উৎকৃষ্টাং বিপদমেতি প্রাপ্নোতি, পরন্তু অহংমমতাশূন্যো দুঃখী ন ভবতি; যথা অরাতেঃ বৈরিণো নাশে সতি মমতাশূন্যত্বাৎ দুঃখী ন

অনুবাদ। ১৫। ত্রিভুবনে যে কোন লোক 'আমার সুখ হউক' এইরূপ মনে করিয়া প্রযত্ন করে। নিজের দুঃখের নিমিত্ত কেহই চেষ্টা করে না। দেহের হিতের নিমিত্ত দেহে অহংভাব অর্থাৎ 'আমি দেহ' এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, এবং নিজ নিজ বিষয়ে মমতা হইয়া থাকে। এই অহন্তা ও মমতা দুই প্রকার দুঃখস্থান। লোক এইরূপ জানিয়াও সতত দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া রোগজন্য দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। কারণ, স্ত্রী, পুত্র ও অর্থনাশে মানব মমতাহেতু অত্যন্ত বিপৎ প্রাপ্ত হয়, শত্রুনাশে মমতাশূন্যতাপ্রযুক্ত বিপন্ন হয় না।১৫

তিষ্ঠন্ গেহে গৃহেশোঽপ্যতিথিরিব নিজং ধাম গন্তুং চিকীর্ষুঃ
দেহস্থে দুঃখসৌখ্যে ন ভজতি সহসা নির্ম্মমত্বাভিমানঃ।
আয়াত্রায়াস্যতীদং জলদপটলবদ্‌যাতৃ যাস্যত্যবশ্যং
দেহাদ্যং সর্ব্বমেতৎ প্রবিদিতবিষয়ো যশ্চ তিষ্ঠত্যযত্নঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ। ১৬। গৃহেশঃ গৃহে তিষ্ঠন্ অপি অতিথিঃ ইব নিজং ধাম গন্তুং চিকীর্ষুঃ নির্ম্মমত্বাভিমানঃ [সন্] সহসা দেহস্থে দুঃখসৌখ্যে ন ভজতি। আয়াতৃদেহাদ্যম্ ইদম্ সর্ব্বম্ আয়াস্যতি, যাতৃ এতৎ জলদপটলবৎ অবশ্যং যাতি। যঃ চ প্রবিদিতবিষয়ঃ অযত্নঃ তিষ্ঠতি। ১৬

(টীকা) ভবতি তথা চ যত্র অহন্তা মমতা বা তত্রৈব দুঃখসাহচর্য্যম্ ইতি। ধূমবহ্নিসাহচর্য্যবৎ নিশ্চিতম্ ইত্যর্থঃ।১৫

১৬। অথ গৃহাৎ বহিঃ প্রব্রজিতুম্ অশক্তস্য বিবেকিনোঽপি পুরুষস্য মোক্ষোপায়ম্ আহ—গৃহেশো গৃহস্থঃ গেহে তিষ্ঠন্নপি দেহস্থে দুঃখসৌখ্যে ন ভজতি ন স্পৃশতি। কঃ ইব, গেহে তিষ্ঠন্ অতিথিরিব, মার্গস্থঃ ইব; কিম্ভূতঃ অতিথিঃ নিজং ধাম গন্তুং চিকীর্ষুঃ স্বগ্রামং গন্তুম্ ইচ্ছুঃ। ক্ষণম্ অধিবাসস্থলং প্রাপ্তস্য অস্মাৎ শ্বঃ গন্তব্যম্ অস্তি ইতি কৃতনিশ্চয়স্য যথা নিঃস্পৃহত্বং, তথৈব প্রকৃতেঽপি ইত্যর্থঃ। কিম্ভূতো গৃহস্থঃ নির্ম্মমত্বাভিমানঃ মমতাভিমানশূন্যঃ, তর্হি স্থিতেষু গতেষু বা বিষয়েষু কথম্ উদাসীনঃ, ইত্যত আহ—আয়াতৃ আগমিষ্যৎ দেহাদি পদার্থজাতম্ অবশ্যম্ আয়াস্যত্যেব, তথা যাতৃ গমিষ্যদ্বস্তু যাস্যত্যেব, কিংবৎ জলদপটলবৎ জলদপটলং স্বপ্রযত্নেন ন আয়াতি বিধিবশাৎ আয়াতমপি স্বপ্রযত্নেন ন নির্গচ্ছতি

অনুবাদ। ১৬। [যে বিবেকী পুরুষ সন্ন্যাসগ্রহণে অসমর্থ, তাঁহার গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক মোক্ষোপায় বলিতেছেন—] অতিথি যেমন গৃহে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া অন্য বস্তুতে উদাসীন হয়। সেইরূপ দেহাভিমানী গৃহস্থ দেহে অবস্থান করিয়াও দেহগত সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হন না। আগমনশীল দেহাদি সমস্ত পদার্থ আসিবে এবং গমনশীল পদার্থসমূহ

শক্ত্যা নির্ম্মোকতঃ স্বাদ্বহিরহিরিব যঃ প্রব্রজন্ স্বীয়গেহাৎ
ছায়াং মার্গক্রমোত্থাং পথিক ইব মনাক্ সংশ্রয়েদ্ দেহসংস্থাং।
ক্ষুৎপর্য্যাপ্তং তরুভ্যঃ পতিতফলময়ং প্রার্থয়েদ্ ভৈক্ষমন্নং
স্বাত্মারামং প্রবেষ্টুং স খলু সুখময়ং প্রব্রজেৎ দেহতোঽপি ॥১৭॥

অন্বয়ঃ। যঃ শক্ত্যা স্বীয়গেহাৎ প্রব্রজন্ সর্পঃ স্বাৎ নির্ম্মোকতঃ ইব বহির্যাতি, পথিকঃ মার্গক্রমোত্থাং ছায়াম্ ইব মনাক্ দেহসংস্থাং সংশ্রয়েৎ, তরুভ্যঃ ক্ষুৎপর্য্যাপ্তং পতিতফলময়ং ভৈক্ষম্ অন্নং প্রার্থয়েৎ, স খলু সুখময়ং স্বাত্মারামং প্রবেষ্টুং দেহতঃ অপি প্রব্রজেৎ। ১৭

(টীকা) এবম্ ইত্থং প্রাবিদিতবিষয়ঃ প্রবিদিতঃ অন্বয়ব্যতিরেকেণ জ্ঞাতঃ বিষয়োঽভিপ্রায়ো যেন স তথাভূতঃ পুরুষঃ অযত্নঃ সন্ গৃহে তিষ্ঠতি।১৬

১৭। অথ প্রাগুক্তা দ্বিবিধপ্রব্রজ্যা পৃথগনুবদতি যঃ পুরুষঃ শক্ত্যা বৈরাগ্যবলেন স্বীয়গেহাৎ সকাশাৎ সর্পো যথা বলেন নির্গচ্ছতি কঞ্চুকং ত্যক্ত্বা বহির্যাতি তথা পুত্রকলত্রাগ্যনাদিস্নেহাদ্যনুবন্ধেন দুস্ত্যজাদপি স্বগৃহাৎ বলেন প্রব্রজতি। তথা যঃ দেহসংস্থাং জীবনোপায়ং মনাক্ সংশ্রয়েৎ। অনুষ্ঠানসিদ্ধিপ্রয়োজনমাত্রমিতি কৃত্বা অস্য আহারাদিকং সংস্থাং শ্রয়েৎ। ক ইব মার্গক্রমোত্থাং ছায়াং পথিক ইব। অগ্রে গন্তব্যম্ অস্তীতি ক্রমচ্ছায়ায়াং ক্ষণং বিশ্রমতে। ন তু তত্রাস্থাং করোতি। অথ দেহধারণার্থং নির্ব্বাহম্ আহ। তরুভ্যঃ সকাশাৎ ক্ষুৎপর্য্যাপ্তং ভৈক্ষ্যম্ অন্নং প্রার্থয়েৎ ন সংগ্রহবুদ্ধ্যা। কিম্ভূতম্ অন্নং পতিতফলময়ং বাতাদিনা পতিতানি

(অনুঃ) মেঘমালার ন্যায় নষ্ট হইবে—তিনি এইরূপে সমস্ত বিষয় জানিয়া কোন বস্তুতে যত্নপরায়ণ না হইয়াও গৃহে অবস্থান করিয়া থাকেন।১৬

১৭। সর্প যেমন বলপূর্ব্বক নিজ খোলস ত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া যায়, সেইরূপ যিনি বৈরাগ্যবলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বকীয় গৃহ হইতে বাহিরে গমন করেন; পথিক যেমন পথি-পার্শ্বস্থ বৃক্ষের ছায়াকে আশ্রয় করে, সেইরূপ যিনি জীবনোপায় অল্পই আশ্রয়

কামো বুদ্ধাবুদেতি প্রথমমিহ মনস্যুদ্দিশত্যর্থজাতং
তদ্ গৃহ্ণাতীন্দ্রিয়াস্যৈস্তদনভিগমতঃ ক্রোধ আবির্ভবেচ্চ।
প্রাপ্তাবর্থস্য সংরক্ষণমতিরুদিতো লোভ এতত্ত্রয়ং স্যাৎ
সর্ব্বেষাং পাপহেতুস্তদিহ মতিমতা ত্যাজ্যমধ্যাত্মযোগাৎ॥১৮॥

অন্বয়ঃ। ১৮। ইহ প্রথমং বুদ্ধৌ কাম উদেতি, [ততঃ] মনসি অর্থজাতম্ উদ্দিশতি, তৎ ইন্দ্রিয়াস্যৈঃ গৃহ্ণাতি, তদনভিগমতঃ ক্রোধঃ আবির্ভবেৎ চ, অর্থস্য প্রাপ্তৌ সংরক্ষণমতিঃ লোভঃ উদিতঃ. এতৎ ত্রয়ং সর্ব্বেষাং পাপহেতুঃ স্যাৎ, তৎ ইহ মতিমতা অধ্যাত্মযোগাৎ [ত্রয়ং] ত্যাজ্যম্। ১৮

(টীকা) যানি ফলানি তন্ময়ং ন তু ফলচ্ছেদেন। অথ দেহাভিমানমপি ত্যজেৎ ইত্যাহ। স পুরুষঃ সুখময়ং সুখস্বরূপং স্বাত্মারামং প্রবেষ্টুং দেহতোঽপি প্রব্রজেৎ। দেহাভিমানশূন্যত্বমেব দেহতঃ প্রব্রজ্যা ইত্যর্থঃ।১৭

১৮। ইদানীং কামক্রোধলোভাঃ সর্ব্বেষাং পাপহেতবো ভবন্তি ইত্যাহ। মূলভূতঃ কামোঽভিলাষঃ প্রথমং বুদ্ধৌ উদেতি। ততো মনসি অর্থজাতং পদার্থজাতং রূপরসাদি, তন্মধ্যে অমুকেন ভবিতব্যম্ ইতি উদ্দিশতি সঙ্কল্পবিষয়ং করোতি, ততঃ তৎপদার্থজাতম্ ইন্দ্রিয়াস্যৈঃ চক্ষুরাদীন্দ্রিয়মুখৈঃ গৃহ্ণাতি গ্রহীতুং যততে, এবং কৃতেঽপি যত্নে তদনভিগমতঃ তেষাম্ অনধিগমঃ অনেকান্তরায়ৈঃ অপ্রাপ্তিঃ, তদা ক্রোধঃ আবির্ভবতি "কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে" ইতি ভগবদ্বচনাৎ। অথ দৈববশাদ্ অর্থস্য প্রাপ্তৌ নানা উপায়ৈঃ তদ্রক্ষণার্থং যা মতিঃ স্বীয়ত্বাভিমানঃ স

(অনুবাদ) ফলরূপ ভিক্ষার প্রার্থনা করেন, সেই পুরুষই সুখস্বরূপ আত্মপ্রীতিলাভ করিবার জন্য দেহাভিমানশূন্য হইয়া থাকেন।১৭

১৮। এ সংসারে পূর্ব্বেই বুদ্ধিতে কামনা উদিত হয়। পরে মানব মনেতে বিষয়ের সঙ্কল্প করিয়া থাকে। তাহার পর ইন্দ্রিয়রূপ মুখসমূহের দ্বারা অর্থ গ্রহণ করে। যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় লাভ

দানং ব্রহ্মার্পণং যৎ ক্রিয়ত ইহ নৃভিঃ স্যাৎ ক্ষমাঽক্রোধসংজ্ঞা
শ্রদ্ধাস্তিক্যং চ সত্যং সদিতি পরমতঃ সেতুসংজ্ঞং চতুষ্কং।
তৎ স্যাদ্ বন্ধায় জন্তোরিতি চতুর ইমান্ দানপূর্ব্বৈশ্চতুর্ভিঃ
তীর্ত্বা শ্রেয়োঽমৃতং চ শ্রয়ত ইহ নরঃ স্বর্গতিং জ্যোতিরাপ্তিং॥১৯॥

অন্বয়ঃ। ১৯। ইহ নৃভিঃ যদ্ ব্রহ্মার্পণং ক্রিয়তে, তদ্দানম্, [ইতি প্রোক্তম্] অক্রোধসংজ্ঞা ক্ষমা স্যাৎ, আস্তিক্যং চ শ্রদ্ধা স্যাৎ, সত্যং সৎ ইতি, অতঃপরং চতুষ্কং সেতু-সংজ্ঞং, তদ্ জন্তোঃ বন্ধায় স্যাৎ, নরঃ ইমান্ চতুরঃ দানপূৈঃ চতুর্ভিঃ তীর্ত্বা শ্রেয়ঃ অমৃতং চ শ্রয়তে, ইহ স্বর্গতিং জ্যোতিরাপ্তিং চ [শ্রয়তে]। ১৯

(টীকা) এব লোভঃ উদিতঃ এবম্ এতত্রয়ং কামক্রোধলোভরূপং সর্ব্বেষাং জীবানাং পাপহেতুঃ সকলদুঃখস্বরূপসংসারকারণম্ ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্ এতন্মতিমতা পুরুষেণ ত্যাজ্যম্। কুতঃ অধ্যাত্মযোগাৎ। বুদ্ধেঃ পরতো বর্ত্তমানম্ অধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মরূপং তস্য যোগাৎ। নিরন্তরানুসন্ধানরূপাদ্ অভ্যাসযোগাৎ ইত্যর্থঃ।১৮

১৯। এবং কামক্রোধাদিদৈত্যনিবর্হণেন দেবত্বপ্রাপ্তিঃ ইত্যেতস্মিন্ অর্থে সামবেদোক্তং কল্মাষসাম সংবাদয়ন্ আহ—নৃভিঃ মনুষ্যৈঃ যদ্ ব্রহ্মার্পণং ব্যয়ীক্রিয়তে তদ্দানমিতি প্রোক্তং, তথা যা অক্রোধসংজ্ঞা সা ক্ষমা প্রোক্তা, তথা আস্তিক্যম্ অস্ত্যেব অনেন প্রয়োজনমিতি বিশ্বাস-

---

(অনুবাদ) রক্ষার নিমিত্ত যে বুদ্ধি, তাহার নাম লোভ; এই কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটী পাপের কারণ। অতএব বুদ্ধিমান্ পুরুষ সংসারে আত্মার নিরন্তর অনুসন্ধান করিয়া এই তিনটীকে বর্জ্জন করিবে।১৮

১৯। [এইরূপে কামক্রোধাদি দৈত্যের নিগ্রহদ্বারা দেবত্বপ্রাপ্তি হয়, এজন্য সামবেদোক্ত "কল্মাষ সাম" নামক মন্ত্র কি বলে তাহাই বলিতেছেন—] মনুষ্যগণ যাহা পরব্রহ্মে অর্পণ করিয়া থাকেন, তাহাই এখানে দান বলিয়া কথিত হয়। যাহার নাম অক্রোধ, তাহাকে ক্ষমা বলা

(টীকা) রূপিণী বুদ্ধিঃ শ্রদ্ধা ইত্যুচ্যতে। তথা সত্যং সদিতি ব্রহ্মেতি চতুষ্টয়ং মুক্তেঃ সাধনম্ অত এভ্যঃ পরম্ অন্যদ্ বিরুদ্ধস্বরূপচতুষ্কং সেতুসংজ্ঞং ভবতি। অদানং ক্রোধোঽশ্রদ্ধাঽসত্যম্ ইতি যৎ সেতুচতুষ্টয়ং তজ্জন্তোঃ প্রাণিনঃ বন্ধায় ভবতি ইতি কারণাৎ ইমান্ পূর্ব্বোক্তান্ চতুরঃ সেতূন্ দানপূর্ব্বৈঃ চতুর্ভিঃ তীর্ত্বা উল্লঙ্ঘ্য নরঃ পুরুষার্থী শ্রেয় অমৃতং স্বর্গতিং জ্যোতিরাপ্তিং চ শ্রয়তে প্রাপ্নোতি শ্রেয়ঃ সুকৃতাতিশয়ম্ অমৃতং দেবত্বং স্বর্গতিম্ ঊর্দ্ধগতিং জ্যোতিরাপ্তিং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ।

অত্র শ্রুতিঃ—হা উঃ ৩ সেতূংস্তর ৩ দুস্তরান্ ৩ অক্রোধেন ক্রোধং হা উ ৩ পূর্ব্বং দেবেভ্যো অমৃতস্য নাভা হা উ ৩ সেতূংস্তর ৩ দুস্তরান্ ৩ দানেনাদানং হা উ ৩ অহমস্মি প্রথমজা ঋতস্য হা উ ৩ সেতূংস্তর ৩ দুস্তরান্ ৩ শ্রদ্ধয়া অশ্রদ্ধাং হা উ ৩ যো মা দদাতি স ই দেবমাবা হা উ ৩ সেতূংস্তর ৩ দুস্তরান্ ৩ সত্যেনানৃতং হা উ ৩ অহমন্নমন্নমদন্তমদ্মি হা উ ৩ বা এষা গতিঃ ৩ এতদমৃতং স্বর্গচ্ছ জ্যোতির্গচ্ছ সেতূংস্তীর্ত্বা চতুরাহ।

ভাষ্যং—তত্র বিকল্পে হা উ গম্যতে। অদীর্ঘে দীর্ঘবৎ কুর্য্যাদ্ ইত্যাদি সামশিক্ষোক্তম্ অনুস্মরণীয়ং তত্র চতুরঃ সেতূনিত্যুত্তরেণ অন্বয়ঃ। সেতুঃ যথা জলপ্রবাহভেদকো ভবতি তথা অথৈতৈকরসভেদকাঃ চত্বারঃ সেতবো ভবন্তি, তান্ তর উল্লঙ্ঘয় ইতি উপদিশ্যতি। কিম্ভূতান্ সেতূন্

(অনুবাদ) হইয়া থাকে। আস্তিক্য অর্থাৎ বিশ্বাসরূপিণী বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা বলা হয়, এবং সত্যকে সৎস্বরূপ ব্রহ্ম বলেন। ইহার বিরুদ্ধ চারিটীকে সেতুসংজ্ঞা বলে। এই চারিটী জীবের বন্ধের কারণ; মানব দানপূর্ব্বক চারিটীর দ্বারা, অর্থাৎ দান, অক্রোধ, শ্রদ্ধা ও সত্য এই চারিটীর দ্বারা অদান, ক্রোধ, অশ্রদ্ধা ও অসত্য—এই চারিটীকে অতিক্রম করিয়া পুণ্যাতিশয় ও মুক্তিলাভ করেন এবং এই দেহে ঊর্দ্ধগতি ও স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাকে প্রাপ্ত হন।১৯

(টীকা) দুস্তরান্ উপায়ান্তরেণ দুঃখেন তর্ত্তুম্ অশক্যান্ অথ সেতূন্ তথা তদ্ উল্লঙ্ঘনোপায়াংশ্চ কথয়তি দানেন ইতি তত্র ব্রহ্মার্পণত্বেন যদ্ দীয়তে তদ্দানং দানশব্দো নাম। তদন্যং দেহভার্য্যাপুত্রাদ্যর্থং যদ্ব্যয়ীক্রিয়তে তৎ অদানম্ এবং দানেন অদানম্ উল্লঙ্ঘ্য দেহাদ্যর্থং ব্যয়ীকৃতমপি ব্রহ্মার্পণম্ ইতি জ্ঞাত্বৈব কুর্ব্বীত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং ভগবতা—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় ! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণ"মিতি ॥

অথ জ্ঞানপ্রকারম্ আহ—অহমস্মীতি। অহং ঋতস্য সত্যস্য ব্রহ্মণঃ প্রথমজোঽস্মি প্রথমং সর্ব্বস্মাৎ প্রাগ্ জাত ইতি প্রথমজঃ, শবলত্বেন উপস্থিতঃ পুত্রকলত্রাদিষু অন্তর্গতো হিরণ্যগর্ভোঽহমস্মি ইতি জ্ঞাত্বা ব্রহ্মার্পণমেব সর্ব্বম্ ইতি ভাবয়েদ্ ইত্যর্থঃ। তথা হা উ ইতি।

অথবা অক্রোধেন ক্ষমারূপেণ ক্রোধং দ্বিতীয়সেতুং তর। তত্রোপায়মাহ—পূর্ব্বমিতি। দেবেভ্যঃ মনশ্চক্ষুরাদিভ্যঃ সকাশাৎ পূর্ব্বম্ অমৃতস্য ব্রহ্মণো নাভিঃ বুদ্ধিরূপেণ তারকোঽহমস্মি বুদ্ধিপর্য্যন্তমেব ক্রোধঃ ততোঽগ্রে ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়, "যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ" ইতি ভগবদুক্তেঃ। তথা শ্রদ্ধয়া কৃত্বা অশ্রদ্ধাং তৃতীয়সেতুং তর। অস্ত্যেব পরমাত্মনা পরমপ্রয়োজনমিতি ভাবয়ন্। তত্র উপায়মাহ—যঃ ইতি। যঃ পুরুষঃ মা ইতি মহ্যং দদাতি সর্ব্বং নিবেদয়তি সঃ দেবম্ আবা হা প্রাপ্তবান্ ইতি আস্তিক্যবিশ্বাসাৎ অশ্রদ্ধাং তৃতীয়সেতুং তর ইত্যর্থঃ। অথ সত্যেন ব্রহ্মণা অনৃতং প্রাতিভাসিকং বিশ্বাকারং তর। তত্র উপায়মাহ—অহম্ ইতি। অহং জীবরূপেণ অন্নম্ অগ্নিং তথা প্রলয়ে অন্নম্ অদন্তং ভক্ষয়ন্তম্ অগ্ন্যাদ্যুপাধিভূতং সর্ব্বম্ অগ্নিম্ আহুতিপ্রক্ষেপবৎ জুহোমি। যোঽবশিষ্যেত সোঽস্মি অহমিতি ভাবয়েৎ ইত্যর্থঃ। এবমেষা উক্তপ্রকারা গতিঃ উদ্ধারপ্রকারঃ এতদুক্তপ্রকারম্ অমৃতং মোক্ষঃ অনেন উপদেশেন স্বর্গচ্ছ তথা জ্যোতিঃ অমৃতং গচ্ছ ইত্যুপদেশঃ।১৯

অন্নং দেবাতিথিভ্যোঽর্পিতমমৃতমিদং চান্যথা মোঘমন্নং
যশ্চাত্মার্থং বিধত্তে তদিহ নিগদিতং মৃত্যুরূপং হি তস্য।
লোকেঽসৌ কেবলাঘো ভবতি তনুভৃতাং কেবলাদী চ যঃ স্যাৎ
ত্যক্ত্বা প্রাণাগ্নিহোত্রং বিধিবদনুদিনং যোঽশ্নুতে সোঽপি
মর্ত্ত্যঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ। ২০। দেবাতিথিভ্যঃ অর্পিতম্ ইদম্ অন্নম্ অমৃতম্, অন্যথা চ মোঘম্ অন্নম্, যঃ চ আত্মার্থং বিধত্তে ইহ তৎ তস্য মৃত্যুরূপং নিগদিতং হি, তনুভৃতাং যঃ চ কেবলাদী স্যাৎ, লোকে অসৌ কেবলাঘঃ ভবতি। যঃ বিধিবৎ প্রাণাগ্নিহোত্রং ত্যক্ত্বা অনুদিনম্ অশ্নুতে, সঃ অপি মর্ত্ত্যঃ [কেবলাদী ভবতি]।২০

(টীকা) ২০। অন্নম্ ইতি। দেবাতিথিভ্যঃ অর্পিতম্ অন্নম্ অমৃতং ভবতি, দেবেভ্যো বৈশ্বদেবকর্ম্মণি অতিথিভ্যশ্চ বৈশ্বদেবান্তে সমাগতেভ্যঃ অর্পিতং যদন্নং তদমৃতং স্যাদিত্যর্থঃ। অন্যথা এতদকরণে দেবাতিথিবঞ্চনেন মোঘং নিষ্ফলমন্নং ভবতি। যশ্চ আত্মার্থং পিণ্ডপোষণার্থম্ অন্নং বিধত্তে তৎ তস্য মৃত্যুরূপং পরিণামে বিষোপমং ভবতি, অসাক্ষিকত্বাৎ। এবং যঃ পুমান্ কেবলমত্তি ইতি কেবলাদী কেবলাঘো ভবতি, কেবলম্ অঘরূপো ভবতি ইত্যর্থঃ। অত্র শ্রুতিঃ—"মোঘম্ অন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং

অনুবাদ। ২০। বৈশ্বদেবকর্ম্মে দেবগণের উদ্দেশে, বৈশ্বদেব-কর্ম্মের অন্তে সমাগত অতিথিগণের উদ্দেশে অর্পিত অন্ন অমৃত হইয়া থাকে, দেবতা ও অতিথিগণকে বঞ্চনা করিয়া যে অন্নপাক করা হয়, তাহা নিষ্ফল। যে ব্যক্তি দেহপোষণের জন্য অন্ন পাক করে, সেই অন্ন তাহার পক্ষে বিষতুল্য হইয়া মৃত্যুর কারণ হয়। দেহধারিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি দেবতা ও অতিথিগণকে না দিয়া কেবল নিজের উদরপূরণের নিমিত্ত অন্নপাক করে, সে কেবল পাপস্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি যথাবিধি প্রাণাগ্নিহোত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রতিদিন ভোজন করে, সে ব্যক্তি পাপভোজন করিয়া থাকে।২০

লোকে ভোজঃ স এবার্পয়তি গৃহগতায়ার্থিনেঽন্নং কৃশায়
যস্তস্মৈ পূর্ণমন্নং ভবতি মখবিধৌ জায়তেঽজাতশত্রুঃ।
সখ্যেনান্নার্থিনে যোঽর্পয়তি ন স সখা সেবমানায় নিত্যং
সংসক্তায়ান্নমস্মাদ্‌বিমুখ ইব পরাবৃত্তিমিচ্ছেৎ কদর্য্যাৎ ॥২১॥

অন্বয়ঃ। ২১। যঃ গৃহগতায় কৃশায় অর্থিনে অন্নম্ অর্পয়তি, স লোকে ভোজঃ এব, তস্মৈ মখবিধৌ পূর্ণম্ অন্নং ভবতি, অজাতশত্রুঃ জায়তে। যঃ সখ্যে অন্নার্থিনে ন অর্পয়তি, ন স সখা। নিত্যং সেবমানায় সংসক্তায় অন্নম্ [অর্পয়তি, যাচকঃ] অস্মাৎ কদর্য্যাদ্ বিমুখ ইব পরাবৃত্তিম্ ইচ্ছেৎ।২১

(টীকা) ব্রবীমি বধ ইৎ স তস্য। নার্য্যমাণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী"।২০

২১। লোকে ইতি। লোকে স এব ভোজো দাতা। যঃ গৃহম্ আগতায় অর্থিনে অন্নম্ অর্পয়তি, কিম্ভূতায়, কৃশায় দারিদ্র্যপীড়িতায়। অথ তস্য ফলম্ আহ—তস্মৈ দাত্রে মখবিধৌ লৌকিকে বা যজ্ঞে পূর্ণম্ অন্নং ভবতি। তথা অন্নদাতা অজাতশত্রুঃ ভবতি, তস্য অন্নদানেন সর্ব্বভূতান্তরস্থাঃ সর্ব্বে জীবাঃ সন্তৃপ্তা ভবন্তি, অতো বৈরিণোঽপি মিত্রাণি ভবন্তি ইত্যর্থঃ। অথ ব্যতিরেকমপি আহ—সখ্যে ইতি। যঃ পুরুষঃ অন্নার্থিনে সখ্যে সখিভূতায় স্বর্গপ্রাপকায় ন অর্পয়তি স সখা ন ভবতি, কিন্তু পিশুন এব ইত্যর্থঃ। কিম্ভূতায় নিত্যং সেবমানায় আশ্রিতায় তথা সংসক্তায় অনন্যশরণায় অনেন সর্ব্বভূতেষ্বপি অন্নদানং ন করোতি ইতি উক্তম্। অথ যাচকোঽপি অস্মাৎ কদর্য্যাৎ কৃপণাৎ বিমুখঃ পরাঙ্‌মুখ ইব পরাবৃত্তিম্ ইচ্ছেৎ পুনস্তং ন যাচয়েৎ। অন্যং দাতারং গচ্ছেৎ ইত্যর্থঃ। শ্রুতিরপি—"স ইদ্ভোজো যো গৃহবে দদাতি

অনুবাদ। ২১। যিনি গৃহাগত দারিদ্র্যপীড়িত যাচককে অন্ন প্রদান করেন, তিনি লোকে দাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, লৌকিক

(টীকা) অন্নকামায় চরতে কৃশায়। অরমস্মৈ ভবতি যামহূতাবুতাবরীষু কৃণুতে সখায়ম্। ন স সখা যো ন দদাতি সখ্যে স চাভুবে সচমানায় পিত্বঃ অপাস্মাৎ প্রেয়ান্ন তদোকো অস্তি পৃণন্তমন্যমরণং চিদিচ্ছেৎ"। ভাষ্যম্—অন্বয়মুখেন প্রশংসতি। স ইৎ স এব ভোজো দাতা যঃ গৃহবে প্রতিগৃহীত্রে তত্রাপি অন্নকামায় চরতে গৃহম্ আগতায় দারিদ্র্যেণ কৃশায় এতাদৃশায় অতিথয়েঽন্নং দদাতি। যামহূতৌ যামা গন্তাবো দেবা আহূয়ন্তে অত্রেতি যামহূতিঃ যজ্ঞঃ তস্মিন্ অস্মৈ দাত্রে ফলম্ অরম্ অলং পর্য্যাপ্তং ভবতি কামপ্রদং ভবতি ইত্যর্থঃ। উত অপি চ আপরীষু অন্যাসু শাত্রবীয়সেনাসু সখায়ং কৃণুতে তস্য সর্ব্বে সখায় এব ন শত্রব ইত্যর্থঃ। অথ ব্যতিরেকান্বয়াভ্যাম্ আহ—স পুরুষঃ সখা ন ভবতি যঃ স চাভুবে সর্ব্বদা সহভবনাশীলায় তথা সচমানায় সেবমানায় উপসর্জ্জনীভূতায় সখ্যে জনায় পিত্বঃ পিতূন্ অন্নানি ন দদাতি ন প্রযচ্ছতি স সুহৃৎ ন ভবতি ইত্যর্থঃ। অপাস্মাদদাতুঃ সখ্যুঃ স অপপ্রেয়াৎ। অপগচ্ছেৎ যত্নেনং পরিত্যজ্য গচ্ছেৎ তদোকঃ সদ্ম নাস্তি ন ভবতি অরণ্যতুল্যম্। স পুরুষঃ অন্নং পৃণন্তম্ অন্নদাতারম্ অরণং শরণং গচ্ছেৎ কাময়েৎ।২১

(অনুবাদ) যজ্ঞে তাঁহার পরিপূর্ণ অন্ন হয়, এবং তিনি অজাতশত্রু হন। সকলকে অন্ন প্রদান করায় সকলই তাঁহার মিত্র হইয়া থাকেন। যে অন্নার্থী মিত্রকে অন্ন প্রদান করে না, সে তাহার মিত্র হয় না। যে ব্যক্তি সতত আশ্রিত, শরণাগতকে মাত্র অন্নদান করে, সকলকে করে না, যাচক সেই কৃপণ ব্যক্তির নিকট হইতে বিমুখ হইয়াই যেন ফিরিয়া আসে ও অন্য দাতার নিকট গমন করে।২১

স্বাজ্ঞানজ্ঞানহেতূ জগদুদয়লয়ৌ সর্ব্বসাধারণৌ স্তো
জীবেষ্বাস্বর্ণগর্ভং শ্রুতয় ইতি জগুর্হূয়তে স্বপ্রবোধে।
বিশ্বং ব্রহ্মণ্যবোধে জগতি পুনরিদং হূয়তে ব্রহ্ম যদ্ব-
চ্ছুক্তৌ রূপ্যং চ রৌপ্যেঽধিকরণমথবা হূয়তেঽন্যোন্যমোহাৎ॥২২

অন্বয়ঃ। ২২। জগদুদয়লয়ৌ স্বাজ্ঞানজ্ঞানহেতূ আস্বর্ণগর্ভং জীবেষু সর্ব্বসাধারণৌ স্তঃ ইতি শ্রুতয়ঃ জগুঃ, স্বপ্রবোধে বিশ্বং ব্রহ্মণি হূয়তে, অবোধে পুনঃ ইদং ব্রহ্ম জগতি হূয়তে, যদ্বদন্যোন্যমোহাৎ শুক্তৌ রূপ্যম্ অথবা রৌপ্যে চাধিকরণং হূয়তে। ২২

(টীকা) ২২। স্বাজ্ঞানেতি। জগদুদয়লয়ৌ স্বাজ্ঞানজ্ঞানহেতূ স্তঃ জগতো নামরূপাত্মকস্য চরাচরস্য উদয়ঃ প্রাদুর্ভাবঃ, লয়শ্চ প্রলয়ঃ এতৌ স্বস্য অজ্ঞানং চ জ্ঞানং চ স্বাজ্ঞানজ্ঞানে ত এব হেতবঃ কারণং যয়োঃ তৌ। স্বশব্দেন আত্মা। তথা চ আত্মাজ্ঞানাৎ জগৎপ্রাদুর্ভাবঃ, তথা চ আত্মজ্ঞানাৎ জগৎপ্রলয়ঃ ইত্যর্থঃ। এতৌ আ-স্বর্ণগর্ভং হিরণ্যগর্ভং মর্য্যাদীকৃত্য সর্ব্বজীবেষু সাধারণৌ, হিরণ্যগর্ভঃ স্বস্বরূপং বিস্মৃত্য অহমীশ্বরো নিয়ন্তেতি অভিমানং বহতি, তদা প্রাদুর্ভূতং বিশ্বাভাসং পশ্যতি। অথ যদা ব্রহ্মাহমস্মীতি স্বরূপে লীনো ভবতি, তদা বিশ্বাভাসবিলয়ঃ ইতি শ্রুতয়ো জগুঃ। এবম্ এব জীবেষ্বপি ইতি প্রকটয়ন্ আহ—হূয়তে ইতি। স্বপ্রবোধে ব্রহ্মাকারান্তঃ-করণবৃত্তৌ জাতায়াং বিশ্বং ব্রহ্মণি হূয়তে অগ্নৌ আহুতিপ্রক্ষেপবৎ ভস্মসাৎ ক্রিয়তে। যদা দেহাভিমানিত্বাত্মবোধে সতি ইদং ব্রহ্ম জগতি হূয়তে

অনুবাদ। ২২। আত্মার অজ্ঞানবশতঃ জগতের উৎপত্তি ও আত্মার জ্ঞানবশতঃ জগতের লয়, ইহা উৎকৃষ্ট জীব হিরণ্যগর্ভ হইতে সর্ব্বজীব-সাধারণ—ইহা শ্রুতি বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণবৃত্তি উদিত হইলে অগ্নিতে আহুতিপ্রক্ষেপের ন্যায় ব্রহ্মে জগৎ হুত হইয়া থাকে, তখন আর জগতের পৃথক্ সত্তা উপলব্ধ হয় না। আর যখন অজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তখন আবার জগৎ ব্রহ্মে হুত হইয়া থাকে, ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধ হয় না। যেমন ভ্রমনিবৃত্তিকালে শুক্তিতে রৌপ্য

তুচ্ছত্বান্নাসদাসীদ্গগনকুসুমবদ্ভেদকং নো সদাসীৎ
কিন্ত্বাভ্যামন্যদাসীদ্ ব্যবহৃতিগতিসন্নাস লোকস্তদানীম্।
কিন্ত্বর্ব্বাগেব শুক্তৌ রজতবদপরো নো বিরাড্ ব্যোমপূর্ব্বঃ
শর্ম্মণ্যাত্মন্যথৈতৎকুহকসলিলবৎ কিং ভবেদাবরীবঃ॥২৩

* অন্বয়ঃ। ২৩। [জগদুপাদানকারণং] তুচ্ছত্বাৎ গগনকুসুমবৎ অসৎ ন আসীৎ, ভেদকং সৎ নো আসীৎ, কিন্তু আভ্যাম্ অন্যৎ ব্যবহৃতিগতি সৎ আসীৎ, তদানীং লোকঃ ন আস। কিন্তু অর্ব্বাক এব শুক্তৌ রজতবৎ অপরঃ ব্যোমপূর্ব্বঃ বিরাট্ নো, অথ শর্ম্মণি আত্মনি এতৎ কুহকসলিলবৎ কিম্ আবরীবঃ ভবেৎ। ২৩

(টীকা) নাশ্যেব ক্রিয়তে। অত্র দৃষ্টান্তমাহ—যদ্বৎ ইতি। ভ্রমনিবৃত্তিকালে শুক্তৌ রৌপ্যং হূয়তে। তথা প্রতিভাসকালে তু অধিকরণং শুক্তিঃ রৌপ্যে হূয়তে। কস্মাদ্—অন্যোন্যমোহাৎ। শুক্ত্যজ্ঞানে রজতোদয়ঃ, রজতাজ্ঞানে চ শুক্তেঃ ইত্যর্থঃ।২২

২৩। ননু নামরূপাত্মকস্য দৃশ্যমানস্য জগতঃ কর্ত্তা উপাদানকারণং কিং স্যাদিতি বিচার্য্যমাণে ন তাবৎ শুদ্ধস্য অনীহস্য ব্রহ্মণঃ তথাত্বম্ উপপদ্যতে। অথ তদতিরিক্তস্য তথাত্বকল্পনে কিম্ অসৎ সদ্বা কল্পনীয়ম্? তত্রাদ্যং নিষেধতি—তুচ্ছত্বাদিতি। তত্র তাবৎ জগদুপাদানকারণং অসৎ নাসীৎ, কুতঃ তস্য অসতঃ গগনকুসুমবৎ তুচ্ছত্বাৎ অত্যন্তাসত্বেন উপাদানকারণত্বানর্হত্বাৎ। অথ নাপি ভেদকং সদ্বাচ্যং, পরমার্থসতো ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্ অন্যস্য ভেদকজনকস্য অসম্ভবাৎ অতঃ পরিশেষাৎ সদসদ্-

(অনুবাদ) হূত হয়, অথবা শুক্তি ও রৌপ্যের পরস্পরঅজ্ঞানবশতঃ প্রতিভাসসময়ে শুক্তিরূপ অধিকরণ রৌপ্যে হূত হইয়া থাকে।২২

২৩। জগতের উপাদান কারণ অসৎ হইতে পারে না; কারণ, আকাশকুসুমের ন্যায় তুচ্ছ বস্তু কাহারও কারণ হয় না। ভেদের কারণীভূত বস্তু পরমার্থ সৎও ছিল না। কিন্তু সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন বস্তু ছিল, তখন ব্যবহার ও গতি সৎ ছিল না, তখন লোক অর্থাৎ

বন্ধো জন্মাত্যয়াঁত্মা যদি ন পুনরভূত্তর্হি মোক্ষোঽপি নাসীদ্
যদ্বদ্রাত্রির্দিনং বা ন ভবতি তরণৌ কিন্তু দৃগ্দোষ এষঃ।
অপ্রাণং শুদ্ধমেকং সমভবদথ তন্মায়য়া কর্ত্তৃসংজ্ঞং
তস্মাদন্যচ্চ নাসীৎ পরিবৃতমজয়া জীবভূতং তদেব ॥২৪

অন্বয়ঃ। ২৪। যদি জন্মাত্যয়াত্মা বন্ধঃ পুনঃ ন অভূৎ তর্হি মোক্ষঃ অপি ন আসীৎ, যদ্বৎ তরণৌ রাত্রিঃ দিনং বা ন ভবতি এষ দৃগ্দোষঃ, অথ অপ্রাণং শুদ্ধম্ একং তন্মায়য়া কর্ত্তৃসংজ্ঞং সমভবৎ, তস্মাৎ অন্যৎ চ ন আসীৎ, তদ্ এব অজয়া পরিবৃতং জীবভূতম্ ।২৪

(টীকা) বিলক্ষণম্ আসীৎ ইত্যাহ—কিন্তু ইতি। আভ্যাং সদসদ্ভ্যাম্ অন্যৎ বিলক্ষণম্ আসীৎ ইত্যুক্তং ভবতি। নন্থ তর্হি ব্রহ্মাতিরিক্তং পরমার্থসৎ মাস্তু। তথাপি ব্যবহারঃ সদা আসীদেবেতি চেৎ? তদপি নিষেধতি—ব্যবহৃতি ইতি। তদানীং ব্যবহারস্য অপি অভাবাৎ ইত্যর্থঃ। তদানীম্ ইতি পদেন সৃষ্টেঃ প্রাঙ্ নাসীৎ। কিন্তু পরিশেষাৎ মধ্যে এব উৎপন্নম্ ইত্যুক্তং ভবতি। নন্থ তদানীম্ আকারবৎ নাস্তি, তথাপি ব্যোম আসীৎ, তথা মহভূতারব্ধো বিরাডপি আসীদিতি চেৎ? তদপি নিষেধতি। ন বিরাড্ ব্যোমপূর্ব্বঃ ইতি ব্যোম পূর্ব্বং কারণীভূতং যস্য স তথা। অথ আস্তাং মধ্যে এব উৎপন্নং, তস্য পৃথগ্ভূতত্বেন ব্রহ্মণঃ আবরকত্বং ভবেৎ, তদপি দৃষ্টান্তেন নিষেধতি—শর্ম্মণীতি। শর্ম্মণি শুদ্ধে ব্রহ্মণি তৎ কিম্ আবরীবঃ আবৃণোতি ইতি আবরীবঃ আবরকং ভবেৎ ন ইত্যর্থঃ। কিংবৎ—কুহকসলিলবৎ। মায়য়া স্থলে জলভ্রমম্ উৎপাদয়তঃ কুহকস্য ঐন্দ্রজালিকস্য ক্ষণম্ উৎপন্নং সলিলং ভ্রমনিবৃত্তৌ সত্যাং কিং স্থলস্য আবরকং ভবেৎ? তদ্বৎ প্রকৃতেঽপি ইত্যর্থঃ ।২৩

(অনুবাদ) চতুর্দ্দশ ভুবন ছিল না, অনন্তর আকাশ যাহার কারণ এরূপ বিরাট্ও ছিলেন না। যেমন স্থলে জলভ্রম হইলে, জল স্থলের আবরক হয়। আর ভ্রমনিবৃত্তি হইলে জল আর আবরক হয় না, সেইরূপ শুদ্ধব্রহ্মে কোন্ বস্তু আবরক হইবে ?২৩

(**টীকা**) ২৪। অথ বস্তুতো ব্রহ্মরূপাণামেব জীবানাং বন্ধমোক্ষাবপি অজ্ঞানকৃতৌ ইত্যাহ—বন্ধ ইতি। পুনর্জ্জন্মাত্যয়াত্মা মৃত্যুরূপো যদি বন্ধো ন আসীদেব তর্হি মোক্ষোঽপি নাসীৎ, তদুক্তং "বন্ধো মুক্তঃ ইতি ব্যাখ্যা গুণতো ন স্বভাবতঃ। তথা দ্বিতীয়স্য অভাবাৎ কো বন্ধঃ কশ্চ মুক্তঃ" ইতি। অত্র দৃষ্টান্তমাহ—যদ্বৎ ইতি। তরণৌ সূর্য্যে রাত্রির্দিনং বা ন ভবতি ন যুজ্যতে, কথং তর্হি রাত্রিদিনব্যবহারো ভবতি ইত্যাহ—এষ দৃগ্দোষঃ। জগৎচক্ষুষোঃ সূর্য্যাদর্শনমেব রাত্রিদিনব্যবহারনিমিত্তম্ আপেক্ষিকম্ ইত্যর্থঃ। অথ জীবত্বোপাধিনিমিত্তম্ আহ—অপ্রাণম্ ইতি। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্র ইতি শুভ্রস্য ব্রহ্মণঃ প্রাণসম্বন্ধাভাবাৎ অপ্রাণম্ একম্ অদ্বিতীয়ং তন্মায়য়া কর্ত্তৃসংজ্ঞং হিরণ্যগর্ভাখ্যম্ অভবৎ, তস্মাদ্ অন্যৎ ন আসীৎ, তদেব অজয়া মায়য়া পরিবৃতং জীবভূতং জীবত্বং প্রাপ্তং ন পৃথক্ কশ্চিৎ জীবোঽস্তি ইত্যর্থঃ। অত্র শ্রুতিঃ—ক্বচিৎ পূর্ব্বশ্লোক-পঠনীয়া। শুদ্ধে ব্রহ্মণি ইত্যর্থঃ। "নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্ রজো নোব্যোমাপরো যৎ। কিম্ আবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্" ।২৪

অনুবাদ।২৪। যদি জন্মের উচ্ছেদরূপ (মৃত্যুরূপ) বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে মোক্ষও ছিল না, যেমন সূর্য্যে রাত্রি অথবা দিন কিছুই নাই, তবে যে, রাত্রি ও দিন ব্যবহার হয়, ইহা লোকের চক্ষুর দোষ। লোক যেমন সূর্য্যদর্শনে দিন এবং সূর্য্যের অদর্শনে রাত্রি ব্যবহার করে, কিন্তু ব্যবহার মিথ্যা, সেইরূপ বন্ধ ও মোক্ষ অজ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে। প্রাণসম্বন্ধবিহীন, শুদ্ধ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মায়াসম্বন্ধবশতঃ কর্ত্তৃসংজ্ঞক হিরণ্যগর্ভ হইয়াছেন। বস্তুতঃ, ব্রহ্মভিন্ন কোন বস্তু ছিল না, ব্রহ্মই মায়াপরিবৃত হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।২৪

প্রাগাসীদ্ ভাবরূপং তম ইতি তমসা গূঢ়মস্মাদতর্ক্যং
ক্ষীরান্তর্যদ্বদম্ভো জনিরিহ জগতো নামরূপাত্মকস্য।
কামাদ্ধাতুঃ সিসৃক্ষোরনুগতজগতঃ কর্ম্মভিঃ সংপ্রবৃত্তাদ্
রেতোরূপৈর্মনোভিঃ প্রথমমনুগতৈঃ সন্ততৈঃ কার্য্যমাণৈঃ ॥২৫

অন্বয়ঃ। ২৫। ভাবরূপং তমঃ প্রাক্ আসীৎ ইতি তমসা গূঢ়ং যদ্বৎ ক্ষীরান্তঃ অন্তঃ, অস্মাৎ অতর্ক্যং, সিসৃক্ষোঃ ধাতুঃ অনুগতজগতঃ প্রথমম্ অনুগতৈঃ রেতোরূপৈঃ মনোভিঃ কার্য্যমাণৈঃ কর্ম্মভিঃ সম্প্রবৃত্তাৎ কামাৎ ইহ নামরূপাত্মকস্য জগতঃ জনিঃ। ২৫

টীকা। ২৫। অথ পূর্ব্বম্ উক্তং তদানীং জগৎ নাসীৎ ইতি তর্হি পুনঃ কথম্ উৎপন্নম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—জগদুপাদানভূতং ভাবরূপং তমঃ ইতি অজ্ঞানম্ আসীৎ, তেন তমসা জগদ্ গূঢ়ম্ আচ্ছাদিতম্, অস্মাৎ কারণাৎ অতর্ক্যম্ অজ্ঞায়মানম্। কিংবৎ? যদ্বৎ ক্ষীরান্তর্গতম্ অন্তঃ উদকং ক্ষীরান্তরবর্ত্তমানমপি ন জ্ঞায়তে তদ্বৎ। তত ইহ অস্মিন্ অজ্ঞানে অস্য নামরূপাত্মকস্য জগতঃ জনিঃ উৎপত্তিঃ। ননু যদ্যপি বীজান্তর্গতো বৃক্ষঃ তিষ্ঠতি তথাপি কারণসামগ্রীব্যতিরেকেণ নোৎপদ্যতে অত আহ—কামাদিতি। সিসৃক্ষোঃ স্রষ্টুম্ ইচ্ছতঃ ধাতুঃ পরমেশ্বরস্য কামাৎ ইচ্ছাতঃ, সাপি কুত ইত্যত আহ। কিম্ভূতাৎ ধাতোঃ কামাৎ অনুগতজগতঃ কর্ম্মভিঃ সম্প্রবৃত্তাৎ অনুগতম্ অনাদিত্বেন বর্ত্তমানং যৎ জগৎ তস্য কর্ম্মভিঃ প্রেরিতাৎ। অথ তান্যপি কুতঃ? ইত্যত আহ—রেতোরূপৈঃ বীজভূতৈঃ মনোভিঃ প্রথমম্ অনাদিপ্রবাহেণ অনুগতৈঃ সদ্ভিঃ কার্য্যমাণৈঃ নিষ্পাদিতৈঃ কর্ম্মভিঃ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ। ২৫। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের কারণীভূত ভাবরূপ অজ্ঞান ছিল, এই জগৎ সেই অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত ছিল। দুগ্ধের মধ্যে যেমন জল অজ্ঞাতভাবে থাকে, সেইরূপ ইহাও অজ্ঞাতভাবে ছিল। অনন্তর জগৎসর্জ্জনে অভিলাষী বিধাতার কামনা হইতে এই নামরূপাত্মক জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, যে কামনা অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান জগদ্বাসী

(টীকা) এতদর্থে শ্রুতিরপি—"তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্ অগ্রে অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্ব মা ইদম্। তুচ্ছয়েনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তমসাস্ত-ন্মহিনাজায়তৈকম্॥১॥ কামস্তদ্ অগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।"

ভাষ্যং। নম্নু উক্তপ্রকারেণ যদি পূর্ব্বমিদং জগৎ ন আসীৎ কথং তর্হি তস্য জন্ম জায়মানস্য জনিক্রিয়ায়াং কর্ত্তব্যত্বেন কারকত্বাৎ, কারকত্বং কারণব্যাস্তরবিশেষঃ ইতি কারকস্য সতো নিয়তপূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিত্বস্য অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ। অথ এতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া জনিক্রিয়ায়াঃ প্রাগপি তদ্বিদ্যত ইত্যুচ্যতে কথং তস্য জন্ম? অত আহ—তমসা গূঢ়মগ্রে ইতি। অগ্রে সৃষ্টেঃ প্রাক্ প্রলয়দশায়াং ভূতভৌতিকং সর্ব্বং জগৎ তমসা গূঢ়ং যথা নৈশং তমঃ সর্ব্বং পদার্থজাতম্ আবৃণোতি তদ্বদ্ আত্মতত্ত্বস্য আবরণকত্বাৎ মায়াঽপরপর্য্যায়ং ভাবরূপাজ্ঞানং অত্র তম ইত্যুচ্যতে, তেন তমসা নিগূঢ়ং সংবৃতং কারণভূতেন তেন আচ্ছাদিতং ভবতি। আচ্ছাদকাৎ তস্মাৎ তমসো নামরূপাভ্যাং যদাবির্ভবনং তদেব তস্য জন্ম ইত্যুচ্যতে। নম্নু কারণভূতে তমসি তৎ জগদাত্মকং কার্য্যং বিদ্যতে চেৎ তর্হি কথং নাসীৎ রজ ইত্যাদিনা তন্নিষেধঃ? তত্রাহ—তম আসীৎ ইতি। তমো ভাবরূপাজ্ঞানং মূলকারণং তদ্রূপতাং তদাত্মতাং যতঃ সর্ব্বং জগৎ প্রাপ্তম্ আসীৎ অতো নিষিধ্যতে ইত্যর্থঃ। নম্নু আবরকত্বাৎ আবরণং তমঃ কর্ত্তৃ আবার্য্যং জগৎ কর্ম্ম, কথং কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ তাদাত্ম্যং? তত্রাহ—অপ্রকেতমপি অপ্রকেতম্ অপ্রজ্ঞায়মানম্। অয়মর্থঃ। যদ্যপি জগতস্তমসঃ কর্ম্মকর্ত্তৃভাবো যৌক্তিকো বিদ্যতে তথাপি ব্যবহারদশায়ামেব

(অনুবাদ) জীবের কর্ম্ম সমূহের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে। সেই সকল কর্ম্ম আবার অনাদিকাল হইতে প্রবাহরূপে অনুগত মনে বীজরূপে বর্ত্তমান আছে এবং সেই বীজভূত মনঃসমূহের দ্বারা সর্ব্বদা কর্ম্ম সকল নিষ্পাদিত হইয়া থাকে।২৫

(টীকা) তস্যাং দশায়াং নামরূপাভ্যাং বিস্পষ্টং ন জ্ঞায়তে ইতি তাদাত্ম্য-বর্ণনম্। অত এব মনুনা স্মর্য্যতে—"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞান-লক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যম্ অনির্দ্দেশ্যং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ" ইতি। কুতো বা ন প্রজ্ঞায়তে ইতি অত্রাহ—সলিলম্ ইতি। লুপ্তোপমা, সলিলমিব, যথা ক্ষীরেণ অবিভাগাপন্নং নীরং দুর্ব্বিজ্ঞাতং তথা তমসা অবিভাগাপন্নং জগৎ। নহু বিবিধবিচিত্রভূয়সঃ প্রপঞ্চস্য কথম্ অতিতুচ্ছেন তমসা ক্ষীরেণ নীরস্য ইব অভিভবঃ তথা তমোঽপি ক্ষীরবদ্ বলবদিত্যেব উচ্যতে। তর্হি দুর্ব্বলস্য জগতঃ সর্গসময়ে ন উদ্ভবসম্ভব ইত্যত আহ—তুচ্ছেনেতি। আ সমন্তাৎ ভবতি ইতি আভুঃ তুচ্ছেন তুচ্ছকল্পেন সদসদ্বিলক্ষণেন ভাবরূপাজ্ঞানেন পিহিতং ছাদিতমাসীৎ। একং একীভূতং কারণেন তমসা অবিভাগতাং প্রাপ্তমপি তৎকার্য্যজাতং তমসঃ পর্য্যালোচনরূপত্বং চ অন্যত্র আম্নায়তে "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতি। "অথ কামস্তদগ্রে" ইতি। নহু উক্তরীত্যা যদীশ্বরস্য পর্য্যালোচনং জগতঃ পুনঃ উৎপত্তৌ কারণং তদেব বা কিং নিবন্ধনম্ ইত্যত আহ—কামস্তদগ্রে ইতি। অগ্রে অস্য বিকারজাতস্য সৃষ্টেঃ প্রাগবস্থায়াং পরমেশ্বরস্য মনসি কামঃ সমবর্ত্তত সম্যগ্ অজায়ত সিসৃক্ষা জাতা ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরস্য সিসৃক্ষা বা কিং হেতুকা? ইত্যত আহ—মনস ইতি। মনসঃ অন্তঃকরণস্য সম্বন্ধ-বাসনশেষেণ মায়ায়াং বিলীনে অন্তঃকরণে সমবেতং সামান্যাপেক্ষং একবচনং সর্ব্বপ্রাণ্যন্তঃকরণেষু সমবেতমিত্যর্থঃ। এতেন আত্মনো গুণাধারত্বং প্রত্যাখ্যাতং তাদৃশরেতোভাবিনঃ প্রপঞ্চস্য বীজভূতং প্রথমম্ অতীতে কল্পে প্রাণিভিঃ কৃতং পুণ্যাপুণ্যাত্মকং কর্ম্ম যৎ যতঃ কারণাৎ সৃষ্টিসময়ে আসীৎ অভবৎ। ভূষ্ণুঃ বর্দ্ধিষ্ণুঃ অজায়ত পরিপক্কং সৎ ফলোন্মুখম্ আসীদ্ ইত্যর্থঃ। তৎ ততো হেতোঃ ফলপ্রদস্য সর্ব্বসাক্ষিণঃ কর্ম্মাধ্যক্ষস্য পরমেশ্বরস্য মনসি সিসৃক্ষা অজায়ত ইত্যর্থঃ। তস্যাং জাতায়াং স্রষ্টব্যং পর্য্যালোচ্যতে, অতঃ সর্ব্বং জগৎ সৃজতি। তথাচ

চত্বারোঽস্যাঃ কপর্দ্দা যুবতিরথ ভবেন্নূতনা নিত্যমেষা
মায়া বা পেশলা স্যাদঘটনঘটনাপাটবং যাতি যস্মাৎ।
স্যাদারম্ভে ঘৃতাস্যা শ্রুতিভববয়ুনান্যেবমাচ্ছাদয়ন্তী
তস্যামেতৌ সুপর্ণাবিব পরপুরুষৌ তিষ্ঠতোঽর্থপ্রতীত্যা ॥২৬

অন্বয়ঃ। ২৬। অস্যাঃ চত্বারঃ কপর্দ্দাঃ, এষা মায়া নিত্যং নূতনা। অথ যুবতিঃ ভবেৎ, পেশলা বা স্যাৎ যস্মাৎ অঘটনঘটনাপাটবং যাতি, আরম্ভে ঘৃতাস্যা স্যাৎ, এবং শ্রুতিভব-বয়ুনানি আচ্ছাদয়ন্তী, তস্যাম্ এতৌ পরপুরুষৌ অর্থপ্রতীত্যা সুপর্ণৌ ইব তিষ্ঠতঃ। ২৬

(টীকা) আম্নায়তে—"সোকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত যদিদং কিঞ্চেতি"। অতো বিদ্বদনুভবমপি অনুগ্রাহকত্বেন প্রমাণয়তি—সতঃ ইতি। সতঃ সত্বেন ইদানীম্ অনুভূয়মানস্য সর্ব্বস্য জগতঃ বন্ধুং বান্ধবত্বহেতুভূতং কল্পান্তরে প্রাণ্যনুষ্ঠিতং কর্ম্মসমূহং কবয়ঃ ক্রান্তদর্শিনো যোগিনঃ হৃদি হৃদয়ে নিরুদ্ধয়া মনীষয়া বুদ্ধ্যা প্রতীষ্য বিচার্য্য অসতি সদ্বিলক্ষণে অব্যাকৃতে কারণে নিরবিন্দন্ নিষ্কৃষ্য অলভন্ত বিবিচ্য জানন্ ইত্যর্থঃ ॥২৫

২৬। মায়ায়া উৎকর্ষং বর্ণয়তি। অস্যাঃ পূর্ব্বোক্তমায়ায়াঃ চত্বারঃ কপর্দ্দাঃ উৎকর্ষাঃ সন্তীতি। অথ তানেবাহ—যুবতিঃ ইতি। এষা মায়া নিত্যং নূতনা কদাপি স্থবিরা ন ভবতি। অতো যুবতির্ভবেৎ দেহাদিবার্দ্ধক্যেঽপি সা তরুণৈবাস্তি, অয়মেকঃ উৎকর্ষঃ। তথেয়ং পেশলা স্যাৎ। কিন্নাম পেশলত্বম্ আহ। পেশলা কুশলেত্যর্থঃ। তদেবাহ—যস্মাদিতি। যস্মাৎ কারণাৎ ইয়ং অঘটনঘটনাপাটবং বিক্ষেপে এবং কৌশলং যাতি—অয়ং দ্বিতীয়ঃ উৎকর্ষঃ। তথেয়ম্ আরম্ভে উপক্রমে ঘৃতাস্যা ঘৃতবন্মিষ্টম্ আস্যং মুখং যস্যাঃ সা তথা, যস্য কস্যাপি আরম্ভে মিষ্টং

অনুবাদ। ২৬। মায়ার চারিটী উৎকর্ষ আছে, এই মায়া নিত্যই নূতন, কখনও বৃদ্ধ হয় না, সুতরাং যুবতীই থাকে, অর্থাৎ দেহাদি বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইলেও মায়া নবীনই থাকে, ইহাই প্রথম উৎকর্ষ। মায়া অতীব

একস্তত্রাস্ত্যসঙ্গস্তদনু তদপরোঽজ্ঞানসিন্ধুং প্রবিষ্টো
বিস্মৃত্যাত্মস্বরূপং স বিবিধজগদাকারমাভাসমৈক্ষৎ।
বুদ্ধ্যান্তর্য্যাবদৈক্ষং বিসৃজতি তমজা সোঽপি তামেবমেকঃ
তাবদ্বিপ্রাস্তমেকং কথমপি বহুধা কল্পয়ন্তি স্ববাগ্ভিঃ ॥২৭

অন্বয়ঃ। ২৭। তত্র একঃ অসঙ্গঃ অস্তি, তদনু তদপরঃ অজ্ঞানসিন্ধুং প্রবিষ্টঃ, স আত্মস্বরূপং বিস্মৃত্য বিবিধজগদাকারম্ আভাসম্ ঐক্ষৎ। বুদ্ধ্যা যাবদ্ অন্তঃ ঐক্ষম্ তাবৎ অজা তং বিসৃজতি, এবং সঃ অপি তাং [বিসৃজতি] বিপ্রাঃ স্ববাগ্ভিঃ তম্ একং কথম্ অপি বহুধা কল্পয়ন্তি। ২৭

(টীকা) দর্শয়তি পরিণামে বিষোপমা ইত্যর্থঃ—অয়ং তৃতীয় উৎকর্ষঃ। যথেয়ং শ্রুতিঃ ভববয়ুনানি উপনিষদ্ভাগৈঃ প্রতিপাদিতানি আত্মজ্ঞানানি আবরণশক্ত্যা আচ্ছাদয়তি—অয়ং চতুর্থ উৎকর্ষঃ। তস্যাং চতুরুৎকর্ষবত্যাং মায়ায়াং এতৌ পরপুরুষৌ পরঃ পরমাত্মা পুরুষো জীবঃ এতৌ সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ ইব তিষ্ঠতঃ কেন প্রকারেণ জ্ঞাতৌ; ইত্যাহ—অর্থেতি। অর্থপ্রতীত্যা পদার্থভাসকত্বেন মায়া তু তিরোধানকর্ত্রী, সকলভাসকত্বং পরমাত্মন এব ইত্যর্থঃ ॥২৬

২৭। ইদানীং জীবপরমাত্মনোঃ পরমার্থত একত্বমাহ। তত্র তয়োঃ সুপর্ণয়োঃ মধ্যে একঃ পরমাত্মা অসঙ্গঃ অস্তি। তদনু তদপরো জীবঃ

(অনুবাদ) কৌশলসম্পন্না, যেহেতু ইহা অসম্ভব বস্তুর সংঘটনে পটুতা প্রকাশ করে, ইহাই দ্বিতীয় উৎকর্ষ। কোনরূপ কার্য্যারম্ভকালে ঘৃতের ন্যায় মিষ্টমুখ দেখায় এবং পরিণামে বিষতুল্য হয়, ইহাই তৃতীয় উৎকর্ষ। উপনিষৎপ্রতিপাদিত আত্মজ্ঞানকে আচ্ছাদন করে, ইহাই চতুর্থ উৎকর্ষ। পরমাত্মা ও জীবাত্মা বিষয়প্রকাশকত্বরূপে উৎকর্ষ চতুষ্টয়বিশিষ্ট মায়াতে দুইটী পক্ষীর ন্যায় অবস্থান করেন।২৬

২৭। [জীব ও পরমাত্মার বাস্তবিক একত্ব এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য।] জীব ও পরমাত্মরূপ দুইটী পক্ষীর মধ্যে একটী অর্থাৎ পরমাত্মা অসঙ্গ

নায়াতি প্রত্যগাত্মা প্রজননসময়ে নৈব যাত্যন্তকালে
যৎসোঽখণ্ডোঽস্তি লৈঙ্গং মন ইহ বিশতি প্রব্রজত্যূর্দ্ধমর্বাক্।
তৎকার্শ্যং স্থূলতাং বা ন ভজতি বপুষঃ কিন্তু সংস্কারজাতম্
তেজোমাত্রা গৃহীত্বা ব্রজতি পুনরিহায়াতি তৈস্তৈঃ সহৈব ॥২৮

অন্বয়ঃ। ২৮। প্রত্যগাত্মা প্রজননসময়ে ন আয়াতি, অন্তকালে ন এব যাতি, যৎ সঃ অখণ্ডঃ অস্তি, লৈঙ্গং মনঃ ইহ ঊর্দ্ধম্ অর্বাক্ বিশতি প্রব্রজতি। তৎ বপুষঃ কার্শ্যং স্থূলতাং বা ন ভজতি, কিন্তু সংস্কারজাতং, তেজোমাত্রা গৃহীত্বা ব্রজতি, পুনঃ তৈঃ তৈঃ সহ এব ইহ আয়াতি। ২৮

(টীকা) অজ্ঞানসিন্ধুং প্রবিষ্টঃ, স আত্মস্বরূপং স্বস্বরূপং বিস্মৃত্য বিবিধ-জগদাকারম্ আভাসং প্রাতিভাসিকম্ ঐক্ষত দৃষ্টবান্। ততঃ বুদ্ধ্যা নিশ্চয়াত্মিকয়া অন্তঃ যাবদৈক্ষ তাবৎ অজা মায়া তং জীবং বিসৃজতি। তথা সোঽপি জীবঃ তাং মায়াং বিসৃজতি। অন্তর্দৃষ্ট্যা বিচার্য্যমাণে উভয়োঃ অসংস্পর্শে অখণ্ডত্বমেব অনুভূয়তে। তর্হি সুপর্ণদ্বয়কল্পনা কুতঃ? ইত্যত আহ—বিপ্রা ইতি। তমেকমেব আত্মানং বিপ্রাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ কবয়ঃ শিষ্যবোধাদিব্যবহৃতিবিষয়ে বাগ্‌ভিঃ বচোভিঃ অনেকধা কল্পয়ন্তি। ন তু অনুভবত ইত্যর্থঃ। এতদর্থে শ্রুতিঃ—"চতুষ্কপর্দ্দা যুবতিঃ সুপেশ ঘৃতপ্রতীকা বয়ুনানি বস্তে। তস্যাঃ সুপর্ণা বৃষণা নিষেদতুঃ যত্র দেবা দধিরে ভাগধেয়ম্" ॥২৭

২৮। অথ জন্মমরণানুবন্ধেঽপি অস্য স্বস্বরূপত্বং নিরূপয়তি।

(অনুবাদ) অনন্তর অপর অর্থাৎ জীব অজ্ঞানসমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সেই জীব আত্মস্বরূপ ভুলিয়া গিয়া বিবিধ জগদাকার প্রাতিভাসিক বস্তু দর্শন করিয়া থাকে। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা যাবৎ অভ্যন্তরে দর্শন করে তাবৎ মায়া জীবকে সৃষ্টি করে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ শিষ্যদিগকে বুঝাইবার জন্য নিজ নিজ বাক্যের দ্বারা বহুপ্রকার কল্পনা করেন।২৭

২৮। গর্ভাবির্ভাবসময়ে প্রত্যাগাত্মা গর্ভে প্রবেশ করেন না এবং

আসীৎ পূর্ব্বং সুবন্ধুর্ভৃশমবনিসুরো যঃ পুরোধাঃ সনাতেঃ
ব্রাহ্মাৎ কূটাভিচারাৎ স খলু মৃতিমিতস্তন্মনোঽগাৎকৃতান্তং।
তদ্‌ভ্রাতা শ্রৌতমন্ত্রৈঃ পুনরনয়দিতি প্রাহ সূক্তেন বেদঃ
তস্মাদাত্মাভিযুক্তং ব্রজতি নমু মনঃ কর্হিচিন্নান্তরাত্মা ॥২৯

অন্বয়ঃ। ২৯। পূর্ব্বং সুবন্ধুঃ অবনিসুরঃ ভৃশম্ আসীৎ, যঃ সনাতেঃ পুরোধাঃ, স খলু ব্রাহ্মাৎ কূটাভিচারাৎ মৃতিম্ ইতঃ, তন্মনঃ কৃতান্তম্ অগাৎ। তদ্‌ভ্রাতা শ্রৌতমন্ত্রৈঃ পুনঃ অনয়ৎ ইতি বেদঃ সূক্তেন প্রাহ। তস্মাৎ আত্মাভিযুক্তং মনঃ নমু ব্রজতি, অন্তরাত্মা কর্হিচিৎ ন। ২৯

(টীকা) প্রজননসময়ে গর্ভাবির্ভাবে সতি প্রত্যগাত্মা ন আয়াতি গর্ভে ন প্রবিশতি। তথা অন্তকালে দেহাবসানসময়ে ন যাতি ন গচ্ছতি যৎ যতঃ স আত্মা অখণ্ডঃ অপরিচ্ছিন্নঃ অস্তি যতঃ প্রবেশনির্গমৌ হি পরিচ্ছিন্নস্যৈব সম্ভবতঃ, তর্হি লোকে জন্মমরণাদিব্যবহারঃ কস্য ইত্যত আহ—লৈঙ্গম্ ইতি। লৈঙ্গং পঞ্চদশকলোপেতং মনঃ ইহ লোকে উর্দ্ধং দেবলোকে, অর্ব্বাক্‌মনুষ্যলোকে বা গর্ভে বিশতি তথা প্রব্রজতি চ ন প্রত্যগাত্মা। অথ তল্লিঙ্গদেহোপেতং মনঃ বপুষঃ স্থূলদেহস্য কার্শ্যং কৃশতাং স্থূলতাং পুষ্টত্বং বা ন ভজতি রোগাদ্যুপহতৌ কৃশতাং তথা পাটবে পুষ্টত্বং বা ন ভজতি এবং তন্মন উৎক্রান্তৌ পূর্ব্বসংস্কারজাতং তথা তেজোমাত্রাঃ প্রত্যঙ্গ-প্রাণান্ গৃহীত্বা ব্রজতি গচ্ছতি তথা পুনঃ উৎপত্তিসময়ে তৈস্তৈঃ সংস্কার-জাতৈঃ সহ ইহ গর্ভে আয়াতি ॥২৮

(অনুবাদ) দেহনাশসময়ে গমন করেন না, কারণ, আত্মা অপরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন বস্তুর অপ্রবেশ ও গমন সম্ভব হইতে পারে। এই সংসারে দেব-লোকে ও মনুষ্যলোকে লিঙ্গদেহের ঘটক পঞ্চদশ অবয়বযুক্ত মন গর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং বহির্গত হয়, আত্মা নহেন। মন স্থূলদেহের কৃশতা কিংবা স্থূলতা প্রাপ্ত হয় না, পূর্ব্বসংস্কার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মন তেজো-মাত্রা অর্থাৎ প্রতি অঙ্গে বিদ্যমান ইন্দ্রিয়সমূহকে লইয়া গমন করে এবং সেই সেই সংস্কার সকলের সহিত গর্ভে প্রবেশ করে।২৮

টীকা। ২৯। অথ প্রবেশনির্গমৌ মনস এব সম্ভবতঃ ন আত্মনঃ ইত্যত্র ঋক্‌শাখীয়াং শ্রুতিম্ আখ্যায়িকাপূর্বিকাং সংবাদয়তি। সুবন্ধুর্নামা অবনিসুরঃ ব্রাহ্মণঃ পূর্ব্বং ভৃশম্ অত্যর্থং সর্ব্বোৎকর্ষেণ আসীৎ। কিম্ভূতঃ সনাতেঃ পৃথ্বীভুজঃ পুরোধা পুরোহিতঃ। অত্র খল্বিতি শ্রূয়তে স ব্রাহ্মাৎ ব্রাহ্মণকৃতাৎ কূটাভিচারাৎ কাপট্যরচিতাৎ অভিচারাৎ অস্ত্রপ্রয়োগাৎ মৃতিম্ ইতঃ মরণং প্রাপ্তঃ, তন্মনঃ কৃতান্তং যমলোকম্ অগাৎ। অথ তস্য সুবন্ধোঃ ভ্রাতা শ্রৌতমন্ত্রৈঃ তদ্গতং মনঃ পুনঃ অনয়ৎ আনীতবান্। ইতি সূক্তেন বেদঃ প্রাহ। তস্মাৎ কারণাৎ আত্মাভিযুক্তম্ আত্মপ্রতিবিম্বাভিযুক্তং সৎ মন এব ব্রজতি পরন্তু অন্তরাত্মা ন ব্রজতি। এতন্মূলভূতা শ্রুতিরপি "অষ্টমাষ্টকে যত্তে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকম্। তত আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে।" ভাষ্যম্—অত্র ইয়ম্ আখ্যায়িকা। পূর্ব্বং সনাতিসঙ্গস্য রাজ্ঞো গৃহে বন্ধুঃ সুবন্ধুঃ শ্রুতবন্ধুঃ বিপ্রবন্ধুঃ ইতি চত্বারো ভ্রাতরঃ পুরোহিতা আসন্। তে দ্বিষন্ নাশায় রাজ্ঞাদিষ্টম্ আভিচারিকং ন কুর্ব্বন্তি ইতি রাজ্ঞা বহিঃ কৃতাঃ ততোন্যৎ মায়াবি পুরোহিতদ্বয়ং কৃতং, তেন বন্ধ্বাদয়ঃ চত্বারঃ ক্রুদ্ধাঃ সন্তঃ রাজ্ঞঃ আভিচারিকং কর্ত্তুং প্রবৃত্তাঃ। তচ্ছ্রুত্বা মায়াবিনৌ পুরোহিতৌ চ আভিচারিককর্ম্মণা সুবন্ধুং জঘ্নতুঃ, ততঃ সুবন্ধোঃ ভ্রাতরঃ তং পুনর্জীবয়িতুং বক্ষ্যমাণৈঃ

অনুবাদ। ২৯। [প্রবেশ ও নির্গম মনেরই, আত্মার নহে, এ বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] পূর্ব্বকালে সুবন্ধু নামক একজন উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি রাজা সনাতির পুরোহিত। তিনি ব্রাহ্মণকৃত কপট অভিচার (মারণ) ক্রিয়ার দ্বারা মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে তাঁহার মন যমলোকে গমন করিয়াছিল। সুবন্ধুর ভ্রাতা শ্রৌত মন্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহার মনকে আনিয়াছিলেন,—ইহা বেদ সূক্তবাক্যের দ্বারা বলিতেছেন। অতএব আত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত মন গমন করে, আত্মা কোথাও গমন করেন না।২৯

একো নিষ্কম্প আত্মা প্রচলতি মনসা ধাবমানেন তস্মিন্
তিষ্ঠন্নগ্রেঽথ পশ্চান্ন হি তমনুগতং জানতে চক্ষুরাদ্যাঃ।
যদ্বৎপাথস্তরঙ্গৈঃ প্রচলতি পরিতো ধাবমানৈস্তদন্তঃ
প্রাক্ পশ্চাদস্তি তেষাং পবনসমুদিতৈস্তৈঃ প্রশান্তৈর্যথাবৎ ॥৩০

অন্বয়ঃ। ৩০। একঃ নিষ্কম্পঃ আত্মা ধাবমানেন মনসা প্রচলতি, তস্মিন্ তিষ্ঠন্ অগ্রে অথ পশ্চাৎ, চক্ষুরাদ্যা অনুগতং তং ন জানতে হি। যদ্বৎ পাথঃ পবনসমুদিতৈঃ পরিতঃ ধাবমানৈঃ তরঙ্গৈঃ প্রচলতি, তেষাং অন্তঃ প্রাক্ পশ্চাৎ তৎ অস্তি তৈঃ প্রশান্তৈঃ যথাবৎ। ৩০

(টীকা) শ্রৌতমন্ত্রৈঃ উপায়ং চক্রুঃ। যত্তে যমমিতি। ভো সুবন্ধো যত্তে মনঃ বৈবস্বতং বিবস্বতঃ সূর্য্যস্য পুত্রং যমং প্রতি দূরং জগাম তত্তে মনঃ আবর্ত্তয়ামসি ততো নিবর্ত্তয়ামঃ কিমর্থম্ ইহ লোকে ক্ষয়ায় নিবাসায় জীবসে জীবনায় ইতি প্রথমা। অথ দ্বিতীয়া। যত্তে দিবং যৎপৃথিবীং মনো জগাম দূরকম্। তৎ তে আবর্ত্তয়মসী...তথা। যমাৎ অহং বৈবস্বতাৎ সুবন্ধোঃ মন আভরাম্। জীবাতবে ন মৃত্যবেথো অরিষ্টতাতয়ে ॥২৯

৩০। ইদানীং চলনাদিধর্ম্মাঃ মনসঃ এব ন আত্মন ইতি দর্শয়তি। একোঽদ্বিতীয়ো নিষ্কম্পঃ কর্ম্মশূন্য আত্মা ধাবমানেন মনসা সহ চলতি। তথা তস্মিন্ মনসি অপি তিষ্ঠন্ অগ্রে পুরতঃ পশ্চাচ্চ বর্ত্ততে। তম্ এবং-বিধম্ আত্মানম্ অনুগতম্ অন্তর্গতমপি চক্ষুরাদ্যাঃ ন জানতে ন জানন্তি ইন্দ্রিয়াগোচরত্বাৎ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—যদ্বদিতি। যদ্বৎ পাথঃ উদকং

অনুবাদ। ৩০। চলনাদি ধর্ম্ম মনেরই আত্মার নহে, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] আত্মা এক এবং কর্ম্মশূন্য, ধাবমান মনের সহিত ধাবিত হয়। আত্মা মনেতে বর্ত্তমান থাকিয়াও সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থিত আছেন। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বত্র অনুগত আত্মাকে জানিতে পারে না; কারণ, আত্মা তাহাদের অবিষয়। যেমন জল বায়ুর দ্বারা উৎপন্ন ইতস্ততঃ ধাবমান তরঙ্গসমূহের দ্বারা ধাবিত হয়, সেই সকল তরঙ্গের

একাক্যাসীৎ স পূর্ব্বং মৃগয়তি বিষয়ানানুপূর্ব্ব্যাঽন্তরাত্মা
জায়া মে স্যাৎ প্রজা বা ধনমুপকরণং কর্ম্ম কুর্ব্বংস্তদর্থং।
ক্লেশৈঃ প্রাণাবশেষৈর্মহদপি মনুতে নান্যদস্মাদ্ গরীয়ঃ
স্বৈকালাভেঽপ্যকৃৎস্নো মৃত ইব বিরমত্যেকহান্যাঽকৃতার্থঃ ॥৩১

অন্বয়ঃ। ৩১। সঃ অন্তরাত্মা পূর্ব্বম্ একাকী আসীৎ. অনুপূর্ব্ব্যা বিষয়ান্ মৃগয়তি. মে জায়া প্রজা ধনম্ উপকরণং বা স্যাৎ, তদর্থং প্রাণাবশেষৈঃ ক্লেশৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ অস্মাৎ অন্যৎ মহৎ গরীয়ঃ ন মনুতে। তু একালাভে অপি-অকৃৎস্নঃ মৃত ইব বিরমতি, একহান্যা অকৃতার্থঃ। ৩১

(টীকা) পরিতো ধাবমানৈঃ তরঙ্গৈঃ প্রচলতি তথা তেষাং তরঙ্গাণাম্ অন্তঃ প্রাক্ পশ্চাচ্চ পাথোঽস্তি। কিন্তুতৈঃ তরঙ্গৈঃ পবনসমুদিতৈঃ বায়ুনোৎপন্নৈঃ এবম্ মায়াময়ৈঃ ইন্দ্রিয়ৈরপি আত্মা। অথ তৈঃ প্রশান্তৈঃ সদ্ভিঃ যথাবৎ প্রকৃতিস্থং পাথ এব অস্তি। তদ্বৎ আত্মাঽপি ॥৩০

৩১। ইদানীং জীবস্য বাহ্যপ্রপঞ্চানুবৃত্তিং নিরূপয়তি। সোঽন্তরাত্মা পূর্ব্বং একাকী আসীৎ। অতঃপরম্ আনুপূর্ব্ব্যাঽনুক্রমেণ বিষয়ান্ মৃগয়তি গবেষয়তি। অথ আনুপূর্ব্বীমাহ—প্রথমং জায়া মে স্যাৎ, ততঃ প্রজা মে স্যাৎ, ততঃ তন্নির্ব্বাহার্থে ধনং বিত্তং মে স্যাৎ, অথ তদর্থং বিত্তপ্রাপ্ত্যর্থং প্রাণাবশেষৈঃ ক্লেশৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ এবং ধনাদিবিষয়প্রাপ্তৌ

(অনুবাদ) মধ্যে সম্মুখে ও পশ্চাৎ জল বিদ্যমান আছে, সেইরূপ মায়াময় ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা আত্মা চঞ্চল হন। আবার তরঙ্গ শান্ত হইলে যেমন জল নিশ্চল থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণের শান্তিতে আত্মাও প্রকৃতিস্থ হন।৩০

৩১। সেই অন্তরাত্মা পূর্ব্বে একাকী ছিলেন, অনন্তর বিষয় সকল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে আমার স্ত্রী হউক, অনন্তর পুত্র, ধন ও ধনলভ্য উপকরণ হউক—এইরূপ কামনা করিলেন। তাহার পর ধনাদি বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রাণান্ত ক্লেশ সহকারে কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং ধন অপেক্ষা অন্য উৎকৃষ্ট বস্তু নাই—মনে করেন। বহুবিষয়লাভের

(টীকা) অস্মাৎ বিষয়াৎ অন্যৎ মহৎ গরীয়ঃ শ্রেষ্ঠং ন মন্যতে। এবং বহুবিষয়োদ্দেশে সতি একবিষয়ালাভে সতি অকৃৎস্নো ভূত্বা মৃতঃ ইব বিরমতি বিরামং প্রাপ্নোতি। তথা একহান্যা প্রাপ্তস্য নাশেন অকৃতার্থো ভবতি। অত্র মূলশ্রুতিঃ—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত। জায়া মে স্যাৎ অথ প্রজা মে স্যাদ্ বিত্তং মে স্যাদ্ অথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয় ইত্যেতাবান্ বৈ কামো নেৎ সচ্চ নাতো ভূয়ো বিন্দেত। তস্মাদপি এতর্হি একাকী কাময়তে জায়া মে স্যাদ্ অথ প্রজায়েয় অথ বিত্তং মে স্যাদ্ অথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয় ইতি। স যাবদপ্যেতেষাং একৈকং ন প্রাপ্নোত্যকৃৎস্ন এব তাবৎ মন্যতে তস্য অকৃৎস্নতা।"

ভাষ্যম্—অগ্রে পূর্ব্বম্ ইদম্ অয়ম্ একঃ এব কেবলম্ আত্মৈব আসীৎ। স জায়া মে স্যাদিতি অকাময়ত ঐচ্ছৎ। ততোঽস্যাং জায়ায়াং প্রজায়েয় পুত্রত্বেন জন্ম প্রাপ্নুয়াম্ ইতি অকাময়ত। "অস্যাং জায়তে পুনঃ" ইতি শ্রুতিঃ। আত্মৈব জায়া পুত্রত্বেন পরিণমতি। তথা যৎকর্ম্ম করোতি তদপি আত্মার্থমেব ইতি পুনঃ শ্রুত্যা নিরূপয়িষ্যতে এবম্ জায়া-পুত্রপ্রাপ্তৌ তদ্ভরণার্থং বিত্তং মে স্যাদিতি কাময়তে, অথ বিত্তপ্রাপ্ত্যর্থং কর্ম্ম কুর্ব্বীয় ইতি। এতাবান্ বৈ কামঃ। অথ নেদিতি নিপাতো নিষেধার্থে নেৎসৎ। ন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ। অথ জায়াপুত্রাদিবিষয়াৎ অন্যৎ ভূয়ঃ বহুতরং ন বিন্দেত ন বিন্দতি। এবম্ যাবজ্জীবং পুনঃ উৎপত্তিম্ আসাদ্য তথৈবেতি পুনরুক্তম্ এব স জীবঃ যাবৎ এতেষাং জায়াদীনাং মধ্যে একং নাপ্নোতি তাবৎ অকৃৎস্নঃ অসম্পূর্ণোঽহম্ ইতি মন্যতে ইত্যেবং তস্য অকৃৎস্নতা অসম্পূর্ণতা ॥৩১

(অনুবাদ) উদ্দেশ্য থাকিলে যদি একটী বিষয় লাভ না হয়, তাহা হইলে নিজকে অসম্পূর্ণ মনে করিয়া মৃতের ন্যায় বিরত হন এবং একটী বিষয়ের হানি ঘটিলে অকৃতার্থ হইয়া থাকেন।৩১

নাসীৎ পূর্ব্বং ন পশ্চাদতনুদিনকরাচ্ছাদকো বারিবাহো
দৃশ্যঃ কিন্ত্বন্তরাহসৌ স্থগয়তি স দৃশং পশ্যতো নার্কবিম্বম্।
নো চেদেবং বিনাহর্কং জলধরপটলং ভাসতে তর্হি কস্মাৎ
তদ্বদ্বিশ্বং পিধত্তে দৃশমথ ন পরং ভাসকং চালকং স্বং ॥৩২

অন্বয়ঃ। ৩২। অতনুদিনকরাচ্ছাদকঃ বারিবাহঃ পূর্ব্বং ন আসীৎ পশ্চাৎ ন, কিন্তু, সঃ অসৌ অন্তরা দৃশ্যঃ পশ্যতঃ দৃশং স্থগয়তি ন অর্কবিম্বম্ এবং নো চেৎ তর্হি অর্কং বিনা জলধরপটলং কস্মাৎ ভাসতে, তদ্বৎ বিশ্বং [পশ্যতঃ] দৃশং পিধত্তে, অথ স্বং ভাসকং চালকং পরং ন। ৩২

টীকা। ৩২। অবিদ্যায়াঃ আবরণশক্তিমেব বিবিচ্য প্রপঞ্চয়তি। বারি বহতীতি বারিবাহঃ মেঘঃ, অতনুদিনকরাচ্ছাদকো ভবতি। ন তনুঃ অতনুঃ, মহান্ লোকত্রয়প্রকাশকো যো দিনকরো দিবসে প্রসৃতকরঃ সূর্য্যঃ তদাচ্ছাদকো ভবতি। অথ তস্য আচ্ছাদকত্বম্ অন্তরালিকং ন প্রবাহপরম্পরাগতম্ ইত্যাহ—নাসীদিতি। মেঘঃ প্রাবৃট্কালাৎ পূর্ব্বং গ্রীষ্মে নাসীৎ। অথ পশ্চাৎ শরৎকালেহপি নাসীৎ। এবং এবংবিধো মেঘঃ সূর্য্যং পশ্যতঃ জনস্য দৃশমেব স্থগয়তি আবৃণোতি, ন অর্কবিম্বম্। তস্য মেঘাদপি অভিতঃ করপ্রসারশালিত্বাৎ ইত্যর্থঃ। এবং সত্যপি লোকে সূর্য্যো নিষ্প্রভঃ ইতি প্রতীতিঃ প্রাতিভাসিকী ইত্যাহ—নো চেদিতি। এবমুক্তপ্রমেয়ং নো চেৎ সূর্য্যঃ এব আচ্ছাদিতশ্চেৎ তর্হি অর্কং বিনা জলধরপটলং সূর্য্যাবরকীভূতং মেঘপটলং কস্মাদ্ ভাসতে সূর্য্যস্য ঘনপটলেন তিরোহিতত্বাৎ ঘনপটলং কস্মাৎ প্রকাশান্তরাদ্ জ্ঞায়তে। সূর্য্যস্য আচ্ছিন্নত্বেন প্রকাশকত্বানর্হত্বাৎ ইত্যর্থঃ। তথা চ সূর্য্যং পশ্যতঃ

অনুবাদ। ৩২। ত্রিভুবনের প্রকাশক যে সূর্য্য তাহার আবরক মেঘ বর্ষাকালের পূর্ব্বে গ্রীষ্মেকালে ছিল না এবং বর্ষাকালের পর শরৎ-কালেও থাকিবে না, কিন্তু মধ্যে নয়নগোচর হইয়া থাকে, সুতরাং মেঘ দ্রষ্টার নয়নকে আবৃত করে কিন্তু সূর্য্যকে আবৃত করে না। ইহা যদি

ভুঞ্জানঃ স্বাপ্নরাজ্যং সসকলবিভবো জাগরং প্রাপ্য ভূয়ো
রাজ্যভ্রষ্টোঽহমিত্থং ন ভজতি বিষমং তন্মৃষা মন্যমানঃ।
স্বপ্নে কুর্ব্বন্নগম্যাগমনমুখমঘং তেন ন প্রত্যবায়ী
তদ্বজ্জাগ্রদ্দশায়াং ব্যবহৃতিমখিলাং স্বপ্নবদ্বিস্মরেচ্চেৎ ॥৩৩

অন্বয়ঃ। ৩৩। সসকলবিভবঃ স্বাপ্নরাজ্যং ভুঞ্জান জাগরং প্রাপ্য ভূয়ঃ তৎ মৃষা মন্যমানঃ অহং রাজ্যভ্রষ্টঃ ইত্থং বিষমং ন ভজতি। স্বপ্নে অগম্যাগমনমুখম্ অঘং কুর্ব্বন্ তেন প্রত্যবায়ী ন, তদ্বৎ জাগ্রদ্দশায়াং স্বপ্নবৎ অখিলাং ব্যবহৃতিং চেৎ বিস্মরেৎ [তথাপি প্রত্যবায়ী ন ভবতি]। ৩৩

(টীকা) জনস্য ঘনপটলেন দৃষ্টিরেব আবৃতা ন সূর্য্যঃ ; এতদ্দৃষ্টান্তাবষ্টম্ভেন ভূমণ্ডলস্যাপি সূর্য্যাবরকত্বং তদ্বদেব ইত্যর্থঃ। অথ যদর্থমেতৎ উপক্রান্তং তদাহ—তদ্বদিতি। তদ্বৎ অন্তরোৎপন্নং বিশ্বমপি পশ্যতঃ দৃশং দৃষ্টিমেব পিধত্তে। ন পরং পরব্রহ্মস্বরূপং ন আচ্ছাদয়তি। তর্হি কথং ন দৃশ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য দৃশ্যতে এব ইত্যাহ—কিন্তু তং পরং ব্রহ্ম স্বভাসকং চালকং চ, স্বশব্দেন বিশ্বঃ, তস্য ভাসকং তথা চালকং চ। যেন বিচিত্ররূপং বিশ্বম্ আভাতি, তথা যেন চলতি সর্ব্বং ব্যবহারং করোতি তৎ পরং ব্রহ্ম কথম্ আচ্ছাদয়িতুং শক্যতে ব্রহ্মব্যতিরেকেণ তস্য ভাসকচালকান্তরাভাবাৎ তথা চ জগদাকারাৎ আদিমধ্যাবসানেষু বর্ত্তমানং ব্রহ্মৈব সত্যং, তদজ্ঞানাৎ উদিতো জগদাকারঃ। শুক্তিকারজতবৎ প্রাতিভাসিকঃ ইত্যর্থঃ।৩২

৩৩। এবং স্বপ্নদৃষ্টান্তেন প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বং নিরূপয়তি। সসকল-

(অনুবাদ) সঙ্গত না হয়, অর্থাৎ মেঘ যদি সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, তাহা হইলে সূর্য্যের অভাবে মেঘ কাহার দ্বারা প্রকাশিত হইবে? সেইরূপ অবিদ্যা আগন্তুক বিশ্বের দ্রষ্টার দৃষ্টিকে আবরণ করে, জগতের প্রকাশক ও চালক পরব্রহ্মকে আবরণ করে না।৩২

৩৩। সেনা ও কোশাদি সমস্ত ঐশ্বর্য্যসমন্বিত কোন পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় রাজত্ব ভোগ করিয়া জাগরিত হইলে নিজকে দরিদ্র মনে করিয়া "আমি

স্বপ্নাবস্থানুভূতং শুভমথ বিষমং তন্মৃষা জাগরে স্যাৎ
জাগৃত্যাং স্থূলদেহব্যবহৃতিবিষয়ং তন্মৃষা স্বাপকালে।
ইত্থং মিথ্যাত্বসিদ্ধাবনিশমুভয়থা সজ্জতে তত্র মূঢ়ঃ
সত্যে তদ্ভাসকেঽস্মিন্নিহ হি কুত ইদং তন্ন বিদ্মো বয়ং হি ॥৩৪

অন্বয়ঃ। ৩৪। স্বপ্নাবস্থানুভূতং শুভং বিষমং তৎ জাগরে মৃষা স্যাৎ, অথ জাগৃত্যাং স্থূলদেহব্যবহৃতিবিষয়ং তৎ স্বাপকালে মৃষা—ইত্থম্ উভয়থা অপি অনিশং মিথ্যাত্বসিদ্ধৌ তত্র মূঢ়ঃ সজ্জতে. ইহ অস্মিন্ তদ্ভাসকে সত্যে কুতঃ ইদং হি তৎ বয়ং ন হি বিদ্মঃ। ৩৪

(**টীকা**) বিভবঃ সেনাকোশাদ্যুপস্কারযুক্তঃ সন্ স্বপ্নরাজ্যং ভুঞ্জানঃ পুরুষঃ ভূয়ঃ জাগরং প্রাপ্য প্রাক্তনং দরিদ্রং রুগ্নদেহং নিরীক্ষ্য "অহং রাজ্যভ্রষ্টঃ" ইতি বিষমং শোকং ন ভজতি। কুতঃ? তৎ স্বাপ্নং রাজ্যং মৃষা মন্যমানঃ। অথ ইমম্ এব অর্থং দৃষ্টান্তেন দ্রঢ়য়তি—স্বপ্নে ইতি। স্বপ্নে অগম্যাগমন-মুখং সুরাপানব্রহ্মবধাদ্যঘং পাতকং কুর্ব্বন্ ততঃ প্রবোধং প্রাপ্তঃ সন্ তেন পাতকেন প্রত্যবায়ী প্রায়শ্চিত্তী ন ভবতি ইতি যথাপূর্ব্বং লোকে ব্যব-হারার্থং এব দৃশ্যতে মনসাপি অনুতাপং ন প্রাপ্নোতি, কুতঃ তৎ মৃষা মন্যমানঃ ইতি পূর্ব্ববৎ। তথা জাগ্রদ্দশায়ামেব পাপকর্ত্তা প্রায়শ্চিত্তার্হো ভবতি। অথ জাগ্রদ্দশায়ামপি অখিলাং পুণ্যপাপব্যবহৃতিং চেৎ স্বপ্নবৎ বিস্মরেৎ তথাপি প্রায়শ্চিত্তার্হঃ ন ভবতি, যতঃ তন্মৃষা মন্যমানঃ ইতি প্রাগুক্তমেব। ভগবতাপি উক্তং "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি" ইত্যাদিনা।৩৩

(**অনুবাদ**) রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়াছি" বলিয়া শোক করে না; কারণ, সে জানে স্বপ্নাবস্থায় যাহা দেখিয়াছি, তাহা মিথ্যা। স্বপ্নে অগম্যাগমন সুরাপান ও ব্রহ্মহত্যাদি পাপ করিয়া জাগরিত হইয়া নিজকে পাপী মনে করে না এবং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তও করে না; কারণ, সে জানে ইহা মিথ্যা, জাগ্রদ্দশাতে যাবতীয় পুণ্য-পাপব্যবহার স্বপ্নের ন্যায় যদি বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে সে প্রত্যবায়গ্রস্ত হয় না; কারণ, সে জানে—ইহা মিথ্যা।৩৩

৩৪। স্বপ্নকালে অনুভূত রাজ্যভোগাদি শুভ ও ব্যাঘ্রভীতিপ্রভৃতি

জীবন্তং জাগ্রতীহ স্বজনমথ মৃতং স্বপ্নকালে নিরীক্ষ্য
নির্ব্বেদং যাত্যকস্মান্মৃতমমৃতমমুং বীক্ষ্য হর্ষং প্রয়াতি।
স্মৃত্বাঽপ্যেতস্য জন্তোর্নিধনমসুযুতিং ভাষতে তেন সাকং
সত্যেবং ভাতি ভূয়োল্পকসময়বশাৎ সত্যতা বা মৃষাত্বং ॥৩৫

অন্বয়ঃ। ৩৫। ইহ জাগ্রতি জীবন্তং স্বজনম্ অথ স্বপ্নকালে মৃতং নিরীক্ষ্য নির্ব্বেদং যাতি, অকস্মাৎ মৃতম্ অমুন্ অমৃতং বীক্ষ্য হর্ষং প্রয়াতি। এতস্য জন্তোঃ নিধনম্ অসুযুতিং স্মৃত্বা অপি তেন সাকং ভাষতে। এবং সতি ভূয়ঃ অল্পকসময়বশাৎ সত্যতা মৃষাত্বং বা ভাতি। ৩৫

টীকা। ৩৪। অথ জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থয়োরপি ভ্রমজনকত্বম্ অস্তি ইত্যাহ—স্বপ্নাবস্থায়াম্ অনুভূতং শুভং রাজ্যং ভোগেষ্টপ্রাপ্ত্যাদি তথা বিষমং ব্যাঘ্রভক্ষণাদি তৎ সর্ব্বং জাগরে মৃষা ভবতি। অথ জাগ্রদ্দশায়াং স্থূলদেহব্যবহৃতিবিষয়ং শুভং মিষ্টান্নাদিসকলভোগসুখং তথা বিষমং আধিব্যাধিযাতনাজনিতং দুঃখং যৎ তৎ স্বাপকালে সর্ব্বং মৃষা ভবতি। ইত্থম্ অমুনা প্রকারেণ উভয়থাপি অনিশং নিরন্তরং মিথ্যাত্বসিদ্ধৌ সত্যাং তত্র মূঢ়ঃ যঃ সজ্জতে অভিনিবেশং করোতি তৎ কস্মাৎ কারণাৎ ইতি বয়ং ন বিদ্মঃ।৩৪

৩৫। অথ এতদেব সোদাহরণং নিরূপয়তি। ইহ লোকে জাগ্রদবস্থায়াং জীবন্তং স্বজনম্ অথ ইদানীং স্বপ্নকালে মৃতং নিরীক্ষ্য অকস্মাৎ নির্ব্বেদং দুঃখং যাতি প্রাপ্নোতি। অথবা জাগৃত্যাং মৃতং বিপন্নং স্বজনং স্বপ্নকালে বীক্ষ্য হর্ষং প্রয়াতি। অনেন জাগৃত্যনুভূতং স্বপ্নকালে মৃষা ভবতি

অনুবাদ। অশুভ, জাগরিত অবস্থায় মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হয় এবং জাগ্রদবস্থায় স্থূলদেহের ব্যবহারবিষয় শুভ মিষ্টান্নাদিভোগসুখ ও রোগজনিত দুঃখ স্বপ্নাবস্থায় মিথ্যা হয়। যখন জাগরণ ও স্বপ্ন এইরূপে সর্ব্বদা মিথ্যা হইতেছে, তখন উভয় অবস্থার প্রকাশক সত্য বস্তু থাকিতে, মূঢ়ব্যক্তি কেন আসক্ত হয়? তাহা আমরা জানি না। ৩৪

৩৫। এই সংসারে লোক জাগ্রদ্দশায় জীবিত আত্মীয়কে স্বপ্নসময়ে মৃত দেখিয়া দুঃখ পায় ও অকস্মাৎ মৃত ব্যক্তিকে জীবিত দেখিয়া আনন্দ

স্বাপ্নস্ত্রীসঙ্গসৌখ্যাদপি ভৃশমসতো যা চ রেতশ্চ্যুতিঃ স্যাৎ
সাদৃশ্যাৎ তদ্বদেতৎ স্ফুরতি জগদসৎকারণং সত্যকল্পং।
স্বপ্নে সত্যঃ পুমান্ স্যাদ্ যুবতিরিহ মৃষৈবানয়োঃ সংযুতিশ্চ
প্রাতঃ শুক্রেণ বস্ত্রোপহতিরিতি যতঃ কল্পনামূলমেতৎ ॥৩৬

অন্বয়ঃ। ৩৬। ভৃশম্ অসতঃ স্বাপ্নস্ত্রীসংসর্গসৌখ্যাৎ অপি যা চ রেতশ্চ্যুতিঃ স্যাৎ; সাদৃশ্যাৎ তদ্বৎ এতৎ অসৎকারণং সত্যকল্পং জগৎ স্ফুরতি। স্বপ্নে পুমান্ সত্যঃ ইহ যুবতিঃ মিথ্যা এব, অনয়োঃ সংযুতিঃ চ মৃষা প্রাতঃ শুক্রেণ বস্ত্রোপহতিঃ ইতি যতঃ এতৎকল্পনামূলম্। ৩৬

(টীকা) ইতি দর্শিতম্। অথ তত্র তদস্মরণেন অন্যথা প্রতীয়তে ইতি চেৎ তত্র আহ—স্মৃত্বেতি। তস্য জাগৃত্যাং মৃতস্য জন্তোঃ নিধনং স্মৃত্বাপি। অথবা জীবন্তম্ অস্য যুতিং জীবনং স্মৃত্বাপি তেন সহ ভাষতে বার্ত্তাঃ কথয়তি। তথা মৃতেন সহ দীনালাপং করোতি। তথা স্বপ্নকালেঽপি স্মরণবতোপি মৃষাত্বপ্রতীতিঃ ভবতীতি সূচিতম্। এবং সতি উভয়থা মিথ্যাভূতৌ সত্যাম্ অপি স্বপ্নে মৃষাত্বপ্রতীতিঃ জাগৃত্যাং চ সত্যত্ব-প্রতীতিঃ লোকানাং কথমুৎপদ্যতে ইত্যত আহ—ভূয়োল্পকসময়বশাৎ সত্যতা মৃষাত্বং বা ভাতি ভাসতে ন তু তাত্ত্বিকম্। ভূয়াংশ্চাল্পকশ্চ তৌ সময়ৌ চ তদ্বশাৎ জাগৃতিঃ চিরকালমস্তি। তত্র দৃঢ়ানুসন্ধানাৎ সত্যত্বং ভাসতে। স্বপ্নস্তু অল্পসময়দৃশ্যোঽস্তি অতস্তত্র মৃষাত্বং ভাসতে। বিচার্য্যমাণে তাবদুভয়োরপি অসত্যত্বমিত্যর্থঃ।৩৫

৩৬। ইদানীম্ অসদ্রূপোপাদনকং বিশ্বমপি সদিতি সদৃষ্টান্তম্ আহ—অসতঃ অবিদ্যমানাদপি স্বাপ্নস্ত্রীসঙ্গসৌখ্যাৎ রেতশ্চ্যুতিঃ শুক্র-

(অনুবাদ) লাভ করে। ইহাদের নিধন ও জীবন স্মরণ করিয়াও তাঁহাদের সহিত বার্ত্তালাপ করিয়া থাকে। এইরূপে স্বপ্ন ও জাগরণ উভয়ই মিথ্যা হইলেও অধিক সময় যাহার সত্তা তাহা সত্য ও অল্পসময় যাহার সত্তা তাহা মিথ্যা, বস্তুতঃ উভয়ই মিথ্যা। ৩৫

৩৬। অত্যন্ত মিথ্যাভূত স্বপ্নকালীন স্ত্রীসংসর্গজনিত সুখবশতঃ

পশ্যন্ত্যারামমস্য প্রতিদিবসমমী জন্তবঃ স্বাপকালে
পশ্যত্যেনং ন কশ্চিৎ করণগণমৃতে মায়য়া ক্রীড়মানং।
জাগ্রত্যর্থব্রজানামথ চ তনুভৃতাং ভাসকং চালকং বা
নো জানীতে সুষুপ্তৌ পরমসুখময়ং কশ্চিদাশ্চর্য্যমেতৎ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ। ৩৭। অমী জন্তবঃ প্রতিদিবসং স্বাপকালে অস্য আরামং পশ্যন্তি, কশ্চিৎ করণগণম্ ঋতে মায়য়া ক্রীড়মানম্ এনং ন পশ্যতি, অথ জাগ্রতি চ তনুভৃতাং চালকম্ অর্থব্রজানাং ভাসকং বা [আত্মানং ন পশ্যতি] কশ্চিৎ সুষুপ্তৌ পরমসুখময়ং নো জানীতে, এতৎ আশ্চর্য্যম্। ৩৭

(টীকা) শুক্রদ্রাবো ভবতি। সাদৃশ্যাৎ ব্যাবহারিকসত্যাৎ তদ্বদসৎ-কারণং জগৎ সত্যকল্পং স্ফুরতি নামৈকদেশে নামগ্রহণমিতি বৎ। অসৎ সদসদ্বিলক্ষণম্ অবিদ্যাখ্যং কারণং যস্য তদসৎকারণং এবংবিধং জগৎ সত্যকল্পং স্ফুরতি ন তু সত্যং সুষুপ্তৌ অস্তমিতত্বাৎ। অথ দৃষ্টান্তে ন দার্ষ্টান্তিকং সিদ্ধম্ আহ। স্বপ্ন ইতি। স্বপ্নে পুমান্ সত্যঃ যুবতিঃ স্ত্রী মৃষা চ পরম্ অনয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োঃ সংযুতিঃ সুরতমপি মৃষা তথা প্রাতর্জাগ্রদব-স্থায়াং শুক্রেণ রেতসা বস্ত্রোপহতিঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধা এবম্ আত্মা সত্যঃ স্ত্রী মায়া অসত্যা তয়োঃ যুতিঃ সম্বন্ধঃ আধ্যাসিকঃ অত এব মৃষা। তস্মাৎ জাতং জগৎ ব্যবহারসত্যং যতঃ সর্ব্বকল্পনামূলং কাল্পনিকম্ ইত্যর্থঃ ।৩৬

৩৭। অথ অবস্থাত্রয়েঽপি অনুভূয়মানম্ আত্মানং কেঽপি ন চিন্বন্তি

(অনুবাদ) শুক্রস্খলন হইয়া থাকে; কারণ, জাগ্রদবস্থাপন্ন স্ত্রীর সাদৃশ্য স্বাপ্ন স্ত্রীতে থাকায় এইরূপ ঘটিয়া থাকে। সেইরূপ মিথ্যাভূত অবিদ্যা এই জগতের কারণ হইলেও, তাহা সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ সত্য, স্ত্রী মিথ্যা; স্ত্রীপুরুষের সংযোগও মিথ্যা, কিন্তু তাহার ফল সত্য ; কারণ, প্রাতঃকালে দেখা যায় শুক্রের দ্বারা বস্ত্র নষ্ট হইয়াছে। অতএব এই জগৎ কল্পনামূলক। ৩৬

৩৭। এই সকল প্রাণী প্রতিদিন স্বপ্নসময়ে পরমাত্মার ক্রীড়া দর্শন

স্বপ্নে মন্ত্রোপদেশঃ শ্রবণপরিচিতঃ সত্য এষ প্রবোধে
স্বাপ্নাদ্দেবপ্রসাদাদভিলষিতফলং সত্যতাং প্রাতরেতি।
সত্যপ্রাপ্তিস্ত্বসত্যাদপি ভবতি তথা কিং চ তৎস্বপ্রকাশং
যেনেদং ভাতি সর্ব্বং চরমচরমথোচ্চাবচং দৃশ্যজাতম্ ॥৩৮

অন্বয়ঃ। ৩৮। স্বপ্নে এষঃ শ্রবণপরিচিতঃ মন্ত্রোপদেশঃ প্রবোধে সত্যঃ, স্বাপ্নাৎ দেবপ্রসাদাৎ অভিলষিতফলং সত্যতাং প্রাতঃ এতি, তু অসত্যাৎ অপি সত্যপ্রাপ্তিঃ ভবতি তথা কিংচ যেন ইদং সর্বং চরম্ অচরম্ অথ উচ্চাবচং দৃশ্যজাতং ভাতি, তৎ স্বপ্রকাশম্। ৩৮

(টীকা) ইতি আশ্চর্য্যম্ আহ।- অমী জন্তবো জীবাঃ প্রতিদিবসং স্বাপকালে অস্য পরমাত্মনঃ আরামং ক্রীড়াং পশ্যন্তি পরন্তু এনম্ আত্মানং কশ্চিৎ ন পশ্যতি, কিন্তুতম্ আত্মানং করণগণমৃতে বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যতিরেকেণাপি মায়য়া স্বাপ্নদেহেন্দ্রিয়রূপয়া ক্রীড়মানম্ অথ আস্তাং তাবন্মৌঢ্যদশা স্বপ্নাবস্থায়াং জাগৃত্যামপি তনুভৃতাং চালকং তথা অর্থব্রজানাং ভাসকং প্রকাশকং নিরন্তরং পশ্যতি ন। তথা সুষুপ্তৌ পরমসুখময়ম্ এবংবিধং পরমাত্মানং কেহপি ন জানন্তি ইত্যেতৎ মহৎ আশ্চর্য্যম্ ইত্যর্থঃ।৩৭

৩৮। ননু জাগ্রদবস্থায়ামপি স্বপ্নদৃষ্টান্তেন মৃষাত্বে প্রোচ্যমানে তস্যাং গুরুমুখাৎ উপনিষদ্‌বিচারাদিনা যো ব্রহ্মবোধঃ স মৃষা ভবতি। ততো ব্রহ্মাপি বন্ধ্যাপুত্রবৎ অসদ্রূপং স্যাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ—স্বপ্নেত্যাদিনা।৩৮

(অনুবাদ) করে, কিন্তু স্বপ্নকালে বাহ্যদেহ ও ইন্দ্রিয়প্রভৃতি না থাকায় মায়াকল্পিত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ক্রীড়নশীল আত্মাকে কেহ দেখিতে পায় না। জাগরণসময়েও প্রাণিগণের চালক, বিষয়সমূহের প্রকাশক আত্মাকে দেখিতে পায় না। সুষুপ্তিকালেও কেহ অত্যন্ত সুখময় আত্মাকে জানে না—ইহাই আশ্চর্য্য। ৩৭

৩৮। স্বপ্নাবস্থায় শ্রবণবিধিবিহিত মন্ত্রের উপদেশ জাগ্রদবস্থায় সত্য হইয়া থাকে। যদি কেহ স্বপ্নে দেবতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে

মধ্যপ্রাণং সুষুপ্তৌ স্বজনিমনুবিশন্ত্যগ্নিসূর্য্যাদয়োঽমী
বাগাদ্যাঃ প্রাণবায়ুং তদিহ নিগদিতা গ্লানিরেষাং ন বায়োঃ।
তেভ্যো দৃশ্যাবভাসো ভ্রম ইতি বিদিতঃ শুক্তিকারৌপ্যকল্পঃ
প্রাণায়ামব্রতং সংশ্রুতিশিরসি মতং স্বাত্মলব্ধ্যৈ ন চান্যৎ ॥৩৯

অন্বয়ঃ। ৩৯। অমী অগ্নিসূর্য্যাদয়ঃ সুষুপ্তৌ স্বজনিং মধ্যপ্রাণম্ অনুবিশন্তি, বাগাদ্যাঃ প্রাণবায়ুং, তৎ এষাং গ্লানিঃ ইহ নিগদিতা বায়োঃ ন, তেভ্যঃ দৃশ্যাবভাসঃ শুক্তিকারৌপ্যকল্পঃ ভ্রমঃ ইতি বিদিতঃ, সৎ প্রাণায়ামব্রতং স্বাত্মলব্ধ্যৈ শ্রুতিশিরসি মতম্ অন্যৎ চ ন। ৩৯

টীকা। ৩৯। এবং স্বপ্ননিদর্শনেন জগৎমিথ্যাত্বং নিরূপ্য ইদানীং জগৎসত্যত্বাভিব্যঞ্জকায়াং জাগৃত্যামপি তন্মিথ্যাত্বং নিরূপয়তি। অমী অগ্নিসূর্যাদয়ঃ বাগাদীন্দ্রিয়াধিদেবতাঃ সুষুপ্তৌ তৃতীয়াবস্থায়াং মধ্যপ্রাণং বিরাজম্ অনুবিশন্তি প্রবিশন্তি। কিম্ভূতং বিরাজং স্বজনিঃ স্বস্য জনিঃ যস্মিন্ স তথা স্বস্য উৎপাদকম্। "মুখাৎ ইন্দ্রশ্চ অগ্নিশ্চেতি তথা চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত হতি শ্রুতেঃ। কার্য্যজাতস্য কারণে প্রবেশো যুক্তঃ এব ইত্যর্থঃ। তথা বাগাদ্যা ইন্দ্রিয়গণাঃ সুষুপ্তৌ প্রাণবায়ুম্ ইন্দ্রসংজ্ঞম্ অনুবিশন্তি। তৎ তস্মাৎ কারণাৎ এষাং সাধিদেবতানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গ্লানিঃ অস্তময়ঃ নিগদিতা উপনিষৎপ্রতিপাদিতা। পরন্তু স্থূলসূক্ষ্ম-প্রপঞ্চলয়রূপায়াং সুষুপ্তাবপি প্রাণবায়োঃ অস্তময়ো নাস্তি। ততঃ

(অনুবাদ) প্রাতঃকালে সত্য অভীষ্ট ফল পাইয়া থাকেন। অসত্য হইতে সত্যের প্রাপ্তি হয়। অপিচ যিনি এই স্থাবরজঙ্গমরূপ বিচিত্র দৃশ্য জগৎ প্রকাশ করেন, তিনি স্বপ্রকাশ।৩৮

৩৯। অগ্নি, সূর্য্যপ্রভৃতি বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ সুষুপ্তিকালে বাগাদির কারণ মধ্যপ্রাণ অর্থাৎ বিরাটে প্রবেশ করেন, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ প্রাণবায়ুতে প্রবেশ করে। অতএব সুষুপ্তিকালে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সহ ইন্দ্রিয়গণের লয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রাণবায়ুর লয় কথিত হয় নাই। জাগ্রদ্দশাতেও দৃশ্য বস্তুর প্রকাশও

নোঽকস্মাদার্দ্রমেধঃ স্পৃশতি চ দহনঃ কিন্তু শুষ্কং নিদাঘাৎ
আর্দ্রং চেতোঽনুবন্ধৈঃ কৃতসুকৃতমপি স্বোক্তকর্ম্ম প্রজার্থৈঃ।
তদ্বৎজ্ঞানাগ্নিরেতৎ স্পৃশতি ন সহসা কিন্তু বৈরাগ্যশুষ্কং
তস্মাৎ শুদ্ধো বিরাগঃ প্রথমমভিহিতস্তেন বিজ্ঞানসিদ্ধিঃ॥৪০

অন্বয়ঃ। ৪০। দহনঃ আর্দ্রম্ এধঃ অকস্মাৎ নো স্পৃশতি, কিন্তু নিদাঘাৎ শুষ্কং; তদ্বৎ অনুবন্ধৈঃ আর্দ্রং চেতঃ স্বোক্তকর্ম্ম প্রজার্থৈঃ কৃতসুকৃতম্ অপি জ্ঞানাগ্নিঃ সহসা এতৎ ন স্পৃশতি, কিন্তু বৈরাগ্যশুষ্কম্। তস্মাৎ শুদ্ধঃ বিরাগঃ প্রথমম্ অভিহিতঃ তেন বিজ্ঞানসিদ্ধিঃ। ৪০

(টীকা) সুষুপ্তৌ শ্বাসরূপেণ প্রত্যক্ষত উপলভ্যমানত্বাৎ। অথ জাগৃত্যামপি চক্ষুরাদিভ্যো যো দৃশ্যাবভাসঃ দৃশ্যানাং রূপরসাদীনাং প্রতিভাসঃ স ভ্রমঃ ন তাত্ত্বিকঃ ইতি বিদিতঃ। অথ ভ্রমে দৃষ্টান্তম্ আহ—শুক্তিকারৌপ্যকল্পঃ ইতি। যথা শুক্ত্যবচ্ছিন্নে অধিকরণে রৌপ্যং প্রাতিভাসিকং প্রতীয়তে তদ্বৎ ব্রহ্মণি অধিকরণে নামরূপাত্মকং বিশ্বং প্রাতিভাসিকম্। তস্মাৎ কারণাৎ অবস্থাত্রয়েঽপি অনস্তমিতং প্রাণায়ামব্রতং স্বাত্মলব্ধ্যৈ শ্রুতিশিরসি মতং নান্যৎ চক্ষুরাদিব্রতম্। তস্য অবস্থাত্রয়েঽপি আত্মলব্ধাবশক্তত্বাৎ।৩৯

৪০। অথ তপোবৈরাগ্যযোগেনৈব জ্ঞানসিদ্ধিরিতি অনুবদতি। আর্দ্রং জলাক্তং এধঃ কাষ্ঠং দহনঃ কস্মান্ন স্পৃশতি, কিন্তু নিদাঘাৎ আতপাৎ শুষ্কমেব স্পৃশতি। তদ্বদনুবন্ধৈঃ ভার্য্যাদিবিষয়ৈঃ আর্দ্রং চেতঃ স্বোক্তকর্ম্ম প্রজার্থৈঃ কৃতসুকৃতমপি জ্ঞানাগ্নির্ন স্পৃশতি স্বোক্তকর্ম্ম স্বাশ্রমবর্ণোচিতং

(অনুবাদ) শুক্তিতে রজতের ন্যায় ভ্রম বলিয়া অবগত হওয়া যায়। অতএব স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও জাগ্রৎকালে প্রাণের ব্যাপার লয় প্রাপ্ত হয় না, তাহাই আত্মলাভের নিমিত্ত বলিয়া বেদান্তের অভিমত, কিন্তু কোন অবস্থাতে চক্ষুরাদি ব্যাপার আত্মলাভে সমর্থ হয় না।৩৯

৪০। অগ্নি অকস্মাৎ আর্দ্র কাষ্ঠকে স্পর্শ করে না, কিন্তু আতপের দ্বারা শুষ্ক কাষ্ঠ স্পর্শ করে। সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি, ভার্য্যাদি বিষয়ের

যৎকিঞ্চিন্নামরূপাত্মকমিদমসদেবোদিতং ভাতি ভূমৌ
যেনানেকপ্রকারৈর্ব্যবহরতি জগদ্ যেন তেনেশ্বরেণ।
তদ্বৎপ্রচ্ছাদনীয়ং নিভৃতরশনয়া যদ্বদেব দ্বিজিহ্ব-
স্তেন ত্যক্তেন ভোজ্যং সুখমনতিশয়ং মা গৃধোঽন্যদ্ধনাত্মম্ ॥৪১

অন্বয়ঃ। ৪১। ভূমৌ যৎকিঞ্চিৎ নামরূপাত্মকম্ অসৎ এব উদিতং জগৎ যেন ভাতি, যেন অনেকপ্রকারৈঃ ব্যবহরতি, নিভৃতরশনয়া দ্বিজিহ্বঃ যদ্বৎ এব তদ্বৎ তেন ঈশ্বরেণ [জগৎ] প্রচ্ছাদনীয়ং, তেন ত্যক্তেন অনতিশয়ং সুখং ভোজ্যম্ অন্যদ্ ধনাত্মং মা গৃধঃ। ৪১

(**টীকা**) প্রজা পুত্রঃ পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কর্ম্মণেতি। তথা ন অপুত্রস্য লোকোস্তি” ইতি শ্রুতিঃ। তথা অর্থৈঃ অর্থসাধ্যৈঃ যজ্ঞদানাদিভিঃ কৃতসুকৃতমপি ইত্যর্থঃ। কিন্তু বৈরাগ্যশুষ্কমেব চেতঃ জ্ঞানাগ্নিঃ স্পৃশতি। তস্মাৎ কারণাৎ শুদ্ধো বিরাগঃ বান্তত্যক্তান্নবৎ বিষয়বিতৃষ্ণতা প্রথমম্ আবশ্যকত্বেন অভিহিতঃ প্রোক্তঃ অনেন কৃত্বা বিজ্ঞানসিদ্ধিঃ ভবতি। অত্র শ্রুতিঃ—“ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ। পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজদেতে তদ্‌যতয়ো বিশন্তি”। ভাষ্যং—একে ত্যাগেন বৈরাগ্যেণ যতয়ঃ অমৃতত্বম্ আনশুঃ প্রাপ্তাঃ, পরন্তু ন কর্ম্মণা ফলাপেক্ষয়া, ন প্রজয়া পুত্রেণ, ন ধনেন দানাদিনা। অথ অমৃতত্বং নিরূপয়তি—পরেণেতি। পরেণ পরব্রহ্মণা নাকং স্বাংশভূতং গুহায়াং হৃদাকাশে যন্নিহিতং নিধিবৎ গোপিতং বস্তু যচ্চ অর্থপ্রকাশকত্বেন ভ্রাজতে স্ফুরতি তদমৃতং যতয়ো বিশন্তি। বৈরাগ্যং জ্ঞানগর্ভমিতি যতঃ পঠতি।৪০

(**অনুবাদ**) দ্বারা যে চিত্ত আর্দ্র হইয়াছে, তাহা স্পর্শ করে না, আর যাঁহারা বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম, পুত্র ও অর্থসাধ্য যাগাদির দ্বারা পুণ্যার্জ্জন করিয়াছেন, জ্ঞানাগ্নি তাঁহাদিগকেও হঠাৎ স্পর্শ করে না। কিন্তু যে চিত্ত বৈরাগ্যের দ্বারা শুষ্ক হইয়াছে, ভার্য্যাপুত্রাদিতে মমতা নাই, সেই চিত্তকে স্পর্শ করে। তজ্জন্য শাস্ত্রে প্রথমে বৈরাগ্য কথিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।৪০

টীকা। ৪১। অথ প্রাগুক্তোপদেশক্রমে ঈশাবাস্যোপনিষদুক্তাং শ্রুতিং সংবাদয়ন্ আহ—যৎকিঞ্চিদসদেবোদিতং নামরূপাত্মকম্ ইদং শুক্তিকা-রজতবৎ। ইদন্তেন ভূমৌ যেন আভাসতে তথা গচ্ছতীতি জগদ্ যেন কৃত্বা অনেকপ্রকারৈঃ ব্যবহরতি তেন ঈশ্বরেণ ইদং তদ্বৎ প্রচ্ছাদনীয়ম্ আচ্ছা-দনীয়ং তদ্বৎ, কিম্বৎ? যদ্বৎ নিভৃতরশনয়া নিশ্চয়েন জ্ঞাতয়া রজ্জা এষঃ প্রাতি-ভাসিকত্বেন চালকত্বেন জ্ঞাতো দ্বিজিহ্বঃ সর্প আচ্ছাদ্যতে, তদ্বৎ জগদ্ভাস-কত্বেন চালকত্বেন চ সংবিচ্ছিদ্রূপত্বনিশ্চয়েন পরমাত্মনা জগদাচ্ছাদনীয়ম্। তেন জগদাভাসেন ত্যক্তেন দূরতোপাস্তেন কেবলীভাবে প্রাপ্তে অনতি-শয়ম্ অত্যুৎকৃষ্টম্ আত্যন্তিকং সুখং ভোজ্যম্। পরন্তু অন্যৎ তদ্বিলক্ষণং ধনাদিকং বিষয়সুখং মা গৃধঃ মাভিকাঙ্ক্ষ ইত্যুপদেশত্রয়ম্। শ্রুতিশ্চ—ঈশাবাস্যমিতি। ভাষ্যম্—ইদং পুরো ভাসমানং যৎকিঞ্চিৎ নাম-রূপাত্মকং সর্ব্বম্ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং গচ্ছতীতি জগৎ ব্যবহারবৎ জগত্যাং পৃথিব্যাং যদ্ভাতি তৎ। ইষ্টে ইতি ইট্, তেন ঈশা সর্ব্বোৎকৃষ্টেন পরমাত্মনা কৃত্বাবাস্যং বস্তু আচ্ছাদনে আচ্ছাদনীয়ং জগদ্ভাসকত্বেন চালকত্বেন চ জ্ঞাতেন পরব্রহ্মণা প্রাতিভাসিকং জগৎ আচ্ছাদ্যং তুচ্ছত্বেন জ্ঞেয়ম্ এবং তেন জগদাভাসেন ত্যক্তেন দূরতোপাস্তেন অবশিষ্টম্ আত্মস্বরূপম্ আনন্দাত্মকং ভুঞ্জীথাঃ। পরন্তু ধনং বিষয়সুখং মা গৃধঃ। গৃধু অভিকাঙ্ক্ষায়াম্, ইদং কস্যস্বিৎ কিমুপাদানমিতি জ্ঞাত্বা মাভিকাঙ্ক্ষয় তিষ্ঠন্ গেহে গৃহেশ ইতি শঙ্কা নির্ম্মোকতঃ ইতি পঠনীয়ং।৪১

অনুবাদ। ৪১। পৃথিবীতে যে কিছু নামরূপাত্মক মিথ্যাভূত, জগৎ যাহার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে এবং যাহার দ্বারা লোক নানারূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, যেমন নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত রজ্জুর দ্বারা প্রতিভাসমান সর্প আচ্ছাদিত হয়, সেইরূপ সেই ঈশ্বরকর্ত্তৃক জগৎ আচ্ছাদনীয়। অতএব ত্যাগের দ্বারা নিরতিশয় সুখ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করা উচিত, তদ্ভিন্ন ধনাদিভোগ করা উচিৎ নহে।৪১

জীবন্মুক্তির্মুমুক্ষোঃ প্রথমমথ ততো মুক্তিরাত্যন্তিকী চ
তেঽভ্যাসজ্ঞানযোগাদ্ গুরুচরণকৃপাপাঙ্গসঙ্গেন লব্ধাৎ।
অভ্যাসোঽপি দ্বিধা স্যাদধিকরণবশাদ্ দৈহিকো মানসশ্চ
শারীরস্ত্বাসনাদ্যোহ্যুপরতিরপরো জ্ঞানযোগঃ পুরোক্তঃ ॥৪২

সর্ব্বানুন্মূল্য কামান্ হৃদি কৃতনিলয়ান্ ক্ষিপ্তশংকুনিবোচ্চৈঃ
দীর্য্যদ্দেহাভিমানস্ত্যজতি চপলতামাত্মদত্তাবধানঃ।
যাত্যূর্ধ্বস্থানমুচ্চৈঃ কৃতসুকৃতভরো নাড়িকাভির্বিচিত্রং
নীলশ্বেতারুণাভিঃ স্রবদমৃতভরং গৃহ্যমাণাত্মসৌখ্যঃ ॥৪৩

অন্বয়ঃ। ৪২। অথ প্রথমং মুমুক্ষোঃ জীবন্মুক্তিঃ, ততঃ আত্যন্তিকী মুক্তিঃ চ, তে গুরুচরণকৃপাপাঙ্গসঙ্গেন লব্ধাৎ অভ্যাসজ্ঞানযোগাৎ (ভবন্তি), অভ্যাসঃ অপি অধিকরণবশাৎ দৈহিকঃ মানসঃ চ দ্বেধা স্যাৎ। শারীরঃ তু আসনাদ্যঃ, উপরতিপরঃ জ্ঞানযোগঃ পুরা উক্তঃ হি। ৪২

৪৩। হৃদি কৃতনিলয়ান্ সর্ব্বান্ কামান্ কৃতশঙ্কূন্ ইব উচ্চৈঃ উন্মূলা দীর্য্যদ্দেহাভিমানঃ চপলতাং ত্যজতি, আত্মদত্তাবধানঃ কৃতসুকৃতভরঃ গৃহ্যমানাত্মসৌখ্যঃ নীলশ্বেতারুণাভিঃ নাড়িকাভিঃ বিচিত্রং স্রবদমৃতভরম্ উচ্চৈঃ ঊর্দ্ধ্বস্থানং যাতি। ৪৩

টীকা। ৪২। অথ দ্বিধা মোক্ষপ্রকারমাহ—উপরতিঃ প্রপঞ্চোপরমঃ। শেষং স্পষ্টম্। ৪২

অনুবাদ। ৪২। প্রথমে মুমুক্ষু ব্যক্তির জীবন্মুক্তি, অনন্তর আত্যন্তিকী মুক্তি হইয়া থাকে, গুরুর চরণযুগলে শরণ লইলে তাঁহার কৃপাবশতঃ অভ্যাসযোগ ও জ্ঞানযোগ হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে জীবন্মুক্তি ও পরমমুক্তি হয়। অভ্যাসযোগও অধিকারি ভেদে দুই প্রকার, যথা—দৈহিক ও মানস; শারীর অভ্যাসযোগ আসনাদির দ্বারা প্রাপ্য, আর মানসযোগ হইতেছে প্রপঞ্চনিবৃত্তি। ইহা জ্ঞানযোগ, পূর্ব্বে এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে। ৪২

৪৩। জীবন্মুক্ত পুরুষ হৃদয়ে অনেক কল্প পর্য্যন্ত সংস্কাররূপে

টীকা। ৪৩। অথ প্রথমোদ্দিষ্টাং জীবন্মুক্তিমাহ—হৃদি কৃতনিলয়ান্ অনেককল্পপর্য্যন্তং সংস্কাররূপেণ হৃদি স্থিতান্ সর্ব্বান্ কামান্ মনোরথান্ উন্মূল্য সমূলম্ উৎখাতান্ কৃত্বা দীর্ঘ্যদ্দেহাভিমানঃ সন্ চপলতাং ত্যজতি। অহংমমতাভিমানম্ উৎসৃজ্য মনোবেগং ত্যজতি। কিম্ভূতঃ, আত্মদত্তাবধানঃ আত্মনি দত্তম্ অবধানম্ অবিরতানুসন্ধানং যেন স তথা এবং তথাভূতঃ সন্ উচ্চৈঃ উর্দ্ধং স্থানং সর্ব্বোৎকৃষ্টব্রহ্মরন্ধ্রং সুষুম্নাবিবরেণ যাতি।" কিম্ভূতং স্থানং, নীলশ্বেতারুণাভিঃ নাড়ীভিঃ বিচিত্রং সহস্রদলং চক্রম্। পুনঃ কিম্ভূতম্, স্রবদমৃতভরং কুণ্ডলিনীমুখনির্ভেদেন অমৃতং স্রবতি ইত্যর্থঃ। কিম্ভূতঃ, জীবন্মুক্তঃ। কৃতসুকৃতভরঃ কৃতানেকপুণ্যপুঞ্জঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ, গৃহ্যমাণাত্মসৌখ্যঃ ব্রহ্মানন্দবান্ অস্মি ইতি কিঞ্চিৎ উর্ব্বরিতাহঙ্কারশেষঃ ইত্যর্থঃ।

অত্র শ্রুতিঃ, কণ্ডিকাচতুষ্টয়ম্—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্মসমশ্নুতে ইতি॥ তদ্-যথাহিনির্ব্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শেতেঽথায়মনস্থিকোঽশরীরঃ প্রাজ্ঞ আত্মা ব্রহ্মৈব লোক এব সম্রাড়্ ইতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তদপ্যেতে শ্লোকাঃ—অণুঃ পন্থা বিবরো মাং স্পৃষ্টো বিত্তো ময়ৈব। তেন ধীরা অপি যন্তি ব্রহ্মবিদ উৎক্রম্য স্বর্গং লোকমিতো বিমুক্তাঃ॥ তস্মিন্ শুক্লম্ উত্তরীলবমাহুঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতং চ। এষ পন্থা ব্রহ্মণা অনুবিত্তস্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ তৈজসঃ পুণ্যকৃচ্চ॥"

ভাষ্যং—অস্য মুমুক্ষোঃ পুরুষস্য হৃদি স্থিতাঃ সর্ব্বে কামাঃ সঙ্কল্পাঃ যদা

(অনুবাদ) অবস্থিত কামসমূহকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া অহং-মমতাভিমান ত্যাগ করিয়া চপলতা বর্জ্জন করেন। অনন্তর আত্মানু-সন্ধানে তৎপর সেই পুরুষ অনেক পুণ্যরাশি অর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করতঃ, নীল, শুভ্র ও অরুণ বর্ণ নাড়ীসমূহের দ্বারা বিচিত্র সহস্র-দলচক্রে গমন করেন এবং যেখানে কুণ্ডলিনী মুখের দ্বারা অমৃতধারা

(টীকা) প্রমুচ্যন্তে শান্তা ভবন্তি। অথ ইত্যনন্তরং তদানীম্ ইত্যর্থঃ। মর্ত্ত্যো মরণধর্ম্মা কোঽপি অমৃতো মুক্তো ভবতি কিং পুনর্দেবাদিঃ। অথ অমৃতত্বমেবাহ—অত্রেতি। অত্র অস্মিন্ দেহে বর্ত্তমান এব ব্রহ্ম সমশ্নুতে পরমানন্দম্ অনুভবতি। অথ শরীরে বর্ত্তমানঃ সন্ তদভিমানশূন্য ইতি সদৃষ্টান্তম্ আহ—তদ্ যথেতি। অহেঃ সর্পস্য নির্ব্বয়নী নির্ম্মোকঃ কঞ্চুকং মৃতা নির্জ্জীবা বল্মীকে সর্পস্থানে প্রত্যস্তা ক্ষিপ্তা সতী শয়ীত। নিশ্চেষ্টতয়া স্থিতা সা দূরাৎ সর্প ইব দৃশ্যতে, পরন্তু সর্পকৃত্যং ন করোতি। এবং তদ্বদিদম্ অয়ং পুরুষঃ শরীরমিব অধিষ্ঠায় শেতে নিশ্চেষ্টতয়া অবতিষ্ঠতি। অথ ইত্যনন্তরম্ অয়ং প্রাজ্ঞ আত্মা জীবঃ অনস্থিকঃ অস্থিরূপং স্থূলদেহং তদভিমানশূন্যঃ তথা অশরীরঃ শরীরং সূক্ষ্মশরীরং তদভিমানশূন্যশ্চ ভো সম্রাড়িতি সম্বুদ্ধ্যা যাজ্ঞবল্ক্যো জনকং প্রত্যুবাচ। তদপ্যেতে শ্লোকা ইতি। তত্রার্থে শ্লোকাঃ প্রসিদ্ধা মন্ত্রাঃ সন্তি। তানেব যাজ্ঞবল্ক্য আহ—অণুরিতি। অণুঃ সূক্ষ্মো মার্গঃ সুষুম্নাবিবরোপলক্ষিতঃ বিবরো বিশিষ্টতরঃ শ্রেষ্ঠতমঃ এবংবিধো মার্গঃ মাং স্পৃষ্টঃ মম গুরুমুখাৎ কর্ণভ্রাতো জাতঃ। অনন্তরং ময়ৈব অনুবিত্তঃ অনুষ্ঠিতঃ তেন মার্গেণ ধীরা ব্রহ্মবিদঃ পুরুষা অপি ইতঃ প্রপঞ্চাৎ বিমুক্তাঃ সন্তঃ স্বর্গং লোকং ব্রহ্মরন্ধ্রাখ্যং স্থানং যন্তি প্রাপ্নুবন্তি। তস্মিন্ বিচিত্রবর্ণা নাড্যঃ সন্তি ইত্যাহ—শুক্লমিত্যাদি। এবমধ্যাত্মরীত্যা ব্যাখ্যাতম্। কেঽপি আধিদৈবিকস্থিত্যা বিষ্ণ্বাদিলোকপ্রাপ্তিং ব্যাকুর্ব্বন্তি। এবমেষ পন্থা মার্গঃ ব্রহ্মণা মতঃ পূর্ব্বম্ অনুবিত্তঃ অনুষ্ঠিতঃ। তেনৈব মার্গেণ ব্রহ্মবিত্তৈজসঃ বৈরাজ্যত্বং প্রাপ্তঃ পুণ্যকৃদেতি নান্যঃ ইত্যর্থঃ ॥৪৩

(অনুবাদ) ক্ষরিত হইতেছে, এইরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট উর্দ্ধস্থান অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র সুষুম্নাবিবরের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৪৩

প্রাপশ্যদ্বিশ্বমাত্মেত্যয়মিহ পুরুষঃ শোকমোহাদ্যতীতঃ
শুক্রং ব্রহ্মাধ্যগচ্ছৎ স খলু সকলবিৎ সর্ব্বসিদ্ধ্যাস্পদং হি।
বিস্মৃত্য স্থূলসূক্ষ্মপ্রভৃতিবপুরসৌ সর্ব্বসঙ্কল্পশূন্যো
জীবন্মুক্তস্তুরীয়ং পদমধিগতবান্ পুণ্যপাপৈর্বিহীনঃ ॥৪৪

অন্বয়ঃ। ৪৪। অয়ং পুরুষঃ ইহ বিশ্বম্ আত্মা ইতি প্রাপশ্যৎ, শোকমোহাদ্যতীতঃ সন্ শুক্রং ব্রহ্ম অধ্যগচ্ছৎ, হি স খলু সকলবিৎ সর্ব্বসিদ্ধ্যাস্পদং [জাতঃ] অসৌ স্থূলসূক্ষ্মপ্রভৃতিবপুঃ বিস্মৃত্য সর্ব্বসঙ্কল্পশূন্যঃ সন্ তুরীয়ং পদম্ অধিগতবান্, পুণ্যপাপৈঃ বিহীনঃ জীবন্মুক্তঃ (জাতঃ)। ৪৪

টীকা। ৪৪। অস্মিন্ অর্থে ঈশাবাস্যোপনিষদুক্তাং শ্রুতিং সংবাদয়তি। অয়ং পুরুষঃ ইহ অস্মিন্ দেহে বর্ত্তমানঃ সন্ বিশ্বম্ আত্মেতি প্রাপশ্যৎ পশ্যতি স্ম। বিশ্বং বিশ্বাকারেণ ন অপশ্যৎ। কিন্তু আত্মাকারেণৈব। কিম্ভূতঃ শোকমোহাদ্যতীতঃ এবম্বিধঃ সন্ শুক্রং শবলং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যম্ অধ্যগচ্ছৎ অধিগতবান্ এবং হিরণ্যগর্ভত্বং প্রাপ্তঃ সকলবিৎ সর্ব্বজ্ঞো জাতঃ, তথা সর্ব্বসিদ্ধীনাম্ অণিমাদ্যষ্টানাম্ আস্পদং স্থানং চ জাতঃ। তথা অসৌ পুরুষঃ স্থূলসূক্ষ্মপ্রভৃতিবপুঃ বিস্মৃত্য সর্ব্বসঙ্কল্পশূন্যঃ সন্ তুরীয়ং পদম্ অধিগতবান্ আত্মসুখম্ অনুভবতি স্ম। ততঃ পুণ্যপাপৈঃ বিহীনঃ সকলকর্ম্মাতীতঃ। অত্র শ্রুতিঃ—

সার্দ্ধকণ্ডিকা। "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ। কো মোহস্তত্র কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।১। স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্॥"

ভাষ্যম্—যস্মিন্ কালে বিজানতো বিজ্ঞানবতঃ পুরুষস্য সর্ব্বভূতানি

অনুবাদ। ৪৪। এই পুরুষ এই শরীরে জগৎকে আত্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু জগদ্রূপে দেখেন নাই। অনন্তর শোক ও মোহাদি অতিক্রম করিয়া হিরণ্যগর্ভরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অণিমাদি সিদ্ধিসমূহকে লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম

যঃ সত্ত্বাকারবৃত্তৌ প্রতিফলতি যুবা দেহমাত্রাবৃতোঽপি
তদ্ধর্ম্মৈর্বাল্যবার্দ্ধ্যাদিভিরনুপহতঃ প্রাণ আবির্ব্বভূব
শ্রেয়ান্ সাধ্যস্তমেতং সুনিপুণমতয়ঃ সত্যসঙ্কল্পভাজো-
ত্যভ্যাসাদ্দেবয়ন্তঃ পরিণতমনসা সাকমূর্দ্ধং নয়ন্তি ॥৪৫

অন্বয়ঃ। ৪৫। যঃ সত্ত্বাকারবৃত্তৌ প্রতিফলতি, [সঃ] যুবা প্রাণঃ দেহমাত্রাবৃতঃ অপি তদ্ধর্ম্মৈঃ বাল্যবার্দ্ধ্যাদিভিঃ অনুপহতঃ শ্রেয়ান্ সাধ্য সন্ আবির্ব্বভূব। যতঃ সুনিপুণ মতয়ঃ সত্যসঙ্কল্পভাজঃ এতং প্রাণম্ অত্যভ্যাসাৎ দেবং পরিণতমনসা সাকম্ ঊর্দ্ধং নয়ন্তি।৪৫

(টীকা) আত্মৈব অভূৎ সকলং ব্রহ্মৈব অভূৎ তত্র তস্মিন্ কালে কো মোহঃ কিম্ অজ্ঞানম্। তথা তন্মূলঃ শোকঃ কঃ, ন কোঽপি ইত্যর্থঃ। কিম্ভূতস্য বিজ্ঞানবতঃ একত্বম্ অভেদম্ অনুপশ্যতঃ সর্ব্বত্র একত্বভাবেনৈব বিজ্ঞানস্বরূপম্ ইত্যর্থঃ। এবং স জীবন্মুক্তঃ শুক্রং শবলং হিরণ্যগর্ভরূপং পর্য্যগাৎ প্রাপ্তবান্। কিম্ভূতং শুক্রম্ অপাপবিদ্ধম্। পাপম্ অহঙ্কারঃ তেন অস্পৃষ্টম্ অতএব শুদ্ধং প্রাপ্তবান্ ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতম্ অস্নাবিরম্। স্নায়বঃ শিরাঃ তৎস্বরূপং স্থূলদেহং তস্মাৎ অতীতম্ অস্নাবিরম্। তথা অব্রণম্। ব্রণং চিহ্নং সূক্ষ্মভূতেন্দ্রিয়প্রাণাবস্থাত্মকং লিঙ্গদেহং তস্মাদপি অতীতম্। এবং চতুর্থে মহাকারণদেহে বর্ত্তমানম্ ইত্যর্থঃ ॥৪৪

৪৫। অথ জীবন্মুক্তস্য প্রাণা ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি ইত্যেতস্মিন্ অর্থে ঋক্-শাখীয়াং শ্রুতিং সংবাদয়তি—"যঃ আত্মা সত্ত্বাকারবৃত্তৌ প্রতিফলতি স যুবা প্রাণ আবির্ব্বভূব। সত্ত্বগুণোপপন্নো জীব ইত্যর্থঃ। স দেহমাত্রাবৃতোঽপি

(অনুবাদ) প্রভৃতি শরীর বিস্মৃত হইয়া সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগ করতঃ তুরীয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন পুণ্য ও পাপবিহীন হইয়া জীবন্মুক্ত হইলেন।৪৪

৪৫। যে আত্মা সত্ত্বরূপে পরিণত অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন, সেই সত্ত্বগুণযুক্ত জীব কেবল দেহের দ্বারা আবৃত হইলেও দেহধর্ম্ম বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতিদ্বারা সম্বন্ধ না হইয়া

প্রায়োঽকামোঽস্তকামো নিরতিশয়সুখায়াত্মকামস্তদাঽসৌ
তৎপ্রাপ্ত্যাবাপ্তকামঃ স্থিতচরমদশস্তস্য দেহাবসানে।
প্রাণা নৈবোৎক্রমন্তি ক্রমবিরতিমিতাঃ স্বস্বহেতৌ তদানীং
ক্বায়ং জীবো বিলীনো লবণমিব জলেঽখণ্ড আত্মৈব পশ্চাৎ ॥৪৬

অন্বয়ঃ। ৪৬। [জীবন্মুক্তঃ পুরুষঃ] প্রায়ঃ অকামঃ [যতঃ] অস্তকামঃ, তদা অসৌ নিরতিশয়সুখায় আত্মকামঃ. স্থিতচরমদশঃ তৎপ্রাপ্তৌ আপ্তকামঃ, তস্য দেহাবসানে প্রাণা ন এব উৎক্রমন্তি, তদানীং স্বস্বহেতৌ ক্রমবিরতিম্ ইতাঃ, অয়ং জীবঃ জলে লবণমিব ক্ব বিলীনঃ, পশ্চাৎ অখণ্ডঃ আত্মা এব তিষ্ঠতি। ৪৬

(**টীকা**) বাল্যবার্দ্ধক্যাদিভিঃ তদ্ধর্ম্মৈঃ দেহধর্ম্মৈঃ অনুপহতঃ সন্ শ্রেয়ান্ কল্যাণরূপঃ তথা সাধ্যঃ সাধয়িতুম্ উত্তমাং গতিং প্রাপয়িতুং যোগ্যঃ তম্ এতং প্রাণং সুনিপুণমতয়ঃ কুশলবুদ্ধয়ঃ সত্যে পরব্রহ্মণি সঙ্কল্পো মনোগতির্যেষাং তে তথাবিধাঃ পূর্ব্বোক্তাৎ অভ্যাসাৎ দেবত্বং প্রাপ্তু-মিচ্ছন্তঃ পরিণতমনসা বিবিক্তেন মনসা সহোর্দ্ধং নয়ন্তি। অত্র শ্রুতিঃ তৃতীয়াষ্টকে—

"যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি। স্বাধ্যো ৩ মনসা দেবয়ন্তঃ।"

ভাষ্যং—বাল্যবার্দ্ধক্যাদ্যৈঃ দেহবিকারৈঃ বিরহিতো যুবা মুখ্যপ্রাণঃ। সুবাসা সুষ্টু বাসঃ প্রাবরণং যস্য। সত্ত্বাকারান্তঃকরণবৃত্তিঃ বিবতঃ পরিবীতঃ শরীরাবৃতঃ সন্ আগচ্ছৎ জীবদশাং প্রাপ্তঃ। উ ইতি নিশ্চয়েন স জায়মানঃ প্রাদুর্ভূতমাত্রঃ শ্রেয়ান্ সৎকর্ম্মনিরতো ভবতি। স স্বাধ্যঃ সুখেন আরাধ্যঃ তমেবং ধীরং ধীরাসঃ দৃঢব্রতাঃ কবয়ঃ ক্রান্তদর্শিনো

(অনুবাদ) প্রকাশিত হন, এবং কল্যাণরূপ, উত্তমগতি পাওয়াইবার যোগ্য হইয়া থাকেন। কুশলবুদ্ধি, পরব্রহ্মে মতিমান্ জনগণ উৎকট অভ্যাসযোগের দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্তির অভিলাষে বিষয়বিরহিত ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হন।৪৫

(**টীকা**) জ্ঞানিনঃ দেবয়ন্তো দেবত্বং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তঃ মনসা সহ উন্নয়ন্তি সুষুম্নামার্গেণ ঊর্দ্ধং নয়ন্তি ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রাপয়ন্তি ॥৪৫

৪৬। অথ নির্ব্বাণমুক্তিমাহ—প্রাঙ্ নিরূপিতো জীবন্মুক্তঃ পুরুষঃ প্রায়ো বাহুল্যেন অকাম এব তিষ্ঠতি। যতঃ অস্তকামঃ, আত্মাকারস্য মনসো বিক্ষেপাভাবাৎ। পরন্তু নিরতিশয়সুখং পরমানন্দঃ তদর্থম্ আত্মকামঃ। আত্মাকারঃ কামো যস্য স তথা। অথ তৎপ্রাপ্তৌ অকামঃ পরমানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানাম্ অন্তর্ভূতত্বাৎ। তৎ উক্তং ভগবতা— "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" ইতি। কিম্ভূতঃ স্থিতচরমদশঃ স্থিতা প্রাপ্তা চরমা দশা যস্য। অথ দশাতীতত্বমাহ— তস্যেতি। তস্য পুরুষস্য দেহাবসানে প্রাপ্তে সতি প্রাণা নৈব উৎক্রমন্তি। উৎক্রমণং হি পুনর্দেহারম্ভায় কল্পতে। প্রকৃতে তু তথা ন ভবতি। কিন্তু স্বস্বহেতৌ স্বস্বকারণে ক্রমবিরতিং ক্রমেণ নাশম্ ইতাঃ প্রাপ্তাঃ। তদানীং ক্বায়ং জীবদশাপন্নঃ। ক্বাস্তি ন ক্বাপি ইত্যর্থঃ। যতো জলে লবণমিব বিলীনঃ, লয়ং প্রাপ্তঃ। পশ্চাৎ অখণ্ডঃ আত্মৈব তিষ্ঠতি। অবচ্ছেদকাভাবাৎ। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি শ্রুতেঃ। জীবঃ প্রথমং ব্রহ্মৈব আসীৎ মধ্যে জীবদশাং প্রাপ্তঃ পুনর্ব্রহ্মত্বমেব প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ॥৪৬

অনুবাদ। ৪৬। [এক্ষণে নির্ব্বাণমুক্তি কথিত হইতেছে।] জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রায়ই নিষ্কাম হইয়া থাকেন, কারণ, তাঁহার কামনা দূরীভূত হইয়াছে। তখন তিনি পরমানন্দ লাভ করিবার নিমিত্ত আত্মকাম হন। আত্মলাভ হইলে চরমদশা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কাম্য বস্তু লাভ করেন। তাঁহার দেহান্ত হইলে প্রাণসমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ আবার দেহারম্ভের নিমিত্ত বহির্গত হয় না, যেন তাহারা ক্রমে নিজ নিজ কারণে লয়প্রাপ্ত হয়। এই সোপাধিক আত্মা জলে লবণের ন্যায় কোথায় লয় প্রাপ্ত হয়, অনন্তর অখণ্ড আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন।৪৬

পিণ্ডীভূতং যদন্তর্জলনিধিসলিলং যাতি তৎসৈন্ধবাখ্যং
ভূয়ঃ প্রক্ষিপ্তমস্মিন্ বিলয়মুপগতং নামরূপে জহাতি।
প্রাজ্ঞস্তদ্বৎপরাত্মন্যথ ভজতি লয়ং তস্য চেতো হিমাংশৌ
বাগগ্নৌ চক্ষুরর্কে পয়সি পুনরসৃগ্রেতসী দিক্ষু কর্ণৌ ॥৪৭

অন্বয়ঃ। ৪৭। যৎ অন্তর্জলনিধিসলিলং তৎ পিণ্ডীভূতং সৈন্ধবাখ্যং যাতি, ভূয়ঃ অস্মিন্ প্রক্ষিপ্তং বিলয়মুপগতং নামরূপে জহাতি। তদ্বৎ অথ প্রাজ্ঞঃ পরাত্মনি লয়ং ভজতি, তস্য চেতঃ হিমাংশৌ বাক্ অগ্নৌ চক্ষুঃ অর্কে, পুনঃ অসৃগ্রেতসী পয়সি, কর্ণৌ দিক্ষু। ৪৭

টীকা। ৪৭। অথ লবণমিব জলমিত্যেতদ্ দৃষ্টান্তং বিশদয়ন্ আহ—স্পষ্টোর্থঃ। অত্র শ্রুতিঃ—

"যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেব অনুবিলীয়েত নো হাস্য উদ্‌গ্রহণায়েব স্যাদ্ যতস্বাদদীত লবণমেব বা। অরে ইদং মহদ্ভূতম্ অনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেব অনু-বিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি অরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।"

ভাষ্যং—মৈত্রেয়ীং জ্যেষ্ঠপত্নীং প্রাত যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ। অরে মৈত্রেয়ি সৈন্ধবখিল্যঃ সৈন্ধবপিণ্ডঃ উদকে প্রাস্তঃ প্রক্ষিপ্তঃ সন্ অনু-বিলীয়েত বিলীনঃ সন্ উদকত্বমেব প্রাপ্নোতি ন প্রকারান্তরং, হ ইতি নিশ্চয়েন, পুনঃ অস্য সৈন্ধবস্য উদ্‌গ্রহণায় নৈব স্যাৎ। তৎ সৈন্ধবং জলে প্রক্ষিপ্তং তস্য উৎ উর্দ্ধং গ্রহণং বহির্নিষ্কাসনং তদর্থে নৈব স্যাৎ। পুনস্তস্য ন প্রাপ্তিঃ। অথ তদেবাহ—তু পুনঃ লবণং ক্ষারোদকমেব লভ্যতে, এবম্ অমুনা প্রকারেণ ইদং মহদ্ভূতম্ অনন্তম্ অক্ষোভ্যম্ অপারম্

অনুবাদ। ৪৭। সমুদ্রের জল পিণ্ডীভূত হইলে সৈন্ধব নাম ধারণ করে, আবার সেই সৈন্ধবলবণ জলে প্রক্ষিপ্ত হইলে স্বয়ং লয় প্রাপ্ত হইয়া নাম ও রূপকে ত্যাগ করে, সেইরূপ প্রাজ্ঞ (জীব) পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহার চিত্ত চন্দ্রে, বাগিন্দ্রিয় অগ্নিতে, চক্ষুঃ সূর্য্যে, রুধির ও বীর্য্য জলে এবং কর্ণদ্বয় দিক্‌সমূহে লীন হয়।৪৭

ক্ষীরান্তর্যদ্বদাজ্যং মধুরিমবিদিতং তৎপৃথক্‌ভূতমস্মাদ্
ভূতেষু ব্রহ্ম তদ্বদ্ ব্যবহৃতিবিদিতং শ্রান্তবিশ্রামবীজম্।
যং লব্ধ্বা লাভমন্যং তৃণমিব মনুতে যত্র নোদেতি ভীতিঃ
সান্দ্রানন্দং যদন্তঃ স্ফুরতি তদমৃতং বিদ্ধ্যতো নান্যদার্ত্তম্ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ। ৪৮। যদ্বৎ মধুরিমবিদিতং ক্ষীরান্তঃ আজ্যং তৎ অস্মাৎ পৃথগ্‌ভূতং, তদ্বৎ ভূতেষু ব্যবহৃতিবিদিতং শ্রান্তবিশ্রান্তবীজং, যং লব্ধ্বা অন্যং লাভং তৃণম্ ইব মনুতে, যত্র ভীতিং ন উদেতি, যৎ সান্দ্রানন্দম্ অন্তঃ স্ফুরতি, তৎ অমৃতং বিদ্ধি, অতঃ ন অন্যৎ সর্ব্বম্ আর্ত্তম্। ৪৮

(টীকা) অমযয্যাদং বৈরাজরূপং বিজ্ঞানঘনে পরমাত্মস্বরূপ এব এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ স্বকারণেভ্যঃ সমুত্থায় উদকং প্রাপ্য তান্যেব ভূতানি অনুলক্ষীকৃত্য বিনশ্যতি তস্য ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইতি। প্রেত্য নাশং প্রাপ্য তস্য সংজ্ঞা নাস্তীতি স্বকারণে লীয়ন্তে ইত্যত্র আর্ত্তভাগযাজ্ঞবল্ক্যয়োঃ সংবাদশ্রুতিম্ উক্তবান্। তথা চ শ্রুতিঃ—

যাজ্ঞবল্ক্য ইতি উবাচ যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য অগ্নিং বাক্ অপ্যেতি বাতং প্রাণঃ, চক্ষুরাদিত্যং, মনশ্চন্দ্রং, দিশঃ শ্রোত্রং, পৃথিবীং শরীরমাত্মৌষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতং চ রেতশ্চ নিধীয়তে কায়ং তদা পুরুষো ভবতীত্যাহ। আহর সৌম্য হস্তম্।"

ভাষ্যং—জারৎকারব আর্ত্তভাগো যাজ্ঞবল্ক্যং প্রতি বদতি। ভো যাজ্ঞবল্ক্য! অস্য জীবন্মুক্তস্য পুরুষস্য মৃতস্য ত্যক্তদেহস্য বাক্ অগ্নিং স্বাধিদৈবতম্ অপ্যেতি প্রবিশতি, চক্ষুরাদিত্যং প্রবিশতি। মনশ্চন্দ্রং, দিশঃ শ্রোত্রং প্রবিশতি। ইত্যাদি অধিদৈবতপ্রবেশ উক্তঃ। অথ শরীরং পৃথিবীং স্বকারণভূতাং প্রবিশতি। আত্মা হৃদয়াবকাশঃ আকাশে প্রবিশতি লোমানি কণ্ঠাৎ অধস্তানি ঔষধীঃ প্রবিশন্তি। কেশা মূর্দ্ধন্যাশ্চ বনস্পতীন বৃক্ষান্ প্রবিশন্তি। রেতঃ শুক্রং লোহিতং অশুদ্ধং চ অপ্সু প্রবিশতি, তদা কায়ং পুরুষো ভবতীতি প্রাপ্তসঙ্কেতঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ বদতি।

(টীকা) আহরেতি। ভো সৌম্য আর্ত্তভাগ হস্তম্ আহরেতি হস্তং দেহীত্যর্থঃ ॥৪৭

৪৮। অথ সর্ব্বং বিশ্বম্ আত্মসম্বন্ধেনৈব চলতীত্যাহ—যৎ ক্ষীরান্তর্দুগ্ধমধ্যে যদাজ্যং ঘৃতমস্তীতি মধুরিমবিদিতং মধুরিম্না মাধুর্য্যেণ জ্ঞাতম্ অথ তদ্ ঘৃতম্ অস্মাৎ ক্ষীরাৎ পৃথগ্ভূতং ভিন্নমথ নো জ্ঞাতম্। যতঃ পুনর্ঘৃতং ক্ষীরান্তে নিক্ষিপ্তং সৎ দুগ্ধত্বং ন প্রাপ্নোতি তদ্বৎ ভূতেষু ব্রহ্ম অস্তীতি ব্যবহৃতিঃ ব্যবহারঃ তেন বিদিতম্। তচ্চ ভূতাপেক্ষয়া ভিন্নম্। যতঃ শ্রান্তবিশ্রামবীজম্। জাগৃত্যাং শ্রান্তস্য পুরুষস্য সুষুপ্তৌ যো বিশ্রামঃ তস্য বীজং কারণম্। যতঃ যং লব্ধা প্রাণী অন্যলাভং তৃণমিব মন্যতে। তথা যত্র যস্মিন্ ব্রহ্মণি ভীতির্নোদেতি। অদ্বৈতত্বাৎ।

"দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। যতঃ সুষুপ্তৌ স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চলয়ে মনঃ কেবলম্ আত্মাকারং ভবতি। এবং সান্দ্রানন্দং বস্তু যদন্তঃ স্ফুরতি তদমৃতং বিদ্ধি জানীহি। অতো নান্যৎ পদার্থজাতং তস্মাৎ কারণাৎ সর্ব্বম্ আর্ত্তং বাধিতং বিদ্ধি জানীহি। অতো নান্যৎ পদার্থজাতম্। শুক্তিকারজতবৎ উত্তরক্ষণে বাধদর্শনাৎ। অয়মর্থঃ—কেবলম্

অনুবাদ। ৪৮। যেমন মাধুর্য্যের দ্বারা জ্ঞাত দুগ্ধের মধ্যস্থিত ঘৃত দুগ্ধ হইতে ভিন্ন; কারণ, সেই ঘৃতকে আবার দুগ্ধে নিক্ষেপ করিলে দুগ্ধ হয় না, সেইরূপ ভূতসমূহে 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ ব্যবহারের দ্বারা জ্ঞাত ব্রহ্ম ভূত হইতে ভিন্ন। কারণ, ব্রহ্ম জাগ্রদ্দশায় শ্রান্ত পুরুষের সুষুপ্তিতে বিশ্রামের কারণ হইয়া থাকেন। যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে পুরুষ অন্য লাভকে তৃণের ন্যায় মনে করেন, যে ব্রহ্মে কোনরূপ ভয় উৎপন্ন হয় না; কারণ, সুষুপ্তিসময়ে স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয় হইলে মন কেবল আত্মাকার হয়। অভ্যন্তরে যে গভীর আনন্দরূপ বস্তু প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে অমৃত বলিয়া জানিও, ইহা অপেক্ষা অন্য কোন পদার্থ নাই, তদ্ভিন্ন সমস্ত পদার্থ বিনশ্বর।৪৮

ওতঃপ্রোতশ্চ তন্তুম্বিহ বিততপটশ্চিত্রবর্ণেষু চিত্রঃ
তস্মিঞ্জিজ্ঞাস্যমানে নমু ভবতি পটঃ সূত্রমাত্রাবশেষঃ।
তদ্বদ্ বিশ্বং বিচিত্রং নগনগরনরগ্রামপশ্বাদিরূপং
প্রোতং বৈরাজরূপে স বিয়তি তদপি ব্রহ্মণি প্রোতমোতম্ ॥৪৯

অন্বয়ঃ। ৪৯। ইহ চিত্রঃ বিততপটঃ চিত্রবর্ণেষু তন্তুষু ওতঃ প্রোতঃ চ, তস্মিন্ জিজ্ঞাস্যমানে নমু পটঃ সূত্রমাত্রাবশেষঃ ভবতি। তদ্বৎ নগনগরগ্রামপশ্বাদিরূপং বিচিত্রং বিশ্বং বৈরাজরূপে প্রোতং, স বিয়তি, [প্রোতঃ] তৎ অপি ব্রহ্মণি প্রোতম্ ওতং [চ]। ৪৯

(টীকা) উদকরূপে দুগ্ধে উদকাৎ বিলক্ষণং তন্মাধুর্য্যং তদন্তর্গতস্য আজ্যস্যৈব সম্ভবতি। এবং মৃতরূপে দেহে চেতনাদি ব্যাপারঃ তথেন্দ্রিয়েষু অর্থপ্রকাশঃ। এতদ্ আত্মকৃতমেব ন শরীরকৃতং। যতো মৃতশরীরে তথাত্বং ন দৃশ্যতে। অনেন তেজোময়োঽমৃতময়স্তথাস্বর্য্যামামৃতময় ইত্যাদি শ্রুতীনাং বিষয়ো দর্শিতঃ ॥৪৮

৪৯। অথ ইদং বিশ্বং পরম্পরয়া ব্রহ্মণ্যেব ওতপ্রোতমিতি দর্শয়তি। ইহ লোকে বিততো বিস্তৃতঃ পটঃ তন্তুষু ওতপ্রোতো দৃশ্যতে কিম্ভূতেষু তন্তুষু বিচিত্রবর্ণেষু। কিম্ভূতঃ পটঃ। বিচিত্রবর্ণঃ। তস্মিন্ পটে জিজ্ঞাস্যমানে সম্যগ্ বিচার্য্যমাণে। নমু নিশ্চয়েন পটঃ সূত্রমাত্রাবশেষো ভবতি ঊর্দ্ধতন্তুষু ওতঃ তির্যক্তন্তুষু প্রোতঃ। এবম্বিধো যঃ পদার্থঃ স পটসংজ্ঞাং প্রাপ্তঃ। পরন্তু তত্র সূত্রব্যতিরেকেণ অন্যঃ কোঽপি পদার্থো নানুভূয়তে, তদ্বৎ নগনগরনরগ্রামপশ্বাদিরূপং গুণকর্ম্মবিভাগেন বিচিত্রং বিশ্বং বৈরাজরূপে ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহে প্রোতং, স চ বৈরাজঃ বিয়তি আকাশে প্রোতঃ

অনুবাদ। ৪৯। সংসারে দেখা যায় বিচিত্রবর্ণ বস্ত্র বিচিত্রবর্ণ তন্তুসমূহে ওত ও প্রোতভাবে বিদ্যমান আছে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বস্ত্র সূত্রভিন্ন আর কিছুই নহে। সেইরূপ পর্ব্বত, নগর, গ্রাম ও পশু প্রভৃতিরূপ বিচিত্র এই বিশ্ব বৈরাজরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডশরীরে প্রোত, সেই বৈরাজরূপ আকাশে প্রোত, সেই আকাশও আবার ব্রহ্মে ওতপ্রোত। ৪৯

(টীকা) তদপি বিয়ৎ ব্রহ্মণি প্রোতম্। অনেন অক্ষরং ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্। অত্র শ্রুতিঃ—"স হোবাচ যৎ ঊর্দ্ধং গার্গি দিবো যদর্বাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যং চ ইত্যাচক্ষত আকাশে এব তদোতং প্রোতং চেতি, কস্মিন্ আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। ১। স হোবাচ এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমোবায়্বনাকাশম্ অসঙ্গম্ অস্পর্শম্ অগন্ধম্ অরসম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাগমনোঽতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অনামাগোত্রম্ অজরম্ অমরম্ অভয়ম্ অমৃতম্ অরজম্ অশব্দম্ অবিবৃতম্ অসংবৃতম্ অপূর্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যং ন তদশ্নোতি কঞ্চন ন তদশ্নোতি কশ্চন। ২। ভাষ্যং—জনকসভায়াং যাজ্ঞবল্ক্যেন সহ বিবদমানেষু ব্রাহ্মণেষু গর্গকন্যা বাচক্নবী তয়া পৃষ্টো যাজ্ঞবল্ক্যঃ তস্যাঃ প্রশ্নম্ অনুবদতি স্ম—স হোবাচ ইতি। স যাজ্ঞবল্ক্যঃ, হ ইতি নিশ্চিত্য গার্গীং প্রত্যুবাচ। ভো গার্গি! ত্বয়ৈব তৎ পৃষ্টং। তৎ কিং দিবো যৎ উর্দ্ধং স্বর্গাদপি উচ্চম্। তথা পৃথিব্যাঃ সকাশাৎ যদর্বাগ্ অধো বর্ত্ততে তথা যদন্তরা যন্মধ্যে ইমে দৃশ্যমানে দ্যাবাপৃথিবী তথা যদ্ভূতম্ অতিক্রান্তং ভবৎ বর্ত্তমানং ভবিষ্যদ্ আগামি পদার্থমিত্যাচক্ষতে। তৎ কস্মিন্নোতং প্রোতং চেতি ত্বয়া পৃষ্টে সতি ময়োত্তরিতং তদাকাশ এবৌতং প্রোতং চেতি। পুনঃ ত্বয়া পৃষ্টং কস্মিন্ বা আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি তত্রোত্তরং শ্রূয়তাম্ ইত্যাহ—স হোবাচ ইতি। ভো গার্গি ত্বয়া এতদ্বা পৃষ্টং তর্হি ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজ্ঞাঃ পুরুষাঃ এতৎ অক্ষরম্ অবিনাশি ব্রহ্ম অভিবদন্তি তস্মিন্নক্ষরে ব্রহ্মণি আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি শেষঃ। তত্র কিম্ভূতম্ অক্ষরমিতি যদি পৃচ্ছসি তর্হি শ্রূয়তাম্ ইত্যাহ—অস্থূলমিতি। স্থূলাদিচতুর্ব্বিধপরিমাণাতীতং জাত্যভিপ্রায়েণ একত্ব-নির্দ্দেশঃ। অলোহিতমিতি। লোহিতাদিবর্ণাতীতম্। অথ অস্নেহং। স্নেহঃ চিক্কণতাগুণঃ, তদ্রহিতম্। অচ্ছায়ম্ অমূর্ত্তম্, অতমং তমোভাবরূপম্

রূপং রূপং প্রতীদং প্রতিফলনবশাৎ প্রাতিরূপ্যং প্রপেদে
হ্যেকো দ্রষ্টা দ্বিতীয়ো ভবতি চ সলিলে সর্ব্বতোঽনন্তরূপঃ।
ইন্দ্রো মায়াভিরাস্তে শ্রুতিরিতি বদতি ব্যাপকং ব্রহ্ম তস্মাৎ
জীবত্বং যাত্যকস্মাদতিবিমলতরে বিম্বিতং বুদ্ধ্যুপাধৌ ॥৫০

অন্বয়ঃ। ৫০। ইদং ব্রহ্ম প্রতিফলনবশাৎ রূপং রূপং প্রতি প্রাতিরূপ্যং প্রপেদে, হি একঃ দ্রষ্টা দ্বিতীয়ঃ চ ভবতি, সলিলে সর্ব্বতঃ অনন্তরূপঃ, ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ আস্তে ইতি শ্রুতিঃ ব্রহ্ম ব্যাপকং বদতি, তস্মাৎ অতিবিমলতরে বুদ্ধ্যুপাধৌ বিম্বিতম্ অকস্মাৎ জীবত্বং যাতি। ৫০

(**টীকা**) অজ্ঞানং মায়াখ্যং ততোঽপি অতীতম্। অবায়ুং অনাকাশং তাভ্যাম্ অতীতম্ অসঙ্গম্ অসম্মীলিতম্। অস্পর্শং স্পর্শরহিতং তথা অচক্ষুষ্কম্ ইত্যাদিতঃ ইন্দ্রিয়রহিতম্, অথ তদ্গতম্ অধিদৈবতরূপং তেজো ন ভবতি ইতি অতেজস্কম্, তর্হি ইন্দ্রিয়চালকঃ প্রাণো ভবিষ্যতীতি চেৎ? তদপি নিষেধয়তি—অপ্রাণমিতি। অমুখং মুখরহিতং, নাম-গোত্ররহিতং চ অজরং জরাতীতং চ অমরণস্বভাবং দ্বিতীয়াভাবাৎ অভয়ম্ অমৃতং নিত্যমুক্তস্বভাবং অরজং গুণাতীতং লোকাতীতং বা, অশব্দং শব্দাগোচরম্। অবিবৃতং বিবর্ত্তবর্জ্জিতম্, অসংবৃতম্ অবচ্ছেদ-রহিতম্ অপূর্ব্বং ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বং যস্মাৎ অনপরং ন বিদ্যতে অপরং, যস্মাৎ অনন্তরং ন বিদ্যতে, অন্তরম্ অভ্যন্তরং যস্য অবাহ্যং ন বিদ্যতে ব্রহ্মাবরণং যস্য। এবংবিধম্ এতৎ কিঞ্চন কিমপি নাশ্নাতি নাঙ্গীকুরুতে, অসঙ্গোদাসীনত্বাৎ তথা কশ্চন তন্নাশ্নোতি ন ব্যাপ্নোতি অগ্রাহ্যত্বাৎ ॥৪৯

৫০। অথ আত্মনো বিম্বপ্রতিবিম্বন্যায়েন সর্ব্বাত্মকত্বমাহ। অত্র প্রতিবিম্ববিষয়ে শ্রুতিত্রয়ম্ উপন্যস্তবান্। ইদং ব্রহ্ম প্রতিফলনবশাৎ

অনুবাদ। ৫০। ব্রহ্ম প্রত্যেকরূপ অর্থাৎ প্রতি জীবে প্রতি-ফলনবশতঃ প্রাতিবিম্বিতরূপ হইয়াছিলেন; কারণ, একই দ্রষ্টা দ্বিতীয় হইয়া

(**টীকা**) রূপং রূপং প্রতি প্রাতিরূপ্যং প্রপেদে প্রতিরূপস্য ভাবঃ প্রাতিরূপ্যম্। অত্র শ্রুতিঃ—দধ্যঙ্ অথর্ব্বণোঽশ্বিভ্যাম্ উবাচ তদেতদ-পশ্যন্নবোচৎ রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূবেতি। অত্রেয়ম্ আখ্যায়িকা। পূর্ব্বম্ অশ্বিনৌ দেবভিষজৌ আত্মজ্ঞানোপদেশার্থং দধীচিং প্রতি গত্বা আবাভ্যাম্ আত্মবিদ্যোপদেশেষ্টব্যা ইতি উচতুঃ। তেন উত্তরিতং ক্ষণান্তরে উপদেক্ষ্যামীতি। দধীচিবাক্যং শ্রুত্বা স্বগৃহং গতৌ তদন্তরে ইন্দ্রঃ সমাগত্য দধীচিং প্রত্যুক্তবান্। ত্বয়ৈতৌ মদীয়ভিষজৌ ন উপদেষ্টব্যৌ। অথ যদি মদীয়ং বচনং ন শৃণোষি তর্হি তব শিরঃ পাতয়িষ্যামি ইত্যুক্ত্বা নির্গতঃ। পুনঃ অশ্বিনৌ আগতৌ ততস্তৌ দধীচি-মুখাৎ বিদিতবৃত্তান্তৌ অবোচতুঃ—ভো দধীচে ক্ষণান্তরে উপদেক্ষ্যামীতি তব প্রতিজ্ঞা মিথ্যা ভবিতুং নার্হতীতি। ইদানীং তব শিরঃ স্থানান্তরে নিধায় অশ্বশিরস্ত্বয়ি সংযোজ্য তেন শিরসা আত্মবিদ্যাম্ উপদিশস্ব। তত ইন্দ্র আগত্য অশ্বশিরশ্ছিত্ত্বা গমিষ্যতি, পুনস্তব স্বাভাবিকং শিরঃ সংযোজ-য়িষ্যাব ইতি নাসত্যবচসা তথাবিধায়াং সত্যাম্ অশ্বশিরসা মধুকাণ্ডম্ উপদিষ্টবানিতি পূর্ব্ববৃত্তান্তঃ। অথ দধ্যঙ্ অর্ব্বণ অথর্বণস্য অপত্যম্ আথর্ব্বণঃ, এবংবিধো দধীচিঃ অশ্বিভ্যাং যৎ উবাচ তদেব ঋষির্ব্বেদঃ পশ্যন্ অবোচৎ। তৎ কিং। রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতি চক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে, যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ। প্রতিবিম্বিতং রূপং যস্যেতি প্রতিরূপ ইত্যর্থঃ। অথ দ্বিতীয়াং শ্রুতিমাহ—এক ইতি। অপরম্ একো দ্রষ্টা সলিলে দ্বিতীয়ো ভবতি পশ্যতীতি দ্রষ্টা। অত্র শ্রুতিঃ—সলিল একো দ্রষ্টা দ্বৈতো ভবতীতি। অথ তৃতীয়াং শ্রুতিং

(**অনুবাদ**) থাকেন, যেমন একই বস্তু সমস্ত জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানারূপ ধারণ করে। পরমাত্মা মায়াতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অবস্থিত আছে—ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মকে ব্যাপক বলিতেছে। অতএব ব্রহ্ম, অতি স্বচ্ছ বুদ্ধিরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৫০

তজ্জ্ঞাঃ পশ্যন্তি বুদ্ধ্যা পরমবলবতো মায়য়াক্তং পতঙ্গং
বুদ্ধাবন্তঃ সমুদ্রে প্রতিফলিতমরীচ্যাস্পদং বেধসস্তম্।
যাদৃগ্ যাবানুপাধিঃ প্রতিফলতি তথা ব্রহ্ম তস্মিন্ যথাঽঽস্যং
প্রাপ্তাদর্শানুরূপং প্রতিফলতি যথাবস্থিতং সৎসদৈব ॥৫১

অন্বয়ঃ। ৫১। তজজ্ঞাঃ বুদ্ধৌ সমুদ্রে অন্তঃ পরমবলবতঃ বেধসঃ মায়য়া অক্তং প্রতিফলিতমরীচ্যাস্পদং তং পতঙ্গং বুদ্ধ্যা পশ্যন্তি। যাদৃগ্ যাবান্ উপাধিঃ তস্মিন্ প্রতিফলতি; যথা আস্যং প্রাপ্তাদর্শানুরূপং, তথা যথাবস্থিতং সৎ ব্রহ্ম সদা এব প্রতিফলতি। ৫১

(**টীকা**) দর্শয়তি—ইন্দ্র ইতি। ইন্দ্রো মায়াভিঃ সর্ব্বতো অনন্তরূপঃ আস্তে। ইন্দ্রঃ পরমাত্মা মায়াভিঃ কৃত্বা সর্ব্বতঃ অনন্তরূপঃ আস্তে। অত্র শ্রুতিঃ—ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ, ঈয়তে। পুরুরূপো বহুরূপঃ ঈয়তে জায়তে। ইতি অমুনা প্রকারেণ শ্রুতির্ব্যাপকং ব্রহ্ম বদতি। তস্মাদ্ বুদ্ধ্যুপাধৌ প্রতিবিম্বিতং সৎ জীবত্বং যাতি। কিন্তু তে উপাধৌ বিমলতরে স্বচ্ছতরে ॥৫০

৫১। অথ অস্মিন্ অর্থে ঋক্‌শাখীয়াং শ্রুতিং সংবাদয়ন্ আহ। পতনশীলঃ পতঙ্গঃ জীবঃ তং পূর্ব্বং প্রতিপাদিতং জানন্তি তে তজ্জ্ঞাঃ শাস্ত্রবিদঃ বুদ্ধ্যা নিশ্চিতান্তঃকরণবৃত্ত্যা পশ্যন্তি। অথ কিংরূপত্বেন পশ্যন্তীত্যাহ—বুদ্ধাবিতি। বুদ্ধৌ বুদ্ধিলক্ষণে সমুদ্রে অন্তঃ বেধসঃ পরমাত্মনঃ প্রতিফলিতমরীচ্যাস্পদং প্রতিফলিতাঃ প্রতিম্বিতাঃ যে মরীচয়ঃ কিরণাঃ তদেবাস্পদং স্বরূপং যস্য স তথা। অথ তস্য পতনশীলত্বং

অনুবাদ। ৫১। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুদ্ধিরূপ সমুদ্রের অভ্যন্তরে পরমশক্তিসমন্বিত পরমাত্মার মায়ার দ্বারা ব্যাপ্ত, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত প্রকাশস্বরূপ পতনশীল জীবকে নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা দর্শন করেন। মুখ যেমন দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া তদনুরূপ হয়, সেইরূপ যেমন যে পরিমাণ বুদ্ধিরূপ উপাধিতে ব্রহ্ম প্রতিফলিত হউন না কেন, তিনি সর্ব্বদা পূর্ব্ববৎ সদ্রূপেই অবস্থিত থাকেন।৫১

একো ভানুস্তদস্থঃ প্রতিফলনবশাদ্ যস্ত্বনেকোদকান্তঃ
নানাত্বং যাত্যুপাধিস্থিতিগতিসমতাং চাপি তদ্বৎ পরাত্মা।
ভূতেষূচ্চাবচেষু প্রতিফলিত ইবাভাতি তাবৎ স্বভাবা-
বচ্ছিন্নো যঃ পরন্তু স্ফুটমনুপহতো ভাসতে তৈঃ স্বভাবৈঃ ॥৫২

অন্বয়ঃ। ৫২। যঃ তু একঃ ভানুঃ তদস্থঃ অনেকোদকান্তঃ প্রতিফলনবশাৎ নানাত্বম্ উপাধিস্থিতিগতিসমতাং চ অপি যাতি। তদ্বৎ যঃ পরাত্মা উচ্চাবচেষু ভূতেষু প্রতিফলিতঃ তাবৎ স্বভাবাবচ্ছিন্নঃ ইব আভাতি, পরন্তু [সঃ] তৈঃ স্বভাবৈঃ অনুপহতঃ স্ফুটং ভাসতে। ৫২

(টীকা) প্রকটয়ন্নাহ—পরমেতি। পরমবলবতো দুর্জ্জয়মায়স্য বেধসো হিরণ্যগর্ভগর্ভস্য মায়য়া অক্তং ব্যাপ্তম্ উহ্যমানম্। অত্র শ্রুতিঃ—"পতঙ্গম্ অক্তম্ অসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ। সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ো বিচক্ষতে মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ॥ ভাষ্যম্—অসুরস্য বলবতো দুরন্তমায়স্য পরমাত্মনো মায়য়া অক্তং ব্যাপ্তম্ অতএব পতঙ্গং পতনশীলং জীবং বিপশ্চিতঃ জ্ঞানিনঃ মনসা সঙ্কল্পাত্মকেন হৃদা বুদ্ধিরূপেণ বুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ। অন্তঃ পশ্যন্তি। সমুন্দনাৎ ব্যাপনাৎ সমুদ্রঃ স এব বুদ্ধি-লক্ষণঃ তস্মিন্ প্রতিফলিতানাং বেধসঃ ঈশ্বরস্য চিৎস্বরূপাণাং মরীচীনাং পদং স্থানমিতি কবয়ঃ ক্রান্তদর্শিনঃ বিচক্ষতে বদন্তি। পরম্ ইচ্ছন্তি চ উপাসতে চ। অথ শ্লোকোত্তরার্দ্ধেন প্রতিবিম্বপ্রকারং বিশদয়ন্নাহ—যাদৃগিতি। যদ্রূপো যাদৃক্ যৎপ্রমাণো যাবান্ এবংবিধো য উপাধিঃ বুদ্ধিলক্ষণঃ তস্মিন্ তথা ব্রহ্ম প্রতিফলতি—যাদৃগিতি। সত্ত্বরজস্তমোময়ঃ যাবানিতি স্থূলসূক্ষ্মো দীর্ঘো বর্ত্তুলো বা যথোপাধিরস্তি তত্র তত্র তথৈব স্বয়ং সদেব যথাবস্থিতং সৎ প্রতিফলতি। স মর্য্যাদাং ন জহাতি। অত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। যথা আস্যং মুখং প্রাপ্তাদর্শো দর্পণঃ তদনুরূপমেব প্রতিফলতি পরন্তু স্বয়ং যথাবস্থিতমেব তিষ্ঠতি তদ্বৎ ব্রহ্মাপি ॥৫১

অনুবাদ। ৫২। যেমন এক সূর্য্য সেই একস্থলে অবস্থিত থাকিয়া

যদ্বৎ পীযূষরশ্মৌ দিনকরকিরণৈর্বিম্বিতৈরেতি সান্দ্রং
নাশং নৈশং তমিস্রং গৃহগতমথবা মূর্চ্ছিতৈঃ কাংস্যপাত্রে।
তদ্বদ্ বুদ্ধৌ পরাত্মদ্যুতিভিরনুপদং বিম্বিতাভিঃ সমন্তাৎ
ভাসন্তে হীন্দ্রিয়াস্যপ্রসৃতিভিরনিশং রূপমুখ্যাঃ পদার্থাঃ ॥৫৩

অন্বয়ঃ। ৫৩। যদ্বৎ পীযূষরশ্মৌ দিনকরকিরণৈঃ বিম্বিতৈঃ (সদ্ভিঃ) সান্দ্রং নৈশং তমিস্রং নাশম্ এতি, অথবা কাংস্যপাত্রে মূর্চ্ছিতৈঃ গৃহগতং [তমিস্রং নাশম্ এতি]। তদ্বৎ অনুপদম্ ইন্দ্রিয়াস্যপ্রসৃতিভিঃ বুদ্ধৌ বিম্বিতাভিঃ পরাত্মদ্যুতিভিঃ অনিশং সমন্তাৎ রূপমুখ্যাঃ পদার্থা ভাসন্তে। ৫৩

টীকা। ৫২। অথ এতদেব দৃষ্টান্তান্তরেণ দ্রঢয়ন্নাহ—কঃ ইতি। স্পষ্টার্থমিদং পদ্যম্ ॥৫২

৫৩। ননু জলাদিষু অর্কপ্রতিবিম্বং স্বকীয়ং রূপমেব প্রকটয়তি, ন পদার্থান্তরম্। এবমাত্মপ্রতিবিম্বো জীবশ্চেৎ তর্হি কথং পদার্থান্তররূপকো ভবতীত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তমাহ—যদ্বৎ পীযূষরশ্মৌ জলময়ে চন্দ্রে দিনকরকিরণৈঃ বিম্বিতৈঃ সদ্ভিঃ সান্দ্রং নিবিড়ং নৈশং রাত্রিভবং তমিস্রম্ অন্ধকারঃ নাশং প্রাপ্নোতি আদিত্যেন চন্দ্রমা ভাতি ইতিশ্রুতেঃ।

(অনুবাদ) অনেক জলপাত্র মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাত্ব প্রাপ্ত হয় এবং উপাধির স্থিতিতে স্থিতি, গতিতে গতি ও সমতায় সমতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা বিচিত্র প্রাণিসমূহে প্রতিফলিত হইয়া তদাকারের ন্যায় প্রকাশ পান, কিন্তু তিনি উপাধিস্বভাবের দ্বারা সংযুক্ত না হইয়া স্বীয় স্বভাবে বিরাজমান থাকেন।৫২

৫৩। যেমন চন্দ্র সূর্য্যকিরণরাজিদ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া নিবিড় নৈশ অন্ধকার দূরীভূত করে, অথবা সূর্য্যকিরণ কাংস্যপাত্রে প্রতিফলিত হইয়া গৃহের অন্ধকার নাশ করে, সেইরূপ বুদ্ধিতে পরমাত্মকিরণ প্রতিবিম্বিত হইয়া তদানীং ইন্দ্রিয়রূপ মুখের দ্বারা বিস্তৃতিলাভ করিলে চারিদিকে বিদ্যমান রূপাদি পদার্থসমূহ সতত প্রকাশিত হইয়া থাকে।৫৩

পূর্ণাত্মানাত্মভেদাস্ত্রিবিধমিহ পরং বুধ্যবচ্ছিন্নমন্যৎ
তত্রৈবাভাসমাত্রং গগনমিব জলে ত্রিপ্রকারং বিভাতি।
অম্ভোবচ্ছিন্নমস্মিন্ প্রতিফলিতমতঃ পাথসোন্তর্বহিশ্চ
পূর্ণাবচ্ছিন্নযোগে ব্রজতি লয়মবিদ্যা স্বকার্য্যৈঃ সহৈব ॥৫৪

অন্বয়ঃ। ৫৪। ইহ পূর্ণাত্মানাত্মভেদাঃ [ইতি] পরং, বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নম্, অন্যৎ তত্র এব আভাসমাত্রং ত্রিবিধং ; জলে অম্ভোঽবচ্ছিন্নম্, অস্মিন্ প্রতিফলিতম্, অতঃ পাথসঃ অন্তঃ বহিঃ চ [ইতি] ত্রিপ্রকারং গগনম্ ইব বিভাতি। পূর্ণাবচ্ছিন্নযোগে অবিদ্যা স্বকার্য্যৈঃ সহ এব লয়ং ব্রজতি। ৫৪

(টীকা) অথবা কাংস্যপাত্রে দিনকরকিরণৈঃ মূর্চ্ছিতৈঃ সদ্ভিঃ গৃহগতং গৃহান্তর্গতং তমিস্রং নাশমেতি ইতি প্রসিদ্ধম্, তদ্বৎ বুদ্ধৌ বিম্বিতাভিঃ পরমাত্মদ্যুতিভিঃ সমন্তাৎ রূপমুখ্যাঃ পদার্থাঃ ভাসন্তে। তর্হি নিমীলিতনেত্রস্যাপি পদার্থভাসোঽস্তি ইতি তত্রাহ—কিম্ভূতাভিঃ। অনুপদং তৎকালে ইন্দ্রিয়াস্যপ্রসৃতিভিঃ ইন্দ্রিয়াস্যৈঃ ইন্দ্রিয়মুখৈঃ প্রসৃতিঃ প্রসারো যাসাং তাঃ তাভিঃ ॥৫৩

৫৪। অথ উপাধাবেব ত্রেধা ব্রহ্মপ্রতীতিরস্তি ইত্যাহ। ইহ উপাধৌ পূর্ণং চ আত্মা চ অনাত্মা চেতি ত্রিবিধং ব্রহ্ম ভাসতে, তত্রৈকং পরং পূর্ণম্ উপাধেঃ বাহ্যাভ্যন্তরতঃ বর্ত্তমানং, তথা দ্বিতীয়ং বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নং বুদ্ধ্যাবৃতম্, তথা অন্যৎ তৃতীয়ং তত্রৈব বুদ্ধৌ আভাসমাত্রং প্রতিবিম্ব-

অনুবাদ। ৫৪। যেমন জলাবচ্ছিন্ন, জলে প্রতিফলিত, এবং জলের মধ্যে ও বাহিরে বিদ্যমান এই তিনপ্রকারে আকাশ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বুদ্ধিরূপ উপাধিতে পূর্ণ, আত্মা ও অনাত্মা এই তিনপ্রকারে ব্রহ্ম প্রতীত হয়। তন্মধ্যে পূর্ণটী বুদ্ধিরূপ উপাধির ভিতরে ও বাহিরে বিদ্যমান, আত্মা বুদ্ধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা আবৃত এবং অনাত্মাটী আভাসমাত্র প্রতিবিম্বস্বরূপ। পূর্ণের সহিত অবচ্ছিন্ন আত্মার যোগে অবিদ্যা স্বকার্য্যসহ লয় প্রাপ্ত হয়।৫৪

দৃশ্যন্তে দারুনার্য্যো যুগপদগণিতাস্তম্ভসূত্রপ্রযুক্তাঃ
সঙ্গীতং দর্শয়ন্ত্যো ব্যবহৃতিমপরাং লোকসিদ্ধাং চ সর্ব্বাম্।
সর্ব্বত্রানুপ্রবিষ্টাদভিনববিভবাদ্যাবদর্থানুবন্ধাৎ
তদ্বৎ সূত্রাত্মসংজ্ঞাদ্ ব্যবহরতি জগদ্ভূর্ভুবঃস্বর্মহান্তম্ ॥৫৫

অন্বয়ঃ। ৫৫। [যদ্বৎ] অগণিতাঃ স্তম্ভসূত্রপ্রযুক্তাঃ দারুনার্য্যঃ যুগপৎ সঙ্গীতং লোকসিদ্ধাম্ অপরাং সর্বাং ব্যবহৃতিং চ দর্শয়ন্ত্যঃ [বর্ত্তন্তে]. তদ্বৎ সর্বত্র অনুপ্রবিষ্টাৎ অভিনববিভবাৎ যাবদর্থানুবন্ধাৎ সূত্রাত্মসংজ্ঞাৎ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহান্তং জগৎ ব্যবহরতি। ৫৫

(টীকা) স্বরূপম্। কিমিব। জলে ত্রিপ্রকারগগনমিব বিভাতি। অথ প্রকারত্রয়মাহ। একম্ অম্ভোবচ্ছিন্নম্ উদকাবৃতম্, অপরম্ অস্মিন্নুদকে প্রতিফলিতং, তৃতীয়ম্ অতোঽস্মাৎ পাথসঃ উদকাৎ সকাশাৎ অন্তর্বহিশ্চেতি। এবং পূর্ণাবচ্ছিন্নযোগে সতি উপাধিভূতাঽবিদ্যা স্বকার্য্যোঃ প্রতিবিম্বাদিভিঃ সহ লয়ং নাশং যাতি। অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকারে আভাসো নশ্যতীত্যর্থঃ ॥৫৪

৫৫। অথ সূত্ররূপং সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম আহ। যুগপৎ একসময়াবচ্ছেদেন অগণিতা অনেকা দারুনার্য্যঃ কাষ্ঠরচিতা অচেতনা অপি নার্য্যো নর্ত্তক্যঃ সঙ্গীতং বাদ্যনৃত্যাত্মকং দর্শয়ন্ত্যো দৃশ্যন্তে। ন হ্যচেতনে তথাত্বং যুক্তম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ। কিম্ভূতা নার্য্যঃ স্তম্ভসূত্রপ্রযুক্তাঃ শিল্পকেন রচিতং যৎ স্তম্ভান্তঃসূত্রং তেন প্রযুক্তাঃ তালাদিনিয়মেন চেষ্টাং প্রাপিতাঃ ন কেবলং সঙ্গীতং দর্শয়ন্ত্যঃ কিন্তু লোকসিদ্ধাং সর্ব্বাং ব্যবহৃতিং চ। লোকপ্রসিদ্ধা সর্ব্বা ব্যবহৃতিঃ ব্যবহারঃ মল্লযুদ্ধশস্ত্রসাধনমৃগয়াদিঃ তমপি দর্শয়ন্ত্যঃ। তদ্বৎ সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্টাৎ সূত্রাত্মসংজ্ঞাৎ আত্মনঃ প্রেরকাৎ ভূর্ভুবঃস্বর্মহান্তং জগদ্ ব্যবহরতি। কিম্ভূতাৎ

অনুবাদ। ৫৫। যেমন অসংখ্য কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি শিল্পিকর্ত্তৃক রচিত স্তম্ভসূত্রের দ্বারা প্রেরিত হইয়া এককালে সঙ্গীত ও

(**টীকা**) অভিনববিভবাৎ অতর্ক্যসামর্থ্যাৎ। পুনঃ কিন্তুতাৎ। যাবদর্থানুবন্ধাৎ। যাবান্ অর্থঃ প্রয়োজনং তাবানেব সম্বন্ধো যস্মাৎ যস্মিন্ ব্যবহারে যাবৎ প্রয়োজনং তাবদেব অনুবধ্নাতি নিয়তত্বেন সম্বন্ধং প্রাপয়তি ন তু অনিয়তত্বেন। অত্র শ্রুতিঃ—"বায়ুর্ব্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ং চ লোকঃ পরশ্চলোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি।" অথ এতদর্থে ঋক্‌শাখীয়া শ্রুতিশ্চ। "স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাং উভে পুংসঃ আহুঃ পশ্যদক্ষণ্বান্ন বিচেতদন্ধঃ। কবির্যঃ পুত্রঃ স ইমাচকেত যস্তা বিজানাৎ স পিতুঃ পিতা সৎ।" ভাষ্যম্—যাঃ ইদানীং স্ত্রিয়ঃ সতীঃ স্ত্রীত্বং প্রাপ্তাঃ আহুঃ লৌকিকাঃ তাঃ উত মে মহ্যং পুংসঃ পুরুষান্ আহুঃ প্রতিপাদয়ন্তি তত্ত্বজ্ঞাঃ কথম্ অন্যস্য অন্যভাব উচ্যতে। একস্যৈব নিরস্তসমস্তোপাধিকস্য আত্মনঃ তত্তদ্দেহাবস্থানমাত্রেণ তদ্ব্যপদেশোপপত্তেঃ। শ্রূয়তে হি। "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী"ত্যাদি। স্ত্রীত্বং পুংস্ত্বং চ উভয়বস্তু ন অস্তীতি উক্তং ভবতি। শ্রুতিঃ তদভাবং বোধয়তি। "নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নৈব চায়ং নপুংসকঃ॥ যদ্যযচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন তথোচ্যতে" ॥১॥ অমুমর্থমত্যন্তং নিগূঢ়ম্ অক্ষণ্বান্ জ্ঞানদৃষ্ট্যুপেতঃ কশ্চিৎ পশ্যন্ পশ্যেৎ জানাতি তথা অন্ধঃ অতথারূপঃ স্থূলদৃষ্টিঃ নবিচেতৎ ন জানাতি। কিন্তু পুত্রঃ বয়সা অল্পোঽপি যঃ কবিঃ ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ জ্ঞানী স্যাৎ স ইমমর্থম্ আচকেত জানাতি এবম্ উক্তলক্ষণস্য পরমাত্মনঃ জাতানি স্ত্রীত্বপুরুষত্বাদীনি বিজানাৎ ঔপাধিকানি জানীয়াৎ। স পিতুঃ স পুত্রঃ কবিঃ। স্বোৎপাদকস্যাপি জ্ঞানরহিতস্য পিতা সৎ। পিতৃবৎ পূজ্যো ভবতি ॥৫৫

(**অনুবাদ**) লোকসিদ্ধ অপর সমস্ত নৃত্যাদি ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বত্র অনুস্যূত, অপরিমিতশক্তি সূত্রাত্মসংজ্ঞক ব্রহ্ম হইতে ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ ও সমস্ত ব্যবহার দেখাইয়া থাকে ।৫৫

তৎ সত্যং যৎ ত্রিকালেষ্বনুপহতমদঃপ্রাণদিগ্ব্যোমমুখ্যং
যস্মিন্ বিশ্রান্তমাস্তে তদিহ নিগদিতং ব্রহ্ম সত্যস্য সত্যম্।
নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চ যদ্বাপরমধিকমতো নাম সত্যস্য সত্যং
সচ্চ ত্যচ্চেতি মূর্ত্তাদ্যুপহিতমবরং সত্যমস্যাপি সত্যম্ ॥৫৬

অন্বয়ঃ। ৫৬। যৎ ত্রিকালেষু অনুপহতং তৎ সত্যম্. অদঃ প্রাণদিগ্ব্যোমমুখ্যং যস্মিন্ বিশ্রান্তম্ আস্তে তৎ ইহ সত্যস্য সত্যং ব্রহ্ম নিগদিতম্, যদ্বা অতঃ অধিকম্ অপরং সত্যস্য সত্যং নাম কিং চ অন্যৎ ন অস্তি। সৎ চ ইতি মূর্ত্ত্যাদ্যুপহিতম্ অপরং সত্যং, ত্যৎ চ ইতি অস্য অপি সত্যম্। ৫৬

টীকা। ৫৬। অথ সত্যশব্দব্যপদেশ্যং পরব্রহ্ম আহ। যৎ ত্রিকালেষু ভূতভবিষ্যবর্ত্তমানেষু অনুপহতম্ উপহতিবর্জিতম্ অবাধিতম্, অদঃ অমূর্ত্তং প্রাণদিগ্ব্যোমমুখ্যং প্রাণা মুখ্যপ্রাণাদয়ঃ দিশো ব্যোম মুখ্যশব্দাৎ কালাদিরেব সত্যং যদ্বা প্রকারান্তরেণ আহ। অতোস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্ অন্যৎ পরম্ উৎকৃষ্টম্ অধিকং মহৎ। কিঞ্চিৎ অপি সত্যস্য নাম নাস্তি। যদ্যস্তি তর্হি বেদেষু কথং ন প্রসিদ্ধম্, অতঃ ব্রহ্মৈব সত্যং ব্যপদেশ্যম্। অথ সত্যশব্দং ব্যুৎপত্য আহ। সৎ চ ত্যচ্চ অভবদিতি শ্রুতেঃ। সৎ চ ইতি সন্মূর্ত্তং পৃথিব্যপ্তেজোরূপং ত্যৎ চ ইতি অমূর্ত্তং বায়ুাকাশৌ তাভ্যাম্ উপহিতম্ আশ্রিতং যৎ। অবরং শবলম্ ব্রহ্ম তস্যাপি সত্যং ব্রহ্ম ॥৫৬

অনুবাদ। ৫৬। যে বস্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে বাধিত হয় না, তাহাই সত্য, এই অমূর্ত্ত প্রাণ, দিক্ ও আকাশাদিপ্রমুখ পদার্থ যাহাতে বিশ্রামলাভ করে, অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই এখানে সত্যের সত্য ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম হইতে অন্য উৎকৃষ্ট মহৎ কোন সত্য বস্তু নাই। তিনিই পৃথিবী, জল, তেজোরূপ সৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত মূর্ত্তাদি উপাধিযুক্ত অপর ব্রহ্ম হইয়াছিলেন, এবং ত্যৎ অর্থাৎ বায়ু-আকাশরূপ সত্যেরও সত্য নিরুপাধিক ব্রহ্ম হইয়াছিলেন।৫৬

যৎকিঞ্চিদ্ভাত্যসত্যং ব্যবহৃতিবিষয়ে রৌপ্যসর্পাম্বুমুখ্যং
তদ্বৈ সত্যাশ্রয়েণেত্যয়মিহ নিয়মঃ সাবধির্লোকসিদ্ধঃ।
তদ্বৈ সত্যস্য সত্যে জগদখিলমিদং ব্রহ্মণি প্রাবিরাসীৎ
মিথ্যাভূতং প্রতীতং ভবতি খলু যতস্তচ্চ সত্যং বদন্তি ॥৫৭

অন্বয়ঃ। ৫৭। ব্যবহৃতিবিষয়ে যৎ কিঞ্চিৎ রৌপ্যসর্পাম্বুমুখ্যং [চিন্তান্তম্] অসত্যং ভাতি, তৎ বৈ সত্যাশ্রয়েণ ইতি. ইহ অয়ম্ নিয়মঃ সাবধিঃ লোকসিদ্ধঃ। তৎ বৈ অখিলম্ ইদং জগৎ সত্যস্য সত্যে ব্রহ্মণি প্রাবিরাসীৎ. যতঃ মিথ্যাভূতং প্রতীতং ভবতি. তৎ চ খলু সত্যং বদন্তি। ৫৭

টীকা। ৫৭। অথ সত্যস্য সত্যমিতি দৃঢ়ীকুর্ব্বন্ সদৃষ্টান্তমাহ। লোকে ব্যবহারবিষয়ে দৃশ্যজাতে যৎকিঞ্চিদ্ রৌপ্যসর্পাম্বুমুখ্যম্ অসত্যং ভাতি, শুক্তিকায়াং রজতম্, রজ্জৌ সর্পঃ, মরীচিষু অম্বু—এবম্ এতৎপ্রমুখম্ অসত্যং যদ্ ভাসতে তৎ সত্যাশ্রয়েণৈব ভাসতে, শুক্তিকাদ্যধিকরণং হি ব্যাবহারিকং সত্যং, তদাশ্রয়েণৈব রৌপ্যসর্পাম্বুমুখ্যম্ অসত্যং ভাতি, তদ্ব্যতিরেকেণ প্রতিভাসাসম্ভবাৎ। ইহলোকে অয়ং নিয়মঃ সাবধিঃ লোকসিদ্ধো দৃষ্টঃ। সত্যাশ্রয়েণৈব অসত্যং ভাতীতি নিয়মো লোকসিদ্ধোঽস্তি। কিন্তু তো নিয়মঃ সাবধিঃ অবধিনা সহ বর্ত্তমানঃ নেদং রজতম্ ইত্যুত্তরকালে বাধদর্শনাৎ। এবং যাবদ্ বাধদর্শনং তাবদেব রজতাদি ভাসতে। অতএব অস্য অসত্যত্বং যদ্বৎ সত্যস্য সত্যে ব্রহ্মণি

অনুবাদ। ৫৭। লোকে ব্যবহার বিষয় পদার্থসমূহে শুক্তিকাতে রজত ও রজ্জুতে সর্প, মরীচিতে অম্বুরূপ যাহা কিছু অসত্য পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহা চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশ্য ও একটী প্রকৃত সত্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। সত্য যে দৃশ্যমান পদার্থ তাহারও সত্য, অর্থাৎ অধিষ্ঠান যে ব্রহ্ম তাহাতে এই জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। যাঁহার দ্বারা মিথ্যাভূত বস্তু প্রকাশ পাইয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সত্য বলিয়া থাকেন। সুতরাং ব্রহ্ম সত্যেরও সত্য।৫৭

যত্রাকাশাবকাশঃ কলয়তি চ কলামাত্রতাং যত্র কালো
যত্রৈবাশাবসানং বৃহদিহ হি বিরাট্ পূর্ব্বমর্ব্বাগিবাস্তে।
সূত্রং যত্রাবিরাসীন্মহদপি মহতস্তদ্ধি পূর্ণাচ্চ পূর্ণং
সম্পূর্ণাদর্ণবাদেরপি ভবতি যথাপূর্ণমেকার্ণবাম্ভঃ ॥৫৮

অন্বয়ঃ। ৫৮। যত্র আকাশাবকাশঃ কলয়তি. যত্র কালঃ কলামাত্রতাং চ [কলয়তি]. যত্র এব আশাবসানম্ ইহ হি বৃহৎ বিরাট্ পূর্ব্বম্ অর্বাক্ ইব আস্তে। যত্র মহৎ অপি সূত্রম্ আবিরাসীৎ. তৎ হি মহতঃ পূর্ণাৎ চ পূর্ণম্. যথা সম্পূর্ণাৎ অর্ণবাদেঃ অপি একার্ণবাম্ভঃ পূর্ণং ভবতি। ৫৮

(টীকা) ইদম্ অখিলম্ জগৎ প্রাবিরাসীৎ প্রাদুর্ভূতং তদপি সাবধি প্রাতিভাসকম্ ইত্যর্থঃ। প্রকারান্তরেণ সত্যং দৃঢ়ীকরোতি—মিথ্যেতি। মিথ্যাভূতং রজতাদি যেন প্রতীতং প্রতীতিবিষয়ো ভবতি তৎ খল্বিতি নিশ্চয়েন সত্যং বদন্তি ॥৫৭

৫৮। অথ পূর্ণব্রহ্ম দর্শয়তি। অহো তাত আশ্চর্য্যো বৃহৎ মহদপি স্থূলম্ অধিবিরাট্ পূর্ব্বং ব্রহ্ম বিরাড়িতি। পূর্ব্বম্ উপলক্ষণম্ যস্য এবংবিধং বিশ্বরূপাখ্যম্ অর্ব্বাগেব আস্তে। তত কিং যত্র যস্মিন্ আকাশাবকাশঃ। আকাশস্যাপি অবস্থানং তথা যত্র কালঃ কলামাত্রতাং কলয়তি প্রাপ্নোতি তথা। যত্র অবস্থানং দিক্পর্য্যবসানং ভবতি। এবংবিধমপি অর্ব্বাগেব অস্তি তথাত্র সূত্রম্। আবিরাসীৎ কিন্তু তৎ মহতোঽপি বিরাজোঽপি মহৎ হিরণ্যগর্ভাখ্যম্ ইত্যর্থঃ। এবংবিধং যৎ,

অনুবাদ। ৫৮। [এখন পূর্ণব্রহ্ম প্রদর্শিত হইতেছে—] যেখানে আকাশ অবকাশ প্রাপ্ত হয়, কাল অংশমাত্রকে প্রাপ্ত হয়, যেখানে দিকের অবসান, বৃহৎ স্থূল বিরাট্ও যেখানে ক্ষুদ্র হইয়া বিরাজ করিতেছেন, যেখানে বিরাট্ অপেক্ষা বৃহৎ হিরণ্যগর্ভও আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি পূর্ণ হিরণ্যগর্ভ হইতেও পূর্ণ, যেমন পূর্ণ সমুদ্র অপেক্ষা মিলিত সপ্ত সমুদ্রের জল পূর্ণ, প্রকৃতস্থলে তাহাই জানিবে।৫৮

অন্তঃ সর্ব্বৌষধীনাং পৃথগমিতরসৈর্গন্ধবীর্য্যৈর্বিপাকৈঃ
একং পাথোদপাথঃ পরিণমতি যথা তদ্বদেবান্তরাত্মা।
নানাভূতঃ স্বভাবৈর্ব্বহতি বসুমতী যেন বিশ্বং পয়োদো
বর্ষত্যুচ্চৈর্হুতাশঃ পচতি দহতি বা যেন সর্ব্বান্তরোসৌ ॥৫৯

অন্বয়ঃ। ৫৯। যথা একং পাথোদপাথঃ পৃথক্ অমিতরসৈঃ গন্ধবীর্য্যৈঃ বিপাকৈঃ সর্বৌষধীনাম্ অন্তঃ পরিণমতি, তদ্বৎ এব অন্তরাত্মা. নানাভূতঃ স্বভাবৈঃ বহতি, বসুমতী [বহতি] যেন পয়োদঃ বিশ্বং [ব্যাপ্য] উচ্চৈঃ বর্ষতি. যেন হুতাশঃ পচতি দহতি বা. অসৌ সর্বান্তরঃ। ৫৯

(টীকা) হি ইতি নিশ্চয়েন তদেব পূর্ণাৎ পূর্ণং ব্রহ্ম। অত্র দৃষ্টান্তম্ আহ—যথা ইতি। যথা স্বরূপেণ এব পূর্ণাৎ অর্ণবাদেঃ সমুদ্রাদিপদার্থাৎ একার্ণবাস্তঃ একীভূতসপ্তসমুদ্রাৎ একং পূর্ণাৎ পূর্ণং তদ্বৎ প্রকৃতেঽপি ইত্যর্থঃ। অত্র শ্রুতিঃ—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" ভাষ্যম্—একং সাধিতপূর্ণং তদপেক্ষিকং যথা নদীহ্রদতড়াগঃ পূর্ণঃ, তড়াগাৎ সমুদ্রঃ, তথেদং মূর্ত্তং পূর্ণং, তদপেক্ষয়া অদঃ অমূর্ত্তম্ পূর্ণম্, তস্মাদপি পূর্ণম্ উদচ্যতে উৎকর্ষং প্রাপ্নোতি। তৎপূর্ণস্য পূর্ণং পূর্ণত্বম্ আদায় অঙ্গীকৃত্য সম্মীলনেন একীভাবম্ আপ্য পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে তদেবং পূর্ণাৎ পূর্ণম্ অনতিশয়ং পূর্ণম্ ইত্যর্থঃ ॥৫৮

৫৯। অথ সর্ব্বান্তরব্রহ্ম আহ। স্পষ্টার্থং পদ্যম্। শ্রুতিঃ অপি—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা আন্তরোয়ং পৃথিবী ন বেদ" ইত্যাদিকা ॥৫৯

অনুবাদ। ৫৯। যেমন এক সমুদ্রের জল সূর্য্যরশ্মি দ্বারা মেঘরূপে পরিণত হইয়া পৃথক্‌ভাবে নানাবিধ অপরিমিত রস, গন্ধ, বীর্য্য ও পরিণামের দ্বারা সর্ব্ববিধ ওষধির মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ অন্তরাত্মাও করিয়া থাকেন। কারণ, নানাবিধ প্রাণী নিজ নিজ স্বভাবে চলিতেছে, পৃথিবীও বিদ্যমান আছে, যাঁহার প্রভাবে মেঘ বিশ্ব ব্যাপিয়া

ভূতেষ্বাত্মানমাত্মন্যনুগতমখিলং ভূতজাতং প্রপশ্যেৎ
প্রায়ঃ পাথস্তরঙ্গান্বয়বদথ চিরং সর্ব্বমাত্মৈব পশ্যেৎ।
একং ব্রহ্মাদ্বিতীয়ং শ্রুতিশিরসি মতং নেহ নানাস্তি কিঞ্চিৎ
মৃত্যোরাপ্নোতি মৃত্যুং স ইহ জগদিদং যস্তু নানেব পশ্যেৎ ॥৬০

অন্বয়ঃ। ৬০। ভূতেষু আত্মানম্, আত্মনি অনুগতম্ অখিলং ভূতজাতং প্রপশ্যেৎ, প্রায়ঃ পাথঃ তরঙ্গান্বয়বৎ অথ চিরং সর্বম্ আত্মা এব পশ্যেৎ, একম্ অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম শ্রুতিশিরসি মতং, ন ইহ কিঞ্চিৎ নানা অস্তি, যঃ তু ইদং জগৎ নানা ইব স ইহ মৃত্যোঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি। ৬০

টীকা। ৬০। অথ ব্রহ্মণ একত্বে মূলশ্রুতিসংস্কারিণীম্ ঈশাবাস্যোপনিষৎশ্রুতিং সম্বাদয়ন্নাহ—ভূতেষু ইতি। ভূতেষু বহুষু আত্মানম্ একং পশ্যেৎ। তথা একস্মিন্নাত্মনি অখিলং সমগ্রং ভূতজাতং প্রায়ঃ বাহুল্যেন চিরকালং প্রপশ্যেৎ, কিমিব? পাথঃ তরঙ্গান্বয়বৎ। পাথশ্চ তরঙ্গাশ্চ তেষাম্ অন্বয়ঃ সম্বন্ধঃ তদ্বৎ। অথ একস্মিন্ন উদকে সংস্রশঃ তরঙ্গা দৃশ্যন্তে তথা সর্ব্বেষু তরঙ্গেষু একং জলমেব দৃশ্যতে। নান্যৎ কিঞ্চিৎ পদার্থান্তরম্ অনুভূয়তে ইত্যর্থঃ। এবম্ এতৈঃ উক্তপ্রকারৈঃ একম্ অদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মৈব শ্রুতিভিঃ অভিহিতম্ নিরূপিতম্। ইহ কিঞ্চিৎ নানা ন বিদ্যতে। বস্তুতস্তু নানা ন ভবতি পরন্তু যঃ নানেব পশ্যেৎ স মৃত্যোঃ

(**অনুবাদ**) প্রবলবেগে বর্ষণ করে, অগ্নি পাক করে, অথবা দাহ করে, তিনিই সকলের অন্তরাত্মা।৫৯

৬০। যিনি সকল প্রাণীতে এক আত্মাকে দর্শন করেন, এবং এক আত্মাকে সকল প্রাণী অবিচ্ছিন্নভাবে দর্শন করেন, সমস্ত তরঙ্গে যেমন এক জলই অনুগত দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ তিনি সতত সর্ব্বত্র আত্মদর্শন করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় ইহা বেদান্তের অভিমত, নানা বলিয়া কিছুই নাই। যে ব্যক্তি নানার ন্যায় দর্শন করে, সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৬০

প্রাক্ পশ্চাদস্তি কুম্ভাদ্ গগনমিদমিতি প্রত্যয়ে সত্যপীদং
কুম্ভোৎপত্তাবুদেতি প্রলয়মুপগতে নশ্যতীত্যন্যদেশম্।
নীতে কুম্ভেন সাকং ব্রজতি ভজতি বা তৎপ্রমাণানুকারং
ইত্যং মিথ্যাপ্রতীতিঃ স্ফুরতি তনুভৃতাং বিশ্বতস্তদ্বদাত্মা ॥৬১

অন্বয়ঃ। ৬১। ইদং গগনং কুম্ভাৎ প্রাক্ পশ্চাৎ অস্তি ইতি প্রত্যয়ে সতি অপি কুম্ভোৎপত্তৌ উদেতি, প্রলয়ম্ উপগতে নশ্যতি, অন্যদেশং নীতে কুম্ভেন সাকং ব্রজতি, তৎপ্রমাণানুকারং ভজতি বা, তনুভৃতাম্ ইত্থং মিথ্যাপ্রতীতিঃ স্ফুরতি, তদ্বৎ আত্মা বিশ্বতঃ [স্ফুরতি]। ৬১

(টীকা) দেহাহঙ্কারাভিনিবেশাৎ পুনঃ মৃত্যুম্ এব আপ্নোতি। শ্রুতিরপি—"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেব অনুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চ আত্মানং ততো ন বিচিকিৎসতি ॥" বিচিকিৎসতি উত্তমাধমভাবেন তারতম্যং ন করোতি। তথা মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥৬০

৬১। অথ উক্তপ্রমেয়ং দৃষ্টান্তেন দৃঢ়ীকুর্ব্বন্নাহ। ইদং গগনম্ আকাশঃ কুম্ভাৎ সকাশাৎ প্রাক্ পশ্চাদস্তীতি প্রত্যয়ে সত্যপি তনুভৃতাম্ ইত্থমিতি প্রকারৈর্মিথ্যা প্রতীতিঃ স্ফুরতি। অথ তদেবাহ। ইদং ঘটাবচ্ছিন্নং গগনং ঘটোৎপত্তৌ সত্যাম্ উদেতি উৎপদ্যতে, তথৈব ঘটে প্রলয়ং নাশম্ উপগতে ঘটাকাশো নশ্যতি। তথা কুম্ভে অন্যদেশং প্রদেশান্তরং নীতে সতি গগনমপি কুম্ভেন সাকং ব্রজতি তৎপ্রমাণানু-

অনুবাদ। ৬১। আকাশ ঘটের পূর্ব্বে এবং পশ্চাৎ বিদ্যমান আছে—এইরূপ প্রতীতি থাকিলে ঘটের উৎপত্তিতে আকাশের উৎপত্তি, ঘটের নাশে আকাশের নাশ, ঘট অন্যদেশে নীত হইলে আকাশও ঘটের সহিত গমন করিয়া থাকে, অথবা আকাশ ঘটপরিমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে,—এইরূপ জীবের নানাপ্রকার মিথ্যাপ্রত্যয় হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মা সংসারে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।৬২

যাবৎ পিণ্ডো গুড়স্ত স্ফুরতি মধুরিমৈবাস্তি সর্ব্বোপি তাবান্
যাবৎ কর্পূরপিণ্ডঃ পরিণমতি সদা মোদ এবাত্র তাবান্।
বিশ্বং যাবদ্ বিভাতি দ্রুমনগনগরারামচৈত্যাভিরামং
তাবচ্চৈতন্যমেকং প্রবিকসতি যতোহন্তে তদাত্মাবশেষম্ ॥৬২

অন্বয়ঃ। ৬২। যাবৎ গুড়স্ত পিণ্ডঃ স্ফুরতি তাবান্ অপি সর্ব এব মধুরিমা অস্তি, যাবৎ কর্পূরপিণ্ডঃ পরিণমতি, তাবান্ সদা অত্র মোদ এব, যাবৎ দ্রুমনগনগরারামচৈত্যাভিরামং বিশ্বং বিভাতি, তাবৎ একং চৈতন্যং প্রবিকসতি। যতঃ অন্তে তৎ আত্মাবশেষং [ভবতি]। ৬২

(টীকা) কারং ভজতি নির্যাস মহতি চ ঘটে তৎপ্রমাণং ভবতি। তদা দীর্ঘে নিম্নে বক্রে বা ঘটে তত্তদাকারং ভজতি। তদ্বৎ বিশ্বতঃ চরাচরাৎ প্রাক্ পশ্চাৎ আত্মা বর্ত্ততে ইতি জ্ঞাত্বাপি পূর্ব্ববৎ তত্র অবস্থানকল্পনং ভ্রান্তিরেব ইত্যর্থঃ ॥৬১

৬২। অথ প্রকারান্তরেণ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মকত্বম্ আহ—যাবদিতি। স্পষ্টার্থং পদ্যম্ ॥৬২

অনুবাদ। ৬২। যে পর্য্যন্ত গুড়ের পিণ্ড প্রকাশ পায়, সেই কাল পর্য্যন্ত মাধুর্য্য বিদ্যমান আছে। যে পর্য্যন্ত একখণ্ড কর্পূর অবস্থান করে, সেই পর্য্যন্ত গন্ধ সর্ব্বদা তথায় প্রকাশ পায়। বৃক্ষ, পর্ব্বত, নগর, উদ্যান, চৈত্য (পূজ্য বৃক্ষাদি) দ্বারা মনোহর এই বিশ্ব যে পর্য্যন্ত শোভা পাইতেছে, তাবৎকাল এক চৈতন্যই প্রকাশ পাইতেছেন, যেহেতু সেই বিশ্বের অন্তে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। অর্থাৎ স্বপ্রকাশ আত্মার প্রকাশেই সকলের প্রকাশ হয়, এবং আত্মরূপ অধিষ্ঠানে এই বিশ্ব আরোপিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া আত্মার জ্ঞানে এই মিথ্যা বিশ্বের আর প্রকাশ হয় না। যেমন রজ্জুর জ্ঞানে সর্প আর দেখা যায় না।৬২

বাদ্যান্নাদানুভূতির্যদপি তদপি সা নূনমাঘাতগম্যা
বাদ্যাঘাতধ্বনীনাং ন পৃথগনুভবঃ কিন্তু তৎসাহচর্য্যাৎ।
মায়োপাদানমেতৎ সহচরিতমিব ব্রহ্মণা ভাতি তদ্বৎ
তস্মিন্ প্রত্যক্প্রতীতে ন কিমপি বিষয়ীভাবমাপ্নোতি যস্মাৎ॥৬৩

অন্বয়ঃ। ৬৩। যৎ অপি বাদ্যাৎ নাদানুভূতিঃ; তৎ অপি সা নূনম্ আঘাতগম্যা, বাদ্যাঘাতধ্বনীনাং ন পৃথক্ অনুভবঃ, কিন্তু তৎসাহচর্য্যাৎ. তদ্বৎ এতৎ মায়োপাদানং ব্রহ্মণা সহচরিতম্ ইব ভাতি, যস্মাৎ তস্মিন্ প্রত্যক্ প্রতীতে কিম্ অপি ন বিষয়ীভাবম্ আপ্নোতি। ৬৩

টীকা। ৬৩। অথ পুনরপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মকত্বম্ আহ। যদ্যপি বাদ্যাৎ সকাশাৎ নাদানুভূতির্ভবতি তদপি তথাপি সা নাদানুভূতিঃ আঘাতগম্যা আঘাতব্যতিরেকেণ নোৎপদ্যতে। আঘাত ইতি উপলক্ষণম্। কচিৎ আঘাতেন কচিৎ বাদনেন কচিদ্বায়োঃ আপূরণেন নাদানুভূতির্ভবতি কিন্তু সাহচর্য্যাৎ একসময়াবচ্ছেদেন ভবতীতি প্রত্যক্ষসিদ্ধং তদ্বৎ এতন্মায়োপাদানং বিশ্বং ব্রহ্মণা সাকং সহ চরিতমেব আভাতি যস্মাৎ কারণাৎ তস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রত্যক্ বিপরীতরীত্যা প্রতীতে অনুভূতে সতি কিমপি প্রাতিভাসিকং বিষয়ীভাবং ন প্রাপ্নোতি। অত্র শ্রুতিঃ—

অনুবাদ। ৬৩। যদ্যপি বাদ্য হইতে নাদের (শব্দের) পৃথক্‌ভাবে অনুভব হয় না, তথাপি সেই নাদানুভব আঘাত ভিন্ন হয় না, বাদ্যের আঘাতধ্বনিসমূহ পৃথক্‌রূপে অনুভূত হয় না, কিন্তু বাদ্যের সহিত হইয়া থাকে। সেইরূপ মায়ারূপ উপাদান বিশিষ্ট এই জগৎ, ব্রহ্মের সহিতই প্রকাশিত হয়। কারণ, ব্রহ্মে কোন প্রাতিভাসিক বস্তু বিপরীতভাবে অনুভূত হইলে বিষয়ীভাব প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ বিষয়সমূহ মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মে প্রতীতি হইলে ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য বস্তু জ্ঞানের বিষয় হয় না।৬৩

দৃষ্টঃ সাক্ষাদিদানীমিহ খলু জগতামীশ্বরঃ সংবিদাত্মা
বিজ্ঞাতস্যাণুরেকো গগনবদভিতঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
দৃষ্টং ব্রহ্মাতিরিক্তং সকলমিদমসদ্রূপমাভাসমাত্রং
শুদ্ধং ব্রহ্মাহমস্মীত্যবিরতমধুনাত্রৈব তিষ্ঠেদনীহঃ ॥৬৪

ইতি বিজ্ঞানকোশঃ।

অন্বয়ঃ। ৬৪। ইদানীম্ ইহ খলু জগতাম্ ঈশ্বরঃ বিজ্ঞাতস্য অণুঃ সংবিদাত্মা গগনবৎ অভিতঃ একঃ সর্বভূতান্তরাত্মা সাক্ষৎ দৃষ্টঃ। ব্রহ্মাতিরিক্তম্ ইদং সকলম্ অসদ্রূপম্ আভাসমাত্রং দৃষ্টম্, অহং শুদ্ধং ব্রহ্ম অস্মি ইতি অধুনা অনীহঃ অত্র এব তিষ্ঠেৎ। ৬৪

(টীকা) "যথা দুন্দুভেঃ হন্যমানস্য ন শব্দান্ বাহ্যান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য চ শব্দো গৃহীতঃ"। ভাষ্যং—যথা হন্যমানস্য দুন্দুভেঃ বাহ্যান্ পৃথক্ স্থিতান্ গ্রহণায় গৃহীতুং ন শক্নুয়াৎ। কিন্তু দুন্দুভেঃ গ্রহণেন জ্ঞানেন সহ দুন্দুভ্যাঘাতস্য সাহচর্য্যেণ শব্দো গৃহীতঃ ॥৬৩

৬৪। অথ নিরূপিতস্য প্রমেয়স্য পর্য্যবসিতম্ অর্থম্ আহ—দৃষ্ট ইতি। এতৎ পদ্যং স্পষ্টার্থমিতি ন ব্যাখ্যাতম্ ॥৬৪

ইতি বিজ্ঞানকোশপ্রকরণং সমাপ্তম্।

অনুবাদ। ৬৪। এখন এই সংসারে জগতের ঈশ্বর, বিজ্ঞাত বস্তুর মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত বিজ্ঞানাত্মা, আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র বিরাজমান, এক, সকল ভূতের অন্তরাত্মরূপে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছি। ব্রহ্ম ভিন্ন এই সমস্ত বস্তু মিথ্যা এবং কেবল চিদাভাসরূপ দেখিয়াছি। আমি শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ—এইরূপ জানিয়া এখন নিশ্চেষ্ট হইয়া এই ব্রহ্মেই অবস্থান করিবেন ॥৬৪

বিজ্ঞানকোশ সমাপ্ত।

অথ আনন্দকোশঃ।

ইন্দ্রেন্দ্রাণ্যোঃ প্রকামং সুরতসুখজুষোঃ স্যাদ্রতান্তঃ সুষুপ্তিঃ
তস্যামানন্দসান্দ্রং পদমতিগহনং যৎ স আনন্দকোশঃ।
তস্মিন্নো বেদ কিঞ্চিন্নিরতিশয়সুখাভ্যন্তরে লীয়মানো
দুঃখী স্যাদ্বোধিতঃ সন্নিতি কুশলমতির্বোধয়েন্নৈব সুপ্তম্ ॥৬৫

অন্বয়ঃ। ৬৫। প্রকামং সুরতসুখজুষোঃ ইন্দ্রেন্দ্রাণ্যোঃ রতান্তঃ সুষুপ্তিঃ স্যাৎ, তস্যাং যৎ আনন্দসান্দ্রম্ অতিগহনং পদং স আনন্দকোশঃ, নিরতিশয়সুখাভ্যন্তরে লীয়মানঃ তস্মিন্ কিঞ্চিৎ নো বেদ, বোধিতঃ সন্ দুঃখী স্যাৎ ইতি কুশলমতিঃ সুপ্তং ন এব বোধয়েৎ। ৬৫

টীকা। ৬৫। অথ আনন্দকোশো ব্যাখ্যায়তে। তত্র আনন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽভিব্যক্তিঃ সুষুপ্তৌ ভবতীতি সুষুপ্তিস্বরূপমাহ। ইন্দ্রশ্চ ইন্দ্রাণী চ তয়োঃ প্রকামং স্বেচ্ছয়া সুরতসুখম্ অভিলষতোঃ যঃ রতান্তঃ সুরতসমাপ্তিঃ সা সুষুপ্তিঃ, যথা লোকে শুক্রদ্রাবোপলক্ষিতে সুরতান্তে সুখাবির্ভাবো ভবতি, তথৈব ইন্দ্রেন্দ্রাণ্যোঃ সুষুপ্তৌ সুখাবির্ভাবো ভবতি। তত্র ইন্দ্রো নাম দক্ষিণমক্ষিপুরুষঃ। তথা বামনেত্রস্থম্ অর্থপ্রকাশকং জ্যোতিঃ সা ইন্দ্রাণী তয়োঃ জাগৃত্যাং ভ্রূমধ্যেঽবস্থানম্। স্বাপকালে তু তস্মাৎ অবরুহ্য হৃদ্যাকাশে পুরীতিতস্থানে তিষ্ঠতঃ তয়োঃ সুরতপ্রসঙ্গঃ স্বপ্নাবস্থা। সুরতান্তঃ সুষুপ্তিঃ তস্যাং যৎ আনন্দকোশঃ তস্মিন্ সুষুপ্ত্যুপলক্ষিতঃ আনন্দকোশঃ জীবঃ কিঞ্চিৎ ন বেদ ন জানাতি। কুতঃ

অনুবাদ। ৬৫। প্রচুরপরিমাণে সুরতসুখের অভিলাষী ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর সুরতসমাপ্তির নাম সুষুপ্তি। যেমন লোকে শুক্রস্খলনরূপ সুরতসমাপ্তিতে সুখাবির্ভাব হয়, সেইরূপ ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর সুষুপ্তিতে সুখাবির্ভাব হয়। তন্মধ্যে দক্ষিণ নেত্রস্থ পুরুষই ইন্দ্র, এবং বামনেত্রস্থিত বিষয়প্রকাশক জ্যোতিঃ হইতেছে ইন্দ্রাণী। জাগ্রদ্দশাতে উভয়ের ভ্রূমধ্যে অবস্থান ঘটে। স্বপ্নকালে উভয়ে ভ্রূমধ্য হইতে অবরোহণ করিয়া পুরীতৎ

(টীকা) ইত্যাশঙ্ক্যাহ। নিরতিশয়সুখাভ্যন্তরে লীয়মানঃ ন বিদ্যতে অতিশয়ো যস্মাৎ তং নিরতিশয়সুখং পরমানন্দঃ তত্র লীয়মানো লুপ্তাহঙ্কারত্বাৎ অথ তস্য সুখস্য নিরতিশয়ত্বং প্রকটয়ন্ আহ দুঃখী স্যাদিতি। যতো বোধিতঃ বলাৎকারেণ জাগ্রদ্দশাং প্রাপিতঃ সন্ দুঃখী ভবতি দুঃখং প্রাপ্নোতি। ভোজনাদিবিষয়সুখভোগার্থমপি বোধিতো দুঃখম্ আপ্নোতি। তস্মাৎ বিষয়সুখাপেক্ষয়া আত্মসুখমেব নিরতিশয়ম্ ইত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ কারণাৎ কুশলমতিঃ জ্ঞাতা পুরুষঃ সুপ্তং সুষুপ্ত্যবস্থং পুরুষং নৈব বোধয়েৎ নিদ্রাভঙ্গং ন কুর্য্যাৎ। শ্রুত্যুক্তপ্রত্যবায়শ্রবণাৎ। এবম্ ইন্দ্রেন্দ্রাণীসুরতবিষয়ে জগন্মিথ্যাত্বপ্রকরণে বহ্ব্যঃ শাতপথ্যঃ শ্রুতয়ঃ সভাষ্যাঃ সম্যগ্ উদাহৃতাঃ সন্তি। অথ স্বপ্নসুষুপ্তিবিষয়ী শ্রুতিঃ—

"অথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নামগৃহীতে এব প্রাণো গৃহীতা বাগ্‌-গৃহীতং চক্ষুর্গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ স যত্রৈতৎ স্বপ্নয়া চরতি তে হাস্য লোকাস্তদুতেব মহারাজো ভবত্যুতেব মহাব্রাহ্মণঃ উতেবোচ্চাবচং নিগচ্ছতি। স স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ত্ততে এবমেবৈতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে।"

ভাষ্যম্—হ ইতি যদা এতদয়ং পুরুষঃ স্বপিতি নিদ্রাং করোতি তদা প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসাপ্রবর্ত্তকঃ গৃহীতঃ আকর্ষিতঃ এব ভবতি বাক্‌চক্ষুঃ শ্রোত্রমপি গৃহীতং ভবতি। স্বস্ববিষয়গ্রহণাশক্তত্বাৎ। তথা সঙ্কল্প-

---

(অনুবাদ) নাড়ীতে অবস্থান করে, তাহাদের উভয়ের সুরতপ্রসঙ্গের নাম স্বপ্নাবস্থা, সুরতসমাপ্তির নাম সুষুপ্তি। সেই সুষুপ্তিতে নিবিড় আনন্দরূপ অতি যে গহন স্থান, তাহাই সুষুপ্তিলক্ষিত আনন্দময় কোশ বা জীব। সুষুপ্তিতে সেই জীব যেন পরমানন্দে লীন হইয়া অন্য কিছুই জানিতে পারে না। যদি বলপূর্ব্বক কাহারও সুষুপ্তি ভঙ্গ করা হয়, তাহা হইলে জীব দুঃখ প্রাপ্ত হয়, এমন কি ভোজনাদি-বিষয়-সুখভোগার্থে

(টীকা) বিকল্পাত্মকং মনোপি গৃহীতম্। অথ ইতি অনন্তরম্ এতদয়ং জীবঃ স্বপ্নয়া স্বপ্নাবস্থয়া চরতি। হ ইতি নিশ্চয়েন অস্য তে লোকাঃ ক্রীড়া-স্থানানি তদ্ভুতেব সং তৎক্ষণ এব মহারাজো ভবতি। তথা তদ্ভুতেব তৎক্ষণাদেব মহাব্রাহ্মণঃ শ্রোত্রিয়ো ভবতি উচ্চৈবোচ্চাবচম্ অপকৃষ্ট-যোনিং গচ্ছতি। অত্র দৃষ্টান্তমাহ—"যথা মহারাজঃ জানপদান্ স্বপ্রজাঃ গৃহীত্বা আক্রম্য স্বে জনপদে প্রাজ্যসাম্রাজ্যো যথাকামং যথেচ্ছং পরি-বর্ত্ততে তং ব্যাপারং করোতি। এবমেবৈষ জীবঃ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বশরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে তথা। অথ যদা ন কস্যচন বেদ হিতা নাম নাড্যা দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততিমপি প্রতিষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবসৃত্য পুরীততে শেতে স যথা কুমারো বা মহাব্রাহ্মণো বাহতিঘ্নীম্ আনন্দস্য গত্বা শয়ীতৈবমেবৈষ এতচ্ছেতে।"

ভাষ্যম্—অথ স্বপ্নাবস্থাতিক্রমানন্তরং যদা সুপ্তঃ সুষুপ্ত্যবস্থাং প্রাপ্তো ভবতি। অথ তদুপলক্ষণম্ আহ। যদেতি যদা ন কস্যচন বেদ কস্যাপি কিঞ্চিদপি ন জানাতি তদা তাঃ সুখকারিণ্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি নাড্যঃ হৃদয়াৎ সকাশাৎ অভিসমন্ততো যৎ পুরীততিম্ একান্তস্থলং তস্মাৎ অভিতঃ প্রতিষ্ঠন্তে। আবৃত্য স্থিতা ভবন্তি। তাভিঃ নাড়ীভিঃ প্রত্যবসৃত্য আবরণং বিধায় পুরীততি একান্তস্থলে শেতে নিশ্চেষ্টতয়া তিষ্ঠতি। অথ দৃষ্টান্তম্ আহ—স যথেতি। যথা কুমারো বালঃ মহাব্রাহ্মণঃ শ্রোত্রিয়ো বা অতিঘ্নীং স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চনাশকর্ত্রীম্ আনন্দস্য পদবীং গত্বা শয়ীত। অনেন সর্ব্বেষাং জীবানাং সুষুপ্তিসুখে তারতম্যং নাস্তীতি সূচিতম্ এবম্ এব উক্তপ্রকারেণ পুরীততি শেতে॥৬৫

(অনুবাদ) জাগরিত করিলেও দুঃখই প্রাপ্ত হয়, অতএব জীব কখনও সুষুপ্ত ব্যক্তিকে জাগরিত করিবে না; এইরূপই শাস্ত্রের আদেশ আছে। সুতরাং বিষয়সুখ অপেক্ষা আত্মসুখই যে নিরতিশয় সুখ তাহাই এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে॥৬৫

সর্ব্বে নন্দন্তি জীবা অধিগতযশসা গৃহ্নতা চক্ষুরাদীন্
অন্তঃ সর্ব্বোপকর্ত্রা বহিরপি চ সুষুপ্তৌ যথা তুল্যসংস্থাঃ।
এতেষাং কিল্বিষস্পৃগ্ জঠরভৃতি কৃতে যো বহির্ব্বৃত্তিরাস্তে
ত্বক্চক্ষুঃশ্রোত্রনাসারসনবশমিতো যাতি শোকং চ মোহম্ ॥৬৬

অন্বয়ঃ। ৬৬। চক্ষুরাদীন্ অন্তঃ গৃহ্নতা, বহিঃ অপি চ সর্ব্বোপকর্ত্রা অধিগতযশসা সুষুপ্তৌ তুল্যসংস্থাঃ সর্ব্বে জীবা যথা নন্দন্তি, এতেষাং কিল্বিষস্পৃক্ যঃ জঠরভৃতি কৃতে বহির্ব্বৃত্তিঃ আস্তে, [সঃ] ত্বক্ চক্ষুঃ শ্রোত্রনাসারসনবশম্ ইতঃ শোকং মোহং চ যাতি। ৬৬

টীকা। ৬৬। অথ অস্মিন্ অর্থে ঋক্শাখীয়াং শ্রুতিং সংবাদয়ন্ আহ। অধিগতেন প্রাপ্তেন যশসা ব্রহ্মণা কৃত্বা সর্ব্বে জীবা নন্দন্তি পরমসুখং প্রাপ্নুবন্তি। আত্মসাক্ষাৎকারে বর্ণাশ্রমাদয়ঃ প্রযোজকা ন ভবন্তি। কিম্ভূতেন ব্রহ্মণা চক্ষুরাদীন্ অন্তর্গৃহ্নতা আক্রমতা, পুনঃ কিম্ভূতেন বহিরপি চ সর্ব্বোপকর্ত্রা ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগদানেন আরাৎ উপকারকেণ, কিম্ভূতা জীবাঃ তুল্যসংস্থাঃ আত্মপ্রাপ্তৌ তুল্যা সংস্থা সংস্থানং যেষাং তে। জাতিপ্রযুক্ততারতম্যবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তম্ আহ— সুষুপ্তাবিতি। সুষুপ্তৌ যথা আত্মাকারান্তঃকরণবৃত্তৌ সত্যাং সকলজীবানাং সুখতারতম্যং নাস্তি, তদ্বদ্ আত্মপ্রতীতাবপি। অথ এতেষাং জীবানাং মধ্যে যঃ জঠরভৃতিকৃতে অন্নাদিবিষয়ভোগার্থং বহিঃ

অনুবাদ। ৬৬। যিনি অভ্যন্তরে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করেন এবং বাহিরে সকলের উপকারক, তাদৃশ ব্রহ্মের প্রাপ্তি হইলে তারতম্যবিহীন সমস্ত জীব যেমন সুষুপ্তিকালে আনন্দ অনুভব করেন, সেইরূপ আত্মপ্রতীতিতেও সুখানুভব করিয়া থাকেন, এই সকল জীবের মধ্যে যে দুঃখভোগী জীব, উদরপূরণের নিমিত্ত বাহিরে চিত্তবৃত্তিনিক্ষেপ করত অবস্থান করে, সে ত্বক্, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া শোক ও মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৬৬

(টীকা) বৃত্তিরান্তে। কিল্বিষস্পৃক্ কিল্বিষং দুঃখং স্পৃশতি স তথা। অত এতদেব প্রকটয়ন্ আহ—ত্বগিত্যাদি। ত্বক্চক্ষুঃশ্রোত্রনাসারসনবশম্ ইতঃ ইন্দ্রিয়াধীনত্বং প্রাপ্তঃ সন্ শোকং মোহং চ যাতি বিষয়াপ্রাপ্তৌ মোহম্ ইত্যর্থঃ। শ্রুতিঃ—"সর্ব্বে নন্দন্তি যশসা গতেন সভাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ কিল্বিষস্পৃক্ পিতুষাণিঃ হ্যেষামরং হিতো ভবতি বাজিনায়। অত্র প্রথমম্ আচার্য্যাভিমতম্ অধ্যাত্মরীত্যা রাবণভাষ্যম্। "ন তস্য প্রতিমা অস্তি, তস্য নাম মহদ্যশঃ" ইতি শ্রুতেঃ। যশসা পরমাত্মনা আগতেন প্রাপ্তেন সর্ব্বে জীবা নন্দন্তি পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি। যথা—নৃপশুপক্ষিপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে জীবাঃ সুষুপ্তিসময়ে পরমসুখিনো ভবন্তি তদ্বদ্ আত্মপ্রাপ্তৌ ইত্যর্থঃ। কিম্ভূতেন যশসা সভাসাহেন সভাং প্রেতজোরূপানর্থপ্রকাশকান্ চক্ষুরাদীন্ সহতে আক্রমতে "স যথা গৃহীতা বাক্ গৃহীতং চক্ষুরিতি" শ্রুতেঃ। পুনঃ কিম্ভূতেন সখ্যা উপকারকেণ অপি বিষয়ভোগনিমিত্তত্বেন ইত্যর্থঃ। কিম্ভূতাঃ জীবাঃ সখায়ঃ সমানজ্ঞানাঃ সদৃশসুখানুভবাঃ অথৈষাং জীবানাং মধ্যে যঃ পিতুষাণিঃ পিতুরিত্যন্নং নাম পিতুঃ সুনোতি সঃ পিতুষাণিঃ কেবলম্ উদরম্ভরঃ স কিল্বিষস্পৃক্ দুঃখভাগী ভবতি। হি যস্মাৎ কারণাৎ এবমত্যর্থে বাজিনায় ইন্দ্রিয়বীর্য্যায় হিতঃ তৎপরো ভবতি।

অথ এতদুক্তং ভবতি—সুখশব্দব্যপদেশ্যম্ আত্মসুখমেব ইন্দ্রিয়সুখং তৎদুঃখপক্ষান্তর্ভূতম্ ইত্যর্থঃ। যথা অধিদৈবরীত্যা সায়ণভাষ্যকারঃ। সর্ব্বে নন্দন্তি সখায়ঃ সমানজ্ঞানাঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ সভ্যাঃ সভাসাহেন সভাং সোঢ়ুং দুঃশক্নুবতা সখ্যা ঋত্বিজাং প্রতি ভূতেন যজ্ঞং প্রত্যাগতে যশসা যশস্বিনা সোমেন হেতুনা নন্দন্তি হৃষ্টা ভবন্তি, স হি স এব সোমঃ এষাং জনানাং কিল্বিষস্পৃক্ যঃ স্বস্মাদন্যঃ পুরুষঃ যঃ শ্রেষ্ঠতাম্ অশ্নুতে স কিল্বিষী ভবতি, বাধ্যত্বেন যথা পাপং সদাচারৈঃ বাধিতব্যং ভবতি, তদ্বৎ পাপরূপস্য শত্রোর্ব্বাধকঃ। যদ্বা যজ্ঞে সাধ্বনুপ্রবচনাকরণেন যৎকিঞ্চিৎ কিল্বিষমেষাং জায়তে তং যো বাধতে স কিল্বিষস্পৃক্। যথা ত্বং

জাগৃত্যামন্তরাত্মা বিষয়সুখকৃতে নৈকযত্নান্ বিধাস্যন্
শ্রাম্যৎ সর্বেন্দ্রিয়ৌঘোঽধিগতমপি সুখং বিস্মরন্ যাতি নিদ্রাম্।
বিশ্রামায় স্বরূপে ত্বতিতরসুলভং তেন চাতীন্দ্রিয়ং হি
সৌখ্যং সর্বোত্তমং স্যাৎ পরিণতিবিরসাদিন্দ্রিয়োত্থাৎ সুখাচ্চ ॥৬৭

অন্বয়ঃ। ৬৭। জাগ্রত্যাম্ অন্তরাত্মা বিষয়সুখকৃতে ন একযত্নান্ বিধাস্যন্ শ্রাম্যৎ সর্বেন্দ্রিয়ৌঘঃ অধিগতম্ অপি সুখং বিস্মরন্ স্বরূপে বিশ্রামায় নিদ্রাং যাতি, তেন চ অতিতর-সুলভম্ অতীন্দ্রিয়ং সৌখ্যং পরিণতিবিরসাৎ ইন্দ্রিয়োত্থাৎ সুখাৎ চ সর্বোত্তমং স্যাৎ। ৬৭

(টীকা) পিতুষার্ণিঃ পিতুরিত্যন্নং নাম দক্ষিণা বা তম্ অনেন সোমেন সুনোতি যজমানঃ কিং চ হিতঃ পাত্রেষু নিহিতঃ সোমঃ বাজিনায় ইন্দ্রিয়বীর্য্যায় তৎকর্ত্তুম্ অরম্ অলং পর্য্যাপ্তঃ সমর্থো ভবতি ॥৬৬

৬৭। অথ পরমানন্দাপেক্ষয়া ক্ষুদ্রানন্দানাম্ অতিতুচ্ছত্বম্ অস্তি ইতি অনুভবৈকসিদ্ধত্বেন নিরূপয়তি। জাগৃত্যাং জাগ্রদবস্থায়াম্ অন্তরাত্মা জীবঃ বিষয়সুখনিমিত্তম্ অনেকযত্নান্ বিধাস্যন্ কুর্ব্বন্ বর্ত্ততে। তত্র বিদ্বান্ দেশপর্য্যটনাৎ দুঃশীলপ্রভুসমর্জ্জনাৎ শূরস্তু সংগ্রামাদিপ্রাণ-সমর্পণাৎ চোরস্তু দেহহিংসাপর্য্যবসন্নকর্ম্মকরণাৎ, তথৈব গারুড়াদি-বিদ্যোপজীবিনঃ এবং সর্ব্বোঽপি জনঃ স্বস্বোদ্যমাতিক্রমেণ বিষয়সুখায় যততে, তত্র তত্র শ্রাম্যৎসর্ব্বেন্দ্রিয়ৌঘঃ শিথিলীভূতকরচরণবাগ্ব্যাপারঃ পুমান্ বিধিবশাৎ প্রাপ্তমপি বিষয়ং বিস্মরন্ বিশ্রামায় হৃদ্যাকাশেঽবস্থিতে স্বাত্মরূপে ক্ষণং নিদ্রাং যাতি। অপ্রাপ্তে বিষয়ে সমুদ্বিগ্নস্য বিশ্রান্ত্যৈ

অনুবাদ। ৬৭। জাগ্রদবস্থায় জীব বিষয়সুখলাভের জন্য অনেক প্রকার যত্ন করিয়া থাকে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি শিথিল করত ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত বিষয়সুখ বিস্মৃত হইয়া স্বস্বরূপে বিশ্রামের নিমিত্ত নিদ্রা যায়। অতএব পরিণামে দুঃখপ্রদ ইন্দ্রিয়জনিত সুখ অপেক্ষা অতিসুলভ অতীন্দ্রিয় সুখই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।৬৭

পক্ষাবভ্যস্য পক্ষী জনয়তি মরুতং তেন যাত্যুচ্চদেশং
লব্ধ্বা বায়ুং মহান্তং শ্রমমপনয়তি স্বীয়পক্ষৌ প্রসার্য্য।
দুঃসঙ্কল্পৈর্বিকল্পৈর্বিষয়মনু কদর্থীকৃতং চিত্তমেতৎ
খিন্নং বিশ্রামহেতোঃ স্বপিতি চিরমহো হস্তপাদান্ প্রসার্য্য ॥৬৮

অন্বয়ঃ। ৬৮। পক্ষী পক্ষৌ অভ্যস্য মরুতং জনয়তি তেন উচ্চদেশং যাতি, মহান্তং বায়ুং লব্ধ্বা স্বীয়পক্ষৌ প্রসার্য্য শ্রমম্ অপনয়তি, দুঃসঙ্কল্পৈঃ বিকল্পৈঃ বিষয়ম্ অনু এতৎ চিত্তং কদর্থীকৃতম্, [ততঃ] খিন্নং [সৎ] হস্তপাদান্ প্রসার্য্য অহো বিশ্রামহেতোঃ চিরং স্বপিতি। ৬৮

(টীকা) নিদ্রৈব শরণম্ ইত্যর্থঃ। তেন কারণেন ইন্দ্রিয়সুখাৎ অতীন্দ্রিয়-সুখং সর্ব্বোত্তমম্। তথা সর্ব্বাপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠতমম্। তথা অতিতরসুলভং বিষয়সুখপ্রয়াসাপেক্ষয়া অল্পপ্রয়াসসাধ্যম্ ইত্যর্থঃ। অথ অতিপ্রয়াসসাধ্যং কিমপি বিষয়সুখং ক্ষণভঙ্গুরম্ অন্তে চ বিরসম্ ইত্যাহ। কিন্তুতাৎ ইন্দ্রিয়সুখাৎ পরিণতিবিরসাৎ পরিণামে দুঃখপ্রদাৎ ॥৬৭

৬৮। অথাত্র প্রত্যুক্তদৃষ্টান্তম্ উপন্যসন্ উক্তার্থমেব দৃঢ়ীকুর্ব্বন্নাহ। পক্ষী পক্ষাবভ্যস্য ব্যাপারয়িত্বা মরুতং বায়ুমুৎপাদয়তি তেন বায়ুনা উচ্চদেশং যাতি। তত্র উচ্চৈস্তরাম্ আকাশদেশে মহান্তং বায়ুং লব্ধ্বা পক্ষৌ প্রসার্য্য প্রাক্তনং শ্রমম্ অপনয়তি ত্যজতি, এবং কৃতে দুঃখকল্পৈঃ তদ্বিপরীতৈঃ বিকল্পৈশ্চ বিষয়ম্ অনুলক্ষীকৃত্য এতচ্চিত্তং কদর্থীকৃতং ততঃ খিন্নং সৎ হস্তপাদান্ প্রসার্য্য বিশ্রামহেতোঃ চিরং স্বপিতি।

অনুবাদ। ৬৮। যেমন পক্ষীসকল পক্ষদ্বয় সঞ্চালন করিয়া বায়ু উৎপাদন করে এবং তাহার দ্বারা উচ্চদেশে গমন করে ও উচ্চ আকাশপ্রদেশে প্রবল বায়ু প্রাপ্ত হইয়া পক্ষ দুইটী প্রসারিত করিয়া পূর্ব্ব শ্রম অপনয়ন করে, সেইরূপ মানব দুঃখপ্রদ সঙ্কল্প ও বিকল্পের দ্বারা বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া এই চিত্তকে কলুষিত করিয়াছে, অনন্তর

টীকা। অত্র শ্রুতিঃ—"তদ্যথা অস্মিন্নাকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সংলয়ায় ধ্রিয়তে এবমেবায়ং পুরুষঃ এতস্মাদন্তায় ধাবতি। যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি।"

ভাষ্যং—যথা যদ্বৎ অস্মিন্ দৃগ্‌প্রসারোপলক্ষিতঃ আকাশে শ্যেনঃ পক্ষিকুলহন্তা পতত্রিবিশেষঃ সুপর্ণো গৃধ্রাদিঃ বিপরিপত্য উচ্চৈঃ উৎপত্য তত্র শ্রান্তঃ সন্ পক্ষৌ সংহত্য প্রসার্য্য সংলয়ায় বিশ্রান্তয়ে ধ্রিয়তে প্রযত্নং করোতি এবমেবায়ং পুরুষঃ এতস্মাৎ জাগৃতিপ্রয়াসাৎ অন্তায় উপরমায় ধাবতি। পূর্ণং স্বমূলম্ আশ্রয়তে। তত্র সুপ্তঃ সন্ জাগ্রদ্দশায়াং ন কঞ্চন কামং বিষয়োদ্দেশং করোতি। ন বা স্বপ্নং পশ্যতি। অথ হস্তপাদান্ প্রসার্য্য ইত্যত্র তথা বোধিতঃ সন্ দুঃখী স্যাৎ।

ইত্যত্র শ্রুতিঃ—"তন্নায়তং বোধয়েৎ ইত্যাহুঃ" ইতি।

ভাষ্যং—তস্মাৎ কারণাদায়তং বিস্তারিতহস্তপাদাদ্যং প্রসুপ্তং ন বোধয়েৎ জাগরং ন প্রাপয়েদিতি শ্রুতয় আহুঃ, তথাচোক্তম্ অগ্নিরহস্যে দশমকাণ্ডে—

"তস্মাদু হ স্বপন্তং পুরুষং ধুরেব সহসা ন বোধয়েৎ নৈতদেব তে দেবতে মিথুনীভবন্ত্যৌ ন হিনস্যামিতি।"

ভাষ্যং—তস্মাৎ কারণাদু হ নিয়মেন স্বপন্তং পুরুষং ধুরেব সহসা ন বোধয়েৎ, যত এতে দেবতে ইন্দ্রেন্দ্রাণ্যৌ মিথুনীভবন্ত্যৌ সুরতসুখাসক্তৌ ন হিনস্যামিতি ন হন্মীতি মত্বা ন বোধয়েদিত্যর্থঃ। অনয়া নিদ্রাভঙ্গকর্ত্তুঃ প্রত্যবায়ো প্রদর্শিতঃ ॥৬৮

(অনুবাদ) খেদযুক্ত হইয়া হস্তপদ প্রসারিত করিয়া বিশ্রামের নিমিত্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া নিদ্রা যায়। এই কথা পক্ষীদৃষ্টান্তদ্বারা শ্রুতিমধ্যেই কথিত হইয়াছে। এজন্য নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করিতে নাই, যেহেতু নিদ্রাভঙ্গকারীর প্রত্যবায় হয় বলা হয়।৬৮

আশ্লিষ্যাত্মানমাত্মা ন কিমপি সহসৈবান্তরং বেদ বাহ্যং
যদ্বৎ কামী বিদেশাৎ সদনমুপগতো গাঢ়মাশ্লিষ্য কান্তাম্।
যাত্যস্তং তত্র লোকব্যবহৃতিরখিলা পুণ্যপাপানুবন্ধঃ
শোকো মোহো ভয়ং বা সমবিষয়মিদং ন স্মরত্যেব কিঞ্চিৎ ॥৬৯

অন্বয়ঃ। ৬৯। আত্মা আত্মানং সহসা আশ্লিষ্য কিম্ অপি আন্তরং বাহ্যং ন বেদ, যদ্বৎ কামী বিদেশাৎ সদনম্ উপগতঃ কান্তাং গাঢ়ম্ আশ্লিষ্য [কিম্ অপি আন্তরং বাহ্যং ন বেদ]। তত্র অখিলা লোকব্যবহৃতিঃ অস্তং যাতি, পুণ্যপাপানুবন্ধঃ শোকঃ মোহঃ ভয়ং বা ইদং সমবিষয়ং কিঞ্চিৎ ন স্মরতি এব। ৬৯

টীকা। ৬৯। অথ সুষুপ্তিপরিণামাবস্থামাহ। আত্মা জীবঃ আত্মানং পরমাত্মানং সহসা অকস্মাৎ আশ্লিষ্য আলিঙ্গ্য একীভূয় কিমপ্যন্তরং সূক্ষ্মদেহানুভূতং স্বপ্নবাহ্যং স্থূলদেহানুভূতং ন বেদ ন জানাতি। সর্ব্ব-বৃত্তীনাং লীনত্বাৎ। অথাত্র দৃষ্টান্তান্তরমাহ—যদ্বদিতি। যদ্বৎ বিদেশাৎ স্বসদনং স্বগৃহম্ উপগতঃ কামী চিরকালং প্রোষিতত্বাৎ কামাতুরঃ কান্তাং কমনীয়াং স্ত্রিয়ং গাঢ়মত্যৌৎকণ্ঠ্যেন আশ্লিষ্য আলিঙ্গ্য বাহ্যমান্তরং বা কিমপি বিষয়ান্তরং ন বেদ তদ্বৎ ইত্যর্থঃ। অত্র শ্রুতিঃ—"যদ্বা অস্য তদাত্ম-কামম্ অবাপ্তকামম্ অকামং রূপং স যথা প্রিয়য়া সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্। ভাষ্যং—পূর্ব্বং শ্রুতৌ যোঽস্য পরমো লোকোঽথ যত্র সুপ্তো

অনুবাদ। ৬৯। যেমন কামুক ব্যক্তি বিদেশ হইতে গৃহে আগমন করিয়া স্ত্রীকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ভিতর বাহিরের কিছুই জানিতে পারে না, সেইরূপ জীব অকস্মাৎ পরমাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়া আন্তর ও বাহ্য কিছুই জানে না। তখন সমস্ত লোকব্যবহার লয় প্রাপ্ত হয়, পুণ্য ও পাপের সহিত সম্বন্ধ, শোক, মোহ অথবা ভয় তুল্যরূপ হয়, তখন এই সকল কিছুই স্মরণ করে না।৬৯

অজ্ঞানস্থপ্রপঞ্চপ্রলয়মুপরতিশ্চেন্দ্রিয়াণাং সুখাপ্তিঃ
জীবন্মুক্তৌ সুষুপ্তৌ ত্রিতয়মপি সমং কিন্তু তত্রাস্তি ভেদঃ।
প্রাক্ সংস্কারাৎ প্রসুপ্তঃ পুনরপি চ পরাবৃত্তিমেতি প্রবুদ্ধো.
নশ্যৎ সংস্কারজাতো ন স কিল পুনরাবর্ত্তয়েদ্ যশ্চ মুক্তঃ ॥৭০

অন্বয়ঃ। ৭০। অজ্ঞানস্থপ্রপঞ্চপ্রলয়ম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ উপরতিঃ সুখাপ্তিঃ [ইতি] ত্রিতয়ম্ অপি জীবন্মুক্তৌ সুষুপ্তৌ চ সমং কিন্তু তত্র ভেদঃ অস্তি। সুষুপ্তঃ প্রাক্‌সংস্কারাৎ পুনঃ অপি পরাবৃত্তিম্ এতি। যঃ চ প্রবুদ্ধঃ সঃ মুক্তঃ [সন্] নশ্যৎ সংস্কারজাতঃ [সন্] ন কিল পুনঃ আবর্ত্তয়েৎ। ৭০

(টীকা) ন কঞ্চন কামং কাময়তে ইত্যাদ্যুক্তং তথা এতস্য সুষুপ্ত্যবস্থাং প্রাপ্তস্য পুরুষস্য রূপং প্রথমত আত্মকামং সুখপ্রাপ্তৌ অবাপ্তসকলকামং ততঃ অকামম্ অশ্তামিতকামং ভবতি। এবং শরীরঃ শরীরাবচ্ছিন্নঃ পরমাত্মা প্রাজ্ঞেন জীবাত্মনা পরিষক্তঃ আশ্লিষ্টঃ সন্ ন বেদ কিঞ্চন আন্তরং বাহ্যং বা। অত্র দৃষ্টান্তমাহ—তদ্যথেতি। প্রিয়য়া প্রেমাস্পদীভূতয়া স্ত্রিয়া পরিষক্তঃ পুমানিতি ॥৬৯

৭০। ইদানীং জীবন্মুক্তিসুষুপ্ত্যোঃ লক্ষণসাম্যেঽপি বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি। জীবন্মুক্তৌ সুষুপ্তৌ চ এতৎ ত্রিতয়ং সমং তুল্যম্। তৎ কিং ত্রয়ম্। অজ্ঞানস্থপ্রপঞ্চপ্রলয়ঃ সূক্ষ্মস্থূলয়োঃ প্রপঞ্চয়োঃ প্রলয়ঃ প্রকৃষ্টঃ আত্যন্তিকো লয়ঃ তথেন্দ্রিয়াণাম্ উপরতিঃ উপরমো বিলয়ঃ গৃহীতইব প্রাণো গৃহীতা

অনুবাদ। ৭০। সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রপঞ্চের আত্যন্তিক লয়, ইন্দ্রিয়গণের বিলয় ও সুখপ্রাপ্তি—এই তিনটী জীবন্মুক্তি ও সুষুপ্তিতে তুল্য; কিন্তু জীবন্মুক্তি ও সুষুপ্তির মধ্যে ভেদ আছে। সুষুপ্ত ব্যক্তি পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ আবার সংসারে আগমন করে, কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষ জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন এবং সংস্কারসমূহ ত্যাগ করায় আর সংসারে আসেন না।৭০

আনন্দান্ যশ্চ সর্ব্বাননুভবতি নৃপঃ সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধঃ
তস্যানন্দঃ স একঃ স খলু শতগুণঃ সংপ্রতিষ্ঠঃ পিতৃণাম্।
আদেবব্রহ্মলোকং শতশতগুণিতাস্তে যদন্তর্গতাঃ স্যুঃ
ব্রহ্মানন্দঃ স একোঽস্ত্যতিবিষয়সুখান্যস্য মাত্রা ভবন্তি ॥৭১

অন্বয়ঃ। ৭১। যঃ চ সর্বসম্পৎসমৃদ্ধঃ নৃপঃ সর্বান্ আনন্দান্ অনুভবতি, তস্য সঃ একঃ আনন্দঃ, সঃ খলু সংপ্রতিষ্ঠঃ পিতৃণাং শতগুণঃ, আদেবব্রহ্মলোকং তে শতশতগুণিতাঃ, তে যদন্তর্গতাঃ স্যুঃ সঃ একঃ ব্রহ্মানন্দঃ অস্তি, অতিবিষয়সুখানি অস্য মাত্রা ভবন্তি। ৭১

(টীকা) বাগ্ ইত্যাদি পূর্ব্বমেব উক্তং তথা সুখাবাপ্তিরেব মুক্তিঃ আস্তাং নাম কথং পুনঃ মুক্তিসাধনার্থং প্রয়াসঃ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কিন্ত্বিতি। কিন্তু তত্র সুষুপ্তিমুক্ত্যোঃ মধ্যে ভেদোঽস্তি তমাহ। প্রসুপ্তঃ সুষুপ্তিং প্রাপ্তঃ পুরুষঃ প্রাক্ সংস্কারাৎ পুনরপি পরাবৃত্তিমেতি। তথা যশ্চ প্রবুদ্ধঃ প্রবোধং জ্ঞানং প্রাপ্তঃ নিরন্তরং মুক্তঃ সন্ নষ্টসংস্কারজাতঃ সন্ পুনঃ নাবর্ত্ততে আবৃত্তিং ন প্রাপ্নোতি। অথায়মর্থঃ—যদ্যপি সুষুপ্তৌ সর্ব্ব-প্রলয়ো ভবতি তথাপি তস্যাঃ দৈনন্দিনত্বাৎ আকস্মিকত্বাচ্চ প্রাক্ পূর্ব্বং জাগৃতিঃ তদুৎপন্নাৎ সংস্কারাৎ বীজরূপেণ তিষ্ঠতি। তৈরাত্মা জীবঃ আশ্লিষ্টঃ পুনরাবর্ত্ততে ; মুক্তস্য তু শনৈঃ জ্ঞানযোগাৎ সর্ব্বসংস্কার-নাশো ভবতি তেন ন স পুনরাবর্ত্ততে ॥৭০

৭১। অথ সকলবিষয়সুখাপেক্ষয়া আত্মসুখস্য নিরতিশয়ত্বং যুক্ত্যা নিরূপয়তি। যঃ সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধো নৃপঃ সর্ব্বানন্দান্ অনুভবতি। দরিদ্রাণাম্ একৈকবিষয়প্রাপ্তৌ একএব আনন্দো ভবতি মনাক্ অধিকানাম্ আনন্দ-দ্বয়ং, এবম্ উত্তরোত্তরং যস্য যাবতাং বিষয়াণাং প্রাপ্তিঃ তাবন্তঃ তস্য আনন্দা ভবন্তি। এবং সর্ব্ববিষয়প্রাপ্তিঃ নৃপস্য অস্তি অতস্তস্য সর্ব্বানন্দ-

অনুবাদ। ৭১। যে নরপতি সমস্ত সম্পদের দ্বারা সমৃদ্ধিশালী হইয়া যে সমস্ত আনন্দ অনুভব করেন, পিতৃগণের আনন্দ তাহা অপেক্ষা

(টীকা) ভোগঃ। তথা চ সর্ব্ববিষয়ানন্দা যত্র একীভবন্তি। স একো রাজ্ঞ আনন্দঃ খল্বিতি নির্দ্ধারণে শতগুণঃ সন্ পিতৃণামানন্দঃ স এবম্ উত্তরোত্তরং দেবলোকমারভ্য ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তশতগুণিতাঃ আনন্দা ভবন্তি। তে সর্ব্বেঽপি যদন্তর্গতা অন্তর্ভূতাঃ স্যুঃ স একো ব্রহ্মানন্দঃ অস্তি। অথাস্য ব্রহ্মানন্দস্য বিষয়সুখানি পূর্ব্বোক্তানি ক্ষুদ্রমাত্রা অংশা ভবন্তি। যথা আত্মৈব উপাধিবশেন পৃথক্‌ ক্ষুদ্রত্বেন ভাসতে, তথৈব পরমানন্দোঽপি বিষয়সুখাকারণেত্যর্থঃ। অত্র শ্রুতিঃ—"স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবতি। অন্যেষাম্ অধিপতিঃ সর্ব্বৈঃ মানুষ্যকৈঃ কামৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দঃ। অথ যে শতং মনুষ্যাণাম্ আনন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানাম্ আনন্দঃ" ইত্যাদি। "তথা অথৈষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হৈনমুবাচ এষোঽস্য পরমা সম্পৎ এষোঽস্য পরমো লোকঃ। অথ এষোঽস্য পরমানন্দঃ তস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রাম্ উপজীবন্তি"। ভাষ্যং—যো মনুষ্যাণাং মধ্যে রাদ্ধঃ সমৃদ্ধঃ প্রাপ্তসর্ব্ববিষয়ো ভবতি, অন্যেষাং মনুষ্যাণাম্ অধিপতিঃ নিয়ন্তা সবর্মানুষ্যকৈঃ মনুষ্যপ্রসিদ্ধৈঃ কামৈঃ প্রার্থনীয়পদার্থৈঃ সম্পন্নতমঃ তস্য আনন্দঃ স মনুষ্যাণাং পরমানন্দঃ। অথ যে শতং মনুষ্যাণাম্ আনন্দাঃ স একঃ পিতৃণামানন্দঃ, জিতঃ অর্ব্বাক্ লোকো যৈঃ তে জিতলোকাঃ তেষাং পিতৃণামিত্যর্থঃ। এবম্ উত্তরোত্তরং দেবাদ্যানন্দাঃ স্যুঃ অথৈষ ব্রহ্মলোক ইতি। হ ইতি নিশ্চিত্য এনং জনকং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য ইতি উবাচ। ইতীতি কিং ভো সম্রাট্‌ জনক এষ এবোক্তপ্রকারঃ আনন্দঃ ব্রহ্মলোকঃ ব্রহ্মৈব লোকঃ প্রাপ্যাবস্থানং যস্মিন্ স ব্রহ্মলোকঃ ;অথ অস্য মুমুক্ষোঃ পুরুষস্য এষা পরমা

(অনুবাদ) শতগুণ ; সেইরূপ দেবলোকের আনন্দ পিতৃলোক অপেক্ষা শতগুণ ও ব্রহ্মলোকের আনন্দ দেবলোকের আনন্দ অপেক্ষা শতগুণ। এই সকল আনন্দ যাহার অন্তর্গত, তাহাই একমাত্র ব্রহ্মানন্দ। বিষয় সুখসমূহ ব্রহ্মানন্দের অংশ।৭১

যত্রানন্দাশ্চ মোদাঃ প্রমুদ ইতি মুদশ্চাসতে সর্ব্ব এতে
যত্রাপ্তাঃ সর্ব্বকামাঃ স্যুরখিলবিরমাৎ কেবলীভাব আস্তে।
মাং তত্রানন্দসান্দ্রে কৃধি চিরমমৃতং সোম পীযূষপূর্ণাং
ধারামিন্দ্রায় দেহীত্যপি নিগমগিরো ভ্রূযুগান্তর্গতায় ॥৭২

অন্বয়ঃ। ৭২। যত্র মোদাঃ প্রমুদঃ চ মুদঃ চ ইতি এতে সর্বে আনন্দাঃ আসতে, যত্র সর্বকামাঃ আপ্তাঃ স্যুঃ [যত্র] অখিলবিরমাৎ কেবলীভাবঃ আস্তে। সোম! মাং তত্র আনন্দসান্দ্রে চিরম্ অমৃতং কৃধি, ভ্রূযুগান্তর্গতায় ইন্দ্রায় পীযূষপূর্ণাং ধারাঃ দেহি—ইতি অপি নিগমগিরঃ। ৭২

(টীকা) উৎকৃষ্টা নিরতিশয়া সম্পৎ পরমৈশ্বর্য্যং তথাস্য এব পরমো লোকঃ পূর্ব্বোক্তঃ, তথা এষোঽস্য পরমানন্দঃ অথৈতস্যৈবেতি। অন্যানি আত্মবহির্ম্মুখানি ভূতানি জীবজাতানি এতস্য নিরূপিতস্য পরমানন্দস্য মাত্রাম্ একৈকদেশম্ উপজীবন্তি এবং যে ভূতানাং ক্ষুদ্রানন্দাঃ তে পরমানন্দস্যৈব অংশাঃ পরমানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানাম্ অন্তর্ভূতত্বাৎ ॥৭১

৭২। অথ অস্মিন্ অর্থে ঋক্‌শাখীয়াং শ্রুতিং সংবাদয়ন্ আহ। যত্র যস্মিন্ পরমানন্দে সর্ব্বে আনন্দাঃ মোদাঃ মানুষ্যানন্দাঃ তথা পিতৃণাং প্রমুদঃ তথা আজানজানাং দেবানাং মুদঃ এবম্ উত্তরোত্তরং সর্ব্বেঽপি আসতে বর্ত্তন্তে তথা যত্র যস্মিন্ পরমানন্দে সর্ব্বে কামাঃ সত্য-

অনুবাদ। ৭২। যে পরমানন্দে মোদ (মনুষ্যের আনন্দ), প্রমুদঃ (পিতৃগণের আনন্দ), মুদ (দেবগণের আনন্দ) এই সমস্ত আনন্দই বিদ্যমান আছে, যেখানে সত্যলোকাদি সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেখানে স্থূল, সূক্ষ্ম সমস্ত প্রপঞ্চের লয়বশতঃ কেবলীভাব অর্থাৎ একত্ব আছে। হে সোম! অর্থাৎ ষোড়শকলাযুক্ত হিরণ্যগর্ভ! জীবদশাপ্রাপ্ত আমাকে সেই পরিপূর্ণ আনন্দে অমৃত করিয়া দাও। ভ্রূযুগল মধ্যস্থিত ইন্দ্র অর্থাৎ জীবাত্মাকে অমৃতধারা প্রদান কর;—এইরূপ বেদবাক্য আছে।৭২

আত্মাকম্পঃ সুখাত্মা স্ফুরতি তদপরা ত্বন্যথৈব স্ফুরন্তী
স্থৈর্য্যং বা চঞ্চলত্বং মনসি পরিণতিং যাতি তত্রত্যমস্মিন্।
চাঞ্চল্যং দুঃখহেতুর্মনস ইদমহো যাবদিষ্টার্থলব্ধিঃ
তস্যাং যাবৎ স্থিরত্বং মনসি বিষয়জং স্যাৎ সুখং তাবদেব ॥৭৩

অন্বয়ঃ। ৭৩। আত্মা অকম্পঃ সুখাত্মা স্ফুরতি, তদপরা তু অন্যথা এব স্ফুরন্তী, তত্রত্যং স্থৈর্য্যং চঞ্চলত্বং বা অস্মিন্ মনসি পরিণতিং যাতি। অহো যাবৎ ইষ্টার্থলব্ধিঃ তাবৎ ইদং মনসঃ চাঞ্চল্যং দুঃখহেতুঃ ভবতি, তস্যাং যাবৎ মনসি স্থিরত্বং তাবৎ এব বিষয়জং সুখং স্যাৎ। ৭৩

(টীকা) লোকাদিপ্রাপ্তিরূপাঃ আপ্তাঃ প্রাপ্তাঃ স্যুঃ তথা যত্র অখিলবিরমাৎ স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চবিলয়াৎ কেবলীভাব আস্তে ভো সোম ষোড়শকলারূপ-হিরণ্যগর্ভ মাং জীবদশাপন্নং তত্র সান্দ্রানন্দে চিরং অমৃতং কৃধি কুরুষ। তথা ইন্দ্রায় জীবাত্মনে পীযূষপূর্ণাং ধারাং দেহি। মুক্তানাং সোমবক্ত্রাৎ অমৃতস্রাবো ভবতীতি যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্। কিন্তুতায়েন্দ্রায় ভ্রূযুগান্ত-র্গতায়েতি। এবমুক্তপ্রমেয়ং নিগমগিরঃ প্রাহুঃ। অত্র শ্রুতিঃ সপ্তমাষ্টকে। —"যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে। কামস্য যত্রাপ্তা কামাস্তত্র মামৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥" ভাষ্যং—কামস্য বাসনারূপস্য মনসঃ কামাঃ যত্রাপ্তাঃ প্রাপ্তা ভবন্তি তত্র মামমৃতং কৃধি। তদেবাহ। ভো ইন্দো চন্দ্ররূপ পরমাত্মন্ ইন্দ্রায় সকলেন্দ্রিয়নিয়ন্ত্রে জীবায় অমৃতং পরিস্রব। নন্বতীন্দ্রিয়সুখং হি পরমানন্দঃ তথা বিষয়সুখং ইন্দ্রিয়জন্যং এবমুভয়োর্মহতি বৈষম্যেঽনুভবসিদ্ধে সতি কথমুক্তং এত-স্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ইত্যাশঙ্ক্য শ্লোকদ্বয়েন উত্তরয়তি ॥৭২

অনুবাদ। ৭৩। আত্মা নিষ্কম্প ও সুখস্বরূপ, কিন্তু ব্রহ্মভিন্ন মায়া তাহার বিপরীত অর্থাৎ সকম্প ও দুঃখরূপ। আত্মাতে অনুগত

যদ্বৎ সৌখ্যং রতান্তে নিমিষমিহ মনস্যেকতানে রসে স্যাৎ
স্থৈর্য্যং যাবৎ সুষুপ্তৌ সুখমনতিশয়ং তাবদেবাথ মুক্তৌ।
নিত্যানন্দঃ প্রশান্তে হৃদি তদিহ সুখস্থৈর্য্যয়োঃ সাহচর্য্যং
নিত্যানন্দস্য মাত্রা বিষয়সুখমিদং যুজ্যতে তেন বক্তুম্ ॥৭৪

ইতি আনন্দকোশপ্রকরণং সমাপ্তম্।

অন্বয়ঃ। ৭৪। যদ্বৎ ইহ রতান্তে মনসি একতানে রসে নিমিষং সৌখ্যং স্যাৎ, সুষুপ্তৌ যাবৎ স্থৈর্য্যং তাবৎ এব অনতিশয়ং সুখম্, অথ মুক্তৌ হৃদি প্রশান্তে নিত্যানন্দঃ, তৎ ইহ সুখস্থৈর্য্যয়োঃ সাহচর্য্যং, তেন ইদং বিষয়সুখং নিত্যানন্দস্য মাত্রা [ইতি] তেন বক্তুং যুজ্যতে। ৭৪

টীকা। ৭৩। অংশ্বোতি। আত্মা তাবদকম্পঃ কম্পরহিতঃ। তথা সুখাত্মা সুখরূপোঽপি। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইতি আত্মনঃ আনন্দরূপত্বং শ্রুতিসিদ্ধম্। সুষুপ্ত্যবস্থায়ামনুভবসিদ্ধং চাতঃ স্ফুরতীত্যুক্তম্। তথা তদপরা তদ্বিলক্ষণা মায়া অন্যথা উক্তা। তদ্বিপরীতস্বভাবা সকম্পা দুঃখরূপা চাত্মসহচরিতৈব স্ফুরতি। পূর্ব্ববদনুভবসিদ্ধাস্তি এবং তত্রত্যং তয়োরাত্মমায়য়োরনুগতং স্থৈর্য্যং চঞ্চলত্বং যাস্মিন্ মনসি পরিণতিং পরিণামং যাতি তস্য চিদচিদ্‌গ্রন্থিস্বরূপত্বাৎ। অহো ইতি সম্বুদ্ধৌ। যাবৎ ইষ্টার্থসিদ্ধিঃ অভীষ্টবিষয়প্রাপ্তিঃ তাবৎ প্রযত্নশতাকুলস্য মনসশ্চাঞ্চল্যং ইদং দুঃখহেতুর্ভবতি। অথ তস্যাং বিষয়প্রাপ্তৌ সত্যাং কৃতকৃত্যত্বেন মনসি যাবৎ স্থিরত্বং তাবদেব বিষয়জং সুখং স্যাৎ ॥৭৩

৭৪। অথাত্র দ্বিতীয়শ্লোকেন দৃষ্টান্তদ্বয়মাহ—যদ্বদিতি। যথা ইহ অস্মিন্ অনুভবসিদ্ধিঃ রতান্তে শৃঙ্গাররসে মনস্যেকতানে একাগ্রে সতি

(অনুবাদ) স্থৈর্য্য ও মায়াতে অনুগত চঞ্চলতা মনে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত মনের চাঞ্চল্য দুঃখের কারণ হয়, কিন্তু ইষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি হইলে যাবৎকাল মনের স্থিরতা থাকে, তাবৎকালই বিষয়জ সুখ লাভ হয়।৭৩

অথ জগন্মিথ্যাত্বপ্রকরণম্।

শ্রান্তং স্বান্তং স্ববাহ্যব্যবহৃতিভিরিদং তাঃ সমাকৃষ্য সর্ব্বাঃ
তত্তৎসংস্কারযুক্তং হ্যুপরমতি পরাবৃত্তমিচ্ছন্নিদানম্।
স্বাপ্নান্ সংস্কারজাতপ্রজনিতবিষয়ান্ স্বপ্নদেহেঽনুভূতান্
প্রোজ্ঝ্যান্তঃ প্রত্যগাত্মপ্রবণমিদমগাদ্ভূরিবিশ্রামমস্মিন্ ॥৭৫

অন্বয়ঃ। ৭৫। ইদং স্বান্তং স্ববাহ্যব্যবহৃতিভিঃ তাঃ সর্ব্বাঃ অন্তঃ সমাকৃষ্য তৎ তৎ সংস্কারযুক্তং পরাবৃত্তং নিদানম্ ইচ্ছৎ শ্রান্তম্ উপরমতি, স্বপ্নদেহে অনুভূতান্ সংস্কারজাত-প্রজনিতবিষয়ান্ স্বাপ্নান্ প্রোজ্ঝ্য ইদং প্রত্যাগাত্মপ্রবণং ভূরিবিশ্রামম্ অস্মিন্ অন্তঃ অগাৎ। ৭৫

(টীকা) নিমিষং নিমিষমাত্রং সুখং ভবতি, তথা সুষুপ্তৌ মনসি যাবৎ স্থৈর্য্যং তাবদেব অনতিশয়ং সুখম্। অথ মুক্তাবপি হৃদি প্রশান্তে সতি নিত্যানন্দো ভবতি। তৎ তস্মাৎ কারণাৎ ইহ সুখস্থৈর্য্যয়োঃ সাহচর্য্যং সহচরিতত্বম্ অনুভবসিদ্ধম্। তেন কারণেন ইদং বিষয়সুখং নিত্যানন্দস্য মাত্রেতি বক্তুং যুজ্যতে ॥৭৪

ইত্যানন্দকোশপ্রকরণম্।

৭৫। অথ জগন্মিথ্যাত্বপ্রকরণম্ উচ্যতে। তত্র প্রপঞ্চমিথ্যাত্বে প্রথমতঃ স্বপ্নদশানিদর্শনেন দর্শয়ন্ স্বপ্নস্বরূপং নিরূপয়তি। ইদং স্বান্তং-

অনুবাদ। ৭৪। যেমন মন শৃঙ্গাররসে একাগ্র হইলে মুহূর্ত্তমাত্র সুখ উৎপন্ন হয়, যেমন সুষুপ্তিকালে যতকাল মনের স্থৈর্য্য থাকে, তাবৎ-কাল নিরতিশয় সুখ অনুভূত হয়, সেইরূপ মুক্তিতে হৃদয় প্রশান্ত হইলে নিত্যানন্দ হয়। অতএব এই সংসারে সুখ ও স্থৈর্য্যের একত্র অবস্থান সকলের অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং বৈষয়িক সুখ যে নিত্যানন্দের অংশ ইহা বলিতে পারা যায়।৭৪

৭৫। [জগতের মিথ্যাত্ব বলিবার জন্য পূর্ব্বে স্বপ্নের স্বরূপ বলা যাইতেছে—] মন স্ত্রীপুত্রাদির পোষণপ্রভৃতি বাহ্যব্যবহারসমূহের দ্বারা

(টীকা) মনঃ বাহ্যব্যবহৃতিভিঃ স্ত্রীপুত্রাদিপোষণপ্রভৃতিভিঃ সুশ্রান্তং সৎ উপরমতি বিরমতি অব্যাপারং ভবতি। কিং কৃত্বা? তাঃ সর্ব্বাঃ বাহ্যেন্দ্রিয়ার্থস্য ব্যবহৃতীঃ সমাকৃষ্য। যদ্‌বা ইদং তান্ ইন্দ্রিয়ৈঃ কৃত্বা ইদন্তাকারেণ ভাসমানান্ বিষয়ান্ তান্ অন্তঃ সমাকৃষ্য। এবং যদ্যপি বাহ্যব্যবহারাস্ত্যক্তাঃ তথাপি দৃঢ়ানুসন্ধিনোৎপন্নং তত্তৎসংস্কারযুক্তং সৎ পরাবৃত্তম্। অথ কিম্ উদ্দিশ্য পরাবৃত্তম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—নিদানম্ ইচ্ছন্। নিদানং স্বীয়ম্ আদিকারণম্ আত্মস্বরূপম্ ইচ্ছন্। যথা বহুদেশাটনৈঃ খিন্নঃ পান্থঃ বিশ্রান্ত্যৈ স্বগেহগমনম্ ইচ্ছতি তদ্‌বদ্ ইত্যর্থঃ। অত্র শ্রুতিঃ— "অথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম তদ্ গৃহীত এব প্রাণো ভবতি। গৃহীতা বাক্ গৃহীতং চক্ষুঃ গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মন" ইতি। তত্তৎস্মরণাদিরূঢ়সংস্কারজাতেন প্রজনিতবিষয়ান্ স্বাপ্নান্ সূক্ষ্মদেহে অনুভূতান্ প্রোজ্ঝ্য ত্যক্ত্বা প্রত্যগাত্মপ্রবণং পরমাত্মসংযোগোন্মুখং তদ্ অস্মিন্ আত্মনি বিশ্রামং বিশ্রান্তিম্ অগাৎ। যথা মহাভূপদর্শনায় কশ্চিৎ প্রবৃত্তঃ সামন্তো বহির্দ্বারি সেনাসন্নাহং ত্যক্ত্বা দ্বিত্রৈঃ পার্ষদৈঃ সহ প্রবিশতি তথা তদ্বিপরীতানপি ত্যক্ত্বা কেবলম্ স্বরূপেণৈব সমক্ষং গচ্ছতি তদ্‌বদ্ ইত্যর্থঃ। অনেন মনসঃ প্রথমতঃ সুষুপ্তিরেব উদ্দিষ্টা স্বপ্নাবস্থা তু বিধিবশাদ্ আন্তরালিকা এব উৎপন্না ইত্যুক্তম্ ॥৭৫

(অনুবাদ) সেই সেই বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল অন্তরে আকর্ষণ করিয়া সেই সেই বিষয় সংস্কারযুক্ত হইয়া থাকে এবং বিষয়পরাঙ্মুখ হইয়া নিজের কারণীভূত আত্মস্বরূপ লাভ করিতে অভিলাষী হয় ও শ্রান্ত হইয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। যাহা স্বপ্নদেহে অনুভূত এবং সংস্কারসমূহের দ্বারা যাহার বিষয়সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ স্বপ্নসকল ত্যাগ করিয়া প্রত্যগাত্মাতে উন্মুখ এই মনঃ আত্মাতে বিশ্রামলাভ করিয়া থাকে।৭৫

স্বপ্নে ভোগঃ সুখাদের্ভবতি নমু কুতঃ সাধনে মূর্চ্ছমানে
স্বাপ্নং দেহান্তরং তদ্ব্যবহৃতিকুশলং নব্যমুৎপদ্যতে চেৎ।
তৎসামগ্র্যা অভাবাৎ কুত ইদমুদিতং তদ্ধি সাঙ্কল্পিকং চেৎ
তৎ কিং স্বাপ্নে রতান্তে বপুষি নিপতিতে দৃশ্যতে শুক্রমোক্ষঃ॥৭৬

অন্বয়ঃ। ৭৬। নমু সাধনে মূর্চ্ছমানে স্বপ্নে সুখাদেঃ ভোগঃ কুতঃ ভবতি? তদ্ব্যবহৃতিকুশলং স্বাপ্নং নব্যং দেহান্তরম্ উৎপদ্যতে চেৎ? তৎসামগ্র্যাঃ অভাবাৎ কুত ইদম্ উদিতম্? তৎ হি সাংকল্পিকং চেৎ? স্বাপ্নে রতান্তে বপুষি নিপতিতে তৎ কিং শুক্রমোক্ষঃ দৃশ্যতে?। ৭৬

টীকা। ৭৬। অথ পূর্ব্বপক্ষম্ উদ্‌ঘাট্য দৃঢ়ীকুর্ব্বন্ শ্লোকম্ আহ। নমু আশঙ্কতে। সাধনে ভোগসাধনে স্থূলশরীরে জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ মূর্চ্ছমানে নিশ্চেষ্টতয়া পতিতে সতি স্বপ্নে স্বপ্নাবস্থায়াং সুখাদেঃ সুখ-দুঃখসাধকবিষয়ভোগঃ কুতঃ কস্মাদ্ ভবতীতি। অথ চেদেবং ব্রূষে— স্বাপ্নং স্বপ্নসম্বন্ধি দেহান্তরং তদ্ব্যবহৃতিকুশলং স্বাপ্নবিষয়ভোগকুশলং নব্যং নবীনম্ উৎপদ্যতে তেন স্বাপ্নব্যবহারস্তু কিং প্রাক্তনেন শরীরেণ

অনুবাদ। ৭৬। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত ভোগসাধন স্থূল শরীর নিশ্চেষ্ট হইয়া পতিত হইলে স্বপ্নে সুখদুঃখাদি বিষয়ভোগ কোথা হইতে হইবে? যদি বল, স্বপ্নসময়ে স্বপ্নবিষয়ভোগে নিপুণ নূতন একটী শরীর উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা স্বপ্নব্যবহার হয়, পূর্ব্ব শরীরের দ্বারা নহে; তাহাও হইতে পারে না; কারণ, স্বপ্নে নূতন শরীর উৎপন্ন হইবার কারণ পিতা মাতার শুক্রশোণিত নাই। যদি বল, অন্য কোনরূপ সামগ্রী হইতে স্বপ্ন শরীর উৎপন্ন হইয়াছে; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, স্বপ্নসময়ে স্ত্রীসহবাসের পর শুক্রস্খলন স্বপ্নশরীরেই হউক, জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নশরীর পতিত হইলে স্থূল শরীরে কি শুক্রচিহ্ন দেখা যায় না?।৭৬

ভীত্যা রোদিত্যনেন প্রবদতি হসতি শ্লাঘতে নূনমস্মাৎ
স্বাপ্নেঽপ্যঙ্গেঽনুবন্ধং ত্যজতি ন সহসা মূর্চ্ছিতেঽপ্যন্তরাত্মা।
পূর্ব্বং যে যেঽনুভূতাস্তনুযুবতিহয়ব্যাঘ্রদেশাদয়োঽর্থাঃ
তত্তৎসংস্কাররূপান্ * সৃজতি পুনরমূন্ শ্রিত্য সংস্কারদেহম্ ॥৭৭

অন্বয়ঃ। ৭৭। অন্তরাত্মা ভীত্যা অনেন রোদিতি প্রবদতি হসতি শ্লাঘতে, নূনম্ অস্মাৎ স্বাপ্নে অপি অঙ্গে মূর্চ্ছিতে সহসা অনুবন্ধং ন ত্যজতি। পূর্ব্বং যে যে তনুযুবতিহয়-ব্যাঘ্রদেশাদয়ঃ অর্থাঃ অনুভূতাঃ, সংস্কারদেহং শ্রিত্বা তত্তৎসংস্কাররূপান্ অমূন্ পুনঃ সৃজতি। ৭৭

(টীকা) ইতি। তদাপি দূষয়তি—তদিতি। তৎসামগ্র্যাঃ তস্য স্বাপ্ন-দেহস্য যা সামগ্রী পিত্রোঃ শুক্রশোণিতরূপা তস্যা অভাবাৎ কুতঃ কস্মাৎ সামগ্র্যন্তরাদ্ উদিতম্ উৎপন্নম্? অসদ্রূপভূতাবেশন্যায়েন উৎপন্নম্ ইতি চেৎ ন। স্বাপ্নে রতান্তে স্বপ্নে স্ত্রীভোগান্তে শুক্রস্রাবঃ স্বাপ্নে শরীরে এবাস্তু স তু পতিতে বপুষি নিশ্চেষ্টে স্থূলশরীরে কিমিতি দৃশ্যতে? মৃষারূপস্য দেহস্য সুরতান্তেঽপি মৃষৈবাস্তু। সুরতান্তাভিব্যঞ্জকঃ শুক্র-স্রাবঃ প্রাতঃ সত্যত্বেন কথমুপলভ্যতে ইত্যর্থঃ ॥৭৬

৭৭। দূষণান্তরমাহ—ভীত্যেতি। স্বপ্নোৎপন্নয়া দস্যুব্যাঘ্রাদিভীত্যা অনেন স্থূলদেহেন কৃত্বৈব রোদিতি সাট্টহাসং রোদনং করোতি ন স্বাপ্ন-শরীরেণ এব ইত্যর্থঃ। ন কেবলং রোদিতি। অনেন এব প্রবদতি যৎকিঞ্চিৎ জল্পতি। তথা হসতি শ্লাঘতে অহং কৃতার্থঃ ইতি। এবং পূর্ব্ব-পক্ষম্ অনূদ্য প্রাগুক্তং পর্য্যবসিতম্ অর্থমাহ—নূনমিতি। নূনং নিশ্চয়েন

অনুবাদ। ৭৭। অন্তরাত্মা স্বপ্নে উৎপন্ন দস্যু-ব্যাঘ্রাদির ভয়বশতঃ এই স্থূলশরীরের দ্বারাই রোদন করে, আলাপ করে, হাস্য করে, স্বপ্ন-শরীরের দ্বারা নহে। এই কারণে স্বপ্নে স্থূলদেহ মূর্চ্ছিত হইলেও অন্তরাত্মা অকস্মাৎ তাহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন না। পূর্ব্বে

* তৎসংস্কারপ্রযুক্তান্ ইতি পাঠান্তরম্।

সন্ধৌ জাগ্রৎসুষুপ্ত্যোরনুভববিদিতা স্বাপ্ন্যবস্থা দ্বিতীয়া
তত্রাত্মজ্যোতিরাস্তে পুরুষ ইহ সমাকৃষ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি।
সংবেশ্য স্থূলদেহং সমুচিতশয়নে স্বীয়ভাসান্তরাত্মা‡
পশ্যন্ সংস্কাররূপানভিমতবিষয়ান্ যাতি তত্রাপি তদ্বৎ ॥৭৮

অন্বয়ঃ। ৭৮। জাগ্রৎসুষুপ্ত্যোঃ সন্ধৌ অনুভববিদিতা স্বাপ্নী দ্বিতীয়া অবস্থা, তত্র ইহ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সমাকৃষ্য পুরুষঃ আত্মজ্যোতিঃ আস্তে। অন্তরাত্মা স্থূলদেহং সমুচিতশয়নে সংবেশ্য স্বীয়ভাসা সংস্কাররূপান্ অভিমতবিষয়ান্ পশ্যন্ তত্র অপি তদ্বৎ যাতি।৭৮

(টীকা) অস্মাৎ হেতোঃ অন্তরাত্মা স্বাপ্নেপি অক্ষে স্থূলদেহে মূর্চ্ছিতেঽপি সহসা অনুবন্ধং সম্বন্ধং ন ত্যজতি। অথ সোঽনুবন্ধঃ পূর্ব্বং ত্বয়ৈব নিরাকৃতঃ কথম্ ইদানীম্ অনুবন্ধঃ প্রোচ্যতে ইত্যাশঙ্কাহ—পূর্ব্বমিতি। পূর্ব্বম্ অনাদিজাগ্রদবস্থাসু যে যে অর্থাঃ পদার্থাঃ অনুভূতাঃ তে কে? তনুযুবতিহয়ব্যাঘ্রাদেশদয়ঃ। তনুঃ শরীরং, যুবতিঃ স্ত্রী স্বকীয়া পরকীয়া বা, হয়োঽশ্বঃ, প্রয়াণনিমিত্তং ব্যাঘ্রো ভয়নিমিত্তং দেশঃ কাশ্যাদিপ্রদেশঃ, আদিশব্দাৎ অন্যেঽপি বিষয়াঃ; তেষাং পূর্ব্বম্ অনুভূতানাং যঃ সংস্কারঃ স এব রূপং স্বরূপং যেষাং তে তথাবিধান্ অমূন্ শরীরাদিবিষয়ান্ তদনুরূপানেব পুনঃ সৃজতি। স এব বিষয়াঃ সংস্কাররূপত্বেন ভাসন্ত ইত্যর্থঃ। অথান্তরাত্মা কিং সৃজতি ইত্যাহ। সংস্কারদেহং লিঙ্গদেহং শ্রিত্য তমধিষ্ঠায় তস্মিন্ দেহে সর্ব্বে সংস্কারাঃ উদ্বুদ্ধাঃ সন্তঃ তত্তদ্বিষয়াকারেণ পরিণমন্তি ইত্যর্থঃ ॥৭৭

(**অনুবাদ**) জাগ্রদবস্থায় শরীর, যুবতী স্ত্রী, অশ্ব, ব্যাঘ্র, দেশ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ অনুভূত হইয়াছে, আত্মা লিঙ্গশরীরকে আশ্রয় করিয়া সংস্কারানুরূপ সেই সেই পদার্থ সকল সৃষ্টি করেন।৭৭

৭৮। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থার সন্ধিতে সকলের অনুভবসিদ্ধ

‡ স্বীয়ভাসা পরাত্মা ইতি পাঠান্তরম্।

রক্ষন্ প্রাণৈঃ কুলায়ং নিজশয়নগতং শ্বাসমাত্রাবশেষৈঃ
মা ভূচ্চ প্রেতকল্পাকৃতিকমিতি পুনঃ সারমেয়াদিভক্ষ্যম্।
স্বপ্নে স্বীয়প্রভাবাৎ সৃজতি হয়রথান্ নিম্নগাঃ পল্বলানি
ক্রীড়াস্থানান্যনেকান্যপি সুহৃদবলাপুত্রমিত্রানুকারান্ ॥৭৯

অন্বয়ঃ। ৭৯। শ্বাসমাত্রাবশেষৈঃ প্রাণৈঃ নিজশয়নগতং কুলায়ং রক্ষন্ প্রেতকল্পাকৃতিকং পুনঃ সারমেয়াদিভক্ষ্যং মা ভূৎ চ ইতি স্বপ্নে স্বীয়প্রভাবাৎ হয়রথান্, নিম্নগাঃ, পল্বলানি, অনেকানি ক্রীড়াস্থানানি, সুহৃদবলাপুত্রমিত্রানুকারান্ অপি সৃজতি। ৭৯

টীকা। ৭৮। অথ শ্রুত্যুক্তরূপাম্ অর্থপ্রক্রিয়াং নিরূপয়তি। জাগ্রৎসুষুপ্ত্যোঃ অবস্থয়োঃ সন্ধৌ অনুভবসিদ্ধা স্বাপ্নী দ্বিতীয়াবস্থা তত্র তস্যাম্ অবস্থায়াম্ ইহ স্বরূপে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সমাকৃষ্য পুরুষোঽন্তরাত্মা আত্মজ্যোতিঃ আস্তে ইন্দ্রিয়াভাবাৎ তস্যাম্ অবস্থায়াং যদ্বিষয়গ্রহণং তদাত্মজ্যোতিষৈব সম্পাদয়তি ইত্যর্থঃ। নন্থ তদা স্থূলদেহস্য কা গতিঃ ইত্যত আহ। স্থূলদেহং সমুচিতশয়নে যথাপ্রাপ্তনিদ্রাস্থলে সংবেশ্য প্রসারিতং হস্তপাদাদি নিবেশ্য তথা স্বীয়ভাসা স্বসামর্থ্যেন স্বাপ্নদেহান্ সংস্কাররূপান্ সমুচিতেন্দ্রিয়গণং নির্ম্মায় যত্র কুত্রাপি অভীষ্টস্থানে তদ্বৎ সংস্কাররূপেণ এব যাতি বিচরতি ॥৭৮

৭৯। পূর্ব্বশ্লোকে দেহং বিসৃজ্য যাতি ইত্যুক্তং, জীবৎ অজীবদ্

(**অনুবাদ**) অবস্থাকে দ্বিতীয়া স্বাপ্নী অবস্থা বলে। সেই অবস্থায় আত্মজ্যোতিঃ পুরুষ নিজস্বরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া অবস্থান করেন। তখন অন্তরাত্মা স্থূলদেহকে উপযুক্ত শয্যাতে স্থাপন করিয়া স্বীয় প্রকাশের দ্বারা সংস্কাররূপে বর্ত্তমান অভীষ্ট বিষয়সমূহ দর্শন করেন এবং অভীষ্টস্থানে সংস্কাররূপে বিচরণ করেন।৭৮

৭৯। আত্মা কেবল শ্বাসাবশিষ্ট প্রাণসমূহের দ্বারা নিজ শয্যায় নিদ্রিত শরীরকে রক্ষা করিয়া এই শরীর প্রেততুল্যমূর্ত্তি ও কুক্কুরাদি

মাতঙ্গব্যাঘ্রদস্যুদ্বিষদুরগকপীন্ কুত্রচিৎ প্রেয়সীভিঃ
ক্রীড়ন্নাস্তে হসন্ বা বিহরতি কুহচিন্মিষ্টমশ্নাতি চান্নম্।
ম্লেচ্ছত্বং প্রাপ্তবানস্ম্যহমিতি কুহচিচ্ছঙ্কিতঃ স্বীয়লোকাৎ
আস্তে ব্যাঘ্রাদিভীত্যা প্রচলতি কুহচিদ্রোদিতি গ্রস্তমানঃ ॥৮০

অন্বয়ঃ। ৮০। [তথা] মাতঙ্গব্যাঘ্রদস্যুদ্বিষদুরগকপীন্ [সৃজতি], কুত্রচিৎ প্রেয়সীভিঃ ক্রীড়ন্ আস্তে, হসন্ বা বিহরতি, কুহচিৎ মিষ্টম্ অন্নং অশ্নাতি? অহং ম্লেচ্ছত্বং প্রাপ্তবান্ অস্মি ইতি কুহচিৎ স্বীয়লোকাৎ শঙ্কিতঃ আস্তে, কুহচিৎ ব্যাঘ্রাদিভীত্যা প্রচলতি, কুহচিৎ গ্রস্যমানঃ রোদিতি চ। ৮০

(টীকা) বা বিসৃজতি? জীবৎ চেৎ, তর্হি কথম্ অব্যাপারম্, অজীবৎ চেৎ, তর্হি কথং শ্বাসাদ্যুপেতম্ ইত্যাশঙ্ক্য শ্লোকদ্বয়েন উত্তরমাহ। নিজশয়নগতং কুলায়ং শরীরং প্রাণৈঃ কৃত্বা রক্ষন্ যত্র কুত্রাপি যাতি ইতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ। তর্হি তত্র ক্ষুৎপিপাসাদিপ্রাণকৃত্যং কথং ন দৃশ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ। কিম্ভূতৈঃ প্রাণৈঃ? শ্বাসমাত্রাবশেষৈঃ, শ্বাসমাত্রম্ অবশিষ্টং যেষাং তৈঃ। ন হি প্রয়োজকব্যতিরেকেণ প্রাণাঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি। অথ তদ্রক্ষণে হেতুমাহ। তৎ পুনঃ শরীরং প্রেতকল্পাকৃতিকং মাভূদিতি। অথ আস্তাং তথাত্বমিতি চেৎ, তত্র বাধকমাহ। সারমেয়াদিভক্ষ্যং মা ভূদিতি। নির্জীবস্য গন্ধগ্রহণাৎ সারমেয়াদীনাং শ্বাপদাদীনাং ভক্ষ্যং মাভূদিতি। অথ পূর্ব্বশ্লোকে স্বাপ্নদেহান্ নির্ম্মায় ইত্যুক্তং তত্র তদর্থপ্রতিপাদকশ্রুত্যর্থং দর্শয়তি। স্বপ্নে স্বীয়প্রভাবাৎ স্বসামর্থ্যাৎ হয়রথান্, নিম্নগা নদীঃ, পল্বলানি ঈষৎসঞ্চিতোদকানি তথা অনেকানি ক্রীড়াস্থানানি তথা সুহৃদবলাপুত্রমিত্রানুকারাংশ্চ সৃজতি। অনুকারশব্দেন প্রাক্ উক্তসংস্কারোৎপন্নান্ ইত্যর্থঃ ॥৭৯

(অনুবাদ) জীবের ভক্ষ্য নাই হউক—এইরূপ বিবেচনা করিয়া স্বপ্নে নিজ প্রভাবে সংস্কাররূপ অশ্ব, রথ, নদী, জলাশয়, অনেকবিধ ক্রীড়াস্থান, সুহৃৎ, স্ত্রী, পুত্র, মিত্র প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন।৭৯

টীকা। ৮০। মাতঙ্গেতি। তথা মাতঙ্গব্যাঘ্রদস্যুদ্বিষদুরগকপীংশ্চ সৃজতি। তথা কুত্রাপি অহং ব্রহ্মণঃ সন্ ম্লেচ্ছত্বং প্রাপ্তবানিতি স্বীয়-সুহৃল্লোকাৎ শঙ্কিত আস্তে। "স্বপ্নে শূদ্রত্বমাপন্নঃ" ইত্যাদি বাসিষ্ঠোক্তেঃ। তথা কুত্রচিদ্ ব্যাঘ্রাদিভীত্যা প্রচলতি পলায়নং করোতি। পলায়ন-সমর্থোঽপি ব্যাঘ্রাদিনা গ্রস্যমানঃ সন্ রোদিতি ক্রন্দতে। উক্তার্থ-নিরূপকাঃ ক্রমেণ শ্রুতয়ঃ। "স যত্রায়ং স্বপিতি ইত্যস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামাদায় স্বয়ং নিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা স্বপিতি ইত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি ন তত্র রথা ন রথযোগ্যা পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগ্যান্ পথঃ সৃজতে ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি অথ আনন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে ন তত্র বেশান্তাঃ স্রবন্তীঃ পুষ্করিণীঃ সৃজতে স হি কর্ত্তা তথা প্রাণেন রক্ষন্ শরীরং কুলায়াৎ বহিঃ কুলায়াৎ অপরতশ্চরিত্বা তথা স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহূনি। উতৈব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো জক্ষদুতৈ-বাপি ভয়ানি পশ্যন্" ইত্যাদি। ভাষ্যং—স জীবঃ যত্র যদা স্বপিতি নিদ্রাং করোতি তদাস্য সর্ব্বাবতঃ সর্ব্বম্ অবতি রক্ষতি ইতি সর্ব্বাবান্ তস্য সর্ব্বাবতঃ পরমাত্মনো মাত্রাম্ একদেশমাদায় গৃহীত্বা স্বয়ং নিহত্য স্বতঃ এব সুষুপ্ত্যবস্থাং ত্যক্ত্বা তথা মায়িকং বাসনাময়ং স্বপ্নদেহং স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন স্বয়া ভাসা স্বসামর্থ্যেন স্বেন জ্যোতিষা স্বপ্রকাশেন স্বপিতি।

অনুবাদ। ৮০। সেইরূপ আত্মা স্বপ্নে হস্তী, ব্যাঘ্র, দস্যু, শত্রু, সর্প, বানর প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। জীব কোথায়ও প্রেয়সীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে; হাস্য করত ভ্রমণ করিতেছে; কোথায়ও বা মিষ্ট অন্ন ভোজন করিতেছে; কখনও বা আমি ব্রাহ্মণ হইয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি—এইরূপে স্বীয় বন্ধুলোক হইতে ভীত হইতেছে; কখন ব্যাঘ্রাদিভয়ে পলায়ন করিতেছে এবং ব্যাঘ্রাদিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রোদন করিতেছে।৮০

যো যো দৃগ্‌গোচরোঽর্থো ভবতি স স তদা তদ্গতাত্মস্বরূপা-
বিজ্ঞানোৎপদ্যমানঃ স্ফুরতি ন তু তথা শুক্তিকাজ্ঞানহেতুঃ।
রৌপ্যাভাসো মৃষৈব স্ফুরতি চ কিরণাজ্ঞানতোঽম্ভো ভুজঙ্গো
রজ্জ্বজ্ঞানান্নিমেষং সুখভয়কৃদতো দৃষ্টিসৃষ্টং কিলেদম্ ॥৮১

অন্বয়ঃ। ৮১। যঃ যঃ অর্থঃ দৃগ্‌গোচরঃ ভবতি সঃ সঃ তদা তদ্গতাত্মস্বরূপা-বিজ্ঞানোৎপদ্যমানঃ স্ফুরতি, ন তু তথা শুক্তিকাজ্ঞানহেতুঃ রৌপ্যাভাসঃ মৃষা এব স্ফুরতি চ, কিরণাজ্ঞানতঃ অম্ভঃ, রজ্জ্বজ্ঞানাৎ ভুজঙ্গঃ. নিমেষং সুখভয়কৃৎ, অতঃ ইদং কিল দৃষ্টিসৃষ্টম্। ৮১

(টীকা) অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি। তত্র তস্মিন্ স্বপ্নসময়ে ন রথাঃ সন্তি ন রথযোগ্যা অশ্বাদয়ঃ ন পন্থানো রথমার্গাঃ সন্তি। পরন্তু অসৌ রথান্ রথমার্গান্ পথঃ সৃজতি তথা ন তত্রানন্দাঃ সুখবিশেষা মুদঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ প্রমুদঃ পুত্রাদিলাভহর্ষাশ্চ পরন্তু অয়মানন্দাদীন্ সৃজতি তথা ন তত্র বেশান্তাঃ পল্বলানি ন স্রবন্ত্যো নদ্যঃ সন্তি ন পুষ্করিণ্যঃ সরাংসি ন তড়াগানি সন্তি পরংত্বেষ বেশান্তাদি সর্ব্বং সৃজতে কঃ সৃজতে স হি কর্ত্তা অন্তরাত্মা অথ দৈনন্দিনং স্বপ্নদশায়াং প্রাণেন পঞ্চবৃত্তিনা কৌ লীয়তে তৎকুলায়ং শয়নভূমৌ সন্নিবিষ্টং শরীরং রক্ষন্ সন্ অন্যথা মৃতভ্রান্তিঃ স্যাৎ স্বয়ম্ অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা কুলায়াৎ বহিশ্চরিত্বা শরীরান্ত-র্গতোঽপি আকাশবৎ বাহ্যেঽপি বসন্ তত্র কামং যথাকামং ভিন্নপদং বা যত্র যত্র কামো বিষয়েষু উৎপদ্যতে তং তং কামং সংস্কাররূপেণ ঈয়তে গচ্ছতি অথ স্বপ্নান্ত ইতি। ততঃ স্বপ্নান্তে স্বপ্নাবসরে উচ্চাবচং দেহ-মীয়মানঃ প্রাপ্যমানঃ উচ্চং দেবাদি অবচং তির্য্যগাদি যথাসংস্কার-সামগ্র্যানুরূপং দেহং গম্যমানঃ দেবঃ প্রকাশাত্মা বহূনি রূপাণি অসংখ্যানি বাসনারূপাণি নির্বর্ত্তয়তি তদেবাহ। উতৈব যথা বাসনং স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানঃ উতৈব জক্ষদিব হসন্নিব উতৈবাপি ভয়ানি ব্যাঘ্রাদ্যুৎ-পন্নানি পশ্যতি ॥৮০

টীকা। ৮১। অথ জাগ্রদবস্থায়াং দৃষ্টিসৃষ্টিপক্ষং নিরূপয়তি। জাগ্রদবস্থায়াং যো যোঽর্থঃ পদার্থঃ নৃপশুপক্ষিতির্য্যগাদিরূপো দৃগ্‌গোচরো দৃষ্টিবিষয়ো ভবতি স পদার্থঃ। তদা তদ্দর্শনসময়ে তদ্‌গতাত্মস্বরূপা-বিজ্ঞানোৎপন্ন এব স্ফুরতি তচ্ছব্দেন পূর্ব্বোক্তঃ পদার্থঃ তদ্‌গতং যস্মিন্ অন্তর্য্যামিত্বেন স্থিতং যদাত্মস্বরূপং তস্যাবিজ্ঞানম্ অজ্ঞানং তস্মাদুৎ-পদ্যমান এব স্ফুরতি দৃগ্‌গোচরীভূতপদার্থোৎপত্তৌ অধিকরণজ্ঞানমেব কারণমিত্যর্থঃ। এতদেব দৃষ্টান্তেন দ্রঢ়য়তি। যথা রৌপ্যাভাসঃ শুক্তিকাঽজ্ঞানহেতুর্দৃষ্টঃ শুক্তিকায়াঃ অজ্ঞানমেব হেতুঃ কারণং যস্য, শুক্ত্যজ্ঞানেন উৎপাদিতো রজতাভাসঃ ইদং রজতমিত্যাকারেণ স্ফুরতি, তদ্বৎ আত্মাঽজ্ঞানেন পদার্থাকারঃ স্ফুরতি। যতঃ সুষুপ্তৌ আত্মাকারান্তঃ-করণবৃত্তৌ সত্যাং পদার্থমাত্রং ন স্ফুরতি চ পরং কিরণাজ্ঞানতো মরীচ্যজ্ঞানাৎ মৃগজলোৎপত্তিঃ তথা রজ্জ্বজ্ঞানাৎ ভুজঙ্গোৎপত্তিঃ এবং প্রাতিভাসিকোঽপি পদার্থঃ নিমিষং নিমেষসময়ং যাবৎ সুখভয়কৃৎ ভবতি। দরিদ্রস্য পিপাসার্দ্দিতস্য চ রৌপ্যমরীচ্যম্বুদর্শনাৎ আশ্বাসনেন সুখং ভবতি। তথৈব ভুজঙ্গদর্শনাৎ ভয়ং ভবতি। তথা চ প্রাতিভাসিকস্যাপি পদার্থস্য ঈষৎকার্য্যক্ষমত্বং দৃষ্টমস্তি। তদ্বৎ প্রকৃতে-ঽপি ক্ষণিকসুখদুঃখোৎপত্তেঃ শক্তত্বমস্তি ইত্যর্থঃ। অতঃ ইদং পদার্থ-

---

অনুবাদ। ৮১। যে যে পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, সেই সেই পদার্থগত আত্মস্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ সেই সেই পদার্থ উৎপন্ন হইয়া প্রতিভাসমান হয়। যেমন শুক্তিকার অজ্ঞান যাহার কারণ এইরূপ মিথ্যারজত প্রতীত হয়, কিন্তু সুষুপ্তিতে সেরূপ প্রকাশ পায় না। কিরণের জ্ঞান না থাকায় জল বলিয়া বোধ হয় এবং তাহার দ্বারা ক্ষণকাল সুখানুভব হয় এবং রজ্জুর অজ্ঞানবশতঃ সর্প প্রতীত হয় এবং তজ্জন্য ক্ষণকাল ভয় হয়, অতএব এই বিশ্ব দর্শনমাত্রেই সৃষ্ট হইয়া থাকে।৮১

মায়াধ্যাসাশ্রয়েণপ্রবিততমখিলং যন্ময়া তেন মৎস্থা-
ন্যেতান্যেতেষু নাহং যদপি হি রজতং ভাতি শুক্তৌ ন রৌপ্যে।
শুক্ত্যংশস্তেন ভূতান্যপি ময়ি নিবসন্তীতি বিষ্বগ্‌বিনেতা
প্রাহাস্মাদ্দৃশ্যজাতং সকলমপি মৃষৈবেন্দ্রজালোপমেয়ম্‌॥৮২

অন্বয়ঃ। ৮২। যৎ মায়াধ্যাসাশ্রয়েণ ময়া অখিলং প্রবিততং, তেন এতানি মৎস্থানি এতেষু অহং ন, যৎ অপি শুক্তৌ রজতং ভাতি রৌপ্যে শুক্ত্যংশঃ ন, তেন ভূতানি অপি ময়ি নিবসন্তি ইতি বিষ্বক্‌বিনেতা প্রাহ, অস্মাৎ সকলম্‌ অপি ইন্দ্রজালোপমেয়ং মৃষা এব।"৮২

(টীকা) জাতং কিলেতি নির্দ্ধারণে দৃষ্টিস্পৃষ্টং দর্শনকালে এব স্পৃষ্টং, পরন্তু দৃঢ়সংস্কারানুবন্ধেন জায়তে। যথ উল্মুকে ভ্রাম্যমাণে পরিধিরূপং তেজো গোচরী ভবতি নোল্মুকং ভবতীত্যর্থঃ॥৮১

৮২। অথ উক্তার্থে ভগবদ্বাক্যং সংবাদয়ন্‌ আহ। যদি অস্মাৎ কারণাৎ মায়ারূপো যোঽয়ম্‌ অধ্যাসঃ আরোপঃ তস্য আশ্রয়ীভূতেন ময়া অখিলং বিশ্বজাতং নামরূপাত্মকং প্রবিততং বিস্তারিতং তেন কারণেন এতানি ভূতানি মৎস্থানি মদাশ্রয়বর্ত্তীনীতি প্রতীয়তে পরন্তু এতেষু ভূতেষু অহং নাস্মি অসঙ্গোঽহং ন বর্ত্তে। নন্থ কারণং হি স্বকার্য্যম্‌ অভিব্যাপ্য তিষ্ঠতীতি প্রসিদ্ধিরস্তি কথমুক্তং তেষু নাহম্‌ ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন উত্তরয়তি—যদপীতি। যদ্যপি শুক্তৌ রজতং ভাতি পরন্তু রৌপ্যে শুক্ত্যংশো ন দৃশ্যতে, অথ যদি দৃশ্যেত, তর্হি ভ্রম এব ন

অনুবাদ। ৮২। [এ বিষয়ে ভগবদ্‌গীতাবাক্য প্রমাণস্বরূপ বলিতেছেন—] যেহেতু আমি মায়ারূপ অধ্যাসকে আশ্রয় করিয়া এই নামরূপাত্মক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব এই সকল প্রাণী আমাতে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু আমি তাহাতে নাই। কারণ, শুক্তিতে রজত প্রতীত হয়, রজতে শুক্তির অংশ প্রকাশ পায় না। অতএব এই সকল প্রাণী আমাতে বাস করে, ইহা জগদ্‌গুরু শ্রীযাদবেন্দ্র কৃষ্ণ বলিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত দৃশ্যপদার্থ ইন্দ্রজালতুল্য মিথ্যাই।৮২

অথ কর্ম্মমীমাংসাপ্রকরণম্।

হেতুঃ কর্ম্মৈব লোকে সুখতদিতরয়োরেবমজ্ঞো বিদিত্বা
মিত্রং বা শত্রুরিত্থং ব্যবহরতি মৃষা যাজ্ঞবল্ক্যার্ত্তভাগৌ।
যৎ কর্ম্মৈবোচতুঃ প্রাগ্ জনকনৃপগৃহে চক্রতুস্তৎপ্রশংসাং
বংশোত্তংসো যদূনামিতি বদতি ন কোঽপ্যত্র তিষ্ঠত্যকর্ম্মা ॥৮৩

অন্বয়ঃ। ৮৩। লোকে কর্ম এব সুখতদিতরয়োঃ হেতুঃ—এবং বিদিত্বা অজ্ঞঃ মিত্রং বা শত্রুঃ ইত্থং মৃষা ব্যবহরতি, যাজ্ঞবল্ক্যার্ত্তভাগৌ প্রাক্ জনকনৃপগৃহে যৎ কর্ম এব ঊচতুঃ, তৎপ্রশংসাং চক্রতুঃ। যদূনাং বংশোত্তংসঃ—ন কঃ অপি অত্র অকর্মা তিষ্ঠতি ইতি বদতি। ৮৩

(টীকা) স্যাৎ তেন কারণেন ময়ি ভূতানি আরোপিতানি পরন্ত এতেষু নাহমিত্যর্থঃ—ইতি বিশ্ববিনেতা জগদ্‌গুরুঃ শ্রীযাদবেন্দ্র আহ। তস্মাৎ কারণাৎ সকলমপি দৃশ্যজাতং মৃষৈব। কিম্ভূতম্ ইন্দ্রজালোপমেয়ম্ ইন্দ্রজালবদুপমীয়তে তৎ। তদুক্তং ভগবতা—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ" ॥৮২

৮৩। অথ কর্ম্মমীমাংসাপ্রকরণং ব্যাখ্যায়তে। তত্র সর্ব্বপ্রাণিনাং সদসৎফলহেতুঃ কর্ম্মৈব অস্তীতি নিরূপয়তি। লোকে জীবলোকে সুখ-তদিতরয়োঃ কারণং কর্ম্মৈব নান্যৎ, এবম্ উক্তপ্রমেয়ম্ অবিদিত্বা অজ্ঞো জ্ঞানহীনো জন্তুঃ মিত্রং শত্রুর্বা ইত্থং মৃষৈব ব্যবহরতি মিত্রং সুখহেতুঃ, শত্রুর্দুঃখহেতুঃ ইত্থম্ অভিনিবিষ্টঃ সন্ ব্যবহরতীত্যর্থঃ। যদি অস্মাৎ

অনুবাদ। ৮৩। এই সংসারে সুখ ও দুঃখের কারণ একমাত্র কর্ম্ম, অজ্ঞলোক ইহা অবগত হইয়া মিত্র অথবা শত্রু এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে জনকরাজার গৃহে যাজ্ঞবল্ক্য ও আর্ত্তভাগ কর্ম্মকে কারণ বলিয়াছেন এবং কর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন। যদুবংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—এই সংসারে অকর্ম্মা কোন লোক নাই।৮৩

বৃক্ষচ্ছেদে কুঠারঃ প্রভবতি যদপি প্রাণিনোত্থস্তথাপি
প্রায়োঽন্নং তৃপ্তিহেতুস্তদপি নিগদিতঃ কারণং ভোক্তৃযত্নঃ।
প্রাচীনং কর্ম্ম তদ্বদ্বিষমসমফলপ্রাপ্তিহেতুস্তথাপি
স্বাতন্ত্র্যং নশ্বরেঽস্মিন্ ন হি খলু ঘটতে প্রেরকোঽস্যান্তরাত্মা ॥৮৪

অন্বয়ঃ। ৮৪। যৎ অপি বৃক্ষচ্ছেদে কুঠারঃ প্রভবতি তথাপি প্রাণিনোত্থঃ, প্রায়ঃ অন্নং তৃপ্তিহেতুঃ তদপি ভোক্তৃযত্নঃ কারণং নিগদিতঃ, তদ্বৎ প্রাচীনং কর্ম্ম [যদ্যপি] বিষমসমফলপ্রাপ্তিহেতুঃ, তথাপি অস্মিন্ নশ্বরে স্বাতন্ত্র্যং ন হি ঘটতে, অন্তরাত্মা খলু অস্য প্রেরকঃ। ৮৪

(টীকা) কারণাৎ প্রাক্ পূর্ব্বং যাজ্ঞবল্ক্যার্ত্তভাগৌ জনকগৃহে যজ্ঞমণ্ডপে কর্ম্মৈব উচতুঃ তথা তচ্ছব্দেন কর্ম্ম তস্যৈব প্রশংসাং চক্রতুঃ, ন কেবলং তাবেব প্রশংসতুঃ যদূনাং বংশোত্তংসঃ শ্রীকৃষ্ণোঽপি বদতি স্মরতি ইতি কিম্ অস্মিঁল্লোকে কোঽপ্যকর্ম্মা ন তিষ্ঠতীতি। তদুক্তং গীতাসু—

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈরিতি" ॥৮৩

৮৪। অথ পূর্ব্বগ্রন্থে যদ্যপি কর্ম্মণঃ প্রশংসা কৃতা, তথাপি কেবলস্য কর্ম্মণো ন ফলদানসামর্থ্যং, কুতঃ, অচেতনত্বাৎ কিন্তু ঈশ্বরপ্রেরিতস্যেতি সদৃষ্টান্তমাহ—যদপি যদ্যপি বৃক্ষচ্ছেদে কুঠারঃ প্রভবতি সমর্থো ভবতি, তথাপি স প্রাণিনোদ্যঃ প্রাণঃ অস্য অস্তীতি প্রাণী জীবৎপুরুষঃ তেন

অনুবাদ। ৮৪। যদ্যপি কুঠার বৃক্ষচ্ছেদনে সমর্থ, তথাপি তাহা প্রাণীর দ্বারা প্রেরিত হইয়া থাকে। যদিও অন্ন প্রায়ই তৃপ্তির কারণ হয়, তথাপি ভোক্তার যত্ন তাহার কারণ বলিয়া কথিত হয়। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম যদিও সম ও বিষম উভয়বিধ ফলপ্রাপ্তির হেতু, তথাপি বিনাশী কর্ম্মের ফলদানবিষয়ে স্বতন্ত্রতা নাই ; কারণ, চেতন অন্তরাত্মাই অচেতন কর্ম্মের প্রেরক।৮৪

স্মৃত্যা লোকেষু বর্ণাশ্রমবিহিতমদো নিত্যকাম্যাদি কর্ম্ম
সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং স্যাদিতি নিগমগিরঃ সঙ্গিরন্তেঽতিরম্যম্।
যন্নাসানেত্রজিহ্বাকরচরণশিরঃশ্রোত্রসন্তর্পণেন
তুষ্যেদঙ্গ্যেব সাক্ষাৎ তরুরিব সকলো মূলসন্তর্পণেন ॥৮৫

অন্বয়ঃ। ৮৫। লোকেষু স্মৃত্যা বর্ণাশ্রমবিহিতম্ অদো নিত্যকাম্যাদি কর্ম সর্বং ব্রহ্মার্পণং স্যাৎ ইতি নিগমগিরঃ অতিরম্যং সংগিরন্তে, যৎ মূলতর্পণেন সকলতরুঃ ইব নাসানেত্রজিহ্বাকরচরণশিরঃশ্রোত্রসন্তর্পনেন সাক্ষাৎ অঙ্গী এব তুষ্যেৎ। ৮৫

(টীকা) নোদ্যঃ প্রের্য্যমাণ এব ভবতি ন স্বাতন্ত্র্যেণ ইত্যর্থঃ। অথ পুনর্দৃষ্টান্তমাহ প্রায় ইতি। অয়ং প্রায়ো নিশ্চয়েন তৃপ্তির্হেতুর্ভবত্যেব তথাপি ভোক্তৃযত্নঃ পচনভোজনক্রিয়ারূপঃ কারণং যস্য নিগদিতঃ। অথ যদর্থং দৃষ্টান্তদ্বয়মুক্তং তদাহ—প্রাচীনমিতি। তদ্বৎ উক্তদৃষ্টান্তবৎ প্রাচীনং কর্ম্ম প্রাগ্‌জন্মকৃতং কর্ম্ম যদ্যপি সমবিষমফলহেতুর্ভবতি, তথাপি অস্মিন্ নশ্বরে কর্ম্মণি ফলদানে স্বাতন্ত্র্যং ন হি ঘটতে, কিন্তু তৎ-প্রেরকোঽন্তরাত্মা ভবতি। অয়মর্থঃ—ক্রিয়মাণং সদসৎ কর্ম্ম তদেব নশ্যতি, তদ্ধর্ম্মাধর্ম্মরূপেণ আত্মনি তিষ্ঠতি, তত্তদাত্মনা প্রেরিতং সৎ ভোগানুকূলং ভবতি, ফলভোগস্তু কর্ম্মসাক্ষিণা ঈশ্বরেণ প্রেরিতস্য অবিদ্যয়া দেহাভি-মানিনঃ জীবস্যৈব সম্ভবতীতি। "পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতীতি পাপঃ পাপেনেতি" হি শ্রুতেঃ। তদুক্তং ভগবতা—

"কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥" ইতি।৮৪

৮৫। ক্ষুদ্রদেবতারাধনমপি ব্রহ্মার্পণমেব ভবতীত্যাহ। লোকেষু মনুষ্যলোকেষু স্মৃত্যা বর্ণাশ্রমক্রমেণ যৎ নিত্যকাম্যাদি কর্ম্ম বিহিতং, তৎ

অনুবাদ। ৮৫। মনুষ্যলোকে স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা যে নিত্য, কাম্য প্রভৃতি পঞ্চবিধ কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, সেই সমুদায় ব্রহ্মেই অর্পিত

(টীকা) সর্ব্বং নিষিদ্ধব্যতিরেকেণ পঞ্চবিধং ব্রহ্মার্পণমেব স্যাদিতি নিগমগিরঃ অতিতারতম্যং যুক্তিযুক্তং সজিয়ন্তে। যদ্যপি কর্ত্তারঃ ফলাভিসন্ধানাং অন্যদেবতোদ্দেশেন কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি তথাপি ব্রহ্মার্পণমেব। কর্ত্তারস্ত তত্তদ্বাসনাভিঃ লিপ্যন্তে। তত্র ষড়্‌বিধানি কর্ম্মাণি অভিহিতানি, নিত্যানি অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি। কাম্যানি ইষ্টসাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি। নৈমিত্তিকানি পুত্রজন্মাদ্যনুবন্ধীনি জাতেষ্ট্যাদীনি। প্রায়শ্চিত্তানি পাপক্ষয়সাধনানি। প্রতিষিদ্ধানি হিংসাদীনি। তত্র নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরমং প্রয়োজনম্। উপাসনানাং তু তদৈকাগ্র্যম্। "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। "তপসা কল্মষং হন্তি" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। নিত্যনৈমিত্তিকয়োঃ উপাসনানাং চ অবান্তরফলং পিতৃলোকসত্যলোকপ্রাপ্তিঃ। "কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অন্যদেবতোদ্দেশেন যৎ কর্ম্ম কৃতং তদ্ ব্রহ্মার্পণম্ ইত্যত্র যুক্তিমাহ—যদ্বতি। নাসানেত্রজিহ্বাকরচরণশিরঃশ্রোত্রাণাম্ অবয়বানাং সন্তর্পণেন যথা সাক্ষাৎ অঙ্গী আত্মা, যথা মূলসন্তর্পণেন সকলো বৃক্ষঃ সন্তর্পিতো ভবতি, এবম্ অন্যদেবতোদ্দেশেন কৃতেঽপি কর্ম্মণি অবয়বীভূতসকলদেবতাত্মকঃ পরমেশ্বরঃ এব তৃপ্যতি ইত্যর্থঃ ॥৮৫

হইয়া থাকে, বেদবাক্য অতীব যুক্তিযুক্তভাবে ইহা প্রতিপাদন করেন। যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে সমস্ত বৃক্ষই সন্তর্পিত হয়, সেইরূপ নাসিকা, চক্ষুঃ, জিহ্বা, হস্ত, পদ, মস্তক ও কর্ণের তৃপ্তি হইলে সাক্ষাৎ অঙ্গী আত্মার প্রীতি হইয়া থাকে। সুতরাং ক্ষুদ্র দেবতার প্রীতিও ব্রহ্মার্পণ ।৮৫

যঃ প্রেত্যাত্মানভিজ্ঞঃ শ্রুতিবিদপি তথা কর্ম্মকৃৎ কর্ম্মণোঽস্য
নাশঃ স্যাদল্পভোগাৎ পুনরবতরণে দুঃখভোগো মহীয়ান্।
আত্মাভিজ্ঞস্য লিপ্সোরপি ভবতি মহান্ শাশ্বতঃ সিদ্ধিভোগঃ
হ্যাত্মা তস্মাদুপাস্যঃ খলু তদধিগমে সর্ব্বসৌখ্যান্যলিপ্সোঃ ॥৮৬

অন্বয়ঃ। ৮৬। যঃ শ্রুতিবিৎ অপি তথা কর্মকৃৎ আত্মানভিজ্ঞঃ প্রৈতি, অস্য কর্ম্মণঃ নাশঃ স্যাৎ, অল্পভোগাৎ পুনরবতরণে মহীয়ান্ দুঃখভোগঃ, আত্মাভিজ্ঞস্য লিপ্সোঃ অপি মহান্ শাশ্বতঃ সিদ্ধিভোগঃ ভবতি। তস্মাৎ খলু আত্মা তু উপাস্যঃ, তদধিগমে অলিপ্সোঃ সর্ব্বসৌখ্যানি। ৮৬

টীকা। ৮৬। অথ ঈশ্বরানভিজ্ঞেন যৎ কর্ম্ম কৃতং তদ্ব্যবস্থাম্ আহ। যঃ শ্রুতিবিৎ অপি বেদজ্ঞোঽপি তথাকর্ম্মকৃৎ তৎপ্রতিপাদিত-কর্ম্মকৃৎ পুরুষ আত্মানভিজ্ঞঃ আত্মবহির্ম্মুখঃ সন্ প্রৈতি ম্রিয়তে অস্য পুরুষস্য কর্ম্মণঃ নাশঃ স্যাৎ কস্মাৎ অল্পভোগাৎ দেবলোকাদিভোগাৎ। "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশান্তি" ইত্যাদি ভগবদ্বচনাৎ। তথাঽস্য পুরুষস্য পুনঃ অবতরণে মহীয়ান্ দুঃখভোগো ভবতি। অথাত্মাভিজ্ঞঃ সন্ যঃ ফলেচ্ছুঃ ভবতি তস্য কা গতিঃ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—লিপ্সোরিতি। আত্মাভিজ্ঞস্য শাশ্বতসিদ্ধিভোগো ভবতি। মহান্ স্বর্লোকাদপি অধিকঃ তথা শাশ্বতঃ বহুকালভোগ্যঃ এবংবিধঃ অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিভোগো ভবতি। তথা অলিপ্সোঃ সিদ্ধ্যনপেক্ষস্য আত্মাভিজ্ঞস্য পুরুষস্য তদভিগমে আত্মপ্রাপ্তৌ সর্ব্বসৌখ্যানি ভবন্তি পরমানন্দপ্রাপ্তিঃ ভবতি ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ। ৮৬। যিনি বেদজ্ঞ ও কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা হইয়া আত্মাকে জানেন না, তাঁহার মরণ অনিবার্য্য। তাঁহার কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে, স্বর্গে অল্পভোগের পর আবার মর্ত্তলোক আসিয়া অত্যন্ত দুঃখভোগ হয়। যিনি আত্মজ্ঞ অথচ কর্ম্মফললাভে অভিলাষী, তাঁহার স্বর্গলোক হইতে অধিক বহুফল ভোগ্য অষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়। অতএব

(টীকা) অত্র শ্রুতিঃ—"অথ যো হ বাস্মাল্লোকাৎ স্বং লোকম্ অদৃষ্ট্বা প্রৈতি স এনম্ অবিদিতো ন ভুনক্তি, যথা বেদো বাহননূক্তোঽন্যদ্বা কর্ম্মাকৃতং ভবতি যদ্ব হ বা অপ্যনেবং বিৎ মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম করোতি। তদস্য অন্ততঃ ক্ষীয়তে এব আত্মানমেব লোকম্ উপাসীত স য আত্মানমেব লোকম্ উপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে অস্মাদ্ধ্যেব আত্মনো যদ্ যৎ কাময়তে তৎ তৎ সৃজতে" ইতি।

ভাষ্যং—অথ যঃ পুরুষঃ অস্মাৎ মৃত্যুলোকাৎ স্বং লোকম্ আত্মাভিধং লোকম্ আত্মানম্ অদৃষ্ট্বা সাক্ষাৎ অকৃত্বা প্রৈতি ম্রিয়তে স এনম্ আত্মানম্ অবিদিতঃ অজানন্ কর্ম্মফলং ভোক্তুং ন সমর্থো ভবতি ভোগাবসানে কর্ম্মনাশো ভবতি ইত্যর্থঃ। অথ কুতঃ আত্মানং ন পশ্যতি ইত্যাহ। যথা বেদো নাননূক্তঃ অর্থম্ অনুলক্ষীকৃত্যোক্তঃ পঠিতঃ অনূক্তঃ ন অনূক্তঃ অননূক্তঃ বেদতাৎপর্য্যম্ অজানতঃ আত্মদর্শনং কুতঃ ইত্যর্থঃ। তথা অন্যদ্বেদার্থাদ্বিপরীতং যদ্ব যৎ কর্ম্ম তদকৃতমেব নিরর্থকমেব ইত্যর্থঃ। তথা অনেবংবিৎ ন এবংবিৎ অনেবংবিৎ স্বস্বরূপানভিজ্ঞপুরুষো যন্মহৎ পুণ্যম্ অশ্বমেধাদিকং কর্ম্ম করোতি তদস্য অন্ততঃ ভোগাবসানাৎ ক্ষীয়তে নাশমাপ্নোতি। অথ চিত্তশুদ্ধিদ্বারা আত্মপ্রকাশকং যৎ কর্ম্ম তন্ন নশ্যতি ইত্যর্থঃ। তদুক্তং ভগবতা—"অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবতি অল্পমেধসাম্"। তদেবাহ—তৎ তস্মাৎ কারণাৎ আত্মানমেব লোকম্ উপাসীত স য আত্মানমেব লোকম্ উপাস্তে হ ইতি নিশ্চয়েন তস্য কর্ম্ম ন ক্ষীয়তে। ননু বিষয়সুখলম্পটস্য কথম্ আত্মালোকাপেক্ষা ইত্যত আহ—অস্মাদিতি। অস্মাৎ আত্মনঃ সকাশাৎ যদ্যৎ কাময়তে কামনাবিষয়ং করোতি তৎ তৎ সৃজতে সম্পাদয়তি। আত্মযোগাৎ অণিমাদিসিদ্ধয়ো লভ্যন্তে। কিং পুনরন্যৎ ইত্যর্থঃ ॥৮৬

(অনুবাদ) আত্মার উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য, আত্মলাভ হইলে কর্ম্মফললাভে অনিচ্ছু ব্যক্তির সমস্ত সুখের প্রাপ্তি ঘটে ।৮৬

সূর্য্যাদ্যৈরর্থভানং ন হি ভবতি পুনঃ কেবলৈর্নাত্র চিত্রং
সূর্য্যাৎ সূর্য্যপ্রতীতির্ন ভবতি সহসা নাপি চন্দ্রস্য চন্দ্রাৎ।
অগ্নেরগ্নেশ্চ কিন্তু স্ফুরতি রবিমুখং চক্ষুষশ্চিৎপ্রযুক্তাৎ
আত্মজ্যোতিস্ততোঽয়ং পুরুষ ইহ মহো দেবতানাং চ চিত্রম্॥৮৭

অন্বয়ঃ। ৮৭। সূর্য্যাদ্যৈঃ কেবলৈঃ ন হি অর্থভানং ভবতি, অত্র পুনঃ চিত্রং ন। সূর্য্যাৎ সূর্য্যপ্রতীতিঃ ন, সহসা চন্দ্রাৎ অপি চন্দ্রস্য [প্রতীতিঃ] ন, অগ্নেঃ অগ্নেঃ চ [ন], কিন্তু রবিমুখং চিৎপ্রযুক্তাৎ চক্ষুষঃ আত্মজ্যোতিঃ স্ফুরতি, ততঃ অয়ং পুরুষঃ ইহ দেবতানাং চ চিত্রং মহঃ। ৮৭

টীকা। ৮৭। অথ সূর্য্যাচন্দ্রমসাদীনাম্ অর্থপ্রকাশকত্বেন স্বাতন্ত্র্যম্ অস্তীতি প্রকটয়ন্ আহ। সূর্য্যাদ্যৈঃ সূর্য্যচন্দ্রাদিভিঃ কেবলৈঃ স্বতন্ত্রৈঃ অর্থভানং পদার্থজ্ঞানং ন ভবতীতি প্রাঙ্ নিরূপিতমেব অস্তীত্যতো নাত্র চিত্রম্ অপূর্ব্বম্। অথ অন্যদপূর্ব্বম্ অস্তি ইত্যাহ—সূর্য্যাদিতি। লোকে সূর্য্যাদ্যাঃ স্বস্বপ্রকাশকা ইতি প্রসিদ্ধিরস্তি। সা ন তাত্ত্বিকী কুতঃ যতঃ সূর্য্যাৎ সূর্য্যপ্রতীতিঃ সহসা অকস্মাৎ ন ভবতি, তথা চন্দ্রস্য প্রতীতিরপি চন্দ্রাৎ ন ভবতি তথাগ্নেঃ দীপাদের্ব্বা প্রতীতিঃ ন দীপাগ্নেঃ ভবতি, কিন্তু রবিমুখং সূর্য্যচন্দ্রপ্রভৃতিচিৎপ্রযুক্তাৎ আত্মপ্রেরিতাৎ চক্ষুষোঃ নিমিত্তভূতাৎ স্ফুরিতি প্রকাশতে ন নিদ্রাণস্য জাত্যন্ধস্য প্রকাশতে, তস্মাৎ কারণাদয়ং যঃ কশ্চিৎ পুরুষো জাগৃত্যাং স্বপ্নে জ্যোতিঃ প্রকাশকোঽয়ং

অনুবাদ। ৮৭। কেবলমাত্র সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতির দ্বারা অর্থজ্ঞান হয় না, ইহা আশ্চর্য্য নহে। কারণ, কেবল সূর্য্য হইতে সূর্য্যের প্রতীতি, চন্দ্র হইতে চন্দ্রের প্রতীতি এবং অগ্নি হইতে অগ্নির প্রতীতি হয় না। কিন্তু সূর্যচন্দ্রপ্রভৃতি চৈতন্যপ্রযুক্ত চক্ষুর নিমিত্ততা বশতঃ আত্মার দ্বারা প্রকাশিত হয়। অতএব এই পুরুষ আত্মাই চক্ষুরাদি ও দেবতাদিগের অপূর্ব্ব তেজঃ অর্থাৎ রূপরসাদির প্রকাশক।৮৭

প্রাণেনাম্ভাংসি ভূয়ঃ পিবতি পুনরসাবন্নমশ্নাতি চাত্র
তৎপাকং জাঠরোগ্নিস্তদুপহিতবলো দ্রাক্ শনৈর্বা করোতি।
ব্যানঃ সর্ব্বাঙ্গনাড়ীষথ নয়তি রসং প্রাণসন্তর্পণার্থং
নিঃসারং পূতিগন্ধং ত্যজতি বহিরয়ং দেহতোঽপানসংজ্ঞঃ ॥৮৮ .

অন্বয়ঃ। ৮৮। অসৌ প্রাণেন ভূয়ঃ অম্ভাংসি পিবতি. অসৌ পুনঃ অত্র চ অন্নম্ অশ্নাতি। জাঠরঃ অগ্নিঃ তদুপহিতবলঃ দ্রাক্ শনৈঃ বা তৎপাকং করোতি। অথ ব্যানঃ প্রাণসন্তর্পণার্থং সর্ব্বাঙ্গনাড়ীষু রসং নয়তি। অয়ম্ অপানসংজ্ঞঃ দেহতঃ বহিঃ নিঃসারং পূতিগন্ধং ত্যজতি। ৮৮

(টীকা) যস্য স তথাবিধোঽস্তি ইহ ইন্দ্রিয়ব্যাপারে চিত্রং দেবানাং চক্ষুরাদীনাং মহস্তেজো রূপরসাদিপ্রকাশকম্ অস্তি।

অত্র শ্রুতিঃ সামবেদারণ্যকে—চিত্রং দেবানাম্ উদগাদনীকং চক্ষুঃ মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।

ভাষ্যম্—জগতো জঙ্গমস্য তথা তস্থুষঃ স্থাবরস্য চরাচরস্য সূর্য্যঃ প্রকাশকঃ আত্মৈব ন সূর্য্যাদিঃ যতঃ স আত্মা মিত্রস্য নেত্রাধিদেবত্বেন রূপগ্রাহকস্য আদিত্যস্য তথা বরুণস্য রসগ্রাহকস্য তথাগ্নেঃ বাগধিদৈবতস্য চক্ষুঃ প্রকাশকঃ ন হ্যাত্মপ্রকাশম্ অন্তরেণ সূর্য্যাদিপ্রতীতিঃ। অথ এতদর্থে প্রত্যায়কম্ অনুভবমাহ—চিত্রম্ ইতি। দ্যোতয়ন্তি অর্থান্ প্রকাশয়ন্তি তে দেবাশ্চক্ষুরাদ্যাঃ তেষাম্ অনীকং প্রকাশসমূহং চিত্রং বিচিত্রম্ উদগাৎ উদয়ং প্রাপ্তম্ অনুভূয়তে অত্রৈতদুক্তং ভবতি। রূপরসাদিষু পঞ্চবিধবিষয়েষু মধ্যে সূর্য্যাদিঃ একৈকস্যৈব গ্রাহকং ন সর্ব্বেষাম্। বিচিত্রাণাং তথাবিধানাং গ্রাহকত্বং তু তত্তৎ বৃত্তিপ্রবর্ত্তকস্য পরমাত্মনং এব সম্ভবতি নান্যস্য; এবং দেহাবচ্ছেদে যদ্ অধ্যাত্মরূপম্ একম্ অনুভূয়মানম্ পরমাত্মতত্ত্বং তদ্দ্যাবা পৃথিবীঃ অন্তরিক্ষং চ আপ্রা স্বকীয়েন তেজসা আসমন্তাৎ আপূরয়ৎ সর্ব্বাত্মকত্বেন স্থিতম্ ইত্যর্থঃ ॥৮৭

ব্যাপারং দেহসংস্থঃ প্রতিবপুরখিলং পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকোঽসৌ
প্রাণঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামধিপতিরনিশং সত্তয়া নির্ব্বিবাদম্।
যস্যেত্থং চিদ্ঘনস্য স্ফুটমিহ কুরুতে সোঽস্তি সর্ব্বস্য সাক্ষী
প্রাণস্য প্রাণ এষোপ্যখিলতনুভৃতাং চক্ষুষশ্চক্ষুরেষঃ ॥৮৯

অন্বয়ঃ। ৮৯। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ অধিপতিঃ পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ অসৌ প্রাণঃ দেহসংস্থঃ যস্য চিদ্ঘনস্য সত্তয়া অনিশম্ ইত্থং নির্ব্বিবাদং স্ফুটম্ ইহ প্রতিবপুঃ অখিলং ব্যাপারং কুরুতে, সর্ব্বস্য সাক্ষী, এবঃ অখিলতনুভৃতাং প্রাণস্য প্রাণঃ, এবঃ চক্ষুষঃ চক্ষুঃ সঃ অস্তি। ৮৯

টীকা। ৮৮। অথ প্রাণাদিকৃত্যমাহ। অসৌ দেহী প্রাণেন কৃত্বা ভূয়ঃ অম্ভাংসি পিবতি পুনঃ অন্নং চ অশ্নাতি। তস্য তস্য পীতস্য ভক্ষিতস্য বা তদুপহিতবলো জাঠরো অগ্নিঃ পাকং করোতি, তেন প্রাণেন উপহিত-বলঃ বীজ্যমানঃ সন্ দ্রাক্ শীঘ্রং শনৈর্ব্বা যথা প্রাণঃ প্রযত্নং করোতি। অথ পাকানন্তরং পরিপক্কান্নোদকস্য রসং সারং ভাগং প্রাণসন্তর্পণার্থং বা সর্ব্বাঙ্গনাড়ীষু নয়তি। প্রাণশব্দেন ইন্দ্রিয়াণি। তেষাং সন্তর্পণার্থং করোতি তথা শেষং নিঃসারম্ অন্নমুদকং পূতিগন্ধং মলমূত্রবিষ্টাদিরূপেণ ত্যজতি বহির্নিঃসারয়তি দেহতঃ অপানসংজ্ঞঃ ॥৮৮

৮৯। ব্যাপারমিতি ॥৮৯

অনুবাদ। ৮৮। দেহী প্রাণের দ্বারা জলপান করে, এবং অন্নভক্ষণ করে, জাঠরাগ্নি প্রাণের দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র বা শনৈঃ শনৈঃ পীত ও ভক্ষিত বস্তুর পরিপাক সম্পাদন করে। পরিপাকের অনন্তর ব্যানবায়ুর প্রাণবায়ুর তৃপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত নাড়ীসমূহে সারভাগ আনয়ন করে, অপানবায়ু দেহের বাহিরে অসার পূতিগন্ধ ত্যাগ করে ॥৮৮

৮৯। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি পঞ্চবৃত্তিরূপ এই প্রাণ দেহে অবস্থান করিয়া যে চিৎস্বরূপ আত্মার সত্তায় সর্ব্বদা নির্ব্বিবাদে এই প্রতি-

যং ভান্তং চিদ্ঘনৈকং ক্ষিতিজলপবনাদিত্যচন্দ্রাদয়ো যে
ভাসা তস্যৈব চানুপ্রবিলয়গতয়ো ভান্তি তস্মিন্ বসন্তি।
বিদ্যুৎপুঞ্জোগ্নিসঙ্ঘোপ্যুড়ুগণবিততির্ভাসয়েৎ কিং পরেশং
জ্যোতিঃ শান্তং হ্যনন্তং কবিমজমমরং শাশ্বতং জন্মশূন্যম্ ॥৯০

অন্বয়ঃ। ৯০। প্রবিলয়গতয়ঃ ক্ষিতিজলপবনাদিত্যচন্দ্রাদয়ঃ যে চিদ্ঘনৈকং ভান্তং যম্ অনু তস্য এব ভাসা চ ভান্তি, তস্মিন্ বসন্তি। বিদ্যুৎপুঞ্জঃ অগ্নিসঙ্ঘঃ উড়ুগণবিততিঃ অপি জ্যোতিঃ শান্তম্ অনন্তং কবিম্ অজম্ অমরং শাশ্বতং পরেশং হি কিং ভাসয়েৎ। ৯০

টীকা। ৯০। এবং সর্ব্বপ্রকাশকত্বেন লক্ষীকৃত্যাত্মৈব স্থূণানিখননন্যায়েন দৃঢ়ীকরণায় তদেবং সর্ব্বপ্রকাশকত্বম্ উক্তমপি "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি শ্রুত্যন্তরপ্রমাণেন দৃঢ়য়তি—যং ভান্তমিতি। প্রবিলয়গতয়ঃ অন্যোন্যং ন শ্লিষ্টা গতিঃ স্বরূপব্যবহারাদিস্থিতিঃ যেষাং তে তাদৃশাঃ ক্ষিতিঃ পৃথ্বী জলং তোয়ং পবনো বায়ুঃ আদিত্যঃ সূর্য্যঃ চন্দ্রঃ সোমঃ আদির্যেষাং বাগাদীনাং সর্ব্বে যং সচ্চিদানন্দঘনম্ একং নিরপেক্ষম্ অন্যনির্ব্বাহক্ষমম্ আত্মানং ভান্তং স্বতঃ প্রকাশমানং সন্তম্ অনু পশ্চাদ্ভান্তি প্রকাশন্তে। কিঞ্চ

(অনুবাদ) শরীরে সমুদয় চেষ্টা স্পষ্টভাবে করিতেছে, তিনিই সকলের সাক্ষী, সকল প্রাণীর প্রাণের ও প্রাণ এবং চক্ষুর ও চক্ষুঃ অর্থাৎ প্রকাশক।৮৯

৯০। যাহাদের স্বরূপব্যবহার, স্থিতি ও কার্য্য পরস্পরভিন্ন এইরূপ পৃথিবী, জল, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি চিৎস্বরূপ প্রকাশশীল যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এবং যাঁহার প্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং তাহারা যাহাতে অবস্থান করে, বিদ্যুৎসমূহ, অগ্নিরাশি, নক্ষত্রশ্রেণী ও প্রকাশস্বরূপ, শান্ত, ব্যাপক, সর্ব্বজ্ঞ, জন্মশূন্য, মৃত্যুরহিত, নিত্য পরমেশ্বরকে কি প্রকাশিত করিতে পারে ?।৯০

তদ্‌ব্রহ্মৈবাহমস্মীত্যনুভব উদিতে যস্য কস্যাপি চেদ্ বৈ।
পুংসঃ শ্রীসদ্‌গুরূণামতুলিতকরুণাপূর্ণপীযূষদৃষ্ট্যা।
জীবন্মুক্তঃ স এব ভ্রমবিধুরমনা নির্গতে চাপ্যুপাধৌ
নিত্যানন্দৈকধাম প্রবিশতি পরমং নষ্টসন্দেহবৃত্তিঃ ॥৯১

অন্বয়ঃ। ৯১। যস্য কস্য পুংসঃ অপি চেৎ বৈ শ্রীসদ্‌গুরূণাম্ অতুলিতকরুণাপূর্ণপীযূষদৃষ্ট্যা অহং তৎ ব্রহ্ম এব অস্মি—ইতি অনুভবে উদিতে ভ্রমবিধুরমনাঃ নষ্টসন্দেহবৃত্তিঃ সঃ এব জীবন্মুক্তঃ [ভবতি]. উপাধৌ চ নির্গতে পরমং নিত্যানন্দৈকধাম প্রবিশতি। ৯১

(টীকা) তস্মিন্ স্বপ্রকাশসদাত্মনি বসন্তি তিষ্ঠন্তি তৎসত্তাপ্রাপ্ত্যা এব স্ব-স্বব্যাপারক্ষমাঃ জায়ন্তে ইত্যর্থঃ। তম্ উক্তলক্ষণং পরেশং সর্ব্বজগৎ-কারণভূতপ্রকৃতিনিয়ন্তারম্, শান্তং জগদ্বাসনাঽস্পৃষ্টম্, অনন্তং নাশ—নাশান্যথানুপপত্ত্যা স্বতো নাশহীনম্। কবিং জ্ঞানস্বরূপং শাস্ত্রযোনিত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বোপলক্ষিতম্ ইত্যর্থঃ। অজং জন্মশূন্যম্। অমরং মৃতিশূন্যম্। জন্মনাশান্যথানুপপত্ত্যা জন্মমরণহীনম্ ইত্যর্থঃ। তত্রৈব হেতুদ্বয়ং স্পষ্টার্থং শাশ্বতং নিত্যং জন্মশূন্যং জন্মরহিতম্। এতেন যাস্কপঠিতা "জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি" ইতি ষড়্‌বিকারা অপি নিরস্তা জ্ঞেয়াঃ। তম্ আত্মানম্। বিদ্যুৎপুঞ্জো বিদ্যুতাং পুঞ্জঃ সমূহঃ। লোকদৃষ্ট্যাপ্রকাশোঽপি তথা অগ্নিসজ্ঘঃ বহ্নীনাং সমূহঃ, তথা-ভূতোঽপি তথা উড়ূনাং নক্ষত্রাণাং গণস্য সমূহস্য বিততিঃ বিস্তারঃ। উপলক্ষণমেতৎ। সূর্য্যাদীনাং তৎসর্ব্বং প্রকাশজাতং ভাসয়েৎ কিং প্রকাশয়েৎ কিং নৈব প্রকাশয়েৎ। লোকেঽপি প্রকাশ্যস্য প্রকাশক-প্রকাশয়িতৃত্বং ন দৃষ্টমিতি ভাবঃ। এবম্ভূতাত্মানুভবতো জীবন্মুক্তিঃ ফলং ভবতীত্যাহ ॥৯০

৯১। তদ্‌ব্রহ্মেতি। যস্য কস্যাপি ইত্যুক্ত্যা জাতিবর্ণাশ্রমবয়ো-

অনুবাদ। ৯১। মুক্ত সদ্‌গুরুর নিরুপম করুণাপূর্ণ মরণনিবর্ত্তক

(**টীকা**) ইবস্থাস্ত্রীপুরুষোচ্চনীচাদিভেদা লোকদৃষ্টাঃ ন শাস্ত্রীয়জ্ঞান-প্রতিবন্ধকাঃ ইতি সূচিতম্। লৌকিকানাম্ অনধিকারিত্বভ্রমভূতানাম্ অপি ব্রাহ্মণসাদৃশ্যমূলকদেশিকাধিকারিত্বনিরূপকবাক্যৈঃ বাধস্য দৃশ্য-মানত্বাৎ। পুংস ইত্যুক্ত্যা মুমুক্ষোঃ মোক্ষমুখ্যসাধনতত্ত্বজ্ঞানকারণ-গুরুশুশ্রূষাপূর্ব্বকশ্রবণাদিপুরুষপ্রযত্ন এব অপেক্ষিতঃ ইতি সূচিতম্ যস্য কস্যাপি অধিকারিণঃ পুরুষস্য শ্রীসদ্গুরূণাং মুক্তিশ্রীসহিতানাং সতাং সদ্রূপব্রহ্মসাক্ষাৎকারবতাং গুরূণাং দেশিকবর্য্যাণাং গুরূণাং মুক্তিশ্রীমত্ত্বে সত্ত্বে চ শ্রুতিঃ। "ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীঃ নিহিতাধিবাচি। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুরিতি ইতি অতুলিতা নিরুপমা যা করুণা তয়া পূর্ণা ভরিতা" অত এব পীযূষম্ অমৃতং তন্মরণনিবর্ত্তকা দৃষ্টিঃ জ্ঞানং তয়া কৃত্বা "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" ইতি শ্রুতেঃ। গুরুতঃ প্রাপ্তয়া ব্রহ্মবিদ্যয়েত্যর্থঃ। তদুক্তলক্ষণং ব্রহ্মৈব দেশকালবস্তুকৃতপরিচ্ছেদরহিতং তৎপদলক্ষণম্ অহমেব ত্বং পদলক্ষ্যং কূটস্থরূপমেব ততঃ পৃথগহং ন ভবামি ইত্যেবং নিশ্চয়রূপঃ অনুভবঃ। সাক্ষাৎকারঃ উদিতঃ আবির্ভূতঃ যদি স্যাৎ তদানীমেব স পুরুষঃ ভ্রমবিধুরমনাঃ ভ্রমেণ বিপরীতজ্ঞানেন বিধুরং বিযুক্তং মনঃ। জীবন্মুক্তিব্যবহারযোগ্যপ্রারব্ধশেষং যাবৎ মনো যস্য, অতএব নষ্টসন্দেহবৃত্তিঃ লীনাঃ সংশয়বিশিষ্টাঃ বৃত্তয়ো যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্ জীবন্মুক্তো ভবতি। স এবেতি। স জীবন্মুক্ত এব প্রারব্ধান্তে অনাদ্যুপাধৌ নির্ম্মলমায়োপাধৌ নির্গতে স্বরূপেণ লয়ং প্রাপ্তে সতি বীজনাশস্য পূর্ব্বমেব জ্ঞানসমকালং জাতত্বাৎ। পরমং কার্য্যকারণাস্পৃষ্টং নিরুপাধিকম্ ইত্যর্থঃ। নিত্যানন্দং নিরতিশয়ং

(**অনুবাদ**) জ্ঞানের দ্বারা যে কোন ব্যক্তির 'আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ'—এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হয়, সে ব্যক্তি বিপরীত জ্ঞানশূন্য ও সন্দেহ-শূন্য হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন ; দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উপাধির লয় হইলে পরম একমাত্র নিত্যানন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হন।৯১

নো দেহো নেন্দ্রিয়াণি ক্ষরমতি চপলং নো মনো নৈব বুদ্ধিঃ
প্রাণো নৈবাহমস্মীত্যখিলজড়মিদং বস্তুজাতং কথং স্যাম্।
নাহঙ্কারো ন দারাগৃহসুতসুজনক্ষেত্রবিত্তাদি দূরং
সাক্ষী চিৎপ্রত্যগাত্মা নিখিলজগদধিষ্ঠানভূতঃ শিবোহহম্ ॥৯২

অন্বয়ঃ। ৯২। অহং দেহঃ নো, ইন্দ্রিয়াণি ন, ক্ষরম্ অতিচপলং মনো নো, বুদ্ধি ন এব, প্রাণঃ ন এব অস্মি, ইদম্ অখিলজড়ং বস্তুজাতং কথং স্যাম্? ন অহঙ্কারঃ, দারাগৃহসুতস্বজনক্ষেত্রবিত্তাদি দূরং, অহং সাক্ষী চিৎপ্রত্যগাত্মা নিখিলজগদধিষ্ঠানভূতঃ শিবঃ। ৯২

(টীকা) বাধহীনং সুখরূপমেকং মুখ্যং ধাম তেজঃ। গৃহঃ চ স্বরূপং সর্ব্বসূর্য্যাদিতেজঃ। প্রকাশকত্বাৎ। সর্ব্বব্রহ্মাদিজীবানাং নিবাসভূতত্বাচ্চ প্রবিশতি স এব ভবতি ইত্যর্থঃ ॥৯১

৯২। ইদানীং তস্যৈব জ্ঞানিনো যাবৎ প্রারব্ধং সর্ব্বব্যবহারাপ্রতিবন্ধকত্বেন জীবন্মুক্তিসুখম্ অনুভবিতুং সর্ব্বদেহাদ্যসত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বকং স্বাত্মসুখানুসন্ধানম্ আহ—নো দেহ ইতি। দেহঃ পঞ্চীকৃতভূতকার্য্যঃ। অত্র বিকারঃ অহং ন। মম চিদ্রূপত্বাৎ, সত্বাচ্চ, দেহস্তু ক্ষরম্ অতিচপলম্ ইতি হেতুগর্ভিতং বিশেষণদ্বয়ং ক্ষরত্বাৎ নাশধর্ম্মিত্বাৎ অন্যথাপরিণামত্বেন অতিচঞ্চলত্বাচ্চ। আত্মা তু সদ্রূপত্বেন স্থিরঃ চিদ্রূপশ্চ অনুভূয়তে। অতো বৈলক্ষণ্যাদুভয়োঃ অহম্ আত্মা, দেহী ন ভবামি। কিন্তু দেহস্তু নাস্ত্যেব ইত্যর্থঃ। কিং চ অহমাত্মা, ইন্দ্রিয়াণি

অনুবাদ। ৯২। আমি চিদ্রূপ ও সৎস্বরূপ বলিয়া দেহ নহি, জ্ঞান ও ক্রিয়াসাধন দশটী ইন্দ্রিয় নহি, আমি সংশয়াত্মক মনঃ নহি, নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ বুদ্ধি নহি এবং পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণও নহি, কারণ, ইহারা সকলে বিনাশী ও অস্থির। স্ত্রী, গৃহ, পুত্র, স্বজন, ক্ষেত্র, ধনপ্রভৃতি ত দূরের কথা। আমি সাক্ষী, চেতন, প্রত্যগাত্মা, সকল জগতের অধিষ্ঠান ও সুখস্বরূপ।৯২

(**টীকা**) ক্রিয়াসাধনানি জ্ঞানসাধনানি চ ইত্যুভয়াত্মকানি, দশাপি ন ভবামি। ইন্দ্রিয়াণাম্ অন্যোন্যত্র ব্যাবৃত্ত্যা অসত্ত্বপ্রতিতেঃ। বিষয়াণাম্ অসত্ত্বেন ইন্দ্রিয়াণাম্ অসত্ত্বস্য অনুভূয়মানত্বাচ্চ তাস্বহং ন ভবামি। পূর্ব্ববিশেষণদ্বয়মপি অনাত্মহেতুত্বেন অত্র যোজ্যম্। কিঞ্চ, অহং মনঃ সংশয়াত্মকং ন ভবামি, নাস্মি কামাদিবৃত্তিমত্ত্বেন উৎপত্ত্যাদিমত্ত্বেন চ বিকারবত্ত্বাৎ অসত্ত্বাচ্চ মনো নাস্ত্যেব, অহং তু মনোবিকারাণাম্ উৎপত্তি-বিনাশয়োশ্চ প্রকাশত্বেন সচ্চিদ্রূপেণ প্রকাশমানঃ অস্ম্যেব অতো মনো নাহম্ ইত্যাশয়ঃ। কিং চ বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিরপি অহং ন ভবামি। জাগ্রদবস্থাবত্ত্বেন উৎপত্তিবিলয়বত্ত্বাৎ। অহং তু আত্মা অবস্থাত্রয়তদ্বদ্বুদ্ধিসাক্ষী সচ্চিদ্রূপঃ সোহংবুদ্ধিঃ কথং স্যাৎ নৈব স্যাম্ ইত্যর্থঃ। কিং চ প্রাণঃ পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ শারীরো বায়ুঃ। অহং নৈবাস্মি নৈব ভবামি। ইদং মম কূটস্থস্য আত্মনো প্রকাশ্যম্। অখিলং জগদিদং সর্ব্বম্ অচিদ্রূপং দেহাদি বস্তুজাতং পদার্থসমূহম্ অহং কূটস্থঃ সচ্চিদানন্দঃ। কথং স্যাং কেন প্রকারেণ ভবামি। অত এব অহংকার্য্যস্য সর্ব্বস্য দৃশ্যত্বাৎ। জড়ত্বাৎ অসত্ত্বাৎ বিকারিত্বাচ্চ। অহঙ্কারস্যাপি তথা অসত্ত্বাৎ। স অহঙ্কারঃ। অহং দ্রষ্টা সচ্চিদানন্দঃ কূটস্থঃ। ইতি অতীববৈলক্ষণ্যাৎ ন ভবামি। অতএব দারাঃ স্ত্রী গৃহং বেশ্ম সুতাঃ পুত্রাঃ স্বজনাঃ সম্বন্ধিবান্ধবমিত্রভৃত্যাদয়ঃ ক্ষেত্রং ভূমিঃ বিত্তং দ্রব্যম্ আদি মুখ্যং যস্য জাতিকুলবর্ণাশ্রমধর্ম্মাধর্ম্মাদেঃ। তৎ সকলমপি দেহাদিসাপেক্ষসিদ্ধিক-ত্বাৎ দূরম্ অতঃ তে নৈব অহমস্মি। অহং তু এতস্য দেহাদিজড়বস্তু-জাতস্য সাক্ষাৎ অব্যবধানেন প্রকাশকত্বাৎ সাক্ষীতি প্রকাশকত্বাৎ চিৎ জ্ঞানং সর্ব্বান্তরত্বেন স্বতঃ প্রকাশমানত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাৎ সদ্রূপত্বাৎ আত্মা যং বিনা সর্ব্বোপাধিষ্ঠানস্য শবলব্রহ্মণোপি অসিদ্ধেঃ উপচারেণ নিখিলস্য সমস্তস্য জগতো বিশ্বস্য অধিষ্ঠানভূত অধিষ্ঠানভূতত্বেন উক্তঃ শিবঃ সুখস্বরূপঃ অস্মি ॥৯২

দৃশ্যং যদ্রূপমেতৎ ভবতি চ বিশদং নীলপীতাদ্যনেকং
সর্ব্বস্যৈতস্য দৃগ্‌বৈ স্ফুরদনুভবতো * লোচনং চৈকরূপম্।
তদ্ দৃশ্যং মানসং দৃক্‌পরিণতবিষয়াকারধীবৃত্তয়োপি
দৃশ্যা দৃগ্‌রূপ এব প্রভুরিহ স তথা দৃশ্যতে নৈব সাক্ষী ॥৯৩

অন্বয়ঃ। ৯৩। এতৎ নীলপীতাদি বিশদম্ অনেকং যদ্রূপং দৃশ্যং ভবতি, স্ফুরদনুভবতঃ এতস্য সর্ব্বস্য দৃক্ বৈ লোচনং চ একরূপম্। তৎ মানসং দৃশ্যং, দৃক্‌পরিণতবিষয়াকারধীবৃত্তয়ঃ অপি দৃশ্যাঃ, ইহ প্রভুঃ সাক্ষী দৃগ্‌রূপ এব, সঃ তথা ন এব দৃশ্যতে। ৯৩

টীকা। ৯৩। এবং জীবন্মুক্তস্য অত্মানুসন্ধানম্ উক্ত্বা ইদানীং প্রকারান্তরেণ তদেব পুনরাহ—দৃশ্যমিতি। তৎপ্রকারকম্ এতৎ ইদন্তয়া প্রতীয়মানং, রূপং রূপ্যতে প্রকাশতে ইতি রূপং, প্রকাশিতং তৎ সর্ব্বং দৃশ্যং দৃগ্বিষয়জ্ঞানৈকরূপং, নীলপীতাদি নীলং শ্যামং পীতং গৌরমিত্যাদি বিবিধগুণবত্ত্বাৎ। এতস্য প্রতীয়মানস্য সর্ব্বস্য অনেকবিবিধরূপস্য। দৃগ্‌দৃশ্যতে রূপম্ অনয়া সা দৃষ্টিঃ বৈ নিশ্চয়েন স্ফুরৎ অনুভবতঃ স্ফুরন্তী প্রতীয়স্তে অনুভবরূপাণি স্ফুরণানি যস্যাং সা তথোক্তা। সা লোচনং রূপালোকসাধনত্বাৎ তৎ চ একরূপং একধেব প্রতীয়তে। কিং চ তং লোচনমপি দৃশ্যং প্রতীতিবিষয়ম্ অতো জড়ং তস্যাপি দৃগ্দর্শনসাধনং মানসং মনঃ অস্তি, তস্যাপি মানসস্য যদ্দৃশ্যত্বেন অনুভূয়মানত্বাৎ তস্য দৃক্ দৃষ্টিঃ ধীঃ নিশ্চয়াত্মকম্ অন্তঃকরণং তস্য অনুভূয়মানত্বাৎ

অনুবাদ। ৯৩। এই নীল, পীত প্রভৃতি স্পষ্ট নানাবিধরূপ দৃশ্য, স্পষ্ট অনুভবযোগ্য এই সকল বস্তুর দ্রষ্টা ও দর্শনসাধন চক্ষুঃ একপ্রকার। দর্শনসাধন মনঃও দৃশ্য, দ্রষ্টার যে বিষয়াকারে পরিণতি ও বুদ্ধিবৃত্তিসমূহও দৃশ্য, জড়সমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রকাশনসমর্থ সাক্ষী আত্মাই চৈতন্যস্বরূপ, তাহা কখনও জড়ের ন্যায় দৃশ্য হয় না। ৯৩

* ভবতি ইতি বা পাঠঃ।

রজ্জ্বজ্ঞানাদ্ ভুজঙ্গস্তদুপরি সহসা ভাতি মন্দান্ধকারে
স্বাত্মাজ্ঞানাৎ তথাসৌ ভৃশমসুখমভূদাত্মনো জীবভাবঃ।
আপ্তোক্ত্যাহিভ্রমান্তে স চ খলু বিদিতা রজ্জুরেকা তথাহং
কূটস্থো নৈব জীবো নিজগুরুবচসা সাক্ষিভূতঃ শিবোহম্ ॥৯৪

অন্বয়ঃ। ৯৪। [যথা] মন্দান্ধকারে রজ্জ্বজ্ঞানাৎ তদুপরি সহসা ভুজঙ্গঃ ভাতি, তথা স্বাত্মাজ্ঞানাৎ অসৌ ভৃশম্ অসুখম্ আত্মনঃ জীবভাবঃ অভূৎ। যথা আপ্তোক্ত্যা অহিভ্রমান্তে সঃ খলু একা রজ্জুঃ বিদিতা, তথা নিজগুরুবচসা অহং জীবঃ ন এব, কূটস্থঃ সাক্ষিভূতঃ শিবঃ। ৯৪

(টীকা) পরিণতবিষয়াকারধীবৃত্তয়োঽপি পরিণামেন বিষয়াকৃতিত্বেন অনেকবিধত্বাৎ বিকারত্বাৎ ধিয়ো বৃত্তয়ো দৃশ্যা এব। সর্ব্বস্যৈতস্য জড়-বিকারিত্বেন নানাত্বং নিশ্চেয়ম্। ইহ জড়সমূহে সর্ব্বস্মিন্ প্রভুঃ সর্ব্ব-প্রকাশনসমর্থঃ। সাক্ষী অব্যবধানেন সর্ব্বপ্রকাশকঃ আত্মা দৃগ্‌রূপ এব সর্ব্বপ্রকাশসাধনভূতোঽপি তথা বিষয়বৎ নৈব দৃশ্যতে অনুভববিষয়ো নৈব ভবতি ইত্যর্থঃ ॥৯৩

৯৪। ইদানীং তস্যৈব জীবন্মুক্তস্য স্বগুরুবচনবিশ্বাসপূর্ব্বকম্ যুক্ত্যা স্বজীবত্ববোধনস্বাত্মানুসন্ধানমাহ—রজ্জ্বজ্ঞানাদিতি। যথা মন্দান্ধকারে ঈষৎ অন্ধকারাবৃতে আলোকে রজ্জ্বজ্ঞানাৎ রজ্জুরূপাব-লোকনাৎ তদুপরি তৎসদৃশাজ্ঞানরজ্জ্বাম্ ইত্যর্থঃ, সহসা অকস্মাৎ ভুজঙ্গঃ

অনুবাদ। ৯৪। যেমন অল্প অন্ধকারে রজ্জুর অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুর উপর সর্প প্রকাশ পায়, সেইরূপ স্বীয় আত্মার অজ্ঞানহেতু এই অত্যন্ত দুঃখরূপ আত্মার জীবত্ব হইয়া থাকে। যেমন বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপদেশ-বশতঃ রজ্জুতে সর্পভ্রম চলিয়া গেলে সেই সর্প একমাত্র রজ্জু বলিয়া জানা যায়, সেইরূপ নিজ গুরুবাক্যের দ্বারা আমি জীব নহি কিন্তু কূটস্থ সাক্ষী শিবস্বরূপ জানিতে পারি।৯৪

কিং জ্যোতিস্তে বদস্বাহ্নি রবিরিহ মে চন্দ্রদীপাদি রাত্রৌ
স্যাদেবং ভানুদীপাদিকপরিকলনে কিং তব জ্যোতিরস্তি।
চক্ষুস্তন্মীলনে কিং ভবতি চ সুতরাং ধীর্ধিয়ঃ কিং প্রকাশে
তত্রৈবাহং ততস্ত্বং তদসি পরমকং জ্যোতিরস্মি প্রভোহম্ ॥৯৫

অন্বয়ঃ। ৯৫। তে ইহ অহনি রাত্রৌ কিংজ্যোতিঃ :বদস্ব, মে রবিঃ চন্দ্রদীপাদি স্যাৎ। এবং ভানুদীপাদিপরিকলনে কিং তব জ্যোতিঃ অস্তি, চক্ষুঃ তন্মীলনে কিং চ ভবতি, সুতরাং ধীঃ, ধিয়ঃ প্রকাশে কিম্? তত্র এব অহম্, ততঃ ত্বং তৎ অসি, প্রভো! অহং পরমকং জ্যোতিঃ অস্মি। ৯৫

(টীকা) সর্পো ভাতি ভাসতে। তথা তেনৈব প্রকারেণ স্বাত্মাজ্ঞানাৎ স্বস্বরূপানবলোকনাৎ স্বদৃশেনাবলোকিতে আত্মনি অসৌ সমস্তাজ্জাজ্জ্বল্যমানঃ ভৃশম্ অত্যন্তমসুখং দুঃখরূপঃ আত্মনঃ সদাধারঃ বিনারোপাসিদ্ধেঃ আত্মসম্বন্ধী জীবভাবঃ জীবত্বং ভাতি প্রকাশতে ইত্যর্থঃ। সঃ ভ্রান্তিরেব ইতি ভাবঃ। যথা রজ্জুসর্পদৃষ্টান্তে আপ্তোক্ত্যা প্রামাণিকপুরুষবচনবিশ্বাসেন অহিভ্রমান্তে সর্পভ্রান্তিনিবৃত্তৌ সত্যাং সঃ সর্পপ্রত্যয়ঃ পূর্ব্বঃ বিদিতা জ্ঞাতা সতী একা রজ্জুরেকাজ্ঞাতরজ্জুঃ অহিরহিতারজ্জুরশনাপ্রত্যয়ঃ এব অভূৎ জাতঃ, তথানেন প্রকারেণ নিজগুরুবচসা নিজঃ স্বীয়ঃ গুরুঃ দেশিকঃ তস্য বচসা যুক্ত্যা তত্ত্বমসীত্যাদিবাক্যার্থবোধরূপং তেন কৃত্বা জীবত্বভ্রমান্তে জীবত্বভ্রমে নষ্টে সতীত্যর্থঃ। অহং জীবঃ সুখী দুঃখী জননমরণকর্ত্তৃভোক্তৃরূপঃ। নৈব নাস্ত্যেব অহং সাক্ষিভূতঃ জীবত্বস্য ব্যবহিতপ্রকাশকত্বাৎ সাক্ষিত্বোপচারাৎ বস্তুতস্তু কূটস্থঃ নির্ব্বিকারঃ শিবঃ আনন্দরূপঃ অস্মি ॥৯৪

৯৫। ইদানীং তস্যৈব জীবন্মুক্তস্য স্বহৃদি গুরুশিষ্যভাবং প্রকল্প্য

অনুবাদ। ৯৫। গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শিষ্য! এই সংসারে দিনে ও রাত্রিতে কোন্ বস্তুর দ্বারা সমস্ত প্রকাশিত হয়।

(**টীকা**) সম্বাদেন স্বস্যপরমজ্যোতিরূপাত্মসন্ধানমাহ—কিং জ্যোতিরিতি। হে শিষ্য তে তব অহনি দিবসে ঘটপটাদিপ্রকাশব্যবহারে রাত্রৌ চ নিশি কিং জ্যোতিঃ তেজঃ কিমস্তি তদ্বদস্ব কথয় যেন দিনরাত্রি-ব্যবহারঃ সিধ্যতি ইতি পৃষ্টে গুরুণা শিষ্যঃ চক্ষুর্নেত্রমিত্যাহ যেন লোকে প্রকাশকং সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিরূপং দ্রব্যং তৎপ্রকাশ্যং দ্রব্যং চ ব্যবহ্রিয়তে তৎ চক্ষুরেব জ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ। এবম্ উত্তরে শিষ্যেণ দত্তে সতি গুরুঃ পৃচ্ছতি তন্মীলন ইতি তন্মীলনে চক্ষুষঃ মীলনে কৃতে সতি কিং জ্যোতিঃ পশ্চাৎ সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিপ্রকাশকতৎপ্রকাশ্যঘটাদিস্ফুরণস্য ;কিং প্রকাশসাধকং তেজঃ তে অস্তি ইতি পৃষ্টঃ শিষ্য আহ নেত্রনিমীলনানন্তরং সর্ব্বব্যবহারস্ফুরণসাধনং জ্যোতিঃ নিতরাম্অত্যন্তং প্রকাশকং ধীঃ বুদ্ধিরস্তি ইত্যুত্তরং দত্তং ততো গুরুঃ পৃচ্ছতি ধিয়ঃ ইতি ধিয়োঽপি বুদ্ধেঃ নেত্রসূর্য্যাদিবৎ প্রকাশ্যত্বেন অনুভূয়মানায়াঃ তৎপ্রকাশে জ্ঞেয়ত্বব্যবহারে তে তব কিং জ্যোতিঃ তেজঃ ইতি পৃষ্টঃ শিষ্য আহ অহমিতি, মম বুদ্ধ্যনুভবিতৃত্বাৎ তত্র বুদ্ধিপ্রকাশব্যবহারে সাধক-মহমস্মি। এবমুক্তে শিষ্যেণ গুরুঃ পৃচ্ছতি তত্রেতি। তত্রাপি অহং ত্বস্যাপি অনুভূয়মানব্যবহারে সাধকং কিং তব জ্যোতিঃ প্রকাশকং তেজঃ অস্তি ? ইতি পৃষ্টঃ শিষ্য আহ—অহমিতি। অহং স্বপ্রকাশকঃ আত্মাস্মি

(**অনুবাদ**) শিষ্য উত্তর দিলেন—দিবাতে সূর্য্য এবং রাত্রিতে চন্দ্র ও দীপাদির দ্বারা সমস্ত প্রকাশিত হয়। গুরু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—সূর্য্য ও দীপাদির কল্পনা করিতে তোমার কি জ্যোতিঃ আছে ? শিষ্য উত্তর দিলেন—চক্ষুঃ। গুরু বলিলেন চক্ষুঃ মুদ্রিত হইলে কোন জ্যোতিঃ থাকে। শিষ্য বলিলেন—বুদ্ধি। গুরু বলিলেন—বুদ্ধির প্রকাশে কোন জ্যোতিঃ, শিষ্য বলিলেন আমি। গুরু বলিলেন—তুমি সেই প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম। শিষ্য বলিলেন—হে প্রভো! আমিও পরম-জ্যোতিঃ ব্রহ্ম।২৫

কঞ্চিৎ কালং স্থিতঃ কৌ পুনরিহ ভজতে নৈব দেহাদিসংঘং
যাবৎ প্রারব্ধভোগং কথমপি স সুখং চেষ্টতেঽসঙ্গবুদ্ধ্যা।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যশুদ্ধো বিগলিতমমতাঽহংকৃতির্নিত্যতৃপ্তো
ব্রহ্মানন্দস্বরূপঃ স্থিরমতিরচলো নির্গতাশেষমোহঃ॥৯৬

অন্বয়ঃ। ৯৬। সঃ কঞ্চিৎ কালম্ ইহ কৌ স্থিতঃ দেহাদিসঙ্ঘং ন এব ভজতে, যাবৎ প্রারব্ধভোগং কথম্ অপি অসঙ্গবুদ্ধ্যা সুখং চেষ্টতে, নির্দ্বন্দ্বঃ নিত্যশুদ্ধঃ বিগলিতমমতাহঙ্কৃতিঃ নিত্যতৃপ্তঃ ব্রহ্মানন্দস্বরূপঃ স্থিরমতিঃ অচলঃ নির্গতাশেষমোহঃ [ভবতি]। ৯৬

(টীকা)ইত্যর্থঃ। এবমুক্তো গুরুঃ আহ—ততঃ ত্বম্ ইতি। ত্বদন্যস্য কস্যাপি প্রকাশকদ্রব্যস্য অভাবাৎ প্রকাশ্যদ্রব্যস্যাপি তৎপ্রকাশয়িতুম্ অশক্যত্বাৎ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বেন প্রকাশমানত্বাৎ তৎপরমকং জ্যোতিঃ কার্য্য-কারণপ্রকাশ্যপ্রকশত্বাদ্যস্পৃষ্টং তেজঃ ত্বং ত্বংপদলক্ষ্যো আত্মা অসি ভবসি অতঃ তে জ্যোতিঃ প্রভা প্রকর্ষভানরূপঃ অস্মীত্যনুভবঃ। অত্রার্থে বৃহদারণ্যকী শ্রুতিঃ অপি। "আত্মৈব অস্য জ্যোতিঃ" ইত্যাদিকা॥৯৫

৯৬। এবংভূতানুভববতো জীবন্মুক্তস্য ব্যবহারমাহ— কিঞ্চিদিতি। স ব্রহ্মবেত্তা জীবন্মুক্ত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চিৎকালং কতিচিৎকালপর্য্যন্তং যথালোকং যথাধিকারিব্যক্তিপরিচ্ছেদককালপর্য্যন্তম্ ইত্যর্থঃ। কৌ স্থূলদেহাপেক্ষয়া পৃথিব্যাং বস্তুতস্তু ব্রহ্মবসিষ্ঠাদীনামপি অন্যলোকেষু স্থিতি-

---

অনুবাদ। ৯৬। পূর্ব্বোক্তপ্রকার অনুভববিশিষ্ট জীবন্মুক্তের ব্যবহার কিরূপ তাহাই বলিতেছেন। সেই ব্রহ্মবেত্তা জীবন্মুক্ত কিছুকাল পৃথিব্যাদি লোকে অন্তঃকরণবিশিষ্টভাবে অবস্থিত হইয়া আর এই স্থূল দেহ স্ত্রী পুত্র মিত্র ভ্রাতাদিতে মমতাবুদ্ধি করেন না। যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধভোগ আছে, তৎকাল পর্য্যন্ত কোনরূপে দেহাদির সহিত অসঙ্গবুদ্ধিতে সুখে কার্য্য করিয়া থাকেন। অনন্তর সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত, নিত্যশুদ্ধ, মমতা ও অহঙ্কারবিহীন, সর্ব্বদা তৃপ্ত, ব্রহ্মানন্দ-

(**টীকা**) শ্রুত্যা কৌ ক্ষেত্রশব্দবাচ্যে অন্তঃকরণে স্থিতঃ বর্ত্তমানঃ ইব লক্ষিতোপি ইহ পৃথিব্যাং ক্ষেত্রে চ পুনঃ দেহক্ষেত্রাদিসম্বন্ধনিবৃত্তেঃ পশ্চাৎ দেহাদিসংঘং স্থূলদেহস্ত্রীপুত্রমিত্রভ্রাত্রাদিসমূহং নৈব ভজতে নৈব অঙ্গীকরোতি। সত্ত্বেনাত্মনি তৎসম্বন্ধবত্ত্বপ্রতীতিং ন করোতি ইত্যর্থঃ। কিং চ ক্ষেত্রে স্থূলদেহাদিসংঘে চ যাবৎপ্রারব্ধভোগং প্রারব্ধভোগ-পর্য্যন্তং কথমপি ব্রহ্মবেত্তুঃ ঈশ্বরত্বেন মায়াপ্রারব্ধয়োঃ অধীনত্বাভাবাৎ তদ্‌বিনা চ কর্ত্তৃভোক্তৃত্বানুপপত্তেঃ ভোক্তৃত্বান্যথানুপপত্ত্যা প্রারব্ধ-ভোগস্য চ ব্রহ্মজ্ঞানাং ব্রহ্মাদীনাং কর্ত্তৃভোক্তৃব্যবহারস্যাপি দৃশ্যমান-ত্বাৎ সর্ব্বব্যবহারস্য মায়ামাত্রত্বেন অনির্ব্বচনীয়ো ব্রহ্মবেত্তৃত্বব্যবহার ইতি ভাবঃ। অসঙ্গবুদ্ধ্যা অসঙ্গব্রহ্মাত্মবোধেন সুখং যথা ভবতি তথা নিঃসংশয়ত্বাৎ নির্দুঃখম্ ইত্যর্থঃ। চেষ্টতে চেষ্টাবত্ত্বেন প্রতীতো ভবতি ইত্যর্থঃ। তস্য অসঙ্গবোধমেব উত্তরার্দ্ধেন বিশেষণৈঃ বিশদয়তি—নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বহীনঃ। তত্রহেতুঃ—নিত্যশুদ্ধঃ। জীবত্বস্য পাপপুণ্য-বত্ত্বেন শুদ্ধত্বস্য কদাচিৎকত্বাৎ ব্রহ্মণো ভেদং প্রাপ্তস্য জ্ঞানিনঃ কাল-ত্রয়েঽপি পুণ্যপাপহীনত্বাৎ নিত্যশুদ্ধত্বম্ ইতি ভাবঃ। অতএব বিগলিতমমতাহংকৃতিঃ অত্যন্তম্ উৎপত্তিবীজরহিতত্বেন নষ্টা মমতা অন্যত্র পুত্রাদৌ দেহাদৌ চ অহংকৃতিঃ তাদাত্ম্যং যস্য সঃ। অত এব নিত্যতৃপ্তঃ নিরঙ্কুশসন্তোষবান্ তত্র হেতুঃ ব্রহ্মানন্দস্বরূপঃ অপরিচ্ছিন্না-নন্দরূপঃ। স্থিরমতিঃ স্থিরা ব্রহ্মণি মতিঃ যস্য স্বতশ্চ ব্রহ্মরূপত্বাৎ অচলঃ

(**অনুবাদ**) স্বরূপ, স্থিরচিত্ত, নিশ্চল অশেষ মোহবিরহিত হইয়া থাকেন। এস্থলে অসঙ্গবুদ্ধিতে কার্য্য করায় ফলে সুখোদয় হয়। তিনি নিত্যশুদ্ধ হন বলিয়া নির্দ্বন্দ্ব হন। আর তাহারই ফলে তিনি মমতা ও অহঙ্কারবিহীন হইয়া থাকেন। ইহার ফলে তিনি সর্ব্বদা তৃপ্ত ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ ইত্যাদি হইয়া থাকেন। অতএব জ্ঞানিজনে যে চেষ্টাদি লক্ষিত হয়—তাহা মায়া মাত্র।৯৬

জীবাত্মব্রহ্মভেদং দলয়তি সহসা যৎপ্রকাশৈকরূপং
বিজ্ঞানং তচ্চ বুদ্ধৌ সমুদিতমতুলং যস্য পুংসঃ পবিত্রম্।
মায়া তেনৈব তস্য * ক্ষয়মুপগমিতা সংসৃতেঃ কারণং যা
নষ্টা সা কার্য্যকর্ত্রী পুনরপি ভবিতা নৈব বিজ্ঞানমাত্রাৎ ॥৯৭

অন্বয়ঃ। ৯৭। যৎ প্রকাশৈকরূপং বিজ্ঞানং সহসা জীবাত্মব্রহ্মভেদং দলয়তি, তৎ চ অতুলং পবিত্রং যস্য পুংসঃ বুদ্ধৌ সমুদিতং তেন এব সংসৃতেঃ কারণং তস্য যা মায়া ক্ষয়ম্ উপগমিতা, সা কার্য্যকর্ত্রী নষ্টা পুনঃ অপি বিজ্ঞানমাত্রাৎ ন এব ভবিতা। ৯৭

(টীকা) স্থিরঃ। তত্র হেতুঃ—নির্গতাশেষমোহঃ নিঃশেষঃ নিবৃত্তঃ অশেষঃ মূলাজ্ঞানপর্য্যায়ঃ অজ্ঞানসমূহঃ বিপরীতজ্ঞানসহিতো যস্য, অতো জ্ঞানিনি চেষ্টায়াঃ প্রতীতিঃ সা মায়ামাত্রম্ ইতি ভাবঃ ॥৯৬

৯৭। ইদানীং জ্ঞানিনি প্রতীয়মানস্য চেষ্টামাত্রস্য সংসারজনকত্বভাবং সহেতুকং প্রপঞ্চয়তি—জীবাত্মেতি। যন্মহাবাক্যজন্যত্বে সতি গুরুমুখশ্রুত্যা স্বতো যুক্তিপূর্ব্বকসম্ভাবিতত্বেন নিশ্চিতং জ্ঞানং চরমবৃত্ত্যাখ্যং প্রকাশৈকরূপং প্রকাশ এব মুখ্যং রূপং যস্য তাদৃশং সহসা অকস্মাৎ তৎকালম্ ইত্যর্থঃ। জীবাত্মব্রহ্মভেদং জীবাত্মনঃ ত্বংপদলক্ষ্যস্য কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ তৎপদলক্ষ্যস্য চ ভেদং ভিন্নত্বং কারণেন মূলাজ্ঞানেন সহ দলয়তি নাশয়তি তৎ তাদৃশং পবিত্রং রাগদ্বেষাদি বাসনাসহিতসর্ব্বমলনিবর্ত্তকত্বাৎ পাবনম্। "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ

অনুবাদ। ৯৭। যে প্রকাশস্বরূপ বিজ্ঞান অকস্মাৎ জীবাত্মা ও পরব্রহ্মে ভেদ দূরীভূত করে, সেই নিরুপম পবিত্র জ্ঞান যে পুরুষের বুদ্ধিতে আবির্ভূত হয়, তাহার দ্বারা সংসারের কারণীভূত তাহার মায়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সমস্ত কার্য্যের উপাদানকারণ সেই মায়া জ্ঞানের দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হইয়া আর অজ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। ৯৭

* বাতি ইতি বা পাঠঃ।

বিশ্বং নেতি প্রমাণাদ্ বিগলিতজগদাকারভানস্ত্যজেদ্ বৈ
পীত্বা যদ্বৎ ফলাম্ভস্ত্যজতি * চ সুতরাং তৎফলং সৌরভাঢ্যম্।
সম্যক্ সচ্চিদ্ঘনৈকামৃতসুখকবলাস্বাদপূর্ণো হৃদাসৌ
জ্ঞাত্বা নিঃসারমেবং জগদখিলমিদং স্বপ্রভঃ শান্তচিত্তঃ ॥৯৮ ·

অন্বয়ঃ। ৯৮। বিশ্বং ন ইতি প্রমাণাৎ বিগলিতজগদাকারভানঃ ত্যজেৎ বৈ, যদ্বৎ ফলাম্ভঃ পীত্বা সৌরভাঢ্যং তৎ ফলং সুতরাং ত্যজতি চ। সম্যক্ সচ্চিদ্ঘনৈকামৃতসুখকবলাস্বাদপূর্ণঃ অসৌ হৃদা ইদং নিখিলং জগৎ এবং নিঃসারং জ্ঞাত্বা স্বপ্রভঃ শান্তচিত্তঃ [জগৎ ত্যজেৎ]। ৯৮

(টীকা) বিদ্যতে" ইতি ভগবদুক্তেঃ। অতুলং নিরূপমং যস্য অধিকারি-ধুরীণস্য পুংসঃ পুরুষপ্রযত্নবতঃ বুদ্ধৌ শুদ্ধান্তঃকরণে সমুদিতং সংশয়-বিপর্য্যয়রহিতম্ আবির্ভূতম্ অভূৎ, তস্য পুরুষস্য তেনৈব অন্যসাধননির-পেক্ষেণ জ্ঞানেন কর্ত্র্যা সংসৃতেঃ করণং সংসারস্য হেতুরূপা মায়া স্বতঃ কার্য্যকারণহীনত্বেন অর্থশূন্যা প্রকৃত্যপরপর্য্যায়া ক্ষয়ং নাশম্ উপগমিতা অবিজ্ঞানমাত্রাৎ আভাসমাত্রত্বেন সা মায়া পুনরপি নাশপ্রাপ্তেঃ পশ্চাৎ ইত্যর্থঃ। অপি শব্দাৎপূর্ব্বমপি কার্য্যত্বং কর্ত্তৃজ্ঞানিদৃষ্ট্যা নাসীৎ। কিং পুনঃ জ্ঞানানন্তরম্ ইত্যর্থঃ। নষ্টা নাশং প্রাপিতা সতী কার্য্যকর্ত্রী কার্য্যং ভ্রমঃ তস্য কর্ত্রী জনিকা নৈব ভবিতা ভবিষ্যতীত্যেবং নিশ্চয় এব ॥৯৭

৯৮। ইদানীং ভাসমানায়ামপি সংসৃতৌ জ্ঞানিনি তৎত্যাগং দৃষ্টান্তেন সম্ভাবয়ন্নাহ—বিশ্বম্ ইতি। অসৌ জ্ঞানী বিশ্বং জগৎ ন নাস্তি ইতি প্রমাণাৎ এবংবিধস্বতঃ প্রমাণভূতাৎ "নেহ নানাস্তি কিং চ ন ইতি শ্রুতিবাক্যাদিত্যর্থঃ। বিগলিতজগদাকারভানঃ বিগলিতং বীজসহিতং

অনুবাদ। ৯৮। 'জগৎ নাই' এইরূপ প্রমাণভূত শ্রুতিবাক্য থাকায় জগদাকারে বুদ্ধি নষ্ট হওয়ায় জগৎকে বর্জ্জন করিবে। যেমন লোক নারিকেল বা তালফলের জল পান করিয়া সুগন্ধি ফল ত্যাগ

---

* ফলাংশং ইতি বা পাঠঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণ্যপি খলু হৃদয়গ্রন্থিরুদ্ভিদ্যতে বৈ
ছিদ্যন্তে সংশয়া যে জনিমৃতিফলদা দৃষ্টমাত্রে পরেশে।
তস্মিংশ্চিন্মাত্ররূপে গুণমলরহিতে তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যে
কূটস্থে প্রত্যগাত্মন্যখিলবিধিমনোগোচরে ব্রহ্মণীশে ॥৯৯

অন্বয়ঃ। ৯৯। তস্মিন্ চিন্মাত্ররূপে গুণমলরহিতে তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যে কূটস্থে প্রত্যগাত্মনি অখিলবিধিমনোঽগোচরে ব্রহ্মণি ঈশে পরেশে দৃষ্টমাত্রে অস্য কর্ম্মাণি অপি খলু চ ক্ষীয়ন্তে, হৃদয়গ্রন্থিঃ উদ্ভিদ্যতে বৈ যে জনিমৃতিফলদাঃ সংশয়াঃ [তে] ছিদ্যন্তে। ৯৯

(টীকা) নষ্টং জগতঃ আকার ইব আকৃতিমত্ত্বাবং ভাসনং যস্য হৃদা সর্ব্বাপবাদেন সম্যক্ চিদ্ঘনৈকামৃতসুখকবলাস্বাদপূর্ণঃ, সমীচীনতয়া চিদ্রূপং যদ্ঘ নিবিড়া জ্ঞানজগদাত্মপ্রবেশাৎ সম্যক্ যচ্ছিদ্রহীনম্ ইত্যর্থঃ। একং স্বগতসজাতীয়ভেদরহিতম্ অমৃতং নাশরহিতং সুখমানন্দঃ তস্য কেবলো গ্রাসঃ যথা গ্রাসঃ হস্তেন ক্রিয়তে তদ্বৎ সাংখ্যযোগহস্তেন অন্তঃকরণস্য বিদ্যারূপমুখে কৃতে আপ্তত্বেনোক্তঃ তস্য স্বাদোনুভবমুখে ক্ষিপ্তগ্রাসস্য জিহ্বৈব তেন পূর্ণঃ নিত্যতৃপ্তঃ সন্। এবমুক্তরীত্যা অখিলং সমস্তং জগদ্বিশ্বং নিঃসারং সত্ত্বমুখ্যত্বহীনম্ অতএবেদং দৃশ্যত্বেন প্রতীয়মানত্বাৎ চিত্ত্বরহিতং জ্ঞাত্বা অনুভূয় শান্তচিত্তঃ সন্ শান্তং ভর্জ্জিতবীজত্বেন উপরতং চিত্তং চেতো যস্য তৎ জগৎ ত্যজেৎ তত্র দৃষ্টান্তঃ—যদ্বদিতি। লোকে যদ্বৎ যথা কোঽপি ফলান্তঃ নারিকেলাম্রাদেঃ ফলস্যান্তঃ রসং সুতরাং অত্যন্তং নিঃশেষমিত্যর্থঃ। পীত্বা প্রাশ্য তৎফলম্ পীতরসফলম্ সৌরভাঢ্যং সুগন্ধভরিতমপি বৈ নিশ্চয়েন ফলগতসৌগন্ধস্য তৃপ্তিহেতুত্বাভাবাৎ তৃপ্তস্য তৃপ্ত্যপেক্ষাভাবাৎ চ ত্যজতি তদ্বদিতি সম্বন্ধঃ ॥৯৮

(অনুবাদ) করে। সম্যক্‌রূপে সচ্চিদানন্দস্বরূপ এক অমৃত আনন্দ গ্রাসের আস্বাদের দ্বারা পরিপূর্ণ মানব মনের দ্বারা এই সমস্ত জগৎকে অসার জানিয়া স্বয়ংপ্রকাশ ও শান্তচিত্ত হইয়া জগৎকে ত্যাগ করিবে।৯৮

টীকা। ৯৯। ইদানীং জ্ঞানিনি ব্যাধিতাহঙ্কারাদিজগৎপ্রতীতাবপি বন্ধকত্বং কর্ম্মণাং ন ভবতি ইত্যস্মিন্নর্থে "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদিকাং শ্রুতিং প্রমাণয়তি—ক্ষীয়ন্তে ইতি। তস্মিন্ সর্ব্ববেদান্তোক্তলক্ষণলক্ষিতে তান্যেব লক্ষণান্যাহ—বিশেষণৈঃ। চিন্মাত্ররূপে চেত্যরহিতচিন্মাত্রে তত্র হেতুঃ গুণমলরহিতে গুণকৃতাঃ রাগদ্বেষাদয়ঃ গুণঃরূপাশ্চ মলাঃ বন্ধনলেপহেতবঃ তৈঃ রহিতে হীনে তৎত্বমস্যাদিলক্ষ্যে তৎত্বমস্যাদিমহাবাক্যৈঃ ভাগত্যাগলক্ষণয়ৈব কেবলং লক্ষিতুং যোগ্যে ব্রহ্মণি অপরিচ্ছিন্নে ঈশে তং বিনা মায়া তৎকার্য্যয়োঃ অনির্ব্বাহাৎ নিয়ন্তৃত্বাদ্যুপচরিতে অখিলবিধমনোগোচরে সমস্তবিধিবাক্যানাম্ অনিযোজ্যে অবিষয়ে চ মনসাং চাবিষয়ে কূটস্থে নির্ব্বিকারে প্রত্যগাত্মনি অন্তর্ম্মুখবৃত্ত্যৈব অজ্ঞানমাত্রনিরসনে জাতে স্বয়মেব প্রকাশমানে আত্মনি বস্তুনি স্বস্মিন্ পরেশে পরেষাং ব্রহ্মাদীনাং মায়ায়াশ্চ নিয়ন্তৃত্বোপচরিতে তমাত্মানং বিনা তেষাং তৎকার্য্যাণাং চ অসিদ্ধেঃ। দৃষ্টমাত্রে কেবলম্ অনুভূতে এব অস্য কূটস্থব্রহ্মরূপভূতান্তঃকরণবৃত্তিমতঃ কর্ম্মাণি সঞ্চিতপ্রারব্ধক্রিয়মাণানি সর্ব্বাণ্যপি ক্ষীয়ন্তে নষ্টানি ভবন্তি। তত্র হেতুমাহ। অস্তীতি অনুবৃত্ত্যা কূটস্থব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারবতঃ পুরুষস্য হৃদয়গ্রন্থিঃ হৃদন্তঃকরণং তস্য অয়ং প্রকাশকঃ আত্মা তয়োঃ গ্রন্থিঃ স্বাত্মাজ্ঞানপূর্ব্বং অন্যোন্যতাদাত্ম্যরূপেণৈক্যরূপঃ সংশ্লেষঃ স খলু নিশ্চয়েন উচ্ছিদ্যতে তয়োঃ অন্তঃকরণচিদাত্মনোঃ ভেদপ্রতীত্যা ছিন্নো ভবতি তল্লিঙ্গম্ আহ—ছিদ্যন্তে ইতি। সর্ব্বসংশয়াঃ দেহাৎ আত্মা ভিন্নো বা অভিন্ন ইত্যাদয়ঃ অজ্ঞান-

---

অনুবাদ। ৯৯। চিন্মাত্রস্বরূপ, সত্ত্বরজস্তমোগুণের যে মল অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি তৎশূন্য, তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যের লক্ষ্য কূটস্থ প্রত্যগাত্মা, সমস্ত বিধি ও মনের অগোচর, ব্রহ্ম, ঈশ, পরমাত্মার দর্শনলাভ হইলে তাঁহার কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, হৃদয়গ্রন্থি কামাদি ভিন্ন জননমরণফলপ্রদ সংশয়সমূহ নষ্ট হয়।৯৯

আদৌ মধ্যে তথান্তে জনিমৃতিফলদং কর্ম্মমূলং বিশালং
জ্ঞাত্বা সংসারবৃক্ষং ভ্রমমদমুদিতাশোকতানেকপত্রং *।
কামক্রোধাদিশাখং সুতপশুবনিতাকন্যকাপক্ষিসংঘং
ছিত্ত্বাঽসঙ্গাসিনৈনং পটুমতিরভিতশ্চিন্তয়েদ্ বাসুদেবম্॥১০০

অন্বয়ঃ। ১০০। আদৌ মধ্যে তথা অন্তে জনিমৃতিফলদঃ বিশালং ভ্রমমদমুদিতানেকপত্রং কামক্রোধাদিশাখং সুতপশুবনিতাকন্যকাপক্ষিসঙ্ঘং সংসারবৃক্ষং কর্ম্মমূলং জ্ঞাত্বা অসঙ্গাসিনা এনং ছিত্ত্বা পটুমতিঃ অভিতঃ বাসুদেবং চিন্তয়েৎ। ১০০

(টীকা) গ্রন্থিমূলত্বাৎ তেষাং তন্নিবৃত্তৌ তে ছিদ্যন্তে নশ্যন্তি তৎফলং চ আহ। বিশেষণেন জনিমৃতিফলদা ইতি জন্মমরণফলদাঃ। অতঃ তন্নিবৃত্তৌ জন্মমরণনিবৃত্তিব্রহ্মজ্ঞানফলম্ ইত্যর্থঃ॥৯৯

১০০। ইদানীম্ এতাদৃশজ্ঞানিনো ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারবৃত্তেঃ বাসনা-জননপর্য্যন্তং দৃঢ়ীকরণায় ধ্যানং তৎপূর্ব্বাবশ্যকর্ত্তব্যং হিতম্ আহ—আদাবিতি। আদৌ বৃত্তেঃ প্রাক্ তথান্তে নাশানন্তরং মধ্যে প্রতীতি-কালে অসন্নপি জনিমৃতিফলদং জনিঃ জন্ম মৃতির্ম্মরণং তে এব ফলে প্রসবে তয়োঃ দাতারং কর্ম্মমূলং কর্ম্ম ক্রিয়া সা মূলং যস্য বিশালং মহান্ ভ্রমো বিপরীতজ্ঞানং মদঃ স্বশ্রেষ্ঠ্যজ্ঞানং মুদিতা হর্ষবৃত্তিঃ শোকঃ খেদবৃত্তিঃ ইত্যাদীনি অনেকানি অনন্তানি পত্রাণি পর্ণানীব যস্য কামক্রোধাদি-

অনুবাদ। ১০০। ব্রহ্মাকারচিত্তবৃত্তির পূর্ব্বে, বৃত্তিনাশের পর এবং মধ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতীতিকালে জন্মমরণরূপ ফলদ, বিশাল, ভ্রম, গর্ব্ব, হর্ষ শোক—যাহার অনেক পত্র, কাম ক্রোধাদি যাহার শাখা, পুত্র, পশু, স্ত্রী, কন্যাপ্রভৃতি যাহার পক্ষিসমূহস্থানীয় এরূপ সংসার বৃক্ষকে কর্ম্মমূলক জানিয়া ইহাকে অসঙ্গ খড়্গের দ্বারা ছেদন করিয়া কুশলমতি পুরুষ বাসুদেবকে চিন্তা করিবেন।১০০

* মল ইতি বা পাঠঃ।

জাতং ময্যেব সর্ব্বং পুনরপি ময়ি তৎসংস্থিতং চৈব বিশ্বং।
সর্ব্বং ময্যেব যাতি প্রবিলয়মিতি তদ্ব্রহ্ম চৈবাহমস্মি॥
যস্য স্মৃত্যা চ যজ্ঞাদ্যখিলশুভবিধৌ সুপ্রয়াতীহ কার্য্যং।
ন্যূনং সম্পূর্ণতাং বৈ তমহমতিমুদৈবাচ্যুতং সন্নতোস্মি॥১০১

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবৎপূজ্যপাদ-গোবিন্দপাদাচার্য্য-শিষ্য-শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীশঙ্করভগবৎপূজ্যপাদ-বিরচিত-বেদান্তকেশরী।

অন্বয়ঃ। ১০১। সর্ব্বং বিশ্বং ময়ি এব জাতং পুনঃ অপি তৎ ময়ি এব চ সংস্থিতম্, সর্ব্বং ময়ি এব প্রবিলয়ং যাতি, ইতি অহং তৎ ব্রহ্ম চ অস্মি। যস্য স্মৃত্যা চ ইহ যজ্ঞাদ্যখিলশুভবিধৌ কার্য্যং ন্যূনং সম্পূর্ণতাং সুপ্রয়াতি বৈ, অহং তম্ অচ্যুতম্ অতিমুদা এব সন্নতঃ অস্মি। ১০১

(টীকা) শাখং কামঃ প্রিয়বিষয়িণি ইচ্ছা, ক্রোধঃ তৎপ্রতিবন্ধকে রোষবৃত্তিঃ, আদিপদেন লোভাদিবৃত্তয়ঃ তা এব শাখা ইব যস্য সুতপশু-বনিতাকন্যকাপক্ষিসংঘং সুতাঃ পুত্রাঃ পশবঃ গোবৃষাদয়ঃ বনিতাঃ স্ত্রিয়ঃ কন্যকাঃ দুহিতরঃ তে পক্ষিণঃ পতত্রিণঃ তেষাং সংঘো যস্মিন্ সংসারবৃক্ষং সংসরণস্বভাবকং বৃশ্চনীয়ত্বাৎ বৃক্ষম্ "ঊর্দ্ধমূলোহবাক্‌শাখঃ" ইতি শ্রুতেঃ। "ঊর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্" ইতিস্মৃতেশ্চ। অশ্বত্থাপরপর্য্যায়ং জ্ঞাত্বা অসত্ত্বেন প্রতীয় অনুভূয় ইত্যর্থঃ তৎ এনম্ উক্তলক্ষণং সংসারবৃক্ষং পটুমতিঃ পট্বী কুশলা মতিঃ মননবৃত্তিঃ যস্য স পুমান্ অসঙ্গাসিনা স্বাসঙ্গত্বানুভবঃ অসিঃ খড়্গঃ তেন ছিত্ত্বা বিনাশ্য অভিতঃ সর্ব্বদা বাসুদেবং বা বিকল্পেন অসূনাং প্রাণেন্দ্রিয়াদীনাং দেবং প্রকাশকম্ আত্মানং চিন্তয়েৎ অনুভবেৎ প্রাণাদীনাং সত্তাসত্ত্বেন প্রকাশকে ত্বয়ি বিকল্প ইতি ভাবঃ॥১০০

১০১। ইদানীং সর্ব্বোৎপত্তিস্থিতিলয়াধারত্বেন স্বস্মিন্ ব্রহ্মত্বানু-

---

অনুবাদ। ১০১। সমস্ত জগৎ আমাতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার আমাতেই অবস্থান করে এবং আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়, এই কারণে আমিই সেই ব্রহ্ম। যাঁহার স্মরণমাত্রে যজ্ঞাদি সমুদায় শুভ কার্য্যের

(টীকা) সন্ধানপূর্ব্বকং স্বাত্মজ্ঞানস্যৈব অখিলকর্ম্মসমাপ্তিত্বং দ্যোতয়ন্ আত্মানং নমস্করোতি—জাতমিতি। সর্ব্বং সমস্তং দ্বৈতজাতং ময্যেব ব্রহ্মাভিন্নকূটস্থাত্মসহিতে জাতে ব্রহ্মাত্মনি এব কারণেনান্যঃ কোঽপি আধারে নাস্তীতি সূচিতম্। জাতমাবির্ভূতং পুনরপি পশ্চাদুৎপত্ত্যনন্তরমপি তৎ সমস্তং বিশ্বং জগৎ ময়ি শবলে ব্রহ্মাত্মনি স্থিতং সম্যক্ স্থিতিং প্রাপ্তং কিং চ তৎ সর্ব্বং সমস্তং জগৎ ময্যেব শবলে ব্রহ্মণ্যেব প্রবিলয়ং নিদ্রাপ্রলয়সময়ে সবীজং শুদ্ধে ময়ি চ জ্ঞানেন অত্যন্তং নাশং তিরোধানমিত্যর্থঃ। যাতি প্রাপ্নোতি ইত্যতো হেতোঃ তৎ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদিকয়া তদ্ব্রহ্মেতি অত্যন্তয়া শ্রুত্যা উৎপত্তিস্থিতিলয়াধারবত্বোপলক্ষিতোপাদানত্বেন নির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম দেশকালবস্তুকৃতপরিচ্ছেদরহিতং বস্তু অহং অহংপদলক্ষিতঃ কূটস্থঃ প্রত্যগাত্মা অস্মি ভবামি চ পুনঃ যস্য ব্রহ্মাভিন্নস্য প্রত্যগাত্মনঃ স্মৃত্যা অনুসন্ধানেন যজ্ঞাত্বখিলশুভবিধৌ যজ্ঞোশ্বমেধাদির্যস্য বাজপেয়াদেঃ তাদৃশে সমস্তশুভকর্ম্মণি বিধানে কার্য্যং কর্ত্তব্যবিধিঃ ন্যূনং মন্ত্রতন্ত্রাদিভিঃ ন্যূনমপি বৈ নিশ্চয়েন সম্পূর্ণতাং সমাপ্তিফলপ্রদত্বমিত্যর্থঃ, সুপ্রয়াতি প্রাপ্নোতি অহং ব্রহ্মাভিন্নকূটস্থাত্মসাক্ষাৎকারবান্ অতিমুদৈবম্ অত্যন্তম্ আনন্দসাক্ষাৎকারবৃত্ত্যৈব কেবলং তং ব্রহ্মাভিন্নং প্রত্যগাত্মানং অচ্যুতম্ অপ্রচ্যুতস্বভাবং সন্নতঃ অষ্টাঙ্গভূতাষ্টপ্রকৃতিসহিতঃ তত্র লীনঃ অস্মি ভবামি ॥১০১

(অনুবাদ) অনুষ্ঠান সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আমি অতি আনন্দের সহিত সেই অচ্যুতের পাদতলে প্রণত হইতেছি।১০১

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীশুদ্ধানন্দ-শিষ্য শ্রীমদানন্দগিরিকৃতা বেদান্তকেশরী (শতশ্লোকী) টীকা সমাপ্তা।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী

(উপদেশপ্রকরণ—দ্বিতীয় ভাগ ।)

স্বাত্মনিরূপণম্ ।

(৭)

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক

অনূদিত

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ।

নিবেদন।

ভগবৎকৃপায় শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী উপদেশপ্রকরণ দ্বিতীয়ভাগের অন্তর্গত সপ্তম গ্রন্থ "স্বাত্মনিরূপণ" প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত মূল, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। এ গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই।

এই গ্রন্থে বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি অতি সুন্দর ও সহজভাবে সহজ ভাষায় প্রকাশিত করা হইয়াছে। ইহা পাঠে বেদান্তমননের যে দৃঢ়তা সাধিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইহার অনুবাদ কার্য্য—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয় অতি যত্নে সম্পন্ন করিয়াছেন। আশা করা যায়—ইহা মূলার্থ প্রকাশক এবং সহজ পাঠ্য হইয়াছে।

বিনীত—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

সম্পাদক।

ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ।

শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী

স্বাত্মনিরূপণম্। (৭)

———০ঃ*ঃ০———

শ্রীগুরুচরণদ্বন্দ্বং বন্দেঽহং মথিতদুঃসহদ্বন্দ্বম্।
ভ্রান্তিগ্রহোপশান্তিং পাংসুময়ং যস্য ভসিতমাতনুতে॥১
দেশিকবরং দয়ালুং বন্দেঽহং নিহতনিখিলসন্দেহম্।
যচ্চরণদ্বয়মদ্বয়মনুভবমুপদিশতি তৎপদস্যার্থম্॥২

অন্বয়ঃ। ১। অহং মথিতদুঃসহদ্বন্দ্বং শ্রীগুরুচরণদ্বন্দ্বং বন্দে, যস্য ভাবিতং পাংসুময়ং ভ্রান্তিগ্রহোপশান্তিম্ আতনুতে। ১

২। অহং নিহতনিখিলসন্দেহং দয়ালুং দেশিকবরং বন্দে, যচ্চরণদ্বয়ম্ অদ্বয়ম্ অনুভবং তৎপদস্য অর্থম্ উপদিশতি। ২

অনুবাদ। ১। দুঃসহ শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বনিচয় বিদলনকারী শ্রীগুরুর সেই পদযুগল আমি বন্দনা করি, যাঁহার উক্তি আবর্জ্জনময় ভ্রমরূপ গ্রহের উপশম করিয়া থাকে।১

২। যিনি সকল প্রকার সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন সেই কারুণিক দেশিকবরকে (সদ্গুরুশ্রেষ্ঠকে) আমি প্রণাম করি, যাঁহার চরণদ্বয় অদ্বিতীয় অনুভব 'তৎ'পদের অর্থ উপদেশ দিয়া থাকে।২

সংসারদাবপাবকসন্তপ্তঃ সকলসাধনোপেতঃ।
স্বাত্মনিরূপণনিপুণৈর্বাক্যৈঃ শিষ্যঃ প্রবোধ্যতে গুরুণা ॥৩
অস্তি স্বয়মিত্যস্মিন্নর্থে কস্যাস্তি সংশয়ঃ পুংসঃ।
অত্রাপি সংশয়শ্চেৎ সংশয়িতা যঃ স এব ভবসি ত্বম্ ॥৪
নাহমিতি বেত্তি যোঽসৌ সত্যং ব্রহ্মৈব বেত্তি নাস্তীতি।
অহমস্মীতি বিজানন্ ব্রহ্মৈবাসৌ স্বয়ং বিজানাতি ॥৫

অন্বয়ঃ। ৩। গুরুণা সংসারদাবপাবকসন্তপ্তঃ সকলসাধনোপেতঃ শিষ্যঃ স্বাত্ম-নিরূপণনিপুণৈঃ বাক্যৈঃ প্রবোধ্যতে। ৩

৪। (জনঃ) স্বয়ম্ অস্তি ইতি অস্মিন্ অর্থে কস্য পুংসঃ সংশয়ঃ অস্তি। অত্র অপি সংশয়ঃ (বিদ্যতে) চেৎ, যঃ সংশয়িতঃ (ভবতি) স এব ত্বং ভবসি। ৪

৫। যঃ অসৌ অহং ন (অস্মি) ইতি বেত্তি সঃ সত্যং ব্রহ্ম এব ন অস্তি ইতি বেত্তি। অহম্ অস্মি ইতি বিজানন্ অসৌ পুরুষঃ স্বয়ং ব্রহ্ম বিজানাতি এব। ৫

অনুবাদ। ৩। সংসাররূপ দাবানলতাপিত শমদমাদি সকল প্রকার সাধনসম্পত্তিযুক্ত শিষ্যকে গুরু নিজস্বরূপনির্ণয়ক্ষম বাক্যরাশি দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতেছেন।৩

৪। 'আমি স্বয়ং আছি' এই বাক্যে কোন্ লোকের সংশয় হয়? অর্থাৎ 'আমি আছি' এই প্রকার আত্মবিষয়ক জ্ঞান সকল ব্যক্তিরই অসন্দিগ্ধ; কেহ কখনও এরূপ সংশয় করে না যে 'আমি কি আছি?'। এ বিষয়েও যদি সংশয় থাকে, তাহা হইলে যিনি সংশয়কর্ত্তা, তিনিই তুমি হইতেছ।৪

৫। যে ব্যক্তি জানে 'আমি নাই' সে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই নাই—ইহাও জানে। 'আমি আছি' এইরূপ অবগত হইয়া ঐ ব্যক্তি স্বয়ংই ব্রহ্ম—ইহা জানিতে পারে।৫

ব্রহ্ম ত্বমেব তস্মান্নাহং ব্রহ্মেতি মোহমাত্রমিদম্।
মোহেন ভবতি ভেদঃ ক্লেশাঃ সর্ব্বে ভবন্তি তন্মূলাঃ ॥৬
ন ক্লেশপঞ্চকমিদং ভজতে কৃতকোশপঞ্চকবিবেকঃ।
অত এব পঞ্চ কোশান্ কুশলধিয়ঃ সন্ততং বিচিন্বন্তি ॥৭
অন্নপ্রাণমনোময়বিজ্ঞানানন্দপঞ্চকোশানাম্।
একৈকান্তরভাজাং ভজতি বিবেকাৎ প্রকাশতামাত্মা ॥৮

অন্বয়ঃ ৬। ত্বম্ এব ব্রহ্ম (ভবসি) তস্মাৎ অহং ব্রহ্ম ন (ভবামি) ইতি ইদং মোহমাত্রম্। মোহেন ভেদঃ ভবতি সর্ব্বে ক্লেশাঃ (চ) তন্মূলাঃ ভবন্তি। ৬

৭। কৃতকোষপঞ্চবিবেকঃ (জনঃ) ইদং ক্লেশপঞ্চকং ন ভজতে। অতএব কুশলধিয়ঃ সততং পঞ্চকোষান্ বিচিন্বন্তি। ৭

৮। একৈকান্তরভাজাম্ অন্নপ্রাণমনোময়বিজ্ঞানানন্দপঞ্চকোশানাম্ বিবেকাৎ আত্মা প্রকাশ্যতাং ভজতি। ৮

অনুবাদ। ৬। তুমিই ব্রহ্ম; অতএব 'আমি ব্রহ্ম নহি' এইরূপ জ্ঞান কেবলমাত্র মোহ। মোহবশতঃ ভেদজ্ঞান হয় এবং সর্ব্বপ্রকার ক্লেশও মোহবশতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ ভেদজ্ঞান হইতেই সকল প্রকার ক্লেশের সৃষ্টি হয়।৬

৭। যিনি পঞ্চকোশের পৃথক্‌ত্ব জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ উপভোগ করেন না। এই জন্য প্রকৃষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা পঞ্চবিধ কোশের পার্থক্য অনুধাবন করিয়া থাকেন।৭

৮। দেহাভ্যন্তর্ব্বর্ত্তী অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটী কোশের একটীর বিভেদজ্ঞানে আত্মা (ক্রমশঃ) প্রকাশ্যতা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ এক একটী কোষ সম্বন্ধে পার্থক্যজ্ঞান যখন স্পষ্ট হইতে থাকে, তখন তাহাদের সহিত অভিন্নভাবে ভাসমান আত্মাও ক্রমে স্বরূপতঃ পৃথক্ হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকেন।৮

বপুরিদমন্নময়াখ্যঃ কোশো নাত্মা জড়ো ঘটপ্রায়ঃ।
প্রাগুৎপত্তেঃ পশ্চাৎ তদভাবস্যাপি দৃশ্যমানত্বাৎ ॥৯
কোশঃ প্রাণময়োঽয়ং বায়ুবিশেষো বপুষ্যবচ্ছিন্নঃ।
অস্য কথমাত্মতা স্যাৎ ক্ষুত্তৃষ্ণাভ্যামুপেযুষঃ পীড়াম্ ॥১০
কুরুতে বপুষ্যহন্তাং গেহাদৌ যঃ করোতি মমতাং চ।
রাগদ্বেষবিধেয়ো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ কোশঃ ॥১১

অন্বয়ঃ। ৯। ইদং বপু ঘটপ্রায়ঃ জড়ঃ অন্নময়াখ্যঃ কোশঃ আত্মা ন (ভবতি) উৎপত্তেঃ প্রাক্ পশ্চাৎ (চ) অভাবস্য অপি দৃশ্যমানত্বাৎ। ৯

১০। অয়ং প্রাণময়ঃ কোশঃ বপুষি অবচ্ছিন্নঃ বায়ুবিশেষঃ (ভবতি)। ক্ষুৎতৃষ্ণাভ্যাং পীড়াম্ উপেয়ুষঃ অস্য কথম্ আত্মতা স্যাৎ। ১০

১১। যঃ বপুষি অহন্তাং করোতি গেহাদৌ চ মমতাং করোতি রাগদ্বেষবিধেয়ঃ অসৌ মনোময়ঃ কোশঃ ন আত্মা (ভবতি)। ১১

অনুবাদ। ৯। এই শরীর ঘটের ন্যায় জড় অন্নময় কোশ, ইহা আত্মা নহে, কেন না উৎপত্তির পূর্ব্বে ও (মরণের) পরে তাহার (সেই শরীরের) অভাব পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ জন্মের পূর্ব্বে ও মরণের পরে শরীর না থাকিলেও যখন আত্মা বিদ্যমান থাকে, তখন শরীর আত্মা নহে।৯

১০। এই প্রাণময় কোশ শরীরমধ্যে অবচ্ছিন্ন বায়ুবিশেষ; ইহা (যখন) ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হয় (তখন) ইহার আত্মত্ব কিরূপে হইতে পারে, অর্থাৎ ইহা কিরূপে আত্মা হইতে পারে? (সুতরাং প্রাণময় কোশও আত্মা নহে)।১০

১১। যাহা শরীরের উপর 'অহংভাব' খ্যাপন করে এবং গৃহাদি বস্তুতে মমতা স্থাপন করে, অর্থাৎ যাহা শরীর ও গৃহাদির উপর "আমি" ও "আমার" এইরূপ ধারণা জন্মায়, রাগদ্বেষাদির বশবর্ত্তী সেই মনোময় কোশ আত্মা নহে।১১

সুপ্তৌ স্বয়ং লিলীনা বোধে ব্যাপ্তা কলেবরং সকলম্।
বিজ্ঞানশব্দবাচ্যা চিৎপ্রতিবিম্বো ন বুদ্ধিরপ্যাত্মা ॥১২
সুপ্তিগতৈঃ সুখলেশৈরভিমনুতে যঃ সুখী ভবামীতি।
আনন্দকোশনামা সোঽহংকারঃ কথং ভবেদাত্মা ॥১৩
যঃ স্ফুরতি বিম্বভূতঃ স ভবেদানন্দ এব সকলাত্মা।
প্রাগূর্ধ্বমপি চ সত্ত্বাদবিকারিত্বাদবাধ্যমানত্বাৎ ॥১৪

অন্বয়ঃ। ১২। সুপ্তৌ স্বয়ং বিলীনা বোধে সকলং কলেবরং ব্যাপ্তা বিজ্ঞান শব্দবাচ্যা চিৎপ্রতিবিম্বা বুদ্ধিঃ অপি আত্মা ন (ভবতি)। ১২

১৩। যঃ সুপ্তিগতৈঃ সুখলেশৈঃ (অহং) সুখী ভবামি ইতি অভিমনুতে আনন্দ-কোশনামা সঃ অহঙ্কারঃ কথম্ আত্মা ভবেৎ। ১৩

১৪। বিম্বভূতঃ যঃ স্ফুরতি আনন্দঃ সঃ এব সকলাত্মা ভবতি. প্রাক্ ঊর্দ্ধম্ অপি চ সত্ত্বাৎ, অবিকারিত্বাৎ অবাধ্যমানত্বাৎ। ১৪

অনুবাদ। ১২। সুষুপ্তিকালে যাহা আপনা আপনিই বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং জাগ্রদবস্থায় যাহা সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া থাকে এবং 'বিজ্ঞান' এই শব্দদ্বারা যাহা নির্দ্দিষ্ট হয়, চৈতন্যের প্রতিবিম্বযুক্ত সেই বুদ্ধিও আত্মা নহে।১২

১৩। যাহা সুষুপ্তিকালীন আনন্দকণিকাসমূহদ্বারা 'আমি সুখী হইতেছি' এই প্রকারে অভিমান করে, অনন্দময় কোশনামক সেই অহঙ্কার আত্মা নহে।১৩

১৪। সকল প্রতিবিম্বের বিম্বস্বরূপে যিনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন, সেই আনন্দই সকলের আত্মা হইতেছেন; কেন না তিনি পূর্ব্বে এবং পরেও বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং তিনি অবিকারী ও সর্ব্বপ্রকারে বাধ-বিহীন; অর্থাৎ সদ্বস্তুর বাধ অসম্ভব হওয়ায় এবং আত্মা সত্যস্বরূপ হওয়ায় তাহা কখনও কোন প্রকারে বাধিত হন না।১৪

অন্নময়াদেরস্মাদপরং যদি নানুভূয়তে কিঞ্চিৎ।
অনুভবিতান্নময়াদেরস্তীত্যস্মিন্ন কশ্চিদপলাপঃ ॥১৫
স্বয়মেবানুভবত্বাদ্যদ্যপ্যেতস্য নানুভাব্যত্বম্।
সকৃদপ্যভাবশঙ্কা ন ভবেদ্বোধস্বরূপসত্তায়াঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ। ১৫। অস্মাৎ অন্নময়াদেঃ অপরং কিঞ্চিৎ যদি ন অনুভূয়তে (তর্হি) অন্নময়াদেঃ অনুভবিতা অস্তি ইতি অস্মিন্ কশ্চিৎ অপলাপঃ ন (অস্তি)। ১৫

১৬। স্বয়ম্ এব অনুভবত্বাৎ যদ্যপি এতস্য অনুভবত্বং ন (ভবতি) (তথাপি) বোধস্বরূপসত্তায়াঃ (অস্যাঃ অনুভূত্যাঃ) অভাবশঙ্কা সকৃৎ অপি ন ভবেৎ। ১৬

অনুবাদ। ১৫। এই অন্নময় আদি কোষপঞ্চক ব্যতীত অপর কিছু যদিও অনুভূত হয় না, তথাপি অন্নময়াদি পঞ্চকোশের একজন অনুভব কর্ত্তা আছেন এ বিষয়ে কোন অপলাপ নাই। অর্থাৎ অন্নময়াদি কোষপঞ্চকই কেবল যখন শ্রুত ও জ্ঞাত হয়, তখন তদরিক্ত আত্মা নাই—এরূপ বলা চলে না ; যেহেতু অন্নময়াদি পাঁচটী কোশ আছে—ইহা যখন শ্রুতি ও অনুভবসিদ্ধ তখন এই কোষপঞ্চকের একজন যে অনুভবিতা আছেন—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আর অনুভাব্য বিষয়কে যদি অনুভবিতা বলা হয়, তাহা হইলে 'কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ' প্রসঙ্গ হয়, এজন্য অনুভাব্য পঞ্চবিধ কোষ হইতে তদনুভবিতা স্বতন্ত্র—ইহা যুক্তিপক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।১৫

১৬। যেহেতু উহা স্বয়ংই অনুভবস্বরূপ হয়, সেইহেতু উহার আর অনুভাব্যত্ব নাই, অর্থাৎ বোধস্বরূপ আত্মা কর্ত্তা হওয়ায় যদিও উহা অনুভাব্য অর্থাৎ অনুভবক্রিয়ার কর্ম্ম হয় না, তথাপি বোধের স্বরূপসত্তার অভাবশঙ্কা একবারও করা যায় না। অর্থাৎ একথা বলা চলে না যে, আত্মা যখন অনুভবগ্রাহ্য নহে, তখন উহা নাই ; কেন না "আমার জিহ্বা নাই" এই প্রকার উক্তির ন্যায় উহা ব্যাহত। যে ব্যক্তি "আমার জিহ্বা নাই" এতটা বলিতেছে, তাহার আবার জিহ্বা নাই কি প্রকারে ?

অনুভবতি বিশ্বমাত্মা বিশ্বেনাসৌ ন চানুভূয়েত।
ন খলু প্রকাশ্যতেঽসৌ বিশ্বমশেষং প্রকাশয়ন্ ভানুঃ ॥১৭
তদিদং তাদৃশমীদৃশমেতাবৎ তাবদিতি চ যন্ন ভবেৎ।
ব্রহ্ম তদিত্যবধেয়ং নো চেদ্বিষয়ো ভবেৎ পরোক্ষং চ ॥১৮

অন্বয়ঃ। ১৭। আত্মা বিশ্বম্ অনুভবতি ন চ অসৌ বিশ্বেন অনুভূয়তে ; অসৌ ভানুঃ অশেষং বিশ্বং প্রকাশয়ন্ ন প্রকাশ্যতে খলু। ১৭

১৮। যৎ তৎ ইদং তাদৃশম্ ঈদৃশম্ এতাবৎ চ ইতি ন ভবেৎ তৎ ব্রহ্ম ইতি অবধেয়ং নো চেৎ বিষয়ঃ ভবেৎ পরোক্ষং (চ) (ভবেৎ)। ১৮

(**অনুবাদ**) সেইরূপ যে "আত্মা নাই" এই কথা বলিতেছে সে, যদি নিজে না থাকে, তাহা হইলে কেমন করিয়া সে আত্মসত্তার অপলাপ করে ? ।১৬

১৭। আত্মা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়সমূহ অনুভব করে, কিন্তু উহা বিশ্বদ্বারা অনুভূত হয় না ; সূর্য্যসদৃশ উহা অশেষ জগৎ প্রকাশিত করিতেছেন, কিন্তু উনি স্বয়ং কাহারও দ্বারা প্রকাশিত হন না।১৭

১৮। যাহা—"তাহা, ইহা, সেইরূপ, এইরূপ এবং এতখানি"—এই প্রকার হয় না, তাহাই ব্রহ্ম—ইহা জানা উচিত। তাহা যদি না হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম বিষয় বা পরোক্ষ হইবে। অর্থাৎ যাহা ইদং, এতৎ বা এতাবৎ শব্দদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইয়াই থাকে, এবং যাহা তৎ, বা সেইরূপ ইত্যাদি প্রকার শব্দদ্বারা কথিত হয়, তাহা পরোক্ষ হইয়া থাকে ; কিন্তু আত্মা বিষয়ী বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু না হওয়ায় 'ইদম্' আদি শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ্য হইতে পারে না, এবং উহা সর্ব্বদা অপরোক্ষভাবে অন্তঃকরণে বিরাজমান থাকায়—পরোক্ষ না হওয়ায় 'তৎ' আদি শব্দবাচ্য নহে। সুতরাং আত্মস্বরূপ অনাদৃক্ ও অতাদৃক্—ইহা জানা উচিত।১৮

ইদমিদমিতি প্রতীতে বস্তুনি সর্ব্বত্র বাধ্যমানেঽপি।
অনিদমবাধ্যং তত্ত্বং সত্ত্বাদেতস্য ন চ পরোক্ষত্বম্ ॥১৯
নাবেদ্যমপি পরোক্ষং ভবতি ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যেতস্য লক্ষণং প্রথতে ॥২০
সতি কোশশক্ত্যুপাধৌ সম্ভবতস্তস্য জীবতেশ্বরতে।
নো চেত্তয়োরভাবাদ্বিগতবিশেষং বিভাতি নিজরূপম্ ॥২১

অন্বয়ঃ। ১৯। সর্ব্বত্র ইদম্ ইদম্ ইতি প্রতীতে বস্তুনি বাধ্যমানে অপি তত্ত্বম্ অনিদম্ অবাধ্যং ; সত্ত্বাৎ এতস্য পরোক্ষত্বং ন (ভবতি)। ১৯

২০। স্বয়ম্প্রকাশত্বাৎ ব্রহ্ম অবেদ্যম্ অপি পরোক্ষং ন ভবতি। সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম ইতি এতস্য লক্ষণং প্রথতে। ২০

২১। কোষশক্ত্যুপাধৌ সতি তস্য জীবতেশ্বরতে সম্ভবতঃ। নো চেৎ তয়োঃ অভাবাৎ বিগতবিশেষং নিজরূপং বিভাতি। ২১

অনুবাদ। ১৯। সকলস্থলে যাহা 'ইদম্' রূপে প্রতীত হয়, সেই বস্তু বাধিত হইলেও যাহা পরমার্থ সেই 'অনিদম্' অর্থাৎ ইদম্ শব্দাতীত বস্তু বাধিত হয় না। আর যেহেতু উহা বিদ্যমান রহিয়াছে সেইহেতু উহার পরোক্ষত্বও নাই, অর্থাৎ উহা পরোক্ষও নহে, কিন্তু সতত অপরোক্ষ।১৯

২০। ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ হওয়ায় অবেদ্য অর্থাৎ জ্ঞানের অবিষয় হইলেও পরোক্ষ নহে। ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ—ইঁহার এইরূপ লক্ষণই শ্রুতিমধ্যে কীর্ত্তিত আছে।২০

২১। কোষশক্তি ও উপাধি বিদ্যমান থাকিলে তাঁহার (ব্রহ্মের) জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব সম্ভব হয় ; অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই উপাধিভেদে বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হন। যখন তিনি কোষপঞ্চকদ্বারা উপস্থিত হন, তৎকালে "জীব" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, আবার যখন মায়ারূপ উপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হন, তখন "ঈশ্বর" নামে কথিত হন। আর তাহা

সতি সকলদৃশ্যবাধে ন কিমপ্যস্তীতি লোকসিদ্ধং চেৎ।
যন্ন কিমপীতি সিদ্ধং ব্রহ্ম তদেবেতি বেদতঃ সিদ্ধম্ ॥২২

অন্বয়ঃ। ২২। সকলদৃশ্যবাধে সতি কিমপি ন অস্তি ইতি লোকসিদ্ধং চেৎ যৎ কিমপি ন (ভবতি) ইতি সিদ্ধং তৎ এব ব্রহ্ম ইতি বেদতঃ সিদ্ধম্। ২২

(**অনুবাদ**) যদি না হয়, তাহা হইলে সেই (কোষশক্তি ও মায়োপাধির) অভাবে সর্ব্বপ্রকার বিশেষবিরহিত নিজস্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে।২১

২২। সমস্ত দৃশ্যপদার্থ বাধিত হইলে (মিথ্যা হইলে) কিছুই থাকে না—ইহাই যদি লোকসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে যাহা কিছুই নহে (বলিয়া কথিত হইতেছে) তাহাই ব্রহ্ম ইহা বেদ হইতে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ এস্থলে পূর্ব্বপক্ষীর আশয় এই যে, সকল প্রপঞ্চই যদি বাধিত হয়, তাহা হইলে কিছুই থাকে না—সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের ব্রহ্মও থাকে না, সুতরাং সর্ব্বাভাব বা সর্ব্বশূন্যত্বই তত্ত্ব হইয়া পড়ে। এমতে অদ্বৈতগণের ব্রহ্ম অসিদ্ধ হওয়ায় তাঁহাদের মতও অসমঞ্জস হইয়া পড়ে। এই প্রকারে আক্ষেপের সমাধানস্বরূপে বলা হয় যে, কোন বস্তুর অভাব বলিতে হইলেই তাহার প্রতিযোগীর সত্ত্বও আবশ্যক; ঘটাভাব বলিলে তৎপ্রতিযোগী ঘটের সত্তা আবশ্যক। সেইরূপ 'কিছু নাই' এই কথা বলিলে 'নাই' এই অভাবের প্রতিযোগী কোন সদ্‌বস্তু অবশ্যই স্বীকার্য্য। সুতরাং সর্ব্বাভাবের প্রতিযোগী একটি সদ্‌বস্তু সদাই বিদ্যমান থাকে। আরও কথা—'কিছুই নাই' এই উক্তির মধ্যে দুইটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। এস্থলে 'কিছু' শব্দ দ্বারা যাহা লক্ষিত হয়, তাহাই সেই সদ্‌বস্তু। উহা যখন নাই, তখন উহাকে আর সৎ বলি কিরূপে? এ আশঙ্কা অযৌক্তিক, কেন না 'কিছু নাই' বলিলে 'কিছু নাই' এই জ্ঞানের সার্ব্বকালীন একজন সাক্ষী বা জ্ঞাতা আবশ্যক; সেই জ্ঞাতা যদি অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে 'কিছুই নাই' ইহাও মিথ্যা

এবং মতিরহিতানাং তত্ত্বমসীত্যাদিবাক্যচিন্তনয়া।
প্রতিভাত্যেষ পরোক্ষবদাত্মা প্রত্যক্‌প্রকাশমানোঽপি ॥২৩
তস্মাৎ পদার্থশোধনপূর্ব্বং বাক্যস্য চিন্তয়ন্নর্থম্।
দেশিকদয়াপ্রভাবাদপরোক্ষয়তি ক্ষণেন চাত্মানম্ ॥২৪
দেহেন্দ্রিয়াদিধর্ম্মানাত্মন্যারোপয়ন্নভেদেন।
কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানী বোধঃ স্যাৎ ত্বম্পদস্য বাচ্যোঽর্থঃ ॥২৫

অন্বয়ঃ। ২৩। এবং মতিরহিতানাং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যচিন্তনয়া এষঃ প্রত্যক্ আত্মা পরোক্ষবৎ প্রকাশমানঃ অপি প্রতিভাতি। ২৩

২৪। তস্মাৎ তৎপদার্থশোধনপূর্ব্বং বাক্যস্য অর্থং চিন্তয়ন্ দেশিকদয়াপ্রভাবাৎ ক্ষণেন চ আত্মানম্ অপরোক্ষয়তি। ২৪

২৫। দেহেন্দ্রিয়াদিধর্ম্মম্ অভেদেন আত্মনি আরোপ্য কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানী বোধঃ ত্বংপদস্য বাচ্যঃ অর্থঃ স্যাৎ। ২৫

(অনুবাদ) হইয়া যায়। সুতরাং 'সর্ব্বসাক্ষী 'সর্ব্বদ্রষ্টা' এক সনাতন সদ্‌বস্তু অবশ্যই স্বীকার্য্য। আর যে ব্যক্তি বলে 'শূন্য ছিল' বা 'শূন্য থাকিবে' তাহার উক্তিতে 'আমার জননী বন্ধ্যা' এই প্রকার উক্তির ন্যায় ব্যাহত। যেহেতু যাহা অত্যন্ত অসৎ, তাহা আবার সদ্‌বস্তুবাচক 'আছে' বা 'থাকিবে' ইত্যাদি প্রকারে 'অস্তি' শব্দবাচ্য হয় কিরূপে? সুতরাং সৎ ও শূন্য পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ হওয়ায় 'শূন্য ছিল' বা 'শূন্য থাকিবে' এ প্রকার উক্তি ব্যাহতিদোষদুষ্ট।২২

২৩। এই প্রকার বুদ্ধিবিহীন লোক সকলের 'তত্ত্বমসি' আদি-বাক্যের চিন্তনদ্বারা এই প্রত্যক্ আত্মা পরোক্ষের ন্যায় প্রকাশিত হইলেও (অপরোক্ষভাবে) প্রতিভাত হইয়া থাকেন।২৩

২৪। অতএব তৎপদার্থ শোধন করিয়া (তত্ত্বমসি) বাক্যের অর্থ চিন্তা করিতে থাকিলে দেশিক (উপদেশক সদ্‌গুরুর) কৃপাবশে ক্ষণকালমধ্যে আত্মাকে অপরোক্ষভাবে সাক্ষাৎ করিতে পারা যায়।২৪

দেহস্য চেন্দ্রিয়াণাং সাক্ষী তেভ্যো বিলক্ষণত্বেন।
প্রতিভাতি যোঽববোধঃ প্রোক্তোঽসৌ ত্বংপদস্য লক্ষ্যোঽর্থঃ ॥
বেদাবসানবাচা সম্বেদ্যং সকলজগদুপাদানম্।
সর্ব্বজ্ঞতাদ্যুপেতং চৈতন্যং তৎপদস্য বাচ্যোঽর্থঃ ॥২৭
বিবিধোপাধিবিমুক্তং বিশ্বাতীতং বিশুদ্ধমদ্বৈতম্।
অক্ষরমনুভববেদ্যং চৈতন্যং তৎপদস্য লক্ষ্যোঽর্থঃ ॥২৮

অন্বয়ঃ। ২৬। দেহস্য ইন্দ্রিয়াণাং চ সাক্ষী তেভ্যঃ বিলক্ষণত্বেন প্রতিভাতি (ইতি) যঃ অববোধঃ (অস্তি) অসৌ ত্বংপদস্য লক্ষ্যঃ অর্থঃ। ২৬
২৭। বেদাবসানবাচা সংবেদ্যং সকলজগদুপাদানং সর্ব্বজ্ঞতাদ্যুপেতং চৈতন্যং তৎ-পদস্য বাচ্যঃ অর্থঃ (ভবতি)। ২৭
২৮। বিবিধোপাধিবিমুক্তং বিশ্বাতীতং বিশুদ্ধম্ অদ্বৈতম্ অক্ষরম্ অনুভববেদ্যং চৈতন্যং তৎপদস্য লক্ষঃ অর্থঃ।২৮

অনুবাদ। ২৫। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম সকলকে অভিন্নভাবে আত্মার উপর আরোপিত করিয়া যে কর্ত্তৃত্ব আদি জ্ঞান হয়, তাহা 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'ত্বং' পদের 'বাচ্য' অর্থাৎ অভিধেয় অর্থ।২৫

২৬। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির যিনি সাক্ষী তিনি তাহাদের বিপরীত-ভাবেই প্রকাশিত হন—এই প্রকার যে জ্ঞানস্বরূপ বস্তু তাহা 'ত্বং' পদের লক্ষ্য অর্থ। অর্থাৎ 'ত্বং' পদের বাচ্য অর্থে দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যস্ত আত্মা বুঝায় এবং উহার লক্ষ্য (লাক্ষণিক) অর্থে সর্ব্বসম্বন্ধবিরহিত শুদ্ধ আত্মা অভিহিত হয়।২৬

২৭। যিনি বেদান্তবাক্যদ্বারা জ্ঞেয়, যিনি নিখিল বিশ্বের কারণ এবং সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণযুক্ত সেই চৈতন্যই 'তৎ' পদের বাচ্য অর্থাৎ অভিধেয় অর্থ।২৭

২৮। যিনি সর্ব্বপ্রকার উপাধিবিরহিত, বিশ্বের অতীত, বিশুদ্ধ ও দ্বিতীয়বিহীন এবং অক্ষর অর্থাৎ কূটস্থ অপরিণামী ও অনুভবজ্ঞেয়

সামানাধিকরণ্যং তদনু বিশেষণবিশেষ্যতা চেতি।
অথ লক্ষ্যলক্ষকত্বং ভবতি পদার্থাত্মনাং চ সম্বন্ধঃ ॥২৯
একত্র বৃত্তিরর্থে শব্দানাং ভিন্নবৃত্তিহেতূনাম্।
সামানাধিকরণ্যং ভবতীত্যেবং বদন্তি লাক্ষণিকাঃ ॥৩০
প্রত্যক্ত্বপরোক্ষত্বে পরিপূর্ণত্বং চ সদ্বিতীয়ত্বম্।
ইতরেতরং বিরুদ্ধং তত ইহ ভবিতব্যমেব লক্ষণয়া ॥৩১

অন্বয়ঃ। ২৯। সামানাধিকরণ্যং তদনু বিশেষণবিশেষ্যতা চ ইতি অথ লক্ষ্যলক্ষকত্বং চ পদার্থানাং সম্বন্ধঃ ভবতি।

৩০। ভিন্নবৃত্তিহেতূনাং শব্দানাম্ একত্র অর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যং ভবতি ইতি এবং লাক্ষণিকাঃ বদন্তি। ৩০

৩১। প্রত্যক্ত্বপরোক্ষত্বে পরিপূর্ণত্বং সদ্বিতীয়ত্বং চ ইতরেতরং বিরুদ্ধং ততঃ ইহ লক্ষণয়া এব (সামানাধিকরণ্যং) ভবিতব্যম্। ৩১

(**অনুবাদ**) সেই চৈতন্য 'তৎ'পদের লক্ষ্য অর্থ। অর্থাৎ তৎপদের বাচ্য অর্থদ্বারা মায়োপাধি সগুণ ব্রহ্ম, যিনি ঈশ্বর নামে জ্ঞাত, তিনি অভিহিত হন ; আর লক্ষ্য অর্থে সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত নির্গুণ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র লক্ষিত হন।২৮

২৯। সামানাধিকরণ্য, তাহার পর বিশেষণবিশেষ্যতা এবং তদনন্তর লক্ষ্যলক্ষকত্ব পদার্থের (এই ত্রিবিধ) সম্বন্ধ হইয়া থাকে।২৯

৩০। যে সকল শব্দের 'প্রবৃত্তির নিমিত্ত' ভিন্ন, তাহাদের একই বিষয়ে যে বৃত্তি অর্থাৎ একটি বিষয়েই বোধকতা, তাহাকেই বিদ্বদ্গণ 'সামানাধিকরণ্য' বলিয়া থাকেন।৩০

৩১। প্রত্যক্ত্ব অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির বিপরীতভাবে স্থিত আত্মার অপরোক্ষত্ব ও পরোক্ষত্ব এবং পরিপূর্ণতা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতভাবরাহিত্য ও দ্বৈততা ইহারা পরস্পরবিরুদ্ধ ; সেইজন্য লক্ষণাদ্বারাই ইহাদের সামানাধিকরণ্য (একবিষয়াবসানতা) নিশ্চিত হইয়া থাকে।৩১

মানান্তরোপরোধাৎ মুখ্যার্থস্যাপরিগ্রহে জাতে।
মুখ্যাবিনাকৃতেঽর্থে যা বৃত্তিঃ সৈব লক্ষণা প্রোক্তা ॥৩২
নিখিলমপি বাচ্যমর্থং ত্যক্ত্বা বৃত্তিস্তদন্বিতেঽন্যার্থে।
জহতীতি লক্ষণা স্যাদ্ গঙ্গায়াং ঘোষবদিহ ন গ্রাহ্যা ॥৩৩
বাচ্যার্থমত্যজন্ত্যা যস্যা বৃত্তেঃ প্রবৃত্তিরন্যার্থে।
ইয়মজহতীতি কথিতা শোণো ধাবতিবদত্র ন গ্রাহ্যা ॥৩৪

অন্বয়ঃ। ৩২। মানান্তরোপরোধে মুখ্যার্থস্য অপরিগ্রহে জাতে মুখ্যা বিনা কৃতে অর্থে যা বৃত্তিঃ সা এব লক্ষণা প্রোক্তা। ৩২

৩৩। নিখিলম্ অপি বাচ্যম্ অর্থং ত্যক্ত্বা তদন্বিতে অন্যার্থে বৃত্তিঃ জহতী ইতি (খ্যাতা) লক্ষণা স্যাৎ; গঙ্গায়াং ঘোষবৎ, (সা) ইহ ন গ্রাহ্যা। ৩৩

৩৪। বাচ্যার্থম্ অত্যজন্ত্যাঃ যস্যাঃ বৃত্তেঃ অন্যার্থে প্রবৃত্তিঃ ইয়ম্ অজহতী ইতি কথিতা; শোণঃ ধাবতিবৎ অত্র (লক্ষণা) ন গ্রাহ্যা। ৩৪

অনুবাদ। ৩২। প্রমাণান্তরের অবিসংবাদিতায় (যে স্থলে) মুখ্য অর্থ গৃহীত না হইয়া সেই মুখ্যার্থের সহিত অপৃথগ্‌ভাবে যে অর্থ গৃহীত হয়, সেই প্রকার অর্থে বৃত্তিকে লক্ষণা বলে। অর্থাৎ আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থ গ্রহণ করিলে যে স্থলে প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া সেই অর্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্য অর্থ যে বৃত্তিবলে গৃহীত হয়, তাহাকে 'লক্ষণা' বলে।৩২

৩৩। সমস্ত বাচ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তদ্‌যুক্ত অন্য অর্থে পর্য্যবসনতা 'জহতী লক্ষণা' এই নামে খ্যাত, অর্থাৎ তাহাকে 'জহল্লক্ষণা' বলে। 'গঙ্গায় ঘোষ (বাস করিতেছে)' উক্ত লক্ষণার এই উদাহরণের ন্যায় উহা নহে; অর্থাৎ জহল্লক্ষণার এই উদাহরণটি যেমন বাচ্য অর্থ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া স্ব-সম্বন্ধবিশিষ্ট তীররূপ অর্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে। 'তত্ত্বমসি' বাক্যে তাদৃশ লক্ষণা নহে।৩৩

৩৪। যে বৃত্তিতে বাচ্য অর্থ পরিত্যাগ না করিয়া অন্য অর্থে

জহদজহতীতি সা স্যাদ্‌যা বাচ্যার্থৈকদেশমপহায়।
বোধয়তি চৈকদেশং সোঽয়ং দ্বিজ ইতিবদাশ্রয়েদেনাম্ ॥৩৫
সোঽয়ং দ্বিজ ইতি বাক্যং ত্যক্ত্বা প্রত্যক্‌পরোক্ষদেশাদ্যম্।
দ্বিজমাত্রলক্ষকত্বাৎ কথয়ত্যৈক্যং পদার্থয়োরুভয়োঃ ॥৩৬
তদ্‌বৎ তত্ত্বমসীতি ত্যক্ত্বা প্রত্যক্‌পরোক্ষতাদীনি।
চিদ্‌বস্তু লক্ষয়িত্বা বোধয়তি স্পষ্টমসিপদেনৈক্যম্ ॥৩৭

অন্বয়ঃ। ৩৫। যা বাচ্যার্থৈকদেশম্ অপহায় একদেশং চ বোধয়তি সা জহদজহতী ইতি স্যাৎ সঃ অয়ং দ্বিজঃ ইতিবৎ এনাম্ আশ্রয়েৎ। ৩৫

৩৬। সঃ অয়ং দ্বিজঃ ইতি বাক্যং প্রত্যক্‌পরোক্ষদেশাদ্যং ত্যক্ত্বা দ্বিজমাত্র-লক্ষকত্বাৎ উভয়োঃ পদার্থয়োঃ ঐক্যং কথয়তি। ৩৬

৩৭। তদ্বৎ 'তত্ত্বমসি' ইতি (বাক্যং) প্রত্যক্ষপরোক্ষতাদীনি ত্যক্ত্বা চিদ্বস্তু লক্ষয়িত্বা অসি পদেন ঐক্যং স্পষ্টং বোধয়তি। ৩৭

(**অনুবাদ**) প্রবৃত্তি হয় তাহাকে 'অজহল্লক্ষণা' বলা হয়। 'শোণ (লোহিতবর্ণ) দৌড়াইতেছে' (জহল্লক্ষণার) এইরূপ দৃষ্টান্তের ন্যায় ইহা ('তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থ) গ্রাহ্য নহে। অর্থাৎ এস্থলে যেমন শোণ গুণ গমনসমর্থ না হওয়ায় বাক্যের ঐ বিরুদ্ধ অংশটুকু ত্যাগ করিয়া 'শোণ গুণবান্ অশ্ব' আদি দৌড়াইতেছে এইরূপ অর্থ করা হয়, 'তত্ত্বমসি' বাক্যেতাদৃশভাবে জহল্লক্ষণায় অর্থ সম্যক্‌রূপে প্রতীত হয় না।৩৪

৩৫। যাহা বাচ্য অর্থের একাংশ পরিত্যাগ করিয়া একাংশের অর্থবোধ জন্মায় তাহাকে 'জহদজহল্লক্ষণা' বলে। 'সেই এই দ্বিজ' এই উদাহরণের ন্যায় (এস্থলে) ইহাকে আশ্রয় করিবে, অর্থাৎ 'জহ-দল্লক্ষণা' দ্বারাই তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ নির্ণীত হয়।৩৫

৩৬। 'সেই এই ব্রাহ্মণ' এই বাক্যটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষদেশ আদি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দ্বিজটির স্বরূপবোধক হওয়ায় ('সেই ও এই' পরস্পরবিরোধী এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষবাচী) দুইটী পদার্থের একার্থকত্ব বুঝাইয়া দেয়।৩৬

ইত্থং বোধিতমর্থং মহতা বাক্যেন দর্শিতৈক্যেন।
অহমিত্যপরোক্ষয়তাং বেদো বেদয়তি বীতশোকত্বম্ ॥৩৮
প্রায়ঃ প্রবর্ত্তকত্বং বিধিবচসাং লোকবেদয়োর্দৃষ্টম্।
সিদ্ধং বোধয়তোঽর্থং কথমিব তদ্ভবতি তত্ত্বমস্যাদেঃ ॥৩৯

অন্বয়ঃ। ৩৮। দর্শিতৈক্যেন মহতা বাক্যেন ইত্থং বোধিতম্ অর্থম্ অহম্ ইতি অপরোক্ষয়তাং বীতশোকত্বং বেদঃ বেদয়তি। ৩৮

৩৯। বিধিবচসাং প্রবর্ত্তকত্বং প্রায়ঃ লোকবেদয়োঃ দৃষ্টম্। সিদ্ধম্ অর্থং বোধয়তঃ তত্ত্বমস্যাদেঃ কথমিব তৎ ভবতি। ৩৯

অনুবাদ। ৩৭। সেইরূপ 'তত্ত্বমসি' (তৎ ত্বম্ অসি) এই বাক্যটী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষতাদির বোধক (তৎ ও ত্বম্ এই পদদ্বয়ের) মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া 'অসি' ('হইতেছে') এই পদের সহিত ঐক্য স্পষ্টভাবে অবগত করায়। অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' বাক্যে 'তৎ' ও 'ত্বং' এই অংশদ্বয় 'অসি' (হইতেছে) এই সত্তামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়; সুতরাং 'তত্ত্বমসি' বাক্য জীব ও ঈশ্বরের ঐক্যরূপ একমাত্র সৎপদার্থই জ্ঞাপন করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রকার ভেদাভেদ তিরোহিত করিয়া এক অদ্বিতীয় সচ্চিৎ ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব—ইহাই অবগত হওয়া যায়।৩৭

৩৮। যাঁহার একতা প্রদর্শিত হইল, সেই মহাবাক্যদ্বারা এইরূপে যে অর্থ জ্ঞাপিত হইল, তাহা যে ব্যক্তি অপরোক্ষভাবে অনুভব করে, বেদ তাঁহার বীতশোকত্ব জানাইয়া দেয়, অর্থাৎ "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" এই বেদবাক্যে সেই অপরোক্ষানুভবকর্ত্তা সর্ব্বপ্রকার শোক হইতে নিষ্কৃতি পায় বলা হইয়াছে।৩৮

৩৯। লোকমধ্যে ও বেদমধ্যে বিধিবাক্যেরই প্রবর্ত্তকত্ব বাহুল্য-ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধার্থপ্রতিপাদক 'তত্ত্বমসি' আদি বাক্যের তাহা হইলে কিরূপে তাহা সম্ভব হয়? অর্থাৎ বিধিবাক্য ক্রিয়াবোধক কিন্তু 'তত্ত্বমসি' বাক্য ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে, কিন্তু সিদ্ধার্থ

বিধিরেব ন প্রবৃত্তিং জনয়ত্যভিলষিতবস্তুবোধোঽপি।
রাজা যাতি সুতোঽভূদিতি বোধেন প্রবর্ত্ততে লোকঃ ॥৪০
ঐক্যপরৈঃ শ্রুতিবাক্যৈরাত্মা শশ্বৎপ্রকাশ্যমানোঽপি।
দেশিকদয়াবিহিনৈরপরোক্ষয়িতুং ন শক্যতে পুরুষৈঃ ॥৪১
বিরহিতকাম্যনিষিদ্ধো বিহিতানুষ্ঠাননির্ম্মলস্বান্তঃ।
ভজতি নিজমেব বোধং গুরুণা কিমিতি ত্বয়া ন মন্তব্যম্ ॥৪২

অন্বয়ঃ। ৪০। বিধিঃ এব ন প্রবৃত্তিং জনয়তি অভিলষিতবস্তুবোধঃ অপি (প্রবৃত্তিং জনয়তি)। রাজা যাতি, সুতঃ অভূৎ ইতি বোধেন লোকঃ প্রবর্ত্ততে। ৪০

৪১। আত্মা ঐক্যপরৈঃ শ্রুতিবাক্যৈঃ শশ্বৎপ্রকাশ্যমানঃ অপি দেশিকদয়াবিহীনৈঃ অপরোক্ষয়িতুং ন শক্যতে। ৪১

৪২। বিরহিতকাম্যনিষিদ্ধঃ বিহিতানুষ্ঠাননির্ম্মলস্বান্তঃ (জনঃ) নিজম্ এব বোধং ভজতি, গুরুণা কিম্ ইতি ত্বয়া ন মন্তব্যম্। ৪২

(**অনুবাদ**) প্রতিপাদক ; সুতরাং তাহার দ্বারা কিরূপে লোক প্রবর্ত্তিত হইবে, কেন না বিধিবাক্য শুনিয়াই লোকের কার্য্যপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে।৩৯

৪০। কেবল মাত্র বিধিবাক্যেই যে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে, এমত নহে, কিন্তু অভিলিষিত বস্তুবিষয়ক জ্ঞানও প্রবৃত্তিজনক হয়। 'রাজা যাইতেছে', 'তোমার পুত্র হইয়াছে' এই প্রকার (অবিধিপর সিদ্ধার্থ-বোধক বাক্যের) বোধেও লোকে কার্য্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।৪০

৪১। (এক অদ্বিতীয় আত্মবস্তুতে) সমন্বিত শ্রুতিবাক্যনিবহের দ্বারা আত্মা চিরকাল ধরিয়া বোধিত হইলেও উপদেশক গুরুর দয়া যাহার উপর নাই, তাদৃশ পুরুষ উহার অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার করিতে পারে না।৪১

৪২। যে ব্যক্তি কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা নিষ্পাপচিত্ত হইয়াছে, সে নিজ জ্ঞানকে (নিজেই) পাইবে, গুরুর আর প্রয়োজন কি—এরূপ তোমার মনে করা উচিত নহে।৪২

কর্ম্মভিরেব ন বোধঃ প্রভবতি গুরুণা বিনা দয়ানিধিনা।
আচার্য্যবান্ হি পুরুষো বেদেত্যর্থস্য বেদসিদ্ধত্বাৎ ॥৪৩
বেদোঽনাদিতয়া বা যদ্বা পরমেশ্বরপ্রণীততয়া।
ভবতি পরমং প্রমাণং বাধো নাস্তি স্বতশ্চ পরতো বা ॥৪৪
নাপেক্ষতে যদন্যদ্ যদপেক্ষন্তেঽখিলানি মানানি।
বাক্যং তন্নিগমানাং মানং ব্রহ্মাদ্যতীন্দ্রিয়াবগতৌ ॥৪৫

অন্বয়ঃ। ৪৩। দয়ানিধিনা গুরুণা বিনা কর্ম্মভিঃ এব বোধঃ ন প্রভবতি। "আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদঃ" ইতি অস্য বেদসিদ্ধত্বাৎ। ৪৩

৪৪। বেদঃ অনাদিতয়া বা যদ্বা পরমেশ্বরপ্রণীততয়া পরমং প্রমাণং ভবতি। স্বতঃ চ পরতঃ বা তস্য বাধঃ ন অস্তি। ৪৪

৪৫। যৎ অন্যৎ ন অপেক্ষতে অখিলানি মানানি যৎ অপেক্ষন্তে তৎ বাক্যম্ ব্রহ্মাদ্যতীন্দ্রিয়াবগতৌ নিগমানাং মানং (ভবতি)। ৪৫

অনুবাদ। ৪৩। করুণার আধার গুরু ব্যতীত কেবলমাত্র কর্ম্ম-সকল দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যেহেতু 'আচার্য্যযুক্ত পুরুষ (ব্রহ্মকে) জানিতে পারে' ইহা বেদসিদ্ধ, অর্থাৎ বেদেই যখন বলিতেছেন আচার্য্য-বান্ না হইলে জ্ঞান হয় না, তখন গুরুর কৃপা ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না—ইহাই বুঝিতে হইবে। ৪৩

৪৪। অনাদিত্বনিবন্ধনই হউক, অথবা পরমেশ্বরকৃত বলিয়াই হউক, বেদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ; নিজ হইতে অথবা অপর হইতে তাহার কোনরূপ বাধ নাই। অর্থাৎ সর্ব্বথা অবাধিত হওয়ায় এবং লৌকিক প্রমাণের সংবাদসাপেক্ষ না হওয়ায় বেদ স্বতঃপ্রমাণ ; উহার প্রামাণ্য কাহারও অপেক্ষিত নহে। ৪৪

৪৫। যাহা অন্য কোন (প্রমাণের) অপেক্ষা করে না, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার প্রমাণ যাহাকে অপেক্ষা করিয়া থাকে, সেই বাক্য, ব্রহ্ম আদি অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব জানিতে হইলে সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রমাণস্বরূপ। ৪৫

মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং মানেন যে বুভুৎসন্তে।
এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাত্মানঃ ॥৪৬
বেদোঽনাদিরমুষ্যব্যঞ্জক ঈশঃ স্বয়ংপ্রকাশাত্মা।
তদভিব্যক্তিমুদীক্ষ্য প্রোক্তোঽসৌ সূরিভিঃ প্রমাণমিতি ॥৪৭
রূপাণামবলোকে চক্ষুরিবান্যন্ন কারণং দৃষ্টম্।
তদ্বদদৃষ্টাবগতৌ বেদবদন্যো ন বেদকো হেতুঃ ॥৪৮

অন্বয়ঃ। ৪৬। যে মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং মানেন বুভুৎসন্তে তে মহাত্মানঃ এধোভিঃ দহনং দগ্ধুম্ ইচ্ছন্তি ইব। ৪৬

৪৭। বেদঃ অনাদিঃ স্বয়ম্প্রকাশাত্মা ঈশঃ অমুষ্যব্যঞ্জকঃ। তদভিব্যক্তিম্ উদীক্ষ্য অসৌ সূরিভিঃ প্রমাণম্ ইতি উক্তঃ। ৪৭

৪৮। রূপাণাম্ অবলোকে চক্ষুঃ ইব অন্যৎ কারণং ন দৃষ্টং, তদ্বৎ অদৃষ্টাবগতৌ বেদবৎ অন্যঃ বেদকঃ হেতুঃ ন অস্তি। ৪৮

অনুবাদ। ৪৬। যে জ্ঞানের দ্বারা প্রমাণ জ্ঞাপিত হয়, যাহারা সেই জ্ঞানকে প্রমাণদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করে, সেই মহাশয় ব্যক্তিগণ যেন কাষ্ঠরাশিদ্বারা অগ্নিকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করে। অর্থাৎ প্রমাণজ্ঞাপক জ্ঞানকে প্রমাণদ্বারা জানিতে চেষ্টা করা আর অগ্নিকে কাষ্ঠদ্বারা দগ্ধ করিবার প্রয়াস করা উভয়ই তুল্য।৪৬

৪৭। বেদ অনাদি; স্বতঃসিদ্ধস্বরূপ, ঈশ্বর উহার অভিব্যঞ্জক (প্রকাশক), তাঁহার এই স্বয়ংপ্রকাশিতত্ব দেখিয়াই পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রমাণ বলিয়াছেন। ঈশ্বরও যে বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি উহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেই জন্যই বেদ পরম প্রমাণ।৪৭

৪৮। রূপপ্রত্যক্ষে চক্ষুর ন্যায় অন্য কোন কারণ দেখা যায় না; সেইরূপ অদৃষ্টবিষয়ের জ্ঞানসম্বন্ধে বেদের ন্যায় অন্য কোন নিমিত্ত নাই। অর্থাৎ চক্ষু ব্যতীত যেমন অন্য কেন বস্তুর সাহায্যে রূপ দেখা যায় না, সেইরূপ বেদ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণদ্বারা অদৃষ্টবিষয় সকল নির্ণীত হয় না।৪৮

নিগমেষু নিশ্চিতার্থং তন্ত্রে কশ্চিদ্ যদি প্রকাশয়তি।
তদিদমনুবাদমাত্রং প্রামাণ্যং তস্য সিধ্যতি ন কিঞ্চিৎ ॥৪৯
অংশদ্বয়বতি নিগমে সাধয়তি দ্বৈতমেব কোঽপ্যংশঃ।
অদ্বৈতমেব বস্তু প্রতিপাদয়তি প্রসিদ্ধমপরোঽংশঃ ॥৫০
অদ্বৈতমেব সত্যং তস্মিন্ দ্বৈতং ন সত্যমধ্যস্তম্।
রজতমিব শুক্তিকায়াং মৃগতৃষ্ণায়ামিবোদকস্ফুরণম্ ॥৫১

অন্বয়ঃ। ৪৯। যদি কশ্চিৎ নিগমেষু নিশ্চিতার্থং তন্ত্রে প্রকাশয়তি তৎ ইদম্ অনুবাদমাত্রং তস্য কিঞ্চিৎ প্রামাণ্যং ন সিধ্যতি। ৪৯

৫০। অংশদ্বয়বতি নিগমে কঃ অপি অংশঃ দ্বৈতম্ এব সাধয়তি অপরঃ অংশঃ প্রসিদ্ধম্ অদ্বৈতং বস্তু এব প্রতিপাদয়তি। ৫০

৫১। অদ্বৈতম্ এব সত্যং তস্মিন্ অধ্যস্তং দ্বৈতং শুক্তিকায়াং রজতম্ ইব মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ উদকস্ফুরণম্ ইব ন সত্যম্। ৫১

অনুবাদ। ৪৯। যদি কেহ বেদমধ্যে নির্ণীত বিষয় (স্বীয়) তন্ত্রে অর্থাৎ সিদ্ধান্ত-গ্রন্থে প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহা কেবল অনুবাদ (পুনরুক্তি অর্থাৎ উক্তির অনুরূপ উক্তি) হইয়া থাকে; তাহার কোন (পৃথক্) প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ তাহা যাহার অনুবাদ তাহারই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। অপরের সিদ্ধান্তে তাহা কথিত হইলেও সেই পূর্ব্বপ্রামাণ্য অনুসারেই তাহা প্রমাণভূত হয়, পরবর্ত্তী অনুবাদকের কৃতি তাহার প্রমাণ্যের ব্যবস্থাপক নহে, অথবা সেই অনুবাদও নিজে প্রমাণ হয় না।৪৯

৫০। অংশদ্বয়বিশিষ্ট শাস্ত্রমধ্যে কোনও কোন অংশ দ্বৈতই সাধন করিয়া থাকে, আবার অপর ভাগটি প্রসিদ্ধ অদ্বৈত বস্তুই প্রতিপাদন করিয়া থাকে।৫০

৫১। অদ্বৈতই পরমার্থ; শুক্তিকায় রজতপ্রতিভাস যেমন সত্য নহে, মরীচিকার জলপ্রকাশ যেরূপ পরমার্থ নহে, সেইরূপ সেই অদ্বৈতোপরি অধ্যস্ত দ্বৈতও সত্য নহে।৫১

আরোপিতং যদি স্যাদদ্বৈতং বস্ত্ববস্তুনি দ্বৈতে।
তদযুক্তমেব যস্মাৎ সত্যেঽধ্যাসো ভবত্যসত্যানাম্ ॥৫২
যদ্যারোপণমুভয়োস্তদ্ব্যতিরিক্তস্য কস্যচিদভাবাৎ।
আরোপণং ন শূন্যে তস্মাদদ্বৈতসত্যতা গ্রাহ্যা ॥৫৩
প্রত্যক্ষাদ্যনবগতং শ্রুত্যা প্রতিপাদনীয়মদ্বৈতম্।
দ্বৈতং ন প্রতিপাদ্যং তস্য স্বত এব লোকসিদ্ধত্বাৎ ॥৫৪

অন্বয়ঃ। ৫২। অদ্বৈতং বস্তু অবস্তুনি দ্বৈতে যদি আরোপিতং স্যাৎ তৎ অযুক্তম্ এব যস্মাৎ সত্যে অসত্যানাম্ অধ্যাসঃ ভবতি। ৫২

৫৩। যদি উভয়োঃ আরোপণং (তর্হি) তদ্ব্যতিরিক্তস্য কস্যচিৎ অভাবাৎ শূন্যে আরোপণং ন (ভবতি) তস্মাৎ অদ্বৈতসত্যতা গ্রাহ্যা। ৫৩

৫৪। শ্রুত্যা প্রত্যক্ষাদ্যনবগতম্ অদ্বৈতং প্রতিপাদনীয়ং দ্বৈতং ন প্রতিপাদ্যং তস্য লোকসিদ্ধত্বাৎ। ৫৪

অনুবাদ। ৫২। সদ্ বস্তু অদ্বৈত যদি অবস্তু (তুচ্ছ) দ্বৈতোপরি আরোপিত হয় বলা হয়, তাহা হইলে তাহা অসমীচীন, কেন না, সত্য বস্তুতেই অসত্য বস্তুর আরোপ হইয়া থাকে (কিন্তু অসত্যে সত্যবস্তুর আরোপ হয় না)।৫২

৫৩। যদি দুইটীরই আরোপ অর্থাৎ অধ্যাস হয়, দুইটি বস্তুই অধ্যস্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে হেতু তদুভয় ব্যতিরিক্ত, অন্যকোন বস্তু না থাকায় তাহার শূন্যে আরোপ হইতে পারে না; (সুতরাং উভয়ের অধ্যস্ততা না হইয়া একেরই অধ্যস্ততা যুক্তিযুক্ত হওয়ায় দ্বৈতই আরোপিত); অতএব অদ্বৈতের সত্যতা গ্রহণ করা উচিত।৫৩

৫৪। প্রত্যক্ষাদিদ্বারা যাহা অবগত হওয়া যায় না, সেই অদ্বৈতই শ্রুতির প্রতিপাদ্য হওয়া উচিত, কিন্তু দ্বৈত, শ্রুতির প্রতিপাদ্য হওয়া উচিত নহে; যেহেতু উহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা লোকতঃ সিদ্ধই রহিয়াছে। (লোকসিদ্ধ বস্তু জ্ঞাপন করিয়া শ্রুতি কোন প্রয়োজনেই আসিতে পারে না)।৫৪

অদ্বৈতং সুখরূপং দুঃসহদুঃখং সদা ভবেৎ দ্বৈতম্।
যত্র প্রয়োজনং স্যাৎ প্রতিপাদয়তি শ্রুতিস্তদেবাসৌ ॥৫৫
নিগমগিরা প্রতিপাদ্যং বস্তু যদানন্দরূপমদ্বৈতম্।
স্বাভাবিকং স্বরূপং জীবত্বং তস্য কেচন ব্রুবতে ॥৫৬
স্বাভাবিকং যদি স্যাজ্জীবত্বং তস্য বিশদবিজ্ঞপ্তেঃ।
সকৃদপি ন তদ্বিনাশং গচ্ছেদুষ্ণপ্রকাশবদ্বহ্নেঃ ॥৫৭
যদ্বদয়ো রসবিদ্ধং কাঞ্চনতাং যাতি তদ্বদেবাসৌ।
জীবঃ সাধনশক্ত্যা পরতাং যাতীতি কেচিদিচ্ছন্তি ॥৫৮

অন্বয়ঃ। ৫৫। অদ্বৈতং সুখরূপং (ভবেৎ) দ্বৈতং সদা দুঃসহদুঃখরূপং ভবেৎ। যত্র প্রয়োজনং স্যাৎ অসৌ শ্রুতিঃ তৎ এব প্রতিপাদয়তি। ৫৫

৫৬। নিগমগিরা যৎ আনন্দরূপম্ অদ্বৈতং বস্তুপ্রতিপাদ্যং, কেচন জীবত্বং তস্য স্বাভাবিকং স্বরূপং ব্রুবতে। ৫৬

৫৭। যদি জীবত্বং বিশদবিজ্ঞপ্তেঃ তস্য স্বাভাবিকং স্যাৎ তৎ বহ্নেঃ উষ্ণপ্রকাশবৎ সকৃৎ অপি বিনাশং ন গচ্ছেৎ। ৫৭

৫৮। যদ্বৎ অয়ঃ রসবিদ্ধং (সৎ) কাঞ্চনতাং যাতি তদ্বৎ এব অসৌ জীবঃ সাধনশক্ত্যা পরতাং যাতি ইতি কেচিৎ ইচ্ছন্তি। ৫৮

অনুবাদ। ৫৫। অদ্বৈত সুখস্বরূপ এবং দ্বৈততা সর্ব্বদা দুঃসহ দুঃখাত্মক হয়। যে বিষয়ে প্রয়োজন থাকে, ঐ শ্রুতি, তাহাই প্রতিপাদন করে।৫৫

৫৬। শাস্ত্রবচন যে আনন্দস্বরূপ অদ্বৈত বস্তু প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বলেন—জীবভাব তাহার স্বাভাবিক স্বরূপ।৫৬

৫৭। জীবত্ব যদি সেই বিমল বিজ্ঞানস্বরূপের স্বাভাবিক স্বরূপ হয়, তাহা হইলে বহ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশত্ব যেমন একবারও বিনষ্ট হয় না তাহাও সেইরূপ একবারও নাশ প্রাপ্ত হইত না।৫৭

৫৮। কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে, লৌহ যেমন রসবিদ্ধ অর্থাৎ পারদসংযুক্ত হইয়া (রসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা) সুবর্ণভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপই ঐ জীবও সাধনাশক্তিবলে পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হয়।৫৮

তদিদং ভবতি ন যুক্তং গতবতি তস্মিংশ্চিরেণ রসবীর্য্যে।
প্রতিপদ্যতে প্রণাশং হৈমো বর্ণোঽপ্যয়ংসমারূঢ়ঃ ॥৫৯
জীবত্বমপি তথেদং বহুবিধসুখদুঃখলক্ষণোপেতম্।
গতমিব সাধনশক্ত্যা প্রতিভাত্যেব প্রয়াতি ন বিনাশম্ ॥৬০
তস্মাৎ স্বতো যদি স্যাজ্জীবঃ সততং স এব জীবঃ স্যাৎ।
এবং যদি পরমাত্মা পরমাত্মৈবায়মিতি ভবেদ্ যুক্তম্ ॥৬১
যদি বা পরেণ সাম্যং জীবশ্চেদ্ভজতি সাধনবলেন।
কালেন তদপি কিয়তা নশ্যত্যেবেতি নিশ্চিতং সকলৈঃ ॥৬২

অন্বয়ঃ। ৫৯। তৎ ইদং ন যুক্তং ভবতি রসবীর্য্যে তস্মিন্ চিরেণ গতবতি অয়ং-প্রণাশং প্রতিপদ্যতে হৈমঃ বর্ণঃ অপি সমারূঢ়ঃ। ৫৯

৬০। তথা বহুবিধসুখদুঃখলক্ষণোপেতম্ ইদং জীবত্বম্ অপি সাধনশক্ত্যা গতম্ ইব প্রতিভাতি এব বিনাশং ন প্রয়াতি। ৬০

৬১। তস্মাৎ যদি স্বতঃ জীবঃ স্যাৎ স সততম্ এব জীব স্যাৎ; এবং যদি (অয়ং) পরমাত্মা (তদা) অয়ং পরমাত্মা এব ভবেৎ (ইতি) যুক্তম্। ৬১

৬২। যদি বা জীবঃ সাধনবলেন পরেণ সাম্যং ভজতি চেৎ (তর্হি) তৎ অপি কিয়তা কালেন নশ্যতি এব ইতি সকলৈঃ নিশ্চিতম্। ৬২

অনুবাদ। ৫৯। কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, পারদশক্তিমধ্যে উহা চিরতরে লীন হইলে লৌহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অদৃশ্য হয়, (কিন্তু তাহা হয় না,) বস্তুতঃ সুবর্ণবর্ণ উহাতে সমারূঢ় হইয়া থাকে।৫৯

৬০। সেইরূপ বহুবিধ সুখদুঃখচিহ্নযুক্ত এই জীবভাবও সাধন-শক্তিবশে অপগতের ন্যায়ই প্রতিভাত হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।৬০

৬১। অতএব জীব যদি স্বতঃই জীব হয়, তবে তাহা সতত জীবই থাকিবে, আর যদি উহা পরমাত্মা হয়, তবে ইহা পরমাত্মাই হইবে।৬১

৬২। আর যদি জীব সাধনাবশে পরমাত্মার সমানতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কিছুকালমধ্যেই উহা নষ্ট হইয়া যাইবেই, ইহা সকলেই নিশ্চিতভাবে অবগত আছে। (যেহেতু যাহা কৃতক হয় তাহা অনিত্যই

তস্মাৎ পরং স্বকীয়ং দেহং মোহাত্মকং চ সংসারম্।
স্বজ্ঞানেন গ্রসিত্বা পূর্ণঃ স্বয়মেব শিষ্যতে নান্যৎ ॥৬৩

সত্যং জ্ঞানমনন্তং প্রকৃতং পরমাত্মরূপমদ্বৈতম্।
অববোধয়ন্তি নিখিলাঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতিভিঃ সমং সমস্তাভিঃ ॥

অদ্বৈতবোধকানাং নিখিলানাং নিগমবাক্যজালানাম্।
বাক্যান্তরাণি সকলান্যভিধীয়ন্তেঽস্য শেষভূতানি ॥৬৫

অন্বয়ঃ। ৬৩। তস্মাৎ পরং মোহং মোহাত্মকং সংসারং চ স্বজ্ঞানেন উহিত্বা পূর্ণঃ স্বয়ম্ এব শিষ্যতে অন্যৎ ন (শিষ্যতে)। ৬৩

৬৪। সমস্তাভিঃ স্মৃতিভিঃ সহ নিখিলাঃ শ্রুতয়ঃ প্রকৃতং সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং পরমাত্মরূপম্ অদ্বৈতম্ অববোধয়ন্তি। ৬৪

৬৫। সকলানি বাক্যান্তরাণি অস্য একত্ববোধকানাং নিখিলানাং নিগমবাক্য-জালানাং শেষভূতানি অভিধীয়ন্তে। ৬৫

(অনুবাদ) হইয়া থাকে) আর সাধনশক্তিবলে ঈশ্বরসাম্যপ্রাপ্তিও কৃতক হওয়ায় অবশ্যই নষ্ট হইবে; সুতরাং যাঁহাদের মতে সাম্য বা সাযুজ্য অথবা সালোক্য আদিই মুক্তি, যুক্তি অনুসারে তাঁহাদের মোক্ষকে অনিত্য ও অনাত্যন্তিক বলিতে হয়, কিন্তু মোক্ষের অনিত্যতা ও অনাত্যন্তিকতা আদৌ যুক্তি ও শ্রুতিসিদ্ধ নহে।৬২

৬৩। অতএব পরম মোহ ও মোহস্বরূপ সংসারকে আত্মজ্ঞানদ্বারা বাধিত করিয়া পরিপূর্ণস্বরূপ নিজেই (আত্মাই) অবশিষ্ট থাকে, অপর কোন বস্তু থাকে না।৬৩

৬৪। সকল স্মৃতি শাস্ত্রের সহিত সমগ্র শ্রুতিবাক্যনিচয় প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণপ্রতিপাদ্য প্রধান সত্যজ্ঞানস্বরূপ অনন্ত পরমাত্মস্বরূপ অদ্বৈততত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।৬৪

৬৫। সকল প্রকার বাক্যান্তরই অর্থাৎ যত প্রকার বাক্য আত্মার একত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে না, তৎসমুদয়ই, আত্মার একত্বপ্রতিপাদক

যস্মিন্মিহিরবদুদিতে তিমিরবদপযান্তি কর্ত্তৃতাদীনি।
জ্ঞানং বিরহিতভেদং কথমিব তদ্ভবতি তত্ত্বমস্যাদেঃ ॥৬৬
কর্ম্মপ্রকরণনিষ্ঠং জ্ঞানং কর্ম্মাঙ্গমিষ্যতে প্রাজ্ঞৈঃ।
ভিন্নপ্রকরণভাজঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং কথং ভবেজ্ জ্ঞপ্তেঃ ॥৬৭
অধিকারিবিষয়ভেদৌ কর্ম্মজ্ঞানাত্মকাবুভৌ কাণ্ডৌ।
এবং সতি কথমনয়োরঙ্গাঙ্গিত্বং পরস্পরং ঘটতে ॥৬৮

অন্বয়ঃ। ৬৬। যস্মিন্ মিহিরবৎ উদিতে কর্ত্তৃতাদীনি তিমিরবৎ অপযান্তি বিরহিতভেদং তৎ জ্ঞানং তত্ত্বমস্যাদেঃ কথমিব ভবতি। ৬৬

৬৭। কর্ম্মপ্রকরণনিষ্ঠং জ্ঞানং প্রাজ্ঞৈঃ কর্ম্মাঙ্গম্ ইষ্যতে; ভিন্নপ্রকরণভাজঃ জ্ঞপ্তেঃ কথং কর্ম্মাঙ্গত্বং ভবেৎ। ৬৭

৬৮। উভৌ কাণ্ডৌ অধিকারিবিষয়ভেদৌ কর্ম্মজ্ঞানাত্মকৌ এবং সতি কথম্ অনয়োঃ পরস্পরম্ অঙ্গাঙ্গিত্বং ঘটতে। ৬৮

(**অনুবাদ**) সকল বেদবাক্যরাশির শেষভূত বা অঙ্গস্বরূপ, অর্থাৎ তাহারা সকলেই গৌণভাবে ব্যবহৃত, আত্মার একত্বপ্রতিপাদনই শ্রুতির তাৎপর্য্য ।৬৫

৬৬। সূর্য্যের ন্যায় যাহা উদিত হইলে কর্ত্তৃত্বাদি সাংসারিক দ্বৈতভাবনিচয় অন্ধকারের ন্যায় অপসৃত হয়, সর্ব্বপ্রকার ভেদবিহীন সেই জ্ঞান তত্ত্বমসি আদি বাক্য হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে ?৬৬

৬৭। যে জ্ঞান কর্ম্মপ্রকরণে কথিত হইয়াছে পণ্ডিতগণ তাহাকে কর্ম্মাঙ্গ বলিতে অভিলাষ করেন, কিন্তু যে জ্ঞান ভিন্নপ্রকরণমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার কিরূপে কর্ম্মাঙ্গত্ব হইতে পারে ?৬৭

৬৮। বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ যে দুইটি কাণ্ড আছে তাহা অধিকারী ও বিষয়ভেদে ভিন্ন; তাহার একটি কর্ম্মাত্মক এবং অপরটি জ্ঞানাত্মক ।৬৮

জ্ঞানং কর্ম্মণি ন স্যাজ্ জ্ঞানে কর্ম্মেদমপি তথা ন স্যাৎ।
তৎকথমনয়োরুভয়োস্তপনতমোবৎ সমুচ্চয়ো ঘটতে ॥৬৯
তস্মান্মোহনিবৃত্তৌ জ্ঞানং ন সহায়মন্যদর্থয়তে।
যদ্বৎ ঘনতরতিমিরপ্রকরপরিধ্বংসনে সহস্রাংশুঃ ॥৭০

অন্বয়ঃ। ৬৯। কর্ম্মণি জ্ঞানং ন স্যাৎ তথা জ্ঞানে কর্ম্ম ইদম্ অপি ন স্যাৎ; তৎ কথং তপনতমোবৎ অনয়োঃ উভয়োঃ সমুচ্চয়ঃ ঘটতে। ৬৯
৭০। তস্মাৎ যদ্বৎ ঘনতরতিমিরপ্রকরপরিধ্বংসনে সহস্রাংশুঃ (তথা) জ্ঞানং মোহনিবৃত্তৌ অন্যং সহায়ং ন অর্থয়তে। ৭০

অনুবাদ। ৬৯। কর্ম্ম থাকিলে জ্ঞান হয় না, আবার সেইরূপ জ্ঞান হইলে কর্ম্ম থাকে না। অতএব সূর্য্য ও অন্ধকারের ন্যায় (পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন) এই দুইটি বস্তুর কিরূপে সমুচ্চয় সংঘটিত হয়? ৬৯

৭০। অতএব সূর্য্য যেমন অতিনির্বিড় অন্ধকাররাশি নষ্ট করিতে কোন সহায়ান্তর অপেক্ষা করে না, সেইরূপ জ্ঞানও অবিদ্যাবিনাশবিষয়ে অপর কোন সহায় আবশ্যক করে না।

তাৎপর্য্য

এস্থলে কর্ম্মজ্ঞানের যে বিরোধ কথিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে, কর্ম্ম একেবারেই অননুষ্ঠেয়; অদ্বৈতি-বৈদান্তিকগণ এরূপ কথা বলেনও না। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক আশ্রমীরই স্বস্ব আশ্রমবিহিত কর্ম্ম কর্ত্তব্য; অধিক কি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও কর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন না, তবে তাঁহারা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা নিষ্কাম হওয়া চাই। বৈদান্তিকগণ যে কর্ম্মের প্রতিষেধ করেন, তাহাতে তাঁহাদের আশয় এই যে, অন্ধকার নষ্ট করিতে হইলে যেমন আলোকের আবশ্যক, তদ্ব্যতীত অন্য শতসহস্র বস্তু আনিলেও যেমন অন্ধকার অপসারিত করা যায় না, সেইরূপ অবিদ্যানাশে মুক্তিলাভ করিতে হইলে একমাত্র জ্ঞানই আবশ্যক হইয়া

জ্ঞানং তদেবমমলং সাক্ষী বিশ্বস্য ভবতি পরমাত্মা।
সম্বধ্যতে ন ধর্ম্মৈঃ সাক্ষী তৈরেব সচ্চিদানন্দঃ ॥৭১
রজ্জ্বাদেরুরগাদ্যৈঃ সম্বন্ধবদস্য দৃশ্যসম্বন্ধঃ।
সত্তমসঙ্গোঽয়মিতি শ্রুতিরপ্যমুমর্থমেব সাধয়তি ॥৭২

অন্বয়ঃ। ৭১। তৎ এবম্ অমলং জ্ঞানং পরমাত্মা বিশ্বস্য সাক্ষী ভবতি। সচ্চিদানন্দঃ সাক্ষী তৈঃ এব ধর্ম্মৈঃ ন সম্বধ্যতে। ৭১

৭২। উরগাদ্যৈঃ রজ্জ্বাদেঃ সম্বন্ধবৎ অস্য দৃশ্যসম্বন্ধঃ ভবতি। অয়ং সত্তম্ অসঙ্গঃ ইতি অমুম্ অর্থম্ এব শ্রুতিঃ সাধয়তি। ৭২

(তাৎপর্য্য) থাকে, অন্য কোন বস্তুই সে স্থলে আবশ্যক নহে, যেহেতু কেবলমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞান বা অবিদ্যা নাশ করিতে সমর্থ। কর্ম্মের দ্বারা অবিদ্যার নাশ অসম্ভব; কেন না, কর্ম্ম অবিদ্যারই সজাতীয়, যেহেতু কর্ম্ম করিতে হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি, জাত্যভিমান এবং দেহেন্দ্রিয়াদির উপর অভিমান আবশ্যক হয় ও আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আদি জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন হয়। কিন্তু অবিদ্যা না থাকিলে সর্ব্বপ্রকার ভেদজ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আদি জ্ঞানও লুপ্ত হইয়া যায়; আর তাহা হইলে কর্ম্ম করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেন না, যে ব্যক্তি জানে যে, আমি ফলভোগ করিব না, বা মৎকৃতফল অন্যেও ভোগ করিবে না, তাহা হইলে সে কি আর কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়? সুতরাং বৈদান্তিকগণ যে কর্ম্মের নিষেধ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা বৈদিক কর্ম্মের সর্ব্বথা অপ্রামাণ্য আপতিত হয় না, কিন্তু তাঁহাদের মতে কর্ম্মের অজ্ঞাননাশিত্ব অসম্ভব বিধায় কর্ম্মের চরমসাধনত্ব অস্বীকার্য্য।

অনুবাদ। ৭১। অতএব এই প্রকার যে বিশুদ্ধ জ্ঞান, যাহা পরমাত্মা, তিনি বিশ্বের সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা হইয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ সেই দ্রষ্টা সেই সকল ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত হন না।৭১

৭২। রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, সেস্থলে সেই সর্পের সহিত রজ্জুর

কর্ত্তৃ চ কর্ম্ম চ যস্য স্ফুরতি ব্রহ্মৈব তন্ন জানাতি।
যস্য ন কর্ত্তৃ ন কর্ম্ম স্ফুটতরময়মেব বেদিতুং ক্রমতে ॥৭৩
কর্ত্তৃত্বাদিকমেতন্মায়াশক্ত্যা প্রপঞ্চতে নিখিলম্।
ইতি কেচিদাহুরেষা ভ্রান্তির্ব্রহ্মাতিরেকতো নাস্তং ॥৭৪
তস্মিন্ ব্রহ্মণি বিদিতে বিশ্বমশেষং ভবেদিদং বিদিতম্।
কারণমৃদি বিদিতায়াং ঘটকরকাদ্যা যথাবগম্যন্তে ॥৭৫

অন্বয়ঃ। ৭৩। যস্য চ কর্ত্তৃকর্ম্ম চ স্ফুরতি (স) তৎ ব্রহ্ম ন জানাতি এব। যস্য ন কর্ত্তৃ ন কর্ম্ম (অস্তি) অয়ম্ এব স্ফুটতরং বেদিতুং ক্রমতে। ৭৩
৭৪। নিখিলম্ এতৎ কর্ত্তৃত্বাদিকং মায়াশক্ত্যা প্রতীয়তে ইতি কেচিৎ আহুঃ, এষা ভ্রান্তিঃ (যতঃ) ব্রহ্মাতিরেকতঃ অন্তৎ ন (অস্তি)। ৭৪
৭৫। কারণমৃদি বিদিতায়াং যথা ঘটকরকাদ্যাঃ অবগম্যন্তে (তথা) তস্মিন্ ব্রহ্মণি বিদিতে ইদম্ অশেষং বিশ্বং বিদিতং ভবেৎ। ৭৫

(**অনুবাদ**) সম্বন্ধ যেরূপ, দৃশ্য প্রপঞ্চের সহিত এই পরমাত্মার সম্বন্ধও তাদৃশ। ইনি সকল সময়েই অসঙ্গ—এই কথাই শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়া থাকে।৭২

৭৩। যাহার মধ্যে কর্ত্তৃত্ব অথবা কর্ম্মত্ব স্ফুরতি হয়, সে সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। আর যাহার কর্ত্তৃত্ব বা কোন কর্ম্ম নাই, সেই তাঁহাকে জানিবার পথে অগ্রসর হয়।৭৩

৭৪। কেহ কেহ বলেন—এই কর্ত্তৃত্ব আদি সকল ভাবনিচয় মায়াশক্তিপ্রভাবেই প্রতীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ মায়াও যেন পরমার্থতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা কিন্তু ভ্রমমাত্র, যেহেতু ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই পরমার্থ সৎ নহে।৭৪

৭৫। সর্ব্বপ্রকার মৃণ্ময়কার্য্যের কারণীভূত মৃত্তিকা স্বরূপতঃ জ্ঞাত হইলে যেমন তাৎপর্য্য ঘট ও করকাদি জ্ঞাত হওয়া যায়, সেইরূপ সেই ব্রহ্ম বিদিত হইতে পারিলে এই কৃৎস্ন জগৎও অবগত হওয়া যায়।৭৫

তদিদং কারণমেকং বিগতবিশেষং বিশুদ্ধচিদ্রূপম্।
তস্মাৎ সদেকরূপান্মায়োপহিতাদভূদিদং বিশ্বম্॥৭৬
কারণমসদিতি কেচিৎ কথয়ন্ত্যসতো ভবেন্ন কারণতা।
অঙ্কুরজননী শক্তিঃ সতি খলু বীজে সমীক্ষ্যতে সকলৈঃ॥৭৭
কারণমসদিতি কথয়ন্ বন্ধ্যাপুত্রেণ নির্ব্বহেৎ কার্য্যম্।
কিং চ মৃগতৃষ্ণিকাম্ভঃ পীত্বোদন্যাং মহীয়সীং শময়েৎ॥৭৮

অন্বয়ঃ। ৭৬। তৎ ইদং কারণম্ একং বিগতবিশেষং বিশুদ্ধচিদ্রূপং. মায়োপহিতাৎ সদেকরূপাৎ তস্মাৎ ইদং বিশ্বম্ অভূৎ। ৭৬

৭৭। কেচিৎ কথয়ন্তি কারণম্ অসৎ ইতি। অসতঃ কারণতা ন ভবেৎ (যতঃ) সতি বীজে খলু অঙ্কুরজননী শক্তিঃ সকলৈঃ সমীক্ষ্যতে। ৭৭

৭৮। কারণম্ অসৎ ইতি কথয়ন্ বন্ধ্যাপুত্রেণ কার্যং নির্বহেৎ. কিঞ্চ মৃগতৃষ্ণিকাম্ভঃ পীত্বা মহীয়সীম্ উদন্যাং শময়েৎ। ৭৮

অনুবাদ। ৭৬। সেই এই জগৎকারণ এক (সজাতীয় ও বিজাতীয় দ্বিতীয় বিরহিত), সর্ব্বপ্রকার বিশেষবিরহিত ও নির্ম্মল চৈতন্যস্বরূপ। মায়ারূপ উপাধিযুক্ত একই প্রকারে স্থিত অর্থাৎ বিকারবিরহিত সেই জগৎকারণ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।৭৬

৭৭। কেহ কেহ বলেন—কারণ অসৎ অর্থাৎ অতি তুচ্ছ (আকাশ-কুসুমকল্প)। অসৎ বস্তুর কখনও কারণত্ব হইতে পারে না, অর্থাৎ অতি তুচ্ছ বস্তু কখন কাহারও কারণ হয় না (যেহেতু) সত্য বীজ-মধ্যেই সকলে অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি দেখিতে পাইয়া থাকে; অর্থাৎ যাহা আকাশকুসুমের ন্যায় একেবারে অসত্য হয়, তাহা কোন কালে কোন কার্য্য জন্মাইতে পারে না। যাহা হইতে কোন কার্য্য হইবে তাহা সত্য হওয়া চাই-ই।৭৭

৭৮। যে ব্যক্তি বলে—কারণ অসৎ, সে বন্ধ্যাপুত্রদ্বারা সকল

যস্মান্ন সোঽয়মসতো বাদঃ সম্ভবতি শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্।
তস্মাৎ সদেব তত্ত্বং সর্ব্বেষাং ভবতি কারণং জগতাম্ ॥৭৯
জগদাকারতয়াপি প্রথতে গুরুশিষ্যবিগ্রহতয়াপি।
ব্রহ্মাকারতয়াপি প্রতিভাতীদং পরাৎপরং তত্ত্বম্ ॥৮০
সত্যং জগদিতি ভানং সংসৃতয়ে স্যাদপক্কচিত্তানাম্।
তস্মাদসত্যমেতন্নিখিলং প্রতিপাদয়ন্তি নিগমান্তাঃ ॥৮১

অন্বয়ঃ। ৭৯। যস্মাৎ সঃ অয়ম্ অসতঃ বাদঃ শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং ন সম্ভবতি তস্মাৎ সৎ তত্ত্বম্ এব সর্ব্বেষাং জগতাং কারণং ভবতি। ৭৯

৮০। ইদং পরাৎপরং তত্ত্বং জগদাকারতয়া অপি গুরুশিষ্যবিগ্রহতয়া অপি ব্রহ্মাকারতয়া অপি প্রতিভাতি। ৮০

৮১। জগৎ সত্যম্ ইতি ভানম্ অপক্কচিত্তানাং সংসৃতয়ে স্যাৎ। তস্মাৎ নিগমান্তাঃ এতৎ নিখিলম্ অসত্যং প্রতিপাদয়ন্তি। ৮১

(**অনুবাদ**) কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে; অধিক কি মরীচিকার জলপান করিয়া বলবতী তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিতে পারে।৭৮

৭৯। যেহেতু সেই এই অসৎবাদ, শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা সম্ভব হয় না, সেই কারণে সৎ তত্ত্বই সকল জগতের কারণ হইতেছে।৭৯

৮০। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বই (সৎ পদার্থই) জগৎ আকারে, প্রকাশ পায় এবং গুরুশিষ্য শরীররূপে ও ব্রহ্মভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে।৮০

৮১। যাহাদের চিত্ত জ্ঞানে পরিপক্ক হয় নাই, তাহাদের যে এই জগৎ সত্য জ্ঞান হয়, তাহা তাহাদের সংসরণের জন্য, অর্থাৎ তাহা দ্বারা তাহারা অবিদ্যাবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহে পতিত হয়। এই জন্য বেদান্তবাক্যসকল এই সমগ্র জগৎকে অসত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।৮১

পরিপক্কমানসানাং পুরুষবরাণাং পুরাতনৈঃ সুকৃতৈঃ।
ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং জগদিতি ভূয়ঃ প্রবোধয়ত্যেষঃ ॥৮২
অনবগতকাঞ্চনানাং ভূষণধীরেব ভূষণে হৈমে।
এবমবিবেকভাজাং জগতি জনানাং ন তাত্ত্বিকী ধিষণা ॥৮৩
অহমালম্বনসিদ্ধং কস্য পরোক্ষং ভবেদিদং ব্রহ্ম।
তদপি বিচারবিহীনৈরপরোক্ষয়িতুং ন শক্যতে মুগ্ধৈঃ ॥৮৪

অন্বয়ঃ। ৮২। পুরাতনৈঃ সুকৃতৈঃ পরিপক্কমানসানাং পুরুষাণাম্ ইদং সর্ব্বং জগৎ ব্রহ্ম এব ইতি এষঃ প্রবোধয়তি। ৮২

৮৩। অনবগতকাঞ্চনানাম্ এব হৈমে ভূষণে ভূষণধীঃ (ভবতি) এবং জগতি অবিবেকভাজাং জনানাং জগতি ধিষণা তাত্ত্বিকী ন (ভবতি)। ৮৩

৮৪। অহমালম্বনসিদ্ধম্ ইদং ব্রহ্ম কস্য পরোক্ষং ভবেৎ; বিচারবিহীনৈঃ মুগ্ধৈঃ তৎ অপি অপরোক্ষয়িতুং ন শক্যতে। ৮৪

অনুবাদ। ৮২। এই বেদান্তই এই উপদেশ দেন যে, পূর্ব্বতন সুপুণ্যবশে যাঁহাদের অন্তঃকরণ পরিপক্ক হইয়াছে, অর্থাৎ সংসারবাসনাশূন্য হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট এই কৃৎস্ন ভুবন ব্রহ্মস্বরূপই, অর্থাৎ ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে এই জগতের আর স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই।৮২

৮৩। যে সকল ব্যক্তি সুবর্ণের প্রকৃত স্বরূপ অবগত নহে, হিরণ্ময় অলঙ্কার দেখিয়া তাহারা তাহাকে আভরণই মনে করে (বাস্তবিক পক্ষে সেই আভরণটি স্বর্ণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, সুতরাং তাহার উপর যে অলঙ্কারবুদ্ধি তাহা যেমন যথার্থ নহে) এইরূপ অবিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জগৎবিষয়ক যে বুদ্ধি তাহা তাত্ত্বিক অর্থাৎ যথার্থ নহে।৮৩

৮৪। এই ব্রহ্ম যাহা 'অহং' এই জ্ঞানদ্বারা সিদ্ধ তাহা কাহার পরোক্ষ? (কিন্তু হায়!) বিচারবিরহিত মূর্খ লোকগণ তাহারও অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার করিতে পারে না।৮৪

অহমিদমিতি চ মতিভ্যাং সততং ব্যবহরতি সর্ব্বলোকোঽপি।
প্রথমা প্রতীচি চরমা নিবসতি বপুরিন্দ্রিয়াদিবাহ্যার্থে ॥৮৫
বপুরিন্দ্রিয়াদিবিষয়ে যাঽহংবুদ্ধির্মহত্যসৌ ভ্রান্তিঃ।
তদ্‌বুদ্ধিরতস্মিন্নিত্যধ্যাসত্বেন শাস্যমানত্বাৎ ॥৮৬
তস্মাদশেষসাক্ষী পরমাত্মৈবাহমর্থ ইত্যুচিতম্।
অজড়বদেব জড়োঽয়ং সৎসম্বন্ধাদ্ ভবত্যহঙ্কারঃ ॥৮৭

অন্বয়ঃ। ৮৫। সর্ব্বলোকঃ অপি অহম্ ইদং চ ইতি মতিভ্যাং সততং ব্যবহরতি। প্রথমা প্রতীচি (নিবসতি) চরমা বপুরিন্দ্রিয়াদিবাহ্যে অর্থে নিবসতি। ৮৫

৮৬। বপুরিন্দ্রিয়াদিবিষয়ে যা অহং বুদ্ধিঃ অসৌ মহতী ভ্রান্তিঃ; অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ ইতি অধ্যাসত্বেন শাস্যমানত্বাৎ। ৮৬

৮৭। তস্মাৎ অশেষসাক্ষী পরমাত্মা এব অহমর্থঃ ইতি উচিতম্। জড়ঃ অয়ম্ অহঙ্কারঃ সৎসম্পর্কাৎ অজড়বৎ ভবতি এব। ৮৭

অনুবাদ। ৮৫। সকল লোকই 'আমি' ও 'ইহা' এই রূপ সর্ব্বদা ব্যবহার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রথম অর্থাৎ 'অহং' ব্যবহারটি প্রত্যেক্ আত্মায় বাস করে, অর্থাৎ তাহাতেই পর্য্যবসিত; আর অন্তিম 'ইদম্', ব্যবহারটি দেহ ও ইন্দ্রিয় আদি বহির্বিষয়ে ভাসমান হয়।৮৫

৮৬। শরীর ও ইন্দ্রিয় আদি পদার্থে যে অহংজ্ঞান অর্থাৎ আমিত্ব সমারোপ, উহা মহা ভ্রান্তি, যেহেতু যে বস্তু যাহা নহে তাহার উপর সেই বস্তুর জ্ঞান হওয়ার নাম অধ্যাস—এই প্রকার অধ্যাসত্বদ্বারা উহা অনুমিত হইতেছে।৮৬

৮৭। অতএব সমস্ত বিষয়ের যিনি দ্রষ্টা সেই পরমাত্মাই 'অহং' পদের অর্থ হওয়া উচিত। এই অহঙ্কার জড় হইলেও সেই সদ্ বস্তুর সংস্পর্শে অজড়ের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে।৮৭

তস্মাৎ সর্ব্বশরীরেষ্বহমহমিত্যেব ভাসতে স্পষ্টঃ।
যঃ প্রত্যয়ো বিশুদ্ধস্তস্য ব্রহ্মৈব ভবতি মুখ্যোঽর্থঃ ॥৮৮
গোশব্দার্থো গোত্বং তদপি ব্যক্তিঃ প্রতীয়তেঽর্থতয়া।
অহমর্থঃ পরমাত্মা তদ্‌বদ্‌ ভ্রান্ত্যা ভবত্যহঙ্কারঃ ॥৮৯
দগ্ধৃত্বাদিকময়সঃ পাবকসঙ্গেন ভাসতে যদ্বৎ।
তদ্‌বদ্‌ চেতনসঙ্গাদহমি প্রতিভান্তি কর্ত্তৃতাদীনি ॥৯০

অন্বয়ঃ। ৮৮। তস্মাৎ বিশুদ্ধঃ যঃ প্রত্যয়ঃ সর্ব্বশরীরেষু অহম্‌ ইতি স্পষ্টঃ ভাসতে এব ব্রহ্ম এব তস্য মুখ্যঃ অর্থঃ ভবতি। ৮৮

৮৯। গোশব্দার্থঃ গোত্বং (ভবতি) তৎ অপি অর্থতয়া ব্যক্তিঃ প্রতীয়তে তদ্বৎ ভ্রান্ত্যা অহমর্থঃ পরমাত্মা অহঙ্কারঃ ভবতি। ৮৯

৯০। যদ্বৎ পাবকসঙ্গেন অয়সঃ দগ্ধৃত্বাদিকং ভাসতে তদ্বৎ কর্ত্তৃতাদীনি চেতনসঙ্গাৎ অহমি প্রতিভান্তি। ৯০

অনুবাদ। ৮৮। অতএব যে বিশুদ্ধ জ্ঞান, সকল দেহমধ্যে 'অহম্‌' ('আমি') এইরূপে স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া থাকে, ব্রহ্মই তাহার প্রধান বিষয় হইতেছে, অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত সম্বন্ধ সকল পরিত্যাগ করিলে তাহা শুদ্ধ ব্রহ্মরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। ৮৮

৮৯। গো-শব্দের অর্থ যেমন গোত্ব, অর্থাৎ গোসামান্য, কিন্তু গো-বিশেষ নহে, অথচ তাহাও অর্থতঃ গো-ব্যক্তিরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভ্রান্তিবশতঃই যে অহংশব্দ পরমাত্মবাচী, তাহা অবিদ্যাপরিচ্ছিন্ন অহঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৮৯

৯০। যেমন অগ্নির সংস্পর্শে লৌহের দাহকত্ব প্রতীত হয়, অর্থাৎ লৌহ দাহক না হইলেও অগ্নিনিঃক্ষিপ্ত লৌহ যেমন ভ্রমবশতঃ অগ্নির সহিত অভিন্নভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ত্তৃত্ব আদি জড়-সংঘাতনিচয় চেতনসাহচর্য্যে চেতনাসঙ্গবশতঃ অহং পদার্থে প্রতীত হয়, অর্থাৎ মনে হয় যেন অহংভাবই কর্ত্তৃত্ব আদি গুণবিশিষ্ট। ৯০

দেহেন্দ্রিয়াদিদৃশ্যব্যতিরিক্তং বিমলমতুলমদ্বৈতম্।
অহমর্থ ইতি বিদিত্বা তদ্ব্যতিরিক্তং ন কল্পয়েৎ কিঞ্চিৎ॥৯১
যদ্বৎ সুখদুঃখানামবয়বভেদাদনেকতা দেহে।
তদ্বদিহাসতি ভেদেঽপ্যনুভববৈবিধ্যমাত্মনামেষাম্॥৯২
কিমিদং কিমস্য রূপং কথমিদমাসীদমুষ্য কো হেতুঃ।
ইতি ন কদাপি বিচিন্ত্যং চিন্ত্যং মায়েতি ধীমতা বিশ্বম্॥৯৩

অন্বয়ঃ। ৯১। অহমর্থঃ দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্তং বিমলম্ অতুলম্ অদ্বৈতম্ ইতি বিদিত্বা তদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ ন কল্পয়েৎ। ৯১

৯২। যদ্বৎ অবয়বভেদাৎ দেহসুখদুঃখানাম্ অনেকতা তদ্বৎ ইহ ভেদে অসতি অপি এষাম্ আত্মনাম্ অনুভববৈচিত্র্যং (ভবতি)। ৯২

৯৩। ইদং কিম্, অস্য রূপং কিম্, ইদং কথম্ আসীৎ, অস্য হেতুঃ কঃ, ইতি কদাপি ন বিচিন্ত্যম্। ধীমতা বিশ্বং মায়া ইতি চিন্ত্যম্। ৯৩

অনুবাদ। ৯১। যাহা অহং-পদার্থের অর্থ, তাহা দেহ ও ইন্দ্রিয় আদি হইতে ব্যতিরিক্ত এবং তাহা সর্ব্বপ্রকার মলবিহীন ও তুলনা-রহিত; তাহাই অদ্বৈত—ইহা জানিয়া ইহা হইতে ভিন্ন অন্য কোনরূপ কল্পনা করিবেক না।৯১

৯২। যেমন দেহমধ্যে সুখ ও দুঃখ আদি অবয়বভেদে অনেক বলিয়া প্রতীত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক সুখ ও দুঃখ আদি ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ এস্থলে ভেদ না থাকিলেও এই অহংভাবে সকলের অনুভবের বিচিত্রতা লক্ষিত হয়, অর্থাৎ অহমর্থ ব্রহ্ম এক হইলেও অবচ্ছেদক-ভেদে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।৯২

৯৩। ইহা কি? ইহার স্বরূপ কি? ইহা কিরূপ ছিল? ইহার কারণই বা কি? এই প্রকার কখনও চিন্তা করা উচিত নয়। (যেহেতু এরূপ চিন্তার আর শেষ নাই, জগতের যতই চিন্তা করা যাইবে, ততই ইহার অনির্ব্বচনীয়ত্ব উপলব্ধি হইবে।) জ্ঞানী ব্যক্তি জগৎকে মায়া

দন্তিনি দারুবিকারে দারু তিরোভবতি সোঽপি তত্রৈব।
জগতি তথা পরমাত্মা পরমাত্মন্যপি জগৎ তিরোধত্তে ॥৯৪
আত্মময়ে মহতি পটে বিবিধজগচ্চিত্রমাত্মনা লিখিতম্।
স্বয়মেব কেবলমসৌ পশ্যন্ প্রমুদং প্রয়াতি পরমাত্মা ॥৯৫

অন্বয়ঃ। ৯৪। দারুবিকারে দন্তিনি (যথা) দারু তিরোভবতি সঃ (বিকারঃ) অপি তত্র এব (তিরোধত্তে) তথা জগতি পরমাত্মনি অপি জগৎ তিরোধত্তে। ৯৪
৯৫। আত্মময়ে মহতি পটে আত্মনা বিবিধজগচ্চিত্রং লিখিতং; অসৌ পরমাত্মা স্বয়ম্ এব কেবলম্ পশ্যন্ প্রমুদং প্রয়াতি। ৯৫

(**অনুবাদ**) বলিয়া ভাবনা করিবেন। অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকের মায়াক্রীড়া দেখিয়া যেমন তাহার স্বরূপ আদি চিন্তা করা অনর্থক, কেন না তাহা মায়াময় মিথ্যা, সেইরূপ এই বিশ্বও মায়াময় হওয়ায় মণীষী ব্যক্তিগণ ইহার স্বরূপ চিন্তা করিবার জন্য ব্যগ্র হইবেন না, কিন্তু যাহা শাশ্বত, এই জগতের অতীত, তাঁহার স্বরূপই চিন্তা করিবেন।৯৩

৯৪। যেমন দারুময় হস্তীমধ্যে কাষ্ঠভাব তিরোহিত হয়, আবার বিনাশকালে সেই হস্তীও সেই কাষ্ঠমধ্যেই তিরোহিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা এই জগতে তিরোহিত হইয়া আছেন, আবার এই জগৎও পরমাত্মায় তিরোহিত হয়, অর্থাৎ হস্তীর অবস্থান এবং কাষ্ঠের তিরোভাবটি যেমন মায়াকল্পিত, কিন্তু কাষ্ঠ হস্তীর তুলনায় সকল সময়েই বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ অবিদ্যাপ্রভাবে ব্রহ্ম যেন জগতে তিরোহিত হইয়া থাকেন, বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্ম চিরকালই সমানভাবে বিদ্যমান আছেন, কিন্তু জগৎই তন্মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া থাকে।৯৪

৯৫। আত্মা নিজেই আত্মময় বৃহৎ পটমধ্যে বহুপ্রকার জগদ্বৈচিত্র্য লিখিয়াছেন। অর্থাৎ অবিদ্যাবশে আত্মা নিজেই বিবিধ ভাব কল্পনা করিয়াছেন। সেই পরমাত্মাই আবার নিজেই কেবল ঐ সমস্ত দেখিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন।৯৫

চিন্মাত্রমমলমক্ষয়মদ্বয়মানন্দমনুভবারূঢ়ম্।
ব্রহ্মৈবাস্তি তদন্যন্ন কিমপ্যস্তীতি নিশ্চয়ো বিদুষাম্॥৯৬
ব্যবহারস্য দশেয়ং বিদ্যাবিদ্যেতি ভেদপরিভাষা।
নাস্ত্যেব তত্ত্বদৃষ্ট্যা তত্ত্বং ব্রহ্মৈব নান্যদস্ত্যস্মাৎ॥৯৭
অস্ত্যন্যদিতি মতং চেত্তদপি ব্রহ্মৈতদস্তিতারূপম্।
ব্যতিরিক্তমস্তিতায়া নাস্তিতয়া শূন্যমেব তৎসিদ্ধম্॥৯৮

অন্বয়ঃ। ৯৬। চিন্মাত্রম্ অমলম্ অক্ষয়ম্ অদ্বয়ম্ আনন্দম্ অনুভবারূঢ়ং ব্রহ্ম এব অস্তি তদন্যৎ কিম্ অপি ন অস্তি ইতি বিদুষাং নিশ্চয়ঃ। ৯৬

৯৭। বিদ্যা অবিদ্যা ইতি ভেদপরিভাষা ইয়ং ব্যবহারস্য দশা ন এব অস্তি; তত্ত্বদৃষ্ট্যা ব্রহ্ম এব তত্ত্বম্ অস্মাৎ অন্যৎ ন অস্তি। ৯৭

৯৮। অন্যবৎ অস্তি ইতি মতং চেৎ অস্তিতারূপং তৎ অপি ব্রহ্ম এব। অস্তিতায়াঃ ব্যতিরিক্তং নাস্তিতয়া তৎ শূন্যম্ এব সিদ্ধম্। ৯৮

অনুবাদ। ৯৬। জ্ঞানস্বরূপ, নির্ম্মল, ক্ষয়বিরহিত, সজাতীয় ও বিজাতীয় দ্বৈতবিরহিত, আনন্দস্বরূপ, অনুভববেদ্য, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তাহা ব্যতীত আর কিছুই নাই—ইহা পণ্ডিতগণের স্থির সিদ্ধান্ত।৯৬

৯৭। বিদ্যা অথবা অবিদ্যা এই প্রকার ভেদসংজ্ঞা। ইহা ব্যবহারের দশা, অর্থাৎ ব্যবহারকালেই এইপ্রকার ভেদ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তত্ত্ব-দৃষ্টিতে ইহাদের কিছু নাই। তত্ত্বদৃষ্টিতে একমাত্র ব্রহ্মই তত্ত্ব, তদতি-রিক্ত অন্য কিছু নাই।৯৭

৯৮। আর এরূপ যদি কাহারও অভিমত হয় যে, অন্য বস্তুর ন্যায় (ভেদ) আছে, তাহা হইলে অস্তিত্বস্বরূপ তাহাও ব্রহ্মই হইতেছে; যে হেতু অস্তিতা ব্যতিরিক্ত বস্তু নাস্তিত্ববশতঃ শূন্যই হয়, ইহা সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ যদি সেই ভেদকে অস্তিত্বরূপ বলা যায়, তাহা হইলে অস্তিত্ব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হওয়ায় তাহাও ব্রহ্মই, আর যদি তাহা অস্তিত্ব না

তত্ত্বাববোধশক্ত্যা সুস্থিতয়া বাধিতাপি সা মায়া।
আদেহপাতমেষামাভাত্যাত্মানমপি নিজং বিদুষাম্ ॥৯৯
এষ বিশেষো বিদুষাং পশ্যন্তোঽপি প্রপঞ্চসংসারম্।
পৃথগাত্মনো ন কিঞ্চিৎ পশ্যেয়ুঃ সকলনিগমনির্ণীতাৎ ॥১০০
কিং চিন্ত্যং কিমচিন্ত্যং কিং কথনীয়ং কিমপ্যকথনীয়ম্।
কিং কৃত্যং কিমকৃত্যং নিখিলং ব্রহ্মেতি জানতাং বিদুষাম্।

অন্বয়ঃ। ৯৯। সা হি মায়া সুস্থিতয়া তত্ত্বাববোধশক্ত্যা বাধিতা। এষাং বিদুষাম্ অয়ম্ আত্মা অপি আদেহপাতং নিজঃ আভাতি। ৯৯

১০০। বিদুষাম্ এষঃ বিশেষঃ (যৎ তে) প্রপঞ্চসংসারং পশ্যন্তঃ অপি সকলনিগম-নির্ণীতাৎ আত্মনঃ পৃথক্ কিঞ্চিৎ ন পশ্যেয়ুঃ। ১০০

১০১। নিখিলং ব্রহ্ম ইতি জানতাং বিদুষাং কিং চিন্ত্যং কিম্ অচিন্ত্যং কিং কথনীয়ম্ কিম্ অপি অকথনীয়ং কিং কৃত্যং কিং (বা) অকৃত্যং ভবতি। ১০১

(**অনুবাদ**) হয় তাহা হইলে অস্তিতার বিপরীত নাস্তিত্ব হওয়ায় তাহা নাস্তি (নাই), অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ আকাশকুসুমস্বরূপ হইয়া পড়ে।৯৮

৯৯। সেই মায়া অনপায়ী তত্ত্বজ্ঞানশক্তিবশে বাধিত হইয়া যায়। এই সকল জ্ঞানিগণের এই আত্মা দেহনাশকাল পর্য্যন্ত নিজভাবে প্রকাশিত হয়।৯৯

১০০। জ্ঞানিব্যক্তিগণের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাঁহারা বিশ্বসংসার দেখিতে থাকিলেও, সকল শাস্ত্রে যে আত্মা নির্দ্দিষ্ট আছেন, কোন বস্তুকে তাঁহা হইতে ভিন্নভাবে দেখেন না। অর্থাৎ তাঁহারা জানেন—আত্মা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থই নাই। যত কিছু বস্তু জ্ঞানগোচর হয় সকলই আত্মার অভিব্যক্তি। ইহাদের মধ্য হইতে আত্মানামক এই পদার্থটি ত্যাগ করিলে সকলই মিথ্যা হইয়া যায়।১০০

১০১। যে ব্যক্তি জ্ঞাত আছেন যে, সকল জগৎই ব্রহ্মস্বরূপ—সেই জ্ঞানীর নিকট কোন্ বস্তুই বা চিন্তার যোগ্য আর কোন্ বস্তুই বা

নিখিলং দৃশ্যবিশেষং দৃগ্রূপত্বেন পশ্যতাং বিদুষাম্।
বন্ধো নাপি ন মুক্তির্ন পরাত্মত্বং ন চাপি জীবত্বম্ ॥১০২
অসকৃদনুচিন্তিতানামব্যাহততরনিজোপদেশানাম্।
প্রামাণ্যপরমসীম্নাং নিগমনমিদমেব নিখিলনিগমানাম্॥

অন্বয়ঃ। ১০২। নিখিলং দৃশ্যবিশেষং দৃগ্রূপত্বেন পশ্যতাং বিদুষাং বন্ধঃ ন (অস্তি) মুক্তিঃ অপি ন (অস্তি) পরাত্মত্বং ন (অস্তি) ন চ জীবত্বম্ অপি (অস্তি)। ১০২
১০৩। ইদম্ এব অসকৃৎ অনুচিন্তিতানাম্ অব্যাহততরনিজোপদেশানাং প্রামাণ্য-পরমসীম্নাং নিখিলনিগমানাম্ নিগমনং (ভবতি)। ১০৩

(**অনুবাদ**) চিন্তার অযোগ্য? কি বলিবার বিষয়, আর কিই বা বলিবার অবিষয়? কোন্ কার্য্য করণীয়, আর কোন্ কার্য্যই বা অকরণীয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিস্ত্রৈগুণ্য পথবিচারী ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কোন বিধি অথবা কোন নিষেধরই গণ্ডী নাই।১০১

১০২। যাঁহারা সকল দৃশ্যপদার্থবিশেষকেই দৃক্ অর্থাৎ আত্মরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, সেই সকল মনীষিব্যক্তিগণের বন্ধ নাই, মুক্তিও নাই, পরমাত্মস্বরূপ নাই, অথবা জীবত্বও নাই, (তিনি যাহা তাহাই)। অর্থাৎ বন্ধ, মুক্তি. পরমেশ্বর ও জীব—এ সমস্তই অবিদ্যাকল্পিত। যাহা প্রকৃত আত্মতত্ত্ব তাহা বন্ধ, মোক্ষ, জীব ও ঈশ্বর এ সকলের বাহিরে। শ্রুতি সেই তত্ত্বকে তুরীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা অন্তঃপ্রজ্ঞ নহে, বহিঃপ্রজ্ঞ নহে, অন্তর ও বাহির এই উভয়স্বরূপ, উভয়তঃপ্রজ্ঞ নহে এবং প্রজ্ঞানঘনও নহে, আর প্রজ্ঞও নহে ও প্রাজ্ঞও নহে, তাহা অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, গ্রহণের অযোগ্য, লক্ষণের অবিষয়, চিন্তার অতীত, এবং ব্যপদেশেরও অগোচর—সকল প্রকার দ্বৈতভাব তথায় বিলুপ্ত। (মাণ্ডুক্যোপনিষৎ)।১০২

১০৩। যে সকল শাস্ত্র অনেকবার অনুচিন্তিত হইয়াছে, মন্মধ্যে আত্মোপদেশ অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যাহাদের প্রামাণ্য

ইতি বোধিতঃ স গুরুণা শিষ্যো হৃষ্টঃ প্রণম্য তং পদয়োঃ।
স্বানুভবসিদ্ধমর্থং স্বয়মেবান্তর্বিচারয়ামাস ॥১০৪

অজরোঽহমক্ষরোঽহং প্রাজ্ঞোঽহং প্রত্যগাত্মবোধোঽহম্।
পরমানন্দময়োঽহং পরমশিবোঽহং ভবামি পরিপূর্ণঃ ॥১০৫

আদ্যোঽহমাত্মভাজামাত্মানন্দানুভূতিরসিকোঽহম্।
আবালগোপমখিলৈরহমিত্যনুভূয়মানমহিমাহম্ ॥১০৬

অন্বয়ঃ। ১০৪। সঃ শিষ্যঃ গুরুণা ইতি বোধিতঃ (সন্) হৃষ্টঃ (সন্) তং পাদয়োঃ প্রণম্য স্বয়ম্ এব স্বানুভবসিদ্ধম্ অর্থম্ অন্তঃ বিচারয়ামাস। ১০৪

১০। অহম্ অজরঃ অহম্ অক্ষরঃ, অহং প্রাজ্ঞঃ, অহং প্রত্যগাত্মবোধঃ, অহং পরমানন্দময়ঃ অহং পরমশিবঃ পরিপূর্ণঃ ভবামি। ১০৫

১০৬। অহম্ আত্মভাজাম্ আদ্যঃ, অহম্ আনন্দরসিকঃ, অহম্ আবালগোপম্ অখিলৈঃ অহম্ ইতি অনুভূয়মানমহিমা (অস্মি)। ১০৬

(**অনুবাদ**) পরাকাষ্ঠায় গিয়াছে, ইহাই সেই সকল শাস্ত্রের নিগমন অর্থাৎ সিদ্ধান্ত।১০৩

১০৪। সেই শিষ্য গুরুদ্বারা এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে পাদদ্বয়ে প্রণাম করিল। তদনন্তর নিজেই সেই নিজ অনুভূতি-সিদ্ধ বিষয়টি মনে মনে মনন করিতে থাকিল। ১০৪

১০৫। আমি জরাবিহীন, আমি নাশবিহীন, আমি প্রাজ্ঞ, আমি দেহেন্দ্রিয়াদির বিপরীতভাবে স্থিত আত্মজ্ঞানস্বরূপ, আমি নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ, এবং আমিই বিশ্বতোব্যাপী পরম মঙ্গলস্বরূপ হইতেছি।১০৫

১০৬। আমি আত্মজ্ঞানিগণের মধ্যে প্রথম অর্থাৎ প্রধান, আমি আনন্দরসপ্রিয়, এবং আমিই বালক হইতে গোপ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে অর্থাৎ যাবতীয় মানবমধ্যে 'আমি' এইরূপে যাহা অনুভূত হয়, সেই অনুভূয়মান মহিমাস্বরূপ হইতেছি।১০৬

ইহপরসুখবিমুখোঽহং নিজসুখবোধানুভূতিভরিতোঽহম্।
ইতিমতিদূরতরোঽহং ভাবেতরসুখনিষক্তচিত্তোঽহম্॥১০৭
ঈশোঽহমীশ্বরাণামীর্ষ্যাদ্বেষানুষঙ্গরহিতোঽহম্।
ঈক্ষণবিষয়মতীনামীপ্সিতপুরুষার্থসাধনপরোঽহম্॥১০৮
উদয়োঽহমেব জগতামুপনিষদুদ্যানকৃতবিহারোঽহম্।
উদ্বেলশোকসাগরবাড়বমুখহব্যবাহনার্চিরহম্॥১০৯

অন্বয়ঃ। ১০৭। অহম্ ইহপরসুখবিমুখঃ, অহং নিজসুখবোধানুভূতিভরতিঃ, অহম্ ইতি মতিদূরতরঃ, অহং ভাবেতরসুখনিষিক্তচিত্তঃ (ভবামি)। ১০৭

১০৮। অহম্ ঈশ্বরাণাম্ ঈশঃ, অহম্ ঈর্ষ্যাদ্বেষাদিরহিতঃ, অহং (চ) ঈক্ষণবিষয়মতীনাম্ (পুরুষাণাম্) ঈপ্সিতপুরুষার্থসাধনপরঃ (ভবামি)। ১০৮

১০৯। অহম্ এব জগতাম্ উদয়ঃ, অহম্ উপনিষদুদ্যানকৃতবিহারঃ, অহম্ উদ্বেল-শোকসাগরবাড়বমুখহব্যবাহনার্চ্চিঃ (ভবামি)। ১০৯

অনুবাদ। ১০৭। আমি ইহলোকের সুখে এবং পরলোকের সুখে বিমুখ, আমি নিজ সুখ ও জ্ঞানের অনুভবে পূর্ণ, আমি "ইতি" জ্ঞান হইতে অর্থাৎ এই পদবাচ্য বিষয়বোধ হইতে বহুদূরে বর্ত্তমান, এবং আমি ক্ষণিকরূপ ভাব ভিন্ন বস্তুর সুখে মগ্নচিত্ত হইতেছি।১০৭

১০৮। আমি ঈশ্বরগণেরও অধীশ্বর; আমি অক্ষান্তি অথবা হিংসা আদি বিবর্জ্জিত। যে সকল ব্যক্তির আত্মদর্শনে অভিলাষ আছে, আমি তাহাদের বাঞ্ছিত সেই পুরুষার্থসাধনের পরম সহায়।১০৮

১০৯। আমিই জগতের উদয় অর্থাৎ প্রকাশ, এবং আমি উপনিষৎ-রূপ উদ্যানমধ্যে বিহার করিয়া থাকি, অর্থাৎ উপনিষদ্‌মধ্যে আমার তত্ত্ব কিছু কিছু প্রকটিত আছে। আমি এই বেলা-অতিক্রমকারী শোক-সাগরের পক্ষে বাড়বানলের শিখাস্বরূপ হইতেছি, অর্থাৎ বাড়বানল যেমন উদ্বেলসমুদ্রের জলশোষণ করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ শোকসিন্ধু নাশ করিয়া থাকি।১০৯

ঊর্জ্জস্বলনিজবিভবৈরূর্দ্ধমধস্তির্য্যগশ্নুবানোঽহম্।
ঊহাপোহবিচারৈরুররীকৃতবৎ প্রতীয়মানোঽহম্ ॥১১০
ঋষিরহমৃষ্যগণোঽহং দৃষ্টিরহং দৃশ্যমানমহমেব।
ঋদ্ধিরহং বৃদ্ধিরহং তৃপ্তিরহং তৃপ্তিদীপদীপ্তিরহম্ ॥১১১
একোঽহমেতদীদৃশমেবমিতিস্ফুরিতভেদরহিতোঽহম্।
এষ্টব্যোঽহমনীহৈরন্তঃ সুকৃতানুভূতিভূতোঽহম্ ॥১১২

অন্বয়ঃ। ১১০। অহম্ ঊর্জ্জস্বলনিজবিভবৈঃ ঊর্দ্ধম্ অধঃ তির্য্যগ্ অশ্নুবানঃ (ভবামি) অহম্ ঊহাপোহবিচারৈঃ উররীকৃতবৎ প্রতীয়মানঃ (ভবামি)। ১১০

১১১। অহং ঋষিঃ ঋষিগণকঃ (চ), অহং সৃষ্টিঃ অহম্ এব (চ) সৃজ্যমানঃ অহম্ ঋদ্ধিঃ অহং বৃদ্ধিঃ অহং তৃপ্তিঃ, অহং তৃপ্তিদীপদীপ্তিঃ (ভবামি)। ১১১

১১২। অহম্ একঃ, অহম্ এতৎ ঈদৃশম্ এবম্ ইতি স্ফুরতিভেদরহিতঃ, অহম্ অনীহৈঃ অন্তঃ এষ্টব্যঃ, অহং সুকৃতানুভূতিরহিতঃ (ভবামি)। ১১২

অনুবাদ। ১১০। আমি অতিপ্রভাবিশিষ্ট নিজমহিমরাশিদ্বারা ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্—সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া আছি এবং আমি ঊহ ও আপোহবিচার অর্থাৎ অন্বয় ও ব্যতিরেকরূপ বিচার সমূহদ্বারা সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হইয়াছি।১১০

১১১। আমি ঋষি (মন্ত্রদ্রষ্টা), আমি ঋষিসংঘ অথবা ঋষিগণের নায়ক, আমি সৃষ্টি, আমি সৃজ্যমান পদার্থ, আমি ঋদ্ধি (উন্নতি), আমি বৃদ্ধি, আমি তৃপ্তি এবং আমি তৃপ্তিদীপের দীপ্তি অর্থাৎ প্রকাশ-স্বরূপ।১১১

১১২। আমি এক, আমি—ইহা, ইহার মত, এইরূপ—ইত্যাদি প্রকার যে সকল ভেদ স্ফুরিত হয়—তাহা বিরহিত অর্থাৎ আমি সর্ব্ববিধভেদপরিশূন্য; যাঁহারা সকল প্রকার চেষ্টাবিরহিত তাদৃশ পুরুষগণের অন্তঃকরণমধ্যে আমি অন্বেষণীয়, এবং আমি (পাপ) পুণ্য আদি অনুভূতিবিহীন হইতেছি।১১২

ঐক্যাবভাসকোঽহং বাক্যপরিজ্ঞানপাবনমতীনাম্।
ঐশমহমেব তত্ত্বং নৈশতমঃপ্রায়মোহমিহিরোঽহম্ ॥১১৩
ওজোঽহমোষধীনামোতপ্রোতায়মানভুবনোঽহম্।
ওঁকারসারসোল্লসদাত্মসুখামোদমত্তভৃঙ্গোঽহম্ ॥১১৪
ঔষধমহমশুভানামৌপাধিকধর্ম্মজালরহিতোঽহম্।
ঔদার্য্যাতিশয়োঽহং বিবিধচতুর্ব্বর্গবিতরণপরোঽহম্ ॥১১৫

অন্বয়ঃ। ১১৩। অহং বাক্যপরিজ্ঞানপাবকমতীনাম্ ঐক্যাবভাসকঃ, অহম্ এব ঐশং তত্ত্বম্, অহং নৈশতমঃপ্রায়তমো-মিহিরঃ (ভবামি)। ১১৩

১১৪। অহম্ ঔষধীনাম্ ওজঃ. অহম্ ওতপ্রোতায়মানভুবনঃ (ভবামি), অহম্ ওঙ্কারসারসোল্লসদাত্মসুখামোদমত্তভৃঙ্গঃ (ভবামি)। ১১৪

১১৫। অহম্ অশুভানাম্ ঔষধম্ অহম্ ঔপাধিকধর্ম্মজালরহিতঃ (ভবামি), অহম্ ঔদার্য্যাতিশয়ঃ. অহং বিবিধচতুর্ব্বর্গতারণপরঃ (ভবামি)। ১১৫

অনুবাদ। ১১৩। তত্ত্বমসি বাক্যার্থ পরিজ্ঞাত হওয়ায় যাঁহাদের চিত্ত পূত হইয়াছে, আমি তাঁহাদের একতাজ্ঞানের অর্থাৎ অদ্বৈতজ্ঞানের বিকাশক; আমিই ঐশ্বরতত্ত্ব এবং আমিই নিশাকালীন অন্ধকারের ন্যায় ঘনীভূত অতি নিবিড় মোহের পক্ষে আমিই সূর্য্যস্বরূপ অর্থাৎ অজ্ঞানের নাশক।১১৩

১১৪। আমি ওষধিগণের ওজঃস্বরূপ, আমি জগতে (বস্ত্রে সূত্রের ন্যায়) ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছি। আমি ওঙ্কাররূপ কমল হইতে যে আত্মসুখরূপ অতিনির্হারী গন্ধ উল্লসিত হয়, তাহাদ্বারা উন্মত্ত ভ্রমরসদৃশ।১১৪

১১৫। আমি সকল অমঙ্গলের ঔষধস্বরূপ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার অশুভধ্বংসী; আমি অশেষবিধ ঔপাধিক ধর্ম্ম অর্থাৎ আরোপিত গুণ-বিবর্জ্জিত। আমি উদারতার পরাকাষ্ঠা এবং আমি বিভিন্ন প্রকার সেই চতুর্বর্গের উদ্ধারে নিরত।১১৫

অঙ্কুশমহমখিলানাং মহত্তয়া মত্তবারণেন্দ্রাণাম্।
অম্বরমিব বিমলোঽহং শম্বররিপুজাতবিকৃতিরহিতোঽহম্॥
অস্তবিকল্পমতীনামস্খলদুপদেশগম্যমানোঽহম্।
অস্থিরসুখবিমুখোঽহং সুস্থিরসুখবোধসম্পদুচিতোঽহম্॥
করুণারসভরিতোঽহং কবলিতকমলাসনাদিলোকোঽহম্।
কলুষাকৃতিবিধুরোঽহং কল্মষসুকৃতোপলেপরহিতোঽহম্॥
খানামগোচরোঽহং খাতীতোঽহং খপুষ্পভবগোঽহম্।
খলজনদুরাসদোঽহং খণ্ডজ্ঞানাপনোদনপরোঽহম্॥১১৯

অন্বয়ঃ। ১১৬। অহম্ অখিলানাং মহত্তয়া মত্তবারণেন্দ্রাণাম্ অঙ্কুশঃ, অহম্ অম্বরম্ ইব বিমলঃ, অহং শম্বররিপুজাতবিকৃতিরহিতঃ (ভবামি)। ১১৬

১১৭। অহম্ আত্মবিকল্পমতীনাম্ অস্খলদুপদেশগম্যমানঃ (ভবামি), অহম্ অস্থির-সুখবিমুখঃ, অহং সুস্থিরসুখবোধসম্পদুচিতঃ (ভবামি)। ১১৮

১১৮। অহং করুণারসভরিতঃ, অহং কবলিতকমলাসনাদিলোকঃ (ভবামি), অহং কলুষাকৃতিরহিতঃ, অহং কল্মষসুকৃতোপলেপরহিতঃ। ১১৮

১১৯। অহং খানাম্ অগোচরঃ, অহং খাতীতঃ, অহং খপুষ্পভবগঃ, অহং খলজন-দুরাসদঃ, অহং খণ্ডজ্ঞানাপনোদনপরঃ (ভবামি। ১১৯

অনুবাদ। ১১৬। যে সমস্ত হস্তী স্বীয় মহত্ত্বপ্রযুক্ত উন্মত্ত হয় আমি তাহাদের অঙ্কুশ অস্ত্রস্বরূপ। আমি অম্বর অর্থাৎ আকাশের ন্যায় কলুষবিহীন এবং শম্বরারি মদনজনিত বিকারাবিরহিত।১১৬

১১৭। যাঁহাদের চিত্ত আত্মচিন্তায় উৎসুক, তাঁহাদের নিকট আমি অস্খলিত উপদেশবাক্যে প্রকাশিত হই; আমি সর্ব্বপ্রকার চঞ্চলসুখ-বিমুখ এবং আমি শাশ্বতসুখসম্পৎ অনুভবে নিরত।১১৭

১১৮। আমি করুণারসে পরিপূর্ণ; আমি ব্রহ্মা আদি লোকও স্বায়ত্ত করিয়া আছি। আমি পাপাকৃতিশূন্য এবং আমি পাপ ও পুণ্যের সংস্পর্শবিহীন।১১৮

১১৯। আমি ইন্দ্রিয়সকলের অগোচর এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত।

গলিতদ্বৈতকথোঽহং দেহীভবদখিলমূলহৃদয়োঽহম্।
গন্তব্যোঽহমনীহৈর্গত্যাগতিরহিতপূর্ণবোধোঽহম্ ॥১২০
ঘনতরবিমোহতিমিরপ্রকরপ্রধ্বংসভানুনিকরোঽহম্।
ঘটিকাবাসররজনীবৎসরযুগকল্পকালভেদোঽহম্ ॥১২১
চরদচরদাত্মকোঽহং চতুরমতিশ্লাঘনীয়চরিতোঽহম্।
চপলজনদুর্গমোঽহং চঞ্চলভবজলধিপারদেশোঽহম্ ॥১২২

অন্বয়ঃ। ১২০। অহং গলিতদ্বৈতকথঃ, অহং গেহীভবদখিলমূলহৃদয়ঃ, অহম্ অনীহৈঃ গন্তব্যঃ, অহং গত্যাগতিরহিতপূর্ণবোধঃ (অস্মি)। ১২০

১২১। অহং ঘনতরবিমোহতিমিরপ্রকরপ্রধ্বংসভানুনিকরঃ, অহং ঘটিকাবাসররজনীবৎসরযুগকল্পকালভেদঃ (ভমামি)। ১২১

১২২। অহং চরদরাত্মকঃ, অহং চতুরমতিশ্লাঘনীয়চরিতঃ, অহং চপলজনদুর্গমঃ, অহং চঞ্চলভবজলধিপারদেশঃ (ভবামি)। ১২২

(অনুবাদ) আমি আকাশকুসুমসম সংসারে প্রবিষ্ট, আমি ক্রূর ব্যক্তিগণের দুষ্প্রাপ্য এবং আমি খণ্ডজ্ঞানবিনাশে তৎপর অর্থাৎ আমি অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় আমার নিকট খণ্ডজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা নাই।১১৯

১২০। সকল দ্বৈত কথা আমার নিকট হইতে অপগত, এবং আমি সকলের অন্তঃকরণকে নিজগৃহস্বরূপ করি। যাঁহাদের কোন ঈহা অর্থাৎ সাংসারিক চেষ্টা নাই, আমি তাঁহাদেরই প্রাপ্য বস্তু এবং আমি, যাহার গমন বা আগমন নাই এবম্ভূত পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ হইতেছি।১২০

১২১। আমি অতি নিবিড় যে মোহরূপ অন্ধকাররাশি আছে, তাহার উচ্ছেদকারী সূর্য্যস্বরূপ হইতেছি, এবং ঘটিকা, দিবস, রাত্রি, বৎসর, যুগ ও কল্পাদিরূপে কালের যে ভেদ আছে তাহাও আমি হইতেছি।১২১

১২২। আমি চরাচরস্বরূপ; এবং পরিপক্কপ্রজ্ঞ জ্ঞানিগণ আমারই স্বরূপের শ্লাঘা করিয়া থাকেন। আমি চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিগণের দুষ্প্রাপ্য এবং আমিই সতত অস্থির সংসারসাগরের পরপার হইতেছি।১২২

ছন্দঃসিন্ধুনিগূঢ়জ্ঞানসুখাস্বাদমোদমানোঽহম্।
ছলপদবিহিতমতীনাং ছন্নোঽহং শান্তিমার্গগম্যোঽহম্॥১২৩
জলজাসনাদিগোচরপঞ্চমহাভূতমূলভূতোঽহম্।
জগদানন্দকরোঽহং জন্মজরামরণরোগরহিতোঽহম্॥১২৪
ঝঙ্কৃতিহুঙ্কৃতিশিঞ্জিতবৃংহিতমুখবিবিধনাদভেদোঽহম্।
ঝটিতিঘটিতাত্মবেদনদীপপরিস্ফুরিতহৃদয়ভবনোঽহম্॥১২৫

অন্বয়ঃ। ১২৩। অহং ছন্দঃসিন্ধুনিগূঢ়জ্ঞানসুখাহ্লাদমোদমানঃ, অহং ছলপদবিহিতমতীনাং ছন্নঃ, অহং শান্তিমার্গগম্যঃ (অস্মি)। ১২৩

১২৪। অহং জলজাসনাদিগোচরপঞ্চমহাভূতমূলভূতঃ (অস্মি); অহং জগদানন্দ-করঃ, অহং জন্মজরামরণরোগরহিতঃ (চ ভবামি)। ১২৪

১২৫। অহং ঝঙ্কৃতিহুঙ্কৃতি শিঞ্জিতবৃংহিতমুখবিবিধনাদভেদঃ (অস্মি) অহং (চ) ঝটিতিঘটিতাত্মবেদনদীপপরিস্ফুরিতহৃদয়ভবনঃ (ভবামি)। ১২৫

অনুবাদ। ১২৩। সামবেদরূপ সমুদ্রমধ্যে যে জ্ঞানসুখ নিগূঢ়-ভাবে বিদ্যমান আছে, আমি তাহাতেই আনন্দিত হই। যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধি, ছলনাময় পদপ্রয়োগে আসক্ত, অর্থাৎ যাহারা নিতান্ত অসরলপ্রকৃতি, আমি তাহাদিগের নিকট স্বরূপতঃ গোপিত, অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তিগণ আমায় যথার্থভাবে জানিতে পারে না, আমি শান্তিস্বরূপ পথের গম্যস্থল।১২৩

১২৪। কমলাসন ব্রহ্মা আদি দেবগণ যাহা প্রত্যক্ষ করেন, আমি সেই মহাভূতপঞ্চকেরও আদিকারণস্বরূপ; আমি জগতের আনন্দ-দায়ক এবং আমি জরা, মৃত্যু ও রোগবিহীন।১২৪

১২৫। ঝঙ্কার, হুঙ্কার, শিঞ্জিত (বস্ত্র অথবা পত্রাদির শব্দ) এবং বৃংহিত (হস্তীর শব্দ) প্রভৃতি যে শব্দভেদ আছে, তাহাও আমি। আত্মজ্ঞানস্বরূপ দীপদ্বারা যে হৃদয়রূপ গৃহ অতিক্রুত পরিস্ফুরিত হয় আমি তাহাও হইতেছি।১২৫

জ্ঞানমহং জ্ঞেয়মহং জ্ঞাতাহং জ্ঞানসাধনগণোঽহম্।
জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিনাকৃতমস্তিত্বমাত্রমেবাহম্ ॥১২৬
তত্ত্বাতীতপদোঽহম্ তনুরহমস্মীতি ভাবরহিতোঽহম্।
তামসদুরধিগমোঽহং তত্ত্বম্পদবোধবোধ্যহৃদয়োঽহম্ ॥১২৭
দৈবতদৈত্যনিশাচরমানবতির্য্যঙ্মহীধরাদিরহম্।
দেহেন্দ্রিয়রহিতোঽহং দক্ষিণপূর্ব্বাদিদিগ্বিভাগোঽহম্॥১২৮

অন্বয়ঃ। ১২৬। অহং জ্ঞানম্, অহং জ্ঞেয়ম্, অহং জ্ঞাতা, অহং জ্ঞানসাধনগণঃ, অহম্ এব জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিনাকৃতম্ অস্তিত্বমাত্রম্। ১২৬

১২৭। অহং তত্ত্বাতীতপদঃ, অহং তনুঃ অস্মি ইতি ভাবরহিতঃ, অহং তামস-দুরধিগমঃ, অহং তত্ত্বংপদবোধবোধ্যহৃদয়ঃ (ভবামি)। ১২৭

১২৮। অহং দেবদৈত্যনিশাচরমানবতির্য্যঙ্মহীধরাদিঃ, অহং দেহেন্দ্রিয়াদিরহিতঃ অহং দক্ষিণপূর্ব্বাদিদিগ্বিভাগঃ। ১২৮

অনুবাদ। ১২৬। আমি জ্ঞান, আমি জ্ঞেয়, আমি জ্ঞাতা এবং আমি (প্রত্যক্ষ অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দ প্রভৃতি যাবতীয়) জ্ঞানলাভের সাধনগণ অর্থাৎ করণ বা উপায়সমূহ। আমিই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত কেবলমাত্র অস্তিত্বস্বরূপ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ সত্তামাত্র বা সৎস্বরূপ।১২৬

১২৭। সর্ব্বতত্ত্বের অতীতস্বরূপ, এবং 'আমি দেহস্বরূপ' এই প্রকার ভাববিহীন। আমি মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের দুষ্প্রাপ্য এবং 'তৎ' ও 'ত্বং' পদের যে জ্ঞান সেই জ্ঞান হইতে যাহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, আমি তাহা।১২৭

১২৮। আমি দেবতা, দৈত্য, রাক্ষস, মনুষ্য, পশুপক্ষী আদি তির্য্যগ্‌যোনি এবং পর্ব্বত আদি স্থাবর বস্তু হইতেছি; আমি দেহ ও ইন্দ্রিয় আদি বিবর্জ্জিত; এবং আমিই দক্ষিণ, পূর্ব্ব আদি যে দিক্ বিভাগ আছে, তাহাও হইতেছি।১২৮

ধর্ম্মাধর্ম্মময়োঽহং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবন্ধরহিতোঽহম্।
ধার্ম্মিকজনসুলভোঽহং ধন্যোঽহং ধাতুরাদিভূতোঽহম্॥১২৯
নামাদিবিরহিতোঽহং নরকস্বর্গাপবর্গরহিতোঽহম্।
নাদান্তবেদিতোঽহং নানাবিধনিখিলনিগমসারোঽহম্॥১৩০
পরজীবভেদবাধকপরমার্থজ্ঞানশুদ্ধচিত্তোঽহম্।
প্রকৃতিরহং বিকৃতিরহং পরিণতিরহমস্মি ভাগধেয়ানাম্॥
ফণধরভূধরবারণবিগ্রহবিধৃতপ্রপঞ্চসারোঽহম্।
ফালতলোদিতলোচনপাবকপরিভূতপঞ্চবাণোঽহম্॥১৩২

অন্বয়ঃ। ১২৯। অহং ধর্ম্মাধর্ম্মময়ঃ, অহং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবন্ধরহিতঃ, অহং ধার্ম্মিকজন-সুলভঃ, অহং ধন্যঃ, অহং ধাতুঃ আদিভূতঃ (ভবামি)। ১২৯

১৩০। অহং নামাদিবিরহিতঃ, অহং নরকস্বর্গাপবর্গরহিতঃ, অহং নাদান্তবেদিতঃ. অহং নানাগমনিখিলবিশ্বসারঃ (অস্মি)। ১৩০

১৩১। অহং পরজীবভেদবাধকপরমার্থজ্ঞানশুদ্ধচিত্তঃ, অহং প্রকৃতিঃ, অহং বিকৃতিঃ, অহং ভাগধেয়ানাং পরিণতিঃ অস্মি। ১৩১

১৩২। অহং ফণধরভূধরবারণবিগ্রহবিধৃতপ্রপঞ্চসংসারঃ (ভবামি) অহং ফাল-তলোদিতলোচনপাবকপরিভূতপঞ্চবাণঃ (অস্মি)। ১৩২

অনুবাদ। ১২৯। আমি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মময় এবং আমিই আবার ধর্ম্ম ও অধর্ম্মজনিত যে বন্ধন সেই বন্ধনশূন্য; আমি ধার্ম্মিক ব্যক্তির সুলভ এবং আমি বিধির আদিস্বরূপ হইতেছি।১২৯

১৩০। আমার কোন নামাদি নাই এবং অমার নরক, স্বর্গ অথবা অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষও নাই। আমি প্রণবনাদান্তদ্বারা জ্ঞাত হই এবং আমিই বিবিধ শাস্ত্র ও নিখিল ভুবনের সারাংশস্বরূপ।১৩০

১৩১। যে পরমার্থজ্ঞানদ্বারা ঈশ্বর ও জীব ইত্যাদি ভেদজ্ঞান বাধিত হয়, আমি সেই জ্ঞানদ্বারা পূতান্তঃকরণ; এবং আমি প্রকৃতি, আমি বিকৃতি (বিকার) এবং আমি ভাগধেয় অর্থাৎ ভাগ্য বা অদৃষ্টের পরিণামস্বরূপ হইতেছি।১৩১

বদ্ধো ভবামি নাহং বন্ধান্মুক্তস্তথাপি নৈবাহম্।
বোধ্যো ভবামি নাহং বোধোঽহং নৈব বোধকো নাহম্ ॥
ভক্তিরহং ভজনমহং ভুক্তিরহং ভুক্তিমুক্তিরহমেব।
ভূতানুশাসনোঽহং ভূতভবদ্ভব্যমূলভূতোঽহম্ ॥১৩৪
মান্যোঽহমস্মি মহতাং মন্দমতীনামমাননীয়োঽহম্।
মদরাগমানমোহিতমানসদুর্ব্বাসনাদুরাপোঽহম্ ॥১৩৫

অন্বয়ঃ। ১৩৩। অহং বদ্ধঃ ন ভবামি তথাপি অহং বন্ধাৎ মুক্তঃ ন (অস্মি), অহং বোধ্যঃ ন ভবামি, অহং ন এব বোধঃ, অহং বোধকঃ ন। ১৩৩

১৩৪। অহং ভক্তিঃ, অহং ভজনম্, অহং ভুক্তিঃ, অহম্ এব ভুক্তিমুক্তিঃ, অহং ভূতানুশাসনঃ, অহং ভূতভবদ্‌ভব্যমূলভূতঃ। ১৩৪

১৩৫। অহং মহতাং মান্যঃ অস্মি, অহং মন্দমতীনাম্ অমাননীয়ঃ, অহং মদরাগ-মানমোহিতমানসদুর্ব্বাসনাদুরাপঃ (ভবামি)। ১৩৫

অনুবাদ। ১৩২। আমি নাগরূপ অনন্ত পর্ব্বত এবং দশদিগ্‌গজ আদি বিগ্রহে জগৎপ্রপঞ্চ ধারণ করিয়া আছি এবং কপালনেত্রের অগ্নি-দ্বারা পঞ্চশর কামকে পরাজিত করিয়া রাখিয়াছি।১৩২

১৩৩। আমি বন্ধনমুক্ত এবং তথাপি আমি বন্ধন হইতে মুক্ত নহি, অর্থাৎ আমি বন্ধ ও মুক্তির বাহিরে বর্ত্তমান। আমি জ্ঞেয় নহি, আমি জ্ঞানও নহি এবং আমি বোধকও নহি।১৩৩

১৩৪। আমি ভক্তি, আমি ভজন, আমি মুক্তি এবং আমিই মুক্তির প্রাপ্তি। আমি জীবগণের অনুশাসন অর্থাৎ উপদেশকস্বরূপ এবং আমিই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের আদিস্বরূপ।১৩৪

১৩৫। আমি মহৎ ব্যক্তিগণের মাননীয়, আমি দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি-গণের অমাননীয়। যাহাদের মানস মদ, রাগ, ও অভিমানদ্বারা বিমোহিত তাহাদের দুর্ব্বাসনায় আমি দুষ্প্রাপ্য অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তিগণ আমায় পাইতে পারে না।১৩৫

যজনযজমানযাজকযাগময়োঽহং যমাদিরহিতোঽহম্।
যমবরুণযক্ষবাসবরাক্ষসমরুদীশবহ্নিরূপোঽহম্ ॥১৩৬
রক্ষাবিধানশিক্ষাবীক্ষিতলীলাবলোকমহিমাহম্।
রজনীদিবসবিরামস্ফুরদনুভূতিপ্রমাণসিদ্ধোঽহম্ ॥১৩৭
লক্ষণলক্ষ্যময়োঽহং লাক্ষণিকোঽহং লয়াদিরহিতোঽহম্।
লাভালাভময়োঽহং লব্ধব্যানামলভ্যমানোঽহম্ ॥১৩৮

অন্বয়ঃ। ১৩৬। অহং যজনযজমানযাজকযাগময়ঃ, অহং যমাদিরহিতঃ, অহং যমবরুণযক্ষবাসবরাক্ষসমরুদীশবহ্নিরূপঃ (অস্মি)। ১৩৬

১৩৭। অহং রক্ষাবিধানশিক্ষাবীক্ষিতলীলাবলোকমহিমা, অহং রজনীদিবসবিরামস্ফুরদনুভূতিপ্রমাণসিদ্ধঃ। ১৩৭

১৩৮। অহং লক্ষণলক্ষ্যময়ঃ, অহং লাক্ষণিকঃ, অহং লয়াদিরহিতঃ, অহং লাভালাভময়ঃ, অহং লব্ধব্যানাম্ অলভ্যমানঃ। ১৩৮

অনুবাদ। ১৩৬। আমি যজন, যজমান, যাজক ও যজ্ঞস্বরূপ; আমি যম আদি সাধন সম্পৎবিরহিত এবং আমি যম, যক্ষ, ইন্দ্র, রাক্ষস, বায়ু, রুদ্র ও বহ্নিস্বরূপ।১৩৬

১৩৭। যে শিক্ষা হইতে রক্ষাবিধান হয় সেই শিক্ষাদ্বারা আমি লীলাবলোকনে নিজ মহিমা দেখিয়া আছি এবং যাহা রাত্রি ও দিবা সতত পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে, আমি সেই অনুভূতিরূপ প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইয়া আছি। অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা আমি বুঝিতে পারি যে সমস্ত লীলাময় এবং আমি স্বয়ং সকলপ্রকার প্রমাণের অনুভূতিদ্বারাই সিদ্ধ।১৩৭

১৩৮। আমি লক্ষ্য ও লক্ষণস্বরূপ এবং আমিই আবার লাক্ষণিক অর্থাৎ লক্ষণকর্ত্তা; আমি লয় আদি বিবর্জ্জিত, আমি লাভ ও অলাভ উভয়াত্মক এবং আমিই লব্ধব্য বস্তু সকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ।১৩৮

বর্ণাশ্রমরহিতোঽহং বর্ণময়োঽহং বরেণ্যগণ্যোঽহম্।
বাচামগোচরোঽহং বচসামর্থেন গম্যমানোঽহম্॥১৩৯
শমদমবিরহিতমনসাং শাস্ত্রশতৈরপ্যগম্যমানোঽহম্।
শরণমহমেব বিদুষাং শকলীকৃতবিবিধসংশয়গণোঽহম্॥১৪০
ষড্ভাববিরহিতোঽহং ষড্গুণরহিতোঽহমহিতরহিতোঽহম্।
ষট্‌কোশবিরহিতোঽহং ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বজালরহিতোঽহম্॥১৪১

অন্বয়ঃ। ১৩৯। অহং বর্ণাশ্রমরহিতঃ, অহং বর্ণময়ঃ, অহং বরেণ্যগণ্যঃ, অহং বাচাম্ অগোচরঃ, অহং বচসাম্ অর্থেন গম্যমানঃ (অস্মি)। ১৩৯

১৪০। অহং শমদমবিরহিতমনসাং শাস্ত্রশতৈঃ অপি অগম্যমানঃ; অহম্ এব বিদুষাং শরণম্, অহং শকলীকৃতবিবিধসংশয়গণঃ (ভবামি)। ১৪০

১৪১। অহং ষড্ভাববিরহিতঃ, অহং ষড্গুণরহিতঃ, অহম্ অহিতরহিতঃ, অহং ষট্‌কোশবিরহিতঃ, অহং ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বজালরহিতঃ। ১৪১

অনুবাদ। ১৩৯। আমি বর্ণাশ্রমবিহীন, আমি কিন্তু বর্ণস্বরূপ, অর্থাৎ যশঃস্বরূপ; অথবা সর্ব্ববর্ণেরই প্ররোচক; আমি পূজনীয় ব্যক্তিগণেরও মাননীয়। আমি বাক্যের অগোচর, কিন্তু আমি বাক্যার্থের দ্বারা গম্যমান, অর্থাৎ বাক্যার্থ আমাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে, (ঠিক্ ঠিক্ ভাবে অন্যবাক্যের মত বুঝাইতে পারে না।)।১৩৯

১৪০। যাহাদের চিত্ত শমদমাদিযুক্ত নহে, অর্থাৎ বেদান্তোক্ত সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন নহে, আমি তাহাদের নিকট শত শত শাস্ত্রোপদেশেও প্রকট হই না। আমিই বিদ্বদ্‌গণের আশ্রয় এবং আমি বিবিধসংশয়-রাশিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া থাকি।১৪০

১৪১। আমি ষড়্ভাববিকার বিবর্জ্জিত, আমি ষড়্গুণবিহীন এবং আমি অমঙ্গলশূন্য। আমি ষট্‌কোশবিমুক্ত এবং আমি ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বরূপ জালের বহির্ভূত। (ষট্ ভাববিকার যথা—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ।) ১৪১

সম্বিৎসুখাত্মকোঽহং সমাধিসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষোঽহম্।
সংসারবিরহিতোঽহং সাক্ষাৎকারোঽহমাত্মবিদ্যায়াঃ ॥১৪২

হব্যমহং কব্যমহং হেয়োপাদেয়ভাবশূন্যোঽহম্।
হরিরহমস্মি হরোঽহং বিধিরহমেবাস্মি কারণং তেষাম্ ॥

ক্ষালিতকলুষভয়োঽহং ক্ষপিতভবক্লেশজালহৃদয়োঽহম্।
ক্ষান্তাদ্যক্ষরসুঘটিতবিবিধব্যবহারমূলমহমেব ॥১৪৪

অন্বয়ঃ। ১৪২। অহং সংবিৎসুখাত্মকঃ, অহং সমাধিসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষঃ, অহং সংসার-বিরহিতঃ, অহম্ আত্মবিদ্যায়াঃ সাক্ষাৎকারঃ। ১৪২

১৪৩। অহং হব্যম্, অহং কব্যম্, অহং হেয়োপাদেপভাবশূন্যঃ, অহং হরিঃ অস্মি, অহং হরঃ, অহম্ এব বিধিঃ অস্মি, (অহম্ এব) তেষাং কারণম্ (অস্মি)। ১৪৩

১৪৪। অহং ক্ষালিতকলুষভয়ঃ, অহং ক্ষপিতভবক্লেশজালহৃদয়ঃ, অহম্ এব ক্ষান্তা-দ্যক্ষরসুঘটিতবিধিব্যবহারমূলম্ (অস্মি)। ১৪৪

অনুবাদ। ১৪২। আমি সম্বিৎ (জ্ঞান) ও সুখস্বরূপ এবং আমি সমাধিসঙ্কল্পের কল্পবৃক্ষ। আমি সংসারবিহীন এবং আমি আত্মজ্ঞানের সাক্ষাৎকার, অর্থাৎ সাক্ষাৎকারাত্মক যে আত্মজ্ঞান তাহাই ব্রহ্মস্বরূপ এবং তাহাই আমি।১৪২

১৪৩। আমি হব্য (দেবোদ্দেশে হবনীয় দ্রব্য) এবং আমি কব্য (পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদেয় বস্তু)। আমি হেয় (ত্যাগযোগ্য) অথবা উপাদেয় (গ্রহণযোগ্য) প্রভৃতি ভাববিরহিত। আমি বিষ্ণু, আমি শিব, আমিই বিধি (প্রজাপতি) এবং আমিই আবার তাহাদের কারণ হইতেছি।১৪৩

১৪৪। আমি সর্ব্বপ্রকার পাপ এবং ভীতি হইতে বিধৌত, আমি হৃদয়মধ্য হইতে ভবযন্ত্রনারাশি বিদূরিত করিয়াছি এবং অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত যে সকল অক্ষর আছে, সেই সকল অক্ষরদ্বারা সর্ব্ববিধ ব্যবহার সুঘটিত হয়, আমিই তাহার মূল অর্থাৎ সকল শব্দ আমাকেই বুঝাইয়া থাকে।১৪৪

বহুভিঃ কিমেভিরুক্তৈরহমেবেদং চরাচরং বিশ্বম্।
শীকরফেনতরঙ্গাঃ সিন্ধোরপরাণি ন খলু বস্তূনি ॥১৪৫
শরণং ন ভবতি জননী ন পিতা ন সুতা ন সোদরা নান্যে।
পরমং শরণমিদং স্যাচ্চরণং মম মূর্ধ্নি দেশিকন্যস্তম্ ॥১৪৬
আস্তে দেশিকচরণং নিরবধিরাস্তে তদীক্ষণে করুণা।
আস্তে কিমপি তদুক্তং কিমতঃ পরমস্তি জন্মসাফল্যম্ ॥১৪৭

অন্বয়ঃ। ১৪৫। এভিঃ বহুভিঃ উক্তৈঃ কিম্? অহম্ এব ইদং চরাচরং বিশ্বম্। ন খলু শীকরফেণতরঙ্গাঃ সিন্ধোঃ অপরাণি বস্তূনি (ভবন্তি)। ১৪৫

১৪৬। জননী শরণং ন ভবতি, পিতা ন, সুতা ন, সোদরা ন, অন্যে ন, মম মূর্দ্ধ্নি দেশিকন্যস্তম্ ইদং চরণং পরমং শরণং স্যাৎ। ১৪৬

১৪৭। দেশিকচরণং (মম শরণম্) আস্তে, তদীক্ষণে নিরবধিঃ করুণা আস্তে, কিমপি তৎ উক্তম্ আস্তে, অতঃপরং কিং জন্মসাফল্যম্ অস্তি। ১৪৭

অনুবাদ। ১৪৫। এই সমস্ত বহু কথায় কাজ কি? আমিই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ। জলকণা, ফেন ও তরঙ্গরাশি সমুদ্র হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। অর্থাৎ সমুদ্রে জলকণা ফেণ ও তরঙ্গ দেখিলে মনে হয় যেন উহারা স্বতন্ত্র এক একটি বস্তু, কিন্তু উহারা যেমন সমুদ্রস্বরূপই, সেইরূপ জগতের সকল পদার্থই আমার স্বরূপ—তাহারা আমা হইতে অতিরিক্ত নহে, আমাকে বাদ দিলে সবই আকাশকুসুমকল্প হইয়া পড়ে।১৪৫

১৪৬। জননী ত্রাণকর্ত্রী হন না, পিতা রক্ষাকর্ত্তা হন না, কন্যা নহে, সহোদরা নহে এবং অপর কেহ কাহারও পরিত্রাণকর্ত্তা হয় না। কিন্তু আমার মস্তকে তত্ত্বজ্ঞানেপেদেশক গুরুর দ্বারা স্থাপিত এই চরণদ্বয়ই আমার পরমপরিত্রাণকর্ত্তা হইবে।১৪৬

১৪৭। গুরুর পাদপদ্ম আমার সহায় আছে, তাঁহার নয়নের সেই অপার করুণা আমার অবলম্বন আছে এবং তাঁহার সেই অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় বচন আমার পরিপোষক আছে—ইহা অপেক্ষা জীবনের আর কি সফলতা আছে?১৪৭

কারুণ্যসারসান্দ্রাঃ কাঙ্ক্ষিতবরদানকল্পকবিশেষাঃ।
শ্রীগুরুচরণকটাক্ষাঃ শিশিরাঃ শময়ন্তি চিত্তসন্তাপম্ ॥১৪৮

কবলিতচঞ্চলচেতোগুরুতরমণ্ডূকজাতপরিতোষা।
শেতে হৃদয়গুহায়াং চিরতরমেকৈব চিন্ময়ী ভুজগী ॥১৪৯

ময়ি সুখবোধপয়োধৌ মহতি ব্রহ্মাণ্ডবুদ্‌বুদসহস্রম্।
মায়াময়েন মরুতা ভূত্বা ভূত্বা মুহুস্তিরোধত্তে ॥১৫০

অন্বয়ঃ। ১৪৮। কারুণ্যসারসান্দ্রাঃ কাঙ্ক্ষিতবরদানকল্পকবিশেষাঃ শিশিরাঃ শ্রীগুরুচরণকটাক্ষাঃ চিত্তসন্তাপং শময়ন্তি। ১৪৮

১৪৯। কবলিতচঞ্চলচেতোগুরুতরমণ্ডূকজাতপরিতোষা চিন্ময়ী ভুজগী একা এব হৃদয়গুহায়াং চিরতরং শেতে। ১৪৯

১৫০। মহতি সুখবোধপয়োধৌ ময়ি ব্রহ্মাণ্ডবুদ্বুদসহস্রং মায়াময়েন মরুতা ভূত্বা ভূত্বা পুনঃ তিরোধত্তে। ১৫০

অনুবাদ। ১৪৮। করুণারসে ঘনীভূত অভীষ্টবরপ্রদানে কল্পতরুকল্প সেই শ্রীগুরুর শীতল চরণকটাক্ষ সমস্ত মনোবেদনা উপশমিত করিয়া দেয়।১৪৮

১৪৯। সতত অস্থির চিত্তরূপ বৃহৎ ভেকটিকে গ্রাস করিয়া পরিতোষপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানরূপিণী ফণিনী হৃদয়রূপ গহ্বরমধ্যে চিরকাল ধরিয়া সুপ্ত রহিয়াছে।১৪৯

১৫০। সুখজ্ঞানরূপ মহা সমুদ্রে ব্রহ্মাণ্ডরূপ অনন্ত বুদ্বুদরাশি মায়াময় বায়ুবশতঃ উৎপন্ন হইয়া পুনরায় তিরোহিত হইতেছে। অর্থাৎ অনন্ত সমুদ্র চিরকাল একভাবেই আছে বটে, কিন্তু তাহার উপরে বায়ুর বিকৃতিবশতঃ কত সহস্র সহস্র বুদ্বুদ উৎপন্ন হয়, আবার অন্তর্হিতও হয়, সেইরূপ সুখজ্ঞানরূপ আত্মাও চিরকাল একই ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু মায়াবশে তাঁহার উপরে কতবার জগৎরূপ মহা ভ্রম সৃষ্ট হইতেছে, আবার তাহা অন্তর্হিতও হইতেছে।১৫০

গুরুকরুণয়ৈব নাবা প্রাক্তনভাগ্যানুকূলমারুতয়া।
দুঃসহদুঃখতরঙ্গৈস্তুঙ্গঃ সংসারসাগরস্তীর্ণঃ ॥১৫১
সতি তমসি মোহরূপে বিশ্বমপশ্যং তদেতদিত্যখিলম্।
উদিতবতি বোধভানৌ কিমপি ন পশ্যামি কিংস্বিদং চিত্রম্॥
ইত্যাত্মবোধলাভং মুহুরনুচিন্ত্য প্রমোদমানেন।
প্রারব্ধকর্ম্মণোঽন্তে পরং পদং প্রাপ্যতে হি কৈবল্যম্ ॥১৫৩

অন্বয়ঃ। ১৫১। প্রাকৃতনভাগ্যানুকূলমারুতয়া গুরুকরুণয়া নাবা এব তুঙ্গঃ দুঃসহদুঃখতরঙ্গঃ সংসারঃ তীর্ণঃ। ১৫১

১৫২। মোহরূপে তমসি সতি তৎ এতৎ ইতি অখিলং বিশ্বম্ অপশ্যম্। বোধভানৌ উদিতবতি কিম্ অপি ন পশ্যামি কিম্ ইদং চিত্রং নু। ১৫২

১৫৩। ইতি আত্মবোধলাভং প্রমোদমানেন মুহুঃ অনুচিন্ত্য প্রারব্ধকর্ম্মণঃ অন্তে পরং পদং কৈবল্যং প্রাপ্যতে হি। ১৫৩

অনুবাদ। ১৫১। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সৌভাগ্যরূপ অনুকূল বায়ুবিশিষ্ট গুরুর কৃপারূপ নৌকাদ্বারাই অতি উচ্চ অসহ্য দুঃখতরঙ্গময় সংসার পার হইলাম।১৫১

১৫২। অবিদ্যারূপ অন্ধকার যতক্ষণ বিদ্যমান ছিল, ততক্ষণ এই বিশ্বসংসারকে 'ইহা এইরূপ' এই ভাবে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হইতেই আর কিছুই দেখিতেছি না—ইহা কি বিচিত্র!।১৫২

১৫৩। আনন্দিতচিত্তে এই আত্মজ্ঞানলাভ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া প্রারব্ধকর্ম্মের অবসানে সেই পরমপদ কৈবল্য (কৈবলীভাব, মুক্তি) প্রাপ্ত হওয়া যায়।১৫৩ *

* এস্থলে জীবন্মুক্ত পুরুষের যেরূপ আনন্দের অনুভূতি হয়—তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। বিদেহমুক্তিতে বা লয়-সমাধিতে আনন্দের অনুভব হয় না, কিন্তু আনন্দস্বরূপ হইয়া যায়—ইহাই প্রভেদ।

মোহান্ধকারহরণং সংসারোদ্বেলসাগরোত্তরণম্।
স্বাত্মনিরূপণমেতৎপ্রকরণমন্তর্বিচিন্ত্যতাং সদ্ভিঃ ॥১৫৪

ইতি শ্রীভগবৎপূজ্যপাদ-শ্রীগোবিন্দপাদাচার্য্যশিষ্য-শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-
শ্রীশঙ্করভগবৎপূজ্যপাদবিরচিতস্বাত্মনিরূপণম্।

অন্বয়ঃ। ১৫৪। মোহান্ধকারহরণং সংসারসাগরোত্তরণম্ এতৎ স্বাত্মনিরূপণং প্রকরণং-সদ্ভিঃ অন্তঃ বিচিন্ত্যতাম্। ১৫৪

অনুবাদ। ১৫৪। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারহারী সংসার-সাগরের পারকারী এই স্বাত্মনিরূপণ নামক এই প্রকরণ গ্রন্থ সাধু ব্যক্তিগণ অন্তরে বিশেষরূপে চিন্তা করুন।১৫৪

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-
শ্রীমৎশঙ্করভগবৎকৃত স্বাত্মনিরূপণ নামক প্রকরণের
অন্বয় ও অনুবাদ সমাপ্ত।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।